কাণ্ডৈঃ সপ্তভিরন্বিতোঽস্তিবিততো রিব্যাসবাল্মীকিতঃ ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

বাঙ্গালা-অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বাল্মীকি গিরি সম্ভূতা রামাম্ভোনিধি-সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবনত্রয়ম্।"

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
রামায়ণ-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

কলিকাতা :

সিমলা-ষ্ট্রীট নং ৬৩, রামায়ণ-যন্ত্রে শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

এবং

ঝামাপুকুর লেন নং ২০, সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

কাব্যৈঃ সমস্তিরবিতোহস্তিবিস্তভো রিব্যালবাল্মোদিতঃ।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

বাঙ্গালা-অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বাল্মীকি গিরি সম্ভূতা রামাম্ভোনিধি-সঙ্গতা।
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুনাতু ভুবনত্রয়ম্।"

কলিকাতা
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:
রামায়ণ-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

কলিকাতা :

সিমলা-ষ্ট্রীট নং ৬৬, রামায়ণ-যন্ত্রে শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক

এবং

ঝামাপুকুর লেন নং ২০, সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

লঙ্কাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট পত্র।

* এই দ্বাবিংশ সর্গ, ৫৪ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ ১২ পংক্তির পর হইবে।

নির্ঘণ্ট পত্র।

লঙ্কাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ-শোধন।

(সুন্দরকাণ্ড।)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১৬৪	২	১২	-সমস্কৃত	-নমস্কৃত

(লঙ্কাকাণ্ড।)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১০	১	৬	ইহাঁর	ইহাঁরা
১০	২	১৯	অধৃর্ষ্য	অধৃষ্য
২০	২	৮	কিরতেছেন	করিতেছেন
৫৭	১	২৪	শ্বশ্রুর	শ্বশ্রূর
৬৬	২	২২	যুদ্ধলালসায়	যুদ্ধলালসায়
৬৮	২	১৮	ক্রোধভরে	ক্রোধভরে
৬৮	২	২৭	চুর্ণ	চূর্ণ
৭৪	২	১	ভের	ভেরী
৮৩	১	৫	শক্র-সমান-	শক্র-সমান-
৮৯	১	১৭	আমোঘ	অমোঘ
৯১	১	১৫	ত্রিদশ-শক্র	ত্রিদশ-শক্র
৯৩	১	২৯	অক্ষ্বেড়িত	আক্ষ্বেড়িত
„	„	„	অস্ফোটিত	আস্ফোটিত
১০৩	২	২৩	দবগণও	দেবগণও
১০৮	২	১৪	আরুঢ়	আরূঢ়
১১৪	১	৪	পলয়ান	পলায়ন-
১৯২	২	১২	ইতঃস্ততো	ইতস্তত
১৯৫	২	২০	গ্রহণও	গ্রহণ
২২০	২	৯	অঘ্রাণ	আঘ্রাণ
২৩২	১	১৩	জবা-কসুম-	জবাকুসুম-
২৩৬	১	২০	করিতেন	করিতেছেন
২৬১	১	২৩	অবশ,	অযশ,
২৬৩	১	১	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
২৬৮	১	৭	সাহিত	সহিত
২৬৮	২	১৯	রাক্ষরাজ	রাক্ষসরাজ
২৬৯	২	৩	বালী-বধ	বালীকে বধ
২৭১	২	১৪	বিক্রম	বিক্রম

উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

[পূর্ব্বভাগ।]

নির্ঘণ্ট পত্র।

উত্তরকাণ্ড—পূর্ব্বভাগের নির্ঘণ্টপত্র সমাপ্ত।

উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট।

[উত্তরভাগ।]

নির্ঘণ্ট পত্র।

উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

অশুদ্ধ-শোধন।

(উত্তরকাণ্ড—পূর্ব্বভাগ।)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৩৪	২	২৬	অতরণ	অবতরণ
৫৫	২	২৮।২৯	শরাশনে	শরাসনে
৫৯	২	৩০	শরম্মেঘের	শরন্মেঘের
৬০	২	১৯	সারথীদিগের	সারথিদিগের
১০১	১	৮	মুহূর্ত্ত	মুহূর্ত্ত

(উত্তরকাণ্ড—উত্তরভাগ।)

৬৪	২	২৮	আড়ি	বক
„	„	২৯	বক	আড়ি

রামায়ণ।

লঙ্কাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

চার-বিধি।

দশরথতনয় রামচন্দ্র, সৈন্যগণের সহিত সাগর উত্তীর্ণ হইলে রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ, অমাত্য শুক ও সারণকে কহিলেন, অমাত্য-দ্বয়! শুনিলাম, সমগ্র বানর-সৈন্য দুস্তর সাগর পার হইয়াছে! রাম সমুদ্রের উপরি অভূত-পূর্ব্ব সেতুবন্ধন করিয়াছে! কি আশ্চর্য্য! সাগরে সেতুবন্ধন! ইহা কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখন শুনেও নাই! কি আশ্চর্য্য! আমার বোধ হয়, বিধাতা, আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্তই হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন! সারণ! রাম যে কার্য্য করিয়াছে, ইহা শুনিলে কখনই বিশ্বাস হয় না! সাগরে সেতুবন্ধন! যাহা হউক সাগরে সেতুবন্ধন হওয়াতে আমার মন অতীব ক্ষুব্ধ হইয়াছে! এক্ষণে বানর-সৈন্যের সংখ্যা কত, তাহা আমাকে অবশ্যই নিরূপণ করিতে হইবে। অগ্রে বিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা অবগত হইয়া পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিব।

শুক ও সারণ! তোমরা উভয়ে বানর-রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনুপলক্ষিতরূপে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংখ্যা করিয়া আইস। সৈন্যগণ কিরূপ? তাহারা কিরূপ নিয়মানুসারে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছে? যোধ-পুরুষদিগের অধ্যবসায় কিরূপ? যোধ-পুরুষদিগের পরিমাণ কত? তাহাদিগের বলবীর্য্য কিরূপ? সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান কে? কোন্ কোন্ ব্যক্তি রামের মন্ত্রী? কোন্ কোন্ বানর সুগ্রীবের মন্ত্রী? কোন্ কোন্ বানরবীর সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে? সমুদ্রে কিরূপ সেতুবন্ধন হইয়াছে? বনচর বানরগণ, কিরূপ সেনানিবেশ করিয়াছে? গতায়ু বানরগণের মধ্যে প্রধান সেনাপতি কে? রামের ও লক্ষ্মণের কিরূপ ব্যবসায়, কিরূপ বীর্য্য ও কিরূপ অস্ত্র-শস্ত্র? এই সমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আইস। তোমরা রামের, লক্ষ্মণের ও বানরগণের

যথাযথ বলবীর্য্য অবগত হইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে।

রাক্ষসবর শুক ও সারণ, এইরূপ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক যে স্থানে রামচন্দ্র সেনা সন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিল।

রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ, মায়া দ্বারা বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অনুপলক্ষিতরূপে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। পরে তাহারা যত্ন পূর্ব্বক অচিন্ত্য রোম-হর্ষণ অসংখ্য বানর-সৈন্য সংখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল, পর্ব্বতাগ্র, নির্ঝর সমুদায়, পর্ব্বত-গুহা সমুদায়, সমুদ্রতীর সমুদায়, পুষ্পিত কানন সমুদায় বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ; তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই দেখে, এত অপরিমেয় বানর-সৈন্য রহিয়াছে যে, তাহার শেষ সীমা দৃষ্ট হয় না। আরও দেখিল, অসংখ্য সৈন্য সেতুর উপরি ধাবমান হইয়া আসিতেছে। শুক ও সারণ, সেই অক্ষয়, অসীম, দুর্জ্জয় বানর-সৈন্য দেখিয়া বিমুগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল, কোন ক্রমেই সংখ্যা করিতে পারিল না। সমুদ্রতীরস্থিত মহারণ্য, বানর-সৈন্যে ব্যাপ্ত হইয়া একার্ণব হইয়া গিয়াছে; মহাবীর্য্য শুক ও সারণ, কোন ক্রমেই সংখ্যা করিবার উপায় দেখিল না। এই অতি ভীষণ, অক্ষোভ্য অব্যয় বানর-সৈন্যের মধ্যে, কতকগুলি সৈন্য সাগর উত্তীর্ণ হইতেছে, কতকগুলি সৈন্য সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কতকগুলি সৈন্য সাগর পার হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিতেছে, কতকগুলি সৈন্য উত্তর তীরে, কতকগুলি সৈন্য দক্ষিণতীরে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; কতকগুলি সৈন্য উত্তীর্ণ হইয়া আবাস গ্রহণ করিতেছে।

অনন্তর মহাতেজা পর-পুরঞ্জয় বিভীষণ, লঙ্কা হইতে সমাগত বানরবেশে প্রতিচ্ছন্ন মহাবল শুক ও সারণকে দেখিতে পাইলেন; তখন তিনি ভীম-বিক্রম বানর দ্বারা ঐ দুই রাক্ষসকে ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন, এই দুই রাক্ষস, রাক্ষসরাজ রাবণের সচিব শুক ও সারণ; ইহারা লঙ্কাপুরী হইতে গুপ্তচর হইয়া আসিয়াছে। শুক ও সারণ, রামচন্দ্রকে দেখিয়াই ব্যথিত-হৃদয় হইল; তখন আর তাহাদের জীবনের প্রত্যাশা থাকিল না; তাহারা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহাবীর রঘুনন্দন! আপনকার কত সৈন্য, সংখ্যা করিবার নিমিত্ত রাবণ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমরা এখানে আসিয়াছি।

সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণ, দশরথতনয় রামচন্দ্র, শুক ও সারণের তাদৃশ কাতর বাক্য শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, তোমাদিগের যদি সমুদায় সৈন্য দর্শন করা হইয়া থাকে এবং আমরাও যদি পরি দৃষ্ট হইয়া থাকি, ও রাবণ যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছে, তৎসমুদায় যদি করা হইয়া থাকে, যথেচ্ছাক্রমে ফিরিয়া যাও। তোমরা এই সৈন্য সংখ্যা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে লঙ্কাপুরীতে গমন কর; কেহ কিছু বলিবে না। রাক্ষসদ্বয়!

এইক্ষণে তোমাদের উভয়কে অভয় প্রদান করিতেছি; যদি কোন অংশ দেখা না হইয়া থাকে, পুনর্ব্বার অবলোকন কর। এই মহাত্মা বিভীষণ, তোমাদিগকে সমুদায়ই দেখাইবেন; তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া জীবনের ভয় করিও না। তোমরা যখন ধৃত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমা হইতে আর তোমাদের প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।

বিভীষণ! তুমি এই দুইজন রজনীচর চরকে প্রচ্ছন্নভাবে ছাড়িয়া দাও। শত্রু-পক্ষের ভীষণ, অনাবৃত বানর-সৈন্য সমুদায় অবলোকন ও সংখ্যা করিয়া ইহারা স্বেচ্ছা-ক্রমে লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমন করুক। রজনী-চরদ্বয়! তোমরা যদিও প্রাণদণ্ডের যোগ্য, তথাপি আমি ক্ষমা করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি। তোমরা লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া আমার বাক্যানুসারে রাক্ষস-রাজকে বলিবে, "তুমি পূর্ব্বে যে বল আশ্রয় করিয়া সীতা হরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সৈন্যগণের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যত দূর ক্ষমতা, সেই বল দেখাও; কল্য প্রাতঃকালে দেখিবে, আমি শরনিকর দ্বারা রাক্ষস-সৈন্য সমেত প্রাকার-তোরণ-বিভূষিত লঙ্কাপুরী, ধ্বংস করিব। দেবরাজ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমার প্রতি ও তোমার সৈন্যগণের প্রতি ঘোর ক্রোধানল পরিত্যাগ করিব; আমি অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি; এক্ষণে তোমাকে সবংশে নিপাতিত করিয়া বৈর-নির্য্যাতন করিব।"

রাক্ষসবর শুক ও সারণ, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! বিভীষণ আমা-দিগকে বানর দ্বারা ধৃত করিয়াছিলেন; আমরা বধ-দণ্ডের যোগ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু অসীম-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা রামচন্দ্র, আমা-দিগকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, লোকপাল-সদৃশ মহাবল, অবিতথ-পরাক্রম চারি জন মহাবীর এক স্থানে রহিয়াছেন। সেই চারি জনের মধ্যে প্রথম শ্রীমান রামচন্দ্র; দ্বিতীয় মহাবল লক্ষ্মণ; তৃতীয় মহাত্মা সুগ্রীব; চতুর্থ আপনকার ভ্রাতা বিভীষণ। বানরগণের কথা দূরে থাকুক, এই চারিজন মহাবীরই, প্রাকার-তোরণ প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী উন্মূলন পূর্ব্বক স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। এই চারি জন মহাবীরের মধ্যে তিনজনের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র রাম-চন্দ্রের যেরূপ আকার, যেরূপ বীর্য্য, যেরূপ অস্ত্র-শস্ত্র দেখিলাম, তাহাতে তিনি একাকীই এই লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অসীম বানর-সৈন্য ভেদ করা অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র ও সমগ্র দেবদানবগণ সম-বেত হইলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

রাক্ষসরাজ! সমুদ্রে যে সেতুবন্ধন হই-য়াছে, তাহা দশযোজন বিস্তৃত ও শতযোজন

দীর্ঘ ও সুদৃঢ়। অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য লঙ্কাতে উপস্থিত হইয়াছে, অসংখ্য সৈন্য সমুদ্র পার হইয়াছে, অসংখ্য সৈন্য সমুদ্র পার হইতেছে; এই সমুদায় সৈন্যের অন্ত নাই, ইয়ত্তাও নাই। লোকপাল-সদৃশ রামচন্দ্র, এই বানর-সৈন্য রক্ষা করিতেছেন।

যুদ্ধাভিলাষী মহাত্মা বানরগণের সৈন্য-মধ্যে অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন মহাবীর অসংখ্য যোধ-পুরুষ রহিয়াছে! মহারাজ! আর বিবাদে আবশ্যক নাই, সন্ধি করুন; রাম-চন্দ্রকে সীতা প্রদান করুন।

দ্বিতীয় সর্গ।

বানরানীক দর্শন।

রাক্ষসরাজ রাবণ, সারণ কর্ত্তৃক অসঙ্কু-চিতভাবে কথিত হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সকলে মিলিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করেন, যদি ত্রিলোকের সমুদায় লোক আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তথাপি আমি সীতা প্রদান করিব না। সৌম্য! তুমি বানর-সৈন্য দর্শনে ভীত ও নিস্তেজ হইয়া সীতা প্রত্যর্পণ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছ! এই ত্রিলোকের মধ্যে এমন উপযুক্ত কোন্ ব্যক্তি আছে যে আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে? আমাকে জয় করা দূরে থাকুক, রণস্থলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেও কেহ সমর্থ হইবে না।

প্রদীপ্ত-শরীর রাক্ষসরাজ রাবণ, ক্রোধ-ভরে এই কথা বলিয়া সিংহাসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় নীল নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইলেন। পরে তিনি সৈন্য সন্দর্শনাভিলাষে বহুসংখ্য তাল-বৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত হিমপাণ্ডর প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতলে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শুক ও সারণের সহিত সুবিস্তীর্ণ সৈন্য-সমূহ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূতল, সমুদায়ই বানরবীরে পরিপূর্ণ; কি পৃথিবী, কি বৃক্ষতল, কি বৃক্ষশাখা, কি পর্ব্বত, কোথাও এমন স্থান নাই যে, বানরসমূহে পরিপূর্ণ নহে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, অপরিমেয় অসংখ্য বানর-সৈন্য দর্শন করিয়া সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারণ! এই সমুদায় বানরগণের মধ্যে কোন্ কোন্ বানর মহাবল-পরাক্রান্ত, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাবীর ও প্রধান? কোন্ কোন্ বানর, সংগ্রাম করি-বার অভিলাষে পুরোবর্ত্তী হইতেছে? কোন্ কোন্ বানর, দেবাংশ-সম্ভূত? কোন্ কোন্ বানর, পূর্ব্বে মনুষ্য-সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে? সুগ্রীব, কোন্ কোন্ বানরের বাক্য শ্রবণ করে? কোন্ কোন্ বানর, যূথ-পতি? কোন্ কোন্ বানরের কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রাধান্য আছে?

বানর-বল-জিজ্ঞাসু রাক্ষসরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান-বানর-পরিচয়জ্ঞ সারণ কহিলেন, মহাবীর! ঐ যে বানরবীর লঙ্কাভিমুখ হইয়া গর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহার

চতুর্দ্দিকে শত শত বানরযূথপতি রহিয়াছে, যাঁহার সিংহনাদে প্রাকার তোরণ শৈল বন কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী প্রকম্পিত হইতেছে, যিনি সমুদায় বানরের অধিপতি, যিনি মহাত্মা সুগ্রীবের সৈন্য-সমূহের অগ্রভাগে রহিয়াছেন, ঐ বীরের নাম নল; ইনি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র; ইনিই সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা বানরবরকেই সমুদ্র স্তব করিয়াছিলেন।

ঐ যে মহাবীর্য্য বানর, বাহুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া চরণ দ্বারা পৃথিবীতে লিখিতেছেন, যাঁহার আকার গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, যাঁহার বর্ণ পদ্ম-কিঞ্জল্ক-সদৃশ, যিনি ক্রোধ-নিবন্ধন লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া জৃম্ভণ করিতেছেন, যিনি সাতিশয় ক্রোধ-নিবন্ধন লাঙ্গুল আস্ফোটিত করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুল-শব্দে দশদিক শব্দায়মান হইতেছে, যে মহাবীর সহস্রপদ্ম, ও সহস্রশঙ্খ বানর-সৈন্যে পরিবৃত, ইহাঁর নাম যুবরাজ অঙ্গদ; সুগ্রীব ইহাঁকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; ইনি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।

ঐ দিকে যে বানরগণ গাত্র আস্ফোটন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছে ও হাসিতেছে, কখন বা ক্রোধভরে উত্থিত হইয়া জৃম্ভণ করিতেছে, ইহারা মলয়পর্ব্বতীয় বানর; ইহারা দুঃসহ-পরাক্রমশালী, ঘোর ও প্রচণ্ড; উহাদের সংখ্যা সহস্রকোটি ও অষ্ট লক্ষ। ঐ বীর বানরযূথপতিগণ, যাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন, সেই সর্ব্ব-বানরযূথপতির নাম শ্বেতম্নু; ইনি কেবল নিজ সৈন্য দ্বারাই লঙ্কাপুরী বিমর্দ্দিত করিতে উদ্যত আছেন।

ঐ দিকে রজত-সদৃশ শ্বেতবর্ণ যে বানরযূথপতি নিজ বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন, যিনি ঐ সুগ্রীবের নিকট এক এক বার আসিয়া, বানর-সৈন্য-সমূহ বিভাগ করিতেছেন, যিনি উৎসাহ-বাক্যে সমুদায় বানরকেই উৎসাহান্বিত ও হর্ষিত করিতেছেন, ইনি ত্রিলোক-বিখ্যাত, শ্রীমান ও বুদ্ধিমান; ইনি অর্ব্বুদ-পর্ব্বতের নিকট রমণীয় গৌতমী-নদীতীরে নানা বানর-সঙ্কুল সঙ্কোচন নামক পর্ব্বতে বানর-রাজ্য শাসন করেন; ঐ বানররাজের নাম কুমুদ।

ঐ যে বীর, সহস্রলক্ষ সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, ইনি মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী; ইহাঁর নাম নীল; ইনি মহাবীর্য্য ও যূথপতিগণেরও অধিপতি।

ঐ দেখুন, সিংহ-কেশরের ন্যায় যাঁহার ঘোর-দর্শন সুদীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ-লাঙ্গুল পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে, ইনি সুগ্রীবের ন্যায় বলবান; ইহাঁর নাম বেগবান; ইনি প্রচণ্ড ও ক্রোধন-স্বভাব; ইনি সর্ব্বদা সংগ্রাম অভিলাষ করিয়া থাকেন; ইনি শতসহস্রকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া নিজ সৈন্য দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

ঐ যিনি সিংহ-সদৃশ কপিলবর্ণ দীর্ঘকেশ বানরযূথপতি, পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে করিতে কেবল লঙ্কার দিকেই দৃষ্টি করিতেছেন, ইহাঁর নাম শরভ; ইনি বিন্ধ্য-পর্ব্বত,

কৃষ্ণগিরি ও মনোহর সহ্য-পর্ব্বতে গর্জ্জন পূর্ব্বক বানর-রাজ্য শাসন করেন। ত্রিংশৎ-লক্ষ মহাবীর্য্য বানর ইহাঁর আজ্ঞাধীন; ইনি সেই সমুদায় বানর দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

মহারাজ! ঐ যে বানরবীর, এক এক বার জৃম্ভণ করিতেছেন, এক এক বার কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছেন, আপনার সৈন্য হইতে অন্যত্র যাইতেছেন না, অন্যত্র দৃষ্টি-নিক্ষেপও করিতেছেন না, ইনি চন্দ্র-পর্ব্বতে বাস করেন; ঐ বানরযূথপতির নাম শরভ; মহাভয় উপস্থিত হইলেও ইনি কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। মহারাজ! একলক্ষ চারি-সহস্র মহাবল সৈন্য ইহাঁর সহচর; ইনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া নিজ সৈন্য দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ! ঐ দেখুন, ঐ দিকে দেবগণের মধ্যবর্ত্তী দেবরাজের ন্যায় যিনি বীরগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার শরীর পর্ব্বত-সদৃশ প্রকাণ্ড, মেঘ যেমন আকাশ-ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ যে মহাকায় বানরবীর, বহুস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ভেরী-শব্দের ন্যায় যাঁহার সুগম্ভীর রব শ্রুত হইতেছে, যুদ্ধাভিলাষী বানরবীরগণ, যাঁহার নিকট থাকিয়া সিংহনাদ করিতেছে, ঐ বানরযূথপতির নাম পনস; ইনি পারিপাত্র-পর্ব্বতেই বাস করিয়া থাকেন; ইনি অতীব চপল, অতীব ক্রোধন-স্বভাব ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ। শতলক্ষ বানর-সৈন্য ও পৃথক পৃথক যূথপতিগণ, ইহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আছে।

রাক্ষসরাজ! ঐ দেখুন, যিনি সাগরের তীরে দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় ভীষণ-রবকারী বানর-সৈন্য লইয়া আসিতেছেন, ইহাঁর নাম বিনত; ইনি দশকোটি বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দর্দ্দুর-পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক পর্ণাশা নদীর জলপান করেন।

রাক্ষসরাজ! ঐ যাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, যাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তাম্রবর্ণ, যিনি ষষ্টি-লক্ষ বানর লইয়া আসিতেছেন, এই বানর-যূথপতির নাম ক্রথন; ইনি নীলমেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড শিলা লইয়া আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, ঐ দিকে যে বানর-যূথপতির বর্ণ গৈরিকের ন্যায়, ইহাঁর নাম গবয়; ঐ তেজস্বী গবয় ক্রোধ-সহকারে লঙ্কাভিমুখে আগমন করিতেছেন। একাদশ-সহস্র-কোটি মহাতেজঃ-সম্পন্ন চপল বানর, ইহাঁর অধীনতায় রহিয়াছে; ইনি নিজ সৈন্য দ্বারাই আপনাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

মহারাজ! আমি, অতীব পরাক্রমশালী বানরবীরদিগের কথা বর্ণনা করিলাম; ইহারা সকলেই বলবান ও বীরদর্পপূর্ণ। দেবদানবগণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে ইহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না।

অনন্তর অল্পবুদ্ধি রাক্ষসরাজ, মহাসত্ত্ব বানর-সৈন্য পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের বল-বীর্য্য ও কথিত সংখ্যা অবগত হইয়া বিবর্ণ-বদন হইলেন।

তৃতীয় সর্গ।

সারণ-বাক্য।

মহারাজ! অন্যান্য যে সমুদায় বানর-যূথপতি সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়াও রামচন্দ্রের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দেখুন, অতি দূরে শাল-বৃক্ষের ন্যায় উন্নত যে বানরযূথপতি দৃষ্ট হইতেছেন, যাঁহার কেশ সমুদায় সুবর্ণের ন্যায় কপিলবর্ণ ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার লোম সমুদায় সূর্য্য-কিরণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, ঐ বানরবীর মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের শ্যালক; ঐ বীরের নাম দধিমুখ; ইহাঁর নাম সর্ব্বত্রই বিখ্যাত আছে। ইনি যখন গমন করেন, শত শত হরিযূথ-পতিগণ, ইহাঁর অনুগমন করিয়া থাকেন। এই মহাবীর দধিমুখ, মহাতেজঃ-সম্পন্ন সহস্র-কোটি বানরবীরের সহিত সমবেত হইয়া আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

মহারাজ! ঐ সমুদ্রতীরে মহামেঘের ন্যায় নীলবর্ণ কৃষ্ণাঞ্জন-সদৃশ অসংখ্যেয় অনির্দ্দিষ্ট যে সমুদায় ঋক্ষ-সৈন্য দেখিতেছেন, ইহারা অবিতথ-পরাক্রম, নখদন্তায়ুধ, তীব্র-কোপ ও অতীব ভীষণ। ঐ সমুদায় বীরগণের মধ্যে অনেকে পর্ব্বতে, অনেকে বৃক্ষে, এবং অনেকে নদীতীরেও আবাস গ্রহণ করিয়াছে। মহারাজ! এই সমুদায় সংগ্রাম-দুর্জ্জয় ঋক্ষ-সৈন্য, আপনাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে জীমূত-পরিবৃত পর্জ্জন্যের ন্যায় ভীষণ-দর্শন ঋক্ষরাজ ধূম্রাক্ষ অবস্থান করিতেছেন। ঋক্ষরাজ ধূম্রাক্ষ, ঋক্ষবান নামক মহাগিরিতে অবস্থান পূর্ব্বক নর্ম্মদা নদীর জলপান করেন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, ধূম্রাক্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমুদায় ঋক্ষের অধিপতি যূথপতি ধূম্র অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁর আকার পর্ব্বত-সদৃশ, ইহাঁর রূপ ভ্রাতার সমান; পরন্তু ইনি ভ্রাতা অপেক্ষাও সমধিক পরাক্রমশালী। এই মহাবল মহাবীর্য্য কামরূপী যুদ্ধকুশল ধূম্রাক্ষ ও ধূম্র, সংগ্রামস্থলে অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম করিবেন, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে যে সময় দানবগণের সহিত দেবগণের তারকাময় নামে মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, তখন এই দুই ভ্রাতা দেবরাজের নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধূম্র, জাম্ববান নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি দেবাসুর-সংগ্রামে বহু-সংখ্য দৈত্য নিপাতিত করিয়াছিলেন; ইহাঁরা উভয় ভ্রাতা, পর্ব্বতাগ্রে আরোহণ পূর্ব্বক প্রকাণ্ড শিলা ও বহুবিধ বৃক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা মৃত্যুভয় করেন না। ইহাঁদের সৈন্যমধ্যে রাক্ষস-সদৃশ ও পিশাচ-সদৃশ ক্রূর ভীষণ-পরাক্রম মহাবল অনেক যোধপুরুষ আছে; এই দুই ভ্রাতা বহুসংখ্য কামরূপী বীরপুরুষ বধ করিয়াছেন। ইহাঁদের সদৃশ মহাসত্ত্ব

মহাবল যোধপুরুষ বানর-সৈন্যমধ্যে আর কেহই নাই।

মহারাজ! ঐ যিনি সেতু পার হইতে হইতে ক্রোধভরে দণ্ডায়মান হইলেন, শাল-তাল-শিলা-ধারী বানরগণ যাঁহার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেছে, ঐ বানর-যূথপতির নাম পদ্ম। ঐ মহাবল-সম্পন্ন পদ্ম, সহস্রকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া আপনাকে জয় করিতে আসিতেছেন।

ঐ দেখুন, ঐ দিকে যিনি সেনা সন্নি-বেশ করিতে করিতে জৃম্ভণ করিতেছেন, যাঁহার আকার মেঘের ন্যায়, যিনি এক এক বার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছেন, ইহাঁর নাম ইন্দ্রজানি। ইনি অতীব প্রচণ্ড ও অতীব দারুণ; ইনি আপনাকে পরা-জয় করিবার নিমিত্ত পদ্মকোটি প্রধান প্রধান বানরবীর লইয়া আসিয়াছেন।

মহারাজ! ঐদিকে ঐ দেখুন, যে মহা-কায় যূথপতি, গমনকালে একযোজন দূর-স্থিত-পর্ব্বতও পার্শ্ব দ্বারা স্পর্শ করেন, যাঁহার শরীর তিনযোজন দীর্ঘ, এই মহাকায় বানর-বীরের নাম সংনাদন। ইহাঁর তুল্য ভীষণ-পরাক্রম বীর, বানর-সৈন্যমধ্যে আর কেহই নাই। এই সুবিখ্যাত বানরবর, সমুদায় বানর-গণের পিতামহ। পূর্ব্বকালে ইনি একবার চতুর্দন্ত ঐরাবত হস্তীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হয়েন নাই। এই বানরপিতামহ সংনাদন, এক্ষণে বহু-কিন্নর-সেবিত দ্রোণ-পর্ব্বতে অবস্থান করিতে ছেন।

মহারাজ! ঐ দিকে দেখুন, হিমালয়ের রাজা, সংগ্রামে আত্মশ্লাঘা-বিহীন, বলবান, বানরবর, যূথপতি ক্রথন, অবস্থান করিতে-ছেন। ইনি অগ্নির ঔরসে গন্ধর্ব্ব-কন্যার গর্ভে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহাঁর পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায়। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণের সাহায্যের নিমিত্তই অগ্নি হইতে ইহার জন্ম হইয়াছিল। আপনকার ভ্রাতা বিহারশীল ধর্ম্মাত্মা নৈর্ঋতাধিপতি বৈশ্রবণ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে ইহাঁরই উপরি সমুদায় ভার অর্পণ পূর্ব্বক বিহার করিয়া থাকেন। ইনি বায়ুর ন্যায় বেগ-সম্পন্ন সহস্রকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া আসিয়াছেন; ইনি একাকীই নিজ-সৈন্য দ্বারা লঙ্কাপুরী পরি-মর্দ্দিত করিতে ইচ্ছা করেন।

রাক্ষসরাজ! পূর্ব্বে কেশরী কর্ত্তৃক দিগ্‌গজ-বধ-নিবন্ধন হস্তী ও বানরের চিরন্তন বৈর-স্মরণ পূর্ব্বক যে বানরবীর, গঙ্গাসমীপস্থিত সমুদায় মাতঙ্গযূথপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া ঋক্ষ ও বানরগণের আবাস গন্ধমাদন-পর্ব্বতে বাস করেন, যিনি মন্দর-সদৃশ উশীরবীজ পর্ব্বতে হৈমবতী নদীর নিকটে দেবলোক-স্থিত দেবরাজের ন্যায় ক্রীড়া করেন, যিনি শতসহস্র বানরে পরিবৃত রহিয়াছেন, ইনিই সেই যুদ্ধ-দুর্দ্ধর্ষ বানর-সেনাপতি প্রমাথী।

মহারাজ! ঐ দেখুন, যেখানে ভূরি পরি-মাণে ধূলিপটল উত্থিত হইয়া এই দিকেই আসিতেছে, ঐ স্থানস্থ যাহাদিগকে দেখিলে বায়ু-পরিচালিত মেঘের ন্যায় অনুভব হয়, ইহারা কালমুখনামক গোলাঙ্গূল; ইহারা

মহাবল-পরাক্রান্ত; ইহাদের সংখ্যা সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি শত। ঐ গোলাঙ্গুলগণ, সেনাপতি গবাক্ষকে বেষ্টন পূর্ব্বক বল দ্বারা লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে আগমন করিতেছে।

মহারাজ! যেখানকার বৃক্ষ সমুদায়ে অভিলষিত সমুদায় ফল উৎপন্ন হয়, ভ্রমরগণ কদাপি যে স্থান পরিত্যাগ করে না, যে পর্ব্বতের বর্ণ সূর্য্য-সদৃশ, যে পর্ব্বতের আভাতে তত্রত্য পক্ষিগণও সুবর্ণময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ ও চারণগণ কদাপি যে স্থান পরিত্যাগ করেন না, সেই কাঞ্চনপর্ব্বত-বাসী বানরযূথপতি-প্রধান কেশরী নামে বানররাজ, ঐ দেখুন, অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! ষষ্টিসহস্র-সংখ্য পর্ব্বতের মধ্যে কয়েকটি কাঞ্চন-পর্ব্বত আছে; আপনি যেরূপ রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ঐ কাঞ্চনগিরি সমুদায়ের মধ্যেও যে কাঞ্চনগিরি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে কপিলবর্ণ শ্বেতবর্ণ হরিপিঙ্গলবর্ণ তীক্ষ্ণদন্ত তীক্ষ্ণ-নখায়ুধ কতকগুলি বানর বাস করে। ঐ বানরগণ চতুর্দ্দন্ত সিংহের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ঘোররূপ। উহারা মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় ভয়ানক; উহাদের বিক্রম মত্তমাতঙ্গের অনুরূপ; উহাদের লাঙ্গুল সুদৃশ্য ও সুদীর্ঘ; উহাদের আকার মহাপর্ব্বতের তুল্য ও মহামেঘের তুল্য। ঐ কেশরী, ঐ সমুদায় বানরের অধিপতি; পূর্ব্বে ঐ কেশরী, দিগ্‌গজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, তাঁহার পিতা মহাবীর্য্য মহাবীর শ্রীমান সুষেণ, বায়ুর ন্যায় বেগ সম্পন্ন নিখর্ব্ব বানরে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, ভূমণ্ডল-বিখ্যাত শতবলি-নামক কামরূপী মহাবীর্য্য বানর, শতকোটি বানরে পরিবৃত ও সমরোদ্যত হইয়া লঙ্কা-প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন।

মহারাজ! এদিকে দেখুন, গয়, গবাক্ষ, গবয়, নল, নীল, উল্কামুখ, দুর্দ্ধর্ষ শরভ ও গন্ধমাদন, এই কয়েকজন বানর-সেনাপতি, প্রত্যেকে দশকোটি বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুৎসুক রহিয়াছেন। মহারাজ! এতদ্ব্যতীত বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী মহাবিক্রমশালী অনেক বানর-যূথপতি আছেন; তাঁহারা বহুসংখ্য বলিয়া আমরা সংখ্যা করিতে সমর্থ হই নাই।

মহারাজ! এই বানর যূথপতিগণ সকলেই মহাপ্রভাব, মহাবল, সংগ্রামে অপ্রতিম, পর্ব্বত-সদৃশ-বৃহৎকায় ও পৃথিবীমধ্যে প্রধান। মহারাজ! এই মহাপ্রভাব বানরযূথপতিগণ মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যেই পৃথিবীর সমুদায় পর্ব্বতও চূর্ণ করিতে পারেন।

চতুর্থ সর্গ।

বলসংখ্যান।

অনন্তর শুক, মহাত্মা সারণের কথাবসানে অবকাশ পাইয়া সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, মহারাজ!

সম্মুখে ঐ যে সমুদায় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বানর-প্রবীর দেখিতেছেন, ইহাঁরা গঙ্গাতীরজাত বটবৃক্ষের ন্যায়, হিমালয়জাত শালবৃক্ষের ন্যায়, তেজস্বী ও বৃহৎকায়। ইহাঁদের সহিত যুদ্ধ করাই দুঃসাধ্য; ইহাঁরা বলবান ও কামরূপী; ইহাঁর সংগ্রামে দেব, দানব, দৈত্য ও অসুরের সমকক্ষ; ইহাঁদের সংখ্যা দশ অর্ব্বুদ একবিংশতি-কোটি এবং শতসহস্র; ইহাঁরা সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করেন; দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও দানবগণের ঔরসে ইহাঁদের জন্ম হইয়াছে।

মহারাজ! ঐ বানর-বীরগণের নিকট যে দুইটি দেবরূপী কুমার দেখিতেছেন, তাঁহাদের এক জনের নাম মৈন্দ, এক জনের নাম দ্বিবিদ; যুদ্ধে কোন ব্যক্তিই উহাঁদের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই দুই বানরবীর, ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে অমৃত পান করিয়াছিলেন; ইহাঁরা উভয়েই প্রত্যাশা করিতেছেন যে, অন্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করেন।

মহারাজ! মৈন্দ ও দ্বিবিদের পার্শ্বে পর্ব্বত-সদৃশ প্রকাণ্ড যে দুই বানরবীর অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁদের নাম সুমুখ ও দুর্ম্মুখ; ইহাঁরা মৃত্যুর পুত্র ও পিতার সমানবিক্রমশালী। ইহাঁরা দশকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া বলপূর্ব্বক লঙ্কাপুরী পরিমর্দ্দিত করিতে প্রত্যাশা করিতেছেন।

মহারাজ! ঐ দিকে যিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি ক্রুদ্ধ হইলে বল পূর্ব্বক তেজোদ্বারা সমুদ্রও বিক্ষুব্ধ করিতে পারেন। ইনি পূর্ব্বে লঙ্কাপুরী ধর্ষিত করিয়া সীতাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ! এই বানরবীরকে আপনি একবার দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে ইনি নিজ প্রভুর নিকট প্রতিগমন করিয়াছেন। দেখুন, ইনি বানরবীর কেশরীর ক্ষেত্রে পবনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহাঁর নাম হনূমান; ইনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত; ইনিই সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; ইনি অলোক-সামান্য-বলবীর্য্য-সমন্বিত কামরূপী বানর-শ্রেষ্ঠ। অনিলের গতির ন্যায় ইহাঁরও গতি কোথাও প্রতিরুদ্ধ হয় না; ইনি বাল্যকালে সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিয়া ধরিবার নিমিত্ত লম্ফ-প্রদান করিয়াছিলেন; ইনি বলদর্প-নিবন্ধন মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যকে আমার উপর দিয়া যাইতে দিব না, ধরিয়া আনিব। ইনি লম্ফ-প্রদান দ্বারা তিনসহস্র-যোজন অতিক্রম করিয়া দেব, ঋষি ও দানবগণ কর্ত্তৃক অধৃর্ষ্য দেব দিবাকরকে না পাইয়াই উদয়গিরিতে নিপতিত হইয়াছিলেন; শিলাতলে নিপতিত হওয়াতে ইহাঁর হনুর এক অংশ কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়াছিল; এই কারণে এই দৃঢ়কায় বানরবীর, হনূমান নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমি আগম দ্বারাই ইহা জ্ঞাত হইয়াছি। ইহাঁর বল, রূপ ও প্রভাব বর্ণন করা দুঃসাধ্য; এই মহাবীর হনূমান, একাকীই লঙ্কা পরিমর্দ্দিত করিতে প্রত্যাশা করিতেছেন।

মহারাজ! ঐ হনূমানের নিকটে যে পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্যামবর্ণ মহাবীর অবস্থান

করিতেছেন, ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথতনয় রামচন্দ্র; ইনি অতিরথ; ইহাঁর পৌরুষ সর্ব্বলোকে বিশ্রুত আছে। ধর্ম্ম কখনই ইহাঁ হইতে বিচলিত হয় না; ইনিও কদাপি ধর্ম্মকে অতিক্রম করেন না; ইনি সমুদায় দিব্যাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন। প্রতিসংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্রগ্রাম, এই মহাবীরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই বেদবিৎ মহাত্মা, শরনিকর দ্বারা গগনমণ্ডল ভেদ করিতে এবং বসুধাও বিদীর্ণ করিতে পারেন। ইহাঁর ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায়, পরাক্রম দেবরাজের ন্যায়। আপনি পূর্ব্বে জনস্থানের শূন্য আশ্রম হইতে ইহাঁর ভার্য্যাকেই অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন; এই রামচন্দ্র আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।

মহারাজ! ঐ রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শ্বে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, বিশাল-বক্ষা, তাম্র-লোচন, নীল-কুঞ্চিত-কেশ, যে মহাপুরুষ ঐ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইহাঁর নাম লক্ষ্মণ। ইনি রামচন্দ্রের প্রাণ-সদৃশ ভ্রাতা; ইনি নীতিবিষয়ে ও যুদ্ধ-বিষয়ে সুদক্ষ, শত্রু-সংহারক, সমুদায়-অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগ-পারদর্শী, অমর্ষী, দুর্জ্জয়, শত্রু-বিজেতা, বিক্রমশালী ও সংগ্রামে মহাবল-পরাক্রান্ত। ইনি রামচন্দ্রের দক্ষিণবাহু; এমন কি, ইহাঁকে রামচন্দ্রের বহিশ্চর প্রাণ বলিলেও বলা যায়। ইনি নিয়ত সংগ্রামশীল; ইনি সর্ব্বদা কার্ম্মুক উদ্যত করিয়াই আছেন; ইনি রামচন্দ্রের নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত; ইনি প্রত্যাশা করিতেছেন যে, ইনি স্বয়ং একাকীই অবিলম্বেই সমুদায় রাক্ষসকুল ধ্বংস করেন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, যিনি রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, ইনি আপনকার ভ্রাতা বিভীষণ। রাজরাজ শ্রীমান রামচন্দ্র, ইহাঁকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; ইনি আপনকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমি ঐ স্থানে গিয়া বানরগণের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে ধূলি উড্ডীন হইয়া প্রজাপতির বাম নয়নে নিপতিত হইয়াছিল। তিনি বাম-হস্ত দ্বারা বামনেত্র স্পর্শ পূর্ব্বক মার্জ্জিত করিয়া ঐ ধূলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন; তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইহা হইতে কি উৎপন্ন হইবে? পরে দেখিলেন, ফেন-বুদ্বুদ-সমপ্রভা, পদ্ম-পলাশ-লোচনা, তরলপ্রভা, পরম-রূপবতী একটি রমণী উত্থিতা হইল। ঐ বিদ্যুৎ-তরল-লোচনা চন্দ্রাননা রমণী, দৈবী গান্ধর্ব্বী আসুরী বা পন্নগী নহে; স্বয়ং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাও কখন এরূপ রূপবতী রমণী দেখেন নাই। লোকপালগণ, ঐ সুন্দরী রমণী দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দিবাকর প্রজাপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, এই সুন্দরী রমণী কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছেন? ইনি কি নাগকন্যা? ইনি কি ভোগবতী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন? সিদ্ধি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী, প্রভা, তুষ্টি ও প্রভাকরপ্রভা,

ইহাঁদের রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি কি জগতী-তল হইতে উত্থিতা হইয়াছেন? অনন্তর প্রজাপতি, রবির নিকট ঐ কন্যার উৎপত্তি-বিবরণ সমুদায় কহিলেন। পরে দিবাকর, ভাস্কর-সম-তেজঃসম্পন্না অক্ষি-রজঃ-সম্ভূতা ঐ স্নিগ্ধা কন্যাকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এক দিবস রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা ঐ রমণী, স্নান করিয়া মন্দর-পর্ব্বতে দণ্ডায়মানা আছেন, এমত সময় দিবাকর কহিলেন, বালে! আমার তেজে তোমার গর্ভে মহাবীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হইবে। তোমার সেই সন্তানকে দেবগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, পন্নগগণ ও রাক্ষসগণ, কেহই সংগ্রামে পরাভব করিতে পারিবে না; তোমার সন্তান দেবগণেরও অবধ্য হইবে। এই কন্যা অল্প-বয়স্কা বলিয়া দিবাকর বালা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি বালা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। দিবাকর এইরূপ বর দিয়া যথাস্থানে গমন করি-লেন।

অনন্তর কিছু দিন গত হইলে, একদা দেবগণ-পূজিত শ্রীমান দেবরাজ, বসন্তকালে বিচরণ করিতে করিতে ঐ নিরুপম-রূপবতী রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়া-বিষ্ট ও মদন-পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? যক্ষগণ, পন্নগগণ বা রাক্ষসগণ তোমার কে? কান্তে! তোমার ন্যায় সুন্দরী ত্রিলোকে কেহই নাই; তুমি আমার মন হরণ করিতেছ। অনন্তর দেব-রাজ, সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণীকে জল-শীতল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দিব্যভাবে সঙ্গত হইলেন, এবং কহিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে কামরূপী দিব্যরূপ দুইটি বানর উৎপন্ন হইবে। মহাসৌভাগ্য-সম্পন্ন যমজ এই দুই পুত্রের নাম বালী ও সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যা নামে দিব্য-ফল-পুষ্প-সম্পন্না যে পবিত্রপুরী আছে; এই দুই বানরবীর অন্যান্য বানরবীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে রাজ্য করি-বেন। এই সময় বিষ্ণু, মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাম নামে বিখ্যাত হইবেন। তোমার দুই পুত্রের মধ্যে একপুত্র রামচন্দ্রের সখা হইবে। একণে ঐ দেখুন, যিনি লক্ষ্মণের নিকট দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই সেই কিষ্কিন্ধ্যা-পতি সুগ্রীব। ইনি সমুদায় বানরের অধি-পতি; ইনি কোথাও সংগ্রামে পরাজিত হয়েন না; ইনি তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, বলবান ও আভিজাত্য-সম্পন্ন। হিমালয় যেমন পর্ব্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ইনিও সমুদায় বানরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি প্রধান প্রধান যূথপতিগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা-নামক বানর-সঙ্কুল পর্ব্বত-মধ্যস্থিত দুর্গম গুহাতে বাস করিতেছেন। দেখুন, ইহাঁর গলদেশে শতপুষ্কর-শোভিতা কাঞ্চনী মালা শোভা পাইতেছে; এই কাঞ্চনী মালা দেব ও মনুষ্যগণের মন হরণ করে; ইহাতে সর্ব্ব-দাই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মহাত্মা রামচন্দ্র বালি-বধ করিয়া এই মালা, তারা ও চিরন্তন বানররাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন

কি, এই সেই সুগ্রীব বহু-সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, শত লক্ষে এক কোটি, শতসহস্র কোটিতে এক শঙ্খ, শতসহস্র শঙ্খে এক বৃন্দ, শতসহস্র বৃন্দে এক মহাবৃন্দ, শতসহস্র মহাবৃন্দে এক পদ্ম, শতসহস্র পদ্মে এক মহাপদ্ম, ও শতসহস্র মহাপদ্মে এক খর্ব্ব হয়। এই বানররাজ সুগ্রীব একসহস্র খর্ব্ব, একশত মহাপদ্ম, একসহস্র পদ্ম, একশত মহাবৃন্দ, একসহস্র বৃন্দ, একশত শঙ্খ, ও একসহস্র কোটি বানর-সৈন্য লইয়া আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহারাজ! এক্ষণে এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি করুন।

মহারাজ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, প্রজ্বলিত-গ্রহ-সদৃশ, এই দুর্জ্জয় সৈন্য দেখিয়া যাহাতে সংগ্রামে জয় হয়, পরাজিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হউন।

পঞ্চম সর্গ।

চার-বিধি।

মন্ত্রী শুক এইরূপ কহিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ, বানর-সৈন্য সমূহকে, রামচন্দ্রের সমীপস্থিত বিভীষণকে, রামচন্দ্রের দক্ষিণ-বাহু-স্বরূপ মহাবীর্য্য লক্ষ্মণকে ও সর্ব্ব-বানররাজ সুগ্রীবকে অবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং জাতক্রোধ হইয়া কথায় কথায় শুক ও সারণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ, ক্রোধভরে তর্জ্জন পূর্ব্বক রোষ-গদ্গদ-বাক্যে শুক ও সারণকে কহিলেন, রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে পারেন; তিনি উপজীব্য; তাঁহার নিকট এরূপ অপ্রিয় কথা বলা উপজীবী সচিবের যোগ্য নহে। যে সমুদায় শত্রু প্রতিকূল, যাহারা যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগেরই প্রশংসা করিতেছ! যাহা উপযুক্ত, সেই কথা বলাই কর্ত্তব্য; যাহা অপ্রস্তুত, সেই সমুদায় বাক্যে আমার সমক্ষে শত্রু-পক্ষের স্তব করিবার প্রয়োজন কি! তোমরা আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের বৃথা সেবা করিয়াছিলে! রাজনীতির মধ্যে যাহা সার, যাহা তোমাদের উপজীবিকা, তাহা তোমরা গ্রহণ কর নাই, অথবা জান না, অথবা শাস্ত্রের ভাব কিছুই বুঝিতে পার নাই। আমি ঈদৃশ মূর্খ সচিব লইয়া অদ্যাপি যে জীবিত আছি, ইহাই যথেষ্ট! তোমরা কিরূপে আমার নিকট ঈদৃশ পরুষ বাক্য কহিলে! তোমাদের কি মৃত্যুভয় নাই! আমার জিহ্বার এক বাক্যে তোমাদের ভালমন্দ সমুদায়ই ঘটিতে পারে! বনে অগ্নি লাগিলে বৃক্ষ বাঁচিতে পারে বটে, কিন্তু রাজার ক্রোধ হইলে অপরাধী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না!

তোমরা পূর্ব্বে আমার অনেক উপকার করিয়াছিলে, সেই কারণেই আমার ক্রোধ মৃদুতা অবলম্বন করিতেছে; তাহা না হইলে তোমাদিগকে শত্রুপক্ষ-প্রশংসক ও পাপাত্মা দেখিয়া এখনই আমি সংহার করিতাম;

তোমরা অদ্যই আমা কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া যমালয় দেখিতে পাইতে, সন্দেহ নাই। তোমরা অপ্রিয়বাদী, দুর্ব্বৃত্ত ও কৃতঘ্ন; তোমরা শীঘ্র আমার নিকট হইতে দূর হও; আমি তোমাদের মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমি পূর্ব্ব উপকার স্মরণ পূর্ব্বক তোমাদের দুই জনকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা উভয়েই কৃতঘ্ন, আমার প্রতি স্নেহশূন্য, দুরাচার, মূঢ়, শত্রু-পক্ষ-প্রশংসক ও পাষণ্ড।

লঙ্কাধিপতি এইরূপ বলিলে, শুক ও সারণ, লজ্জাবনত মুখে জয়-শব্দে পরিবর্দ্ধিত করিয়া বহির্গত হইল। তখন রাবণ সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, মহোদর! যে সমুদায় রাক্ষস আমার প্রধান প্রধান চর, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আন। চরগণ, রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র সত্বর হইয়া তৎক্ষণাৎ রাবণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জয়-শব্দে পরিবর্দ্ধিত করিল। পরে রাক্ষসপতি রাবণ, ভয়শূন্য ভক্ত বিশ্বস্ত মহাবীর চরদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া রাম কিরূপ বন্দোবস্ত করিতেছে, দেখিয়া আইস। কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রণা বিষয়ে অন্তরঙ্গ, রামের প্রতি কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রীতি আছে, অদ্য রাত্রিকালে রাম কোন্ স্থানে থাকিবে, কোন্ পথ দিয়াই বা আক্রমণ করিবে, তোমরা নিপুণতা সহকারে এই সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিবে। যে সকল রাজা পণ্ডিত, তাঁহারা চার দ্বারাই শত্রু নিপাতিত করিয়া থাকেন; পরে সংগ্রামস্থলে অল্প প্রযত্নেই জয়লাভ করেন।

শার্দ্দূল প্রভৃতি চরগণ, তথাস্তু বলিয়া রাক্ষসরাজকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণের নিকট গমন করিল। তাহারা সুবেল-পর্ব্বতের সন্নিধানে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণকে দেখিতে পাইল। এদিকে বিভীষণ দেখিলেন যে, রাবণের নিকট হইতে গুপ্তচর আসিয়াছে; তখন তিনি রামচন্দ্রকে না জানাইয়া লঘু-বিক্রম পরাক্রমশালী বানরগণ দ্বারা তাহাদের বিশেষরূপে নিগ্রহ করিলেন।

শার্দ্দূল প্রভৃতি চরগণ, বানরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত, পরিপীড়িত ও হতচেতন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইল।

ষষ্ঠ সর্গ।

শার্দ্দূল-বাক্য।

অনন্তর ভীম-বিক্রম রাবণ, শার্দ্দূলকে বিবর্ণ, শোক-কর্ষিত ও ভয়-নিবন্ধন জড়ীভূত শরীরে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, নিশাচর! তুমি এরূপ বিবর্ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন? তুমি ত ক্রুদ্ধ শত্রুগণের হস্তগত হও নাই? রাবণ হাসিতে হাসিতে এই কথা কহিলে, শার্দ্দূল ধীরে ধীরে কহিল, রাক্ষসেশ্বর! ঐ বানরদিগের নিকট আপনি চার দ্বারায় কিছুই করিতে পারিবেন না। বানরগণ বিক্রমশালী

ও বলবান; রাম তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে; তাহাদিগের মনের ভাব অবগত হওয়া দূরে থাকুক, সেখানে যাইলে যাহা হয়, তাহার আর কথাই নাই! মহারাজ! আমি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব কি, পর্ব্বতাকার বানরগণ পথ রক্ষা করিতেছে; আমি যেমন প্রবেশ করিব, অমনি বলবান বানরগণ জানিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল; কখন কখন পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, কখন কখন জানুর আঘাত করে, মুষ্টির আঘাত করে, দন্তাঘাত করে, চপেটাঘাতও করে। অমর্ষণ বলবান বানরগণ এইরূপে আমাকে মৃতপ্রায় করিয়া টানিয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিল। তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা নিপতিত হইতেছে, আমি বিহ্বল ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। পরে আমি কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলাম; তিনি আমাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন; নতুবা এ যাত্রা আর ফিরিয়া আসিতে হইত না!

রাক্ষসরাজ! মহাতেজা রামচন্দ্র শৈল ও প্রস্তর দ্বারা সমুদ্র পূরাইয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বার রোধ করিয়া রহিয়াছেন! তিনি গারুড়-ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক বাণরগণে পরিবৃত হইয়া আছেন। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়াই সৈন্য লইয়া লঙ্কাভিমুখে আগমন করিতেছেন। তিনি পুরী-প্রাকারের নিকট আগত-প্রায়; এক্ষণে মহারাজ! আর বিলম্ব করিবেন না, যাহা হয় একটা করুন; হয় শীঘ্র সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন, না হয় যুদ্ধ দিউন, বিলম্ব করিবেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ, শার্দ্দূলের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উৎপতিত হইলেন এবং কহিলেন, যদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও দানবগণ আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করে, অথবা ত্রিলোকের সকলেই বিপক্ষ হয়, তথাপি আমি ভয়-ক্রমে সীতা প্রদান করিব না। মহাতেজা রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি রামের সৈন্য মধ্যে কোন্ কোন্ দুর্দ্ধর্ষ বীর বানরকে দেখিয়াছ? তাহারা কিরূপ? তাহাদের সংখ্যা কত? তুমি সংক্ষেপে এই সমুদায় যথাযথ বর্ণন কর। আমি বলাবল বুঝিয়া পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য করিব। যুদ্ধের সময় অবশ্যই সৈন্য-সংখ্যা করিতে হইবে, ইহা রাজগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

দুরাত্মা রাবণ এই কথা কহিলে, শার্দ্দূল উত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! রামচন্দ্রের সৈন্যমধ্যে সুদুর্জ্জয় মহাপ্রাজ্ঞ ঋক্ষরাজপুত্র, পিতামহপুত্র সর্ব্বত্র বিখ্যাত জাম্ববান, বালীর পুত্র মহাবীর মহাবল শত্রু-সংহারী তারানন্দন যুবরাজ অঙ্গদ, ও দলবল সমেত বলবান কেশরী অবস্থান করিতেছেন। এই কেশরীর পুত্র হনুমান একাকী রাক্ষসগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া গিয়াছে। ধন্বন্তরীর পুত্র ধর্ম্মাত্মা মহাবল সুষেণ, সোমতনয় সৌম্য মহাবল দধিমুখ, সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানরও এই সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত; ইহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, ব্রহ্মা বানররূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সৃষ্টি

করিয়াছেন। এই সৈন্যমধ্যে মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ অশ্বিনীকুমারের পুত্র; গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, কালান্তক-সদৃশ এই পঞ্চ বানরবীর, বৈবস্বত যমের পুত্র; শ্বেত ও জ্যোতির্ম্মুখ নামক বানরবীর, ভাস্করের পুত্র; হেমকূট নামক প্রতাপবান বানর, বরুণের পুত্র। বানরবীর সুগ্রীব এই সমুদায় বানরের অধিনেতা। দেবগণের ঔরসজাত দশকোটি মহাবীর বানর এক্ষণে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; ইহাঁদের বিশেষ বিবরণ আমি বলিতে সমর্থ নহি। এই সৈন্য সমুদায়ের মধ্যে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী যুবা দশরথতনয় রামচন্দ্র আছেন। তিনিই খরকে, দূষণকে ও ত্রিশিরাকে নিপাতিত করিয়াছেন। সেই রামচন্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী আর কেহই নাই। রামচন্দ্র, দেব-সদৃশ কবন্ধ ও বিরাধ বধ করিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে সেতুবন্ধনও করিলেন! রামচন্দ্রের সদৃশ এ জগতে আর কে আছে! দেবরাজ ইন্দ্রও যদি এই দাশরথির বাণগোচর হয়েন, তাহা হইলে তিনিও কখনই জীবিত থাকেন না। মহামাতঙ্গ-সদৃশ ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণও এই সৈন্যসমূহমধ্যে রহিয়াছেন। আপনকার ভ্রাতা রাক্ষসপ্রধান বিভীষণ এক্ষণে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রামচন্দ্রের হিত সাধনে তৎপর আছেন।

মহারাজ! এই আমি শত্রু-সৈন্যের সমুদায় বিবরণ আপনকার নিকট নিবেদন করিলাম; এই সৈন্যগণ সুবেল-পর্ব্বতের নিকট সন্নিবিষ্ট আছে। এক্ষণে শেষ কার্য্য বিষয়ে আপনিই গতি।

সপ্তম সর্গ।

মায়াশিরোদর্শন।

এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আসিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধহৃদয় হইয়া সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সভায় উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসরাজ কহিলেন, দাশরথি রাম দলবল সমেত নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা অপ্রমত্ত ও সাবধান হইয়া থাকিবে; বোধ হয়, প্রাতঃকালেই শত্রুগণ এখানে আসিতে পারে। এইরূপে রাক্ষসরাজ মন্ত্রণা পূর্ব্বক বলাবল নিশ্চয় করিয়া সচিবগণকে বিদায় দিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক মহাবল মহাকায় মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান পূর্ব্বক, যেখানে জনকনন্দিনী সীতা আছেন, সেইস্থানে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, নিশাচর! আমি সীতাকে মায়া দ্বারা বিমোহিত করিব; অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই রামের মায়ময় ছিন্ন-মস্তক ও সশর শরাশন প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব, রাবণের এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ মায়া দ্বারা রামের

মস্তক ও সশর শরাসন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইল। রাক্ষসরাজ রাবণ তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া পারিতোষিক-স্বরূপ তাহাকে মহামূল্য অলঙ্কার দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশোকবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ অশোকবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অতথোচিতা জনকনন্দিনী সীতা কাতর হৃদয়ে রামচন্দ্রের ধ্যান করিতেছেন; ঘোররূপা রাক্ষসীরা তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। তখন দুরাত্মা রাবণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, অধোমুখে উপবিষ্টা পরাঙ্মুখী সীতার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং কহিলেন, জনকনন্দিনি! আমি তোমাকে যতই সান্ত্বনাবাক্য বলিতেছি, ততই তুমি আমাকে ঔদাস্য করিতেছ; আমি তোমাকে যতই প্রিয় বাক্য বলিতেছি, তুমি ততই আমার অবমাননা করিতে প্রবৃত্তা হইতেছ। সীতে! অশ্ব দুর্গমপথে গমন করিলে সুসারথি যেমন তাহাকে সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার প্রতি যে আমার ক্রোধ উদিত হইতেছে, তাহা আমি সংযত করিতেছি। ভদ্রে! আমি তোমাকে সান্ত্বনা করিলে তুমি যাহার কথা ধরিয়া প্রতিকূলবাদিনী হও, সেই তোমার ভর্ত্তা খরহন্তা রাম সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে তোমার মূল উচ্ছেদ করিলাম; তোমার দর্পচূর্ণ হইল; অধুনা তোমার যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে তোমাকে আমার ভার্য্যা হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। বালে! এক্ষণে আর অমত করিও না; মৃত পতি লইয়া আর কি করিবে! এক্ষণে আমার ভার্য্যা হও। আমার যতগুলি ভার্য্যা আছে, তুমি সকলেরই অধীশ্বরী হইবে।

মন্দভাগ্যে! তুমি মূঢ়া হইয়াও আপনাকে পণ্ডিতা মনে করিয়া থাক; তুমি সর্ব্বদাই নিরানন্দে রহিয়াছ। বৃত্রাসুর-বধের ন্যায় ঘোরতর তোমার পতিবধ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার পতি রাম, বানররাজ-সংগৃহীত বিস্তীর্ণ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণতীরে আসিয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিল; দিবাকর অস্তগত হইলে তোমার পতি পথশ্রম-নিবন্ধন বহু সৈন্যের সহিত নিদ্রাগত হইল; আমার চর গিয়া দেখিয়া আসিল, তাহারা সুখে নিদ্রা যাইতেছে; তখন অর্দ্ধরাত্রের সময় প্রহস্ত-পরিচালিত অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য গমন করিয়া যেখানে রামলক্ষ্মণ আছে, সেই স্থান আক্রমণ করিল। আমার সৈন্যগণ, পট্টিশ, পরিঘ, গদা, লৌহদণ্ড, শরনিকর; ভাস্বর শূল, কূটমুদ্গর, ক্ষেপণী, উগ্র তোমর, চক্র, মুষল, কম্পন, অঙ্কুশ, ভল্ল, কালচক্র, ও লৌহময় গদা উদ্যত করিয়া বানরগণের প্রতি নিপাতিত করিতে লাগিল।

অনন্তর শত্রু-সৈন্য-বিমর্দ্দক দৃঢ়হস্ত প্রহস্ত, মহাখড়্গ দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তকচ্ছেদন করিল; এই সময় লক্ষ্মণ উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু পৃষ্ঠে তাড়িত ও নিগৃহীত হইয়া বানরগণের সহিত পূর্ব্ব দিকে পলায়ন করিল। মহাবল বিভীষণও নিহত হইয়াছে। বানরাধিপতি সুগ্রীবের গ্রীবা ভগ্ন হওয়াতে সে

সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছে; হনুমানের হনূ ও দন্ত ভগ্ন করা হইয়াছে, সে কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে, স্থিরতা নাই। ইন্দ্রজানু নামক বানরবীর উত্থিত হইতেছিল, আমার সৈন্যেরা তাহাকে জানু দ্বারা নিপীড়িত করিয়াছে; পরে সে বহু পট্টিশ দ্বারা ছিন্ন হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইয়াছে। মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরবীরদ্বয় নিহত হইয়া শোণিত-পরিপ্লুত শরীরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সংগ্রাম-ভূমিতে পড়িয়াছে। পনস নামক মহাবল বানর, আমার পুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত পরাক্রম-প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া খড়্গাঘাতে ছিন্নশরীর হইয়া বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। রাক্ষসগণের শরনিকরে দধিমুখ ছিন্ন-ভিন্ন-শরীর হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে! কুমুদ নামক মহাতেজা বানরবীর, পদ্মমালি-নামক রাক্ষসবীর কর্তৃক নিষ্পেষিত হইয়াছে। বহুসংখ্য রাক্ষসবীর সমবেত হইয়া শরনিকর দ্বারা অঙ্গদকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অঙ্গদ রুধির বমন করিতে করিতে নিহত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে।

এইরূপে বানরগণের মধ্যে কেহ অশ্ব দ্বারা, কেহ তুরঙ্গ দ্বারা, কেহ মাতঙ্গ দ্বারা, কেহ চক্র দ্বারা পরিমর্দ্দিত ও নিহত হইয়া সংগ্রামে শয়ন করিয়াছে। সেই সংগ্রামস্থল দেখিলে বোধ হয় যেন, গোগণ-পরিপূর্ণ গোপ্রচার। কোন কোন বানর, রাক্ষস কর্তৃক জঘন্যভাবে হন্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সিংহগণ যেমন, মাতঙ্গগণের অনুবর্ত্তী হয়, সেইরূপ রাক্ষসগণ, পলায়িত বানরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। কোন কোন বানর সাগরে পতিত হইয়াছে; কোন কোন বানর আকাশতলে উঠিয়াছে; কোন কোন বানর কুঞ্জ আশ্রয় করিয়াছে; কোন কোন ঋক্ষ, বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে। বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ, সাগরতীরে, পর্ব্বতে ও গুহা-মধ্যে পিঙ্গললোচন বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিয়াছে।

জানকি! এইরূপে আমার সেনাগণ গিয়া তোমার ভর্ত্তাকে সৈন্য-সমেত আক্রমণ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছে। এই দেখ, ধূলি-ধূসরিত রক্তপ্লাবিত রাম-মস্তক আনিয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ, সংগ্রাম-বিজয়-নিবন্ধন প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইয়া সীতাকে শুনাইয়া কোন রাক্ষসীকে কহিলেন, বিদ্যুজ্জিহ্ব-নামক ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকে এখানে আসিতে বল; সেই বিদ্যুজ্জিহ্বই সংগ্রাম-ভূমি হইতে রামের মস্তক আনিয়া আমার নিকট দিয়াছে। রাবণ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, রাক্ষসী সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে মায়াবী নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্বের নিকট তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাহাকে আনয়ন করিল; বিদ্যুজ্জিহ্বও রামচন্দ্রের মস্তক ও শরাসন লইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া রাবণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ, সমীপবর্ত্তী ঘোর নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন,

রামের মস্তক সীতার সম্মুখে দাও; কৃপণা সীতা, স্বামীর শেষ অবস্থা এক বার দর্শন করুক।

রাবণ এই কথা কহিলে, দুষ্টমতি বিদ্যুজ্জিহ্ব সেই প্রিয়-দর্শন রাম-মস্তক সীতার সম্মুখে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণও রামচন্দ্রের ভাস্বর মহাশরাসন লইয়া সীতার সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং কহিলেন, ইহাই সেই ত্রিলোক-বিখ্যাত রাম-শরাসন। রাক্ষসবীর প্রহস্ত রাত্রিকালে রামকে নিপাতিত করিয়া জ্যাযুক্ত এই কার্ম্মুক এখানে আনয়ন করিয়াছে।

অনন্তর রাবণ, পতি-বিয়োগ-কাতরা পতিব্রতা সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সুন্দরি! এখন আর তোমার অপেক্ষা কি আছে? এখন তুমি আমার ভার্য্যা হও।

অষ্টম সর্গ।

সীতা-বিলাপ।

অনন্তর সীতা, সুগঠিত গ্রীবা ভ্রূযুগল ও নাসিকা যুক্ত বিবৃতমুখ বদনমণ্ডল ও মহাশরাসন অবলোকন করিয়া নয়ন-যুগল, মুখবর্ণ কেশ কেশপার্শ্ব ও চূড়ামণি প্রভৃতি অভিজ্ঞান দ্বারা ভর্ত্তার মুখ বলিয়া নিরূপণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, কৈকেয়ি! আজি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল! রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই নিহত হইয়াছেন। তুমি কলহশীলা হইয়া সমুদায় রঘুবংশ উৎসন্ন করিলে! হায়! আর্য্য রামচন্দ্র কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কি নিমিত্ত তিনি ইহাঁকে চীরচীবর পরিধান করাইয়া বনে পাঠাইলেন!

তপস্বিনী দেবী সীতা এই কথা বলিয়া কম্পান্বিত কলেবরে দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে অরণ্য-মধ্যে ছিন্নমূলা কদলীর ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি আশ্বস্তা হইয়া চৈতন্যলাভ করিয়া সেই মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুলিত লোচনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, মহাবাহো! এই আপনকার শেষ অবস্থা। হায়! আমি হত হইলাম! হায়! আমি বিধবা হইলাম! আমি চির কাল পতিব্রতা-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আছি, আমার অদৃষ্টে এই ঘটনা হইল! আমি হত হইলাম! পতির আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম্ম; এক্ষণে আপনকার এই অবস্থা দেখিতেছি! আমাকে ধিক্! হায়! আমি জীবিত থাকিতে কাল আপনাকেই গ্রাস করিলেন! হায়! আমি এক দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিপতিত হইতেছি! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি! ঈদৃশ অবস্থায় যিনি আমাকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বিধাতা তাঁহাকেও নিপাতিত করিলেন। হা নাথ! আপনি আমারই নিমিত্ত রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন!

হায়! আমার শ্বশ্রূ পুত্র-বৎসলা কৌশল্যা বৎস-বিরহিতা ধেনুর ন্যায় পুত্র-বিরহিতা হইলেন! অচিন্ত্য-পরাক্রম! যাঁহারা ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিলেন যে, আপনকার সুদীর্ঘ পরমায়ু হইবে, তাঁহাদের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা হইল! আপনি অল্পায়ু; যাহাতে বিপদ উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে কুশল ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও আপনি কি নিমিত্ত অলক্ষিতরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! আপনাকে কিরূপে গুপ্তহত্যা করিল! অথবা যখন দৈব প্রতিকূল হয়, যে সময় বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধিলোপ হইয়া থাকে! অব্যয় বিভু কাল হইতে সকলেরই অবস্থান্তর হইতেছে বটে, কিন্তু কমললোচন! কি নিমিত্ত আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া রৌদ্র নৃশংস কালরাত্রি কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক নীত হইলেন! মহাবাহো! এক্ষণে আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় পৃথিবী আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিতেছেন! রঘুনন্দন! আপনকার শরীর সুন্দর ও সুখোচিত হইয়া এক্ষণে ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে! রঘুনাথ! আমি পূর্ব্বে আপনকার যে ধনুরত্ন গন্ধমাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতাম, এক্ষণে তাহা মহীতলে অনাদৃত ও নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে!

অনঘ! অধুনা আমার শ্বশুর আপনকার পিতা দশরথের সহিত এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত আপনি দেবলোকে মিলিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই! সত্য-পরায়ণ! এক্ষণে আপনি দেবলোকে গমন পূর্ব্বক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা নক্ষত্রভূত পবিত্র রাজবংশ অবলোকন করিতেছেন! আর্য্যপুত্র! আপনি বাল্যকালেই আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আমি বাল্যকাল অবধিই আপনকার সহচারিণী; আপনি কি নিমিত্ত এক্ষণে আমার সহিত কথা কহিতেছেন না! দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না! কাকুৎস্থ! আপনি যখন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; এক্ষণে আপনি সেই কথা স্মরণ করুন! আমি দুঃখভোগ করিতেছি! আপনি যেখানে আছেন, আমাকেও সেই স্থানে লইয়া যাউন! মহামতে! আপনি কি নিমিত্ত এ হতভাগিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহ লোক হইতে পরলোকে গমন করিলেন!

হায়! আপনকার যে শরীর পূর্ব্বে চন্দন ও অগুরু দ্বারা পরিশোভিত হইয়া আমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইত, এক্ষণে সেই শরীর রাক্ষসেরা আকর্ষণ করিতেছে! ধর্ম্মাত্মন! আপনি ভূরি পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন! অধুনা অগ্নিহোত্র দ্বারা আপনকার সৎকার হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হইতেছে না!

মহাবীর! আমরা তিন জন প্রব্রজ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বনে আসিয়াছিলাম; লক্ষ্মণ একাকী যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন কৌশল্যা শোকলালসা হইয়া আমাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইবেন! দেবী

কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ উত্তর করিবেন যে, আমাকে রাক্ষসেরা হরণ করিয়া লইয়াছে, রামচন্দ্রও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সুপ্ত অবস্থায় নিহত হইয়াছেন! হায়! যখন কৌশল্যা শ্রবণ করিবেন যে, তাঁহার পুত্র সুপ্ত অবস্থায় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়াছে, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়-বিদীর্ণ হইবে; তিনি তখন জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই!

রাবণ! তুমি আমার উপকার কর; ক্ষণ-মাত্র বিলম্ব না করিয়া তুমি রামচন্দ্রের উপরি আমাকেও বিনষ্ট কর! যাহাতে পতির সহিত পত্নীর সমাগম হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন-বান হও! তুমি রামচন্দ্রের মস্তকের উপরি আমার মস্তক স্থাপন এবং রামচন্দ্রের শরী-রের উপরি আমার শরীর সন্নিবেশিত কর! আমি, মহাত্মা ভর্ত্তা রামচন্দ্রের সহগামিনী হইব! আমি পতি ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না! তুমি আমাকে পতির সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর! আমি যখন পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে,' যে সকল নারী পতি-পরায়ণা, তাহারা মহোচ্চ লোকে গমন করিয়া থাকে। যিনি ক্ষমাশীল, শান্ত, দান্ত, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ত্যাগশীল, কৃতজ্ঞ ও অহিংসা-নিরত, সেই রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার গতি নাই।

দুঃখ-সন্তপ্তা জনকনন্দিনী, পতির মস্তক ও শরাসন দেখিয়া এইরূপে বাষ্পাকুলিত লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা রোদন ও বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় এক জন সেনাপতি আসিয়া রাক্ষসরাজ রাব-ণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল; এই সময় দ্বারপালও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া ইঙ্গিত দ্বারা রাবণের নিকট ঘোর বিপদের বিষয় নিবেদন করিল, এবং "মহারাজ! জয় হউক" এই বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সবিস্ময়ে সসম্ভ্রমে কহিল, মহারাজ! সচিবপ্রধান প্রহস্ত, অন্যান্য সচিবগণের সহিত সমবেত হইয়া আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন আসন্ন বিপদের বিষয় নিবেদন করিতে ইচ্ছা করেন।

দ্বারপাল এই কথা বলিবামাত্র মহাবল রাক্ষসরাজ বেগে বহির্গত হইলেন, এবং দেখিলেন, প্রহস্ত ও অন্যান্য সচিবগণ নিক-টেই উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে বহির্গত হইয়া সমুদায় সচিবগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিলেন এবং সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের বিক্রম অবগত হইয়া যেখানে যেরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য, তৎসমুদায় সমাধান করিলেন। তিনি যে সময় অশোক-বন হইতে বহির্গত হইলেন, সেই সময় মায়াময় মস্তক এবং শরাসনও অন্তর্হিত হইল।

রাক্ষসরাজ রাবণ সচিবগণের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হিতসাধন-পরায়ণ সেনাপতিগণকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া পুনর্ব্বার মন্ত্রণা পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, তোমরা অবিলম্বেই

ভেরী-নিনাদ দ্বারা ও উচ্চ কোলাহল দ্বারা সৈন্যগণকে সমবেত কর; বিলম্ব করিবার আর সময় নাই।

নবম সর্গ।

সরমা-বাক্য।

অনন্তর সরমা নামে রাক্ষসী, সীতাকে মোহাভিভূতা দেখিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সরমা, সীতার সখী ও মিত্র ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা আসিয়া প্রিয় বাক্য বলিতেন; সীতা পাছে প্রাণত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় রাবণ এই সরমার প্রতি সীতার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন। সরমা অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন; তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, প্রাণ দিয়াও সীতার জীবন রক্ষা করিবেন। সরমা সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট প্রিয়বাক্য কহিতেন।

অনন্তর সরমা, অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, ধূলি-ধূসরিতা বড়বার ন্যায় সীতা শোকোপহত-চেতনা ও রজোধ্বস্তা হইয়া উপবিষ্টা আছেন। সরমা সীতাকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া স্নেহ-বিক্লব বচনে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, বিশাল-লোচনে! বিষণ্ণ হইও না; রাবণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, এবং তুমি যাহা উত্তর করিয়াছ, আমি সখী-স্নেহ-নিবন্ধন রাবণের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন বনে গুপ্ত থাকিয়া তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছি। জনকনন্দিনি! তোমাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন দেখিলে আমার জীবন ধন ও বন্ধু-বান্ধব কোন বস্তুরই প্রত্যাশা থাকে না; তোমার অপেক্ষা আমার জীবনও প্রিয়তর নহে।

রাক্ষসরাজ রাবণ যে, সম্ভ্রান্তহৃদয়ে এস্থান হইতে বহির্গত হইল, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং সমুদায় বৃত্তান্ত তোমার নিকট বলিতেছি। সর্ব্বত্র বিখ্যাত মহাবীর রামচন্দ্রের সৌপ্তিক-বধ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না; এমন কি রামচন্দ্রের বধ কখনই সম্ভাবিত নহে; যে সকল বানরবীর বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া তদ্দ্বারা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকেও কেহ বধ করিতে পারিবে না। দেবরাজ যেরূপ দেবগণকে রক্ষা করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ বানরগণকে রক্ষা করিতেছেন।

দেবি! মহাবাহু মহোরস্ক প্রতাপবান আত্মরক্ষক সৈন্যপরিরক্ষক বিক্রমশালী মহাশরাসনধারী সুবৃত্তোরু ভুবন-বিখ্যাত পরবল-সংহারক শত্রুগণ-বিমর্দ্দক শ্রীমান রামচন্দ্র কুশলে আছেন; তিনি কখনই নিহত হয়েন নাই। ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিহীন সর্ব্ব-বিরোধী ক্রূর-কর্ম্মা মায়াবী রাবণ, তোমার প্রতি মায়া প্রয়োগ করিয়াছে; তুমি বৃথা শোক করিও না; তোমার মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে বরণ করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছেন; এক্ষণে তোমার সন্তোষের নিমিত্ত আর একটি প্রিয়বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মহাবীর রামচন্দ্র, সমগ্র বানর-সৈন্যের সহিত সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সাগর পার হইয়া

সমুদ্রের দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ও লক্ষ্মণ পূর্ণ-মনোরথ হইয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সাগরতীরেই সেনা-সন্নিবেশ করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ এই সংবাদ পাইয়া লঘু-বিক্রম রাক্ষসগণকে রামচন্দ্রের মধ্যম গুল্মে গুপ্তভাবে প্রেরণ করিয়াছিল; তাহারা সংবাদ আনিয়াছে যে, রামচন্দ্র কল্য পুরী আক্রমণ করিবেন। জনকনন্দিনি! তখন রাক্ষসরাজ রাবণ, এই সংবাদ শুনিয়াই এস্থান হইতে গমন পূর্ব্বক সমুদায় সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

সরমা, সীতার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সৈন্য-সমুদ্যোগের ভীষণ-শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল; তখন সরমা দণ্ডাভিহত ভেরীর শব্দ জানিতে পারিয়া মধুর বাক্যে সীতাকে কহিলেন, দেবি! ঐ শুন, সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত তোয়দনিস্বনা ভীরু-ভেদিনী ভৈরবী ভেরীর ভীষণ গম্ভীর শব্দ হইতেছে; মত্ত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সমুদায় সুসজ্জিত করা হইতেছে; পদাতিগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইতেছে; মহাবেগ প্রবাহ-সমূহে যেরূপ সাগর পরিপূরিত হয়, সেইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে সমবেত বেগশালী সৈন্যসমূহে রাজমার্গ পরিপূর্ণ হইতেছে। বহ্নি যে সময় বনদাহন করেন, সেই সময় তাঁহার যেরূপ অপরূপ রূপ হয়, ঐ নির্ম্মল অস্ত্রশস্ত্র চর্ম্ম বর্ম্ম প্রভৃতির নানাবর্ণ প্রভাও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ শুন, মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনি, রথনির্ঘোষ, তুরঙ্গের হ্রেষারব ও তূর্য্য-নিনাদ হইতেছে! যাহারা সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া রাক্ষস-রাজের অনুগামী হইবে, তাহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল সম্ভ্রম দেখ। পদ্মপলাশ-লোচনে! এক্ষণে রাক্ষসগণ সন্ত্রাস্ত-হৃদয় হইয়া রণসজ্জা করিতেছে। তোমার শোক বিদূরিত হউক; সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে ভজনা করুন। দেবরাজ হইতে দৈত্যগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সেইরূপ রামচন্দ্র হইতে রাক্ষসগণ সন্ত্রাস্ত ও ভীত হইয়াছে। অচিন্ত্য-পরাক্রম জিতক্রোধ রামচন্দ্র, রাক্ষস পরাজয় পূর্ব্বক তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত আসিয়াছেন; তিনি সংগ্রামে রাবণ বিনাশ পূর্ব্বক তোমাকে লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দেবরাজ ইন্দ্র, উপেন্দ্রের সহিত সমবেত হইয়া যেরূপ শত্রুগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তোমার ভর্ত্তা রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া রাক্ষসগণের উপরি সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। প্রিয়সখি! আমি শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, রামচন্দ্রের হস্তে তোমার শত্রু বিনিপাতিত হইয়াছে, তুমিও পূর্ণ-মনোরথা হইয়া পতির ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছ। শোভনে! তুমি মহাতেজা রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গতা ও বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গিতা হইয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবে। জনকনন্দিনি! তুমি শত্রু-ভয়াবহ রামচন্দ্রের ক্রোড়ে উপবিষ্টা হইলে, তিনি এই জঘনগামিনী বহুকাল-ধৃতা একবেণী মোচন করিয়া দিবেন; তুমি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

দেবি! সর্পিণী যেরূপ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, নবোদিত-পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, তুমিও সেইরূপ শোক-দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। সঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা বর্ষাকালে বৃষ্টি পাইয়া যেরূপ প্রমুদিতা হয়, তুমিও সেইরূপ অবিলম্বেই মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গতা হইয়া আনন্দভোগ করিবে। সুখোচিত রামচন্দ্র, শীঘ্রই রাবণ বধ পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া সম্পূর্ণ সুখভাগী হইবেন। অনাবৃষ্টি-পরিতপ্তা অবনী, বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ শোভমানা হয়, রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও সেইরূপ শোভমানা হইবে।

মৈথিলি! যিনি সুমেরু-পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অশ্বের ন্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করেন, এক্ষণে তুমি প্রজাগণের অভয়দাতা সেই দিবাকরের শরণাপন্না হও।

দশম সর্গ।

সীতাশ্বাসন।

নভস্থলী যেরূপ জলবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করে, স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী কালজ্ঞা সরমাও সেইরূপ বহুবিধ বাক্য দ্বারা রাবণবাক্যে বিমোহিতা জাত-সন্তাপা জানকীকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি সখী সীতার হিতসাধনে অভিলাষিণী হইয়া যথাসময়ে পুনর্ব্বার কহিলেন, সুলোচনে! আমি গোপনভাবে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তোমার সমুদায় কথা নিবেদন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্তা হইতে পারি; আমি যখন নিরালম্ব আকাশপথে গমন করি, তখন অতিশীঘ্রগামী বায়ুও আমার অনুগামী হইতে সমর্থ হয় না।

সরমা এই কথা কহিলে সীতা, পূর্ব্ব শোকে অবসন্ন সুমধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, সখি! তুমি গগনে ও রসাতলে গমন করিতে পার বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার নিমিত্ত তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার স্নিগ্ধা অনুরক্তা সহোদরা ভগিনীর ন্যায়; তুমি সর্ব্বদা আমার হিতসাধনে তৎপর রহিয়াছ, সন্দেহ নাই; আমার হিত সাধন করা তোমার যদি অভিপ্রেত হয়, যদি আমার প্রতি সখী বলিয়া তোমার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে রাবণ কি করিতেছে, জানিয়া আইস। বারুণী পান করিবামাত্র মনে যেরূপ সম্মোহ হয়, মায়াবলসম্পন্ন দুষ্টাত্মা লোকরাবণ রাবণও সেইরূপ অল্পক্ষণ মধ্যেই আমার অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিয়া ফেলে; সেই পাপাত্মা নীচাশয় আমাকে নিয়ত সন্তাপিত করিতেছে; পুনঃপুন ভর্ৎসনা করিতেও ক্রটি করে না। সেই দুষ্টাত্মা, ঘোরতরদর্শনা রাক্ষসীদিগের হস্তে আমার রক্ষা-কার্য্যের ভার দিয়াছে; আমি এই অশোকবনে রুদ্ধা হইয়া নিয়ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছি। রাবণভয়ে ক্ষণ কালের নিমিত্তও আমার মন সুস্থ হয় না; আমি যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, বোধ হয় যেন রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইল! সত্যবাদিনি! তোমার নিকট আমার একটি

যে প্রার্থনা আছে, তাহা শ্রবণ কর। দুরাত্মা রাবণের কিরূপ অভিপ্রায়? সে আমাকে রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিবে কি না? রামচন্দ্র সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছে? রাবণের স্থির নিশ্চয় কি? এই সমুদায় অবগত হইয়া যদি তুমি আমার নিকট বল, তাহা হইলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়।

অনন্তর সরমা সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পপূর্ণমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, জনকনন্দিনি! তোমার যদি এইরূপই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমি এখনই যাইতেছি এবং অবিলম্বেই তোমার শত্রুর অভিপ্রায় জানিয়া আসিতেছি।

সরমা এই কথা বলিয়া অলক্ষিতরূপে রাক্ষসরাজের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার যেরূপ মন্ত্রণা হইতেছে, গূঢ় ভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দুরাত্মা রাবণের স্থির-নিশ্চয় অবগত হইয়া পুনর্ব্বার অশোকবনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দেখিলেন, জনকনন্দিনী সীতা, ভ্রষ্টপদ্মা পদ্মালয়ার ন্যায় তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অনন্তর সীতা, প্রিয়বাদিনী সরমাকে পুনরাগমন করিতে দেখিয়া স্নেহ ভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বয়ং আসন প্রদান করিলেন ও কহিলেন, সরমে! তুমি এই স্থানে উপবিষ্টা হইয়া, ক্রূর রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত কিরূপ মন্ত্রনিশ্চয় করিয়াছে, তাহা বল। মহাভাগে! আমার এই দুঃখের সময় তুমি ব্যতিরেকে আর কেহই আমার প্রতি অনুরক্তা নহে। বরবর্ণিনি! এই সমস্ত লোক কোন না কোন কারণ বশত কাহারও প্রতি অনুরক্তা হয়, কিন্তু তুমি বিনা কারণে আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছ। তুমি নির্ম্মল আভিজাত্য-সম্পন্না, বিশুদ্ধাচারা হইয়াও পতিতপাবনী গঙ্গার ন্যায় এই রাক্ষসাবাসে বাস করিতেছ! তুমি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি এত শীঘ্র গমন পূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে সংবাদ আনিয়া বর্ণন করিতে পারে।

সীতা এই কথা কহিলে, সরমা সীতার অভিপ্রেত বৃত্তান্ত এবং রাবণ ও মন্ত্রিগণের সংবাদ সমুদায় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন, এবং কহিলেন, মৈথিলি! রাবণের যেরূপ স্থির-নিশ্চয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বৈদেহি! অদ্য রাক্ষসরাজের জননী তোমার মুক্তির নিমিত্ত রাক্ষসরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কোন বৃদ্ধ মন্ত্রীও বহুক্ষণ বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্য সৎকার পূর্ব্বক কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে সমর্পণ করুন। রামচন্দ্র যে বিজয়ী হইবে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; দেখুন! পৃথিবীর মধ্যে কোন্ মনুষ্য একাকী জনস্থান মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পরাজয় করিতে পারে! কোন্ ব্যক্তি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে সমর্থ হয়! কোন্ ব্যক্তি মহাসাগর-পরিবৃত লঙ্কা মধ্যে নিভৃত স্থানে গোপনে রক্ষিতা সীতার অনুসন্ধান করিতে পারে! কোন্ ব্যক্তিই বা

এরূপ রাক্ষসবীর বধে সমর্থ হয়! অতএব সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই কর্ত্তব্য; নতুবা লঙ্কাপুরীর মঙ্গল নাই।

মন্ত্রিবৃন্দ ও রাজমাতা এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য কহিলেও, কৃপণ ব্যক্তি যেরূপ ধন পরিত্যাগে অভিলাষী হয় না, রাবণও সেইরূপ বিনা যুদ্ধে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে অভিলাষী নহে। মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাক্ষসরাজের এইরূপই স্থির-নিশ্চয় হইয়াছে। এক্ষণে তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই প্রকার বুদ্ধি হইতেছে! রামচন্দ্র বা কোন ব্যক্তিই বিনা যুদ্ধে তোমাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না। বৈদেহি। তাহা বলিয়া তুমি চিন্তা করিও না; ভীম-পরাক্রম রামচন্দ্র, শরনিকর দ্বারা রাবণ বধ পূর্ব্বক তোমাকে লাভ করিয়া অযোধ্যাপুরীতে লইয়া যাইবেন, সংশয়মাত্র নাই।

সীতা ও সরমার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় রামচন্দ্রের সৈন্যমধ্যে ভেরী-শঙ্খ-নিনাদ-মিশ্রিত এরূপ তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল যে, পর্ব্বত-সমূহ প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

লঙ্কাস্থিত রাক্ষসরাজ-ভৃত্যগণ, বানরসৈন্যগণের তাদৃশ ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া তেজোহীন ও কাতর-চিত্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মনে মনে বুঝিল, রাজদোষ-নিবন্ধন আর আমাদের নিস্তার নাই। সেই ঘোর শব্দ এইরূপে সমুত্থিত ও বায়ু দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া লঙ্কাপুরীর সমুদায় স্থানে প্রবেশ করিল। লঙ্কাপুরীস্থিত সমুদায় রাক্ষস, বানরের তাদৃশ সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইল।

একাদশ সর্গ।

মাল্যবদ্বাক্য।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, জগৎক্ষোভকারী সুঘোর বানর-সৈন্য-নিনাদে পরিবোধিত ও চকিত হইয়া উঠিলেন; তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে ত্রাসেরও আবির্ভাব হইল; তখন তিনি কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া ধ্যান পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; পরে তিনি সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক, জগৎ সন্তাপিত করিয়া কহিলেন, আপনারা রামের সাগরবন্ধন, সাগর-সমুত্তরণ, বলবিক্রম, বলসংগ্রহ প্রভৃতি যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি। অমর্ষান্বিত রাম, বানর দ্বারা সেতুবন্ধনই করুক, আর সাগরই পার হউক, তাহাকে অমাত্যগণের সহিত ও অনুচর বর্গের সহিত অবিলম্বেই যমালয়ে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। রাক্ষসগণ! তোমরা বানর-সৈন্য ও রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিশিত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা কর। এক্ষণে যুদ্ধকাল উপস্থিত; এ সময় আমার নিকট শত্রুপক্ষের স্তব করা তোমাদের উচিত হইতেছে না; সংগ্রামে তোমাদের কতদূর পরাক্রম, তাহা ত আমার অবিদিত নাই।

অনন্তর রাক্ষসগণ, রাক্ষসরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের বল-বিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক নীরব হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। এই সময় রাবণের বৃদ্ধ মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান, রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে রাজা বিদ্যা-বিনীত ও রাজনীতির অনুবর্ত্তী; তিনি শত্রুগণকে বশীভূত করিয়া চিরকাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারেন। যিনি যথাসময়ে শত্রুগণের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করেন, তিনি আত্মপক্ষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন। কোন কোন স্থলে দেশকাল বুঝিয়া সমতুল্য বা হীনবল শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে-হয়। রাজা যদি অসামান্য বলবান হয়েন, তথাপি সামান্য শত্রুকেও হীনবল বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। রাক্ষসরাজ! আমার বিবেচনা হইতেছে যে, রামের সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য; আমরা যে নিমিত্ত আক্রান্ত ও অভিযুক্ত হইয়াছি, সেই সীতা রামচন্দ্রকে প্রদান কর। রামচন্দ্রের নিকট সীতা সমর্পণ করিলে, আর কোন বিপদেরই আশঙ্কা থাকিবে না।

রাক্ষসরাজ! দেবগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যাঁহার জয় প্রত্যাশা করিতেছেন, সেই রামচন্দ্রের সহিত বিরোধ করিও না, সন্ধি কর। রাক্ষসরাজ! সুর ও অসুর, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই দুইটি পক্ষ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন; দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ধর্ম্মই দুরাত্মা অসুরগণের ও রাক্ষসগণের পক্ষ গ্রাস করিয়া থাকে; যে সময় ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে, সেই সময় সত্যযুগ হয়; যে সময় অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তুমি ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র ধর্ম্মহানি করিয়া অধর্ম্মকেই সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ; তাহাতেই রাক্ষসগণ সকলে তমোগুণে অভিভূত হইয়াছে; এক্ষণে রামচন্দ্রের আশ্রয়ে ধর্ম্ম অবাধে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। অধুনা তোমারই প্রমাদ নিবন্ধন, তোমার অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়া তোমার পুরী গ্রাস করিতেছে। পরিবর্দ্ধিত ধর্ম্ম হইতে, দেবগণের পক্ষও বর্দ্ধমান হইতেছে। তুমি পূর্ব্বকালে নানাজনপদে গমন পূর্ব্বক অগ্নিকল্প মহর্ষিগণের মহাভয় উৎপাদন করিয়াছিলে; এক্ষণে ধর্ম্ম বলে সেই সমুদায় মহর্ষি প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহারা ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া অধুনা তপোবলে সমুজ্জ্বল হইয়াছেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ, নির্ব্বিঘ্নে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; তাঁহারা এক্ষণে যথাবিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও বেদপাঠে নিরত থাকেন। অধুনা গ্রীষ্মকালীন মেঘ-ধ্বনির ন্যায় ব্রহ্মঘোষ উত্থিত হইয়া রাক্ষসগণকে পরাভব পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অনুনাদিত হইতেছে। আহিতাগ্নি ঋষিদিগের অগ্নিহোত্র হইতে সমুত্থিত ধূম, জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রাক্ষসগণের তেজোহরণ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ, সেই সেই দেশে অবস্থান পূর্ব্বক যে তীব্র তপঃসঞ্চয় করিতেছেন,

সেই তপোবলেই রাক্ষসগণ সন্তাপিত হইতেছে।

রাক্ষসরাজ! এতদ্ব্যতীত অধুনা যে সমস্ত বহুবিধ ঘোর উৎপাত উত্থিত হইতে দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আর নিস্তার নাই, সমুদায় রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইবে। ভয়ঙ্কর মেঘসমূহ আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া খরতর নিনাদ পূর্ব্বক, লঙ্কাপুরীর উপরি উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতেছে! প্রতিমা সকল, কখন প্রকম্পিত হইতেছে, কখন খিদ্যমান হইতেছে, কখন বা হাসিতেছে! তড়াগ ও উদপান সমুদায় বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে; যুদ্ধ-লোলুপ রথ সমুদায়, সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াও অগ্রসর হইতেছে না! যে সমুদায় তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে, তাহাদের চক্ষু দিয়া শোকজ বারি-বিন্দু নিপতিত হইতেছে! ধ্বজ-পতাকা সমুদায়, বিধ্বস্ত ও বিশীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে না! লঙ্কেশ্বর! আপনকার সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন তাহারা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে! একবার অল্পমাত্র ভোজন করিলে বোধ হয় যেন অপরিমিত ভোজন করা হইয়াছে; রাক্ষসগণ ও বাহনগণের যেরূপ চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমাকেই পরাভূত হইতে হইবে! আমার বোধ হয়, বিষ্ণুই ছদ্মবেশে মনুষ্যাকারে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; দৃঢ়-বিক্রম রামচন্দ্র, কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন; দেখ, তিনি সমুদ্রের উপরি পরম অদ্ভুত সেতুবন্ধন করিয়াছেন! অগাধ সমুদ্রের উপরি এরূপ সেতুবন্ধন কেহ কখনও দেখে নাই!

রাবণ! এক্ষণে নররাজ রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি কর! মহাপ্রাজ্ঞ! আমি দেখিতেছি, সীতার নিমিত্তই মহাভয় উপস্থিত! নিশাচররাজ! তুমি যাহাতে আসক্ত হইয়াছ, যাহা কর্ত্তৃক তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই সীতার নিমিত্তই মহাভয় উপস্থিত! রাক্ষসরাজ! আমি অন্যান্য অনেক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি; কাকগণ, গোমায়ুগণ, ও গৃধ্রগণ সহসা লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একত্র ভীষণ রব করিতেছে! কৃষ্ণবর্ণা রমণী, সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া পাণ্ডুরবর্ণ দন্ত প্রকাশ পূর্ব্বক হাস্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে! প্রতিদিন রথ্যা সমুদায়ে বালকগণ, বহু প্রকার গান করে; স্বপ্নেও দেখিতে পাই যে, মুক্তকেশী রমণী, লঙ্কামধ্যে গৃহে গৃহে ধাবমানা হইতেছে! প্রতিগৃহে প্রদত্ত বলিকর্ম্ম প্রেতগণ ভোগ করিতেছে! ধেনুর গর্ভে গর্দ্দভ, নকুলের গর্ভে মূষিক প্রসূত হইতেছে! মার্জারগণ, বৃকগণের সহিত, শূকরগণ, কুক্কুরগণের সহিত, কিন্নরীগণ, মনুষ্যগণের সহিত ও রাক্ষসগণের সহিত সঙ্গত হইতেছে! পাণ্ডুরবর্ণ রক্তপাদ বিহঙ্গমগণ, কালপ্রেরিত হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর উৎপাত করিতেছে! সারিকাগণ, নিজ নিলয়ে থাকিয়া চিচী-কুচী শব্দ করিতেছে! পক্ষিগণ, পরস্পর কলহ পূর্ব্বক ব্যথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছে! বিকটদর্শন, কৃষ্ণপিঙ্গল, মুণ্ডিত-মুণ্ড করাল

কালপুরুষ, সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে! দুঃসহ তীক্ষ্ণ দিবাকর, কর-নিকর দ্বারা জগৎ তাপিত করিতেছেন! প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। রাক্ষস-রাজ! দেখিতেছি, এতৎসমুদায়ই তোমার পরাভবের লক্ষণ! মাংসাশী পক্ষিগণ, তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া আনন্দ সহকারে অত্যুগ্র সংগ্রামের প্রতীক্ষা করিতেছে!

প্রধান প্রধাম বীর পুরুষদিগের মধ্যে অতীব পৌরুষসম্পন্ন বলবান ধীমান মাল্যবান, এইরূপ বাক্য বলিয়া রাক্ষসরাজের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, নীরব হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

দ্বাদশ সর্গ।

পুর-বিধান।

দুর্বুদ্ধি রাবণ, কালের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং মাল্যবান যে সমুদায় হিত-বাক্য কহিলেন, তাহা তৎকালে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ললাটে ভ্রূকুটি বন্ধন পূর্ব্বক অমর্ষভরে লোচন পরিবর্ত্তিত করিয়া মাল্যবানকে কহিলেন, আর্য্যক! আপনি মোহাভিভূত হইয়া হিতবোধে আমাকে যে পরুষ বাক্য বলিতেছেন, এবং শত্রু-পক্ষের স্তব করিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে শ্রবণ করিবার যোগ্যই নহে। যে মনুষ্য পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকী দীনভাবে বনে বাস করিতেছে, যে ব্যক্তি বানরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন! এবং আমি, দেবগণেরও ভয়-জনক, রাক্ষসগণের অধীশ্বর, বিক্রমশালী ও মহাসত্ত্ব হইলেও আমাকে আপনি হীনবল মনে করিতেছেন! আমার বোধ হয়, বিদ্বেষ বশত অথবা শত্রুপক্ষে পক্ষপাত-নিবন্ধন কিম্বা শত্রু কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়াই আপনি এরূপ পরুষ বাক্য বলিলেন! শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক; প্রোৎসাহিত না হইয়া কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি, পদস্থিত প্রভাবশালী প্রভুকে এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে পারে!

আমি অপদ্মা পদ্মালয়ার ন্যায়, সীতাকে বল পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে রাম-চন্দ্রের ভয়ে কি নিমিত্ত প্রত্যর্পণ করিব! আপনি কতিপয় দিবসের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন যে, রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও কোটি কোটি বানর, সকলেই নিহত হইয়াছে। দেব-গণ দানবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, যাহার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে সাহস করে না, সেই রাবণ, কি নিমিত্ত এক জন মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত হইবে! আমার দুরতিক্রম একটি স্বাভাবিক দোষ বা গুণ আছে যে, আমি দুই খণ্ডে ভগ্ন হইয়া যাইব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না।

যদি রাম, দুর্ব্বল বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া লঙ্কায় আসিয়া থাকে, তাহাতেই বা আপনকার বিস্ময়ের কারণ কি!

কি নিমিত্ত আপনকার এরূপ ভয় উপস্থিত হইল! যদি রাম, বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া লঙ্কায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনকার নিকট শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহারা জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবে না।

রাক্ষসরাজ রাবণ, ক্রোধভরে এইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া, রাক্ষসবীর মাল্যবান, লজ্জিত ও মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিলেন, কোন উত্তরই করিলেন না। পরে তিনি, রাবণকে জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা যথোচিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী-রক্ষা-বিষয়ে উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূর্ব্ব দ্বারে বহুসংখ্য-সৈন্য-সমেত প্রহস্তকে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন; দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে রাখিলেন; মায়াবী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিলেন; এবং উত্তর দ্বারে, শুক ও সারণকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আমিও স্বয়ং এই দ্বারে অবস্থান করিব। অনন্তর মহাবীর্য্য, মহাপরাক্রম রাক্ষসবর বিরূপাক্ষকে, বহুসংখ্য রাক্ষসবীরের সহিত মধ্যম গুল্মে স্থাপন করিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ, কৃতান্তের বশতাপন্ন হইয়া লঙ্কার এই রূপ রক্ষা-বিধান পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

তেজস্বী রাবণ, এই প্রকারে উত্তমরূপে রক্ষা বিধানের আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে বিদায় দিলেন; এবং স্বয়ংও মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা পূজিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

চার-প্রবেশ।

এদিকে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, পবনতনয় হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষসরাজ বিভীষণ, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, শরভ, ঋষভ, গন্ধমাদন, ধীমান দধিমুখ, সুষেণ, তার, গয়, গবাক্ষ, গবয়, নল, নীল প্রভৃতি মহাবীরগণ, শক্রপুরীতে আগমন পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, এই ত রাবণ-পরিপালিত লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে। দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মনুষ্যগণ, ইহা জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। লোকরাবণ রাবণ, এই দুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক সকলেরই উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কিরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, তাহা সকলে মন্ত্রণা পূর্ব্বক নিরূপণ করা যাউক।

সকলে এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় মন্ত্রনির্ণয়-কুশল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান বিভীষণ, রামচন্দ্রের হিতসাধন ও রাবণের অনিষ্টসাধনের নিমিত্ত, হেতু-প্রদর্শন পূর্ব্বক পুষ্কলার্থ-সাধক বাক্যে কহিলেন, আমার সচিব

অসীম-পরাক্রম-সম্পন্ন অনল, হর, সম্পাতি ও প্রঘস, মায়া দ্বারা নিমেষ মধ্যে লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার আমার নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা শকুনিরূপ ধারণ পূর্ব্বক শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিয়া, রাবণ যেরূপ দুর্গরক্ষার বিধান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন। রামচন্দ্র! আমার সচিবগণ, দুরাত্মা রাবণের যেরূপ দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বলবান প্রহস্ত, প্রভূত রাক্ষস-সৈন্যের সহিত পূর্ব্ব দ্বার আবরণ করিয়া রহিয়াছে; মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান করিতেছে; রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, পট্টিশ অসি ও শরাসন প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক বহু রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বারে অবস্থিতি করিতেছে; রাক্ষসরাজ রাবণ, শস্ত্রপাণি বহু সহস্র রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া নগরের উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন। তূণ অশনি ও শরাসনধারী বহু সৈন্যে পরিবৃত বিরূপাক্ষ, মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিতেছে।

রঘুনন্দন! আমার সচিবগণ, লঙ্কারক্ষার এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া এইমাত্র আমার নিকট প্রত্যাগত হইয়াছেন। রাক্ষসরাজের সৈন্যমধ্যে একসহস্র মাতঙ্গ, দশসহস্র অশ্বারোহী, দশসহস্র রথী ও এককোটি অপেক্ষাও অধিক পদাতি-সৈন্য রহিয়াছে। এই সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য, পরাক্রমশালী বলবান ও নিয়ত রাক্ষসরাজের প্রিয়; ইহারা কখনই সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। রাজকুমার! এতদ্ব্যতীত এক এক যোধ-পুরুষের পৃষ্ঠ-পোষক সহস্র সহস্র রাক্ষস আছে।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ, এইরূপে লঙ্কা-দুর্গ-রক্ষার বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে পদ্ম-পলাশ-লোচন রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রঘুনাথ! পূর্ব্বে রাবণ যখন কুবেরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে যষ্টি-লক্ষ রাক্ষস-সৈন্য সংগ্রামার্থ বহির্গত হইয়াছিল; এই সমুদায় সৈন্য, পরাক্রম, শৌর্য্য, তেজ, বল, সত্ত্ব ও গৌরব বিষয়ে প্রায় সকলেই দুরাত্মা রাবণের সমতুল্য। রঘুবীর! আপনি কিছু মনে করিবেন না; আমি আপনাকে কুপিত করিয়া দিতেছি, ভয় প্রদর্শন করিতেছি না; আপনি নিজ ভুজ-বীর্য্য দ্বারা দেবগণকেও বিধ্বস্ত করিতে পারেন। আপনি এক্ষণে বহুসংখ্য মহাবীর বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসসেনা বিলোড়ন পূর্ব্বক রাবণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই।

মহাবীর রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুগণকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, বানরপ্রবীর নীল, বহু সহস্র মহাবীর্য্য বানরবীরে পরিবৃত হইয়া প্রহস্তকে আক্রমণ করুন। বালি-পুত্র অঙ্গদ, বিস্তীর্ণ সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত মহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতি ধাবমান হউন। অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন পবননন্দন হনূমান, বহু বানরে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করুন। যে ক্ষুদ্রাশয়, মহাত্মা ঋষিগণ দৈত্যগণ ও দানবগণের

অনিষ্টাচরণ করিয়া আসিতেছে, যে দুরাত্মা বরদানে গর্ব্বিত হইয়া আছে, যে পাপাত্মা বলপূর্ব্বক সমুদায় লোককে বিত্রাসিত করিয়া পরিভ্রমণ করে, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণের বধ-সাধন বিষয়ে যত্নবান হইব। আমি লক্ষ্মণের সহিত ও সৈন্য-সমূহের সহিত নগরের উত্তর দ্বার পরিপীড়িত করিয়া যেখানে রাবণ আছে, সেই স্থানে প্রবেশ করিব। বানররাজ সুগ্রীব, ঋক্ষরাজ জাম্ববান ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ, মধ্যম গুল্মে অবস্থান করুন।

সংগ্রামস্থলে যেন কেহ মনুষ্যরূপ ধারণ না করে! বানর-সৈন্যগণের মধ্যে সকলেই নিজ সঙ্কেত রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইবে; বানরবেশ থাকিলেই আমরা স্বজন বলিয়া জানিতে পারিব, ইহাই আমাদের প্রধান চিহ্ন। পরন্তু আমি, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও তাঁহার অনুচর চারি জন, কেবল আমরা এই সাত জন ব্যতিরেকে আর সকলেই বানর-বেশে রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

মহামতি রামচন্দ্র, বিভীষণকে এই কথা বলিয়া সুবেল-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সুবেলারোহণ।

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া মন্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ বিনয়াবনত মধুরভাষী নিশাচর বিভীষণকে ও বানররাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, চল, আমরা বহুবিধ-ধাতু-বিমণ্ডিত সুবেল-পর্ব্বতে আরোহণ করি; অদ্য রাত্রে আমরা সকলেই সেই স্থানে বাস করিব। রাক্ষসেরা যেরূপে দুর্গ দুষ্প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এবং রাক্ষসরাজ রাবণকেও সেই স্থান হইতে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারিব। যে পাপাত্মা, মৃত্যুকামনায় আমার যশস্বিনী ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, যে দুরাত্মা, ধর্ম্ম সাধু-বৃত্ত ও কুল-শীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রাক্ষস-জন-সুলভ কুটিল বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, সেই পাপাত্মার আলয় ও লঙ্কাপুরী ঐ স্থান হইতে দেখিতে পাইব। পাপাত্মা রাবণ, যে সময় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, সেই সময়ই আমার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ সেই নীচাশয় রাক্ষসরাজের অপরাধে বজ্রানল-সদৃশ দুঃসহ শরনিকরে সমুদায় রাক্ষস ধ্বংস করিব। এক ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু সেই নীচাশয়ের অপরাধে তাহার কুল পর্য্যন্ত সমুদায় নষ্ট হইয়া থাকে।

মহাবীর রামচন্দ্র, ক্রোধপূর্ণ-হৃদয়ে রাবণের বিষয়ে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে, সুন্দর-সানু-বিভূষিত সুবেল-পর্ব্বতে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ভীম-বিক্রম লক্ষ্মণ, সমাহিত-হৃদয়ে সশর শরাসন উদ্যত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে

লাগিলেন; তাঁহাদের উভয়ের পশ্চাতে সুগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ, এবং হনূমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, ধূম্র, জাম্ববান, সুষেণ, মহাবল কেশরী, দুর্ম্মুখ, মহাবীর্য্য শতবলি, এই সমুদায় বানরযুথ-পতিগণ ও অন্যান্য বেগবান বানরগণ, মহা-শিলা বিঘট্টিত করিতে করিতে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, বানরবীরগণের সহিত সুবেল-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া তচ্ছিখর-স্থিত সমতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন। এই সময় বায়ুসম-বেগশালী অন্যান্য বানর-গণ, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তিনযোজন ভূমি ব্যাপিয়া সুবেল-পর্ব্বতে আরোহণ করিল। তাহারা গমন করিতে করিতে যে স্থানে রামচন্দ্র আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

এইরূপে রামচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরগণ, অল্পকাল-মধ্যেই গিরি-শিখরে। আরূঢ় হইয়া ত্রিশৃঙ্গ-শিখরস্থিতা লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন। সুন্দর-দর্শনা, প্রাকার-পরিবৃতা, সুদৃঢ়-দ্বার-বিভূষিতা এই পুরী দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; ইহার চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকামালা শোভা বিস্তার করিতেছে; যন্ত্র ও উপকরণ সমুদায় চতু-র্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে সমুন্নত ধ্বজপতাকা শোভা বিস্তার করি-তেছে; এইপুরী কৈলাস-শিখরের ন্যায় ও শুভ্র মেঘ-সমূহের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে; নানারূপধারী মহাবীর্য্য ঘোর রাক্ষসগণ ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে। তমস্তোম-সদৃশ নীলবর্ণ নিশাচরগণ, প্রাকার-বড়ভীতে উপবেশন পূর্ব্বক রক্ষা-কার্য্যের সহায়তা করিতেছে; পূর্ব্বে যে প্রাকার ছিল, তাহার বহির্দেশে আর একটি নূতন সুদৃঢ় প্রাকার বিনির্ম্মিত হইয়াছে। ময়ূরগণ যেরূপ মেঘ দর্শনে উচ্চ রব করে, বানরগণও সেইরূপ যুদ্ধার্থী রাক্ষসগণকে দেখিয়া মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইলেন; চতু-র্দ্দিকে সন্ধ্যারাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল; পূর্ণ-চন্দ্ররূপ সমুজ্জ্বল প্রদীপ লইয়া যামিনী উপস্থিত হইলেন। সাগরমধ্যে, চন্দ্র গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত প্রতিবিম্বিত আকাশ-মণ্ডল দৃষ্ট হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, চন্দ্র গ্রহ ও তারকা সমেত দ্বিতীয় আকাশ প্রকাশ পাইতেছে।

পঞ্চদশ সর্গ।

লঙ্কা-দর্শন।

বানরবীরগণ, সেই রাত্রি সুবেল-পর্ব্বতে অবস্থান পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর সুদৃশ্য সরোজ-রাজি-বিরাজিত বিশাল সরোবর সমুদায় দেখিয়া এবং লঙ্কাপুরীর শোভা-সম্পত্তি অব-লোকন করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, নক্ত-মাল, হিন্তাল, অর্জ্জুন, সর্জ্জক, সপ্তপর্ণ,

তিলক, কর্ণিকার, পাটল প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সমুদায় বৃক্ষ, কুসুম-সমূহে সমাচ্ছন্ন ও কুসুমিত লতা-সমূহে পরিবৃত; ইহাদের পল্লব সমুদায় রক্তবর্ণ ও সুকোমল; এতৎসমুদায় দর্শন করিলে সহসা অমররাজের অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হয়। চতুর্দ্দিকে শাদ্বল ভূমি, নীল বন রাজি, প্রফুল্ল সুগন্ধ কুসুম-সমূহ, বহুবিধ সুরম্য ফল, কিসলয়, ও মঞ্জরীজাল, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। মনুষ্যগণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া শোভমান হয়, এখানকার বৃক্ষ সমুদায়ও সেইরূপ নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। চৈত্ররথের ন্যায় ও নন্দনবনের ন্যায় মনোহারী, সর্ব্বর্ত্তু-ফল-পুষ্প-বিভূষিত, ষট্পদাকুলিত, এই বন, রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে কোযষ্টিকগণ, দাত্যুহগণ, ময়ূরগণ, কুররগণ, সারসগণ, ভৃঙ্গরাজগণ, ভ্রমরগণ ও নিত্যমত্ত বিবিধ বিহঙ্গমগণ কোলাহল করিতেছে।

অনন্তর কামরূপী বানরবীরগণ, প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হৃদয়ে সেই সমুদায় বন ও উপবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বানরগণ যখন উপবন সমুদায়ে প্রবেশ করেন, তৎকালে কুসুম-সংসর্গ-সুরভি ঘ্রাণেন্দ্রিয়-তর্পণ বায়ু, প্রবাহিত হইতে লাগিল। বানরবীরগণ, বিভক্ত হইয়া এক এক দল এক এক স্থানে গমন করিলেন। এই মহাযূথ যখন গমন করে, তখন তাহাদের চরণভরে লঙ্কাপুরী পরিপীড়িত হইতে লাগিল। বানরবীরগণ সকলেই উচ্চ সিংহনাদ দ্বারা লঙ্কাপুরী কম্পিত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অরুণবর্ণ ধূলিপটল উড্ডীন হইতে লাগিল। কতকগুলি বিক্রমশালী বানরযূথপতি, সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে রাক্ষস-সেনাগণ-পরিরক্ষিতা লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সংগ্রামে সমুৎসুক হইয়া আস্ফোটন ও গর্জ্জন করিতে করিতে লঙ্কাপুরীর বন ও উপবন কম্পিত করিলেন; তাঁহারা বৃক্ষ সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক বিহঙ্গমগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। ঋক্ষগণ, সিংহগণ, বরাহগণ, মহিষগণ ও শূকরগণ, সেই শব্দে ত্রস্ত ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিকূট-পর্ব্বতের শিখর অতীব সমুন্নত ও গগনস্পর্শী; ইহার চতুর্দ্দিকে মহামেঘ-সদৃশ বৃক্ষ সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; ইহার নিম্ন ও উর্দ্ধদেশ অতীব বিস্তীর্ণ ও নিম্নপ্রদেশ আদর্শসদৃশ সমতল; বিহঙ্গমগণ এই স্থানের উর্দ্ধভাগে সহসা উত্থিত হইতে পারে না। বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত এই শিখরে কোন ব্যক্তিই মনোদ্বারাও উত্থিত হইতে সাহসী হয় না।

রাবণ-পরিপালিত লঙ্কাপুরী, এই উচ্চ শিখরে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পাণ্ডুরবর্ণ-মেঘসদৃশ পুরদ্বার সমুদায় এবং সুবর্ণ-রজত-বিভূষিত অন্যান্য দ্বার সমুদায় ইহার শোভা বিস্তার করিতেছে। গ্রীষ্মাবসানে মেঘসমূহে যেরূপ আকাশতল পরিশোভিত হয়, প্রাসাদ

ও বিমান-সমূহে লঙ্কাপুরী সেইরূপ শোভমান হইতেছে।

এই লঙ্কাপুরী মধ্যে স্তম্ভ সহস্র সমলঙ্কৃত কৈলাস-শিখরাকার অভ্রংলিহ রাক্ষসরাজ-রাবণ-গৃহ দৃষ্ট হইতেছে। শতশত রাক্ষস-বীর, এই রাজভবন রক্ষা করিতেছে। এই রূপে বানরবীরগণ, চরমাবস্থাপন্না, সমলঙ্কৃতা মুমূর্ষু রমণীর ন্যায় সেই অলঙ্কৃতা লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সহায়-সম্পন্ন লক্ষ্মীবান লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

দূতাঙ্গদ-প্রবেশ।

অনন্তর লক্ষ্মণ-পূর্ব্বজ রামচন্দ্র, বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সতর্কতার নিমিত্ত কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমরা সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি, বহুবিধ-ফল-সুশোভিত বন সমুদায়ও পার হইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে আইস আমরা যথারীতি সৈন্য সমুদায় বিভাগ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করি। লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে অতীব ভীষণ লোকক্ষয়কর ভয় উপস্থিত; এই যুদ্ধে যে বহুসংখ্য রাক্ষস-প্রবীর বানর-প্রবীর ও ঋক্ষ-প্রবীর নিহত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, পরুষ বায়ু প্রবাহিত ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতেছে; পর্ব্বত-শিখর কম্পমান হইয়া ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতেছে; ক্রব্যাদগণ-সদৃশ-পরুষ-ধ্বনিকারী কঠোর মেঘ সমুদায়, সূর্য্যপথ আবরণ পূর্ব্বক মহাভয়ের সূচনা করিতেছে; রক্তচন্দন-সদৃশ পরম-দারুণ ক্রূর সন্ধ্যামেঘ, রুধির-বিন্দু-বিমিশ্রিত ক্রূর জল বর্ষণ করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নিপতিত হইতে দেখা যাইতেছে; অমঙ্গল-সূচক মৃগপক্ষিগণ, ঘোররূপ ধারণ করিয়া কাতরভাবে কাতর রব করিতেছে!

লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, প্রলয়কালের ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ পরিধি দৃষ্ট হইতেছে; ঐ চন্দ্র, রাত্রিকালে অমঙ্গল-সূচক হইয়া সন্তাপ প্রদান করেন। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, সূর্য্যমণ্ডলে হ্রস্ব ও রূক্ষ লোহিতবর্ণ অমঙ্গল-সূচক পরিধি সর্ব্বদাই লীন হইয়া রহিয়াছে। তিথিবৃদ্ধি অনুসারে নিশাকর গন্তব্য নক্ষত্রে গমন করেন না। লক্ষ্মণ! যে সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত। ঐ দেখ, শ্যেন গৃধ্র ও কঙ্কপক্ষিগণ নিম্ন স্থানে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছে; শিবাগণ উচ্চৈঃস্বরে অমঙ্গল সূচনা করিয়া দিতেছে; এই সমুদায় লক্ষণ দর্শনে বোধ হয়, শর শূল ও খড়্গ দ্বারা নিহত বানরগণে ও রাক্ষসগণে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে; চতুর্দ্দিকে মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হইয়া উঠিবে। অতএব আইস, অদ্যই কালবিলম্ব না করিয়া সমুদায়

বানরগণে পরিবৃত হইয়া রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরী আক্রমণ করি।

মহাবীর মহাবল রামচন্দ্র, এই কথা বলিয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি শৈল শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়াই, শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ ও অক্ষোভ্য নিজ সৈন্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। বানর-রাজ সুগ্রীব, সেই অসংখ্য সৈন্যের পৃথক্ পৃথক্ ব্যূহ রচনা করিয়া দিলেন। কালজ্ঞ মহাবীর রামচন্দ্রও যুদ্ধযাত্রার আদেশ করিলেন।

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র, শুভক্ষণ নিরূপণ পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিভীষণ, সুগ্রীব, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, হনুমান, নল, নীল, অঙ্গদ ও লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে বহুযোজন-বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য ভূমিতল সমাচ্ছাদিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। মাতঙ্গ-সদৃশ বৃহদাকার শত্রু-সংহারক বানরগণ, শতশত শৈলশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া গমন করিলেন।

অনন্তর শত্রু-সংহারক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, অল্পকালমধ্যেই রাবণপুরী লঙ্কাতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা সমুদায় শোভা পাইতেছে; তোরণের উপরি সমুন্নত পতাকা-মালা শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার বিচিত্র প্রাকার, সমুন্নত তোরণ ও যন্ত্র সমুদায়ে বিভূষিত রহিয়াছে। বানর-সৈন্যগণ, এই দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপুরী অবলোকন করিয়া, যথাস্থানে সেনা-সন্নিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিল। বানর-সৈন্যগণ, দশযোজন ভূমি অধিকার করিয়া লঙ্কা অবরোধ পূর্ব্বক যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় মণ্ডলাকারে অবস্থান করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক, মেরু-শৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত লঙ্কার উত্তর দ্বার রোধ করিয়া ব্যূহ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথনন্দন রামচন্দ্র, লঙ্কাদ্বারে উপনিবিষ্ট হইলে, দেবগন্ধর্ব্বগণ আনন্দিত ও নিশাচরগণ ব্যথিত-হৃদয় হইল। লক্ষ্মণের সহিত মহাবীর রামচন্দ্রকে লঙ্কার প্রধান দ্বার রোধ করিতে দেখিয়া সমুদায় রাক্ষস বিষণ্ণ হইল; বানরগণ ও ঋক্ষগণ সকলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। বরুণ যেমন সাগর রক্ষা করেন, রাবণও সেইরূপ এই দ্বার রক্ষা করিতে-ছিলেন; সুতরাং রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই এই দ্বার রোধ করিতে সমর্থ নহেন। এই দ্বার সাধারণ ব্যক্তির ভয়জনক; দানবগণ যেরূপ পাতাল রক্ষা করে, ভীষণ রাক্ষসগণও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া এই দ্বারের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে।

রামচন্দ্র দেখিলেন, সর্পগণ যেরূপ ভোগবতী পুরী রক্ষা করে, বিবিধাকার ভীষণ বহুসংখ্য রাক্ষসগণও সেইরূপ লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। যোধপুরুষদিগের বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও অভেদ্য কবচ সমুদায় স্থানে স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

এদিকে বানরসেনাপতি নীল, পূর্ব্ব দ্বার রোধ করিয়া বানরব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন; শ্বেত-পর্ব্বত-রক্ষক মহাসর্পের ন্যায় মৈন্দ ও দ্বিবিদ, তাঁহার সহায় হইলেন। অন্য দিকে যুবরাজ অঙ্গদ, ঋষভ গবাক্ষ গয় ও পনসের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ দ্বার রোধ করিলেন। মহাবল মহাবীর হনুমান ও প্রমাথী, প্রঘস ও অন্যান্য বানরবীরের সহিত সমবেত হইয়া পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। বানররাজ সুগ্রীব, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী বানরবীরগণের সহিত একত্র হইয়া মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিলেন। তাঁহার নিকট বিখ্যাত-পরাক্রম ষট্‌ত্রিংশৎকোটি বানর অবস্থান করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ, রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক দ্বারে এক এক কোটি বানর স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্রের পশ্চিম দিকে মধ্যম গুল্মের নিকটে সুষেণ ও জাম্ববান বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা-সম্পন্ন শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ বানর-শার্দ্দূলগণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বৃক্ষ ও শৈল-শিখর গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিল। এই বানরগণের মধ্যে সকলেরই লাঙ্গূল উৎক্ষিপ্ত; সকলেই দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ; সকলেরই শরীর চিত্র-বিচিত্র; সকলেরই মুখ বিকৃত; সকলেই উৎসাহ-সম্পন্ন; এবং সকলেই দেবতার ন্যায় বলশালী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দশ হস্তীর বল ধারণ করে; কেহ কেহ শত হস্তীর বল ধারণ করে; কেহ কেহ সহস্র হস্তীর বলধারণ করে। ইহারা সকলেই অসীম-বলবিক্রমশালী; ইহাদের মধ্যে কোন কোন বানরবীরের বেগ জলস্রোতের ন্যায়, কোন কোন বানরবীরের বেগ বায়ু-প্রবাহের ন্যায়, অপ্রতিবার্য্য; এবং কোন কোন হরিযূথপতি অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন। এই মহাযুদ্ধের সময় ঈদৃশ বানরগণের ঈদৃশ অদ্ভুত ও বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল! শলভগণের উদ্যম হইলে যেরূপ হয়, বানর-সৈন্যগণের সমাগমেও সেইরূপ পৃথিবীতল সমাচ্ছন্ন ও আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই সময় এইরূপে লক্ষ লক্ষ বানর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; লক্ষ লক্ষ বানর আগমন করিতেছে; লক্ষ লক্ষ মহাবল বানর, আগমন করিয়া লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইয়াছে; অন্যান্য লক্ষ লক্ষ বানর অন্য স্থানে সন্নিবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; দৃষ্ট হইল। এইরূপে কোটি কোটি বানর লঙ্কা আক্রমণ করিল; লঙ্কা নগরীর চতুর্দ্দিক, বানরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবল বানরগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে করিয়া লঙ্কার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করাতে লঙ্কা মধ্যে বায়ুরও আর গমনাগমন করিবার সামর্থ্য থাকিল না।

সাগর, বর্দ্ধমান হইলে যেরূপ মহাশব্দ উত্থিত হয়, সেইরূপ বানর-সৈন্য-সমূহ হইতে মহাশব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। দেবরাজের ন্যায় মহাবীর্য্য অতুল-পরাক্রম মেঘ-সদৃশ বানরগণ, সহসা পুরী রোধ করাতে রাক্ষসগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তাহারা দেখিল, নীল-নীরদ-নিকর-সদৃশ পর্ব্বত-শিখরবৎ প্রকাণ্ড

বহু সহস্র বানরে, সমুদায় দিক আবৃত হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনের সময় যেরূপ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল, বজ্র-নির্ঘোষে যেরূপ শব্দ হয়, বানর-সৈন্যগণেরও সেইরূপ গগনভেদী মহাশব্দ দিগ্‌দিগন্ত গমন করিতে লাগিল; এই মহাশব্দে প্রাকার তোরণ শৈল বন কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কা প্রচলিত হইতে লাগিল। প্রাকারস্থিত ও অট্টালিকাস্থিত রাক্ষসগণ, তাদৃশ প্রকাণ্ডাকার কপিলবর্ণ বানরগণকে লঙ্কার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইল।

এইরূপে রামচন্দ্র, শতশত, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, শঙ্কু শঙ্কু বানর-সমূহে লঙ্কাপুরী রোধ করিলেন। সৈন্যগণ যখন গমন করে, তখন তাহারা নীহারের ন্যায় অসংখ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময় সূর্য্য ধূলিপটলে আবৃত হইয়া তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তোরণ প্রাকার প্রভৃতি সমেত লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হইতে লাগিল। বানর-যূথপতিগণ গর্জ্জন করাতে শৈল-গুহা-সমূহে মহাপ্রতিধ্বনি শ্রুত হইতে আরম্ভ হইল। রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এই সৈন্য, দেবগণ দানবগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও দুষ্প্রধর্ষ।

অনন্তর ক্রমযোগ-তত্ত্বজ্ঞ, আনন্তর্য্যাভিলাষী রামচন্দ্র, রাজ-ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক বিভীষণের সম্মতি লইয়া প্রহৃষ্ট শব্দায়মান বানরবীরগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে তিনি যথাসময়ে কার্য্য-নিশ্চয় করিয়া বালিপুত্র যুবরাজ অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সৌম্য! তুমি ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্লেশে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া রাবণের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্যানুসারে বল যে, রজনীচর! তুমি পিতামহদত্ত বরপ্রভাবে একান্ত গর্ব্বান্বিত হইয়াছ; তুমি মোহ বশত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেবগণের, ঋষিগণের, গন্ধর্ব্বগণের, অপ্সরোগণের, নাগগণের, যক্ষগণের ও রাজগণের যে অপকার করিয়াছ, তাহাতেই তোমার অহঙ্কার শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে ভার্য্যাহরণে কোপিত হইয়া আমি তোমার দণ্ডধর কালান্তক যম উপস্থিত হইয়াছি; আমি তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; আমি এক্ষণে দূরে নহি; এই লঙ্কাদ্বারেই অবস্থান করিতেছি। এক্ষণে তুমি শ্রীভ্রষ্ট, ঐশ্বর্য্যচ্যুত, মুমূর্ষু ও হতচেতন হইয়া পড়িয়াছ। আমি এক্ষণে সংগ্রামস্থলে, দেবগণ, মহর্ষিগণ ও রাজগণ, সকলেরই বৈরনির্য্যাতন করিব। তুমি মায়াবলে আমাকে স্থানান্তরিত করিয়া, যে বল অবলম্বন পূর্ব্বক সীতাহরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বল দেখাও; আমি এক্ষণে নিশিত শর-নিকর দ্বারা অবনীমণ্ডল রাক্ষস-শূন্য করিব; অথবা যদি তোমার জীবনের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে তুমি সীতা-সমর্পণ পূর্ব্বক লঙ্কার ঐশ্বর্য্য, রাজ্য ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আমার চরণে শরণাপন্ন হও; মূঢ়! ঈদৃশ অবস্থায় সীতাকে আমার নিকট দিয়া আপনার জীবন রক্ষা কর। রাক্ষসপ্রধান ধর্ম্মাত্মা ধীমান বিভীষণ, আমার নিকট আসিয়াছেন;

তিনি আমা কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া এই বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন করিবেন। তুমি অজিতেন্দ্রিয়, দুষ্টমতি ও মূর্খ-সহায়-সম্পন্ন; অতঃপর আর তুমি কোন ক্রমেই অধর্ম্মানুসারে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে না।

রাক্ষস! যদি তোমার কিছুমাত্র পুরুষাভিমান থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে আর্য্যজনের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন হইয়া শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হও; এরূপ করিলে তুমি আমার সায়কসমূহ দ্বারা নিহত প্রশান্ত ও পবিত্র হইবে, সন্দেহ নাই। পাষণ্ড! তুমি যদি মনের ন্যায় বেগশালী পক্ষী হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক ত্রিলোকে গমন কর, তথাপি তোমাকে আমার নয়নপথে পতিত হইতেই হইবে; এবং তুমি আমার দৃষ্টিগোচর লইলে যে জীবন লইয়া গমন করিবে, তাহা মনেও করিও না। পাপাত্মন! আমি তোমাকে যে হিতবাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া লও; তুমি সংগ্রামে নিহত হইলে তোমার পিণ্ড দিবার নিমিত্ত তোমার বংশে যে কেহ জীবিত থাকিবে, এরূপ প্রত্যাশাও করিও না। তুমি ভাল করিয়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া লও; কারণ এক্ষণে তোমার জীবন দুর্লভ; তোমার মৃত্যু উপস্থিত, বিবেচনা করিবে।

তারানন্দন যুবরাজ শ্রীমান অঙ্গদ, মহাবীর রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মূর্ত্তিমান পাবকের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তিনি রাবণভবনে নিপতিত হইয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সচিবগণে পরিবৃত হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতেছেন। প্রদীপ্ত-হুতাশন-সদৃশ বানর-যূথপতি কনকাঙ্গদ-ভূষিত অঙ্গদ, রাবণের অদূরে নিপতিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথমত তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়া পরিশেষে রামচন্দ্র যে সমুদায় কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ন্যূনাধিক না করিয়া অবিকল রাবণকে ও তাঁহার অমাত্যগণকে শ্রবণ করাইলেন, এবং কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি বালিপুত্র অঙ্গদ; যদি এ নাম কখন শুনিয়া থাক, অথবা তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। আমি কোশলাধিপতি মহাবীর রামচন্দ্রের দূত; কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্র, তোমাকে বলিয়াছেন যে, নৃশংস! পুরুষের ন্যায় বহির্গত হইয়া যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে তোমার অমাত্যগণকে ও তোমার পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিকে সংগ্রামে নিপাতিত করিব; তুমি নিহত হইলে ত্রিলোক নিরুদ্বিগ্ন হইবে, সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসগণের কণ্টক উদ্ধার করিব। আমি অনলসদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা তোমাকে নিপাতিত করিয়া ত্রিলোক নিষ্কণ্টক করিব।

রাবণ! যদি তোমার জীবন-রক্ষার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রণাম পূর্ব্বক সৎকার করিয়া বৈদেহীকে সমর্পণ কর; রাজ্য, রাজ-সিংহাসন ও লঙ্কার ঐশ্বর্য্য সমুদায় ছাড়িয়া

দাও! যদি তাহা না কর, তাহা হইলে রামচন্দ্র এক্ষণে তোমার প্রাণসংহার করিয়া বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিবেন।

বানর-প্রবীর অঙ্গদ, এইরূপ পরুষ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় লোকরাবণ রাবণ, যারপর নাই ক্রোধাভিভূত ও লোহিত-লোচন হইয়া সচিবগণের প্রতি পুনঃপুন আদেশ করিতে লাগিলেন যে, এই দুরাত্মা বানরকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড কর। ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ রাক্ষসরাজের তাদৃশ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ঘোররূপ চারিজন রাক্ষস-প্রবীর উঠিয়া, অঙ্গদের দুই বাহু ধরিল; মহাবীর যুবরাজ অঙ্গদ, রাক্ষসগণের নিকট নিজ বল দেখাইবার অভিপ্রায়েই তৎকালে স্থির থাকিয়া ধরা দিলেন; তৎপরেই তিনি একটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় বাহুদ্বয়ে লম্বমান রাক্ষসবীর চতুষ্টয়কে লইয়া প্রাসাদ-শিখরাভিমুখে উৎপতিত হইলেন। রাক্ষসচতুষ্টয় কিয়দ্দূর উত্থিত হইয়াই বানরবীরের দুঃসহ বেগে ভূতলে নিপতিত ও সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়িল। শ্রীমান অঙ্গদ, প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া একটি পদাঘাত করিলেন, রাক্ষসরাজ দেখিতে দেখিতে, পদাহত প্রাসাদশিখর, ভগ্ন হইয়া ভীষণ রবে নিপতিত হইল।

যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপে প্রাসাদশিখর ভঙ্গ করিয়া আপনার নাম শুনাইয়া কহিলেন, বানরাধিপতি মহাবল মহারাজ সুগ্রীবের জয়; দশরথতনয় মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের জয়; লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণের জয়; রাবণ! তোমাকে সংগ্রামে নিপাতিত করিলেই ধর্ম্মশীল বিভীষণ, লঙ্কার ঐশ্বর্য্য সমুদায় প্রাপ্ত হইবেন। বানরবীর অঙ্গদ এইরূপ আস্ফালন করিয়া পুনর্ব্বার লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কোশলাধিপতি মহাত্মা রামচন্দ্র ও বানরাধিপতি সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন; রামচন্দ্রও অঙ্গদের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্ময়াভিভূত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ; নিজ সমক্ষে প্রাসাদ ভঙ্গ দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও শব্দায়মান প্রহৃষ্ট বহু বানরে পরিবৃত হইয়া শত্রু-সংহারের অভিলাষে সংগ্রামে মনোনিবেশ করিলেন। পর্ব্বত-শৃঙ্গ-সদৃশ মহাবল মহাবীর্য্য সুষেণ, বানররাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে কামরূপী বহু বানরে পরিবৃত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সমুদায় দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কানিবাসী সমুদায় রাক্ষসগণ, শতশত অক্ষৌহিণী বানরদিগকে সাগর পার হইতে ও লঙ্কা রোধ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যারপর নাই বিস্ময়াভিভূত হইল। কোন কোন রাক্ষস ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। তৎকালে সমরোৎসাহী কোন কোন রাক্ষসের

আনন্দেরও পরিসীমা থাকিল না। যে সকল রাক্ষস সমর-লোলুপ, তাহারা যুদ্ধার্থী বানরদিগকে লঙ্কা রোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল। কতকগুলি রাক্ষস ভূতল হইতে, কতকগুলি রাক্ষস প্রাকার হইতে কাতর চিত্তে দেখিল যে, প্রাকার ও পরিখার সন্নিহিত সমুদায় ভূমিই বানরসমূহে অবিরলভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং বানরগণে পরিব্যাপ্ত রাবণ-পালিত সমুদায় লঙ্কাপুরী, তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর রজনীর ন্যায় ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে।

রাক্ষস-রাজধানীমধ্যে, এইরূপ মহাভীষণ বানর-কোলাহল আরম্ভ হইলে, রাক্ষসবীরগণ, অসামান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুগান্ত-বায়ুর ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল।

সপ্তদশ সর্গ।

যুদ্ধারম্ভ।

এদিকে রাক্ষসগণ ত্রস্ত হইয়া রাবণভবনে গমন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল, মহারাজ! রাম, বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছে! রাক্ষসরাজ রাবণ, লঙ্কা-রোধের কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং দ্বিগুণিত সৈন্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া সমুন্নত প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য বানর, শৈল কানন বন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে! অসংখ্য বানর-বৃন্দে, লঙ্কার সমুদায় স্থান পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি কিরূপে সেই বানর-সৈন্য ক্ষয় করিবেন, এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রসারিত লোচনে, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বানরযূথপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ অবলোকন করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার সমক্ষেই রামচন্দ্রের হিত-চিকীর্ষু বানর-সৈন্যগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া লঙ্কায় আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রের নিমিত্ত জীবন-পরিত্যাগেও উদ্যত, সুবর্ণবর্ণ তাম্রবদন মহাবল বানরবীরগণ, শাল তাল শৈল প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবমান হইল। তাহারা বৃক্ষ দ্বারা, পর্ব্বত-শিখর দ্বারা ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা দৃঢ়তর প্রাকার-শিখর ও তোরণ সমুদায় বিলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা ধূলি, পর্ব্বত-শিখর প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মল সলিলপূর্ণ পরিখা পরিপূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কোন দলে সহস্র বানর, কোন দলে শত বানর, কোন দলে শতকোটি বানর যথানিয়মে সমবেত হইয়া লঙ্কার উপরি আরোহণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানরদল, কৈলাস-শিখর-সদৃশ গোপুর সমুদায় প্রমথিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন বানরদল, কাঞ্চনময় তোরণ সমুদায় বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে মহাপর্ব্বত-সদৃশ

বৃহৎকায় বানরগণ, তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক কখন ধাবমান হইয়া কখন লম্ফপ্রদান করিয়া লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে লাগিল। তাহারা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, অতিবল রামচন্দ্রের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিপালিত মহারাজ সুগ্রীবের জয়! রামচন্দ্রের আশ্রিত রাক্ষস-রাজ বিভীষণের জয়!

কামরূপী বানরগণ সিংহনাদ পূর্ব্বক এই-রূপ ঘোষণা করিতে করিতে ক্রমে সকলেই লঙ্কা প্রাকারের নিকট উপস্থিত হইল। বীরবাহু, সুবাহু, নল প্রভৃতি বানরবীরগণ, এই সময় সেই প্রাকারের নিকট স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিলেন। কুমুদ-নামক মহাবল যূথপতি, দশকোটি মহাবল মহাত্মা বানর-বীরে পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্ব দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর মহা-বল শতবলি, দশকোটি বানরের সহিত সম-বেত হইয়া দক্ষিণ দ্বার রোধ করিয়া থাকি-লেন। তারার পিতা মহাবল সুষেণ, ছয়-কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবল শ্রীমান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, উত্তর দ্বারে উপনীত হইয়া অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। ভীমদর্শন গোলাঙ্গূল মহারাজ গবাক্ষ, সহস্রকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্রের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শত্রু-সংহারক ধূম্র, ভীষণবেগ দশকোটি ঋক্ষে পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্রের নিকটে অবস্থান করিলেন। গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, ভীষণ-শরীর দধিমুখ, মহাবীর কেশরী ও পনস, এই সকল বানর-যূথপতিগণ সতর্কতা সহকারে স্কন্ধাবার রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবাহু বিভীষণ, গদা-পাণি ও সুসজ্জ হইয়া কিঙ্করের ন্যায় আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় রামচন্দ্রের পার্শ্বে অবস্থান করি-লেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, এই সমুদায় দর্শন করিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন, আমার যত সৈন্য আছে, সকলেই এককালে যুদ্ধার্থ বহির্গত হউক; কাল-বিলম্ব না হয়।

রাক্ষসরাজ রাবণ, যুদ্ধার্থ বহির্গত হই-বার আজ্ঞা দিবামাত্র, মহাবীর রাক্ষস-সৈন্য-গণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে মহাসাগরের মহাবেগের ন্যায় এককালে অবিচ্ছিন্নরূপে সর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে দেবগণ ও অসুরগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া-ছিল, এই সময় রাক্ষসগণ এবং বানরগণও সেইরূপ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঘোরতর রাক্ষসবীরগণ, নিজ নিজ গুণ-কীর্ত্তন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত গদা, শূল, শক্তি, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানর-গণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। বানর-গণও বৃহদাকার পর্ব্বতশিখর দ্বারা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা, নখ দ্বারা ও দন্ত দ্বারা রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিতে লাগিল। কোন কোন ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস, প্রাকা-রের উপরি অবস্থান পূর্ব্বক ভিন্দিপাল দ্বারা ও শক্তি দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থিত বানরগণকে

বিদারিত করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মহাবল বানরও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহার দ্বারা, প্রাকার-শিখরস্থিত রাক্ষসগণকে ভূতলে নিপাতিত করিল। এইরূপ রাক্ষস ও বানরগণের অতীব অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মাংস-শোণিত দ্বারা ভূমিতল কর্দ্দমময় হইয়া গেল।

এই সময় বানরসৈন্যদিগের মহানিনাদে, লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণের মহাশব্দে এবং উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের আস্ফোটনশব্দ তর্জ্জন-গর্জ্জন ও সিংহনাদে, বোধ হইতে লাগিল যেন, দুইটি মহাসাগর দুই দিক হইতে আসিয়া একস্থানে সম্মিলিত হইতেছে।

অষ্টাদশ সর্গ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

অনন্তর মহাবল বানরগণ ও রাক্ষসগণ মহাযুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। সৌদামিনী-বিভূষিত মেঘের ন্যায়, বহুবিধ-অস্ত্রশস্ত্র-ধারী ভীষণ-কর্ম্মা ঘোররূপ রাক্ষসবীরগণ, রাবণের বিজয়-প্রত্যাশায় মহানিনাদে আকাশতল পরিপূরিত করিয়া পদভরে মহীতল বিদারিত করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। এই রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ কাঞ্চনময় সজ্জায় সুসজ্জিত অশ্বে আরূঢ়, কেহ কেহ অগ্নিশিখা-সদৃশ-ধ্বজ-পতাকা-বিরাজিত সূর্য্য-সন্নিভ রথে সমারূঢ়, কেহ কেহ বানরেন্দ্র-প্রহারী ঘোররূপ বৃহদ্ঘণ্টা-বিভূষিত উত্তম সজ্জায় সুসজ্জিত মত্ত মাতঙ্গে উপবিষ্ট; এই সমুদায় মাতঙ্গের অঙ্গে বাণ-পূর্ণ তূণীর সমুদায় নিবদ্ধ রহিয়াছে; কোন কোন রাক্ষসের গাত্রে অতীব প্রভা-সম্পন্ন কবচ শোভা বিস্তার করিতেছে।

রামচন্দ্রের বিজয়াভিলাষী বানরগণের মহতী সেনা, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসসেনাগণকে বহির্গত হইয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল। এই সময় রাক্ষসগণ ও বানরগণ পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল। বালিপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ, রাবণতুল্য-পরাক্রম মহাতেজা রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রজঙ্ঘের সহিত দুর্দ্ধর্ষ সম্পাতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য হনুমান, জম্বুমালীর সহিত নিযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাবণানুজ মহাবীর বিভীষণ, মহাক্রোধ-নিবন্ধন তীক্ষ্ণবেগ মিত্রঘ্নের সহিত সমরে সঙ্গত হইলেন। অনলসদৃশ মহাবল নল, রাক্ষসবীর তপনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনিল-সদৃশ মহাতেজা নীল, সুকর্ণ-নামক রাক্ষস-বীরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বানর-রাজ সুগ্রীব, প্রঘসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, বিরূপাক্ষের সহিত নিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নি-কেতু রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকেতু, এই চারি জন রাক্ষসবীর, রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। বানরবীর মৈন্দের সহিত রাক্ষসবীর বজ্রমুষ্টি, এবং দ্বিবিদের সহিত

অশনিপ্রভ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তপন-সদৃশ-প্রতাপশালী প্রতপন, গয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসবীর বিদ্যুন্মালী আসিয়া সুষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে নমুচির সহিত যেরূপ দেবরাজ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাতেজা জাম্ববান, মকরাক্ষের সহিত, ধূম্র, কুম্ভের সহিত, বানরবীর পনস, নরান্তকের সহিত, গবাক্ষ, দেবান্তকের সহিত, শরভ, ত্রিশিরার সহিত, যুযুৎসু কুমুদ, অকম্পনের সহিত, বানরশ্রেষ্ঠ ঋষভ, সারণের সহিত, বিনত ও রম্ভ, অতিকায়ের সহিত, হনূমৎ-পিতা কেশরী, ধূম্রাক্ষের সহিত, বেগদর্শী, শুকের সহিত, গন্ধমাদন, ক্রোধ-পরতন্ত্র মহা-পার্শ্বের সহিত, এবং মহাবীর শতবলি, বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অন্যান্য বহু বানর বহু রাক্ষসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন।

রাক্ষসবীরগণ ও বানরবীরগণ পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া এইরূপে লোমহর্ষণ তুমুল ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বানর-গণ ও রাক্ষসগণের দেহসম্ভূত-শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তত্রত্য মৃতশরীর সমুদায়, কাষ্ঠসঙ্ঘের ন্যায় এবং কেশ সমুদায় শৈবালের ন্যায় নীত ও দৃষ্ট হইল। ভীরু-ভয়াবহ মহারৌদ্র এই সংগ্রাম-ভূমিতে রাক্ষসগণ ও বানরগণ পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ শতক্রতু যেরূপ বজ্রাঘাত করেন, পরসৈন্য-বিদারণ মহাবীর ইন্দ্রজিৎও সেই-রূপ ক্রোধাভিভূত হইয়া অঙ্গদের অঙ্গে গদা-ঘাত করিলেন; শ্রীমান অঙ্গদও ইন্দ্রজিতের কাঞ্চন-চিত্রিত রথ, অশ্ব ও সারথি নিপাতিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-বীর প্রজঙ্ঘ, তিনটি বাণ দ্বারা সম্পাতির শরীর বিদারিত করিল; সম্পাতিও রণভূমি হইতে একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া প্রজঙ্ঘকে আহত করিলেন। দেব-দানব-দর্প-হারী মহাবল মহাকায় অতিকায়, শরসমূহ দ্বারা রম্ভ ও বিনতকে আঘাত করিলেন। ঘোররূপ প্রতপন, সিংহনাদ করিতে করিতে নলের প্রতি ধাবমান হইল; মহাবীর নল, এরূপ এক চপেটাঘাত করিলেন যে, সে চক্ষুঃপীড়ায় কিছুই দেখিতে পাইল না। ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস প্রতপন, তীক্ষ্ণ শর-নিকর দ্বারা নলের শরীর ছিন্নভিন্ন করিল; নলও পর্ব্বতের ন্যায় একটি মুষ্টিপ্রহার দ্বারা তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন।

এদিকে রথস্থিত মহাবল জম্বুমালী, ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তি দ্বারা হনূমানের বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; পবনতনয় হনূমানও এক লম্ফে তাহার রথে আরোহণ করিয়া একটি চপেটাঘাত দ্বারা গিরি-শৃঙ্গ সদৃশ তদীয় মস্তক বিমর্দ্দিত করিলেন। এদিকে মিত্রঘ্ন, শর-নিকর দ্বারা বিভীষণের শরীর ছিন্নভিন্ন করিল; বিভীষণও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া গদাপ্রহারে তাহাকে আহত করিলেন। প্রঘস-নামক রাক্ষসবীর বানর-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতেছে দেখিয়া বানরাধিপতি সুগ্রীব,

একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া প্রহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন। ভীমদর্শন রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ, নিরন্তর বাণ-বর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, লক্ষ্মণ একটি বাণ দ্বারা তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসবীর অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন ও যজ্ঞকেতু, শর-নিকর দ্বারা রামচন্দ্রের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিল; রামচন্দ্রও ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শর-নিকর দ্বারা তাহাদের চারি জনের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ছিন্নমস্তক রাক্ষসচতুষ্টয়, বেগে একবার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াই পশ্চাৎ ভূতলে নিপতিত হইল।

এদিকে মৈন্দ, বজ্রমুষ্টির প্রতি একটি বজ্রের ন্যায় মুষ্টিপ্রহার করিলেন, বজ্রমুষ্টিও নগরীস্থিত অট্টালিকার ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। সূর্য্য যেরূপ কিরণ-সমূহ দ্বারা মেঘকে ভেদ করেন, সেইরূপ রাক্ষসবীর সুকর্ণ, সংগ্রামস্থলে নিশিত শর-নিকর দ্বারা নীলাঞ্জন-সদৃশ নীলবর্ণ নীলকে ভেদ করিল; পরে ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর ঐ সুকর্ণ, পুনর্ব্বার শতশত শর-নিকর দ্বারা নীলের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। বিষ্ণু যেরূপ চক্র দ্বারা দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, বানরবীর নীলও সেইরূপ বলবান রাক্ষস সুকর্ণের একটি রথচক্র ভঙ্গ করিয়া তদ্দ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সুকর্ণ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। এদিকে রাক্ষসবীর অশনিপ্রভ, বানররাজ দ্বিবিদকে বৃক্ষহস্তে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া বজ্র-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিল। দ্বিবিদও শর-নিকর দ্বারা ছিন্নভিন্ন-দেহ হইয়া ক্রোধাকুলিতচিত্তে একটি শাল-বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়া তদ্দ্বারা অশ্বরথ প্রভৃতি সমেত অশনিপ্রভকে বিনিপাতিত করিলেন। এদিকে বিদ্যুন্মালী, রথারোহণ পূর্ব্বক কনকভূষিত শর-নিকর দ্বারা সুষেণকে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরবীর সুষেণও অবসর পাইয়া তাহার রথের উপরি একটি প্রকাণ্ড গিরি-শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে রথ চূর্ণ ও ভূতলে প্রোথিত হইয়া গেল। ত্বরিতকর্ম্মা নিশাচর-বীর বিদ্যুন্মালী গিরি-শৃঙ্গ নিক্ষিপ্ত দেখিয়াই নিমেষ মধ্যে গদা হস্তে রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল। বানরাধিপতি সুষেণও ক্রোধভরে একটি শিলা লইয়া রাক্ষসবীর বিদ্যুন্মালীর প্রতি ধাবমান হইলেন। বিদ্যুন্মালীও বানরযূথপতি সুষেণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে গদাঘাত করিল। বানরবীর সুষেণ, তাদৃশ ঘোর গদাপ্রহার তৃণজ্ঞান করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে সেই প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর বিদ্যুন্মালী সেই শিলার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হৃদয় ও গতাসু হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

পূর্ব্বে দেবগণের নিকট যেরূপ দৈত্যগণ পরাজিত হইয়াছিল, রাক্ষসগণ সেইরূপ মহাবীর বানরগণের নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত ও ভূতলশায়ী হইল। এই সংগ্রাম-ভূমিতে অপবিদ্ধ খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর, সায়ক, ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ, নিহত মত্তমাতঙ্গ, তুরঙ্গ,

রথের ভগ্নচক্র, অক্ষ, যুগ, অঙ্কুশ, কুঠার, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ও হিরণ্ময় কবচ নিপতিত থাকাতে সেইস্থান ঘোর-দর্শন হইয়া উঠিল। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সমুদায় উৎপতিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে গোমায়ুগণ, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। রুধির-সমূহে পরিপ্লুত-শরীর রাক্ষসগণ, ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ঘোরতর রাক্ষসবীরগণ, রণস্থলে নিহত হওয়াতে সামান্য রাক্ষসগণ যে মোহাভিভূত, কাতর ও ভীত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ঘোরতর দারুণ এই মহাযুদ্ধে, গৃধ্রগণ ও গোমায়ুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ভীষণ দর্শন হইয়া উঠিল।

বানরযূথপতিগণ কর্ত্তৃক বিদার্য্যমাণ শোণিত-গন্ধ-মোহিত নিশাচরগণ, পুনর্ব্বার ক্রোধভরে সমরাভিলাষী হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

ঊনবিংশ সর্গ।

শরবন্ধোদ্যম।

বানরগণ ও রাক্ষসগণ এইরূপে তুমুল যুদ্ধ করিতেছে, এমত সময় সূর্য্য অস্তগমন করিলেন; প্রাণসংহারিণী রাত্রি উপস্থিত হইল। এই সময় পরস্পর বিজয়াভিলাষী, পরস্পর বদ্ধবৈর মহাবীর বানরগণ ও রাক্ষসগণ, পরম দারুণ নিশাযুদ্ধ আরম্ভ করিল। তুমি কি রাক্ষস? এই কথা বলিয়া বানরগণ, এবং তুমি কি বানর? এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণ পরম দারুণ অন্ধকার মধ্যে পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। সেই অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না; কেবল ভেদ কর, বিদারিত কর, আইস, কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ? এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সুবর্ণ-বিভূষণে বিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ, প্রদীপ্ত-ওষধি-সমলঙ্কৃত শৈলরাজের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

তাদৃশ দারুণ অন্ধকার মধ্যে অন্ধকার-সদৃশ ঋক্ষগণ ক্রোধভরে নিশাচরগণকে দংশন ও বিদারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অপার তিমিররাশিতে নিমগ্ন মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ, ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া বানর ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল। বানরগণ, ক্রোধভরে কখন উৎপতিত, কখন নিপতিত হইয়া, কখন মুষ্টিপ্রহার দ্বারা কখন দন্তাঘাত দ্বারা রাক্ষসগণকে যমসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা তীব্র রোষভরে পুনঃপুন লম্ফপ্রদান করিয়া কাঞ্চন-ভূষণ-বিভূষিত তুরগগণ ও অগ্নিশিখা-সদৃশ ধ্বজ-সমূহ দন্ত দ্বারা বিদারিত করিতে লাগিল। তাহারা লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কখন মাতঙ্গের উপরি, কখনও মাতঙ্গারূঢ় ব্যক্তির উপরি, কখন রথের উপরি, কখনও রথীর উপরি, কখন পদাতির উপরি বেগে নিপতিত হইয়া দন্ত দ্বারা ও নখ দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, অগ্নিশিখা-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রধান

প্রধান রাক্ষসকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তুরঙ্গখুর দ্বারা ও রথনেমি দ্বারা সমুত্থিত ভূরি পরিমাণ ধূলিপটল, সৈন্য-সমূহ ও দিক-সমূহ সমাচ্ছাদিত করিল। এইরূপ লোমহর্ষণ ঘোর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময় মহাবেগবতী, লোহিত-নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। ঘোর কামরূপী বানর ও রাক্ষসদিগের শঙ্খধ্বনি ও বেণুধ্বনি-মিশ্রিত ভেরী মৃদঙ্গ ও পটহ নিনাদ, নিহত রাক্ষসগণের আর্ত্তনাদ, শস্ত্রধ্বনি, এবং বাহনধ্বনি, তৎকালে অতীব ভীষণ হইয়া উঠিল। এই নিশাযুদ্ধে, অস্ত্রশস্ত্ররূপ-পুষ্পোপহার-সুশোভিত, মাংস-শোণিত-কর্দ্দমযুক্ত যুদ্ধভূমি, দুষ্প্রেক্ষ্য ও দুষ্প্রবেশ হইয়া পড়িল। শক্তি, শূল ও পরশ্বধ দ্বারা নিহত বানরবীরগণে এবং শিলাদি দ্বারা নিহত পর্ব্বতাকার কামরূপী রাক্ষসবীরগণে, সেই রণস্থল দুর্দ্ধর্ষ হইল। হরিরাক্ষসঘাতিনী সেই ঘোর নিশা সর্ব্ব-সংহারিণী কালরাত্রির ন্যায় দুরতিক্রমা হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসগণ, সেই দারুণ অন্ধকারে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি শর-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রোধাভিভূত রাক্ষসগণ, যে সময় তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট আগমন করে, তখন মহাবেগ সাগরের ন্যায় তাহাদিগের তুমুলধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র, এক নিমেষের মধ্যেই, ছয়টি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা ছয় জন রাক্ষস-প্রধানকে বিদ্ধ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, মহাকায় বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ-এই ছয় জন রাক্ষস-প্রবীর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক নিশিত শর দ্বারা মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল রামচন্দ্র, কনক-চিত্রিত আশীবিষ-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা দিগ্বিদিক সমাচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে যে সমুদায় রাক্ষসবীর, রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থিতি করিল, তাহারা সকলেই পাবকাভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র, সুবর্ণ-চিত্রিত আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা সেই রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলেন। তিনি শর-নিকর দ্বারা, তিমিররাশি নিরাশ পূর্ব্বক বাণপথ দৃষ্টিগোচর করিয়া শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শরৎকালীন রাত্রি যেরূপ খদ্যোত-সমূহে শোভমান হয়, সেইরূপ সেই রাত্রি, আকাশপথে ধাবমান, সুবর্ণপুঙ্খ-বিভূষিত বিশিখসমূহে শোভা পাইতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষসগণ মহাশব্দ করিতেছে, অন্য দিকে বানরগণ ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে; সুতরাং সেই ঘোর রাত্রি অতীব ঘোরতর হইয়া উঠিল। সেই ঘোর শব্দ সমুদায়ও বিমিশ্রিত, প্রবৃদ্ধ ও প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ত্রিকূট-পর্ব্বত কন্দর দ্বারা উচ্চরব করিতেছে। এই সময় অন্ধকার-সদৃশ মহাকায় ঋক্ষগণ, রাক্ষসগণকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা অঙ্গদের সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল যুবরাজ অঙ্গদ, ক্রোধাকুলিত হইয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে করিতে বাহুযুগল দ্বারা শিলা উৎপাটিত করিলেন। তিনি শর-সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াও মহাবেগে সেই শিলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের রথ ভগ্ন করিলেন। অঙ্গদ কর্ত্তৃক হতাশ্ব, হত-সারথি অতীব মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, নিমেষ-মধ্যে রথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষিগণ ও দেবগণ প্রশংসনীয় অঙ্গদের তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে ও রামলক্ষ্মণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ ও বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে পরাজিত দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, রণ-কর্কশ, পাপাত্মা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, অদ্ভুত-কর্ম্মকারী অঙ্গদ কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অন্তর্হিত হইয়া নিকুম্ভিলায় গমন পূর্ব্বক যথাবিধানে অগ্নিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন, এমত সময় পরিচারক রাক্ষসগণ, রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, বস্ত্র ও মাল্য ধারণ পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে সমিধ, বিভীতক, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, রক্তবস্ত্র, ও কৃষ্ণলোহ-নির্ম্মিত স্রুব আহরণ করিয়া দিতে লাগিল। তিনি যুদ্ধার্থ সমুৎসুক হইয়া শর, প্রাস ও তোমরের উপরি অগ্নি আস্তীর্ণ করিয়া জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের কণ্ঠদেশ হইতে রক্ত লইয়া যথাবিধানে হোম-করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নি একবার ধূম রহিত হইয়া শিখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তাহাতে যে সমুদায় লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তদ্দ্বারা প্রকাশ হইল যে, সংগ্রামে বিজয় হইবে। অগ্নি উত্থিত হইয়া তপ্তহাটক-সদৃশ দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা দ্বারা হব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিমধ্য হইতে, কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত ভদ্রক জাতীয়-অশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত কাঞ্চনময় রথ উত্থিত হইল। রাক্ষসরাজ-তনয় শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ, প্রদীপ্ত-পাবক-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন হইয়া একবার অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রকাশমান হইয়া অগ্নিতে হোম সমাধান পূর্ব্বক তর্পণ করিয়া দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন; পরে তিনি দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্ধানচর শুভ রথে আরোহণ করিলেন। এই রথে একান্ত-বশীভূত অশ্ব সমুদায় নিযুক্ত আছে; স্থানে স্থানে বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, স্থানে স্থানে নানাপ্রকার সজ্জা সংস্থাপিত রহিয়াছে। রথশক্তি-সমন্বিত, তপ্তহাটক-সদৃশ, তেজোরাজি-বিরাজিত, ভল্ল অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-সমলঙ্কৃত এই রথ, অতীব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বৈদূর্য্য-সমলঙ্কৃত, বালার্ক-সদৃশ, সুবর্ণময় নাগ, সেই রথের কেতু-স্বরূপ হইয়া অসীম শোভা বিস্তার করিল।

এইরূপে ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষস-মন্ত্রে তামসভাবে অগ্নিতে হোম করিয়া কহিলেন, অদ্য

আমি মিথ্যা-প্রব্রজিত বধার্হ রামচন্দ্রকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়া পিতার মনঃপ্রীতিকর বিজয় তাঁহাকে প্রদান করিব। অদ্য আমি পৃথিবী সুগ্রীবশূন্য, বানরশূন্য ও রামলক্ষ্মণ-শূন্য করিব।

রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তিনি সংগ্রামভূমিতে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর্য্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, বানর-সৈন্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতেছেন; তখন তিনি আকাশগামী রথে আরূঢ় ও অদৃশ্য থাকিয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিশিত শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, মহাবেগ শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া আকাশতলে ঘোরতর শর ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আকাশ-মণ্ডল, শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত হইল বটে, কিন্তু একটিও শর, মহাসুর-সদৃশ ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতে পারিল না। মায়াবল-সমন্বিত মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, মায়াবলে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বিস্তার করিলেন। নীহার ও অন্ধকারে সমুদায় দিক এরূপ সমাচ্ছাদিত হইল যে, কোথাও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ইন্দ্রজিৎ আকাশতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যাতল-নির্ঘোষ বা রথনেমিধ্বনি কিছুই শ্রবণ করা গেল না; তিনিও কোথা হইতে বাণবর্ষণ করিতেছেন, তাহাও দৃষ্ট হইল না। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে যেরূপ অদ্ভুত শিলাবৃষ্টি হয়, মহাবাহু ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ নিরন্তর বাণ-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লব্ধবর-প্রভাবে সূর্য্য-সদৃশ ঘোরতর শরসমূহ দ্বারা সংগ্রামস্থলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরীর ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতে যেরূপ বৃষ্টিধারা নিপতিত হয়, সেইরূপ গাত্রে বাণ-সমূহ নিপতিত হওয়াতে নরসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, আকাশ লক্ষ্য করিয়া হেমপুঙ্খ-বিভূষিত তীক্ষ্ণ শর-সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কঙ্কপত্র-বিভূষিত শতসহস্র শর, আকাশতলে শত্রুকে না পাইয়া ভূতলেই নিপতিত হইতে লাগিল। রাবণতনয় মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, অন্তর্হিত থাকিয়া হাস্য করিতে করিতে শর-সমূহ দ্বারা রামলক্ষ্মণকে অতিমাত্র নিপীড়িত করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যারপর নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া জ্বলনসদৃশ প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ বহুবিধ ভল্ল দ্বারা বহুসংখ্য বাণ ছেদন করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, যে দিক হইতে সুতীক্ষ্ণ বাণ আসিতেছে দেখিলেন, সেই দিকেই বাণ-বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল ইন্দ্রজিৎও এক দিক হইতে অন্য দিক, অন্য দিক হইতে অপর দিক গমন পূর্ব্বক লঘুহস্ততা-নিবন্ধন তীক্ষ্ণ শর দ্বারা রামলক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দশরথতনয় রামচন্দ্র, রুক্মপুঙ্খ-বিভূষিত শর-সমূহে পুনঃপুন বিদ্ধ হইয়া শোণিত-প্লাবিত-শরীর ও বন্ধুজীব-কুসুমমালার ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। গাঢ় মেঘ হইলে যেরূপ সূর্য্য লক্ষিত হয় না, রামলক্ষ্মণও

পশ্চাৎ লক্ষ্মণও নিহত হইয়া সংগ্রামভূমিতে শয়ন করিলেন।

রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, পুরুষসিংহ লক্ষ্মণের মূর্ত্তি পরিধ্বস্ত হইয়াছে, তাঁহার সুবর্ণময় শরীর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার জীবনের আশা থাকিল না।

একবিংশ সর্গ।

শরবন্ধ-নিবেদন।

অনন্তর বানরবীরগণ, আকাশ পৃথিবী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পরিশেষে দেখিলেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শরসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিপতিত হইয়াছেন। এদিকে সুগ্রীব ও বিভীষণ যখন দেখিলেন যে, রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ও মেঘসমূহ উপরত হইয়াছে, তখন তাঁহারা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। নীল, দ্বিবিদ মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ, অঙ্গদ ও হনুমান, এই সমুদায় বানরবীরও সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরীর শোণিতে পরিপ্লুত হইয়াছে; তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; মন্দ মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে; তাঁহারা শর-শয্যায় শয়ান ও শরজালে আবৃত; তাঁহাদের সমুদায় পরাক্রম নষ্ট হইয়াছে, নয়নে বাষ্প-নিপতিত হইতেছে; যূথপতিগণ, চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট আছেন। বিভীষণ ও বানরযূথপতিগণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ঈদৃশ শর-শয্যায় নিপতিত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। বানরবীরগণ আকাশ ও সমুদায় দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু মায়াচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইলেন না। রাক্ষসবীর বিভীষণ, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মায়াবলে দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, মায়া দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সংগ্রামে দুর্দ্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্ব-রহিত মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে বরপ্রভাবে অন্তর্হিত দেখিয়া বিভীষণ বিষণ্ণ হইলেন।

এদিকে মহাকায় ইন্দ্রজিৎ, তাদৃশ দুষ্কর-কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক পরম-প্রীত হৃদয়ে সমুদায় রাক্ষসকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন, যিনি সংগ্রামস্থলে খর ও দূষণকে নিপাতিত করিয়াছেন, সেই বীর রাম ও লক্ষ্মণ, আমার বাণে নিপাতিত হইলেন। যদি সমুদায় দেবগণ, ঋষিগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া আগমন করেন, তথাপি তাঁহারাও আমার এই শরবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না। যে রামের নিমিত্ত আমার পিতা, শোকার্ত্ত ও একান্ত-কাতর হইয়া নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন, যাঁহার নিমিত্ত আমার পিতা, গাত্র দ্বারা শয্যা স্পর্শ না করিয়া জাগ্রদবস্থাতেই যামিনী যাপন করেন; যাঁহার নিমিত্ত এই সমুদায় লঙ্কাপুরী বর্ষাকুলিত নদীর ন্যায় সমাকুলিত হইয়াছে, সকলের অনিষ্টকারী সমুদায় অনর্থের মূল সেই রাম ও লক্ষ্মণ, অদ্য আমার হস্তে নিহত হইলেন। আমার শর-নিকরে বানরগণ,

শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিরুদ্যোগ হইয়া পড়িয়াছে।

রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, পারিপার্শ্বিক রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া বানরযূথপতিদিগকেও বাণ-বর্ষণ দ্বারা বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তিনি লব্ধবর-প্রভাবে ঘোরতর শরনিকর দ্বারা বানরযূথপতিগণের সর্ব্বগাত্র ও মর্ম্মস্থল দৃঢ় বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও শরবন্ধনে মোহিত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তিনি বাণ দ্বারা বানরযূথপতিগণকে পরিমর্দ্দন পূর্ব্বক বানরগণকে বিত্রাসিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, রাক্ষসগণ! সকলে শ্রবণ কর; আমি ঘোরতর শরবন্ধন দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে বদ্ধ ও নিপাতিত করিয়াছি; আর তোমাদের কোন শঙ্কা নাই!

কূটযোধী রাক্ষসগণ, এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াভিভূত ও পরিতুষ্ট হইল। তাহারা বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র হত হইয়াছেন জানিয়া, তাহারা ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, নিরুৎসাহ ও নিস্পন্দ হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে পতিত আছেন দেখিয়া রাক্ষসগণ, মনে করিল যে, তাঁহারা এককালেই নিহত হইয়াছেন।

অনন্তর সর্ব্ব-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎ, সমুদায় রাক্ষসগণকে আনন্দিত করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বানররাজ সুগ্রীব যখন দেখিলেন যে, রামলক্ষ্মণের সর্ব্ব-শরীর সায়ক-সমূহে বিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাঁহার মহাভয় উপস্থিত হইল। তিনি ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রাক্ষসবর বিভীষণ, সুগ্রীবকে বাষ্প-পর্য্যাকুল-লোচন, দীনভাবাপন্ন ও পরিত্রস্ত দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, বানররাজ! ভীত হইবেন না; বাষ্প নিগৃহীত করুন; সংগ্রামে সচরাচর এইরূপই হইয়া থাকে। সংগ্রাম করিতে গেলে, জয়-পরাজয় উভয় ঘটনারই সম্ভাবনা। বানরবীর! যদি আমাদের অদৃষ্ট ভাল হয়, তাহা হইলে এই রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মোহ অপনীত হইবে; এক্ষণে আপনি, আপনাকে ও আমাকে স্থির করুন। যাঁহারা সত্যধর্ম্মে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের মৃত্যুভয় নাই। বানরবীর! রামচন্দ্র মোহাভিভূত হইয়াছেন; ইহাঁর প্রতি মৃত্যুভয় করিবেন না; বীরগণের এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

মহাবীর বিভীষণ এই কথা বলিয়া, জলক্লিন্ন সুশীতল হস্ত দ্বারা সুগ্রীবের নয়নদ্বয় পরিমার্জ্জিত করিলেন। পরে অসম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে যথাসময়ে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে কাতর হইবার সময় নহে; অসময়ে অতিস্নেহ প্রকাশ করা বিপদেরই মূল; অতএব এক্ষণে সর্ব্বকার্য্য-নাশের মূল কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে রামচন্দ্র ও সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মোহাপনয়ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাঁদের রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হউন। পরে রামলক্ষ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া

আপনকার ভয় বিদূরিত করিবেন। রামচন্দ্রের কোন অনিষ্ট হইবে না, ইহাঁর মৃত্যুভয়ও নাই। ইহাঁর যে মুখশ্রী দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হতজীবন ব্যক্তির পক্ষে সুদুর্লভ।

বানররাজ! এক্ষণে আপনি আপনাকে আশ্বাস প্রদান করুন এবং আমার প্রতি আজ্ঞা দিউন, আমি সমুদায় সৈন্য পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খল করিতেছি। এই সমুদায় বানরগণ, ভীত হইয়া ত্রাসোৎফুল্ল নয়নে পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে! আমি যদি এক্ষণে সৈন্যগণের নিকট ধাবমান হই, তাহা হইলে সর্প যেরূপ নির্মোক পরিত্যাগ করে, আমাকে দেখিয়া তাহারাও সেইরূপ আনন্দিত হইয়া ভয় পরিত্যাগ করিবে।

রাক্ষসবীর বিভীষণ, এইরূপ সুগ্রীবের নিকট রামচন্দ্র-বিষয়ক স্নিগ্ধ বাক্য বলিয়া সচিব-চতুষ্টয়ের সহিত পলায়িত সৈন্যসমূহ পুনঃসংস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, বানরগণ! এক্ষণে তোমরা ভয় করিও না, ভয় করিও না; ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর; সুগ্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন।

এদিকে দিবাকর যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ হতাবশিষ্ট সমুদায়-রাক্ষস-সৈন্য সমভিব্যাহারে লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রিয়বচনে কহিলেন, পিত! রাম ও লক্ষ্মণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। লঙ্কাধিপতি রাবণ, রামলক্ষ্মণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আসন হইতে উৎপতিত হইলেন এবং সমুদায় রাক্ষসগণের সমক্ষেই তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া পরিতুষ্ট হৃদয়ে সমুদায় বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রজিৎও পিতার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত, আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ, পুত্রের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র-জনিত মনোব্যথা বিদূরিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীরে আর আহ্লাদ ধরিল না। তিনি হর্ষভরে পুনঃপুন পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, কৃতকার্য্য হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলে বানরবীরগণ, রামলক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ, কুমুদ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, রম্ভ, শতবলি, পৃথু, ক্রথন, মহাতেজা মহাবল সম্পাতি, ভীষণ-পরাক্রম এই সমস্ত মহাত্মা বানর, সৈন্য-সমূহ দ্বারা ব্যূহ রচনা করিয়া বৃক্ষ ও প্রস্তর গ্রহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব ও সমুদায় দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; একটি তৃণ নড়িলেও তাঁহারা মনে করিলেন, এই বুঝি রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে রাবণ, পরম-প্রীত হৃদয়ে কৃতকর্ম্মা পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন। মায়াবী ইন্দ্রজিৎ নিজগৃহে গমন করিলে, লোকরাবণ রাবণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, দেবগণও যে কার্য্য করিতে না পারেন,

আমার ইন্দ্রজিৎ অদ্য সেই সুদুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন! সীতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতর হইয়া হয় ত জীবন পরিত্যাগ করিবে; অথবা স্ত্রীস্বভাব-সুলভ চাপল্যে মোহিতা ও অবশা হইয়া এক্ষণে আমার বশতাপন্না হইবে। আমি এবিষয়ে যে একটি উপায় চিন্তা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে যে সমুদায় রাক্ষসী আমার বশবর্ত্তিনী হইয়া সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা আছে, তাহারা যারপর নাই আনন্দিত হইবে। এই ভাবিয়া রাক্ষসরাজ দশানন, রাক্ষসী-প্রধানা অভিপ্রেত-সাধিকা পরমভক্তা বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটাকে আহ্বান করিলেন; ত্রিজটাও রাজাজ্ঞাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি বৈদেহীর নিকট বল, আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ, রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি সীতাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া রামলক্ষ্মণের মৃত-শরীর দেখাইয়া আন। সীতা, যাহার আশ্রয়ে গর্ব্বিতা হইয়া আমাকে গ্রহণ করিতেছে না, তাহার সেই ভর্ত্তা অনুজ-লক্ষ্মণের সহিত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে মৈথিলী, নিঃশঙ্ক নিরুদ্বিগ্ন ও নিরপেক্ষ হৃদয়ে সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া আমাকে ভজনা করিবে। অদ্য সীতা যখন দেখিবে যে, সে কালবশত রামচন্দ্র-বিষয়ে নিরাশা হইয়াছে, তখন সে আমারই বশবর্ত্তিনী হইবে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা, দুরাত্মা রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুষ্পকরথের নিকট গমন পূর্ব্বক পুষ্পকরথ লইয়া অশোকবন-স্থিতা সীতার নিকট উপস্থিত হইল; এবং রাক্ষসীগণ, ভর্ত্তৃশোকে আকুলিতা সীতাকে সেই পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইল। রাক্ষসরাজ রাবণও ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া ধ্বজ-পতাকা দ্বারা লঙ্কাপুরী পরিশোভিত করাইলেন এবং প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছে।

এদিকে সীতা ও ত্রিজটা, বিমানে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে, সমুদায় ভূতল, বানর-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ভীম-দর্শন রাক্ষসগণ, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে আনন্দধ্বনি করিতেছে; বানরগণ দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর সীতা দেখিলেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শর-পীড়িত ও অচৈতন্য হইয়া শর-শয্যায় শয়ান আছেন! তাঁহাদিগের সশর শরাসন ও কবচ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহাদের শরীর, শর-সমূহে পরিবেষ্টিত।

জনকনন্দিনী সীতা, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন দেখিয়া শোকবাষ্প-সমাকুলা, কম্পিত-কলেবরা ও দুঃখিতা হইয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

সীতা-বিলাপ।

অনন্তর জনকনন্দিনী সীতা, মহাবল লক্ষ্মণকে ও রামচন্দ্রকে সংগ্রাম-ভূমিতে

নিপতিত দেখিয়া যারপর নাই শোকাকুলিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণমুখে কাতর-হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি, হা আর্য্যপুত্র! এই কথা বলিয়া মধুরস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক নিপতিতা হইলেন; পরে তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি, লক্ষণ দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি পুত্রবতী হইবে; বিধবা হইবে না; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়াও মিথ্যাবাদী! যাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি জগতের মধ্যে ধন্যা, ও মহাবীর সম্রাটের মহিষী হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়াও মিথ্যাবাদী! যাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নিরন্তর যাগশীল সম্রাটের মহিষী হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়াও মিথ্যাবাদী! যে সকল ব্রাহ্মণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি কল্যাণী বলিয়া বিখ্যাতা হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়াও মিথ্যাবাদী!

যে সকল রমণীর চরণতলে পদ্মচিহ্ন থাকে, তাঁহারা ভর্ত্তার সহিত রাজ্যে অভিষিক্তা হয়েন; পরন্তু যে সমুদায় লক্ষণ থাকিলে হতভাগিনী রমণীরা বিধবা হয়, আমার শরীরে ত তাহার কোন লক্ষণই দেখিতেছি না; আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, সামুদ্রিক লক্ষণের ফলও বিপরীত হইল! নারী-জাতির লক্ষণ-বিষয়ে যে সমুদায় সত্যবাক্য কথিত আছে, অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে তৎসমুদায়ই বিতথ হইল! যে সমুদায় শুভ লক্ষণে, নারী সৌভাগ্যবতী হয়, আমার শরীরে ত তৎসমুদায়ই রহিয়াছে! আমার কেশ সমুদায়, সূক্ষ্ম, সমান ও নীলবর্ণ; ভ্রূযুগল অসংসক্ত; জঙ্ঘাদ্বয়, সুগোল ও লোমপরিশূন্য; দন্ত সমুদায় অবিরল; কর ও চরণ, যথাযথ সুগঠিত; গুল্‌ফদ্বয় অবনত; নখ সমুদায় স্নিগ্ধ ও চিক্কণ; অঙ্গুলি সমুদায় পরস্পর সুসদৃশ; স্তনযুগল পীন, পরস্পরতুল্য ও বিরল; চূচক সমুন্নত নহে; নাভি মগ্না ও ঊর্দ্ধমুখী; পার্শ্বদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয় সুসদৃশ; আমার বর্ণ মসৃণ ও স্নিগ্ধ; আমার লোমগুলি সুকোমল; আমার বাক্য কঠোর নহে; সকলেই আমাকে মধুরভাষিণী বলিয়া থাকেন। আমি শুচিস্মিতা, অবিরূপা ও অবিক্লবা; সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, আমার যে দ্বাদশ-প্রকার শুভ লক্ষণ আছে, তাহাতে আমি ভূমণ্ডলে সমুদায় রমণীর মধ্যেই সর্ব্বপ্রধান-সৌভাগ্য-শালিনী হইব! আমার হস্ত বা চরণের, কোন স্থানেই কোন অশুভ লক্ষণ বা ছিদ্র নাই! আমার গতি, অনাকুলিত অবিক্লব ও সুসম্ভ্রান্ত; কন্যা-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা, আমাকে মন্দস্মিতা বলিয়া থাকেন। বিশেষত তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আমি পতির সহিত সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইব; এখন বুঝিলাম, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী!

মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র, জনস্থান হইতে যাত্রা করিয়া এই অপার সাগর, গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছেন; ইহাঁরা উভয় ভ্রাতাই ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, ঐন্দ্র অস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র পরিজ্ঞাত থাকিয়া দেবরাজের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াও মায়াবলে অদৃশ্যমান রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইলেন! হায়! আমি অনাথা! আমার নাথ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। যদি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে সেই পাপাত্মা মনের ন্যায় বেগশালী হইলেও জীবন লইয়া গমন করিতে পারিত না!

হায়! কালের অসাধ্য কিছুই নাই! কৃতান্তকে জয় করা কাহারও সাধ্য নহে! হায়! মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণও কালবশত শত্রু-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রণ-ভূমিতে শয়ন করিতেছেন!

হায়! আমি নিহত রামচন্দ্রের নিমিত্ত, লক্ষ্মণের নিমিত্ত, আপনার নিমিত্ত অথবা জননীর নিমিত্ত তাদৃশ শোক করিতেছি না; পরন্তু, আমার সেই বৃদ্ধা তপস্বিনী শ্বশ্রূর নিমিত্তই আমার যারপর নাই শোক-সাগর উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তিনি নিয়ত চিন্তা করিতেছেন যে, কবে আমার বৎস রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনবাস-ব্রত সমাপন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবে, দেখিব!

সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় রাক্ষসীপ্রধানা ত্রিজটা সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিল, দেবি! বিষণ্ণা হইও না; তোমার ভর্ত্তা জীবিত আছেন। মোহাভিভূত পুরুষের যেরূপ লক্ষণ, রামচন্দ্রে তৎসমুদায়ই দৃষ্ট হইতেছে। মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যে জীবিত আছেন, তাহার অব্যভিচরিত প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বামী নিহত হইলে, অধীন যোধপুরুষদিগের মুখে কখনই ক্রোধ, হর্ষ ও বীর্য্যপ্রকাশে উৎসুকতা লক্ষিত হয় না। দেবি! যদি রামচন্দ্র নিহত হইতেন, তাহা হইলে এই দিব্য পুষ্পক-বিমান তোমাকে কখনই ধারণ করিত না। সংগ্রামে প্রধান নায়ক নিহত হইলে সেনাগণ, হতপ্রবীর, বিধ্বস্ত, নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হয়, সন্দেহ নাই; পরন্তু ঐ দেখ, ঐ বানরসেনাগণ, অসম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে উৎসাহান্বিত হইয়া শয়ান রামচন্দ্রকে রক্ষা করিতেছে; যূথপতিগণও সুস্থ রহিয়াছে।

দেবি! তুমি এই সমুদায় স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা ও অনুমান দ্বারা স্থির-নিশ্চয় কর যে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ নিহত হয়েন নাই! মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রা ও দুঃখভাগিনী বলিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্টা হইয়াছ; আমি তোমার নিকট কখনও মিথ্যা কথা কহি নাই, কহিবও না; আমি যাহা বলিলাম, তৎসমুদায়ই সত্য। আমি যে সমুদায় লক্ষণ দেখিলাম ও কহিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, দেবরাজের সহিত দেবগণ ও অসুরগণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে রামচন্দ্র

ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। দেবি! আর একটি প্রধান চিহ্ন বলিতেছি, লক্ষ্য করিয়া দেখ। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের মুখশ্রী অপনীত হয় নাই। যাহাদিগের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তাহাদের মুখ একপ্রকার বিকৃত হইয়া থাকে। জনকনন্দিনি! রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত মানসিক দুঃখ ও শোক পরিত্যাগ কর; এই দুই বীর জীবন পরিত্যাগ করেন নাই।

সুরসুতা-সদৃশী সীতা, ত্রিজটার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই যেন সত্য হয়। পরে ত্রিজটা, পুষ্পক-বিমান বিনিবর্ত্তিত করিয়া সীতাকে লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবেশ করাইল। রাক্ষসীরা পুষ্পকরথ হইতে সীতাকে নামাইয়া অশোকবনে লইয়া গেল।

বিদেহরাজ-তনয়া সীতা, অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া বিষদিগ্ধ বাণে বিদ্ধ-হৃদয়া মৃগীর ন্যায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না।

চতুর্বিংশ সর্গ।

রাম-বিলাপ।

এদিকে দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, ঘোরতর শরবন্ধে বদ্ধ, রক্তাক্ত-কলেবর ও শর-শয্যায় শয়ান হইয়া নাগের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল মহাত্মা বানরবীরগণ, একান্ত শোকাভিভূত হইয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া থাকিলেন। বহুক্ষণ পরে মহাসত্ত্ব মহাবল রামচন্দ্র, বিষম শর-সমূহে আহত হইয়াও সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি নিজ শরীর শোণিতদ্বারা পরিপ্লুত দেখিয়া এবং লক্ষ্মণকে নিপতিত ও হতচৈতন্য অবলোকন করিয়া দুঃখ ও শোকভরে নয়নজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বানরগণে পরিবৃত ও স্বরভ্রষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে যখন এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতেছি, তখন আর আমার সীতালাভে কি প্রয়োজন! জীবনেই বা কি প্রয়োজন!! সকল দেশেই ভার্য্যা পুত্র ও বন্ধুবান্ধব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, পরন্তু যেখানে এরূপ ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেরূপ দেশই দেখিতে পাই না! বেদে আছে, ও সত্য প্রবাদ আছে যে, মেঘ সমুদায় বস্তুই বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভ্রাতা বর্ষণ করিতে পারে না!

আমার মাতা সুমিত্রা ও জননী কৌশল্যা এ উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; এই উভয়ের প্রতিই আমার সমান মাতৃ-গৌরব আছে। যদিও পৃথিবী বিদারিত হইয়া যাইতে পারে, দিবাকর ভূতলে পতিত হইতে পারেন, সাগর শুষ্ক হইতে পারে, অনল শীতল হইয়া যাইতে পারে, জল রস ত্যাগ করিতে পারে, অনিল গতিশক্তি-বিরহিত হইতে পারে,

তথাপি মাতা সুমিত্রা, আমার প্রতি স্নেহ-শূন্যা হইতে পারেন না।

আমি অযোধ্যায় গমন করিলে যখন বিবৎসা সুমিত্রা, পুত্র-দর্শন-লালসা হইয়া কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব! কিরূপে আশ্বাস-প্রদান করিব! তিনি যখন আমাকে তিরস্কার করিবেন, তখন আমি ত তাহা সহ্য করিতে পারিব না! যদি আমি পাতালতলে নিপতিত হই, তথাপি যিনি আমার সহিত নিপতিত হয়েন, যিনি পরম ভক্তি নিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়া বনে আসিয়াছিলেন, আমি সেই প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণ-ব্যতিরেকে অযোধ্যায় গমন করিয়া যশস্বী ভরতকে ও শত্রুঘ্নকে কি বলিব!

আমি যদি পৃথিবীতে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে সীতার ন্যায় নারী প্রাপ্ত হইতে পারি, পরন্তু লক্ষ্মণের ন্যায় পরমভক্ত ভ্রাতা ও সচিব কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না! আমি তীব্র দুঃখে অভিভূত ও ভারার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমি লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে কিরূপে জীবন ধারণ করিব! আমি এখানেই জীবন পরিত্যাগ করিব! আমার আর জীবন-ধারণ করিতে অভিলাষ নাই! আমি অতীব দুষ্কৃতকারী ও অনার্য্য! আমাকে ধিক্! হায়! আমার নিমিত্তই লক্ষ্মণ, পতিত শরতল্পে শয়ান ও মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছেন! আমি বিষণ্ণ হইলে যে মহাবল লক্ষ্মণ আমাকে আশ্বাস প্রদান করেন, সেই মহাত্মা অদ্য জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন; আমাকে কাতর দেখিয়া আমার নিকট আসিতেছেন না!

হায়! যে মহাবীর অদ্যকার যুদ্ধে বহু-সংখ্য রাক্ষসকে রণশায়ী করিয়াছেন, তিনি এই শর-নিকর দ্বারা নিহত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! শরতল্পে শয়ান, নিজ-শোণিতে পরিপ্লুত, শরসমূহ-রূপ-কিরণজালে সমাবৃত এই লক্ষ্মণ, অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন! ইনি বাণসমূহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে পরিপীড়িত হইয়া স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইতেছেন না! দুঃসহ ক্লেশে ইহাঁর মহাকষ্ট হইয়াছে! পরন্তু চক্ষুরাগ বিনিহত হয় নাই। আমি যখন বন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ যেরূপ আমার অনুগামী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য লক্ষ্মণের অনুগামী হইয়া যমসদনে গমন করিব! হায়! যিনি নিয়ত বন্ধুজনের প্রিয়, যিনি নিরন্তর আমাতেই অনুরক্ত, এই তিনি আমারই দুর্নয় ও অনার্য্যতা নিবন্ধন ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন! লক্ষ্মণ এতদিন আমার সহিত বিজন বনে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও যে ক্রুদ্ধ হইয়া অপ্রিয় পরুষ বাক্য বলিয়াছেন, এমত স্মরণ হয় না। জীবনার্হ লক্ষ্মণ, যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন কাহারও সহিত বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি করেন নাই, কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই! লক্ষ্মণ, বাণ-প্রয়োগ-বিষয়ে কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কারণ ইনি এককালে, এক বেগে পাঁচশত বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

হায়! যিনি অস্ত্র দ্বারা দেবরাজের অস্ত্রও ছেদন করিতে পারিতেন, মহামূল্য-শয্যায় শয়নের উপযুক্ত হইয়াও অদ্য তিনি ভূ-শয্যায় শয়ন করিতেছেন! আমার আর একটি বাক্য মিথ্যা হইল যে, আমি বিভীষণকে রাক্ষসগণের রাজা করিতে পারিলাম না! সুগ্রীব! তুমি এই মুহূর্ত্তেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া যাও! নতুবা মহারাজ রাবণ, তোমাকে আক্রমণ করিবে! সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে লইয়া সৈন্যগণের সহিত ও সুহৃদ্গণের সহিত সেই সেতু দিয়াই সমুদ্র পার হও! চন্দ্র উদিত হইলে অন্ধব্যক্তির যেরূপ আনন্দ হয় না, লক্ষ্মণ নিহত হইলে আমারও সেইরূপ রাক্ষস-বিজয় প্রীতিকর হইবে না! সুগ্রীব! তুমি অন্যের দুষ্কর মহৎকার্য্য করিয়াছ! তোমা হইতে প্রবল-পরাক্রান্ত রাক্ষসগণ বিমর্দ্দিত হইয়াছে। ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গুলাধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, সুষেণ, নল, নীল, কেশরী ও সম্পাতি, ইহাঁরাও আমার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন! শরভ, গবাক্ষ, গয় ও পনস, ইহাঁরা ও অন্যান্য বানরগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছেন! কিন্তু সুগ্রাব! মনুষ্য কখনই দৈব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; তুমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র ভীত হও নাই! বয়স্য ও সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য; তাহা তুমি করিয়াছ সম্পূর্ণরূপে তোমার মিত্রকার্য্য করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর!

বানরবীরগণ! তোমরা সকলেই মিত্র-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।

এই সময় যে সমুদায় বানর, রামচন্দ্রের ঈদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের নয়নে জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর গদাপাণি বিভীষণ, চতুর্দ্দিকে সমুদায় সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। রামচন্দ্রের নিকটস্থিত বানরগণ, নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-সদৃশ বিভীষণকে দ্রুতপদে সেইস্থানে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

সুগ্রীব-গর্জ্জন।

অনন্তর মহাতেজা সুগ্রীব, বালিপুত্র অঙ্গদকে কহিলেন, সাগরগর্ভে ভগ্না-নৌকার ন্যায় এই সেনা কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছে! সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ কহিলেন, বানররাজ! আপনি কি দেখিতেছেন না, মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শরজালে আবৃত, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরপ্লুত ও শরতল্পে নিপতিত হইয়া যারপর নাই ক্লেশ ভোগ করিতেছেন! বানর-সৈন্যগণ, মহাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিহীন হইয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে; আপনি কি জানেন না যে, বানরজাতি স্বভাবতই চঞ্চল!

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব কহিলেন, অঙ্গদ! বানরগণ বিনা কারণে ভীত হয় নাই; এ স্থলে অবশ্যই কোন কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। বানরগণ, বিষণ্ণ-বদন হইয়া যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়-নিবন্ধন উৎফুল্ল-লোচনে পলায়ন করিতেছে; পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছে না; পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণও করিতেছে না; এক বানরের উপরি অন্য বানর পড়িতেছে; এক বানরকে অন্য বানর লঙ্ঘন করিয়া যাই-তেছে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় গদাপাণি মহাবীর বিভীষণ, উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বানররাজ সুগ্রীব, বানরদিগের ভয়ের হেতু বিভীষণকে দেখিয়া সমীপস্থিত ঋক্ষরাজ ধূম্রকে কহি-লেন, এই বিভীষণ আসিতেছেন দেখিয়া বন-চারী বানরগণ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া ভয়ক্রমে পলায়ন করিতেছে; তুমি শীঘ্র এই পলায়িত ও ভীত বানরদিগকে যথাস্থানে সংস্থাপিত কর; এবং বল যে, বিভীষণ এখানে আসিয়া-ছেন।

সুগ্রীব এইরূপ আদেশ করিলে ঋক্ষরাজ ধূম্র, পলায়িত বানরগণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, বানরগণ! পলায়ন করিও না, প্রতি-নিবৃত্ত হও; ইন্দ্রজিৎ আইসে নাই, বিভী-ষণ আসিয়াছেন। অনন্তর বানরগণ, ঋক্ষ-রাজের বাক্য শ্রবণে বিভীষণকে দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরীর শর-নিকরে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হই-লেন। তিনি জলক্লিন্ন হস্তে রাম-লক্ষ্মণের গাত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া শোক-সম্পাড়িত হৃদয়ে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগি-লেন। তিনি কহিলেন, হায়! কূটযোধী রাক্ষস, মহাসত্ত্ব মহাপরাক্রম প্রিয়-দর্শন রাম-লক্ষ্মণের এরূপ অবস্থা করিয়াছে! কুলাঙ্গার দুরাত্মা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাক্ষস-সুলভ কুটিল বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া ঋজু-যোধী রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ছলিত ও বঞ্চিত করিল! হায়! ইহাঁরা উভয় ভ্রাতা শর-নিকর দ্বারা অবিরল ভাবে বিদ্ধ হইয়াছেন! হায়! ইহাদের সর্ব্ব শরীর রুধিরে পরিপ্লুত হইয়াছে! হায়! ইহাঁরা বসুধাতলে সুপ্ত হইয়া শল্যক দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন!

হায়! আমি যাহাঁদের বিক্রম আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, প্রত্যাশা করিয়া-ছিলাম, তাঁহারা আমার সর্ব্বনাশের নিমিত্ত ভূতলে শয়ন করিয়াছেন! হায়! আমি অদ্য জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন ও মৃত হই-লাম! আমার রাজ্য ও মনোরথ সমুদায় বিদূরিত হইল! আমার শত্রু রাবণেরই প্রতিজ্ঞা ও কামনা পূর্ণ হইল!

বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় সুগ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি কি-নিমিত্ত কাতর হইয়াছ? কি নিমিত্ত তুমি আমার সহিত কোন কথা কহিতেছ না?

রাক্ষসবীর! তুমি এরূপ হইও না; তুমি আপনাকে সুস্থির কর। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। রাবণ ও রাবণ-পুত্রের মনস্কামনা কখনই পূর্ণ হইবে না।

বানরাধিপতি সুগ্রীব, এইরূপে বিভীষণকে সান্ত্বনা করিয়া শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, সুষেণ! তুমি কতকগুলি বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে সংজ্ঞারহিত বিক্লব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। দেবরাজ যেরূপ লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ রাবণ, রাবণ-তনয় ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া সীতাকে প্রত্যানয়ন করিব। একমাত্র হনুমান ব্যতিরেকে তোমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে গমন কর। আমি একমাত্র হনুমানের সাহায্যেই রাক্ষসপতি রাবণকে ও তাহার অনুচরবর্গকে বিনাশ করিয়া রামচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিব। আমি একাকীই রাক্ষস-সমাকুল-লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করিতে পারি। পরন্তু আমি যে বিপুল-সৈন্য লইয়া আসিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অদ্য আমি, কালপাশে বদ্ধ রাবণের প্রতি, তাহার পুত্রগণের প্রতি ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। অদ্য আমার বীর্য্য, তেজ, সৌহার্দ্দ, সত্ত্ব, গৌরব ও রামচন্দ্রে দৃঢ়ভক্তি সকলেই দেখিতে পাইবেন। আমার যে হস্ত, চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত হইত, যে হস্তে কেয়ূরাভরণ ধারণ করিয়া থাকি, যে হস্ত দ্বারা রমণীগণকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি, যে হস্ত দ্বারা বহুবিধ স্পর্শসুখ অনুভব করি, যে হস্তে বহুবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মাল্য স্পৃষ্ট হইয়া থাকে, আমার সেই হস্ত আজ বন্ধুর নিমিত্ত দুষ্কর কঠোর কার্য্য করিবে। অদ্য আমি ক্রোধ-নিবন্ধন প্রাকার-তোরণ-প্রভৃতি-সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী বিধ্বংসিত করিব। অদ্য নীল-নীরদ-সদৃশ রাক্ষসগণ, বায়ু-পরিচালিত মেঘবৃন্দের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবে। গরুড় যেমন সর্পকে প্রমথিত করে, সেইরূপ আমি অদ্য সমুদায় রাক্ষসগণের সমক্ষেই নিজ বাহু-বল-বীর্য্যে রাবণকে প্রমথিত করিব। অদ্য সংগ্রামে রাবণ নিপাতিত হইলে ইক্ষ্বাকু-নন্দন রামচন্দ্র, ক্রোধ শোক ও দুঃখ এককালে পরিত্যাগ করিবেন। ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণের তুল্য বীর্য্যবান রাবণ, অদ্য কখনই জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না।

বানরগণ! তোমরা বসিয়া দেখ, আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই রাবণকে পরাজয় পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মা হইয়া সীতাকে আনয়ন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব। আমি এই মহৎকার্য্য দ্বারা রামচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া কৃতকৃত্য ও যশোভাজন হইব। মহাত্মা আর্য্য রামচন্দ্র, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি লঙ্কা জয় করিয়া বিভীষণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিব।

মহাযশা মহানুভব দিবাকর-তনয় সুগ্রীব, ক্রোধ-নিবন্ধন বলবিক্রমোদ্দীপক এই সমুদায় বাক্যে পুনর্ব্বার বানরগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

শরবন্ধ-মোক্ষণ।

সুগ্রীবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সুষেণ কহিলেন, বানররাজ! পূর্ব্বকালে দেবগণের সহিত অসুরগণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দৈত্য ও দানবগণ সহস্র সহস্র শর-নিকর দ্বারা দেবগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল। দেবগণ, বাণ-বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত ও কাতর হইলেন; তখন বৃহস্পতি, দেবগণকে হত-চেতন, মৃত ও একান্ত কাতর দেখিয়া মন্ত্র-প্রয়োগ পূর্ব্বক দিব্য ওষধি দ্বারা চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বানররাজ! এক্ষণে সম্পাতি, পনস প্রভৃতি বানরগণ কালবিলম্ব না করিয়া সেই সমুদায় ওষধি আনয়ন করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করুন। পর্ব্বতবাসী বানরগণ, দেব-নির্ম্মিত সেই সঞ্জীবকরণী ওষধি ও দিব্য বিশল্যকরণী ওষধি অবগত আছেন। ঐ ক্ষীরোদ-সাগরে দ্রোণ ও চন্দ্র নামে দুইটি পর্ব্বত আছে। যে স্থানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সাগরের সেই স্থানেই দেবতারা ঐ পর্ব্বতদ্বয় রাখিয়াছেন; ঐ পর্ব্বতদ্বয়েই সেই মহৌষধি রহিয়াছে। এই পবন নন্দন ধীমান হনুমানই সেই স্থানে গমন করুন।

এই সময় বায়ু আসিয়া রামচন্দ্রের কর্ণে কহিলেন যে, মহাবাহো। রামচন্দ্র! আপনি মনে মনে আপনাকে স্মরণ করুন; আপনি ভগবান নারায়ণ; আপনি দেবগণের অনুরোধ ক্রমেই রাক্ষস সংহারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি এক্ষণে সর্প-ভোগী বিনতানন্দন মহাবল গরুড়কে স্মরণ করুন; গরুড় আসিয়া আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। রঘুনন্দন রামচন্দ্র, এই কথা শ্রবণ করিয়া ভুজঙ্গগণের ভয়জনক বিহঙ্গরাজ গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

এই সময় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; সৌদামিনী-বিভূষিত মেঘগণ, আকাশে সমুদিত হইল; সাগর-সলিল সমুদায় বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল; পর্ব্বত সমুদায় বিকম্পিত হইল; গরুড়ের পক্ষবাতে সাগরতীররুহ বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন ও সমূলে উন্মূলিত হইয়া লবণ-সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল। সাগর-নিবাসী ভীষণ পন্নগগণ, ভীত ও ত্রস্ত হইল। শীঘ্রগামী সাগরপ্রবাহ-সমূহ, ভয়ক্রমে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল। জলজন্তুগণ সকলে ভয়ক্রমে লবণ-সমুদ্রের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল। পাতালতল-নিবাসী মহাকায় দানবগণ, ভয়-নিবন্ধন অন্তর্হিত হইয়া থাকিল।

অনন্তর বানরগণ দেখিল, জ্বলন্ত-পাবকের ন্যায় বিনতানন্দন মহাবল গরুড়, আকাশপথে আগমন করিতেছেন। যে সমুদায় নাগ শররূপ ধারণ করিয়া মহাবল পুরুষসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা গরুড়কে দেখিবামাত্র পাতালতলে পলায়ন করিল। অনন্তর গরুড়, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক

হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁহাদের চন্দ্রনিভ মুখমণ্ডল ও সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিলেন। গরুড়, স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহাদিগের ক্ষত-স্থান সকল পূর্ব্বের ন্যায় ব্রণ-রহিত ও সমবর্ণ হইল। সুবর্ণবর্ণ সুপর্ণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরীর আঘ্রাণ করিলেন; তৎকালে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার বল, বীর্য্য, তেজ, উৎসাহ, প্রতিভা ও বুদ্ধি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর দেবরাজ-সদৃশ মহাবীর্য্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, উত্থিত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে গরুড়কে আলিঙ্গন করিলেন; পরে রামচন্দ্র কহিলেন, আমরা আপনকার প্রসাদে রাবণ-তনয়-জনিত মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ ও সুস্থ হইলাম; আমরা শর-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার পিতা দশরথ, ও আমার পিতামহ অজকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, অদ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও আমার হৃদয় সেইরূপ প্রসন্ন হইতেছে। আপনি দিব্য মাল্য, দিব্য অনুলেপন ও দিব্য বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক, দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন; আপনি কে?

মহাত্মা রামচন্দ্র, বানরগণের মধ্যে এইরূপ উদার বাক্য কহিলে বাষ্প-পর্য্যাকুল-লোচন পক্ষিরাজ গরুড়, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বানরগণের সমক্ষেই কহিলেন, রঘুনন্দন! আমি আপনকার সখা ও বহিশ্চর প্রাণ; আমি বিনতা-গর্ভজাত ও কশ্যপের ঔরস পুত্র; আমার নাম গরুড়। আপনাদের উভয় ভ্রাতার সহিত সখ্য-নিবন্ধন আমি এখানে আসিয়াছি। মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল দানবগণ, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, দেবরাজকে সমভিব্যাহারে করিয়া আগমন করিলেও এই সুদারুণ শরবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হয়েন না। এ সমুদায় তীক্ষ্ণবিষ নৈর্ঋতনাগ; ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ, মায়াবলে এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছে। এই নাগগণ ইন্দ্রজিতের মায়া-প্রভাবে বাণ হইয়া আপনাদিগকে বিদ্ধ ও বদ্ধ করিয়াছে। রামচন্দ্র! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্য-পরাক্রম ও ভাগ্যবান; এই কারণে আপনি ও লক্ষ্মণ এই সংগ্রামে নিহত হয়েন নাই। আমি আপনাদের এই শরবন্ধন শ্রবণ করিয়া সখ্য-নিবন্ধন স্নেহ বশত ত্বরা পূর্ব্বক আগমন করিয়াছি। আপনি কিরূপে আমার সখা হইলেন, তাহার কারণ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিবেন না। রাবণ যখন নিহত হইবে, তখন আমার সহিত সখ্যভাবের কারণ জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আমি এই ঘোরতর শর-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলাম। অতঃপর আপনি অপ্রমত্ত-হৃদয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। রাক্ষসগণ স্বভাবতই সংগ্রামে কূটযোধী; আপনারা মহাবীর ও মৃদুভাবাপন্ন; ঋজুতাই আপনাদিগের পরম বল; আপনারা নিজ দৃষ্টান্তানুসারে সংগ্রামে রাক্ষসগণের উপরি বিশ্বাস করিবেন না। ধর্ম্মজ্ঞ! রাক্ষসেরা নিতান্ত কুটিল, কূটযোধী ও সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্রাশয়।

অনন্তর বিহঙ্গমরাজ গরুড়, রামচন্দ্রকে এইরূপ স্নিগ্ধ বাক্য বলিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক

বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, সখে রামচন্দ্র! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও শত্রুগণেরও প্রিয়; আপনি এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি যথাস্থানে গমন করি। রঘুনন্দন! আমি কিরূপে আপনকার সখা হইলাম, তন্নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইবেন না; আপনি যখন শত্রু পরাজয় পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইবেন, তখন স্বয়ংই আমার সখ্যভাব জানিতে পারিবেন। আপনি শর-নিকর দ্বারা এই লঙ্কাপুরী বালবৃদ্ধাবশিষ্ট করিয়া সংগ্রামে রাবণকে সংহার পূর্ব্বক সীতা লাভ করিবেন।

পবনসদৃশ-ত্বরিত-বিক্রম গরুড়, বানরগণের সমক্ষে রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিলেন। এ দিকে বানরগণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সুস্থ শরীর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া রাক্ষসগণের ভয়জনক সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি হইতে লাগিল। ভীষণ-পরাক্রম বানরগণ, হর্ষাতিশয়-নিবন্ধন সহাস্য মুখে পূর্ব্বের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিল। কোন কোন বানর কিলকিলা ধ্বনি, কোন কোন বানর আস্ফোটন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন বানর, বৃক্ষশাখা লইয়া দাঁড়াইল; কোন কোন বানর বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কোন কোন বিক্রমশালী বানর, হর্ষাতিশয়-নিবন্ধন প্রফুল্ল মুখে সহসা বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল।

এইরূপে বানরগণ, মহাশব্দ করিতে করিতে নিশাচরগণকে বিত্রাসিত করিয়া যুদ্ধ করিবার প্রত্যাশায় লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

ধূম্রাক্ষ-নির্যাণ।

অনন্তর রাক্ষসগণ ও রাবণ, মহাবেগে সমাগত বানরগণের তাদৃশ তুমুল শব্দ শ্রবণ করিলেন। এই সময় সচিবগণ, বানরদিগের তাদৃশ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজকে কহিল, লঙ্কেশ্বর! বানরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় যে মহাশব্দ করিতেছে এবং বিপুল সিংহনাদে ইহারা যে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিক্ষোভিত করিতেছে, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহাদের কোন অতুল আনন্দের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাম ও লক্ষ্মণ, তীক্ষ্ণ নাগ-পাশে বদ্ধ ও নিহত হইয়াছে; এই ঘোর বিপদের সময় যে, ইহারা এরূপ আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে যারপর নাই শঙ্কা হইতেছে।

রাক্ষসরাজ রাবণ, মন্ত্রিগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপবর্ত্তী রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র জানিয়া আইস, বানরগণের ঈদৃশ শোকের সময় আনন্দের কারণ কি উপস্থিত হইয়াছে? রাক্ষসগণ এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিল, মহানুভব-সুগ্রীব-পরিপালিত সেনাগণ, যুদ্ধার্থ

লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে; মহাত্মা মহাভাগ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শরবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে দণ্ডায়মান আছেন। রাক্ষসগণ এই ব্যাপার দেখিয়াই অপার বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

অনন্তর বাক্য-বিশারদ কাতর-হৃদয় রাক্ষসগণ, সন্ত্রান্ত হৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে প্রাকার হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অপ্রিয় সংবাদ যথাযথ নিবেদন করিল, কহিল, মহারাজ! যে রাম-লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিল, যাহাদিগের হস্ত-সঞ্চালনেরও ক্ষমতা ছিল না, সেই গজেন্দ্র-সদৃশ-বিক্রম-শালী রামলক্ষ্মণ, পাশচ্ছেদী গজেন্দ্রের ন্যায় শরবন্ধন মোচন পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া সংগ্রামার্থ আগমন করিয়াছে!

মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র চিন্তা ও শোকে অভিভূত ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার ইন্দ্রজিৎ, লব্ধবর প্রভাবে আশীবিষ-সদৃশ অব্যর্থ, সূর্য্য-সদৃশ তীক্ষ্ণ ঘোরতর শর-নিকরে প্রমথিত করিয়া যে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়াছিল, রামলক্ষ্মণ যদি সেই অস্ত্রবন্ধন মোচন পূর্ব্বক উঠিল, তাহা হইলে আমি দেখিতেছি, আমার সমুদায় সৈন্য সংশয়ে পতিত হইল! কি আশ্চর্য্য! বাসুকির ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন যে সমুদায় অস্ত্র, চিরকাল শত্রুগণের জীবন লইয়া আসিয়াছে, সেই অব্যর্থ অস্ত্রও এক্ষণে ব্যর্থ হইল!

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রাক্ষসগণের মধ্যে ধূম্রাক্ষনামক রাক্ষসবীরকে কহিলেন, ধূম্রাক্ষ! তুমি ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস-সৈন্য সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া রাম ও বানরগণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা কর। ধীমান রাক্ষসরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, ধূম্রাক্ষ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে প্রণাম করিয়া রাজ-ভবন হইতে বহির্গত হইল। পরে সে, দ্বার হইতে নিক্রান্ত হইয়া সেনাপতিকে কহিল, সেনাপতে! সেনাগণকে যুদ্ধের নিমিত্ত শীঘ্র সুসজ্জিত হইতে বলুন; বিলম্ব করিবেন না।

মহাবল সেনাপতি, ধূম্রাক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে সেনাগণকে উদ্যোগী হইতে আজ্ঞা করিল; বলবান ঘোররূপ নিশাচরগণ, প্রাস শক্তি প্রভৃতিতে ঘণ্টা নিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ধূম্রাক্ষের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা শূল মুদ্গর গদা পট্টিশ পরিঘ মুষল ভিন্দিপাল ভল্ল খড়্গ পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধলালসায় বহির্গত হইল। কোন কোন বীর, কবচ ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণজাল ও ধ্বজ-পতাকা সমলঙ্কৃত রথে, কোন কোন বীর বিকৃতানন গর্দ্দভে, কোন কোন বীর দ্রুতগামী অশ্বে, কোন কোন বীর মদোৎকট মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। গম্ভীরধ্বনিকারী মহাতেজা ধূম্রাক্ষও কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত, বৃকসিংহ-সদৃশ-

মুখ-যুক্ত অশ্বতরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া হাস্য করিতে করিতে হনুমান কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইল।

ভীষণ-পরাক্রম মহাবীর্য্য রাক্ষসবীর, যে সময় যাত্রা করে, সেই সময় ঘোর দুর্নিমিত্ত সমুদায় পুনঃপুন দৃষ্ট হইতে লাগিল। একটা ভীষণ গৃধ্র আসিয়া রথের উপরি নিপতিত হইল; কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ পেচক আগমন পূর্ব্বক ধ্বজের অগ্রে উপবেশন করিল। ধূম্রাক্ষের সমীপে একটা শ্বেতবর্ণ কবন্ধ রুধিরাক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে নিপতিত হইল; মেঘগণ রক্তবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল; মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল; প্রতিকূল বায়ু নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; কোন দিকে কিছুই দেখা গেল না। গৃধ্র কাক শ্যেন প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগণ, ধূম্রাক্ষের সমীপে বিকটস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর ধূম্রাক্ষ, রাক্ষসগণের ভয়াবহ তাদৃশ মহাঘোর উৎপাত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

ধূম্রাক্ষ-বধ।

লোহিত-লোচন রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ, যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে দেখিয়া, যুদ্ধাভিলাষী বানরগণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসগণ ও বানরগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাকায় মহাবল ভীষণ রাক্ষসগণ, ঘোর মুষল দ্বারা বহুসংখ্য বানরকে ভূতলশায়ী করিল; বানরগণও বৃক্ষ দ্বারা বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ গদা, পট্টিশ, পরশ্বধ, ঘোর পরিঘ, ত্রিশূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; মহাবল বানরগণও অমর্ষাতিশয়-নিবন্ধন নির্ভীকের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের গাত্র শর দ্বারা ছিন্নভিন্ন, মস্তক শূল দ্বারা বিদারিত হইলেও তাহারা প্রকাণ্ড শিলা ও বৃক্ষ সমুদায় লইয়া ভীষণবেগে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে নিজ সহচরগণকে হর্ষান্বিত করিয়া রাক্ষস-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। তাহারা বহু-শাখান্বিত বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ দ্বারা তুমুল সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিজয়ী বানরগণ কর্ত্তৃক শিলাপ্রহারে নিহত রাক্ষসগণ, রুধির বমন করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ কেহ পার্শ্বদেশে বিদারিত, কেহ কেহ বৃক্ষ-প্রহারে ও শিলা প্রহারে চূর্ণীকৃত, কেহ কেহ নখ-দন্তে বিদারিত হইয়া গেল; কোন কোন রাক্ষসের ধ্বজ-পতাকা প্রমথিত, খড়্গ ভগ্ন ও রথ বিধ্বস্ত হইল; কোন কোন রাক্ষস, রথ ও বাহনের সহিত বিধ্বস্ত হইয়া গেল; কোন কোন রাক্ষস পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ

হইতে নিপাতিত হইল; কোন কোন অশ্বারোহী রাক্ষস, অশ্বের সহিত ভূতলে বিমর্দ্দিত হইয়া গেল। এইরূপে বিক্রমশালী বানরগণ, লম্ফপ্রদান করিতে করিতে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কোন কোন বানর, নখ দ্বারা রাক্ষসদিগের মুখ বিদীর্ণ করিয়া দিল। বিদীর্ণ-বদন, বিপ্রকীর্ণ-শিরোরুহ, শোণিত-গন্ধোন্মত্ত রাক্ষসগণ, ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এদিকে, ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষসগণ, যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র-সদৃশ করতল দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মহাবেগ বানরগণ, রাক্ষসগণকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া মুষ্টিপ্রহার দ্বারা ও পদাঘাত দ্বারা ভূতলে প্রোথিত করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসগণ, বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান ও ভয়-কাতর হইয়া বাণবিদ্ধ একান্ত-কাতর মৃগগণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ, নিজ সৈন্যগণকে সংগ্রামভূমি হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুৎসু বানরগণকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বানর, ধূম্রাক্ষ কর্ত্তৃক প্রাস দ্বারা প্রমথিত, কোন কোন বানর মুদ্গর দ্বারা আহত, কোন কোন বানর পরিঘ দ্বারা নিহত, কোন কোন বানর ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত, কোন কোন বানর পট্টিশ দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়া রুধিরার্দ্র-কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক কোন কোন বানর বিদারিত, কোন কোন বানর বিভিন্ন হৃদয়, কোন কোন বানর পার্শ্বে বিদারিত, কোন কোন বানর ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ, কোন কোন বানর দংষ্ট্রা দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের শিলা-পাদপ-সঙ্কুল, শস্ত্র-বহুল, প্রচণ্ড, ভীষণ, মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনুর্জ্যারূপ-তন্ত্রি-সমাকুল,হিক্কারূপ-তাল-সমন্বিত, আর্ত্তনাদরূপ-সঙ্গীত-বহুল,সংগ্রাম-ভূমিরূপ-সঙ্গীতশালা শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে ধূম্রাক্ষ, সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রণস্থলে হাস্য করিতে করিতে শরবৃষ্টি দ্বারা বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান, যখন দেখিলেন যে, ধূম্রাক্ষ কর্ত্তৃক বানর-সৈন্যগণ প্রপীড়িত হইতেছে, তখন তিনি একটা প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর হনুমান, মহাক্রোধভরে দ্বিগুণিত-লোহিত-লোচন হইয়া ধূম্রাক্ষের রথের উপরি সেই প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষও নিক্ষিপ্ত শিলা আসিতেছে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গদা লইয়া বেগে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল। শিলাখণ্ডও রথ, রথচক্র, রথকূবর, ধ্বজপতাকা ও শরাসন সমুদায় বিমর্দ্দিত ও চূর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর হনুমান, এইরূপে ধূম্রাক্ষের রথ চূর্ণ করিয়া স্কন্ধ-বিটপ-সমন্বিত বৃক্ষ সমুদায় দ্বারা রাক্ষসগণকে পরিমর্দ্দিত

করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসগণ বৃক্ষ দ্বারা ভগ্নমস্তক, রুধিরাক্ত ও প্রমথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এদিকে পবননন্দন হনুমানও রাক্ষসসৈন্য সমুদায় ছিন্নভিন্ন ও বিদ্রাবিত করিয়া একটি পর্ব্বতের শৃঙ্গ লইয়া ধূম্রাক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন; ধূম্রাক্ষও হনূমানকে গর্জ্জন পূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গদা উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং বহু-কণ্টক-সমাকুল সেই গদা ক্রুদ্ধ হনুমানের স্তনদেশে বহুবেগে নিক্ষেপ করিল; মহাবীর্য্য হনুমান, সেই ঘোরতর গদা দ্বারা তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; তিনি সেই গদা-প্রহার তৃণজ্ঞান করিয়া ধূম্রাক্ষের মস্তকের উপরি সেই গিরিশৃঙ্গ নিপাতিত করিলেন। ধূম্রাক্ষ, গিরিশৃঙ্গ-নিপাতে ভগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত, বিহ্বল ও প্রোথিত হইয়া গেল; হতশেষ নিশাচরগণ, ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল; বানরগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। এদিকে ধূম্রাক্ষ ভগ্নজানু, ভগ্ন-ঊরু, প্রমথিত-হৃদয়, রক্তোদ্গারি-লোহিত-লোচন, অধঃ-শিরা হতচৈতন্য ও বিহ্বল হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে সেই সংগ্রাম-ভূমিতেই নিপতিত থাকিল।

পবননন্দন হনূমান, যখন দেখিলেন যে, সংগ্রামভূমি-স্থিত রাক্ষসগণ বিনিপাতিত হইয়াছে, রক্ত প্রবাহে সেই স্থান কর্দ্দমময় হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রিপুবধ-জনিত শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুহৃদ্গণ আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অকম্পন-নির্যাণ।

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, রাক্ষসবীর ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেনাপতিকে কহিলেন, সেনাপতে! যুদ্ধ-বিশারদ ঘোর-দর্শন দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ, অকম্পনকে অগ্রসর করিয়া যাহাতে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করে, আমার আদেশানুসারে এইরূপ বল। এই অকম্পন অতীব বুদ্ধিমান, নিয়ত সংগ্রামপ্রিয়, নিয়ত আমার মঙ্গলাভিলাষী, সংগ্রামে রাক্ষস-রক্ষক ও শত্রুগণের শাসনকর্ত্তা। দেবরাজের সহিত দেবগণ আসিলেও এই অকম্পনকে কম্পিত করিতে পারেন না; এই নিমিত্তই ইনি অকম্পন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীমান অকম্পন, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন; ইনি রাম, লক্ষ্মণ, মহাবল সুগ্রীব ও অপরাপর ঘোরতর বানরগণকে জয় পূর্ব্বক ভূতলশায়ী করিবেন, সন্দেহ নাই।

লঘু-পরাক্রম মহাবল সেনাপতি, রাবণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সৈন্যগণকে সত্বর সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর

সেনাপতির আদেশানুসারে ভীষণ-দর্শন, ভীমলোচন রাক্ষসবীরগণ, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাত্রা করিল। তপ্ত-কাঞ্চন-কুণ্ডল-বিভূষিত শ্রীমান অকম্পন, ভীষণকায় রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। অকম্পন যখন বেগে রথ চালিত করে, সেই সময় তাহার রথের অশ্বগণ, ভয়-বিক্লব ও সহসা স্খলিত-জঘন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল; তাহার বামবাহু ও বামলোচন স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল; মুখ বিবর্ণ ও স্বর বিকৃত হইয়া উঠিল; রুক্ষ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; দুর্দ্দিনের ন্যায় আকাশতল সমাকুলিত হইল; ভয়াবহ ক্রূর মৃগপক্ষিগণ অমঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল।

শার্দ্দূল-বিক্রম মত্তসিংহ-স্কন্ধ মহাবল অকম্পন, সেই সমুদায় ঘোরতর উৎপাত গণনা না করিয়াই গমন করিতে লাগিল। সে যখন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করে, তখন এরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল যে, তাহাতে সাগর পর্য্যন্ত বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল; বানরসেনাগণ, তাদৃশ মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া বৃক্ষ শৈল প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত থাকিল।

অনন্তর রামচন্দ্র ও রাবণের নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে উদ্যত বানরগণের ও রাক্ষসগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। পরস্পর-জিঘাংসু বানরগণ ও রাক্ষসগণ, সকলেই মহাবল, মহাবীর ও পর্ব্বত-সদৃশ-মহাকায়; ভীষণবেগ বানরগণ ও রাক্ষসগণ, মহাক্রোধ-নিবন্ধন যখন সংগ্রামে পরস্পর তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, তখন দূর হইতেও ঘোরতর মহাশব্দশ্রুত হইতে লাগিল। বানরগণ ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উদ্ধূত, অরুণ-বর্ণ, ভূরিপরিমাণ, ভীষণ ধূলিপটল, দশ দিক রোধ করিল। কৌশেয়ের ন্যায় অরুণবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ, রজোরাশি দ্বারা চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হওয়াতে সংগ্রামে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না; তৎকালে ধ্বজ, পতাকা, চর্ম্ম, অসি, তুরগ, মাতঙ্গ, রথ, অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই দৃষ্ট হইল না। যাহারা সিংহনাদ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হইতে লাগিল, তাহাদের কেবল শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল, আকার দৃষ্ট হইল না। তৎকালে বানরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণকে এবং রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণকেই প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণ ও রাক্ষসগণ স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া ভূতল রুধিরাক্ত ও কর্দ্দমময় করিয়া তুলিল।

এইরূপ ভূতল, রুধিরসমূহে সিক্ত হওয়াতে রজোরাশি বিচ্ছিন্ন হইল; শতশত মৃতশরীরে সংগ্রাম-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বানরগণ ও রাক্ষসগণ, বৃক্ষ পর্ব্বত শিলা শক্তি প্রাস তোমর গদা পরিঘ প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। ভীষণ-পরাক্রম বানরগণ, পরিঘসদৃশ বাহুদ্বারা পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাস মুদ্গর প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল।

এই সময় মহাবীর মহাবেগ বানরযূথপতি কুমুদ, নল, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীরগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সংগ্রামস্থলে অবলীলাক্রমে মুষ্টিপ্রহার দ্বারাই রাক্ষসগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

অকম্পন-বধ।

অনন্তর অকম্পন যখন দেখিল যে, রাক্ষসগণ বানরগণ কর্ত্তৃক সংগ্রামে প্রপীড়িত হইয়াছে, তখন সে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইল এবং সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া সারথিকে কহিল, আমি দুঃসহ-বল-সম্পন্ন ও শত্রু-সংহারক থাকিতে বানরবীরগণ সহসা আমার সৈন্য ভঙ্গ করিতেছে! সারথে! তুমি শীঘ্র ঐ দিকে আমার রথ লইয়া চল; ঐ বানরগণ আমার বহুসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ করিল! উহারা রাক্ষস-সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে। আমি ঐ সমরশ্লাঘী বানরগণকে নিপতিত করিতে ইচ্ছা করি।

অনন্তর মহাবল মহারথ অকম্পন, ক্রোধভরে মহাবেগ-তুরঙ্গযুক্ত রথ দ্বারা বানরগণের নিকট উপস্থিত হইল। বানরগণ যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, অকম্পনের সম্মুখে অবস্থান করিতেও সমর্থ হইল না। তাহারা অকম্পন-শরে প্রপীড়িত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় মহাবল হনূমান, জ্ঞাতিগণকে অকম্পন কর্ত্তৃক নিহত ও আহত হইতে দেখিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। বানরগণ, মহাবীর হনূমানকে দেখিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামস্থলে আসিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। মহাবল হনূমান যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হওয়াতে বলবান বানরগণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসবীর অকম্পন, শৈল-সদৃশ হনূমানকে, সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া ধারাবর্ষী ইন্দ্রের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাতেজা হনূমান, শরীরে নিপতিত বহুসংখ্য বাণ তৃণ জ্ঞান করিয়া, অকম্পন বধের নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। তিনি হাস্য পূর্ব্বক মেদিনী কম্পিত করিয়া অকম্পনের প্রতি ধাবিত হইলেন। হনূমান যখন তেজোমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তখন বজ্রহস্ত দেবরাজের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তিনি আপনাকে অস্ত্ররহিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত হৃদয়ে পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, একটি শালবৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। তিনি এক হস্তে ঐ মহাশালবৃক্ষ ধারণ করিয়া ঘোরতর নিনাদ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ক্রোধ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত লইয়া মহাসংগ্রামে যেরূপ নমুচিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইয়াছিলেন, বীর্য্যবান হনূমানও সেইরূপ সেই বিশাল শালবৃক্ষ লইয়া রাক্ষসবীর অকম্পনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল

অকম্পন মহাশাল সমুদ্যত দেখিয়া দূর হইতে অৰ্দ্ধচন্দ্রনামক মহাবাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর হনূমান, রাক্ষসবীর কর্ত্তৃক আকাশপথেই মহাশাল বিদারিত, বিকীর্ণ ও নিপতিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর মহাতেজা মহাবল হনূমান, অকম্পন বধের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মহাবেগে একটি প্রকাণ্ড অশ্বকর্ণবৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। তিনি সেই অতিবৃহৎ অশ্বকর্ণ লইয়া হাস্য করিতে করিতে পরম আনন্দে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি, ক্রোধভরে মহাবেগে মহীমণ্ডল বিদারিত করিয়া ধাবমান হইতে হইতে, কোন কোন রাক্ষসকে ভগ্নশরীর করিলেন এবং গজারোহীর সহিত গজ, অশ্বের সহিত রথ বিনষ্ট করিয়া পদাতি রাক্ষসগণকেও নিপাতিত করিলেন। ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় সংগ্রামে প্রাণহারী হনূমানকে দেখিয়া রাক্ষসগণ পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে লাগিল।

মহাবল মহাবীর অকম্পন, রাক্ষসগণের ভয়জনক ক্রুদ্ধ হনূমানকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষ-পরতন্ত্র হইল; তখন সে মর্ম্মভেদী নিশিত চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা হনূমানের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। মহাবীর হনূমান, অগ্নিশিখা-সদৃশ বাণে বিদ্ধ হইয়া রুধিরাক্ত কলেবর হইলেন। তখন তিনি সেই বৃক্ষ উদ্যত করিয়া মহাবেগে অকম্পনের মস্তকে প্রহার করিলেন। হনূমান অকম্পনের মস্তকে বৃক্ষ প্রহার করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও হতজীবন হইয়া পড়িল। অকম্পন ভূতলে নিপতিত হইয়া কম্পমান হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণ ভূকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত ও ব্যথিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বানরবীরগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত মহাবল রাক্ষসগণ, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী মধ্যে ধাবমান হইল। তাহারা পরাজিত, হতমান, ভীত বিবর্ণ-বদন, সম্ভ্রান্ত, মুক্তকেশ ও হতচেতন হইয়া ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পরস্পরকে প্রমথিত করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল; পরন্তু ত্রাস-নিবন্ধন এক এক বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ যখন ভীত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরী প্রবেশ করে, তখন তাহাদের তাদৃশ বেগ দেখিয়া বানরগণ মহাশব্দ করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসগণ লঙ্কা-প্রবিষ্ট হইলে, বানরবীরগণ মিলিত হইয়া হনূমানের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাসত্ত্ব হনূমানও অন্যান্য বানরবীর কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তাঁহাদের সকলের সম্মান করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বানরগণকে সম্মানিত করিয়া মহাবাহু রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন।

পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র, মহাশক্র মহাসুরগণকে ও দানবগণকে প্রমথিত করিয়া যেরূপ বীর-সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাক্ষসগণকে বিনিপাতিত করিয়া পবননন্দন

মহাকপি হনূমানও সেইরূপ অসীম বীর-সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ, অতিবল রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ, মহামতি বিভীষণ, ইহাঁরা সকলেই হনূমানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

প্রহস্ত-নির্যাণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, অকম্পনের বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ কাতর হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি মন্ত্রিগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া ক্রোধ-নিবন্ধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সচিবগণের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমুদায় গুল্ম পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। তিনি, বহুগুল্মে পরিবৃত রাক্ষসগণ-পরিরক্ষিত ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত লঙ্কাপুরী বানর কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া অমর্ষাতিশয় বশত সংগ্রাম-কোবিদ প্রহস্তকে কহিলেন, মহাবীর! এই লঙ্কাপুরী সহসা অবরুদ্ধ ও নিপীড়িত হইয়াছে; তুমি বহির্গত হইয়া শত্রু-সৈন্য পরিমর্দ্দন পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সেনাপতে! তুমি যুদ্ধ-বিশারদ; এই যুদ্ধে তুমি, আমি অথবা কুম্ভকর্ণ ব্যতিরেকে আর কেহই জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ইন্দ্রজিৎ এবং নিকুম্ভও এই গুরুতর ভার-বহনে সমর্থ। অতএব তুমি এক্ষণে রাক্ষস-সৈন্য লইয়া বিজয়ের নিমিত্ত শীঘ্র যাত্রা করিয়া বানর-সৈন্যগণকে নিপাতিত কর। মহাবীর! হয় ত তোমাকে যুদ্ধও করিতে হইবে না; তুমি যাত্রা করিবামাত্র চপল-প্রকৃতি নিতান্ত চঞ্চল অবিনীত বানরগণ, রাক্ষসগণের তর্জ্জন-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়াই পলায়ন করিবে। মাতঙ্গগণ যেরূপ সিংহ-গর্জ্জন সহ্য করিতে পারে না, বানরগণও সেইরূপ তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না। এইরূপে বানরবীরগণ পলায়ন করিলে রাম ও লক্ষ্মণ অসহায় ও নিরুপায় হইয়া তোমার বশতাপন্ন হইবে। সংগ্রামে যে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এমত নহে; আমি অনেকবার তোমার বীরত্ব দেখিয়াছি; অতএব তোমার বিজয়ী হইবারই নিশ্চয় সম্ভাবনা। অথবা যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তাহাও বিবেচনা করিয়া বল।

অনন্তর শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান রাক্ষস-প্রধান প্রহস্ত অসুররাজের ন্যায় রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল; এক্ষণে পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে; আমার এইরূপ মত যে, সীতাকে প্রদান করা শ্রেয়স্কর নহে; সীতা প্রদান না করিলে যে যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাও স্থিরই আছে। যাহা হউক মহারাজ! আপনি দান ও সম্মান এবং বহুবিধ সান্ত্বনা দ্বারা আমার সৎকার করিয়া আসিতেছেন; এক্ষণে আপনকার পরি-তোষের নিমিত্ত ও প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত

আমি না করিতে পারি এমত কার্য্যই নাই। আমার জীবনে আবশ্যক নাই, স্ত্রী পুত্র ধন প্রভৃতিতেও আবশ্যক নাই; আপনি দেখুন, আমি আপনকার নিমিত্ত সংগ্রামে আত্মজীবন আহুতি দিতেছি! অদ্য সংগ্রামে আমার বাণ দ্বারা নিহত বানরগণের মাংসে পক্ষিগণ পরিতৃপ্ত হউক।

মহাবীর প্রহস্ত, রাক্ষসরাজ রাবণকে এইরূপ বলিয়া সমীপস্থিত সেনাপতিকে কহিল, সেনাপতে! তুমি ত্বরায় রাক্ষস-সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর; আমি অদ্য মহাবেগে বানর-সৈন্য নিপাতিত করিব। প্রহস্ত এই কথা বলিবামাত্র সেনাপতি ত্বরান্বিত হইয়া সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য সুসজ্জিত করিল। মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবল বহুবিধ-ভীষণ-অস্ত্রশস্ত্র-ধারী রাক্ষসগণে লঙ্কা সমাকুলিত হইল। সৈন্যগণের মধ্যে কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিতেছে। সেই সময় হব্যগন্ধবাহী সুরভি বায়ু, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; সেনাগণ হব্য দ্বারা হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সংগ্রামাভিমুখে অবস্থান করিল। সংগ্রাম-সজ্জায় সুসজ্জিত, কবচ ও শরাসন ধারী, প্রহৃষ্ট-হৃদয় মহাবল রাক্ষসগণ, মন্ত্রাভিমন্ত্রিত বহুবিধ মালা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বেগে রাবণের নিকট উপস্থিত হইল এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে দর্শন করিয়া প্রহস্তের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। প্রহস্তও শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক, ভীষণ ভেরী নিনাদিত করিতে বলিয়া, রাক্ষসরাজের সহিত সম্ভাষণ করিয়া সর্ব্ববিজয়া দিব্য রথে আরোহণ করিল। এই রথে, সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত রহিয়াছে; মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বগণ ইহাতে যোজিত আছে। এই রথ, প্রদীপ্ত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন, কিঙ্কিণীশত-নিনাদিত, প্রকাণ্ড-ধ্বজ-পতাকা-সুশোভিত, অপূর্ব্ব-বরূথ-যুক্ত, দুর্দ্ধর্ষ-সুবর্ণ-জাল-সমাচ্ছন্ন, সুপরিষ্কৃত ও পরম-শোভা-সম্পন্ন; ইহার ধ্বনি মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর। অনন্তর সারথি এই রথ চালনা করিতে আরম্ভ করিল।

রাক্ষসবীর প্রহস্ত, রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইল। রাক্ষস-সেনানী যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন লঙ্কার চতুর্দ্দিকে মেঘ-নিনাদ-সদৃশ দুন্দুভি-ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। প্রহস্ত, গজযূথ-সদৃশ মহাসৈন্য দ্বারা ঘোরতর ব্যূহ রচনা করিয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। ভীষণাকার মহাকায় রাক্ষসগণ, ঘোরতর স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রহস্তের নির্ঘোষ-শব্দে ও রাক্ষসগণের তর্জ্জন-গর্জ্জনে লঙ্কা-স্থিত সর্ব্বপ্রাণীই বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তৎকালে আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য হইলেও ঘোর খরতর শব্দ পূর্ব্বক প্রহস্তের রথের উপরি রক্তবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; একটা গৃধ্র আসিয়া প্রহস্তের

ধ্বজের উপরি দক্ষিণ মুখ হইয়া বসিল; ঘোররূপ শিবাগণ অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে অশিব শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; আকাশ হইতে উল্কা নিপতিত হইল; পরুষ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রহগণ পরস্পর সংরুদ্ধ হওয়াতে শোভাহীন হইয়া পড়িল।

রাক্ষসবীর প্রহস্ত, সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যে সময় যুদ্ধযাত্রা করে, সে সময় তদীয় সারথির পূর্ব্বের ন্যায় মুখশ্রী থাকিল না; তাহার হস্ত হইতে কশা ভূমিতে নিপতিত হইল। পূর্ব্বে প্রহস্ত যখন যুদ্ধযাত্রা করিত, তখন তাহার যেরূপ শোভা দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহা সমুদায় ভ্রষ্ট হইল; অশ্বগণের চক্ষু দিয়া বাষ্প পতিত হইতে লাগিল; তাহারা সম-ভূমিতেও স্খলিত-পদ হইয়া পড়িল।

রাক্ষসবীর প্রহস্ত, এই সমুদায় সুদারুণ মহোৎপাত দেখিয়া নিজবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিল, অদ্য আমি কালকেও কালকবলে নিপাতিত করিব; মৃত্যুকেও মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিব; সর্ব্বদাহক অগ্নিকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী রাক্ষসগণ, সংগ্রাম-ভূমিতে প্রহস্তের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিল।

এদিকে বানর-সৈন্যগণ, প্রখ্যাত-পৌরুষ মহাবল প্রহস্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া বৃক্ষ শৈল প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। তাহারা যে সময় বৃক্ষ ভঙ্গ করে ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা উত্তোলন করে, সেই সময় চতুর্দ্দিকে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

পরস্পর-বধাকাঙ্ক্ষী মহাবেগশালী বানরগণ ও রাক্ষসগণ, প্রমুদিত হৃদয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

প্রহস্ত-বধ।

মহাবীর ভীষণ-পরাক্রম মহাকায় প্রহস্ত, রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া বহির্গমন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া মহাবল বানর-সৈন্যগণ, আনন্দিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানরগণের প্রতি ধাবমান জয়াভিলাষী রাক্ষসগণের হস্তে খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, পরশ্বধ, সশর শরাসন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা বিস্তার করিল। এদিকে বানরগণও সংগ্রামাভিলাষী হইয়া বহুবিধ কুসুমিত পাদপ, বিবিধাকার শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর উভয়পক্ষের পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ শরবৃষ্টি ও বানরগণ প্রস্তরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণ বহুসংখ্য বানরযূথপতিকে এবং বানরগণ বহুসংখ্য রাক্ষসবীরকে হত ও আহত করিল।

কোন কোন বানর শূল দ্বারা প্রমথিত হইয়া রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন বানর পরিঘ দ্বারা আহত ও পরশ্বধ দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত

ও নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পড়িল। কোন কোন বানরের মস্তক ছিন্ন হইল; কোন কোন বানর বাণ দ্বারা প্রপীড়িত হইতে লাগিল; কোন কোন বানর খড়্গ দ্বারা দ্বিধাকৃত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল; কোন কোন বানর শূল দ্বারা পার্শ্বদেশে বিদারিত হইল।

এদিকে বানরগণ, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে পাদপ দ্বারা ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিল। কোন কোন রাক্ষস বজ্রসম-স্পর্শ চপেটাঘাতে, কোন কোন রাক্ষস মুষ্ট্যাঘাতে আহত ও বিকীর্ণ-দশন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। বানর-সৈন্যগণ ও রাক্ষস-সৈন্য-গণের মধ্যে কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। বীর-পথানুবর্ত্তী রাক্ষসগণ ও বানর-গণ ক্রুদ্ধ ও বিস্ফারিত-লোচন হইয়া নির্ভী-কের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল।

এই সময় প্রহস্তের বশবর্ত্তী মহাবীর ধুরন্ধর, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নদ, এই চারি জন প্রহস্ত সচিব বানরগণকে আক্রমণ করিল। এই বীর-চতুষ্টয় বানর-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া বানর বধ করিতেছে দেখিয়া মহাবীর বানরযূথপতি দ্বিবিদ, একটি গিরি-শৃঙ্গ লইয়া ধুরন্ধরকে চূর্ণ করিলেন। দুর্ম্মুখ-নামক মহাকপি প্রহস্তের সম্মুখেই একটি বিশাল শালবৃক্ষ লইয়া সমুন্নদকে ভূতলে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর্য্য জাম্ববানও একটি মহাশিলা উৎপাটন পূর্ব্বক মহানাদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে চূর্ণ করিলেন। এই সময় তার-নামক মহাবল বানরবীর, মহাবেগে লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক একটি মহাবৃক্ষ আনিয়া তদ্দ্বারা সংগ্রামস্থলে কুম্ভহনুর প্রাণ বিনাশ করিলেন।

রথারূঢ় রাক্ষসবীর প্রহস্ত, এই সমুদায় সহ্য করিতে না পারিয়া সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বানরগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। অপ্রমেয় মহাসাগর ক্ষুভিত হইলে যেরূপ মহা আবর্ত্ত হয়, সেই মহাসৈন্যেরও সেইরূপ মহা আবর্ত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অসংখ্য শরসমূহ দ্বারা সংগ্রাম-ভূমি-স্থিত বানরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরতর নিপাতিত রাক্ষস-শরীর ও বানরশরীরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল; রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবী লক্ষিত হইল না; বোধ হইতে লাগিল যেন, বসন্ত-কালে কিংশুক পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত হইয়া ভূতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।

অনন্তর বানর-সেনাপতি মহাবীর নীল দেখিলেন যে, পরম দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্ত রথারূঢ় হইয়া শর-নিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বানর-সৈন্য ক্ষয় করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া একটি বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। রাক্ষসবীর প্রহস্ত, বৃক্ষ দ্বারা অভিহত হইয়া ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বানরসেনাপতি নীলের প্রতি অবিরল শরধারা বর্ষণ করিতে

লাগিল। বৃষ যেরূপ হঠাৎ উপস্থিত শরৎকালীন জলধারা নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া নিমীলিত নয়নে সহ্য করে, মহাকপি মহাবীর্য্য মহাবীর নীলও সেইরূপ নিমীলিত নয়নে সেই দারুণ বাণ-বর্ষণ সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তাদৃশ শরবর্ষে রোষাবিষ্ট হইয়া একটি বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক প্রহস্তের মহাবেগশালী অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। প্রহস্তও সেই সময় হস্ত হইতে সশর শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর মুষল লইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। নীল ও প্রহস্ত উভয়েই রোষ-পরতন্ত্র ও বেগশালী, উভয়েরই বিক্রম সিংহ-শার্দ্দূল সদৃশ, উভয়েই সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, উভয়েই বৃত্র ও দেবরাজের ন্যায় তরস্বী, উভয়েই যশোলিপ্সু ও বিজয়াকাঙ্ক্ষী, উভয়েরই আকার সিংহ-শার্দ্দূলসদৃশ, উভয়েই তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা দ্বারা উভয়কে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন; সুতরাং উভয়েরই শরীর কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় হইয়া উঠিল।

অনন্তর প্রহস্ত উদ্দীপিত হইয়া মহাবীর নীলের ললাটে মুষল প্রহার করিলে ললাট হইতে শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সেনাপতি নীল, শোণিত-সিক্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধভরে মহাবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন। মহাবল প্রহস্তও তাদৃশ প্রহার তৃণ জ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বার মুষল গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবল নীলের প্রতি ধাবমান হইল। বানর-প্রবীর নীলও মুষল-যোধী রোষ-কষায়িত প্রহস্তকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া একটি প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে নিপাতিত করিলেন। ঘোরতর মহাশিলা নিপতিত হইবামাত্র প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; সে তৎক্ষণাৎ গতাসু, গতসত্ত্ব, বিগলিতেন্দ্রিয় ও হতশ্রী হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। প্রস্রবণ হইতে যেরূপ জল নিঃসরণ হয়, ভগ্নমস্তক প্রহস্তের শরীর হইতেও সেইরূপ অবিরল শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাত্মা বানর-সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক প্রহস্ত নিপাতিত হইলে রাক্ষসগণ ভয়বিহ্বল হইয়া লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে ধাবমান হইল। সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ বেগে বহির্গত হয়, রাক্ষসগণও সেইরূপ মহাবেগে সংগ্রাম-ভূমি হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন রাক্ষসই আর ক্ষণমাত্রও সে স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না।

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইবামাত্র রাক্ষস-সৈন্যের মধ্যে এক ব্যক্তিও আর সে স্থানে অবস্থান করিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

মন্দোদরী-বাক্য।

অনন্তর মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রহস্ত-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাক্ষস-

গণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আমার যে সেনাপতি দেবরাজের সৈন্য সমূহকেও পরিমর্দ্দিত করিয়াছে, সেই সেনাপতিকেও যাহারা অনুচর-বর্গের সহিত বিনষ্ট করিল, তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করা কখনই উচিত নহে; অতএব আমি শত্রু-সংহার করিয়া বিজয়-লাভের নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথসমূহ-সমেত রাক্ষসবীরগণে পরিবৃত হইয়া স্বয়ংই যুদ্ধযাত্রা করিব। আমি স্বয়ং সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া বৈর-নির্য্যাতন করিব। অগ্নি যেরূপ শুষ্ক বন দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ নিশিত শর-সমূহ দ্বারা রাম, লক্ষ্মণ ও বানর-সৈন্য সমুদায় ভস্মসাৎ করিব; আমি অদ্য বানররক্তে পৃথিবীর তর্পণ করিব; আমি অদ্যই রামলক্ষ্মণকে যমালয়ে পাঠাইব।

মহাতেজা লোকরাবণ রাবণ, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে সমুদায় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। বুদ্ধিমতী হিতাকাঙ্ক্ষিণী দেবী মন্দোদরী, যখন শুনিলেন যে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, তখন তিনি উত্থান পূর্ব্বক মাল্যবানের হস্ত ধরিয়া মন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত ও যূপাক্ষের সহিত সমবেত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। বহুসংখ্য রাক্ষসগণ, বৃদ্ধ রাক্ষসীগণ ও কন্যাগণ, বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া চলিল। বহুসংখ্য রাক্ষস, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। দেবী মন্দোদরী রাক্ষস-সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ অতিকায় প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত ও সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন; মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হইয়াছে; নিরুপম-রূপবতী যুবতীরা অলঙ্কৃত চামর ব্যজন করিতেছে। এই সভা এক গব্যূতি (দুইক্রোশ) বিস্তীর্ণ; মধ্যে মধ্যে ধ্বজমালা শোভা বিস্তার করিতেছে।

অগ্রগামী রাক্ষসগণ, বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া সম্মুখবর্ত্তী রাক্ষসগণকে উৎসারিত করিতে লাগিল। নিরুপম-রূপ-সম্পন্না লাবণ্যবতী ময়দানব-কন্যা মন্দোদরী, দিব্য সভায় প্রবেশ করিয়া রাক্ষসরাজের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। রাক্ষসরাজ দশানন, প্রিয়তমা দেবী মন্দোদরীকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথাবিধি সম্মান করিলেন। তিনি প্রহস্তবধ-নিবন্ধন ও অকম্পনবধ-নিবন্ধন তখন নিতান্ত সন্তপ্ত-হৃদয় ও কাতরচিত্ত হইয়াছিলেন। লঙ্কাপুরী-পরিমর্দ্দন-হেতু ক্রোধে তাঁহার লোচন সমুদায় রক্তবর্ণ হইয়াছিল; তিনি পুনর্ব্বার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষী হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে মহাগম্ভীরস্বরে যথাবিধানে কহিলেন, দেবি! তুমি এ সময় কি নিমিত্ত আসিয়াছ, শীঘ্র বল। পতিব্রতে! তুমি কি নিমিত্ত সচিবগণে পরিবৃতা হইয়া আমার নিকট আগমন করিতেছ, যথাযথরূপে ব্যক্ত কর।

রাক্ষসরাজ দশানন, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী মন্দোদরী কহিলেন, মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে; আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মানদ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! আমি শুনিয়াছি, রামচন্দ্র লঙ্কা অবরোধ করিয়াছেন; বহুসংখ্য রাক্ষস নিহত হইয়াছে; ধূম্রাক্ষ প্রহস্ত প্রভৃতি মহাবীর রাক্ষসগণও সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে শুনিলাম, মহারাজ যুদ্ধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বয়ং যাত্রা করিতেছেন। রাজেন্দ্র! আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া আপনকার নিকট আগমন করিতেছি। মহাভাগ! আপনি যে মহাত্মা রামচন্দ্রের ভার্য্যা হরণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে যাওয়া আপনকার কর্ত্তব্য নহে; সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সদৃশ মহাবীর যোদ্ধাও পৃথিবীতে কেহ নাই। যে রামচন্দ্র পূর্ব্বে একাকীই বহুসংখ্য রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। যখন রামচন্দ্র একাকী সংগ্রামে খর-দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিপাতিত করিয়াছেন, তখন তিনি কখনই মনুষ্য নহেন। রামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে ত্রিশিরা কবন্ধ ও বিরাধকে বধ করিয়াছেন এবং এক বাণে যখন তিনি বালীকে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন সেই রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন। মহারাজ! রামচন্দ্র যখন মারীচবধ করিয়াছেন, তখন আমি বিবেচনা করিতেছি, তিনি প্রকৃত মনুষ্য নহেন।

রামচন্দ্র, পিতার নিয়োগ অনুসারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ব্রহ্মচর্য্যে নিরত থাকিয়া বনচারী হইয়াছিলেন; আপনি কি নিমিত্ত জনস্থান হইতে তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন! পতিব্রতা রমণীর নিকট অপরাধ করিলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়; আপনি যে অকারণে রামচন্দ্রের পত্নী হরণ করিয়াছেন, তাহাতেই এই মহাবিপদ উপস্থিত! এই মন্ত্রিগণ বিবেচনা করেন যে, রামচন্দ্রের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করা দুর্ঘট; অতএব আপনকার সংগ্রামে গমন করা উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আপনি রামচন্দ্রের পত্নী রামচন্দ্রকেই প্রদান করুন। মহাত্মা বিভীষণ পূর্ব্বেই এই পরামর্শ দিয়াছিলেন; আপনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করাতে তিনি রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র, সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকটেই গমন করিয়াছেন। রামচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, শরণাগত বিভীষণকেই লঙ্কা রাজ্য দিবেন।

মহারাজ! আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। বহুবিধ অপূর্ব্ব বস্ত্র, রত্ন, সুবর্ণ, বাহন প্রভৃতি সমেত সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করা যাউক। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিরূপণ-বিশারদ মাল্যবান, যূপাক্ষ ও অতিকায়, মণি মুক্তা প্রবাল ও রজত প্রভৃতি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করুন। বিভীষণ পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছেন; এক্ষণে এই তিন জনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিবেন, সন্দেহ নাই। সেই বিভীষণই রামচন্দ্রকে

সম্মানিত করিয়া সীতা সমর্পণ করিবেন। মহারাজ! রাক্ষস-হিত-চিকীর্ষু মাল্যবান ও অতিকায় অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করিবেন।

মহারাজ! যদিও আপনি বিজয়ী হইবার প্রত্যাশা করেন, তথাপি স্বজন বন্ধুবান্ধব ক্ষয় করিয়া পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি বিনাশের পর স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া জয়লাভ করিয়া কি করিবেন! সংগ্রামে জয়লাভের স্থিরতা নাই; সংগ্রাম করিতে হইলে হয় শত্রু বিনাশ করে; না হয় স্বয়ং বিনষ্ট হয়; অতএব ঈদৃশ স্থলে আমার বিবেচনায় আর যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; এক্ষণে আপনি সন্ধি করুন। আপনি রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সীতা তাঁহার নিকট সমর্পণ করুন। যাহাতে রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

রাক্ষসরাজ! এক্ষণে আপনি, বন্ধুবান্ধবগণ, সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; অতঃপর আপনি যুদ্ধের অধ্যবসায় পরিত্যাগ করুন। এই সমুদায় রাক্ষসকুল ও সমুদায় রাক্ষসপুরী আপনকার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। এই সমুদায় অনুগত রাক্ষসগণের জীবন ধন রক্ষা করা আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি এই নিমিত্তই নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আপনাকে সন্ধি করিতে বলিতেছি।

মহারাজ! রামচন্দ্র ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শরণাগত-বৎসল। তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি প্রীত হইয়া সন্ধি করিতে পারেন; মহাবাহু লক্ষ্মণও প্রতিবন্ধকতা করিবেন না; তিনি নিয়তই ভ্রাতার হিতসাধনে নিরত আছেন।

মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রহস্ত যুদ্ধ করিয়া বানর-সৈন্যের কি করিলেন! সংগ্রাম-বিশারদ ধূম্রাক্ষই বা কি করিলেন! মহামায়াবী বজ্রদংষ্ট্র ও মহাবীর অকম্পন, ইহাঁরাই বা যুদ্ধ করিয়া বানরগণের কি করিয়াছেন! অন্যান্য রাক্ষসগণ যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারাই বা বানরগণের কি করিতে পারিয়াছে! ইহারা সকলেই এক জন যূথপতিকেও বিনাশ করিতে পারে নাই! সৈন্যের কিয়দংশও ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় নাই! যে সমুদায় রাক্ষসবীরের বীর্য্যে দেবরাজ ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, বৈবস্বত যম, এবং অন্যান্য দেবগণও ভীত হয়েন, যাঁহারা বলবীর্য্য বিষয়ে অদ্বিতীয়, সংগ্রামে কোন ব্যক্তিই যাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না, দেখুন সেই সমুদায় মহাবীরও বানরের হস্তে নিপাতিত হইলেন! তাঁহারা ত পাদপযোধী বানরগণের কিছুই করিতে পারিলেন না। আমি বিবেচনা করিতেছি, রামচন্দ্র ও সুগ্রীব কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বানরগণকে কোন রাক্ষসই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না।

মহারাজ! আমি হিতবাক্য বলিতেছি, আমার কথা রক্ষা করুন; এই লঙ্কাপুরী নাশ ও কুলক্ষয় করিবেন না; যাহাতে রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ-বাক্য।

রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রিয়তমা মন্দোদরীর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভাসদ্গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে তিনি মন্দোদরীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমার হিত-কামনায় যে সমুদায় বাক্য বলিতেছ, তাহা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয়; ঐ সমুদায় বাক্য আমার মনে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে দেব, দানব, অসুর প্রভৃতি সকলকেই সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে যে ব্যক্তি বানরের আশ্রিত হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহার শরণাপন্ন হইব! আমি যদি রামকে প্রণাম করি, তাহা হইলে দেবতারা আমাকে কি বলিবে! আমি এরূপ হততেজ ও হতদর্প হইলে আমার জীবনধারণ কতদূর কষ্টকর হইবে, বিবেচনা কর।

আমি ইতিপূর্ব্বে রামের ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি, দারুণ দর্পও করিয়াছি, এক্ষণে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব রাক্ষসগণকে নিপাতিত দেখিয়া এবং লঙ্কা সর্ব্বতোভাবে পরিমর্দ্দিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া আমি হীনবীর্য্য দুর্ব্বলের ন্যায় কিরূপে রামের চরণে প্রণাম করিব!

[জনকনন্দিনী সীতা যে কে, তাহা আমি অবগত আছি; রামচন্দ্র যে বিষ্ণুর অবতার, তাহাও আমার অবিদিত নাই; আমাকে যে রামচন্দ্রের হস্তেই নিহত হইতে হইবে, তাহাও আমি অবগত আছি; কিন্তু আমি কোন ক্রমেই রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করিব না।]

প্রিয়তমে! আমি সর্ব্ব-বিজয়ী হইয়া বানরাশ্রিত রামকে প্রণাম করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব! আমার এই মানসিক ভাব নিয়তই মনে জাগরূক রহিয়াছে যে, আমি ভগ্ন হইয়া যাইব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না। দেবি! ত্রিলোকের মধ্যে যিনি আমার নিকট পরাজিত হয়েন নাই, এমত পুরুষই নাই; আমি দেব-সৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক দেবরাজকেও জয় করিয়া আনিয়াছিলাম; আমি সমুদায় লোকের মস্তকে থাকিয়া কিরূপে অদ্য বানরের শরণাপন্ন রামের চরণে শরণাগত হইব!

দেবি! মনে কিছু করিও না, সন্তাপ পরিত্যাগ কর; আমি বিজয়ী হইয়া আসিব, সন্দেহ নাই। আমি রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান ও সমুদায় বানরগণকে নিপাতিত করিব; আমি কোন ক্রমেই রামের সহিত সন্ধি করিব না, কিম্বা রামের ভয়ে সীতাকে কোন মতেই প্রত্যর্পণ করিব না। আমি এক্ষণে জীবন-সত্ত্বে বানরের অনুগত রামের সহিত সন্ধি করিতে পারিব না। সাগরে সেতু-বন্ধন হইল, বানরগণ সমুদায় লঙ্কা অবরোধ করিল, প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমি কিরূপে হীনের ন্যায় দীনভাবে সন্ধি করিতে পারি!

দেবি! কিছুতেই আমার সন্ধি করিতে ইচ্ছা নাই। তুমি বিশ্রব্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুরে গমন কর। যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে পরিণামে সুখ ও মঙ্গলই হইবে; মনে কোন দুঃখ বা পরিতাপ করিও না। অদ্য আমি সংগ্রামে গমন করিব; আমি অদ্যই সংগ্রামে সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিব। মেঘনাদ প্রভৃতি তোমার যে সমুদায় পুত্র আছে, তাহাদের হস্তে সাক্ষাৎ যমও পরিত্রাণ পান না। দেবি! এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন কর; তুমি পুত্র-বধূদিগকে লইয়া সুখে নিরুদ্বেগে ও আনন্দে থাক।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা বলিয়া প্রীত-হৃদয়ে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মন্দোদরীকে বিদায় করিলেন। মন্দোদরীও নিজভবনে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ; রাক্ষসগণকে কহিলেন যে, শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর। আমার হৃদয়ে যে ক্রোধ নিগূঢ় রহিয়াছে, অদ্য তাহা আমি প্রকাশ করিব। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যেরূপ আমি মহাবীর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবগণকে বিনাশ পূর্ব্বক দেবরাজকেও জয় করিয়াছি, অদ্যও সেইরূপ বানরগণ-পরিবৃত রামকে জয় করিব। বহুদিন হইতেই রামের সহিত আমার যুদ্ধের সূচনা হইতেছে; অদ্য বিষ-সদৃশ, অগ্নি-সদৃশ ও নির্ম্মুক্ত-পন্নগ-সদৃশ আমার তূণীরস্থিত নিশিত সায়ক-সমূহ রামের প্রতি ধাবমান হউক। অদ্য আমি, সুতেজিত সুবর্ণপুঙ্খ-বিভূষিত তৈল-ধৌত শরসমূহ দ্বারা উল্কাপুঞ্জ-প্রজ্বালিত কুঞ্জরের ন্যায় রামের শরীর প্রজ্বালিত করিব।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণানীক-দর্শন।

অনন্তর দেবরাজ-বিজয়ী দশানন, এই কথা বলিয়া উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত, জ্বলন-সদৃশ অপূর্ব্ব-শোভা-সম্পন্ন রথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, ভেরী, পটহ প্রভৃতি নিনাদিত, হইতে লাগিল। বীরগণের আক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও সিংহনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইল; স্তুতিপাঠকগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেন। পর্ব্বত ও মেঘ সদৃশ প্রকাণ্ডকায় প্রদীপ্তলোচন মাংসাশী সংগ্রাম-বিশারদ রাক্ষসবীরগণে পরিবৃত হইয়া তিনি ভূতগণ-পরিবৃত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাতেজা মহাবীর দশানন, নগরী হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, মহাসাগরের ন্যায় শব্দায়মান ভীষণ বানর-সৈন্য, শৈল পাদপ প্রভৃতি হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

এ দিকে অমর-পরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, অতিপ্রচণ্ড রাক্ষস-সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক শৈল-শিখরে আরোহণ করিয়া শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসবীর! বহুবিধ-

ধ্বজ-পতাকা-সুশোভিত, প্রাস অসি শূল অশনি চক্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সমাকুল, নগেন্দ্র-সদৃশ-নাগরাজ-সঙ্কুল, অক্ষোভ্য, সাহসপূর্ণ এই সমুদায় সৈন্য কাহার ?

শক্র-সমান-মহাবীর্য্য বিভীষণ, রামচন্দ্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-সৈন্য মধ্যে যাহারা দুর্দ্ধর্ষ ও প্রধান প্রধান বীর, তাহাদিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, রাজকুমার! যে মহাত্মা গজ-স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক গজমস্তক প্রকম্পিত করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার চক্ষু নবোদিত দিবাকরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ঐ রাক্ষসবীরের নাম বীরবাহু। রাজকুমার! ঐ দিকে যিনি রথারোহণ পূর্ব্বক, শক্র-শরাসন-সদৃশ মহা-শরাসন বিকম্পিত করিতেছেন, মৃগরাজ যাঁহার কেতুস্বরূপ, যিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রকাশমান হইতেছেন, ঐ উগ্রদংষ্ট্র রাক্ষসবীর, রাক্ষসরাজের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। রাজকুমার! ঐ দিকে ঐ যিনি বিন্ধ্যাচল, অস্তাচল ও মহেন্দ্রাচলের ন্যায় বৃহৎকায়, যিনি রথস্থিত হইয়া ভীষণ নিনাদ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারিত করিতেছেন, ঐ অতিরথ অতিবীর প্রকাণ্ড-শরীর রাক্ষসের নাম অতি-কায়। রঘুনাথ! ঐ দেখুন, যে দুরাত্মা ঘণ্টা-নিনাদ-নিনাদিত খরে আরোহণ পূর্ব্বক খর-তর গর্জ্জন করিতেছে, যাহার লোচনদ্বয় নবো-দিত দিবাকর-সদৃশ, উহার নাম মহোদর। কাকুৎস্থ! ঐ দেখুন, যিনি কাঞ্চন-চিত্রিত-ভূষণ-বিভূষিত সন্ধ্যামেঘ-সদৃশ অশ্বে আরো-হণ পূর্ব্বক ময়ূখ-সমুজ্জ্বল প্রাস উদ্যত করিয়া অশনিতুল্য-বেগে আগমন করিতেছে, উহার নাম পিশাচ। ঐ দেখুন ঐ দিকে, কালানল-তুল্য বেগশালী যে রাক্ষসবীর খড়্গ, শরাসন, কবচ ও কিরীট ধারণ পূর্ব্বক গিরীন্দ্র-তুল্য গজেন্দ্রে আরোহণ করিয়া আগমন করি-তেছে, ঐ রাক্ষসপ্রবীর খরের পুত্র; উহার নাম মকরাক্ষ। রাজকুমার! ঐ দিকে যে ব্যক্তি, চাপ খড়্গ ও শর-সমূহ যুক্ত, অগ্নি-তুল্য-তেজঃ-সম্পন্ন, পতাকা-বিভূষিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহির্গত হইতেছে, উহার নাম নরান্তক; ঐ মহাতেজঃ-সম্পন্ন নরান্তক, পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া ব্যায়াম করিয়া থাকে। রামচন্দ্র! ঐ দেখুন ঐ দিকে যে রাক্ষসবীর ব্যাঘ্রমুখ, উষ্ট্রমুখ, নাগেন্দ্রমুখ, মৃগেন্দ্রমুখ, বিবৃত্তনয়ন, ঘোররূপ, নানাবিধ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া আসিতেছে, উহার নাম সুদংষ্ট্র; ঐ রাক্ষসবীর সমুদায় শক্র-সৈন্য পরাজয় করিয়াছে। রাজকুমার! ঐ দিকে ঐ যে যোধপুরুষ, পাবকসদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, হীরক-খচিত কাঞ্চনময় শূল উদ্যত করিয়া বেগে আগমন করিতেছে, উহার নাম দেবা-ন্তক। নরসিংহ! ঐ দিকে যে বেগবান রাক্ষসপ্রবীর, পর্ব্বত-সদৃশ মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, কিঙ্কিণী-জাল-বিভূষিত, হীরক-খচিত, নিশিত শূল গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা। রাজকুমার! ঐ দিকে দেখুন, মেঘ-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন, সুবিস্তীর্ণ-বক্ষঃস্থল যে রাক্ষসবীর, পন্নগরাজ-কেতু রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারিত করিয়া আগমন

করিতেছে, উহার নাম কুম্ভ। রাজকুমার! ঐ দিকে দেখুন, রাক্ষসসমূহের কেতুস্বরূপ অদ্ভুত-কর্ম্ম-কারী যে রাক্ষসবীর, সুবর্ণ-বিভূষিত, হীরক-খচিত, প্রদীপ্ত, ঘোর পরিঘ লইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে, উহার নাম নিকুম্ভ।

রাজকুমার! ঐ দিকে দেখুন, যেখানে সুবর্ণময়-শলাকা-বিভূষিত, চন্দ্র-সদৃশ অপূর্ব্ব শ্বেতচ্ছত্রে শোভা পাইতেছে, ঐ স্থানে ভূতগণপরিবৃত রুদ্রের ন্যায় মহাত্মা রাক্ষসরাজ রহিয়াছেন। ঐ দেখুন ঐ, মহেন্দ্র-পর্ব্বত ও বিন্ধ্য-পর্ব্বত সদৃশ ভীষণরূপ, মহেন্দ্র-বৈবস্বত-দর্পহারী, জ্বলন-সমুজ্জ্বল-বদন, কিরীটধারী রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাবণ-ভঙ্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অহো! রাক্ষসরাজ রাবণ কতদূর মহাতেজঃ-সম্পন্ন! কতদূর প্রদীপ্ত-শরীর! এই মহাবীর্য্য রাক্ষসপতি, ময়ূখমালী সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য! উহার এতদূর তেজ যে, স্পষ্টরূপ আকৃতি লক্ষিত হইতেছে না! এই রাক্ষসরাজের শরীর যেরূপ শোভমান হইতেছে, দৈত্যবীর ও দানববীরদিগের শরীরও এইরূপ। রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র-পৌত্র ও অনুচরগণ সকলেই তাঁহার অনুরূপ, পর্ব্বত-সদৃশ-বৃহৎকায়, যুদ্ধে বিক্রমশালী, মহাতেজঃ-সম্পন্ন ও পরম-ভাস্বর-অস্ত্রশস্ত্র ধারী। অন্তক যেরূপ ভূতগণের পরিবৃত হইয়া শোভমান হয়েন, এই রাক্ষসরাজ, রাবণও সেইরূপ ভীষণ-পরাক্রম, তেজঃ-সম্পন্ন শতশত যোধপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সমবেত হইয়া শরাসন ও নিশিত শরসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মহাত্মা রাক্ষসরাজও, মহাবল রাক্ষসবীরদিগকে কহিলেন, তোমরা নগরের গোপুরে ও দ্বার সমুদায়ে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সুস্থির হইয়া অবস্থান কর।

দেবরাজ-শত্রু রাক্ষসরাজ, এইরূপ বলিয়াই প্রদীপ্ত-শর-সমেত মহাশরাসন উদ্যত করিয়া, মহামীন যেরূপ সাগরপ্রবাহ বিদারিত করে, সেইরূপ বানর-সাগর-প্রবাহ ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ড-পরাক্রম বানররাজ সুগ্রীব, নিশিত শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজকে সহসা আসিতে দেখিয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি ধাবমান হইয়া বল পূর্ব্বক বহুবৃক্ষ ও সানু সমেত একটি পর্ব্বত-শিখর উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসরাজও, পর্ব্বত-শিখর নিক্ষিপ্ত দেখিয়া যমদণ্ড-সদৃশ সায়ক-সমূহ দ্বারা তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৃক্ষাদি সমেত শৈলশৃঙ্গ বিনিবারিত করিয়া রাক্ষসরাজ, অনিল-তুল্য-

বেগ-সম্পন্ন বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত-জ্বলন-সদৃশ-ভীষণ বজ্র-সদৃশ-দুঃসহ বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বানর-যূথপতি সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ-বাহু-বিনির্মুক্ত বজ্র-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সেই বাণ, সুগ্রীবের শরীরে নিপতিত হইয়া, কার্ত্তিকেয়-প্রেরিত ক্রৌঞ্চ-বিদারক উগ্র-শক্তির ন্যায় তাঁহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। বানররাজ, বাণ দ্বারা প্রপীড়িত, উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত ও একান্ত কাতর হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসগণ, বানররাজকে সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত ও চৈতন্য-রহিত দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্ম্মুখ ও অঙ্গদ, এই সমুদায় প্রকাণ্ড-শরীর যূথপতিগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা উদ্যত করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও, শতশত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ দ্বারা সেই সমুদায় প্রহার বিফল করিয়া সেই বানর-যূথপতিগণকেও জাম্বূনদ-বিভূষিত সায়ক-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষণ-শরীর বানরযূথপতিগণ, রাবণ-বাণে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি দশানন, শর-সমূহ দ্বারা বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। বানরগণ হন্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ভয়ে ও শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাহারা রাবণ-বাণে একান্ত কাতর হইয়া শরণাগত-বৎসল রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রামচন্দ্র, সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দিকে গমন করিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ, সহসা সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যুক্তিযুক্ত বচনে কহিলেন, আর্য্য! আমিই এই দুরাত্মাকে বধ করিতে সমর্থ হইব; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি উহাকে নিপাতিত করিতেছি। অদ্য ইন্দ্র-শক্র রাবণের সহিত আমার যুদ্ধ হউক। সকলে দেখিতে পাইবে, রাবণ আমার নিকট পরাভূত হইয়াছে।

সত্যপরাক্রম মহাতেজা রামচন্দ্র কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যুদ্ধে গমন কর; পরন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর্য্য ও সংগ্রামে অদ্ভুত-পরাক্রম; ঐ দুরাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই উহাকে ধর্ষিত করিতে পারে না; তুমি আপনার ছিদ্র রক্ষা করিয়া উহার ছিদ্র অনুসন্ধান করিবে। তুমি সমাহিত হৃদয়ে চক্ষুর্দ্বারা ও ধনুর্দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে থাকিবে।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি দেখিলেন, করিকর-সদৃশ-মহাবাহু-সম্পন্ন রাবণ, প্রদীপ্ত ভীষণ চাপ সমুদ্যত করিয়া শরবৃষ্টি দ্বারা চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত করিতেছেন; এবং বহুসংখ্য বানরকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও ভূতলশায়ী করিয়াছেন।

এই সময় মহাতেজা পবননন্দন হনূমান, শর-সমূহ লঙ্ঘন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া

রাবণ-রথে উপস্থিত হইলেন এবং দক্ষিণ-বাহু উদ্যত করিয়া রাবণের ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক কহিলেন, পামর! তুমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগগণের অবধ্য; এই জন্য তুমি তাহাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছ; অদ্য বানরের হাতেই তোমার মৃত্যু। অদ্য দেবগণ, যক্ষগণ, উরগগণ ও পন্নগগণ, সকলেই দেখিতে পাইবেন, অদ্য তুমি ভীষণ-পরাক্রম বানরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছ। তোমার এই দেহে তোমার জীবাত্মা বহুদিন বাস করিয়াছে; অদ্য আমার এই পঞ্চশাখাযুক্ত দক্ষিণ-বাহু, তোমার দেহ হইতে তোমার জীবাত্মাকে বহিষ্কৃত করিবে।

অনন্তর ভীষণ-পরাক্রম রাবণ, হনূমানের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষ-সংরক্ত লোচনে কহিলেন, নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে শীঘ্র প্রহার কর; ভূতলে তোমার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রহিয়া যাইবে। আমি অগ্রে তোমার বিক্রম দেখিয়া পশ্চাৎ তোমার জীবন নাশ করিব।

রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পবন-নন্দন হনূমান কহিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমার কুমার অক্ষের প্রতি প্রহার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া দেখ; তাহাতেই আমার পরাক্রম বুঝিতে পারিবে।

হনূমান এই কথা বলিবামাত্র, মহাবীর্য্য মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ, হনূমানের বক্ষঃস্থলে একটি চপেটাঘাত করিলেন। হনূমান, রাবণের চপেটাঘাতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেন; পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের বক্ষঃস্থলে একটি চপেটাঘাত করিলেন। সুরাসুর-বিজয়ী মহাবীর রাবণ, বেগবান বানর কর্ত্তৃক আহত হইয়া, ভূমি-কম্প-কালীন পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ, রাবণকে করতল-তাড়িত ও তাদৃশ-ভাবাপন্ন দেখিয়া হনূমানকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাতেজা রাবণ, কিয়ৎক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু! সাধু! তোমার যথেষ্ট বলবীর্য্য আছে; তুমি আমার শ্লাঘ্য-শত্রু, সন্দেহ নাই। রাবণের এই কথা শুনিয়া হনূমান কহিলেন, রাবণ! তুমি বাঁচিয়া আছ! আমার বীর্য্যে ধিক! দুর্ব্বুদ্ধে! আর আত্মশ্লাঘায় আবশ্যক নাই, আর একবার প্রহার কর; তাহার পর এই মুষ্ট্যাঘাতে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। বানরবীর হনূমানের এই বাক্যে রাবণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল; তখন তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং লোহিত-লোচন হইয়া যতদূর সাধ্য মুষ্টি উদ্যত করিয়া মহাবেগে হনূমানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। হনূমান মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া কম্পিত, বিহ্বল ও হত-চৈতন্য হইলেন।

অনন্তর অতিরথ রাবণ, হনূমানকে চৈতন্য-রহিত দেখিয়া মহাবেগে নীলের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি পরমর্ম্ম-বিদারক অন্তক-সদৃশ শর-সমূহ দ্বারা সংগ্রামস্থলে বানর-সেনাপতি নীলকে সমাচ্ছাদিত করিয়া

ফেলিলেন। মহাবীর নীলও. শর-সমূহে প্রপীড়িত হইয়া একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় মহাবল মহাবীর্য্য মহাতেজা হনুমান, আশ্বস্ত হইয়া দেখিলেন যে, রাবণ, নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং তৎকালে তিনি আর রাবণবধে মনোনিবেশ করিলেন না। তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষী হইয়া রোষভরে কহিলেন, রাবণ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তুমি যুদ্ধ-বিশারদ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ!

মহাবল রাক্ষসাধিপতি, সেই বাক্যে মনোযোগ না করিয়াই সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গিরি-শৃঙ্গ শর দ্বারা সপ্তধাচ্ছেদন করিলেন। শত্রু-সংহারক মহাবীর বানর-সেনাপতি নীল, গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন ও বিকীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশ্বকর্ণ, কুসুমিত সপ্তপর্ণ, বিশাল শাল, ধব ও অন্যান্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই সমুদায় বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক বাণ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর নীল, রাবণকে বাণ-বর্ষণ করিতে দেখিয়া আপনার শরীর ক্ষুদ্রতম করিয়া রাবণের ধ্বজাগ্রে উপবিষ্ট হইলেন। পাবকতনয় নীলকে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া রাবণ, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। নীলও সেই স্থান হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নীল কখন ধ্বজাগ্রে, কখন শরাসনের অগ্রে, কখন কিরীটের উপরি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, নীলের কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাসত্ত্ব রাবণও বানরের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, তাঁহাকে ধরিতে বা প্রহার করিতে অথবা অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও সমর্থ হইলেন না। এ দিকে বানরগণ, নীলের ক্ষিপ্রকারিতা ও লাঘব নিবন্ধন সম্ভ্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাবণকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ, বানর-নিনাদে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ধ্বজের উপরিস্থিত নীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কপে! তুমি বিলক্ষণ মায়াবী ও কার্য্য-লাঘব-সম্পন্ন; তুমি মায়াবলে আমার সমুদায় বাণ বিফল করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়াছ; কিন্তু তোমার প্রতি আমি এই যে, অভি-মন্ত্রিত আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও ইহা তোমার জীবন হরণ করিবে।

মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ, এই কথা বলিয়া আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক নীলের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। নীল, আগ্নেয় অস্ত্রে তাড়িত ও দহ্যমান হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি পিতার মাহাত্ম্য ও নিজ তেজো-নিবন্ধন জানু দ্বারা

ভূমিতে পড়িলেন, এজন্য তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল না।

রাক্ষসরাজ দশানন, সেনাপতি নীলকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উৎসুক-হৃদয়ে মেঘ-গম্ভীর-নিনাদযুক্ত রথ দ্বারা লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাসত্ত্ব লক্ষ্মণ, রাবণকে মহাশরাসন বিস্ফারিত করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই দিকে আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর; বানরের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। লঙ্কাধিপতি দশানন, জ্যা-নিনাদ-মিশ্রিত লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন; এবং ক্রোধভরে কহিলেন, সৌমিত্রে! ভাগ্যক্রমেই তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ; তোমার আসন্নকাল উপস্থিত বলিয়াই বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে! তুমি আমার সায়কসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া এইক্ষণেই মৃত্যুলোকে গমন করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মণ, রাবণকে সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে দেখিয়া অবিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন, যাঁহারা বীর, তাঁহারা সংগ্রামে কখনই বৃথা গর্জ্জন করেন না; তুমি কি নিমিত্ত প্রাকৃত জনের ন্যায় আত্মশ্লাঘা করিতেছ! রাক্ষসরাজ! আমি তোমার বীর্য্য, তেজ, শক্তি ও পরাক্রম সমুদায়ই অবগত আছি; আমি এই শরাসন ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলাম; বৃথা আত্মশ্লাঘায় কি হইবে; শক্তি থাকে আগমন কর। লক্ষ্মণ এই কথা বলিবামাত্র দশানন কুপিত হইয়া সাতটি শর পরিত্যাগ করিলেন; লক্ষ্মণও কাঞ্চন-চিত্রিত-পুঙ্খ-সুশোভিত নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। লঙ্কেশ্বর যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সায়কসমূহ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ছিন্ন-দেহ ভুজঙ্গের ন্যায় সহসা ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া অন্য কতকগুলি সুতীক্ষ্ণ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে রাক্ষসরাজ, রামানুজ লক্ষ্মণের প্রতি যত তীব্র বাণ বর্ষণ করিলেন, লক্ষ্মণও ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, উত্তম কর্ণি ও ভল্ল দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। ত্রিদশারিরাজ রাবণ, নিজ শরসমূহ বিফলীকৃত দেখিয়া এবং লক্ষ্মণের হস্তলাঘব পর্য্যালোচনা করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; এবং পুনঃপুন নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণও বজ্র ও অশনিতুল্য-বেগ-সম্পন্ন প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ, শরাসনে সন্ধান করিয়া রাক্ষসরাজের বধের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসরাজও সেই সমুদায় বাণচ্ছেদ করিয়া স্বয়ম্ভুদত্ত কালাগ্নি-সদৃশ শর দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশে বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ, রাবণ-সায়কে প্রপীড়িত হইয়া শিথিলিত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। তিনি অতি কৃচ্ছ্রে পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাবণের শরাসন ছেদন করিলেন। পরে তিনি নিশিত শরসমূহ

দ্বারা ছিন্নচাপ রাবণকে বিদ্ধ করিলেন; রাবণও বাণ-পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; পরে তিনি অতি কৃচ্ছ্রে সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

অনন্তর ছিন্ন-শরাসন, শর-পীড়িত-শরীর, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, রুধির-লিপ্ত, দেবশত্রু, দশানন, লক্ষ্মণের বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ম্ভু-প্রদত্ত অতীব প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ করিলেন; এবং বিধূমানল-সন্নিভ বানরযূথ-বিত্রাসন প্রজ্বলিত সেই শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিশালশক্তি যখন সমুজ্জ্বল হইয়া আকাশপথে আগমন করিতে লাগিল, তখন লক্ষ্মণ, অনল-সদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই অমোঘ শক্তি কিছুতেই প্রতিহত না হইয়া লক্ষ্মণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল!

এইরূপে লক্ষ্মণ, আমোঘ শক্তি দ্বারা হৃদয়ে তাড়িত হইয়া, স্বয়ং যে অচিন্ত্য বিষ্ণুর অংশ, তাহা স্মরণক রিলেন। রাক্ষসরাজও লক্ষ্মণকে নিপতিত ও হতচেতন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবমান হইলেন; তিনি অচিন্ত্য বিষ্ণুর অংশ, মানুষ-দেহাশ্রিত লক্ষ্মণকে বাহু দ্বারা নিপীড়িত করিলেন, পরন্তু উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি বাহু-যুগল-দ্বারা লক্ষ্মণকে ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! আমি হিমালয়, মন্দর, কৈলাস, মেরু প্রভৃতি মহাগিরি সমুদায়ও সঞ্চালিত করিতে পারি, পরন্তু এই লক্ষ্মণকে বহন পূর্ব্বক লইয়া যাইতে সমর্থ হইলাম না! ইহাকে একবার সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করিতে পারিলে আর পুনর্জ্জীবনের শঙ্কা থাকে না।

পবনতনয় শ্রীমান হনুমান যখন দেখিলেন যে, রাবণ লক্ষ্মণকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি সমীপবর্ত্তী হইয়া বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে প্রহার করিলেন। ভীষণ-পরাক্রম রাবণ, তাদৃশ দারুণ মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়া জানু দ্বারা ভূতলে নিপতিত, বিকম্পিত ও মোহাভিভূত হইলেন। দেবগণ, ঋষিগণ ও দানবগণ, ভীষণ-পরাক্রম রাবণকে চৈতন্য-রহিত দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময় মহাতেজা হনুমানও শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট আনয়ন করিলেন। সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন ও পরম-ভক্তি-নিবন্ধন লক্ষ্মণ, শত্রুগণের অপ্রকম্প্য হইয়াও হনুমানের পক্ষে লঘু হইলেন। এই সময় সেই অমোঘশক্তি, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৌমিত্রিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাবণের রথে নিজস্থানে গমন করিল। মহাতেজা রাবণও কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ পূর্ব্বক শরাসন ও নিশিত শর-সমূহ গ্রহণ করিলেন।

শত্রুসূদন মহাত্মা লক্ষ্মণও আশ্বস্ত হইয়া আপনি যে অচিন্ত্য বিষ্ণুর অংশ, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক সুস্থতর হইলেন।

এই সময় মহাবীর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে সমাশ্বস্ত ও সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার প্রমুদিত, ও দিকে রাবণের পরাক্রম দেখিয়া এবং

এই সংগ্রামে অনেক বানরবীর নিপাতিত হইয়াছেন অবলোকন করিয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সময় হনূমান আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দাশরথে! আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই দুষ্ট রাবণকে বিনাশ করুন।

নিশাচর-বিনাশাভিলাষী, সমরামর্ষী রামচন্দ্র, তথাস্তু বলিয়া, ইন্দ্র যেরূপ ঐরাবতে আরোহণ করেন, সেইরূপ হনূমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, রাবণ রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া বিরোচনের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, মহাতেজা রামচন্দ্রও সেইরূপ রাবণকে দেখিয়াই ক্রোধভরে অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ জ্যাশব্দ করিয়া গম্ভীর বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রাক্ষসশার্দ্দূল! অবস্থান কর, পলায়ন করিও না। তুমি আমার অনিষ্টাচরণ করিয়া কোথাও গিয়া অব্যাহতি পাইবে না। তুমি যদি ইন্দ্র, যম, ভাস্কর, স্বয়ম্ভু, বৈশ্বানর ও শঙ্করের শরণাপন্ন হও, অথবা যদি তুমি দশ দিকে গমন কর, তথাপি অদ্য আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি অদ্য যাঁহাকে শক্তি দ্বারা সংগ্রামশায়ী করিয়াছ, যিনি সহসা ক্লিষ্ট ও বিষণ্ন হইয়াছিলেন, সেই মহাবীরই রাক্ষসগণের যমস্বরূপ হইবেন এবং তিনিই, তোমার সৈন্যরূপ কক্ষ দগ্ধ করিবেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং পূর্ব্ব-বৈর স্মরণ পূর্ব্বক কালানল-শিখা-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর দ্বারা তাঁহার বাহন মহাত্মা হনূমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ তেজঃ-সম্পন্ন হনূমান, তৎকালে রামচন্দ্রকে বহন করিতেছিলেন, সুতরাং সায়ক দ্বারা তাড়িত হইলেও তাঁহার তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাতেজা রামচন্দ্র, হনূমানকে রাবণশরে বিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধ-পরতন্ত্র হইলেন; তখন তিনি অগ্রসর হইয়া নিশিত শর-সমূহ দ্বারা রাবণের অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, সুবর্ণদণ্ড, রথ ও রথচক্র, সমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ যেরূপ দানবেন্দ্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ বজ্রসদৃশ বাণ দ্বারা ইন্দ্র-শত্রু দশাননের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

যে দশানন, বজ্র, শূল, অশনি ও অন্যান্য কোন অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে ক্ষুভিত ও বিচলিত হয়েন নাই, তিনি অদ্য রামচন্দ্রের বাণে অভিহত ও ব্যথার্ত্ত হইয়া কাতর ও বিচলিত হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে শরাসন নিপতিত হইল। মহাত্মা রামচন্দ্র, রাক্ষসরাজকে বিহ্বল দেখিয়া প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভাস্কর-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, ছিন্ন-কিরীট ছিন্নমৌলি রাক্ষসরাজকে বিষহীন সর্পের ন্যায়,

প্রশান্ত অগ্নির ন্যায়, অপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায়, তেজোহীন ও শ্রীহীন দেখিয়া কহিলেন, পাপাত্মন! তুমি অনেক দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ; তুমি অদ্য আমার অনেক বীরপুরুষ নিপাতিত করিয়াছ; এই কারণে তোমাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া অদ্য শর দ্বারা যমালয়ে না পাঠাইয়া ছাড়িয়া দিলাম।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, হতমান, হতদর্প, ছিন্ন-শরাসন, নিহতাশ্ব, নিহত-সারথি, ছিন্ন-কিরীট, শোক-প্রপীড়িত, শ্রীহীন রাবণ, দুঃখিত হৃদয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। মহাবল রাক্ষসরাজ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইলে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানরগণকে বিশল্য করিতে লাগিলেন।

ত্রিদশ-শত্রু রাক্ষসরাজ রাবণ, যুদ্ধে পরাজিত হইলে দেবগণ, অসুরগণ, মহর্ষিগণ, মহোরগগণ, সমুদায় প্রাণিগণ, দিক সমুদায় ও সাগর সমুদায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-প্রবোধ।

এদিকে রামবাণ-ভয়ে কাতর লঙ্কেশ্বর দশানন, হতদর্প ও ব্যথিতেন্দ্রিয় হইয়া লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষণ্ণ-হৃদয় হইলেন; তিনি সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত মাতঙ্গের ন্যায়, গরুড় কর্ত্তৃক পরাজিত ভুজঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একান্ত কাতর হইলেন। তিনি যখনই বিদ্যুৎসদৃশ-তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ-মহা-ভীষণ রামবাণ স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়।

অনন্তর রাবণ কাঞ্চনময় দিব্য সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সচিবগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, সচিবগণ! আমি যে তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই বিফল হইল! আমি দেবেন্দ্র-সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও মানুষের নিকট পরাজিত হইলাম! আমার মনুষ্য হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা, এই প্রাচীন ব্রাহ্মণবাক্য এক্ষণে সফল হইবার কি সময় উপস্থিত হইল! আমি বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ইহাদের অবধ্য হইব; মনুষ্যদিগের প্রতি ঔদাস্য করিয়াছিলাম; এক্ষণে মনুষ্য হইতেই কি আমার ভয় উপস্থিত হইল! হিমালয়-পর্ব্বতশিখরে নন্দি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমার ন্যায় যাহাদের মুখ, তাহারাই তোমার পুরী অবরোধ করিবে," সেই বাক্যই কি এক্ষণে সফল হইল! সেই মহাত্মাদিগের বাক্য ত অন্যথা হইবার নহে! এক্ষণে তাহার ফল দৃষ্ট হইতেছে। মহাত্মা বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল! বিভীষণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমুদায়ই ঘটিয়া আসিতেছে! তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইতেছে না! আমি বলদর্প-নিবন্ধন বিভীষণের বাক্য বিপরীত মনে করিয়াছিলাম,

এক্ষণে আমার দৌরাত্ম্যে ও আমার কার্য্যেই বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেছে! দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই! কেবল পুরুষকার দ্বারাই কিছুই সিদ্ধ হয় না! দৈব ও পুরুষকার সমবেত হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়।

যাহা হউক, তোমরা সুসজ্জিত হইয়া নগরীর চতুর্দ্দিক রক্ষা কর। রাক্ষসবীরগণ, প্রাকার ও গোপুরের উপরি অবস্থান পূর্ব্বক সতর্কতা সহকারে রক্ষা-কার্য্যে মনোযোগী হউক। এ দিকে মহাবল, মহাসত্ত্ব দেব-দানব-দর্পহারী ব্রহ্মশাপাভিভূত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ কর।

মহাবল রাক্ষসরাজ, সংগ্রামে আপনাকে পরাজিত ও প্রহস্তকে নিহত দেখিয়া ভীষণ রাক্ষস-সৈন্যের প্রতি পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা দ্বার-রক্ষায় সম্পূর্ণরূপ যত্নবান হও; কতকগুলি সৈন্য, প্রাকারে আরোহণ করিয়া থাক; নিদ্রা-বশবর্ত্তী কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে বিলম্ব করিও না। মহাবাহু কুম্ভকর্ণ, সমুদায় রাক্ষস-কুলের কিরীটস্বরূপ; কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অবিলম্বেই রাম, লক্ষ্মণ ও বানর-গণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। এই সুদারুণ সংগ্রামে আমরা রামের বাণে পরাভূত হইয়াছি; কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে অবিলম্বেই আমাদের এই মহাভয় বিদূরিত করিবে। মহাবল্ল কুম্ভকর্ণ কখন সাতমাস, কখন আটমাস, কখন নয়মাস, কখন দশমাস নিদ্রা গিয়া থাকে; তোমরা শীঘ্রই তাহাকে জাগরিত কর। মূঢ় কুম্ভকর্ণ, গ্রাম্যসুখে নিরত থাকিয়া সর্ব্বদাই নিদ্রা গিয়া থাকে, ঈদৃশ ঘোর বিপদের সময় যদি তাহার দ্বারা আমার কোন সাহায্য না হয়, তাহা হইলে সে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী হইয়া কোন্ কালে আর আমার কি করিবে!

রাক্ষসরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষসগণ, সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে কুম্ভকর্ণের গৃহে গমন করিল। তাহারা রাজাজ্ঞা অনুসারে ত্বরান্বিত হইয়া গন্ধ, মাল্য, ভক্ষ্য ও পেয় লইয়া কুম্ভকর্ণের গৃহে প্রবিষ্ট হইল। এই সুরম্য কুম্ভকর্ণগৃহ একযোজন দীর্ঘ; দ্বার সমুদায় অতীব প্রকাণ্ড; চতুর্দ্দিকে সুরভিগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে। বলবান রাক্ষসগণ, কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত সেই মহাগৃহে দণ্ডায়মান হইল বটে, কিন্তু নিশ্বাসবায়ু-বেগে ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারিল না; নিশ্বাসবায়ু-বেগে বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহারা যত্ন করিয়া পুনর্ব্বার বহুকষ্টে কাঞ্চন-কুট্টিম-বিভূষিত সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেই ভীম-দর্শন রাক্ষস-ব্যাঘ্র, শয়ান রহিয়াছেন, ও মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন; তাঁহার লোমগুলি উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে; তাঁহার মুখ-বিবর পাতালের ন্যায় বিস্তীর্ণ; এবং তাঁহার বল অতীব ভীষণ।

রাক্ষসবীরগণ, নিপতিত পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড-শরীর, মহানিদ্রাভিভূত, মহাকায়, নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিবার অভিলাষে, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল; এবং প্রথমত সুমেরুসদৃশ ভক্ষ্য দ্রব্য রাশি

অন্নরাশি, মৃগ মহিষ ও বরাহ রাশি সম্মুখে স্থাপন করিল। কোন কোন রাক্ষস বহুকুম্ভ শোণিত ও বহুকুম্ভ বিবিধ মদ্য সম্মুখে রাখিয়া দিল। পরে তাহারা পরমসুগন্ধি চন্দন দ্বারা তাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া সুগন্ধি বস্ত্র ও মাল্যে সমাচ্ছাদিত করিল। অনন্তর সুগন্ধি ধূপ প্রদান করিয়া নিদ্রাভঙ্গের নিমিত্ত মেঘধ্বনির ন্যায় উচ্চরবে স্তব করিতে লাগিল। যখন তাহাতেও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন রাক্ষসগণ, তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, গাত্রে মহাশব্দ-সহকারে আঘাত করিতেও প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে রাক্ষসগণ, যখন কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে সমর্থ হইল না; তখন তাহারা তদ্বিষয়ে গুরুতর যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। শতশত রাক্ষস মিলিত হইয়া কর্ণের নিকট শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল এবং সকলে একত্র হইয়া এককালে বিষম চীৎকার, আস্ফোটন ও আস্ফালন করিল। চতুর্দ্দিকে প্রাণপণে ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ প্রভৃতির বিপুল-ধ্বনি করিতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষস, উষ্ট্র অশ্ব খর মাতঙ্গ প্রভৃতি আনিয়া দণ্ড, কশা ও অঙ্কুশের আঘাত দ্বারা শরীরের উপরি দিয়া পরিচালিত করিল। কোন কোন রাক্ষস কূটমুদ্গর, কোন কোন রাক্ষস পট্টিশ, কোন কোন রাক্ষস মুষল আনিয়া যতদূর বল, উদ্যত করিয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রহার করিতে লাগিল। শঙ্খ ভেরী পটহ প্রভৃতির ধ্বনি ও অক্ষ্বেড়িত অস্ফোটিত সিংহনাদ প্রভৃতির তুমুল শব্দ, দশ দিকে বিস্তীর্ণ হইল; বিহঙ্গগণ তাদৃশ ভীষণ শব্দ শ্রবণে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

এইরূপ মহাশব্দ দ্বারা যখন মহাকায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন রাক্ষসগণ, ভুষুণ্ডী মুষল শূল গদা শৈলশৃঙ্গ বৃক্ষ চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারা সবলে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কুম্ভকর্ণ তখনও সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ-প্রবোধনের এই মহাশব্দ, পর্ব্বত বন প্রভৃতি লঙ্কার সমুদায় অংশে বিস্তীর্ণ হইল; কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর কাঞ্চনময় সহস্র ভেরী একত্র করিয়া কুম্ভকর্ণের কর্ণের নিকট বাদিত হইতে লাগিল; যখন তাহাতেও শাপাভিভূত অতিনিদ্র কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন না; তখন ভীষণ-পরাক্রম নিশাচরগণ, ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল। কোন কোন রাক্ষস ভেরী ধ্বনি করিতে লাগিল; কোন কোন রাক্ষস মহাশব্দ করিল; কোন কোন রাক্ষস কেশ আকর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন রাক্ষস কর্ণদ্বয়ে দংশন করিল; কোন কোন মহাবল রাক্ষস, প্রকাণ্ড কূটমুদ্গর লইয়া মস্তকে, বক্ষঃস্থলে ও সর্ব্বগাত্রে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। দশসহস্র রাক্ষস, মৃদঙ্গ ভেরী পণব শঙ্খ কুম্ভমুখ প্রভৃতি এককালে বাজাইল; একসহস্র রাক্ষস এককালে শরীরের উপরি ধাবমান হইল। কুম্ভকর্ণ যেরূপ নিদ্রিত, সেইরূপ নিদ্রিতই থাকিলেন, জাগরিত হইলেন না।

অনন্তর কতকগুলি রাক্ষস, শতশত কলস জল আনিয়া কুম্ভকর্ণের কর্ণে ঢালিয়া দিল; কতকগুলি রাক্ষস রজ্জুবন্ধন পূর্ব্বক শতশত শতঘ্নী উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার প্রকাণ্ড শরীরে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু কিছুতেই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অনন্তর একসহস্র হস্তী, তাঁহার শরীরে ধাবমান হইয়া শরীর বিমর্দ্দিত করিল, তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অনন্তর রাক্ষসগণ, একান্ত ক্লান্ত ও খিন্ন হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা উত্তম-মণি-কুণ্ডল-ধারী প্রমদাগণকে আহ্বান করিল। নাগকন্যা, রাক্ষসকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মনুষ্যকন্যা ও কিন্নরকন্যা সকলে আসিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল; তাহারা কুম্ভকর্ণের নিকটে বহুবিধ গীত-বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য রমণীগণ, দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্য ধূপে সুধূপিত, দিব্য গন্ধে সুগন্ধ হইয়া সেই স্থানে বিহার করিতে লাগিল। এই রমণীরা সকলেই বিশাল-লোচনা, কাঞ্চনবর্ণা, রূপগুণ-সম্পন্না, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, বিস্তীর্ণ-জঘনা, পীনোন্নত-পয়োধরা ও সুকেশা।

এই সমুদায় দিব্য রমণীদিগের নূপুর-শব্দে, মেখলা-শব্দে, গীত-বাদ্য-শব্দে, মধুরালাপে, দিব্য গন্ধে ও বহুবিধ সুখ-স্পর্শে কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি অপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নিশাচরবীর কুম্ভকর্ণ, গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ মহাসার, বাসুকি ও তক্ষক সদৃশ সুবৃত্ত ভুজ-যুগল, বিক্ষেপ পূর্ব্বক বড়বামুখ সদৃশ প্রকাণ্ড বিকৃত মুখ বিবৃত করিয়া জৃম্ভণ করিলেন। এইরূপে নিশাচরবীর জৃম্ভণ পূর্ব্বক জাগরিত হইলে সংবর্ত্ত মারুতের ন্যায় তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। নিশাচর যখন জৃম্ভণ করেন, তখন তাঁহার পাতাল-সদৃশ মুখ-বিবর দেখিয়া বোধ হইল যেন, মেরু-শৃঙ্গের উপরিভাগে দিবাকর উদিত হইয়াছেন। তাঁহার তাম্রবর্ণ প্রদীপ্ত জিহ্বা, বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; ভীষণ নয়ন-যুগল, সমুজ্জ্বল মহাগ্রহ-দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ যখন শয্যা হইতে উত্থান করেন, তখন বর্ষাকালে জল-বর্ষণ-সমুদ্যত বলাকাসহিত মেঘের ন্যায় তাঁহার শরীর শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর নিদ্রা-বিরহিত কষায়িত-লোচন নিশাচরপতি, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম, তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিলে? রাক্ষসরাজের ত কোন বিপদ ঘটে নাই? তোমরা যে সামান্য কারণে মাদৃশ ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে, এমত বোধ হয় না; অতএব কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিয়াছ, প্রকৃত-প্রস্তাবে বল।

এ দিকে রাক্ষসগণ, ভীম-পরাক্রম ভীম-লোচন ভীষণকায় কুম্ভকর্ণকে উত্থাপিত করিয়া সত্বরপদে দশাননের নিকট গমন করিল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাক্ষসরাজ! আপনকার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি কি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অথবা এখানে

আসিবেন, আজ্ঞা করুন। তখন রাবণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে উপস্থিত রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা যথাবিধানে সৎকার পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে একবার এখানে আনয়ন কর; আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।

অনন্তর রাক্ষসগণ, যে আজ্ঞা বলিয়া পুনর্ব্বার কুম্ভকর্ণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসবর! রাক্ষসরাজ দশানন আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি গমন পূর্ব্বক ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন। দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, এবং প্রহৃষ্ট হৃদয়ে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নান করিয়া বহুবিধ অলঙ্কার পরিধান করিলেন। পরে তিনি পিপাসু হইয়া বলকর পেয় দ্রব্য আনয়ন করিতে কহিলেন। রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞা অনুসারে তৎক্ষণাৎ বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য ও ভূরি-পরিমাণে মদ্য উপস্থিত করিল। পরে ক্ষুধিত ও তৃষিত কুম্ভকর্ণ, বহুবিধ মদ্য, মহিষ-মাংস ও বরাহ-মাংস সংশোধন করিয়া পান ও ভোজন পূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত শতশত কলস শোণিত পান করিতে লাগিলেন। পরে ভূরি-পুরিমাণে মেদ ও মদ্য পান করিয়া, বহুবিধ অন্ন ভোজন পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসগণ, কুম্ভকর্ণকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। কুম্ভকর্ণও জাগরণ-নিবন্ধন বিস্মিত হইয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিয়াছ? রাক্ষসরাজের ত মঙ্গল? কোন ভয় ত উপস্থিত হয় নাই? অথবা যখন তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে প্রতিবোধিত করিয়াছ, তখন অন্য হইতে যে রাক্ষসরাজের ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্য আমি রাক্ষসরাজের ভয় বিদূরিত করিব; অদ্য আমি দেবরাজকে নিপাতিত করিব, যমকেও যমালয়ে পাঠাইব।

কুম্ভকর্ণ ক্রোধভরে এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় রাবণের সচিব যূপাক্ষ, কৃতাঞ্জলি পুটে কহিল, নিশাচরবর! দেবগণ হইতে আমাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই; পরন্তু সম্প্রতি মানুষ হইতে মহারাজের তুমুল ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়াছে! মানুষ হইতে মহারাজের যতদূর ভয় হইয়াছে, দৈত্য-দানব হইতেও তাদৃশ ভয় কদাপি হয় নাই। পর্ব্বতাকার বানরগণ আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে; সীতা-হরণ-সন্তপ্ত রাম হইতেই আমাদের মহাভয় উপস্থিত; আপনি জ্ঞাত আছেন, পূর্ব্বে একটা বানর আসিয়া কিঙ্করগণ, মন্ত্রিপুত্রগণ ও অক্ষকুমার বিনাশ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল; সম্প্রতি অসীমতেজঃ-সম্পন্ন রাম, দেবেন্দ্র-বিজয়ী রাক্ষসাধিপতি পৌলস্ত্যকে সংগ্রামে মৃতকল্প করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। দেবগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ, কদাপি যাহা করিতে পারে নাই, রাম মহারাজকে সেইরূপ প্রাণসংশয়ে নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ছাড়িয়া দিয়াছে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ, যূপাক্ষের মুখে ভ্রাতার ভয়কারণ শ্রবণ পূর্ব্বক লোচনদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, যূপাক্ষ! আমি এখনই রামলক্ষ্মণ ও সমুদায় বানর-সৈন্য নিপাতিত করিয়া পশ্চাৎ রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি বানরগণের মাংস-শোণিত দ্বারা রাক্ষসগণের তর্পণ করিয়া, রামলক্ষ্মণের শোণিত স্বয়ং পান করিব।

এইরূপে কুম্ভকর্ণ রোষ-পরিবর্দ্ধিত স্বরে, গর্ব্বিত বচনে বীরদর্প করিতেছেন, শুনিয়া রাবণের প্রধান যোধপুরুষ মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাক্ষসবীর! আপনি অগ্রে আপনকার দর্শনাভিলাষী রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন; পশ্চাৎ সংগ্রামে শত্রু-পরাজয় করিবেন। মহাবল মহাতেজা কুম্ভকর্ণ, মহোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি, রোষ উৎকটতা অতিকায়তা ও মত্ততা নিবন্ধন, পদন্যাস দ্বারা মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিলেন।

এ দিকে বানরগণ, অদ্রিশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহদাকার, গগনস্পর্শী, তেজঃ-সম্পন্ন, কিরীটধারী, প্রকাণ্ড অদ্ভুতাকার কুম্ভকর্ণকে দেখিয়াই ভয়নিবন্ধন চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টত্রিংশ সর্গ

কুম্ভকর্ণ-দর্শন।

অনন্তর মহাতেজা মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, কিরীটধারী পর্ব্বতাকার ত্রিলোক-ক্রমণ-সমুদ্যত-ত্রিবিক্রম-সদৃশ-মহাকায়, রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইহাঁর হস্তে শূল. দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও ভীষণ, রব মেঘধ্বনির ন্যায়, জিহ্বা প্রদীপ্ত, ভুজ-যুগল সুদীর্ঘ, শরীর মহারৌদ্র ও ভয়ঙ্কর। এই অদ্ভুত রাক্ষস দর্শনে বানরগণ দশ দিকে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রামচন্দ্র বিস্মিতভাবে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! সৌদামিনী সমন্বিত সমুদিত মেঘের ন্যায় কিরীটধারী, লোহিত-লোচন, পর্ব্বতাকার, পৃথিবীর কেতু-স্বরূপ ঐ বীর কে? উহাকে দেখিয়া বানরগণ, ভয়-কাতর হৃদয়ে পলায়ন করিতেছে! ঐ মহাবীর, রাক্ষস বা অসুর, আমাকে বল। আমি ইতিপূর্ব্বে এরূপ অপরূপ জীব কদাপি দেখি নাই!

মহাবীর রাজকুমার রামচন্দ্র, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাবিচক্ষণ বিভীষণ কহিলেন, ইনি বিশ্রবার পুত্র, নিশাচর কুম্ভকর্ণ; পূর্ব্বে ইনি সংগ্রামে বৈবস্বত যমকে ও দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছেন। ইনি দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ভুজঙ্গ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, গুহ্যক প্রভৃতি সকলকেই সহস্র সহস্রবার সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছেন। এই মহাবল কুম্ভকর্ণ, যখন শূল হস্তে করিয়া যাত্রা করেন, তখন দেবগণ, কালান্তক বোধে মোহিত হইয়া ইহাঁর প্রতি প্রহার করিতে সমর্থ হয়েন না। রঘুনাথ! অন্যান্য রাক্ষসগণ সকলেই, বরদান-প্রভাবেই বলবান হইয়াছে; পরন্তু এই কুম্ভকর্ণ স্বভাবতই তেজঃ-সম্পন্ন ও মহাবল-পরাক্রান্ত

মহাবাহো! ঐ কুম্ভকর্ণের বল স্বাভাবিক, আহৃত নহে।

রঘুনাথ! এই মহাবীর জন্ম-পরিগ্রহ করিবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মহেন্দ্রের অনুচারিণী দশটি অপ্সরা ও বহু সহস্র প্রাণী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নিরন্তর ঐরূপ ভক্ষণ করাতে প্রজাগণ ভয়-কাতর হইয়া দেবরাজের শরণাপন্ন হইল। তখন মহাত্মা দেবরাজ কুপিত হইয়া কুম্ভকর্ণের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ বজ্রাঘাত করিলেন; মহাবল কুম্ভকর্ণ, বজ্র দ্বারা আহত হইয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বাবধিই ভীত প্রজাগণ, কুম্ভকর্ণের তাদৃশ ঘোরতর শব্দ শুনিয়া পুনর্ব্বার ভয়াভিভূত হইল। দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণ তখন ক্রোধ-নিবন্ধন বিবৃত-বদন হইয়া ঐরাবতের একটি দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক তাহার দ্বারা দেবরাজের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন; ইন্দ্র কুম্ভকর্ণের প্রহারে একান্ত কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, তাহা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ, প্রজাগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রজা-ভক্ষণ, দেবতা-ধর্ষণ, আশ্রম-বিধ্বংসন, পরস্ত্রী-হরণ প্রভৃতি কুম্ভকর্ণ-দৌরাত্ম্য সমুদায় নিবেদন করিলেন; এবং কহিলেন, পিতামহ! যদি এই কুম্ভকর্ণ প্রতিদিন এইরূপ প্রজা-ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই পৃথিবী প্রাণি-শূন্য হইবে।

সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে আহ্বান করিলেন; এবং মহাবীর্য্য মহাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া কহিলেন, নিশাচর! সর্ব্বলোক বিনাশের নিমিত্তই পৌলস্ত্য তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি যখন ঈদৃশ মহাবীর ও মহাকায় হইয়া সর্ব্বলোক হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তুমি অদ্য প্রভৃতি মৃতকল্প হইয়া নিদ্রা যাইবে। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার শাপে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিপতিত ও নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অনন্তর রাবণ, ভ্রাতাকে নিপতিত ও নিদ্রাভিভূত দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন, প্রজাপতে! কাঞ্চন-ফলক বৃক্ষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া, ফলকালে ছেদন করা কি উচিত! আপনার পৌত্রকে শাপ দেওয়া আপনকার বিধেয় হইতেছে না; পরন্তু আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইবারও নহে, কুম্ভকর্ণকে নিদ্রা যাইতেই হইবে, সন্দেহ নাই। পরন্তু প্রজাপতে! এই কুম্ভকর্ণ কত দিন নিদ্রা যাইবে, কত দিন জাগরিত থাকিবে, তাহার একটি সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিউন। তখন রাবণের বাক্য শ্রবণে স্বয়ম্ভূ কহিলেন, এই কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যাইবে, একদিন জাগরিত থাকিবে; ঐ এক দিন ক্ষুধিত হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ পূর্ব্বক আপনার অনুরূপ আহার করিবে।

রঘুনন্দন! সম্প্রতি রাবণ, আপনকার পরাক্রমে ভীত হইয়া মহাবিপদ উপস্থিত

দেখিয়া এই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিয়াছেন। এই মহাবীর কুম্ভকর্ণ, ক্ষুধিত হইয়া বহির্গত হইবেন এবং ক্রোধভরে বানরদিগকে ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহাঁকে দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতেছে। বানরগণের সাধ্য নাই যে, ইহাঁকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে। রামচন্দ্র! আপনি সমুদায় বানরকে বলুন যে, উহা মায়ানির্ম্মিত একটা যন্ত্রমাত্র, আর কিছুই নহে। বানরগণ ইহা শুনিলে নির্ভয় হইবে।

মহানুভব রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে তাদৃশ হৃদয়-গ্রাহী হেতুযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি নীলকে কহিলেন, পাবকনন্দন! সৈন্য-সমূহ সমবেত করিয়া বূ্যহ রচনা পূর্ব্বক যূথপতিগণের সহিত লঙ্কাদ্বার ও সংক্রমের নিকটে অবস্থান কর। শৈল-যোধী বানরগণ, শৈলশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড লইয়া সায়ুধ হইয়া অবস্থান করুক। বানরসেনাপতি নীল, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সৈন্যগণের প্রতি যথাবিধানে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন। শৈল-সদৃশ প্রকাণ্ডকায় ঋষভ, শরভ, নীল, হনূমান, অঙ্গদ, নল প্রভৃতি যূথপতিগণ, শৈলশৃঙ্গ লইয়া লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর বানর সৈন্যগণ, ভীষণ বৃক্ষ ও শৈল উদ্যত করিয়া পর্ব্বত-সমীপস্থিত মহারব জলদজালের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-সমাদেশ।

অনন্তর নিদ্রা-কলুষিত বিপুল-বিক্রম রাক্ষস-শার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ ধ্বজ-পতাকাদি-সুশোভিত রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন গমন করেন, তখন সহস্র সহস্র রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া চলিল। রাজপথের উভয় পার্শ্ব হইতে তাঁহার উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া হেমজাল-বিভূষিত, ভানুভাস্বর-দর্শন, সুবিপুল, রমণীয় রাক্ষস-রাজভবন দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রাতার ভবনে উপস্থিত হইয়া কক্ষ্যা অতিক্রম পূর্ব্বক পুষ্পক-বিমানে সমাসীন উদ্বিগ্ন হৃদয় রাক্ষসরাজকে দর্শন করিলেন।

লঙ্কাধিপতি দশানন কুম্ভকর্ণকে উপস্থিত দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে উত্থান পূর্ব্বক হস্তে ধরিয়া নিকটে আনিলেন। প্রথমত রাক্ষসরাজ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলে, রাক্ষসবীর মহাবল কুম্ভকর্ণ তাঁহার চরণ-বন্দন করিলেন। রাক্ষসরাজও উত্থিত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণও, রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও সৎকৃত হইয়া দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মহাবল কুম্ভকর্ণ তাদৃশ আসনে সুখাসীন হইয়া রোষ-লোহিত লোচনে রাবণকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এতদূর যত্ন করিয়া আমাকে জাগরিত

করিলেন? কোন্ ব্যক্তি হইতে আপনকার ভয় উপস্থিত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তিকে অদ্য যমালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, বলুন? মহারাজ! যদি দেবরাজ হইতে অথবা বরুণ হইতে আপনকার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন, আমি এখনি দেবরাজকে জয় করিতেছি, বরুণের আলয় পর্য্যন্ত পান করিয়া ফেলিতেছি। আমি পর্ব্বত সমুদায় চূর্ণ করিব, ধরণীতল বিদারিত করিব, দেবগণকেও দূরীকৃত করিয়া দিব; আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোকের রাজা হউন। এই কুম্ভকর্ণ দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত ছিল, এক্ষণে ভক্ষ্যমাণ প্রাণিগণ তাহার বিক্রম দেখুক। মহারাজ! স্বর্গের সমুদায় প্রাণী আহার করিলেও আমার উদর পূর্ত্তি হয় না! অদ্য দেব দানব সমুদায় ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব।

রাক্ষসরাজ রাবণ, কুম্ভকর্ণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তৎকালে তিনি, আপনার পুনর্জ্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও পরাক্রম অবগত ছিলেন, সুতরাং তাদৃশ বাক্য শ্রবণে গ্রহ-পীড়া-বিনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় তৎকালে প্রমুদিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি, ক্রোধভরে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত নয়ন দ্বারা উপস্থিত কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, নিশাচরবীর! বহুদিন হইল, তুমি সুখে নিদ্রা যাইতেছ, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে, রাম হইতে আমার কতদূর ভয় উপস্থিত হইয়াছে! এই মানুষ হইতে আমার যতদুর বিপদ ও ভয় হইয়াছে, দেবগণ, অসুরগণ, দৈত্যগণ ও গন্ধর্ব্বগণ হইতেও পূর্ব্বে কদাপি তত্তদুর হয় নাই। পূর্ব্বে আমি যে সীতা-হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা তুমি না জান এমন নহে; এক্ষণে সীতা-হরণ-সন্তপ্ত রাম হইতেই আমার মহাভয় উপস্থিত।

দশরথ-তনয় মহাবল রাম, সমুদায়-সৈন্য-সামন্ত-সমবেত বানররাজ সুগ্রীবের সহিত লঙ্কায় আসিয়া পুরী অবরোধ পূর্ব্বক আমার মূলোচ্ছেদ করিতেছে! একবার লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ! সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সমাগত বানরগণে, দ্বার উপবন প্রভৃতি সমুদায়ই কপিলবর্ণ হইয়া গিয়াছে! আমার যে সমুদায় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীর ছিল, তাহাদের অধিকাংশই সংগ্রামে নিপাতিত হইয়াছে, পরন্তু কোন যুদ্ধেই বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাইতেছি না! দেখ এই লঙ্কাপুরী শত্রু-সৈন্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে! বন্ধু-বান্ধব সকলেই যুদ্ধে নিহত হইলেন! কোষ সমুদায় ক্ষয় হইল! এক্ষণে তুমি বিক্রম প্রকাশ কর।

মহাবল! সকল রাক্ষসের হৃদয়ে যে ত্রাস হইয়াছে, এই যে মহাবিপদ ও মহাভয় উপস্থিত দেখিতেছ, তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্তই আমি তোমাকে জাগরিত করিয়াছি! মহাবাহো! এক্ষণে লঙ্কাপুরী কেবল বালবৃদ্ধাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে! এক্ষণে তুমি এই পুরী রক্ষা কর, ভ্রাতার সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। শত্রু-সংহারিন! আমি কখনও

কাহাকেও এরূপ করিয়া বলি নাই; তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে, এবং তুমি নিশ্চয় শত্রু-পরাজয় করিতে পারিবে বলিয়া চির-কাল বিশ্বাস আছে; এই জন্যই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। রাক্ষসবীর! পূর্ব্বে যখন দেবাসুরের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন তুমি অনেকবার দেবগণকে ও অসুরগণকে পরাজয় পূর্ব্বক হতদর্প করিয়াছ; তোমার পরাক্রম অতীব ভীষণ; তোমার বলবীর্য্য এতদূর যে, দেবগণও তোমাকে প্রধর্ষিত করিতে পারে না; ত্রিলোকের মধ্যে এমত কেহই নাই যে, সংগ্রামে তোমার সমকক্ষ হইতে পারে। ভীষণ-পরাক্রম! আমি এক্ষণে তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি, তুমি পাশ-হস্ত অন্তকের ন্যায় শূল হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা কর। তুমি সংগ্রাম-স্থলে গমন পূর্ব্বক রামলক্ষ্মণ ও বানরগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া অবিশ্রান্ত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ কর। তোমার এই আকার দেখি-লেই, বানরগণ দশ দিকে পলায়ন করিবে এবং রামলক্ষ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

মহাবল! মহাবীর! এক্ষণে লঙ্কাস্থিত সমুদায় রাক্ষসগণ, তোমার সাহস ও তোমার ভুজবলের আশ্রয়ে এই ঘোরতর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হউক। ত্রিদশ-রিপো! অধুনা সসৈন্য রামকে সংগ্রামে সংহার কর।

রাক্ষসবীর! তুমি বন্ধুজনের প্রীতিকর, যশস্কর, লঙ্কার হিতকর, আমার প্রিয়কর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শরৎকালে পবন যেমন নভোমণ্ডলে উত্থিত জলদ-পটল নিরাকৃত করে, তুমিও সেইরূপ সংগ্রাম-স্থলে নিজতেজো দ্বারা শত্রু-সৈন্য বিদ্রাবিত কর।

চত্বারিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-পুরাবৃত্ত-কথন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ, রাক্ষসরাজ রাবণের তাদৃশ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনি যখন মন্ত্রণা করেন, তখন আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভবি-ষ্যতে এই দোষ ও এই মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। পূর্ব্বে আপনি হিতবাক্য গ্রহণ করেন নাই; এক্ষণে তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইল। মহাপাতক করিলে যেরূপ নরকে পতন হয়, সেইরূপ আপনিও শীঘ্র সেই পাপ-কর্ম্মের ফল এই প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে এ বিষয়ের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য চিন্তা করেন নাই; আপনি নিজ ভুজ-বীর্য্যে মত্ত ছিলেন; সেই জন্য ভবিষ্যতে কি ঘটনা হইবে, তাহার বিচারেও প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

মহারাজ! যিনি ঐশ্বর্য্য-মদে মোহিত হইয়া পূর্ব্বকার কার্য্য পরে ও পরের কার্য্য পূর্ব্বে সম্পাদন করেন, তিনি সুনীতি ও দুর্নীতির কিছুই জানেন না। অসংস্কৃত বহ্নিতে আহুতি প্রদান যেরূপ দোষাবহ

দেশ-কালের বিপরীত কার্য্য করিলেও সেইরূপ বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। যে রাজা সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সাম্য, এই ত্রিবিধ-ফল-সাধক কর্ম্মের যথাযথ পঞ্চধা[১] প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেই সম্পূর্ণরূপ নীতি-মার্গানুসারী বলা যায়। যে রাজা, যথাযথরূপে নীতি অনুসারে সময় অতিবাহিত করেন, তিনি বিপৎ বা সম্পৎ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা সমুদায় বুঝিতে পারেন; তিনি বন্ধুবান্ধবগণের হিতানুষ্ঠান করিতেও সমর্থ হয়েন। রাক্ষসরাজ! যিনি সময় বিভাগ করিয়া যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সেবা করেন, অথবা এককালে দুই দুইটি সমবেত করিয়া সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সৎপুরুষ। পরন্তু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, যাহা সর্ব্বদা অবিরোধে সেবনীয়, তাহা যিনি অবগত না হয়েন, সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ রাজা বা রাজপুত্রের নীতি-শাস্ত্রাধ্যয়ন নিরর্থক। রাক্ষসরাজ! যথাসময়ে সাম, দান, ভেদ ও বিক্রম-প্রকাশ, এই সমুদায় প্রয়োগ, সুনীতি; এবং অসময়ে ঐ সমুদায় প্রয়োগ, দুর্নীতি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

রাক্ষসরাজ! যে জিতেন্দ্রিয় রাজা সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সেবা করেন, তিনি কখনই বিপদে পতিত হয়েন না। কোন্ বিষয় কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় অকর্ত্তব্য, কোন্ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে হিতকর হইবে, তাহা বুদ্ধি-সম্পন্ন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নীতিশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পশু-বুদ্ধি বহু ব্যক্তি, মন্ত্রণা-বিষয়ে অন্তরঙ্গ হইয়া প্রগল্ভতা-নিবন্ধন পরিণামে অহিতকর মন্ত্রণা দিয়া থাকে। নীতি-শাস্ত্রানভিজ্ঞ সেই সকল ব্যক্তির বাক্যানুসারে পরিণামে অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তাহারা অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও অতুল-সৌভাগ্য-সম্পত্তির অভিলাষ করে। সেই সকল পশু-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ধৃষ্টতা-নিবন্ধন এরূপ বক্তৃতা করে যে, অহিতকর বিষয়ও হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেয়। এই সমুদায় মন্ত্রদূষক মন্ত্রিগণকে মন্ত্রকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল মন্ত্রী নীতিশাস্ত্র-বিচক্ষণ শত্রু কর্ত্তৃক ভেদিত হইয়া নিজ প্রভুকে বিপৎসাগরে নিপাতিত ও বিনষ্ট করে। এই সকল মন্ত্রী, প্রভুকে বিপরীত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

মহারাজ! মন্ত্রণার সময় উপস্থিত হইলে মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শত্রুস্বরূপ তাদৃশ মন্ত্রিগণকে ব্যবহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের প্রতি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ করা কর্ত্তব্য। যে রাজা চঞ্চল, যে রাজা আপাত-সুখজনক বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া সহসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত-ছিদ্র-গামী পক্ষিগণের ন্যায় অন্যান্য শত্রুগণও তাঁহার

১। কর্ম্মের আরম্ভোপায় ১। পুরুষ-দ্রব্য-সম্পৎ ২। দেশ-কাল-বিভাগ ৩। বিপত্তি-প্রতীকার ৪। কার্য্য-সিদ্ধি ৫।

ছিদ্রে প্রবিষ্ট হয়েন। এইরূপ সুনীতি অবলম্বন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, প্রবল-পরাক্রান্ত শত্রু যদি বিজয়ার্থ উদ্যোগী হয়, এবং সে যদি নিজ বস্তু প্রতিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান না হয়, তাহার অশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এবং সে পদভ্রষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

মহারাজ দশানন, কুম্ভকর্ণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ভ্রূকুটি-বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি মান্য, আচার্য্য ও গুরুর ন্যায় আমাকে কি উপদেশ প্রদান করিতেছ! তোমাকে পরিশ্রম করিয়া বাক্যব্যয় করিতে হইবে না! এক্ষণে যেমন সময় উপস্থিত, তদনুরূপ কার্য্য কর! আমি বুদ্ধিভ্রম-নিবন্ধন, চিত্ত-মোহ-নিবন্ধন অথবা বলবীর্য্য-নিবন্ধন যে কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি, এক্ষণে তাহার আন্দোলন করা বৃথা; বর্ত্তমান সময়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আমি যদি একটি দোষ করিয়াও থাকি, তুমি তাহার সংশোধন কর; তুমি নিজ বিক্রম দ্বারা সমুদায় সমীকরণ করিতে প্রবৃত্ত হও। যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, যদি আমাকে তুমি ভাই বলিয়া মনে কর, যদি এই কার্য্যটি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অধুনা যাহা বিধেয় তাহা কর। যিনি, বিপন্ন ও কাতর ব্যক্তির সহায়তা করেন, তিনিই সুহৃৎ, যিনি, দুর্নীতি-নিবন্ধন বিপদে পতিত ব্যক্তির সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

রাবণ, বীরগণের পক্ষে দারুণ এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, দেখিয়া কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে ক্ষুভিত ও ক্রোধাভিভূত বুঝিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বনা পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিলেন, শত্রু-সংহারিন! আমি পূর্ব্বে নারদের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমি ছয়মাস নিদ্রার পর উত্থিত হইয়া যাহা যাহা ভক্ষণ করিলাম, তাহাতে আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না; অনন্তর আমি অরণ্যে গমন পূর্ব্বক বরাহ মহিষ প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী ভক্ষণ দ্বারা উদর পূরণ করিয়া শিলাতলে উপবিষ্ট হইলাম; সেই সময় দেখিলাম, সংশিতব্রত মহর্ষি নারদ, আকাশপথে দ্রুতগমন করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া গমনে নিবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইলেন; আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্রহ্মন! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? এবং এক্ষণে কোথায় গমন করিতে হইবে? মহারাজ! মহর্ষি নারদ এই কথা শুনিয়া আমাকে কহিলেন, আমি মেরু-পর্ব্বতে দেবগণের আলয়ে দেবসভায় গমন করিয়াছিলাম, তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণ, সেই স্থানে সমবেত হইয়া সভা করিয়াছিলেন। সেই সভায় ব্রহ্মা, রুদ্র, সর্ব্ববিজয়ী বিষ্ণু, দেবরাজ মহেন্দ্র, লোকসাক্ষী পাবক, মরুদ্গণ, বসুগণ, দিবাকর, নিশাকর, গ্রহগণ,

গন্ধর্ব্বগণ, গুহ্যকগণ, ঋষিগণ, উরগগণ ও গরুড় প্রভৃতি অনেকে একত্র হইয়া, কিরূপে রাক্ষসকুল ক্ষয় হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইসভায় বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন, দেবগণ! মহাভীষণ মহাবল রাক্ষস রাবণ, ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর প্রভাবে গর্ব্বিত হইয়া দেবরাজকে বন্ধন, যমকে পরাজয়, সৈন্য-সমেত কুবের ও বরুণকেও পরাজয় করিয়াছে; চন্দ্র, সূর্য্য ও ত্রিলোকস্থ সমুদায় লোককে বশীভূত করিয়া আনিয়াছে; সেই রাক্ষসরাজ, যজ্ঞ সমুদায় বিধ্বংসিত করিতেছে; তাহার হস্তে ধার্ম্মিক মহাবীর রাজগণ, নিহত হইয়াছেন; সে দেবোদ্যান সমুদায় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, স্ত্রী সমুদায় হরণ করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে; সেই দুরাত্মা রাবণ এক্ষণে কিরূপে নিহত হয়, আপনারা তাহার উপায় চিন্তা করুন।

অনন্তর বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! আমি রাবণকে যেরূপ বর দিয়াছি, তাহাতে দেবগণ, দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে না; সুর ও অসুরগণ সকলে মিলিত হইলেও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন না। দেবগণ! কেবল মনুষ্য ও বানর হইতেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা আছে। অতএব এই পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম চতুর্ব্বাহু দেবাদিদেব সনাতন হরি, মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মপ্ররিগ্রহ করুন; দেবগণ সকলেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বানর-শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক মহাত্মা বিষ্ণুর সহায়তা করিবেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন; দেবগণও ইন্দ্রের সহিত যথাস্থানেগমন করিলেন।

লঙ্কেশ্বর! ভগবান মহর্ষি নারদ, আমাকে এই সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

রাক্ষসরাজ! মানুষরূপে অবতীর্ণ রাম-নামে বিখ্যাত সেই বিষ্ণু, বানররূপী দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্তই এখানে আগমন করিয়াছেন। আমার অভিরুচি এই যে, আপনি এক্ষণে রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান করুন; তাঁহার সহিত সংগ্রাম করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; এক্ষণে যাহাতে সন্ধি হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

রাক্ষসরাজ! ত্রিলোকস্থ সমস্ত লোক যাঁহার চরণে নত হয়, যে বিভু নিয়ত সকলেরই পূজ্য, আপনি সেই রামচন্দ্র-চরণে নত হইয়া আপনাকে রক্ষা করুন। রামচন্দ্র উপযুক্ত পাত্র ও মিত্রের উপযোগী; তাঁহার সহিত সন্ধি হইলে আপনকার হিতানুষ্ঠান হইবে। দবগণও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া নিরুদ্যম হইবেন।

একচত্বারিংশ সগ।

রাবণ-বাক্য।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ, কুম্ভকর্ণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন

পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; পরে কহিলেন, কুম্ভকর্ণ! তুমি বুদ্ধিমান, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি যাহা হইতে ভীত হইতেছ, সে কে! সে যখন দেব-শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করে, আমি তখনও তাহাকে বা অন্য কোন দেব-দানবকে নমস্কার করি না! এক্ষণে সে যখন মনুষ্য-শরীর অবলম্বন করিয়াছে, তখন তাহা হইতে তোমার ভয় কি! মহাবল! মানবগণ নিয়ত সমর-ভীরু; তাহারা আমাদের খাদ্য দ্রব্য; পূর্ব্বে চিরকাল তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া এক্ষণে কি বলিয়া নমস্কার করিব! আমি মানুষ রামকে, সীতা প্রদান পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কি লোকের হাস্যাস্পদ হইব! মহাবাহো! আমি দাসের ন্যায় দীনহীন হইয়া সমৃদ্ধিশালী রামকে দর্শন পূর্ব্বক কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিব! আমি অগ্রে রামের ভার্য্যা হরণ করিয়াছি, পরে সুদারুণ গর্ব্বও করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি রাবণ হইয়া সেই রামকে প্রণাম করিব! তুমি কি বুদ্ধি দ্বারা ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ! বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তোমার কি এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, রাম স্বয়ং বিষ্ণু, লক্ষ্মণ শতক্রতু, সুগ্রীব সাক্ষাৎ মহাদেব, এবং জাম্ববান স্বয়ং ব্রহ্মা! তোমার এমন বুদ্ধি না হইলে তুমি কি নিমিত্ত সংসারাশ্রম হইতে বহিষ্কৃত রামকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিবে!

ভাল, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই যদি সত্য হয়, বিষ্ণু যদি আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই দেবত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষ-শরীর অবলম্বন করিয়া এখানে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত কিরূপে আমার সন্ধি হইতে পারে! তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয়, বিষ্ণু যদি যথার্থই দেবতাদিগের হিত-সাধনের নিমিত্ত মানুষ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রাম নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি নিমিত্ত বানরদিগের রাজা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইল! অহো! তীর্য্যগ্-যোনিগত নিকৃষ্ট জীবের সহিত সখ্যভাব স্থাপন বিষ্ণুর অনুরূপই হইয়াছে!

রাক্ষসবীর! বিষ্ণু কি এতদূর হীনবীর্য্য যে, তাহাকে ঋক্ষবানরের আশ্রয় লইতে হইল! অথবা বিষ্ণু যে বীর্য্যহীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই; কারণ সে পূর্ব্বে বামনরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত মহাসুর বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিল! তুমি সেই ক্ষুদ্রাশয়ের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছ! অসুররাজ বলি, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক যে বিষ্ণুকে সাগর বন প্রভৃতি সমেত সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, সেই বলিই যাহা হইতে বদ্ধ হইয়াছে, যে বিষ্ণু উপকারীকে এরূপে নষ্ট করিল, সেই কৃতঘ্ন আমাদিগকে শত্রু-পক্ষ জানিয়াও রক্ষা করিবে! তুমি সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা কি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ!

রাক্ষসবীর! যখন তোমার সহিত আমি দেবলোকে গমন পূর্ব্বক দেবগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম, তখন তাহার মধ্যে কি বিষ্ণু

ছিল না! এখন তুমি যাহা হইতে ভীত হইতেছ, সেই দেব বিষ্ণু কোথা হইতে আসিয়াছে! নিশাচর! তুমি নিজ-শরীর-রক্ষার নিমিত্তই ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ; পরন্তু ইহা যুদ্ধের সময়; ভগ্নোৎসাহ করিয়া দিবার সময় নহে। আমি পিতামহের প্রসাদে এত-দূর আধিপত্য লাভ করিয়াছি! ত্রিলোক আমার বশীভূত হইয়াছে! ঈদৃশ অবস্থায় আমি বীর্য্যহীন পরাক্রম-হীন রামকে কি নিমিত্ত প্রণাম করিব!

বিলাসিন! তুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া সুরাপান পূর্ব্বক উত্তম শয্যায় নিদ্রা যাও; তোমাকে নিদ্রাগত দেখিয়া রাম বা লক্ষ্মণ বিনাশ করিবে না। আমি রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বানরগণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ দেবগণকেও সংগ্রামে নিপাতিত করিব। তৎপরে আমি বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণুর অনুচর-বর্গকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব। যাও, যাও, শয্যায় শয়ন কর, বিলম্ব করিও না; চিরজীবী হও, সুখে থাক!

রাক্ষসরাজ রাবণ, কাল-প্রেরিত হইয়াই ভ্রাতাকে এইরূপ কহিলেন, এবং পুনর্ব্বার গর্ব্ব-সহকারে গর্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, নিশা-চর! [সীতা যে অযোনি-সম্ভবা ও ধরণী-প্রসূতা, তাহা আমি জানি; রাম যে বিষ্ণুর অবতার, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি; রামের হাতে যে আমার মৃত্যু হইবে, তাহাও আমার অবিদিত নাই; পরন্তু এই সমুদায় জানিয়া শুনিয়াই আমি সীতাকে হরণ করিয়া আনি-য়াছি; আমি কাম অথবা ক্রোধ নিবন্ধন জানকীকে হরণ করিয়া আনি নাই; পরন্তু আমার আন্তরিক অভিলাষ এই যে, আমি রামরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিব।]

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-গর্জ্জন।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাব-ণের তাদৃশ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষস-রাজ! সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন না; এক্ষণে রোষ ও সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ-হৃদয় হউন। রাক্ষসরাজ! আমি জীবিত থাকিতে এরূপ দুঃখ-সূচক বাক্য বলা আপনকার উচিত হইতেছে না! মহারাজ! আপনি যাহার নিমিত্ত পরিতপ্ত-হৃদয় হইতেছেন, আমি অদ্যই তাহাকে সংহার করিব। আপনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সকল সময়েই হিতবাক্য বলা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য; আমি সেই কারণেই ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুভাব-নিবন্ধন তাদৃশ বাক্য কহিলাম। এক্ষণে এ সময় প্রণয়-প্রবণ বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য ও অনুরূপ, তাহা আমি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অদ্য আমি সংগ্রামস্থলে শত্রুগণকে পরিমর্দ্দিত করিতেছি, দেখুন।

মহাবাহো! অদ্য আপনি দেখিতে পাই-বেন, আমি সংগ্রাম-ভূমিতে রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়াছি, এবং বানর-সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। মহাত্মন! অদ্য আমি

সংগ্রামে রামের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করিব, তাহা দেখিয়া আপনি সুখী ও সীতা দুঃখার্ত্তা হইবেন। যাহাদের ভ্রাতা পতি পুত্র প্রভৃতি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, লঙ্কানিবাসী সেই সমুদায় রাক্ষসগণও অদ্য অতীব প্রিয় রাম-মৃত্যু অবলোকন করুক। যে সমুদায় রাক্ষস, নিজ বন্ধুবান্ধবের নিধনে শোকার্ত্ত হইয়াছে, অদ্য আমি শত্রু বিনাশ করিয়া তাহাদিগেরও শোকাশ্রু প্রমার্জ্জিত করিব। অদ্য আপনি দেখিতে পাইবেন, পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহৎকায় সূর্য্য-তনয় বানররাজ সুগ্রীব, সংগ্রামে ত্রস্তশরীর হইয়া পতিত আছে। আমি যুদ্ধ বিশারদ; অদ্য আমি একাকীই যুদ্ধে গমন করিব। আমি আপনাকে একাকীই অনন্য-সাধারণ জয় করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। অতুল-বিক্রম! অতঃপর আর সংগ্রামের নিমিত্ত কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না। এই সমুদায় রাক্ষসবীর এবং আমি, আপনাকে রক্ষা করিতেছি; ঈদৃশ অবস্থায় আপনি দাশরথি রামকে জিঘাংসু দেখিয়া কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছেন! রাক্ষসরাজ! আমি সংগ্রামে অগ্রে নিপাতিত হইলে যদি রাম আপনাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে আর আমাকে পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে না।

পরন্তপ! এক্ষণে আপনি আর কোন রাক্ষসের প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ করিবেন না; আমি একাকীই আপনকার শত্রু নিপাত করিব। রিপুঞ্জয়! যদি দেবরাজ ইন্দ্র, যম, অনিল, অনল, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে অদ্য আমি তাহাদিগকেও সংগ্রামশায়ী করিব। আমার শরীর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, আমার দংষ্ট্রা সমুদায় সুতীক্ষ্ণ; ঈদৃশ অবস্থায় যদি আমি শিত শূল ধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করি, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হয়েন; অথবা আমার অস্ত্রেই বা প্রয়োজন কি! প্রচণ্ড পবন যেমন মহাবেগে বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে, নিরস্ত্র হইয়া আমিও যদি সেইরূপ বেগে রিপুগণকে পরিমর্দ্দিত করিতে থাকি, তাহা হইলে জীবনাভিলাষী কোন ব্যক্তিই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। যদি সাক্ষাৎ পুরন্দর আগমন করেন, তাহা হইলে তিনিও, শক্তি দ্বারা, গদা দ্বারা, অসি দ্বারা, অথবা সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর দ্বারা আমাকে নিবারণ করিতে পারেন না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে বজ্রপাণি ইন্দ্রকেও ভুজযুগল দ্বারা পরিমর্দ্দিত করিয়া বিনাশ করিতে পারি। রাম যদি আমার একটি মুষ্টির আঘাত সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার বাণ-সমূহ আমার শোণিতপান করিবে।

মহারাজ! আমি থাকিতে আপনি কি নিমিত্ত চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন! আমি এইক্ষণেই আপনকার শত্রু-সংহারের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যোগ করিতেছি। রাক্ষসরাজ! আমি আপনকার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য আমি, রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব হনূমান প্রভৃতি সকলকেই একবারে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

লঙ্কেশ্বর! অদ্য আপনি নিরুদ্বেগে সুরাপান পূর্ব্বক রমণীগণের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হউন। আপনকার যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। আপনকার মনোব্যথা বিদূরিত হউক। অদ্য আমার হস্তে রাম যমালয়ে গমন করিলে সীতা চিরকাল আপনকার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন!

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

মহোদর-বাক্য।

অস্ত্রধারী মহাবল কুম্ভকর্ণ, এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, এমত সময় মহোদর কহিল, কুম্ভকর্ণ! তুমি মহাবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও প্রাকৃত জনের ন্যায় গর্ব্ব-নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। এই রাক্ষসরাজ, সুনীতি বা দুর্নীতি সমুদায়ই অবগত আছেন; পরন্তু তুমি বালকোচিত বুদ্ধি নিবন্ধন বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ; দেশকাল-বিভাগজ্ঞ রাক্ষসরাজ, আপনার ও শত্রুগণের বৃদ্ধি, হানি ও স্থান পরিজ্ঞাত আছেন; প্রাকৃত-বুদ্ধি যে সমুদায় মহাবল ব্যক্তি বৃদ্ধের উপাসনা করে নাই, তাহারা যতদূর বলিতে পারে, তুমি তাহাই বলিয়াছ। যে যে লক্ষণ থাকিলে তোমার মতে লোকে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের আধার হয়; তুমি নিজ বুদ্ধিবলে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমাতে তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই। এই জগতে কামই সমুদায় ব্যক্তির ও সমুদায় কার্য্যের উদ্দেশ্য; পুণ্যকর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম উভয় হইতেই এই কামের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যবায়ের ফল, অধর্ম্ম ও অনর্থ; যাহাতে ইহলোকে পবিত্র হওয়া যায়, জীবগণ সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি কাম-পরতন্ত্র, সে কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।

যাহা হউক, রাক্ষসরাজের হৃদয়ে গুরুতর কার্য্যসাধনের অভিপ্রায় আছে; তন্মধ্যে তুমি একজনমাত্র শত্রু বিনাশ করিয়া মহারাজের কি দুঃখ দূর করিবে! তুমি এক জনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে প্রাকৃতিক হেতু প্রদর্শন করিতেছ, তাহাও অনুপপন্ন ও অসাধু। বিবেচনা করিয়া দেখ, যে মহাবল রাম, পূর্ব্বে জনস্থানে একাকীই বহুসংখ্য রাক্ষস নিপাতিত করিয়াছে, তুমি কিরূপে তাহাকে একাকী বিনাশ করিবে! যে সমুদায় মহাবল মহাতেজঃ-সম্পন্ন রাক্ষস পূর্ব্বে জনস্থানে রামের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছিল, তাহারা যে অদ্যাপি ভয়-বিহ্বল রহিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না! যে সমুদায় মহাবীর মহাত্মা রাক্ষস রামের সহিত একবার সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা অদ্যাপিও ভয়-ব্যাকুলিত হৃদয়ে স্বপ্নাবস্থায় রামকেই দর্শন করে।

কুম্ভকর্ণ! তুমি অজ্ঞান-নিবন্ধন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ও প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে প্রবোধিত ও সম্মুখীন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। তেজোবলে প্রজ্বলিত, ক্রোধভরে দুর্দ্ধর্ষ, সাক্ষাৎ মৃত্যুরও

দুর্ব্বিষহ রামকে কোন্ ব্যক্তি পরাস্ত করিতে পারে! এই সমুদায় সৈন্যে সমবেত হইয়া রামের সম্মুখে গমন করিলেও সংশয় স্থল; ঈদৃশ অবস্থায় আমার বিবেচনায়, তোমার একাকী সংগ্রামে যাওয়া কোন ক্রমেই উচিত বোধ হইতেছে না। প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ-সাধন-বিহীন কোন্ ব্যক্তি, সম্পূর্ণ-সাধন-সামগ্রী-সম্পন্ন জীবন-ত্যাগে কৃত-নিশ্চয় শত্রুকে বশীভূত করিতে পারে! রাক্ষসবীর! এই মনুষ্যলোকে যাঁহার সদৃশ কেহই নাই, যিনি ইন্দ্র ও ভাস্করের সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন, তুমি কিরূপে একাকী তাঁহার সহিত সংগ্রাম প্রত্যাশা করিতেছ!

রাক্ষসবীর মহোদর, রাক্ষসগণের মধ্য-স্থলেই সংরব্ধ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! আপনি বৈদেহীকে লাভ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন, নিরর্থক নানা উপায় চিন্তার আবশ্যক কি! আপনি যদি বৈদেহীকে বশ-বর্ত্তিনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাক্ষস-রাজ! সীতাকে বশীভূত করিবার একটি উপায় আমি নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছি, আমার বুদ্ধিতে তাহা উত্তম ও সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি নগরে ঘোষণা করুন, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ, বিতর্দন ও আমি, এই পাঁচ জন রামবধের নিমিত্ত যাত্রা করিতেছি। আমরা পাঁচ জন গমন পূর্ব্বক রামের সহিত যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব; যদি আমরা আপনকার শত্রু জয় করিতে পারি, তাহা হইলে কোন উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে না; পরন্তু যদি আপনকার শত্রু বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমরা রামনামাঙ্কিত শর দ্বারা নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া রুধির-লিপ্ত-শরীরে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এখানে আগমন করিব, এবং রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সমুদায় বানর-সৈন্য সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছি, এই কথা বলিয়া আপনকার চরণ-বন্দন করিব; আপনি প্রীতি-নিবন্ধন আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন; পরে কোন রাক্ষস গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে নগরে ঘোষণা করিবে যে, রামলক্ষ্মণ ও সমুদায় বানর-সৈন্য সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। অনন্তর আপনি প্রীত হইয়া ভৃত্যগণকে যথারুচি দান করিতে আরম্ভ করিবেন। আপনি যোধপুরুষদিগকে ভোগ্য-বস্তু, কাম্যবস্তু, দাস, দাসী, বিবিধ ধন, বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, অপূর্ব্ব অন্ন ও পেয় দ্রব্য ভূরি-পরিমাণে দান করিবেন; স্বয়ং আপনিও আনন্দ-সহকারে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইবেন।

এইরূপে জন-প্রবাদ প্রচারিত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইলে আপনি নির্জ্জনে সীতার নিকট গমন পূর্ব্বক ধন, ধান্য, রত্ন ও বিবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা সীতাকে প্রলোভিত করিবেন। মহারাজ! রামলক্ষ্মণ নিহত হই-য়াছে শুনিয়া, সীতা ভয় ও শোকে বিহ্বলা হইবেন; অকামা সীতা, নষ্টনাথা হইয়া

তৎকালে আপনকার বশীভূত হইবেন, সন্দেহ নাই। অনুরাগ-ভাজন ভর্ত্তা বিনষ্ট হইয়াছে শুনিলে নৈরাশ্য প্রযুক্ত ও স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত সীতা অগত্যা আপনকার বশীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সুখার্হা সীতা পূর্ব্বে চিরদিন সুখেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ইনি যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছেন; ইনি যখন জানিতে পারিবেন যে, ইহাঁর যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, সমুদায়ই আপনকার অধীন; তখন ইনি সর্ব্বতোভাবে আপনকার অধীনতা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

মহারাজ! আমি যে সুনীতি দেখাইতেছি, তাহাই অবলম্বন করুন। সংগ্রামে রামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান ও দৃষ্ট হইলেই অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই স্থানেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে, উৎসুক হইবেন না। ইহা দ্বারা সংগ্রাম ব্যতিরেকেই আপনি সুখলাভ করিতে পারিবেন।

মহারাজ! আপনি শত্রু-সেনা সন্দর্শন না করিয়া, জীবন সংশয়ে পতিত না হইয়া, বিনা যুদ্ধেই শত্রু জয় করুন। ভূপতে! আপনি এইরূপ করিয়া পুণ্য, যশ, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সমগ্র মহীমণ্ডল লাভ করুন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-নির্যাণ।

রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ, মহোদরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভর্ৎসনা পূর্ব্বক মহাবেগে শত্রু-সংহারক নিশিত শূল গ্রহণ করিলেন। এই শূল কৃষ্ণ-লৌহ-বিনির্ম্মিত, তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত, বজ্রসদৃশ তেজঃ সম্পন্ন, অশনি-সদৃশ ঘোরতর, দেবদানব-দর্পনাশক, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সংহারক ও শত্রু-শোণিত-রঞ্জিত। মহাতেজা কুম্ভকর্ণ, ঈদৃশ শূল গ্রহণ করিয়া রাবণকে কহিলেন, লঙ্কেশ্বর! আমি একাকীই সংগ্রামে গমন করিব; আপনকার সৈন্য আপনকার নিকটেই থাকুক।

রাক্ষসরাজ! আমি অদ্য দুরাত্মা রামকে বিনাশ করিয়া আপনকার ঘোরতর ভয় বিদূরিত করিব। আপনি নিঃসপত্ন হইয়া সুখী হউন। বীরগণ, নির্জ্জল জলধরের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না; দেখুন, অদ্য আমার গর্জ্জন সংগ্রামস্থলে কার্য্যেই পরিণত হইতেছে। যাঁহারা নিত্য অমর্ষান্বিত হয়েন না, ও প্রগল্ভ বাক্য কহেন না, সেই সমুদায় বীরই দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। মহোদর! যে সমুদায় রাজা বিক্লব, নির্ব্বোধ ও পণ্ডিতম্মন্য তাঁহাদের নিকটেই তোমার ঈদৃশ বাক্য নিয়ত সমাদৃত হইতে পারে। ভবাদৃশ কাপুরুষেরাই ত নিয়ত প্রিয়বাক্য দ্বারা রাজার চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া সমুদায় কার্য্যধ্বংস করিয়াছে! তোমাদিগের দোষেই লঙ্কার এই শোচনীয় কষ্টকর অবস্থা ঘটিয়াছে, অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইয়াছে, রাজকোষ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে! তোমরা নিতান্ত নির্লজ্জ! তোমরাই ত মহারাজের মন্ত্রী হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছ! আমি অদ্য পরাক্রম দ্বারা তোমাদের এই

বিষম দুর্নীতি অপনয়নের নিমিত্তই শত্রু-সংহারে সমুদ্যত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেছি।

রাক্ষসরাজ রাবণ, কুম্ভকর্ণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুনর্জ্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন। পরে তিনি ধীমান কুম্ভকর্ণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত কহিলেন, যুদ্ধ-বিশারদ! এই মহোদর রাম হইতে ভীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; এবং সেই ভয়-নিবন্ধনই সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইতেছে না। কুম্ভকর্ণ! তোমার ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত সুহৃদ আমার আর কেহই নাই; এক্ষণে শত্রুবধের নিমিত্ত গমন কর, বিজয়ী হও। পরন্তু আমার একটি কথা রক্ষা করিতে হইবে; তুমি সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা কর। তুমি যে অসহায় হইয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিবে, তাহা আমার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে না। বানরগণ মহাবল, মহাবীর, কার্য্যদক্ষ ও লঘুহস্ত; তাহারা তোমাকে একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে সংশয়াপন্ন করিতে পারে। পরম দুর্দ্ধর্ষ! এই কারণে বলিতেছি, তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া গমন কর। তুমি রাক্ষসগণের সহিত শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর মহাতেজা লঙ্কেশ্বর রাবণ, বেগে আসন হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্য-সদৃশ সমুজ্জ্বল মণি, কুম্ভকর্ণ-শরীরে নিবদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে তিনি অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়, কবচ, চন্দ্র-সদৃশ নির্ম্মল মহামূল্য হার এবং মহামূল্য কর্ণকুণ্ডল স্বয়ং পরাইয়া দিয়া বহুবিধ রত্নাভরণ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিব্য গন্ধ-মাল্যে বিভূষিত করিয়া দিলেন। মহাবাহু কুম্ভকর্ণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর, নিষ্ক প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইয়া সুসংস্কৃত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার কটিদেশে সুবর্ণময় শ্রোণী-সূত্র নিবদ্ধ হওয়াতে তিনি সমুদ্র মন্থনের সময় ভুজঙ্গবদ্ধ মন্দর-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে সর্ব্বাভরণ-ভূষিত বিক্রম-প্রকাশ-সমুদ্যত শূলধারী রাক্ষসবীর, ত্রিবিক্রম নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল কুম্ভকর্ণ, রাবণকে প্রণাম প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহার সারথি খর-শত-যুক্ত, পঞ্চ নল্ব[২] পরিমিত, সংগ্রাম-ধ্বজ-পতাকা-সমন্বিত, অষ্টচক্রবাহ্য, মহাজলদ-গম্ভীর-নির্ঘোষ, কৈলাস-শিখর-সদৃশ, দিব্য মহারথ আনিয়া উপস্থিত করিল; এবং জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইল। কুম্ভকর্ণ, মেঘ-গম্ভীর-নিঃস্বন সেই রথে যখন আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করেন, তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ, প্রশস্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। বহুসংখ্য রাক্ষসবীর, অপূর্ব্ব অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তুরঙ্গ মাতঙ্গ স্যন্দন প্রভৃতিতে আরোহণ পূর্ব্বক শঙ্খ-দুন্দুভি-নির্ঘোষ সহকারে মহারথ মহাবীর কুম্ভকর্ণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। পুরবাসী রাক্ষসগণ ও রাক্ষসরমণীগণ চতুর্দ্দিক

২। চারিশত হস্তে এক নল্ব হয়।

হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; কেহ বা ছত্র ধরিল। শোণিত-পান-মত্ত মদোৎকট রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ, এই ভাবে পরম সমারোহে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য মহাকায় নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ-ঘোররূপ লোহিতলোচন শস্ত্রপাণি পদাতি রাক্ষসগণ, মহাবল কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দেখিয়া শূল, খড়্গ, পট্টিশ, অসি, পরশ্বধ, বহু-ব্যাম পরিঘ, গদা, মুষল, শালস্কন্ধ, শতঘ্নী প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল।

লোম-হর্ষণ প্রতাপবান সুদারুণ মহাতেজা কুম্ভকর্ণ, পুরদ্বারে উপনীত হইয়া বহির্গত হইলেন। কুম্ভকর্ণের শরীরের বিস্তার একশত ধনু এবং দীর্ঘতা ছয়শত ব্যাম; তাঁহার চক্ষু দুইটি শকট-চক্রের ন্যায় করাল; আকার পর্ব্বত-শিখর-সদৃশ সুবৃহৎ।

দগ্ধশৈল-সদৃশ মহাবল মহাবাহু কুম্ভকর্ণ, পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া হাস্য করিতে করিতে রাক্ষসগণকে কহিলেন, পাবক যেমন শলভদিগকে দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ ক্রোধভরে প্রধান প্রধান সমুদায় বানরদল ধ্বংস করিব। অথবা, বনচারী বানরেরা আমাদের নিকট কোন অপরাধ করে নাই; কারণ, গৃহ উদ্যান প্রভৃতি ভঙ্গ করাই বানরজাতির স্বভাব; পরন্তু রাম ও লক্ষ্মণ, এই লঙ্কা অবরোধের মূল; এক্ষণে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেই বানরগণ আপনারাই মৃতবৎ হইয়া পড়িবে।

রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় চতুর্দ্দিকে ঘোর দুর্নিমিত্ত সমুদায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শুষ্ক-অশনি-যুক্ত মেঘ সমুদায় দারুণ স্বরে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল; সাগর-বন-সমেত বসুন্ধরা কম্পিত হইল; ঘোররূপ শিবাগণ, জ্বালাকবলিত মুখে শব্দ করিতে লাগিল; বিহঙ্গমগণ বামদিকে মণ্ডলাকারে গমন করিতে আরম্ভ করিল; একটি গৃধ্র আসিয়া রথের উপরি নিপতিত হইল; তাঁহার বামনয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, লোমহর্ষ হইল, চরণদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, স্বরভেদ হইয়াও পড়িল; এই সময় আকাশ হইতে প্রজ্বলিত উল্কা ভীষণস্বরে নিপতিত হইল; দিবাকর প্রভাহীন হইলেন; বায়ু আর প্রবাহিত হইল না। কৃতান্ত-বল-বিমোহিত কুম্ভকর্ণ, জীবন-নাশক এই সমুদায় উপস্থিত মহোৎপাত তৃণজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে গমন করিতে লাগিলেন।

সুবৃহৎপর্ব্বত-সদৃশ-প্রকাণ্ডকায় কুম্ভকর্ণ, পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া সুঘন-ঘন-সদৃশ অদ্ভুত বানর-সৈন্য দেখিতে পাইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বানরাশ্বাসন।

মহাবল কুম্ভকর্ণ, ক্রোধভরে নর্দ্দমান বহু রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া পুরদ্বার হইতে বহির্গমন করিলেন। পরে তিনি এরূপ উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিলেন যে, তদ্দ্বারা পর্ব্বত বিকম্পিত হইল, সমুদ্রে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, আকাশে যেন বজ্রনির্ঘোষ হইল।

ইন্দ্র যম ও বরুণের অবধ্য ভীষণ-লোচন কুম্ভকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া বানরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বালিপুত্র অঙ্গদ, বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। তিনি, গবাক্ষ শরভ নীল কুমদ প্রভৃতি মহাবল বানরবীরগণকে এবং অন্যান্য বানরগণকে কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ বীর্য্য, আভিজাত্য ও আপনাকে বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃতজনের ন্যায় ভীত-হৃদয়ে কোথায় গমন করিতেছ ! পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত হও, আগমন কর। তোমরা কি নিমিত্ত প্রাণরক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ ! এমন স্থান কোথায় আছে যে, সেখানে যাইলে তোমাদের মৃত্যু হইবে না ! যেখানে গমন কর, যদি সর্ব্বত্রই মৃত্যু হইবে স্থির থাকে, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় বীরপুরুষের সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। জীবন বা মৃত্যু কোন ব্যক্তিরই নিজায়ত্ত নহে। বানরবীরগণ ! যাহা বীরপুরুষের ধর্ম্ম, তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ঐ যে প্রকাণ্ড রাক্ষস আসিতেছে, সে যুদ্ধ করিতে পারিবে না, উহা কেবল একটি মহাবিভীষিকামাত্র। বানরগণ! তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই রাবণ মায়াবলে ঐ বিভীষিকা উপস্থিত করিয়াছে। তোমরা নিবৃত্ত হও; আমরা বিক্রম প্রকাশ দ্বারা উহাকে বিনাশ করিব।

যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে বানরগণ পরস্পর পরস্পরকে নিবর্ত্তিত করিয়া শিলা বৃক্ষ প্রভৃতি হস্তে লইয়া সংগ্রামার্থ দণ্ডায়মান হইল। তাহারা মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে নিবৃত্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, কেহ প্রকাণ্ড শিলা, কেহ বিশাল শালবৃক্ষ, এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য কুসুমিত পাদপ নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু কুম্ভকর্ণ কিছুতেই ক্ষুভিত হইলেন না। অনন্তর প্লবগ-প্রধান জ্বলন-সদৃশ ভীষণ-পরাক্রম দ্বিবিদ, একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহামেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড সেই পর্ব্বত, মহাকায় কুম্ভকর্ণের শরীরে না লাগিয়া বহুসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য চূর্ণ করিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা সমূহ ও কুসুমিত বৃক্ষ সমুদায় কুম্ভকর্ণের গাত্রে নিপতিত ও ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। অরণ্য-সমুত্থিত দাবাগ্নি যেরূপ বন সমুদায় প্রমথিত করে, ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণও সেইরূপ অতীব আয়াস-সহকারে মহাতেজঃ-সম্পন্ন বানরসৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল বানরগণও, ক্রুদ্ধ হইয়া গিরিশৃঙ্গ দ্বারা সহস্র সহস্র রাক্ষস-সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিল। শৈল-শৃঙ্গে আহত ও হত অশ্ব রথ বাহন রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা ও রুধির-ক্লেদে সংগ্রামস্থল দুর্গম হইয়া উঠিল। যুদ্ধ-লালস রথারূঢ় রাক্ষসগণ, গর্জ্জন পূর্ব্বক কালান্তক-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা বানরগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বানরগণও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও

রাক্ষসগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। রাক্ষস কর্ত্তৃক নিরস্ত বহুসংখ্য বানর, লোহিতার্দ্র-শরীর হইয়া রক্তকাঞ্চন-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত থাকিল। রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক জঘন্যভাবে হন্যমান বানরগণ, যে পথে সাগর পার হইয়াছিল, সেই পথেই ধাবমান হইল; তাহারা ভয়-নিবন্ধন বিষণ্ণ-বদনে নিম্নস্থান লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমাগত ধাবমান হইতে লাগিল; পশ্চাদ্দিকে আর দৃষ্টিপাত করিল না। কোন কোন বানর সমুদ্র পার হইয়া গেল; কোন কোন বানর আকাশ-পথে উঠিল; কোন কোন বানর বৃক্ষে আরোহণ করিল; কোন কোন বানর সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়া থাকিল, কোন কোন বানর পর্ব্বত-গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল; কোন কোন বানর পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিল; কোন কোন বানর ভূতলে নিলীন হইয়া রহিল; কোন কোন বানর একবার এ দিকে, একবার ও দিকে পলাইতে লাগিল।

অনন্তর অঙ্গদ, বানর-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, বানরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না; আইস, সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করি। বানরবীরগণ! তোমরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক মহীমণ্ডল-মধ্যে এমত স্থান পাইবে না যে, যেখানে লুক্কায়িত থাকিয়া জীবনরক্ষা করিতে পারিবে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হও; যুদ্ধ কর। তোমরা যখন শরীর ধারণ করিয়াছ, তখন তোমাদের এক সময় মৃত্যু হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। তোমরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়া মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ পাইবে! কি আশ্চর্য্য! তোমরা আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃতকল্প ও হত-চেতন হইয়া পলায়ন করিতেছ! স্ত্রীলোকের ন্যায় তোমাদের এই ত্রাস অতীব জঘন্য। বানরবীরগণ! তোমরা সকলেই বিস্তীর্ণ মহাবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; তোমরা যে এক্ষণে ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ, তাহা নিতান্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর! তোমরা যে সকলের সমক্ষে যুদ্ধের নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা ও বীরদর্প করিয়াছ, সেই মহত্ত্ব ও উদগ্রতা এক্ষণে কোথায় গেল! তোমরা যদি সংগ্রামে পলায়ন পূর্ব্বক জীবন ধারণ কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাদিগকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে; সকলেই ধিক্কার দিবে। বানরবীরগণ! ভয় পরিত্যাগ কর; সৎপুরুষ-নিষেবিত পথের অনুবর্ত্তী হও। এই মহাসংগ্রামে হয় আমরা শত্রু-সংহার পূর্ব্বক কীর্ত্তিলাভ করিব, না হয় জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলশায়ী হইব; পরন্তু যদি যুদ্ধে নিহত হই, তাহা হইলে দুর্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

বানরবীরগণ! পতঙ্গ যেমন দীপ্যমান দীপশিখার উপরি নিপতিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ঐ কুম্ভকর্ণও, রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইলে কখনই জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। অধুনা আমরা যদি পলায়ন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করি, তাহা হইলে এক জন রাক্ষস হইতে সমুদায়

বানর-সৈন্য পরাজিত হইল বলিয়া আমাদের মহা অযশ ঘোষিত হইবে।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় পলয়ান পরায়ণ ভীত বানরগণ, বীর-বিগর্হিত বচনে কহিল, 'রাক্ষস কুম্ভকর্ণ, আমাদিগকে ঘোরতররূপে বিমর্দ্দিত করিতেছে, এক্ষণে আমাদের সংগ্রামস্থলে থাকিবার সময় নহে; নিজ জীবন সকলেরই প্রিয়।' বানরগণ এই মাত্র বলিয়া ভীমলোচন ভীষণাকার রাক্ষস কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

বানরগণ ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে পলায়ন করিতেছে, দেখিয়া মহাবল অঙ্গদ বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা ও সম্মান-বর্দ্ধন দ্বারা বহুযত্নে সকলকেই বিনিবর্ত্তিত করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

কুম্ভকর্ণ-বধ।

অনন্তর মহাকায় বানরগণ, অঙ্গদের বাক্যে বিনিবর্ত্তিত হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষে দণ্ডায়মান হইল। মহাবল অঙ্গদের বাক্যে বানরগণের বল-বীর্য্য ও বিক্রম পুনর্ব্বার বর্দ্ধমান ও দ্বিগুণিত হইল। তাহারা পুনর্ব্বার সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের হর্ষ ও উৎসাহ সমুত্তেজিত ও বর্দ্ধমান হওয়াতে তাহারা জীবন রক্ষায় যত্নবান না হইয়াই তুমুল যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা কৃত-নিশ্চয় হইল যে, সংগ্রামে জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি পরাঙ্মুখ হইব না।

অনন্তর বানরবীরগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরি-শিখর সমুদায় উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাপ্রভাব কুম্ভকর্ণ, বানরগণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে দেখিয়া সুসংরব্ধ হৃদয়ে মেঘবিদ্রাবী মহাবায়ুর ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, গবাক্ষ, চন্দন-বানর, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান ও বিনত, এই নয় জন বানর-যূথপতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা সমুদ্যত করিয়া মহাবল কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ শিলা সমূহ যুগপৎ নিক্ষিপ্ত ও কুম্ভকর্ণের গাত্রে চূর্ণ হইয়া গেল। পরন্তু যূথপতিগণ, কুম্ভকর্ণের রথধ্বজ, অশ্ব, সারথি, সমুদায়ই শিলা-প্রহারে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় কুম্ভকর্ণ, সহসা রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধভরে শূল উদ্যত করিয়া মহাবেগে উৎপতিত হইলেন। পরে তিনি মহাবেগে শতশত সহস্র সহস্র বানর-সৈন্য চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত বানর-সৈন্যগণ নিহত ও গতাসু হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ কখন আট জন, কখন দশ জন, কখন ষোল জন, কখন বিশ জন, কখন ত্রিশ জন, বানরকে এককালে বাহু-যুগলে ধারণ করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। মহাবল

মদমত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলবন বিমর্দ্দিত করে, কুম্ভকর্ণও সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিমর্দ্দন পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

অনন্তর বানরবীর হনূমান, বহুবিধ বৃক্ষ ও শৈল-শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া কুম্ভকর্ণের শরীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মদোৎকট কুম্ভকর্ণ শূল দ্বারা সেই সমুদায় পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি নিশিত শূল সমুদ্যত করিয়া বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর হনূমান, কুম্ভকর্ণকে আসিতে দেখিয়া একটি পর্ব্বত-শিখর লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং তিনি কুপিত হইয়া সেই শৈল-শৃঙ্গ দ্বারা কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিলেন। কালান্তক-সদৃশ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাবেগ কুম্ভকর্ণ, শৈল দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; গুহ যেরূপ ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতের উপরি মহাশক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রাক্ষসবীরও সেইরূপ সমুজ্জ্বল-শিখা-সম্পন্ন সৌদামিনী-সমদর্শন মহাশূল সমুদ্যত করিয়া হনূমানের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। হনূমান সেই শূলে নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়া মুখ দ্বারা শোণিত-ধারা উদ্গীরণ পূর্ব্বক, শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসগণ, হনূমানকে ব্যথিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; বানরগণ ভীত হইয়া সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর বানর-সেনাপতি নীল, কুম্ভকর্ণের প্রতি একটি শৈল-শিখর নিক্ষেপ করিলেন কুম্ভকর্ণও শৈল-শিখর উপস্থিত দেখিয়া তাহাতে একটি মুষ্টি প্রহার করিলেন; শৈল-শিখর চূর্ণ হইয়া বিস্ফুলিঙ্গের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন, এই পাঁচ জন মহাবল বানরবীর, শৈল বৃক্ষ করতল ও মুষ্টি উদ্যত করিয়া কুম্ভকর্ণের নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার প্রকাণ্ড-শরীরে এককালে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; কুম্ভকর্ণ সেই সমুদায় প্রহার গাত্র-সংবাহনের (গা টেপার) ন্যায় বোধ করিলেন; কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ, মহাবীর্য্য ঋষভকে বাহু-যুগল প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; বানরবীর ঋষভ একান্ত নিষ্পীড়িত হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। পরে রাক্ষসবীর, শরভকে একটি মুষ্ট্যাঘাত, নীলকে একটি জানুর আঘাত ও গবাক্ষকে একটি চপেটাঘাত করিলেন; এই কয়েক জন বানরবীরও প্রহারে ব্যথিত, শোণিতাক্ত-কলেবর ও মোহাভিভূত হইয়া ছিন্ন কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। এইরূপে মহাবল বানর-যূথপতিগণ নিপতিত হইলে শৈল-সদৃশ সহস্র সহস্র বানরবীর এককালে ধাবমান হইয়া মহাশৈলের ন্যায় কুম্ভকর্ণ-শরীরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উত্থান করিলেন। পরে তাঁহারা নখ দ্বারা, দন্ত দ্বারা, জানু-প্রহার দ্বারা, মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা ও চপেটাঘাত দ্বারা কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড শরীর ছিন্নভিন্ন ও আহত

করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষস-ব্যাঘ্র কুম্ভকর্ণ, সহস্র সহস্র বানর কর্ত্তৃক আরূঢ় ও পরিব্যাপ্ত হইয়া মহীরুহ-পরিব্যাপ্ত মহীধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, ক্রুদ্ধ মহাবল রাক্ষসও সেইরূপ কর-যুগল দ্বারা সমুদায় গাত্র-মার্জ্জন পূর্ব্বক বানরগণকে আকর্ষণ করিয়া ভোজনার্থ মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; বানরগণও পাতাল-সদৃশ মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া কেহ নাসিকা দ্বারা কেহ কর্ণ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে রাক্ষসবীর, বানর-সৈন্যমধ্যে সমুদায় ভূমি মাংস-শোণিত-ক্লিন্ন করিয়া প্রবৃদ্ধ কালানলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শূল-হস্ত হইয়া বজ্র-হস্ত ইন্দ্রের ন্যায়, পাশ-হস্ত যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে পাবক যেরূপ শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করে, কুম্ভকর্ণও সেইরূপ বানর-সৈন্য দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনাপতি-বিহীন বানর-সৈন্যগণ, কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক হন্যমান ও ভয়-বিহ্বল হইয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

এইরূপে কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত বানরগণ, একান্ত ব্যথিত ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া রামলক্ষ্মণের নিকট গমন করিল। এ দিকে বানররাজ সুগ্রীব, মহাবল কুম্ভকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটি বিশাল শালবৃক্ষ লইয়া বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরে তিনি বানর-শোণিতে লিপ্ত-শরীর কুম্ভকর্ণকে বানর ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! তুমি আমার অনেক বীর নিপাতিত করিয়াছ; তোমার দারুণ দুষ্কর কর্ম্ম করা হইয়াছে; তুমি আমার সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়াছ; তুমি যে বিলক্ষণ যশ উপার্জ্জন করিয়াছ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; এক্ষণে ঐ বানরগণকে ত্যাগ কর; উহাদের দ্বারা তোমার কি হইতে পারে! আমি এই শালবৃক্ষের আঘাত করিতেছি, একবার সহ্য কর।

অনন্তর রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ, বানররাজের মুখে সত্ত্ব-ধৈর্য্য-সমন্বিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বানররাজ! তুমি প্রজাপতির পৌত্র, ও ঋক্ষরজার পুত্র; মহাত্মা ভাস্করের ঔরসে ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে তোমার জন্ম-পরিগ্রহ হইয়াছে। তুমি শ্রুত-পৌরুষ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিতেছ? আমি যে পর্য্যন্ত তোমাকে প্রমথিত না করিতেছি, তাহার মধ্যেই তুমি আপনার ক্ষমতা দেখাও।

অনন্তর সুগ্রীব, কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালানল-সদৃশ বিশাল শালবৃক্ষ বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে কুম্ভকর্ণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শালবৃক্ষ কুম্ভকর্ণের পাষাণ-সদৃশ হৃদয়ে নিপতিত হইবামাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরগণ বিষণ্ণ হইল; রাক্ষসগণ প্রমুদিত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণও শালবৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া বিশাল বদন বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যুৎ-সদৃশ মহাশূল বিঘূর্ণিত করিয়া বানর-রাজের

প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কাঞ্চন-বজ্র-সুশোভিত সুতীক্ষ্ণ শূল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবীর বানররাজ মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন। এই শূল সহস্র মণ কৃষ্ণ-লৌহে বিনির্ম্মিত ও সুদৃঢ়। বানরবীর প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ইহা ধরিয়া জানুর উপরি আরোপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।

মহাত্মা রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণ, নিজশূল ভগ্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বানররাজ, শৈল শৃঙ্গে আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসগণ, বানররাজকে ভূতলে পতিত ও অচৈতন্য দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ঘোরদর্শন অদ্ভুত-বীর্য্য কুম্ভকর্ণ, বানররাজকে অচৈতন্য দেখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘবাহী প্রচণ্ড অনিলের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাক্ষসবীর যখন সুগ্রীবকে লইয়া গমন করেন, তখন সংগ্রাম-ভূমিস্থিত রাক্ষসগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল। সুগ্রীব-গ্রহণে বিস্মিত দেবগণ, আকাশমার্গে কোলাহল করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রতুল্য-বীর্য্যশালী ইন্দ্র-শত্রু কুম্ভকর্ণ, বানররাজকে গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, এই সুগ্রীবই সকল অনিষ্টের মূল; এই সুগ্রীব নিহত হইলে রাম ও বানরগণ সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিবে; সন্দেহ নাই।

এই সময় মতিমান হনুমান দেখিলেন যে, বানর-সৈন্যগণ ইতস্তত পলায়ন করিতেছে, কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে লইয়া যাইতেছেন; তখন তিনি চিন্তা করিলেন, সুগ্রীব যখন রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, তখন এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য; যাহা ন্যায্য হইবে, তাহাই করিব। এক্ষণে আমি ঐ মহাপর্ব্বত-সদৃশ কুম্ভকর্ণকে সংহার করি। আমি এক মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা মহাবল কুম্ভকর্ণকে বিনিপাতিত করিলে বানররাজ মুক্ত হইবেন, বানরগণও পরিতুষ্ট হইবে। অথবা আমার তাহা কর্ত্তব্য নহে। বানররাজ যদি দেবগণ কর্ত্তৃকও গৃহীত হয়েন, তথাপি ইনি স্বয়ং নিজবলে মুক্ত হইয়া আসিতে পারেন। রাক্ষস ইহাঁকে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি আপনিই আপনাকে মুক্ত করিয়া আসিতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক শৈল-প্রহারে আহত হইয়া মহাবল বানররাজ এক্ষণে অচৈতন্য আছেন; ইনি মুহূর্ত্তকালমধ্যেই চৈতন্য লাভ করিয়া আপনার ও বানরগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যদি মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকে মুক্ত করিয়া দিই, তাহা হইলে ইনি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং ইহাঁর চিরন্তন-কীর্ত্তি লোপ হইবে; অতএব মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া বানররাজের পরাক্রম দেখি এবং এই সময় পলায়িত বানরগণকে আশ্বাস প্রদান করি।

পবননন্দন হনুমান, এইরূপ চিন্তা করিয়া পলায়িত বানরসৈন্যগণকে পুনর্ব্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; বানরগণও অতি কষ্টে আশ্বস্ত ও

মিলিত হইয়া বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংগ্রাম-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইল। এ দিকে কুম্ভকর্ণ, আগত-প্রাণ সুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। বিমান, গৃহ, গোপুর প্রভৃতি উচ্চস্থানস্থিত রাক্ষসেরা তাঁহার উপরি মাল্য ও পুষ্প বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল কুম্ভকর্ণের ভুজ-যুগল-মধ্যস্থিত মহাত্মা সুগ্রীব, বহু কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া লঙ্কা ও রাজমার্গ দর্শন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ত রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছি; এক্ষণে আমি কি করিতে পারি; যাহাতে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন ও বানরগণের অভীষ্ট-সাধন হয়, এক্ষণে তাহাই করিব।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, সহসা উৎপতিত হইয়া দন্ত দ্বারা কুম্ভকর্ণের নাসিকা দংশন পূর্ব্বক দুই হস্তে দুই কর্ণ ছিঁড়িয়া নখ দ্বারা দুই পার্শ্ব বিদারিত করিলেন। কর্ণ ও নাসিকা ছেদন হওয়াতে কুম্ভকর্ণও বেদনায় কাতর হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। পরে তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া রুধির-লিপ্ত-শরীরে সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। বানর-প্রবীর সুগ্রীবও কুম্ভকর্ণ কর্ত্তৃক ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশ-পথে উঠিয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন।

এ দিকে কর্ণ-নাসা-বিহীন মহাবল কুম্ভকর্ণ, শোণিতস্রাব দ্বারা প্রস্রবণযুক্ত মহাপর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসবীর, পুনর্ব্বার পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত ও ক্রোধ-বিস্ফারিত-লোচন হইয়া প্রজাক্ষয়কারী প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির ন্যায় বানর-সৈন্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাংস-শোণিত-গৃধ্নু বুভুক্ষিত এই কুম্ভকর্ণ, বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মোহ-নিবন্ধন রাক্ষস, বানর, ঋক্ষ প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই ভক্ষণ করিলেন। তিনি দুই তিন বা বহু বানর বা রাক্ষস এক হস্তে লইয়া নিজ মুখে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া মেদ ও রক্তধারা নিপতিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রোধে বর্দ্ধমান হইয়া মহাপর্ব্বতের ন্যায় ঘোর-দর্শন হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে বানরগণ, বিমর্দ্দিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট শরণাপন্ন হইল। পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্রও হস্তে সুবর্ণপৃষ্ঠ-বিভূষিত সুদৃঢ়-জ্যাযুক্ত শরাসন ও পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া বানরগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বানরগণে পরিবৃত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, শোণিত-প্লুত-সর্ব্ব-শরীর কিরীট-ধারী মহাকায় মহাবল কুম্ভকর্ণ, দুষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে সকলের প্রতিই ধাবমান হইতেছেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণ অবস্থান করিতেছে।

এই রাক্ষসবীরের শরীর বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড ও কাঞ্চন-বিভূষণে বিভূষিত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা

বিগলিত হইতেছে; তিনি মহামোহের বশবর্ত্তী হইয়া জিহ্বা দ্বারা আপনার মুখের রক্ত আপনিই চাটিতেছেন। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, কালান্তক-যম-সদৃশ, তেজঃ-প্রদীপ্ত রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণকে বানর-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে দেখিয়া শরাসন বিস্ফারিত করিলেন।

রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভকর্ণ, শরাসন-নির্ঘোষ শ্রবণ করিবামাত্র তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সময় অস্ত্র-শস্ত্র-বিশারদ শত্রু-সৈন্য-সংহারক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাঘোর অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রথমত তিনি কুম্ভকর্ণ-শরীরে শপ্তশর নিখাত করিয়া অন্যান্য বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল কুম্ভকর্ণ, মহাবীর্য্য লক্ষ্মণকে অতিক্রম পূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রতিই ধাবমান হইলেন। রামচন্দ্রও ভুজঙ্গরাজ-সদৃশ-প্রকাণ্ড-বাহু-সম্পন্ন ধরণীধর-সদৃশ-প্রকাণ্ড কুম্ভকর্ণকে বায়ু-পরিচালিত মেঘের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষসপতে! আমার নিকট আগমন কর; আমি এই সশর শরাসন হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছি। তুমি বিবেচনা করিবে যে, আমি তোমার যমস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছি। পাপাত্মন! তুমি ক্ষণকালমধ্যেই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ ইনিই রাম জানিতে পারিয়া সমুদায় বানরগণের হৃদয়-বিদারক মেঘগর্জ্জন-সদৃশ ভীষণ বিকট হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি বিরাধ নহি, খর নহি, দূষণ নহি, মারীচ নহি, বালীও নহি; আমি মহাতেজা কুম্ভকর্ণ। এই দেখ আমার ঘোর মুদ্গর; ইহা কৃষ্ণ-লৌহে বিনির্ম্মিত ও সুদৃঢ়; আমি পূর্ব্বে এই মুদ্গর দ্বারা দেবগণ ও দানবগণকে জয় করিয়াছি; আমি কর্ণ-নাসা-বিহীন বলিয়া আমার প্রতি ঔদাস্য করিও না; আমার কর্ণ-নাসা-চ্ছেদনে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই। ইক্ষ্বাকুনন্দন! তোমার কতদূর বল-বীর্য্য আছে, আমার এই শরীরে প্রদর্শন কর। আমি অগ্রে তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ করিব।

মহাবীর রামচন্দ্র, অকর্ণ কুম্ভকর্ণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ শর-সমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুম্ভকর্ণও সংগ্রামস্থলে বজ্রসদৃশ-বেগ-সম্পন্ন সায়ক-সমূহে আহত হইয়া কিছুমাত্র ক্ষুভিত হইলেন না। রামচন্দ্র যে বাণ দ্বারা সপ্ততাল ভেদ করিয়াছিলেন, তিনি যে বাণ দ্বারা বালীকে ও রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, বজ্রসদৃশ সেই সমুদায় বাণ, কুম্ভকর্ণ-শরীরে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র ব্যথিত করিতে পারিল না। মহেন্দ্র-শত্রু কুম্ভকর্ণ, মহাবেগে মুদ্গর ঘূর্ণিত করিয়া বারিধারার ন্যায় রামচন্দ্রের শরধারা বিতথ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কুম্ভকর্ণ, শত্রু-শোণিত-লিপ্ত দেবসেনা-বিত্রাসন উগ্রবেগ মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া রামচন্দ্রকে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র দিব্য অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কুম্ভকর্ণের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভকর্ণও রামবাণে বিদ্ধ ও

ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ধাবমান হইলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া অঙ্গার-বিমিশ্রিত অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতে লাগিল। মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত দিব্য সায়ক-সমূহ, কুম্ভকর্ণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে একান্ত পরিপীড়িত করিল; তিনি নিতান্ত বিহ্বল হওয়াতে তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত মুদ্গার ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবল কুম্ভকর্ণও যখন আপনাকে নিরায়ুধ দেখিলেন, তখন তিনি মুষ্টি দ্বারা ও চরণ দ্বারা বানর-সৈন্য পরিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর শর-নিকরে বিদ্ধ ও শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত হইল। তাঁহার শরীরের রক্তধারা দেখিয়া তাঁহাকে প্রস্রবণযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তীব্রকোপ ও রুধির সমাকুল কুম্ভকর্ণ, বানর ও রাক্ষস-গণকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! কুম্ভকর্ণ-বধের নিমিত্ত কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে; এই রাক্ষস এক্ষণে শোণিতগন্ধে উন্মত্ত হইয়াছে; এক্ষণে ইহার স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান নাই; এই রাক্ষস এক্ষণে বানর বা রাক্ষস কিছুই বাছিতেছে না; যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহাকেই ভক্ষণ করিতেছে। অধুনা বানরবীরগণ, ইহার শরীরে আরোহণ করুন; প্রধান প্রধান যূথপতিগণ, ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন; তাহা হইলে এই পাপাত্মা দুর্ম্মতি রাক্ষস, গুরুতর ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইবে; অন্যান্য বানরগণকে আর বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

অনন্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, নীল, কুমুদ, সুবাহু, অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-যূথপতিগণ, রাজকুমার লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কুম্ভকর্ণের শরীরে আরোহণ করিলেন। দুষ্ট হস্তী যেরূপ হস্তিপককে নিক্ষেপ করে, কুম্ভকর্ণও ক্রুদ্ধ হইয়া সেইরূপ শরীর বিকম্পিত করিয়া বেগে তাঁহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। মহামতি রামচন্দ্র, বানর-যূথপতিদিগকে নির্দ্ধূত দেখিয়া, কুম্ভকর্ণকে মহাপ্রভাব জানিয়া পুনর্ব্বার দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং তিনি ঐ দিব্য বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুদ্গর-সমেত কুম্ভকর্ণের একটি হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহু ছিন্ন হইবামাত্র কুম্ভকর্ণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র-বাণচ্ছিন্ন, গিরি-শৃঙ্গ-কল্প, মুদ্গার-ভূষিত সেই কুম্ভকর্ণবাহু, বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া বহু বানরের প্রাণ নষ্ট করিল; তখন ভগ্নাবশিষ্ট বানরগণ, ভীত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে গমন পূর্ব্বক রামচন্দ্র ও কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ, ছিন্নপক্ষ অচলের ন্যায় ছিন্নবাহু হইয়া একহস্তে একটি বিশাল শাল-বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। রামচন্দ্রও পর্ব্বত-শিখর-সদৃশ শালবৃক্ষ-বিভূষিত প্রকাণ্ড বাহু উদ্যত দেখিয়া বজ্র-সদৃশ-মহাবেগ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয়

হস্ত ছিন্ন হইয়া গরুড়-বিমুক্ত সর্পের ন্যায় যখন নিপতিত হইল, তখন তাহা বিলুণ্ঠিত হইয়া শিলা, বৃক্ষ, রাক্ষস, বানর, সকলকেই আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, ছিন্ন-বাহু কুম্ভকর্ণ বিকট চীৎকার করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন, তখন তিনি দুইটি নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয় ছেদন করিলেন। ছিন্নবাহু ছিন্নপাদ কুম্ভ-কর্ণ, বড়বামুখের ন্যায় মুখ বিবৃত করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে, চন্দ্রের প্রতি ধাব-মান রাহুর ন্যায় রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। রামচন্দ্রও হেমপুঙ্খ নিশিত শর-নিকর দ্বারা তাঁহার মুখবিবর পরিপূরিত করি-লেন; তখন তাঁহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকিল না; তখন তিনি অতিকৃচ্ছ্রে বিকট শব্দ করিয়া মোহাভিভূত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, প্রদীপ্ত-সূর্য্যমরীচি-তুল্য ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ কালান্তক-সদৃশ শত্রু-সংহা-রক অপ্রতিহত মহাবীর্য্য শত্রুকুল-ভয়ঙ্কর সুদারুণ ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, সমুজ্জ্বল-তেজঃ-সম্পন্ন এই দিব্য অস্ত্র পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কুম্ভকর্ণ-বধের নিমিত্ত এই নিশিত শর পরিত্যাগ করিলে উহা কুম্ভকর্ণের হৃদয় ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রামচন্দ্র অন্য একটি দিব্য শর গ্রহণ করিলেন; এই শর তিনি নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহার পূজা করিয়া থাকেন; ইহা দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় মহাভীষণ; ইহার পুঙ্খ বজ্র-লাঞ্ছিত-জাম্বূনদময়; ইহা প্রজ্বলিত হুতাশন ও সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত; ইহার বেগ বজ্রের ন্যায় ও অশনির ন্যায়। রামচন্দ্র; কুম্ভকর্ণের প্রতি এই দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিধূম-বৈশ্বানর-সদৃশ-প্রদীপ্ত, অশনি-তুল্য-বেগসম্পন্ন এই দিব্য সায়ক, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তেজোমণ্ডলে দশ দিক সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে দেবরাজ যেরূপ বৃত্রাসুরের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, রাম-পরিত্যক্ত এই বাণও সেইরূপ মহাপর্ব্বত-শিখর-সদৃশ, প্রকটিত-দংষ্ট্রা-বিভূষিত, উজ্জ্বল-চারু-কুণ্ডল-বিরাজ-মান কুম্ভকর্ণ-মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। রাক্ষস নিহত হইয়া যখন ঘোর নিনাদ পূর্ব্বক নিপতিত হইল, তখন তাহার শরীর-ভরে দুই সহস্র বানর প্রোথিত হইয়া গেল, লঙ্কার প্রাকার ও তোরণ কম্পিত হইল, মহোদধি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

অনন্তর হতশেষ নিশাচরগণ, রাক্ষসবীর কুম্ভকর্ণকে ভূতলে নিপতিত ও বিক্ষিপ্ত-বিভূষণ দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইল। তাহারা বানরগণের প্রহারে ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার কুম্ভকর্ণের নিপাত দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে বিকৃত স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রাসুর বিনাশ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ সংগ্রামে অপরাজিত সুরশত্রু কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া প্রীত হইলেন।

এইরূপে ভীমবল নিশাচর নিপতিত হওয়াতে হর্ষযুক্ত বানরগণ, প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-প্রফুল্ল বদনে অভিপ্রেত কার্য্যসাধক রামচন্দ্রকে পূজা করিতে লাগিল।

অনন্তর দেবগণ, মহর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, দেবর্ষিগণ, সুরগণ, অসুরগণ, ভূতগণ, সুপর্ণগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ সকলেই রামচন্দ্রের পরাক্রম দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণ বিলাপ।

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্রের হস্তে মহাকায় মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিপাতিত হইলে রাক্ষসগণ, রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। লঙ্কেশ্বর যখন শুনিলেন যে, মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি দুঃসহ শোকে সন্তপ্ত ও মোহাভিভূত হইয়া নিপতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায়ও পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহোদর ও মহাপার্শ্ব, মহাবীর রামচন্দ্রের হস্তে ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন শুনিয়া শোকাভিভূত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ, বহুক্ষণ পরে বহুকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কুম্ভকর্ণবধ-নিবন্ধন কাতর হৃদয়ে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শোক-ব্যাকুলিত বাক্যে কহিলেন, হা কুম্ভকর্ণ! হা মহাবল! হা রিপুদর্পহারিন! হা মহাবীর! তুমি দুর্দ্দৈব বশত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যমসদনে গমন করিয়াছ! এক্ষণে আমার অস্তিত্বই লোপ হইল! এক্ষণে আমি নাই বলিলেই হয়! আমি যাহার বলে দেবগণকেও ভয় করি নাই, এক্ষণে আমার সেই দক্ষিণ-বাহু পতিত হইল! হায়! যিনি দেবগণ ও দানবগণের দর্প চূর্ণ করেন, যিনি কালানল-সদৃশ দুঃসহ ও দুর্দ্ধর্ষ, তাদৃশ মহাবীরকে রাম কিরূপে নিপাতিত করিল! বজ্রাঘাত হইলেও যাঁহার শরীর ব্যথিত হয় না, সেই তুমি কিরূপে রামবাণে কাতর হইয়া ধরাশায়ী হইলে!

হায়! ব্যোমচারী দেবগণ ও ঋষিগণ তোমাকে নিহত দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে! হায়! অদ্যই কৃতকার্য্য বানরগণ, দুর্গে ও লঙ্কাদ্বারে আরোহণ করিবে! এক্ষণে আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই! সীতাকে লইয়া আমি কি করিব! আমি যখন কুম্ভকর্ণ-বিহীন হইলাম, তখন আর আমার জীবনেও স্পৃহা নাই! যদি আমি আমার ভ্রাতৃহন্তা রামকে বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার মরণই শ্রেয়; এ ব্যর্থ জীবনে আর আবশ্যক নাই! আমার অনুজ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যেখানে আছে, আমি অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব! আমি প্রিয়তম-ভ্রাতৃ-বিরহিত হইয়া কোন্ সুখে জীবন ধারণ করিব! কুম্ভকর্ণ! তুমি এক্ষণে নিহত হইয়াছ বলিয়া মৎকৃত পূর্ব্বাপকার স্মরণ পূর্ব্বক দেবতারা এক্ষণে

প্রহৃষ্ট হৃদয়ে হাস্য করিবে! আমি অতঃপর তোমা ব্যতিরেকে কিরূপে দেবরাজকে জয় করিব! কিরূপেই বা আমি মহাবল বরুণ ও বৈবস্বত যমকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব!

হায়! বিভীষণ যে সমুদায় হিতকর বাক্য বলিয়াছিল, এক্ষণে তৎসমুদায়ই ঘটিল! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন তৎকালে সেই মহাত্মার হিতবাক্য গ্রহণ করি নাই! হায়! বিভীষণের অভিশাপ এক্ষণে ফলিতেছে! কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হওয়াতে দুঃসহ শোক আমাকে প্রপীড়িত করিতেছে! আমি যে ধার্ম্মিক শ্রীমান বিভীষণকে পদাঘাত পূর্ব্বক অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি, তাহাতেই এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে!

রাক্ষসাধিপতি রাবণ, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে যমভবনে প্রস্থিত দেখিয়া এইরূপে বহুবিধ শোক করিতে লাগিলেন; এবং তৎকালে বিবেচনা করিলেন, তাঁহার মৃত্যু অদূরবর্ত্তী।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

ত্রিশিরোগর্জ্জন।

মহাত্মা দশানন এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় শোক-সন্তপ্ত ত্রিশিরা কহিল, মহাসত্ত্ব! বিভীষণ যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করেন নাই সত্য, কিন্তু যাঁহারা সৎপুরুষ, তাঁহারা আপনকার ন্যায় বিলাপ করেন না। আপনি একাকীই ত্রিভুবন পরাজয় করিতে পারেন; অতএব আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছেন! আপনকার ব্রহ্মদত্ত শক্তি, কবচ, শর, শরাসন ও মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দকারী, সহস্র-খরযুক্ত রথ রহিয়াছে; আপনি যখন অস্ত্র ব্যতিরেকে দেবদানবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন এক্ষণে সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত রামকে বিনাশ করিতে না পারিবেন!

অথবা মহারাজ! আপনি থাকুন, আমিই সংগ্রামার্থ যাত্রা করিতেছি। গরুড় যেরূপ সর্প সংহার করেন, আমিও সেইরূপ আপনকার শত্রুকে নিপাতিত করিব। অদ্য সকলে দেখিবেন, দেবরাজ যেরূপ শম্বরাসুর বধ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু যেরূপ নরকাসুর নিপাতিত করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ সংগ্রামে রামকে বিনাশ করিতেছি।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিশিরার মুখে তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুনর্জ্জন্ম হইল মনে করিলেন। দেবান্তক নরান্তক ও মহাতেজা অতিকায়ও ত্রিশিরার বাক্যশ্রবণ করিয়া, সংগ্রামার্থ সমুৎসুক হইলেন। এইরূপে শক্রতুল্য পরাক্রম রাবণ-তনয়গণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই রাবণ-তনয়গণ, সকলেই অন্তরীক্ষচারী, সকলেই মায়া-বিস্তার-বিশারদ, সকলেই দেবদানব-দর্পহারী, সকলেই সংগ্রাম-লোলুপ, সকলেই অস্ত্রবল-সম্পন্ন, সকলেই মহাকীর্ত্তি ও সকলেই সংগ্রামে অপরাজিত।

এই সময় লঙ্কেশ্বর রাবণ, ভাস্করতুল্যতেজঃ-সম্পন্ন শক্র-সৈন্য-প্রমাথী পুত্রগণে

পরিবৃত হইয়া মহাদানব-দর্পহারী দেবগণে পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

নরান্তক-বধ।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, পুত্রগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত করিয়া সুপ্রশস্ত আশীর্ব্বাদ-সহকারে সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি পুত্রগণের রক্ষার নিমিত্ত মহাবিক্রম মহোদর ও মহাপার্শ্ব, দুই ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রিশিরা, অতিকায়, নরান্তক, দেবান্তক এবং মহোদর ও মহাপার্শ্ব, এই ছয় জন মহাকায় মহাবীর, মহাত্মা রাক্ষসরাজকে প্রণাম পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সর্ব্বৌষধি-সুগন্ধি দ্রব্যে তাঁহাদিগের শরীর অনুলিপ্ত হইল। সংগ্রামাভিলাষী মহাবল ছয় জন রাক্ষসবীর, সংগ্রামগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মহোদর, নীলজীমূত-সদৃশ ঐরাবত-বংশ-সম্ভূত সুদর্শননামক মহাগজে আরোহণ করিল। এই রাক্ষসবীর সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন, তূণ-তোমর-সঙ্কুল, মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া অস্তাচল-শিখরস্থিত সবিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রাবণনন্দন ত্রিশিরাও উত্তম তুরঙ্গযুক্ত সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন মহারথে আরূঢ় হইল। এই রথ, কাঞ্চনময়-ধ্বজ-পতাকা ও পুষ্পমাল্যসমূহে সুশোভিত; ইহাতে শতশত-কিঙ্কিণীধ্বনি হইতেছে; ইহার বরূথ অতীব উত্তম; ইহার নেমিধ্বনি মেঘের ন্যায়। অনন্তর ত্রিশিরা রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন-ধারী হইয়া বিদ্যুৎ, উল্কা, জ্বালা ও ইন্দ্রচাপ সমলঙ্কৃত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার তিন মস্তকে তিনটি কিরীট থাকাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন, সুবর্ণময়-শৃঙ্গত্রয়-সম্পন্ন শৈলরাজ হিমালয়, শোভা পাইতেছে।

সমুদায়-ধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ অতীব তেজস্বী রাক্ষসরাজ-তনয় অতিকায়, অন্য এক উত্তম রথে আরেহণ করিলেন। এই রথের চক্র ও অক্ষ, রমণীয় ও সুসংযুক্ত; ইহার কূবর রথাবয়বের অনুরূপ; এই রথেও তূণ, সায়ক, প্রাস, পরিঘ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। ভাস্কর যেমন প্রভা দ্বারা শোভমান হয়েন, এই রাক্ষসবীরও সেইরূপ শোভা-সম্পন্ন বিচিত্র-কাঞ্চনময় কিরীট দ্বারা ও বহুবিধ ভূষণ দ্বারা শোভমান হইতে লাগিলেন। দেবরাজ যেরূপ দেবগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পান, মহাবল এই রাজকুমারও সেইরূপ রাক্ষসবীরগণে পরিবৃত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার নরান্তক কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় মনোজব শ্বেতবর্ণ মহাকায় অশ্বে আরোহণ করিল। এই রাজকুমার, উল্কা-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন পরিঘ ও শক্তি হস্তে লইয়া ময়ূরারূঢ় গুহের ন্যায় শোভমান হইল। রাবণনন্দন দেবান্তক, বজ্রভূষিত পরিঘ হস্তে লইয়া উৎপাটিত-মন্দর-পর্ব্বতধারী

বিষ্ণুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবল মহাপার্শ্ব, বিপুল গদা হস্তে লইয়া গদাপাণি কুবেরের ন্যায় বিরাজমান হইল।

এইরূপে মহাত্মা মহাবীর রাক্ষসগণ, অপূর্ব্ব অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যে সময় প্রস্থান করে, সেই সময় দেবলোকস্থিত সংগ্রাম-গর্ব্বিত দেবগণের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ, বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অম্বুদ-নিঃস্বন রথেআরোহণ পূর্ব্বক এই বীরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন কিরীটধারী পরম-শোভা-সম্পন্ন মহাত্মা রাজকুমারগণ, অম্বর-তলস্থিত সপ্তর্ষিগণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। এই রাজকুমারদিগের উপরি ধৃত শরৎকালীন মেঘমালার ন্যায় শ্বেতচ্ছত্রসমূহ হংসমালার ন্যায় অপূর্ব্ব দর্শন হইল। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ এই রাক্ষসবীরগণ, গমন কালে এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইল যে, সংগ্রামে হয় শত্রু নিপাত, না হয় জীবন বিসর্জ্জন করিব। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা রাক্ষসবীরগণ, যুদ্ধযাত্রা-কালে কখন গর্জ্জন, কখন চীৎকার, কখন সিংহনাদ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে ভেরী-নিনাদ, শঙ্খধ্বনি, পটহরব, ডিণ্ডিমশব্দ ও বহু-বিধ বাদ্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরদিগের আস্ফোটন, চীৎ-কার ও সিংহনাদ দ্বারা বোধ হইল যেন, মেদিনী প্রচলিত হইতেছে ও আকাশতল স্ফুটিত হইয়া যাইতেছে।

অনন্তর মহাবল রাক্ষসবীরগণ, পুরী হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বানর-সৈন্যগণ, শিলা ও বৃক্ষ উদ্যত করিয়া দণ্ডায়-মান আছে। মহাবল বানরগণও দেখিল যে, তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল, কিঙ্কিণী-শত-নিনা-দিত, নীল-জীমূত-সঙ্কাশ, সমুদ্যত-আয়ুধ-সম্পন্ন, প্রদীপ্তানল-রবি-সমদর্শন রাক্ষসবীর-গণে পরিবৃত রাক্ষস-সৈন্য আগমন করি-তেছে। সংগ্রাম-বিশারদ বানরবীরগণ, রাক্ষস-সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া মহাশৈল উদ্যত করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসগণ, বানর-যূথপতিদিগের তাদৃশ ভীষণ নিনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক সহ্য করিতে না পারিয়া অধিকতর ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। বানরবীরগণও পর্ব্বত-শৃঙ্গ উদ্যত করিয়া রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমুন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত পর্ব্বত সমু-দায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কোন কোন বানর, বৃক্ষ ও শিলা হস্তে লইয়া রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে আকাশপথে বা ভূতলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণ ও বানরগণ সংগ্রামে সিংহনাদ পূর্ব্বক শৈল-শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। বাণবর্ষণ দ্বারা বিকীর্ণ ভীষণ-পরা-ক্রম বানরবীরগণ, রাক্ষস-সৈন্যের উপরি শিলাবৃষ্টি ও পাদপবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। কালান্তক যম-সদৃশ ভীষণ ও শৈল-শৃঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড বানরবীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে রাক্ষসগণকে পর্ব্বত-শিখর দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন

বানরবীর সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে উঠিয়া রথীকে এবং কোন কোন বানরবীর, গজে উঠিয়া গজারূঢ় রাক্ষসবীরকে বিনিপাতিত করিলেন। শৈল-শৃঙ্গ-সদৃশ কোন কোন রাক্ষসবীর, বানরের মুষ্ট্যাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত বিচলিত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে রাক্ষসগণও, সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর দ্বারা বানরবীরদিগের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। এইরূপে বানরগণ ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শৈল, বৃক্ষ, নিশিত শূল, খড়্গ, মুদ্গর, শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই মহীতল আবৃত হইল। শোণিত-প্রবাহে সমুদায় স্থান প্লাবিত হইয়া গেল; যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসগণের ইতস্তত বিকীর্ণ পরিমর্দ্দিত পর্ব্বতাকার শরীর-সমূহে সংগ্রাম-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ ও বানরগণ, পরস্পর জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া পরস্পরকে আকৃষ্ট ও নিক্ষিপ্ত করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। নিজ জীবন রক্ষায় প্রযত্ন-বিহীন শত্রু-শোণিত-প্রলিপ্ত-শরীর মহাবল বানরবীরগণ, রাক্ষসগণকে যারপর নাই পরিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসগণ, বানর দ্বারা বানরকে, বানরগণ, রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে সংগ্রামে নিষ্পিষ্ট ও বিনষ্ট করিল। কোন কোন রাক্ষস, বানরের হস্ত হইতে শৈল-শিখর হরণ করিয়া বানর বিনাশ করিতে লাগিল; বানরগণও রাক্ষসগণের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাক্ষস বিনাশে প্রবৃত্ত হইল।

এইরূপে রাক্ষসগণ ও বানরগণ, শৈল-শিখর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সংগ্রামশায়ী করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। বানরগণ কর্ত্তৃক নিপাতিত ছিন্নবর্ম্ম, ভিন্নধনু রাক্ষসগণ, নির্যাসস্রাবী বৃক্ষসমূহের ন্যায় রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বানরবীর সংগ্রাম-ভূমিতে তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙ্গ, মাতঙ্গ দ্বারা মাতঙ্গ ও রথ দ্বারা রথ নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণও ক্ষুরাগ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, নিশিত শর, সুতীক্ষ্ণ বৈতস্তিক, শক্তি, তোমর, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরবীরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। বিকীর্ণ শিলা, শৈল, গদা, খড়্গ, পর্ব্বতাগ্র, ছিন্নবৃক্ষ, হত বানর, নিহত রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রাম-ভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল।

এইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে প্রহৃষ্ট বানরগণ কর্ত্তৃক রাক্ষসগণ নিপাতিত হইতেছে দেখিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। বানরগণও প্রহৃষ্টহৃদয়ে আস্ফোটিত ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। এই সময় রাক্ষসবীর নরান্তক, পবনতুল্য-বেগ-সম্পন্ন অশ্বে আরোহণ করিয়া নিশিত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক, মহার্ণবে প্রবিষ্ট সিন্ধুর ন্যায় বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্র-শত্রু মহাবীর নরান্তক, প্রদীপ্ত প্রাস দ্বারা এক এক প্রহারেই সপ্তদশ বানরবীর ভেদ পূর্ব্বক বানর-সৈন্য নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিল। ভূতগণ, বিদ্যাধরগণ, ও ঋষিগণ, অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় বানর-সৈন্য-মধ্য-বিহারী

মহাবল নরান্তককে দেখিতে লাগিলেন। নরান্তক যে দিকে গমন করিতে লাগিল, সেই দিকেই তাহার পথ পতিত পর্ব্বতাকার বানর শরীরসমূহে পরিবৃত ও মাংস-শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। বানরগণ বিক্রম-প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে না করিতেই নরান্তক তাহাদিগকে ছেদন করিয়া ফেলিল। বায়ু যেমন মহামেঘকে চালিত করে, মহাবল নরান্তকও সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিচালিত করিয়া সকল দিকেই বিচরণ করিতে লাগিল। যে দিকের বানরগণ দেখিল, যে প্রাসপাণি নরান্তক আসিতেছে, সেই দিকেই তাহারা মনে করিল যে, এই কালান্তক যম আসিয়া উপস্থিত হইল। বানরগণ যে সময় শৈল বা বৃক্ষ উৎপাটিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সময়েই তাহারা বজ্র দ্বারা আহত মহীধরের ন্যায় প্রাস দ্বারা নিহত হইয়া নিপতিত হইতে থাকে। তৎকালে বানরবীরগণ সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান করিতে কিম্বা পলায়ন করিতে অথবা স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইল না। নরান্তক স্থিত বা উৎপতিত সকল বানরকেই প্রাস দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরসৈন্যগণ, একমাত্র অন্তক-কল্প নরান্তক কর্ত্তৃক সূর্য্য-সন্নিভ প্রাস দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ যেরূপ অগ্নিস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, বানরগণও সেইরূপ বজ্র-নিষ্পেষের ন্যায় শব্দ এবং প্রাসের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। বানরবীরগণ যখন প্রাস দ্বারা নিহত হইয়া পতিত হয়েন, তখন তাঁহারা বজ্র-ভগ্ন নিপতিত পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে মহাকায় কুম্ভকর্ণ যে সমুদায় মহাবল বানরবীরের কিছুই করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এক্ষণে নরান্তক কর্ত্তৃক সংগ্রামে পরাজিত, বিদ্রাবিত ও নিহত হইলেন।

অনন্তর সুগ্রীব দেখিলেন যে, বানরসৈন্য, নরান্তক-ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতেছে; পরক্ষণেই তিনি দেখিতে পাইলেন, অশ্বারূঢ় প্রাসপাণি নরান্তক, সগর্ব্বে সেই দিকেই আগমন করিতেছে। তখন তিনি ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, যুবরাজ! অশ্বারূঢ় ঐ মহাবীর ঘোর রাক্ষস, বানর-সৈন্য বিক্ষোভিত করিতেছে; তুমি শীঘ্র গিয়া উহাকে সংহার কর। মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র, মেঘমণ্ডল হইতে যেরূপ সূর্য্য নির্গত হয়েন, মেঘ-সদৃশ সৈন্য-সমূহ-মধ্য হইতে অঙ্গদও সেইরূপ বহির্গত হইলেন। অস্ত্রশস্ত্র-শূন্য নখদংষ্ট্রা-বিশিষ্ট মহাতেজা অঙ্গদ, নরান্তকের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসবীর! স্থির হও; এই সমুদায় সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধে তোমার কি প্রয়োজন; আমার সহিত যুদ্ধ কর; সৎপুরুষ হও। তুমি আমার এই বজ্র-সদৃশ কঠিন স্পর্শ হৃদয়ে প্রাস নিক্ষেপ কর।

অনন্তর নরান্তক, অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সবলে অঙ্গদের বক্ষঃস্থলে সমুজ্জ্বল প্রাস

নিক্ষেপ করিল ; এই প্রাস অঙ্গদের বজ্রকল্প বক্ষঃস্থলে পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন, গরুড় কর্ত্তৃক ছিন্ন সর্পশরীরের ন্যায় প্রাস ভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া বালিতনয় মুষ্টি উদ্যত করিয়া তুরঙ্গমের মস্তকে আঘাত করিলেন। অচল-সদৃশ প্রকাণ্ড-কায় অশ্ব, সেই প্রহারেই ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার তালুদেশ মস্তক-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল; চক্ষু দুইটি স্খলিত হইয়া স্থানান্তরে নিপতিত হইল; জিহ্বা বহির্গত হইয়া পড়িল; মস্তকের কিয়দংশ চূর্ণ হইয়া স্থানান্তরে পড়িল। তখন মহাপ্রভাব নরান্তক, নিজ তুরঙ্গ নিহত ও নিপতিত দেখিয়া একান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া অঙ্গদের মস্তকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল; এই মুষ্টিপ্রহারে অঙ্গদের মস্তক নিষ্পিষ্ট হইল; তীব্র রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণকাল বেদনায় মোহাভিভূত হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক বিস্মিত হইলেন; এবং গিরি-শৃঙ্গ-সদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া বজ্রসদৃশ বেগে নরান্তকের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন। এই মুষ্ট্যাঘাতে নরান্তকের বক্ষঃস্থল নিষ্পিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গেল; মুখ হইতে শোণিত নির্গত হওয়াতে সর্ব্বাঙ্গ রুধিরপ্লুত হইল; নরান্তক বজ্রনিপাতে ভগ্ন অচলের ন্যায় মৃত ও ভূমিতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্ত্তৃক সংগ্রামে অতিবীর্য্য নরান্তক নিহত হইলে আকাশপথে দেবগণের ও ভূতলে বানরগণের তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।

অনন্তর ভীম-পরাক্রম অঙ্গদ, বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাদৃশ সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া রামচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিলেন; পরন্তু তিনি স্বয়ং বিস্মিত না হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামের নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

দেবান্তক-মহোদর-ত্রিশিরো-মহাপার্শ্ব-বধ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও পৌলস্ত্য মহোদর যখন দেখিল যে, নরান্তক নিহত হইয়াছে, তখন তাহাদের আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিল না। মহাবীর্য্য রাক্ষসবর মহোদর, মেঘ-সদৃশ মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া মহাবীর্য্য বালিপুত্রের প্রতি ধাবমান হইল। ভ্রাতার মরণে পরিতপ্ত মহাবল দেবান্তকও, ঘোর পরিঘ হস্তে লইয়া অঙ্গদকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ত্রিশিরাও মহাতুরঙ্গযুক্ত আদিত্য-সঙ্কাশ-রথে আরোহণ পূর্ব্বক অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। দেব-দর্প-হারী রাক্ষসবীরত্রয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত মহাবীর অঙ্গদ, মহাবিটপ-শালী একটি মহাবৃক্ষ উৎপাটন করিলেন এবং দেবরাজ, যেরূপ মহাশৈলে প্রদীপ্ত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই-রূপ ঐ মহাবৃক্ষ মহাবল দেবান্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর ত্রিশিরা আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর বানরবীর অঙ্গদ যখন দেখিলেন যে, বৃক্ষ ছিন্ন ও বিফল হইল, তখন তিনি বহুবিধ বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরাও ক্রোধভরে নিশিত সায়ক সমূহ দ্বারা বৃক্ষ ছেদন ও পরিঘ দ্বারা নিক্ষিপ্ত শিলা সমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অনন্তর বিবুধ-শক্র ত্রিশিরা, অঙ্গদের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; মহোদরও মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বজ্র-সন্নিভ তোমর দ্বারা অঙ্গদের কঠিন বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। এই সময় দেবান্তকও ক্রোধভরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গদের শরীরে পরিঘ প্রহার করিতে লাগিল।

রাক্ষসত্রয় কর্ত্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত মহাতেজা প্রতাপবান অঙ্গদ, কিছুমাত্রও ব্যথিত হইলেন না; তিনি একটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মাতঙ্গের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন; মাতঙ্গের চক্ষু দুইটি নিপতিত হইল এবং সে দারুণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তখন মহাবল বালিপুত্র, তাহার একটি দন্ত উন্মূলিত করিয়া দেবান্তকের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। দেবান্তক, মহাবায়ু-সমুদ্ধূত বৃক্ষের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িল; তাহার মুখ দিয়া লাক্ষারসের ন্যায় রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা মহাবল দেবান্তক, সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঘোরতর পরিঘ ঘুরাইয়া সবলে অঙ্গদকে প্রহার করিল; অঙ্গদও পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া জানু দ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়াই পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন। এই সময় ত্রিশিরা তাঁহাকে উত্থিত হইতে দেখিয়া আশীবিষ-সদৃশ ঘোরতর শরত্রয় দ্বারা তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। এই সময় হনূমান ও নীল, অঙ্গদকে রাক্ষসবীরত্রয় কর্ত্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত দেখিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। মহাবীর নীল, ত্রিশিরার প্রতি একটি শৈলশিখর নিক্ষেপ করিবামাত্র ত্রিশিরা সায়কসমূহ দ্বারা তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল; প্রস্তর সমুদায় বিদারিত হইল, বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালার সহিত সেই চূর্ণ গিরি-শৃঙ্গ ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর দেবান্তক, শৈল-শিখর চূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া হর্ষাতিশয়-নিবন্ধন পরিঘ লইয়া পবন-নন্দনের প্রতি ধাবমান হইল। বানরবীর হনূমান, দেবান্তককে আগমন করিতে দেখিয়া তাহার মস্তকে বজ্রের ন্যায় বেগে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। এই মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষস-রাজকুমারের মস্তক নিষ্পিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গেল; দন্তগুলি ও চক্ষুর্দ্বয় বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; জিহ্বা বহির্গত হইয়া লম্বমান হইতে লাগিল; দেবান্তক, হতজীবন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

দেবশক্র রাক্ষসবীর মহাবল দেবান্তক এইরূপে নিহত হইলে মহাবীর মহোদর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হুতাশন-নন্দন নীলের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বানর-সেনাপতি নীল, মহাবল রাক্ষসবীরের নিশিত শর-সমূহে আহত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া অচৈতন্য প্রায় হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বৃক্ষাদি

সমেত একটি শৈল উৎপাটন পূর্ব্বক বহুদূর উৎপতিত হইয়া মহাবেগে মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর সেই শৈল-নিপাতে মাতঙ্গের সহিত চূর্ণ ও গতাসু হইয়া বজ্রাহত মহীধরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ত্রিশিরা, পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা হনূমানকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; পবননন্দনও ক্রোধভরে তাহার প্রতি পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; মহাবল ত্রিশিরাও নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ পর্ব্বত ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবল বানর-বীর হনূমান, পর্ব্বতশিখর বিফলীকৃত দেখিয়া রাবণতনয়ের প্রতি বৃক্ষ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ত্রিশিরাও নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই দ্রুম-বৃষ্টি বিফল করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন হনূমান, ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, মৃগরাজ যেরূপ গজেন্দ্রকে বিদারিত করে, সেইরূপ নখ দ্বারা ত্রিশিরার অশ্বগণকে বিদারিত করিলেন।

অনন্তর অন্তক যেরূপ কালরাত্রি অবলম্বন করেন, রাবণ-নন্দন ত্রিশিরাও সেইরূপ শক্তি গ্রহণ করিয়া হনূমানের প্রতি নিক্ষেপ করিল। শক্তি যখন প্রদীপ্ত উল্কার ন্যায় আকাশপথে আগমন করে, তখন বানরবীর হনূমান লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া নিজ শক্তিবলে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং সিংহনাদ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বানরগণ যখন দেখিল যে, হনূমান বজ্রকল্প শক্তি ভগ্ন করিয়াছেন, তখন তাহারা প্রহৃষ্ট হৃদয়ে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ত্রিশিরা তৎকালে খড়্গ উদ্যত করিয়া বানরবীর হনূমানের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল; বানরবীর মহাবীর্য্য হনূমানও খড়্গ প্রহারে আহত হইয়া ত্রিশিরাকে একটি চপেটাঘাত করিলেন। মহাতেজা ত্রিশিরা সেই চপেটাঘাতে আহত ও হতচেতন হইয়া নিপতিত হইল; তাহার অস্ত্রশস্ত্র ও হস্ত স্রস্ত হইয়া পড়িল। ত্রিশিরা যে সময় পতিত হয়, সেই সময় বানরবীর হনূমান, তাহার খড়্গ লইয়া রাক্ষসদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরাও তাদৃশ সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক হনূমানকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল; মহাবীর হনূমান, তাদৃশ দুঃসহ মুষ্টিপ্রহারে এক বার কম্পিত হইলেন; পরক্ষণেই তিনি কুপিত হইয়া ঐ রাক্ষসবীরের কিরীটদেশে ধরিলেন। দেবরাজ যেরূপ ত্বষ্ট্‌-তনয়ের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ ক্রোধভরে সেই খড়্গ দ্বারাই ত্রিশিরার কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আকাশপথ হইতে যেরূপ নক্ষত্র নিপতিত হয়, আয়ত-লোচন পর্ব্বত-সন্নিভ প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ-ভাস্বর রাক্ষস-মস্তক-ত্রয়ও সেইরূপ ধরণীতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে দেবরাজ-সদৃশ-পরাক্রমশালী হনূমান, দেবশত্রু ত্রিশিরাকে বিনাশ করিলে

বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; পৃথিবী প্রকম্পিত হইল; সমুদায় রাক্ষস পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দেবান্তক নরান্তক মহোদর ও ত্রিশিরাকে নিহত দেখিয়া মহাবল মহাতেজা মহাপার্শ্ব, ক্রোধভরে তেজঃ-সম্পন্ন সর্ব্ব-লৌহময় গদা গ্রহণ করিল; এই গদার আকার ঐরাবতশুণ্ডের ন্যায় ভীষণ; ইহা দেখিলে সকলেরই অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়; ইহা শত-শত-হেম-পট্টে-বিভূষিত; ইহাতে শত্রুগণের শোণিত, মাংস ও মেদ অনুলিপ্ত রহিয়াছে।

মহাবল মহাপার্শ্ব, রক্তমাল্য-বিভূষিত তেজঃ-প্রদীপ্ত এই সুবিপুল গদা গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে প্রলয়াগ্নির ন্যায় সমুদায় বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। এই সময় বরুণ-নন্দন বানরবীর হেমকূট, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাপার্শ্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাক্ষসবীর মহাপার্শ্বও পর্ব্বতাকার বানরবীরকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে গদা প্রহার করিল। বানরবীর হেমকূট, তাদৃশ গদাপ্রহারে আহত, কম্পিত ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পুনঃপুন রুধির বমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধভরে প্রস্ফুরিত ওষ্ঠে মহাপার্শ্বকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাপার্শ্বের হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক গদা লইয়া সেই গদা দ্বারা তাহারই মস্তকে প্রহার করিলেন। মহাপার্শ্ব তাদৃশ ভীষণ গদায় চূর্ণীকৃত হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার দন্তগুলি ও চক্ষু স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপে রাবণভ্রাতা মহাপার্শ্ব নিহত হইলে, অর্ণবসদৃশ রাক্ষস-সৈন্য ভীত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জীবন রক্ষার নিমিত্তই পলায়ন করিতে লাগিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

অতিকায়-বধ।

অনন্তর, ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর দেব-দানব-দর্পহারী, মহাপ্রভাব, মহাতেজা, মহাবীর্য্য, মহাকায় অতিকায়, তাদৃশ লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রামে নিজ সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত, শক্রসম-পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণকে নিহত ও রাক্ষসবীর পিতৃব্যদ্বয়কে বিনিপাতিত দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তখন তিনি সহস্র-সূর্য্য-সংঘাত-সদৃশ ভাস্বর রথে আরোহণ পূর্ব্বক বানর-যূথপতিদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক আপনার নাম শুনাইয়া মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক সিংহনাদ দ্বারা এবং ভীষণ জ্যাশব্দ দ্বারা বানরগণকে বিত্রাসিত করিলেন। বানরগণও ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহার বৃহদাকার দেখিয়া ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের অন্তরালে বিলীন হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ, মহাকায় অতিকায়কে দেখিয়া ত্রস্ত হৃদয়ে শরণাগত-বৎসল পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। তখন মহাবীর রামচন্দ্র দেখিলেন যে, পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ডকায় অতিকায়, রথারোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায় কিয়দ্দূরে গর্জ্জন করিতেছেন। তিনি তাদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণকে সান্ত্বনা করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসবীর! ঐ পিঙ্গল-লোচন পর্ব্বত-সদৃশ মহাকায় মহাবীর কে? ঐ যিনি অশ্ব-সহস্রযুক্ত বিশাল স্যন্দনে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, যিনি সৌদামিনী-সমূহে সমলঙ্কৃত বারিধরের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, যিনি নিশিত শরনিকর শূল মুষল প্রাস ও তোমর-সমূহে শোভমান হইতেছেন, যাঁহার জ্যাযুক্ত হেমপৃষ্ঠ শরাসন, অম্বর-তলস্থিত ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় রথস্থ হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে, ঐ যে মহারথ রাক্ষসবীর, সূর্য্য-সন্নিভ রথদ্বারা রণভূমি সুশোভিত করিয়া আসিতেছেন, অর্করশ্মি-সদৃশ বাণ-সমূহে যিনি দশ দিক সমলঙ্কৃত করিতেছেন, যাঁহার ধ্বজের উপরি রাহু শোভা পাইতেছে, যাঁহার শরাসন ত্রিগুণ দীর্ঘ, ত্রিগুণ প্রণত, হেমপৃষ্ঠ ও শক্র-ধনুর ন্যায় সুশোভিত, যাঁহার মহারথে সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজ-পতাকা শোভা পাইতেছে, যাঁহার রথনির্ঘোষ, মেঘধ্বনি-সদৃশ, যাঁহার রথোপরি দ্বাত্রিংশৎ-সংখ্য তূণীর রহিয়াছে, যাঁহার কার্ম্মুক অতীব ভীষণ, যাঁহার গদা উগ্রদর্শন, যাঁহার রথের পার্শ্বে চতুর্হস্ত-মুষ্টি-বিশিষ্ট দশহস্ত দীর্ঘ দিব্য খড়্গদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাঁহার গলদেশে রক্তমাল্য, যাঁহার আকার মহাপর্ব্বত-সদৃশ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার মুখ কালের ন্যায় করাল, যিনি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার ভুজযুগলে কাঞ্চনময় অঙ্গদযুগল রহিয়াছে, হিমালয়-পর্ব্বত যেরূপ প্রদীপ্ত শৃঙ্গদ্বয়ে শোভমান হয়, সেইরূপ যাঁহার সুন্দরলোচন-বিভূষিত-বদন কুণ্ডলদ্বয়ে শোভমান হইতেছে, যিনি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, ইনি কে? বল। মহাবাহো! ঐ যাঁহাকে দেখিয়া বানরগণ ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, ঐ রাক্ষসবীর কে?

অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন রাজকুমার রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজা বিভীষণ কহিলেন, রঘুনন্দন! ইনি মহোৎসাহ-সম্পন্ন মহাতেজা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসরাজ দশাননের পুত্র; ইনি সংগ্রামে রাবণের সদৃশ; ইনি বৃদ্ধসেবী, শ্রুতিধর ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ; ইনি অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে পারেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর রাক্ষসবীর, সাম দান ও ভেদ বিষয়ে, নীতি-শাস্ত্রে ও মন্ত্রকার্য্যে সুনিপুণ। দেবগণ ও দানবগণ বলিয়া থাকেন যে, ইনি মহাপ্রভাবশালী; ইনি ধন্যমালিনীর পুত্র; ইহাঁর নাম অতিকায়। ইনি আত্ম-সংযম পূর্ব্বক তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শত্রু-সমূহ

পরাজয় করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহাঁকে বর দিয়াছেন যে, দেবগণ বা অসুরগণ ইহাঁকে বধ করিতে পারিবেন না। ইনি ঐ অভেদ্য দিব্য কবচ ও হিরণ্ময় রথ ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইনি শতশতবার দেবগণকে ও দানবগণকে পরাজয় করিয়া যক্ষগণ সংহার পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে রক্ষা করিয়াছেন। ইনি শরনিকর দ্বারা সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে বরুণদেবের পাশও ইহাঁর নিকট প্রতিহত হইয়াছে। ঐ দেব-দানব-দর্পহারী মহাবীর মহাবল রাবণ-তনয় অতিকায়, রাক্ষসগণের মধ্যে এক জন মহারথ। রঘুনন্দন! শীঘ্র ইহাঁর বধসাধন-বিষয়ে যত্নবান হউন; বিলম্ব করিলে ইনি বানর-সৈন্য ক্ষয় করিবেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহাবল অতিকায়, বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান মহাত্মা বানরবীরগণ, ভীষণ-শরীর অতিকায়কে রথস্থিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অঙ্গদ, কুমুদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ, ইহাঁরা পাদপ ও গিরি-শৃঙ্গ লইয়া এককালে আক্রমণ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ মহাতেজা অতিকায়, সুবর্ণমণ্ডিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় পর্ব্বত ও বৃক্ষ ছেদন করিতে লাগিলেন। ভীমকর্ম্মা মহাবল নিশাচর অতিকায়, সংগ্রামে সম্মুখবর্ত্তী সমুদায় বানরবীরকেই লৌহময় শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বানরবীরগণ শরবৃষ্টি দ্বারা প্রপীড়িত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া সংগ্রামে অতিকায়ের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। বলদর্পিত ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ মৃগযূথকে বিত্রাসিত করে, রাক্ষসবীর অতিকায়ও সেইরূপ সমুদায় বানর-সৈন্য বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন; পরন্তু বানর-সৈন্যমধ্যে যিনি যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহার প্রতি তিনি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। তিনি শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ক্রমশ অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, এই আমি সশর শরাসন ধারণ করিয়া সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান করিতেছি; আমি কোন সামান্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করি না; যাঁহার শক্তি আছে, যিনি যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী, তিনিই শীঘ্র আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন।

শত্রু-সংহারক সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, অতিকায়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে উত্থিত হইলেন এবং কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যা-নির্ঘোষ দ্বারা মহাশৈল, সাগর ও দশ দিক পরিপূরিত করিয়া অতিকায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মহাশরাসন আকর্ষণ করিলেন। রাক্ষসরাজ-তনয় মহাবল মহাতেজা অতিকায়, লক্ষ্মণের ভীষণ শরাসন-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি সমরোদ্যত লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রোষভরে নিশিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি বালক; অদ্যাপি তোমার তাদৃশ বল-বিক্রম

হয় নাই; তুমি ফিরিয়া যাও; আমি কালান্তক-যম-সদৃশ; তুমি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! অন্তরীক্ষচারী প্রাণীও আমার বাহু-পরিত্যক্ত বাণের বেগ সহ্য করিতে পারে না। সুপ্তসুপ্ত কালাগ্নিকে প্রবোধিত করা তোমার উচিত হইতেছে না; তুমি শরাসনের জ্যা মুক্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিও না; অথবা যদি তুমি গর্ব্বান্ধতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে দণ্ডায়মান হও; কিন্তু এখনই তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করিতে হইবে। এই দেখ, আমার নিকট শক্র-দর্পহারী নিশিত সায়কসমূহ রহিয়াছে। তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত এই বাণ সমুদায় মহাদেবের ত্রিশূলের ন্যায় অব্যর্থ। গ্রীষ্মকালে দিবাকর যেরূপ তীব্র কিরণ দ্বারা সলিল শোষণ করেন, সর্প-সদৃশ এই বাণও সেইরূপ তোমার শোণিত পান করিবে। আমি দেবলোকেও বিখ্যাত; তুমি অজাত-বীর্য্য ও বালক; আমি যদি তোমাকে বিনাশ করি, তাহা হইলে তাহাতে আমার যশ নাই; মোহ-নিবন্ধন যদি আমার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার যতদূর শক্তি আছে, অগ্রে বাণ ত্যাগ কর, পশ্চাৎ জীবন পরিত্যাগ করিবে।

মহাত্মা সংযতেন্দ্রিয় রাজকুমার লক্ষ্মণ, সংগ্রামস্থলে অতিকায়ের তাদৃশ ঘোরতর গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না, পরন্তু কহিলেন, কতকগুলি বাগ্‌জাল বিস্তার করিলেই বীর হয় না; যাঁহারা সৎপুরুষ তাঁহারা কখনই আত্মশ্লাঘা করেন না। দুরাত্মন! আমি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি; তোমার ক্ষমতা থাকে, কার্য্য দ্বারা আত্মবল প্রদর্শন কর। তুমি কতদূর শৌর্য্যশালী, কার্য্যে পরিণত কর; বৃথা আত্মশ্লাঘা করিও না। যিনি পৌরুষযুক্ত, তাঁহাকেই শূরবীর বলা যায়; তুমি রথারোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে আসিয়াছ; তোমার নিকট সশর শরাসন ও সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে; তুমি শরনিকর দ্বারা পার, অথবা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পার, নিজ পরাক্রম দেখাও; তাহার পর বায়ু যেরূপ পক্ব তালফল নিপাতিত করে, আমিও সেইরূপ নিশিত শরসমূহ দ্বারা তোমার মস্তক ভূতলে পাতিত করিব। দেবগণ যেরূপ অমৃত পান করিয়াছিলেন, আমার তপ্ত কাঞ্চন-ভূষণ সায়কসমূহও সেইরূপ তোমার দেহ হইতে রুধির পান করিবে। নিশাচর! তুমি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না; আমি বালক হই, বা বৃদ্ধ হই, তুমি নিশ্চয় জানিবে, অদ্য সংগ্রামে আমি তোমার কালান্তক যম।

অনন্তর মহাবীর অতিকায়, লক্ষ্মণের মুখে তাদৃশ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে উত্তম বাণ সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মণ আকাশপথেই সেই বাণ ত্রিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তখন অমর্ষান্বিত রাবণ-তনয়, লক্ষ্মণের প্রতি শতশত শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি

শতসহস্র শরনিকর দ্বারা লক্ষ্মণকে সমাচ্ছাদিত করিয়া তৎক্ষণাৎ বিভীষণ, বিভীষণের অমাত্যগণ ও যূথপতিগণের প্রতি বাণ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাভুজ রাক্ষসবীর শর বর্ষণ দ্বারা বানর-সৈন্য বিত্রাসিত করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহাসংগ্রামে লক্ষ্মণও রাবণ-তনয়কে শরবর্ষণ-সহকারে আগমন করিতে দেখিয়া অগ্নি-শিখা-সদৃশ শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বিদ্যাধর, যক্ষ, দেব, দেবর্ষি ও গুহ্যক গণ, তাদৃশ সংগ্রাম দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিলেন। রাক্ষসবীর অতিকায়, ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণও আশীবিষ-সদৃশ নিশিত-সায়ক আসিতেছে দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা অর্দ্ধপথেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর অতিকায় যখন দেখিলেন যে, তাঁহার শর ছিন্ন-শরীর সর্পের ন্যায় ছিন্ন হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধভরে এককালে পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পঞ্চবাণ লক্ষ্মণের নিকট না আসিতে আসিতেই মহাবীর লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে তিনি তেজোমণ্ডলে দেদীপ্যমান, একটি নিশিত সায়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মহাশরাসনে যোজনা করিয়া আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেন। আকর্ণ আকৃষ্ট বিসৃষ্ট বাণ, রাক্ষসবীর অতিকায়ের ললাটদেশে বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত হইয়া ভুজঙ্গেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাক্ষসবীর অতিকায়, রুদ্রবাণাহত ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় প্রকম্পিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার এই শত্রু শ্লাঘনীয় বটে! ইহার শর-নিপাতও চমৎকার!

রাক্ষসবীর অতিকায়, এইরূপে লক্ষ্মণের বল বিচার ও প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রথে উপবেশন পূর্ব্বক বাহু আস্ফোটন করিয়া রথ দ্বারা সংগ্রাম-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনর্ব্বার এককালে এক, তিন, পঞ্চ বা সপ্ত সায়ক সন্ধান করিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর-শরাসন-বিচ্যুত সূর্য্য-সদৃশ-দেদীপ্যমান হেমপুঙ্খ-বিভূষিত কালান্তক-সমকক্ষ সেই বাণসমূহ, আকাশতল সমুজ্জ্বল করিতে লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণও অসম্ভ্রান্ত হৃদয়ে বহুতর নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। রাবণ-তনয় অতিকায়, যখন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদায় শর বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধভরে একটি নিশিত মহাশর পরিত্যাগ করিলেন; ঐ বাণ যখন লক্ষ্মণের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তখন তিনি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রুধির স্রাব করিতে লাগিলেন ও বিকম্পিত হইলেন। পরে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে বিশল্য করিয়া একটি তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক

আগ্নেয় অস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন; তাঁহার শর ও শরাসন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাতেজা অতিকায়, ভুজঙ্গ-সদৃশ সৌর অস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ, কালদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শর অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায়ও তদ্দর্শনে সৌর অস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত প্রদীপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। উভয়ের বাণ আকাশতলে মিলিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তেজোমণ্ডলে দেদীপ্যমান সেই শরদ্বয়, পরস্পর নির্মথিত করিয়া নিস্তেজ ও ভস্মীভূত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর অতিকায়, ঐষীক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণও ঐন্দ্র অস্ত্র দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাবণ-নন্দন অতিকায়, ঐষীকাস্ত্র বিতথ দেখিয়া ক্রোধভরে যাম্য অস্ত্র যোজনা করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষ্মণও বায়ব্য অস্ত্র দ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন।

অনন্তর মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, ক্রোধাভিভূত অতিকায়ও সেইরূপ লক্ষ্মণের প্রতি অবিরল শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন লক্ষ্মণও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অতিকায়-বধের নিমিত্ত আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর সমূহপরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ-পরিত্যক্ত বাণ-সমূহ, অতিকায়ের হীরক-খচিত অভেদ্য কবচে নিপতিত ও ভগ্নশল্য হইয়া মহীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবল শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণ, নিজ সায়কসমূহ বিফল হইয়াছে দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণতর বলে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অভেদ্য-কবচ মহাবল অতিকায়, নিরন্তর শর-সমূহে তাড্যমান হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

মহাবীর লক্ষ্মণ যখন রাক্ষসবীর অতিকায়কে কোন ক্রমেই নিপীড়িত করিতে পারিলেন না তখন বায়ু আসিয়া তাঁহার কর্ণে কহিলেন, এই অতিকায় ব্রহ্মার বর-প্রভাবে অভেদ্য-কবচ হইয়াছে; তুমি কোন অস্ত্রেই ইহার কিছুই করিতে পারিবে না। দেবরাজ যেরূপ নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ কর।

ইন্দ্র-সদৃশ-মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ, বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিবামাত্র চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও দিক সমুদায় ত্রস্ত হইল; পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণ, যমদণ্ড-সদৃশ বজ্রকল্প সেই সুতীক্ষ্ণ মহাবাণ ব্রহ্মাস্ত্র-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবশত্রু রাবণ-তনয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এ দিকে অতিকায়, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সুবর্ণ-বজ্র-চিত্রিত-পুঙ্খ, জ্বলন-সদৃশ অমোঘ বাণ আসিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি বহুবিধ নিশিত শর-নিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ-পরিত্যক্ত বাণ কিছুতেই প্রতিহত হইল না। পরে অতিকায় যখন দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত

অনলের ন্যায় সেই বাণ মহাবেগে তাঁহার নিকটে আসিয়াছে, তখন তিনি অপ্রমত্ত হৃদয়ে শর দ্বারা, শক্তি দ্বারা, শূল দ্বারা, কুঠার দ্বারা ও মুষল দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রতি আঘাত করিতে লাগিলেন। অগ্নিকল্প ব্রহ্মাস্ত্র, মহাপ্রভাব সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ সুচারু-কিরীট সুশোভিত অতিকায়-মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ-বাণ-ছিন্ন শিরস্ত্রাণ-সমেত সেই মস্তক, হিমালয় শৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নিপতিত হইল।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ, ত্বরা পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল, রাক্ষসরাজ! নরান্তক দেবান্তক, মহোদর, অতিকায় প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণ সকলেই নিহত হইয়াছেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ।

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, অতিকায় প্রভৃতি বীরগণ নিপাতিত হইয়াছেন, তখন তিনি পুত্রশোকে ও ভ্রাতৃশোকে হত-চেতন ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একান্ত কাতরতা-নিবন্ধন তিনি তৎকালে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। সদস্যগণ, রাক্ষসরাজ রাবণকে শোক ও দুঃখে একান্ত অভিভূত দেখিয়া সকলেই চিন্তাকুল হইল; কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। অনন্তর রাক্ষসরাজ-তনয় মহারথ ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষসরাজকে শোকার্ণবে নিমগ্ন ও দীন-ভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, পিত! রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি কি নিমিত্ত মোহাভিভূত হইতেছেন! ইন্দ্রজিতের বাণে অভিহত হইয়া সংগ্রামে কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আপনি দেখিবেন, অদ্যই আমার নিশিত শরনিকর দ্বারা গতায়ু রাম ও লক্ষ্মণের সর্ব্ব শরীর পরিব্যাপ্ত হইবে; তাহারা আমার বাণে নির্ভিন্ন ও স্রস্তদেহ হইয়া সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করিবে। মহারাজ! আমি অদ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি পৌরুষ ও দৈববলে রাম ও লক্ষ্মণকে অমোঘ শরসমূহ দ্বারা বিনাশ করিব। পূর্ব্বে বিষ্ণুর যেরূপ বিক্রম দৃষ্ট হইয়াছিল ইন্দ্র বৈবস্বত বিষ্ণু মিত্র বৈশ্বানর চন্দ্র সূর্য্য রুদ্রগণ ও সাধ্যগণ, অদ্য আমারও সেইরূপ অপ্রমেয় বিক্রম দর্শন করিবেন।

মহাবল রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত অনিলতুল্য-মহাবেগ-সম্পন্ন সুচিত্রিত মহারথে আরোহণ করিলেন।

শক্র-সংহারক মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্ররথ-সদৃশ মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ গমন করিলেন। বহুসংখ্য রাক্ষসবীর, মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দেখিয়া শরাসন, প্রাস, অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া

অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ প্রাস, কেহ মুদ্গর, কেহ নিস্ত্রিংশ, কেহ পরশ্বধ, কেহ গদা ধারণ করিয়া গজ-স্কন্ধে বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চলিল। শক্র-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। ঘোরতর শঙ্খ-নিনাদ ও ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল যেরূপ চন্দ্রমণ্ডলে সুশোভিত হয়, সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-শ্রেষ্ঠ সুবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত রাক্ষস-রাজ-তনয় শক্র-সংহারক ইন্দ্রজিৎও সেই-রূপ শঙ্খ-শশি-সমবর্ণ ছত্র দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে সুচারু চামর বীজ্যমান হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ, মহা-সৈন্যে পরিবৃত ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দেখিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি অপ্রতিরথ; কোন রথীই তোমার সহিত সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না; তুমি ইন্দ্রকেও সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছ; তুমি যে দীনহীন মনুষ্যকে বিনাশ করিবে, এ ত সামান্য কথা!

রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বযুক্ত রথে তৎক্ষণাৎ নিকুম্ভিলায় গমন করিলেন। পরে তিনি যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া রথ ও সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলেন। অগ্নিসদৃশ-মহাতেজা শক্র-সংহারক ইন্দ্রজিৎ, মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যখন হুতাশনে হোম করেন, তখন রক্ত-উষ্ণীষধারী রাক্ষসত্রয় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র, সমিৎ, বিভীতক, লোহিত বস্ত্র, কৃষ্ণলোহ-বিনির্ম্মিত স্রুব প্রদান করিতে লাগিল। রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ ঐ সমুদায় দ্রব্য, শর ও তোমর অগ্নির চতু-র্দ্দিকে আস্তীর্ণ করিয়া জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগের কণ্ঠ হইতে রক্ত লইয়া সেই রক্তাক্ত সমিধ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নি ধূম-রহিত ও সমুজ্জ্বল শিখা-সম্পন্ন হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং এরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইল যে, ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী হইবেন। তপ্ত-সুবর্ণ-সন্নিভ দক্ষিণাবর্ত্ত অগ্নি, স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই হব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শক্র-সংহারী ইন্দ্রজিৎ, শর শরা-সন ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র আবাহন করিলেন। তিনি যে সময় অস্ত্রের নিমিত্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, সেই সময় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমেত আকাশতল বিত্রাসিত হইল। রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

এইরূপে ইন্দ্রজিৎ, অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণকে তর্পিত করিয়া অন্তর্ধানচর দিব্য রথে আরো-হণ করিলেন। তিনি আদিত্য-কল্প ব্রহ্মাস্ত্রে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যারপর নাই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন; পরে তিনি সৈন্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া সশর শরা-সন হস্তে সংগ্রামস্থলে গমন করিলেন; এবং জলধারাবর্ষী নীল-নীরদের ন্যায় অদৃশ্য

থাকিয়াই বানর-সৈন্যসমূহে শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরবীরগণ, ইন্দ্রজিতের শর-সমূহ দ্বারা ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া পড়িলেন; তাঁহারা ইন্দ্রজিতের মায়ায় অভিহত হইয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রাহত মহীধরের ন্যায় রণ-ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। বানরবীরগণ, মায়া দ্বারা প্রতিচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল বানর-সৈন্যমধ্যে বাণ-বর্ষণ হইতেই দেখিলেন।

এইরূপে মহাবীর রাক্ষসরাজ-কুমার ইন্দ্রজিৎ, বানর-সৈন্যের সমুদায় স্থলে বাণ বর্ষণ করিয়া সূর্য্য-প্রভা রোধ করিলেন। বানর-যূথপতিগণও ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, সবিস্ফুলিঙ্গ জ্বলন-সদৃশ তেজোবল-বৃংহিত শূল নিস্ত্রিংশ পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় উদ্যত করিয়া বানর-সৈন্যসমূহে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বানর-যূথপতিগণ, প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহারা ইন্দ্রজিতের অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের উপরি নিপতিত হইতে লাগিলেন। কোন কোন বানরবীর নিশিতশরে বিদ্ধ হইয়া আকাশ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে মায়াবল-সম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ, নিশিত শর, শূল, প্রাস প্রভৃতি দ্বারা সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, মহাবল হনুমান, জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী, গন্ধমাদন, মৈন্দ, গয়, গবাক্ষ, গোমুখ, কেশরী, পনস, সম্পাতি, সূর্য্যানন, জ্যোতির্ম্মুখ, দধিমুখ, ঋষভ, চন্দন, কুমুদ, পাবকাক্ষ, নল, তার, ধূম্র, শতবলি, দ্বিবিদ প্রভৃতি বানরবীরগণকে বিদ্ধ করিলেন।

মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, এইরূপে সুবর্ণ-পুঙ্খ-বিভূষিত শরনিকর দ্বারা বানরবীরগণকে ভূতলশায়ী করিয়া রামলক্ষ্মণের প্রতি বজ্র-সদৃশ শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতে যেরূপ বৃষ্টিধারা নিপতিত হয়, সেইরূপ অবিরল-ধারায় বাণবর্ষণে সমাচ্ছন্ন হইয়া অদ্ভুত-দর্শন রামচন্দ্র, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! সেই রাক্ষসবীর মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অদ্য ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বানর-সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক মায়া বিস্তার করিতেছে; অস্ত্রধারী ইন্দ্রজিৎকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না; কিরূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব! আমি বোধ করি, অচিন্ত্য ভগবান স্বয়ম্ভু, ইহাকে এই অমোঘ অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন! লক্ষ্মণ! অদ্য তুমি আমার সহিত অব্যগ্র হৃদয়ে এই ভীষণ বাণ-বর্ষণ সহ্য কর। এই রাক্ষসবীর বাণবর্ষণ দ্বারা সমুদায় দিক সমাচ্ছন্ন করিয়াছে; প্রধান প্রধান বীর সমুদায় নিপতিত হইয়াছে; এক্ষণে বানর-সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতেছে। আমরা যদি যুদ্ধোৎসাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক্ষণে হত-চেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হই, তাহা হইলেই নিশ্চয়

ঐ ইন্দ্রজিৎ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক জয়লক্ষ্মী সমর্পণ করিবে।

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এইরূপ পরামর্শ করিয়া শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ ও নিহতপ্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, রামলক্ষ্মণকে তাদৃশ অবসন্ন করিয়া হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; পরে তিনি রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতি সমেত সেই অপ্রমেয় বানর-সৈন্য হত-চেতন ও পরাজিত করিয়া দশানন-ভুজপালিত লঙ্কাপুরীতে তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হইলেন; এবং রাক্ষসরাজ রাবণকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্ব্বক প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছে।

রাক্ষসরাজ দশানন, মহারথ পুত্রের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং প্রশস্ত হৃদয়ে ইন্দ্রজিতের প্রশংসা পূর্ব্বক অন্তঃকরণ হইতে রামচন্দ্র জনিত মহাভয় বিদূরিত করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ওষধ্যানয়ন।

এইরূপে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমরশায়ী হইলে, বানর-সৈন্যগণ ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া পড়িল; তাহারা সকলেই বিগত-প্রভাব ও বিষণ্ণ হইয়া কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অনন্তর বুদ্ধি-সম্পন্ন মহাসত্ত্ব বিভীষণ, বানরবীরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বীরগণ! তোমরা কেহ ভীত হইও না; রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ চৈতন্য-রহিত হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু এক্ষণে বিষণ্ণ হইবার সময় নহে। ইঁহারা ইন্দ্রজিতের অস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষার নিমিত্তই মৃতবৎ হইয়া আছেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে এই অমোঘ পরম অস্ত্র দিয়াছেন। রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, যদি ব্রহ্মার সম্মান রক্ষার নিমিত্তই মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষাদের বিষয় কি!

অনন্তর পবননন্দন ধীমান হনূমান, কিয়ৎক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়া উত্থান পূর্ব্বক বিভীষণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, এই অস্ত্রহত বানর-সৈন্য-সমূহ-মধ্যে যে যে মহাবীর জীবন ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করা যাউক।

অনন্তর পবননন্দন হনূমান ও বিভীষণ, সেই রাত্রিতে উল্কা হস্তে লইয়া সংগ্রামভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও ঊরু, কাহারও চরণ, কাহারও অঙ্গুষ্ঠ, কাহারও শিরোধর ছিন্ন হইয়া আছে! সমুদায় বানরবীরের শরীরেই শোণিতস্রাব হইতেছে! পর্ব্বতাকারে পতিত বানরগণে ও প্রদীপ্ত অস্ত্রসমূহে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইয়া আছে!

বিভীষণ ও হনূমান দেখিলেন, সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান,

সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, জ্যোতির্ম্মুখ, দ্বিবিদ, কেশরী, ঋষভ, পনস, সম্পাতি, প্রঘস, গবাক্ষ, চন্দন, দধিমুখ, রম্ভ, বিনত, তার, নল প্রভৃতি বহুসংখ্য মহাবল বানরবীর হত ও আহত হইয়া সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত আছেন। এইরূপে রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, দিবসের অষ্টমভাগে, ষষ্টিকোটি বানর বিনিপাতিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর বিভীষণ ও হনুমান, সাগরোর্ম্মিসদৃশ ভীষণ বানর-সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিয়া পশ্চাৎ জাম্ববানের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় স্বভাবত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জাম্ববান শতশত শরনিকরে পরিব্যাপ্ত শরীর ও নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বিভীষণ, জাম্ববানকে ঈদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আর্য্য! সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আপনকার ত প্রাণ বিয়োগ হয় নাই? ঋক্ষরাজ আপনি ত বাঁচিয়া আছেন? আপনকার ত শরীরে বল আছে?

ঋক্ষরাজ জাম্ববান, বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব কষ্টে বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, রাক্ষসবর! আমি স্বর দ্বারা আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, আমি শরসমূহে নিপীড়িত ও এতদূর কাতর হইয়াছি যে, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। রাক্ষসবর! অঞ্জনা ও পবনের পুত্ররত্ন বানরবীর হনুমান ত বাঁচিয়া আছেন? জাম্ববানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ তাঁহার অভিপ্রায়-জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, ঋক্ষরাজ! আমরা যাঁহাদের নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতেছি, যাঁহারা আমাদের বলবীর্য্যের মূল, সেই রামলক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি কি নিমিত্ত অগ্রে হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি সুগ্রীব, অঙ্গদ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বায়ুনন্দন হনুমানের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন?

বিভীষণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ববান কহিলেন, আমি যে নিমিত্ত হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। দুর্দ্ধর্ষ হনুমান যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সমুদায় সৈন্য নিহত হইলেও পুনরুজ্জীবিত হইবে। হনুমান যদি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সকলে জীবিত থাকিতেও মৃত, সন্দেহ নাই। বিভীষণ এই বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, আর্য্য! বায়ু সম-বেগ-সম্পন্ন অগ্নি সম-তেজস্বী মহাবীর হনুমান বাঁচিয়া আছেন; তিনি আপনকার অনুসন্ধানের নিমিত্তই আমার সহিত এই এখানে আসিয়াছেন। তখন হনুমান, আপনার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ জাম্ববানের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনয় সহকারে প্রণাম করিলেন। ব্যথিতেন্দ্রিয় জাম্ববান, হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুনর্জ্জন্ম বলিয়া মনে করিলেন। কিঞ্চিৎপরে মহাতেজা জাম্ববান হনুমানকে কহিলেন, বানরবীর! নিকটে আইস; বানরগণের প্রাণ রক্ষা কর। তোমা ব্যতিরেকে অসাধারণ পরাক্রম-শালী আর কাহাকেও দেখি না;

এক্ষণে তুমি ঋক্ষ-বানরবীরগণকে ও সমুদায় সৈন্যগণকে জীবিত ও আনন্দিত কর। সংগ্রাম-ভূমিতে পতিত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে শল্য-রহিত করিয়া দাও।

বানরবীর! তুমি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্রের উপরি দিয়া বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া কৈলাস-শিখর ও ঋষভনামক কাঞ্চনময় পর্ব্বতে গমন করিবে; এই ঋষভ ও কৈলাস-শিখরের মধ্যে অসীম-প্রভা-সম্পন্ন সর্ব্বৌষধি-সমাযুক্ত বিচিত্র ওষধি-পর্ব্বত দেখিতে পাইবে; সেই পর্ব্বত-শিখরে দেখিতে পাইবে, চারি প্রকার ওষধি তেজো দ্বারা দশ দিক সমুদ্ভাসিত করিতেছে; সেই চারি-প্রকার ওষধির নাম, মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্য-করণী, স্ববর্ণ-করণী ও সন্ধানী। তুমি সেই চারি প্রকার ওষধি লইয়া শীঘ্র আগমন পূর্ব্বক বানরবীরগণের প্রাণ দান কর।

বানরবীর হনুমান, জাম্ববানের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তত্রত্য পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি পদভরে পর্ব্বত পরিপীড়িত করিয়া, জলবেগ দ্বারা জলধির ন্যায়, বলবীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তিনি পর্ব্বত-শিখরে দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পর্ব্বত, বানর-চরণ দ্বারা নির্ভিন্ন ও বিশীর্ণ-শিখর হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। হনুমানের পদভরে যে সময় এই পর্ব্বতের দ্রুম-শিলা বিধ্বস্ত হয়, সেই সময় রাক্ষসগণ দেখিল যেন, সেই পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হইতেছে; এই সময় পুরদ্বার ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহ ও গোপুর ভগ্নপ্রায় হইল; লঙ্কাস্থিত রাক্ষস-গণ, ভয়-বিহ্বল হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর হনুমান, চরণ দ্বারা পর্ব্বত আক্রমণ পূর্ব্বক বড়বামুখের ন্যায় উগ্রমুখ বিবৃত করিয়া ঘোরতর নিনাদ দ্বারা সমুদায় রাক্ষসকে বিত্রাসিত করিলেন। তিনি যখন ঘোর নিনাদ করেন, সেই সময় তাহা শুনিয়া লঙ্কাস্থিত রাক্ষসবীরগণ, ভয়-নিবন্ধন স্পন্দিত হইতেও পারিল না। এই-রূপে ভীষণ বিক্রম শত্রু-সংহারী হনুমান, দেব-গণকে নমস্কার করিয়া রামচন্দ্রের নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রচণ্ড-পরাক্রম হনুমান, মহাভুজঙ্গ-সদৃশ লাঙ্গূল উত্তোলন পূর্ব্বক পৃষ্ঠ অবনত ও শ্রবণ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া বড়বামুখ-সদৃশ মুখ বিস্তার পূর্ব্বক আকাশপথে উত্থিত হইলেন। তিনি গরুড়ের ন্যায় মহাবীর্য্য-সম্পন্ন, সুতরাং তিনি মহাভুজঙ্গ-সদৃশ ভুজ-যুগল প্রসারণ পূর্ব্বক দিক সমুদায় আকর্ষণ করিয়াই যেন সুমেরু পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-প্রাণীর ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক তরঙ্গ-মীন-সমাকুল সাগর অতিক্রম করিয়া ভূতল দর্শন করিতে করিতে বিষ্ণুকর-বিমুক্ত চক্রের ন্যায় বেগে গমন করিলেন। তিনি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তড়াগ, প্রধান প্রধান নগর ও সমৃদ্ধ-জনপদ-সমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে

পিতার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তিনি বায়ুপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে করিতে, শ্বেতমেঘ-সমূহ-সদৃশ-চারু-দর্শন-শিখর-সমূহে সুশোভিত, বহুবিধ-কন্দর-নির্ঝর-সমলঙ্কৃত, নানা-প্রস্রবণ-সম্পন্ন হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৃঙ্গ সমুদায় এবং মহর্ষি-সমূহ-সেবিত পবিত্র তপোবন সমুদায় দেখিলেন। সেই স্থানে তিনি ব্রহ্মঘোষপূর্ণ মুনিজনের আবাস, শক্রালয়, রুদ্রালয়, কিন্নরগণ, প্রদীপ্ত মানস সরোবর ও বৈবস্বত-কিঙ্করগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই স্থান হইতে তিনি বসুন্ধরার নানাদেশ, বজ্রাকর, কুবেরালয়, সূর্য্যপ্রভ ধ্রুব-নক্ষত্র, ব্রহ্মাসন ও শঙ্কর-কার্ম্মুক দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি হিমালয়-শিলা-সমুদায় কৈলাস-শিখর, ঋষভনামক কাঞ্চন-পর্ব্বত এবং তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বৌষধি প্রদীপ্ত দিব্য ওষধি-পর্ব্বত দর্শন করিলেন।

এইরূপে মহাবীর হনুমান, সহস্র-যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক দিব্য ওষধি পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ওষধি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কামরূপী দিব্য ওষধিগণও হনূমানকে ওষধির নিমিত্ত আসিতে দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন। মহাবীর হনুমান, ওষধি সমুদায় না পাইয়া ক্রোধভরে মুখ বিস্তার পূর্ব্বক ঘোরতর শব্দ করিলেন; পরে তিনি অমর্ষভরে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া শৈলরাজকে কহিলেন, অদ্রিরাজ! এ তোমার কিরূপ ব্যবসায়! রামচন্দ্রের প্রতি কি তোমার দয়া নাই! আমি এখনি তোমাকে নিজ বাহুবলে ভগ্ন করিব।

বানরবীর এই কথা বলিয়াই সুবর্ণ-বিভূষিত, বহুবিধ-ধাতু-সমলঙ্কৃত, নাগগণ-নিষেবিত সেই সমুজ্জ্বল-শৃঙ্গ মহাবেগে তৎক্ষণাৎ উৎপাটিত করিলেন। পরে তিনি সেই উৎপাটিত পর্ব্বত-শৃঙ্গ লইয়া সুরাসুর প্রভৃতি সমুদায় লোকের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সুরগণ ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রচণ্ডবেগে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ভগবান বিষ্ণু, পাবক-সমেত সহস্রধার চক্র ধারণ পূর্ব্বক ব্যোমচারী হইলে যেরূপ শোভমান হয়েন, পবন-তনয় হনুমানও সেইরূপ ওষধি-সমুজ্জ্বল সেই শৈল ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। লঙ্কাস্থিত বানরগণ, হনূমানকে পর্ব্বত লইয়া আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। হনূমানও বানরদিগকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিলেন। লঙ্কাস্থিত রাক্ষসগণ, বানরগণের তাদৃশ কোলাহল শুনিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরবীর, সেই বৃহৎ শৈলশৃঙ্গ লইয়া বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন। বানরগণ, তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ বীর্য্য অবলোকন করিতে লাগিল। বিভীষণও তাঁহার যার পর নাই প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই দিব্য মহৌষধির আঘ্রাণ লইয়া বিশল্য, ব্রণরহিত ও সুস্থ-শরীর হইলেন।

অনন্তর সমুদায় বানরগণ, প্রাতঃকালে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক

উত্থিত হইয়া উচ্চ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্ব্বান্তঃকরণে হনুমানের স্তব করিতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

সঙ্কুল-যুদ্ধ।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব, মনে মনে ইতি-কর্ত্তব্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক হনুমানকে কহিলেন, বানরবীর! কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসরাজ-কুমারগণ সকলেই অনুচর-বর্গের সহিত নিহত হইয়াছে; আমরাও সকলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে সংগ্রামের নিমিত্ত, পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছি; অতঃপর এই সংগ্রামের উপসংহার করা কর্ত্তব্য হইতেছে। বহুদিন হইল, আমরা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি; অতঃপর আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে পারিতেছি না; অতএব বানরবীর! আমাদিগের যে সমুদায় মহাবল মহাবীর্য্য বানরগণ আছে, তাহারা সকলেই উল্কা লইয়া চতুর্দ্দিক দিয়া লঙ্কায় আরোহণ করুক; আর বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না।

অনন্তর দিবাকর অস্তগত ও রজনীমুখ উপস্থিত হইলে বানরবীরগণ সকলেই উল্কা হস্তে লইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উল্কা-হস্ত বানরগণ কর্ত্তৃক তাড়িত আরক্তলোচন বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বানরবীরগণ সকলেই প্রহৃষ্ট হৃদয়ে গোপুর, প্রতোলী, হর্ম্ম্য ও বহুবিধ প্রাসাদ সমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন। সমুদ্দীপ্ত হুতাশন, সুবর্ণময়-তনুত্রাণ-বিভূষিত, অস্ত্রশস্ত্র ও মাল্যধারী, সুরাব্যাকুলিত-লোচন, মদ-বিহ্বলগামী, কান্তালম্বিত-হস্ত, গদা-খড়্গ-শূল-পাণি, রণ-গর্ব্বিত রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষস আহার করিতেছে, কোন কোন রাক্ষস আহারে বসিতেছে, কোন কোন রাক্ষস কান্তার সহিত অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিতেছে, এমত সময় চতুর্দ্দিকে আর্ত্ত রাক্ষসগণের হাহাকার শব্দ উঠিল। মধুপান-মত্ত কোন কোন রাক্ষস প্রিয়তমার হস্ত ধরিয়া মদস্খলিত পদে পলায়ন করিতে লাগিল; কোন কোন রাক্ষসী, পুত্র ক্রোড়ে লইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে ধাবমান হইল; কোন কোন রাক্ষসী, পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করাতে ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল; ইত্যবসরে প্রজ্বলিত হুতাশন দশ সহস্র রাক্ষস দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

গ্রীষ্মকালে প্রকাণ্ড শৈল-শিখরের ন্যায় গৃহ সমুদায় দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া কোটি কোটি পুরবাসী রাক্ষস, শরাসন, শূল, খড়্গ প্রভৃতি হস্তে লইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও শব্দায়মান হওয়াতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সুবর্ণ-বিভূষিত রত্ন বিচিত্রিত গবাক্ষ, অধিষ্ঠান-সমলঙ্কৃত মণিবিদ্রুম-বিচিত্র মহামূল্য অভ্রংলিহ গৃহ সমুদায়, ভীষণ শিখা বিস্তার পূর্ব্বক দগ্ধ হওয়াতে, তৎকালে লঙ্কাপুরী ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিল।

ক্রৌঞ্চ-নিনাদ, ময়ূর-ধ্বনি, এবং রাক্ষসীদিগের আর্ত্তনাদ ও ভূষণ-ধ্বনি, অগ্নিদাহ-ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া সকলকেই আকুলিত করিয়া তুলিল।

হুতাশন-প্রদীপ্ত তোরণ সমুদায়, বর্ষাকালে সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত জলদ-পটলের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। যে সমুদায় রমণী বিমানে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে পতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দারুণ শব্দে হাহাকার করিতে লাগিল। ভীষণ-হুতাশন-প্রদীপ্ত ভবন সমুদায়, বজ্রাহত পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। দূর হইতে দহ্যমান গৃহ সমুদায় দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, হিমালয়-শিখর সমুদায় দগ্ধ হইতেছে।

এই ভীষণ রজনীতে হর্ম্ম্য সমুদায়ের অগ্রভাগ দগ্ধ হইতেছে, তলপ্রদেশও প্রজ্বলিত হইতেছে; সুতরাং বোধ হইতেছে যেন, লঙ্কাপুরী অপরিমিত কিংশুক কুসুম সমুদায়ে পরিশোভিত হইয়াছে। উষ্ট্রগণ, তুরঙ্গগণ ও মাতঙ্গগণ বন্ধন-মুক্ত হওয়াতে লঙ্কাপুরী প্রলয়কালে উদ্‌ভ্রান্ত-গ্রাহ-সমাকুল মহার্ণবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। কোথাও মহামাতঙ্গ তুরঙ্গকে মুক্ত ও ধাবমান দেখিয়া মহাবেগে অন্য দিকে ধাবমান হইল; তুরঙ্গও মুক্ত মাতঙ্গ দর্শনে ভীত হইয়া অন্য দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রলয়কালে বসুন্ধরা যেরূপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে বানরবীরগণও লঙ্কাপুরী সেইরূপ প্রজ্বলিত করিলেন। স্ত্রী-পুরুষ-মুখ-সম্ভূত আর্ত্তনাদ ও সম্ভ্রম-ধ্বনি একত্র মিলিত হইয়া জলদ-নির্ঘোষের ন্যায়, দশ যোজন দূর হইতেও শ্রুত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ, দগ্ধ-শরীর রাক্ষসগণকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, ভীষণ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণের তর্জ্জন-গর্জ্জন ও রাক্ষসগণের বহুবিধ-নিনাদ একত্র মিলিত হইয়া, সমুদ্র ও দশ দিক অনুনাদিত করিল। এই সময় মহাতেজা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি ভীষণ-পরাক্রম বহু বানরবীরে পরিবৃত হইয়া সমরে অগ্রসর হইলেন। মহাধনুর্ধারী মহাবীর মহাত্মা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, বানরসেনা-মুখে অবস্থান পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া সংগ্রামার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। মহাবীর রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ ক্রতুধ্বংসী ভগবান মহাদেবের ন্যায়, শরাসন বিস্ফারিত করিলেন। পরে ক্রোধভরে জলবর্ষী মেঘের ন্যায় বাণ বর্ষণ দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের তুমুল কোলাহল, বানরদিগের তর্জ্জন-গর্জ্জন-শব্দ ও রামচন্দ্রের জ্যা-নির্ঘোষে দশ দিক পরিব্যাপ্ত হইল। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ প্রজ্বলিত পুর-গোপুর, রাম-চাপ-বিনির্মুক্ত সায়ক-সমূহ দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিশীর্ণ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

এ দিকে বিমান-সমুদায়ে ও গৃহ-সমুদায়ে রামচন্দ্রের শরসমূহ নিপতিত হইয়া সমুদায় বিধ্বস্ত করিতেছে দেখিয়া, রাক্ষসবীরগণ

তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান ও শর-সমূহে হন্যমান হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে মুহুর্মুহু চীৎকার পূর্ব্বক উৎপতিত হইতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসবীরগণ কেহ দহ্যমান হইতেছে, কেহ দগ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, কেহ যুদ্ধার্থ সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং সেই রাত্রে লঙ্কাপুরীতে তুমুল কাণ্ড হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট বানরগণ, যুদ্ধাভিলাষী হইয়া দ্বারদেশ অবরোধ পূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। বানররাজ সুগ্রীব তাহাদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত যুদ্ধে যিনি আমাদের প্রযত্ন বিতথ করিবেন, যিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবেন, তাহাকে রাজাজ্ঞা-বিরোধী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে। এইরূপে সুগ্রীব-বশবর্ত্তী বানরবীরগণ, যুদ্ধার্থ দ্বারে অবস্থান করিতেছে দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হইয়া উঠিল; তৎকালে তিনি দারুণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়স্থিত মনোরথ বিদূরিত হওয়াতে তিনি অমর্ষ-নিবন্ধন এতদূর আকুলিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শরীরে মূর্ত্তিমান ক্রোধ প্রকাশমান হইতে লাগিল।

অনন্তর ক্রোধাভিভূত রাক্ষসরাজ, সুবিখ্যাত বিরূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ শতদংষ্ট্র, রাক্ষসবীর উল্কাজিহ্ব, দুর্দান্ত বিদ্যুন্মালী এবং কুম্ভকর্ণতনয় কুম্ভ ও নিকুম্ভকে সংগ্রামার্থ প্রেরণ করিলেন; এবং সিংহের ন্যায় ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে সমুদায় মহাবল রাক্ষসবীরের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা সকলেই এই যুদ্ধে গমন কর; বিলম্ব করিও না।

যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসবীরগণ, রাক্ষসরাজের আদেশ অনুসারে সমুজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে লঙ্কার অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইল। কিঙ্কিণী-শত-নিনাদিত ধ্বজ-পতাকা-সমাকুল সেই রাক্ষস-সৈন্য, প্রজ্বলিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষণ-মাতঙ্গ-তুরঙ্গ-খর-রথ-সঙ্কুল, প্রদীপ্ত-শূল-গদা-খড়্গ-প্রাস-মুদ্গর-ধারী, ব্যাঘূর্ণিত-মহাশস্ত্র, বাণ-সংযুক্ত-কার্ম্মুক, শূরজন-সমাকীর্ণ, মহা-জলদ-গম্ভীর-নিস্বন, মহাঘোর রাক্ষস-সৈন্য আগমন করিতেছে দেখিয়া, দুর্দ্ধর্ষ বানর-সৈন্যগণও পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক মহাবৃক্ষ ও মহাশিলা উদ্যত করিয়া, তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল।

এইরূপে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যসমূহ দণ্ডায়মান হইলে, পতঙ্গগণ যেরূপ পাবকের অভিমুখে ধাবমান হয়, রাক্ষসগণও সেইরূপ মহাবেগে বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগের ভুজ-বিনির্মুক্ত অশনি শর প্রভৃতি সহস্র সহস্র অস্ত্রশস্ত্র বানর-সৈন্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। এ দিকে যুদ্ধাভিলাষী ভীষণ-পরাক্রম বানরবীরগণও মহাবৃক্ষ, মহাশিলা, ভীষণ করতল

ও ভীষণ মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে উৎপতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে নিপতিত হইয়া রাক্ষস-বীরগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসবীরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ মুষ্টি-প্রহারে নিষ্পিষ্ট হইয়া, প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক প্রমথিত ও ভগ্ন মহাবৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া প্রহার করিল; যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে পাতিত করিতেছে, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া পাতিত করিল; যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে ধরিতেছে, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া ধরিল; যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দংশন করিতেছে, তাহাকে অপর ব্যক্তি আসিয়া দংশন করিল। কেহ বিজয়ী হইয়া প্রফুল্ল বদন হইল; কেহ প্রহারে পরিপীড়িত হইতে লাগিল; কেহ কেহ শত্রুকে ক্লিষ্ট করিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ বা স্বয়ংই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িল।

এইরূপে বানরগণের সহিত রাক্ষসগণের মহাপ্রাস, ঋষ্টি, শূল, খড়্গ প্রভৃতি আয়ুধ-সমাকুল মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কেহ বলিল, যুদ্ধ দাও; কেহ বলিল, দিতেছি; কেহ বলিল, প্রহার সহ্য কর; কেহ বলিল, সহ্য করিতেছি; কেহ বলিল, বৃথা কেন ক্লেশ দিতেছ, অবস্থান কর; কেহ বলিল, অবস্থান করিয়াছি; এই সঙ্কুল-সংগ্রামে বানরগণ ও রাক্ষসগণের এইরূপ সম্ভাষণ হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরগণ এক এক প্রহারে সপ্তদশ বানর পাতিত করিল; বানরবীরগণও এক এক প্রহারে সপ্তদশ রাক্ষস নিপাতিত করিলেন। কোন কোন বানর, মুক্ত-বসন মুক্ত-কবচ আয়ুধ-পরিশূন্য রাক্ষসগণকে পাইয়া, পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে রাক্ষসগণ ও বানরগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রতিহত করিয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায়, হইয়া ক্রোধভরে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

কুম্ভ-বধ।

এইরূপ বীর-ক্ষয়কর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, যুবরাজ অঙ্গদ, বজ্রকণ্ঠের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্রকণ্ঠ অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া রোষভরে প্রথমত তাঁহাকে গদা প্রহার করিল। অঙ্গদ গদা দ্বারা আহত হইয়া, মূর্চ্ছিত হইলেন; পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়াই বজ্রকণ্ঠের প্রতি একটি প্রকাণ্ড শৈল-শিখর নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রকণ্ঠ, শৈল-প্রহারে প্রপীড়িত ও নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

বজ্রকণ্ঠের ভ্রাতা সকম্পন, সংগ্রামে মহাবীর অঙ্গদের হস্তে ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া, রথারোহণে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক মহাবল বানর-সৈন্য প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল; এবং সে অঙ্গদের

সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, বেগে রথ দ্বারা ধাবমান হইল। পরে এই মহাবেগ রাক্ষসবীর, কর্ণি শল্য বিপাঠ ও বহুবিধ নিশিত শরনিকর দ্বারা, বালিপুত্র প্রতাপবান অঙ্গদকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর অঙ্গদও কুপিত হইয়া সঙ্কম্পনের রথ অশ্ব ও শরাসন বিধ্বস্ত করিলেন। সঙ্কম্পন তৎক্ষণাৎ সেই উত্তম রথ পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে লম্ফ প্রদান দ্বারা আকাশপথে উত্থিত হইল। মহাবীর অঙ্গদও মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, তাহাকে ভুজ-যুগলে প্রপীড়িত করিয়া সিংহনাদ-সহকারে খড়্গ কাড়িয়া লইলেন; এবং সেই খড়্গ দ্বারাই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবল শোণিতাক্ষ, লৌহ-বিনির্ম্মিত ভীষণ গদা লইয়া হাস্য করিতে করিতে অঙ্গদকে প্রহার করিল। এই অবকাশে যূপাক্ষের সচিব মহাবল মহাবীর প্রজঙ্ঘ, রথারোহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে মহাবল অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইল। বানর-প্রবীর অঙ্গদ, শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, বিশাখা-নক্ষত্র-যুগলের মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় মহাবীর অঙ্গদ, একটি মুষ্টি প্রহার দ্বারা প্রজঙ্ঘের খড়্গ ভূতলে নিপাতিত করিলেন; মহাবীর প্রজঙ্ঘ বৈদূর্য্য-সদৃশ নির্ম্মল নিজ খড়্গ ভূতলে নিপাতিত দেখিয়া, বজ্রকল্প মুষ্টি উদ্যত করিয়া মহাবীর অঙ্গদের ললাটে প্রহার করিল; প্রতাপবান মহাতেজা অঙ্গদ, মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া একটি মুষ্টিপ্রহারে প্রজঙ্ঘের মস্তক বিদারিত করিলেন।

অনন্তর প্রক্ষীণশর যূপাক্ষ, পিতৃব্যকে পরাহত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ গ্রহণ করিল। মহাবীর অঙ্গদ যূপাক্ষকে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। এই সময় মৈন্দ ও দ্বিবিদ অঙ্গদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। মহাবল শোণিতাক্ষ, ভ্রাতা যূপাক্ষকে অঙ্গদ কর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া, পৃষ্ঠরক্ষক দ্বিবিদকে গদা প্রহার করিল। দ্বিবিদ ক্ষণকাল বিহ্বল হইয়া শোণিতাক্ষের হস্ত হইতে সেই উদ্যত গদা হরণ করিয়া লইলেন। এইরূপে শোণিতাক্ষ ও যূপাক্ষ, দ্বিবিদ ও অঙ্গদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ষণ উৎপাটন প্রভৃতি দ্বারা মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর দ্বিবিদ, নখ দ্বারা শোণিতাক্ষকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ক্রোধভরে ভূতলে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিলেন। পরস্পর জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া অঙ্গদের সহিত যূপাক্ষ এবং দ্বিবিদের সহিত শোণিতাক্ষ মিলিত হইয়াছে দেখিয়া রাক্ষসবীরগণ, খড়্গ শর গদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মহাকায় মহাবল রণ-গর্ব্বিত বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। এই সময় অঙ্গদ, দ্বিবিদ ও মৈন্দ এই তিন বানরবীর, যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের

সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর একীভূত হইলেন। মহাবল বানরবীরগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, রাক্ষসগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর প্রজঙ্ঘ, খড়্গপ্রহার দ্বারা সেই সমুদায় বৃক্ষ ছেদন করিতে লাগিল; তখন বানরবীরগণ, ক্রুদ্ধ হইয়া শিলা শৈল ও বৃক্ষ প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর যূপাক্ষ, কনক-ভূষণ শর-নিকর-দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন; মৈন্দ ও দ্বিবিদ, চতুর্দ্দিকে দ্রুমবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রতাপ শোণিতাক্ষ, গদাপ্রহারে তৎসমুদায় চূর্ণ করিল।

অনন্তর রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘ, পর-মর্ম্মবিদারণ সুবিপুল খড়্গ উদ্যত করিয়া মহাবেগে মহাবল বালি-পুত্রের প্রতি ধাববান হইল। মহাবল বানরবীর অঙ্গদও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; মহাবল প্রজঙ্ঘ, মহাবেগে মহাবলে যেমন খড়্গ প্রহার করিবে, এমত সময় অঙ্গদ, তাহার বাহুমূলে মুষ্টিপ্রহার করিলেন; সেই প্রহারে তাহার হস্ত হইতে সেই খড়্গ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। পরে অঙ্গদ তাহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। এই সময় বানর-যূথপতি মৈন্দ, যারপর নাই কুপিত হইয়া যূপাক্ষকে বাহু-যুগল দ্বারা প্রপীড়িত করিলেন। যূপাক্ষ, নিতান্ত নিষ্পীড়িত ও নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর রাক্ষস-সৈন্যগণ, সেনাপতিদিগকে নিহত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে কুম্ভকর্ণতনয় কুম্ভের নিকট গমন করিল; রাক্ষসবীর কুম্ভও সৈন্যগণকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া বিক্রম প্রকাশে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি মহাবেগে উৎপতিত হইয়া সংগ্রামে সুদুষ্কর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমাহিত হৃদয়ে মহাশরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক, পর-মর্ম্ম বিদারণ আশীবিষ-সদৃশ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। বানর-যূথপতি মৈন্দও ক্রোধাকুলিত হইয়া তাঁহার প্রতি শিলাবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মৈন্দ ও কুম্ভ জল-বর্ষণ-প্রবৃত্ত জলধরদ্বয়ের ন্যায়, পরস্পরের প্রতি শিলাবর্ষণ ও শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর কুম্ভের অপূর্ব্ব শরাসন, নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্গণ-পরিবৃত দ্বিতীয় ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর কুম্ভ আকর্ণাকৃষ্ট সুবর্ণ-ভূষিত সায়ক দ্বারা মৈন্দকে বিদ্ধ করিলেন। পর্ব্বত-শৃঙ্গ-সদৃশ বৃহৎকায় মৈন্দ, বাণবিদ্ধ, ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর দ্বিবিদ, ভ্রাতাকে সংগ্রামশায়ী দেখিয়া প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া কুম্ভের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; মহাবীর কুম্ভও হাস্য করিতে করিতে সপ্ত সায়ক দ্বারা তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সুবর্ণ-পুঙ্খ-বিভূষিত আশীবিষ-সদৃশ শর সন্ধান করিয়া দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন; দারুণ বাণ-প্রহারে মর্ম্মস্থলে আহত দ্বিবিদ, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

এই সময় বানরবীর অঙ্গদ, মাতুলকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধভরে মহাশিলা উদ্যত করিয়া কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন; রাক্ষসবীর কুম্ভও অঙ্গদকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া, উল্কাসদৃশ সায়ক-যুগল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বানরবীর অঙ্গদও কর-যুগল দ্বারা রুধির-পরিপ্লুত-নয়নজল পরিমার্জ্জিত করিয়া এক হস্ত দ্বারা একপার্শ্বস্থিত একটি বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন করিলেন, এবং তিনি বল পূর্ব্বক মহাবেগে কুম্ভের প্রতি সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ-তনয় কুম্ভ, নিশিত সপ্ত সায়ক দ্বারা অঙ্গদ-প্রহিত সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি অঙ্গদের হৃদয়ে মহাবেগে অগ্নিশিখা-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; বজ্র-সমস্পর্শ কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত ও পরিপীড়িত অঙ্গদ, মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরবীরগণ অঙ্গদকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পতিত ও অবসন্ন দেখিয়া উদ্যত-শরাসন কুম্ভের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। কোন কোন বানর-যূথপতি, সংগ্রাম ভূমি-স্থিত যুবরাজ অঙ্গদের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন; জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী, ক্রোধাভিভূত হইয়া কুম্ভকর্ণ-তনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন; মহাবল বানরবীরগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, বায়ু যেরূপ ঘোরতর মেঘ-সমূহকে নিরাকৃত করে, কুম্ভকর্ণ-তনয়ও শরবর্ষণ দ্বারা সেইরূপ নিরস্ত করিতে লাগিলেন। সমুদ্র-তরঙ্গ যেরূপ বেলা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, মহাবল বানরবীরগণও সেইরূপ বাণ-পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, বানরবীরগণকে শরবর্ষণে প্রতিহত দেখিয়া, ভ্রাতৃপুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া, বেগবান কেশরী যেরূপ শৈলসানু-বিহারী মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিবিধ বৃক্ষ-সমূহ উৎপাটন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ-তনয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ-তনয়ও বৃক্ষবর্ষণে আকাশতল সমাচ্ছাদিত দেখিয়া, সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্যভেদী ক্ষিপ্রহস্ত নিকুম্ভ কর্ত্তৃক নিশিত শরনিকর দ্বারা পরিব্যাপ্ত বৃক্ষসমূহ, ঘোরতর শতঘ্নীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাসত্ত্ব বানররাজ শ্রীমান সুগ্রীব, কুম্ভ কর্ত্তৃক বৃক্ষসমূহ ছিন্ন দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তিনি শরসমূহে ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া ও ক্ষণকাল তাহা সহ্য করিয়া, ইন্দ্র-শরাসন-সদৃশ কুম্ভের প্রকাণ্ড শরাসন সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এবং ভগ্নশৃঙ্গ মাতঙ্গসদৃশ কুম্ভকে রোষভরে কহিলেন, নিকুম্ভাগ্রজ! তোমার বল ও বীর্য্য অদ্ভুত; তোমার শক্তি ইন্দ্রজিতের তুল্য; তোমার

প্রভাব রাবণের তুল্য; তুমি মহামায়াবী মহাবীর্য্য ও শত্রু-প্রভাব-বল-দর্পহারী; একমাত্র তুমিই পিতার ন্যায় মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াছ; তুমি মহাবীর্য্য ও শত্রু-বিমর্দ্দনকারী; তুমি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ক্রোধভরে দেবগণকেও জয় করিতে পার। তোমার পিতৃব্য দশানন, লব্ধবর-প্রভাবে দেবদানবগণকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে; তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ, নিজ ভুজবীর্য্যেই দেবদানবগণকে পরিমর্দ্দিত করিয়াছে; তুমিও কুম্ভকর্ণের সদৃশ মহাবীর্য্য ও মহাবল; তুমি ইন্দ্রজিতের ন্যায় মহাধনুর্ধারী ও রাবণের ন্যায় মহাপ্রতাপ; সমুদায় রাক্ষসগণের মধ্যে একমাত্র তুমিই শ্রেষ্ঠ ও অতুল-পরাক্রম। মহাবীর! অদ্য তুমি সংগ্রামে কৃত নিশ্চয় হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়াছ; অদ্য শত্রু ও শম্বরাসুরের ন্যায়, তোমার সহিত আমার মহাসংগ্রাম হইবে, সকলে দেখিবেন। তুমি বহুবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছ; তোমার হস্তে আমার মহাবল মহাপরাক্রম বীরগণ নিপাতিত হইয়াছে। মহাবীর! আমি লোকে তিরস্কৃত হইব বলিয়া তোমাকে সংহার করি নাই; কারণ তুমি এক্ষণে ঘোরতর সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হইয়াছ; অতঃপর তুমি বিশ্রাম করিয়া আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ কর।

রাক্ষসবীর কুম্ভ, সুগ্রীবের এইরূপ সাভিমান বাক্যে প্রধর্ষিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায়, সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন; এবং যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে বানরবীর সুগ্রীব ও রাক্ষসবীর কুম্ভ মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বাহু দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; শ্রম-নিবন্ধন তাঁহাদের উভয়ের মুখ হইতেই সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল; পদভরে মহীতল নিমগ্নপ্রায় হইল; সাগর ক্ষুব্ধ হওয়াতে সাগর-তরঙ্গ সমুদায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, মহাবেগে কুম্ভকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন; কুম্ভও সাগরতলে নিপতিত হইলে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বত সদৃশ জল-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাক্ষসবীর কুম্ভ, সমুদ্র-সলিল হইতে উৎপতিত হইয়া পুনর্ব্বার সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং ক্রোধভরে তাঁহার হৃদয়ে বজ্র-কল্প একটি মুষ্টি প্রহার করিলেন; সুগ্রীবের চর্ম্ম স্ফুটিত হইয়া শোণিত-ধারা নির্গত হইতে লাগিল; এই মহাবেগ মুষ্টি, অস্থিমণ্ডলে প্রতিহত হইল; ইহার বেগে সুগ্রীবের তেজ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল; সুমেরু-পর্ব্বতে বজ্র নিপতিত হইলে যেরূপ অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হয়, সুগ্রীবের শরীরেও সেইরূপ শিখা দৃষ্ট হইল।

অনন্তর মহাবল সুগ্রীব, তাদৃশ মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া বজ্রের ন্যায় বেগ-সম্পন্ন মুষ্টি উদ্যত করিলেন, এবং জ্বালা-মালা-

সমাকুল সূর্য্যমণ্ডল-সদৃশ সেই মুষ্টি, কুম্ভের বক্ষঃস্থলে যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মহাবীর কুম্ভ, সেই প্রহারে বিহ্বল ও নিপীড়িত হইয়া অগ্নি শিখা বমন করিতে করিতে, আকাশতল হইতে নিপতিত মঙ্গল-গ্রহের ন্যায়, রণ-ভূমিতে নিপতিত হইলেন। কুম্ভ যখন মুষ্টি দ্বারা ভগ্নহৃদয় হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়েন, তখন রুদ্রাক্রান্ত ও ভূতলে নিপতিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার আকার দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে ভীষণ-পরাক্রম বানরপ্রবীর সুগ্রীব কর্ত্তৃক রাক্ষসপ্রবীর কুম্ভ নিপাতিত হইলে নদীবন-সমেত মহীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল; রাক্ষসগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িল।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

নিকুম্ভ-বধ।

অনন্তর সুগ্রীবের হস্তে ভ্রাতা কুম্ভ নিহত হইয়াছেন দেখিয়া, রাক্ষসবীর নিকুম্ভ ক্রোধভরে বানরগণকে দগ্ধপ্রায় করিয়াই যেন অশ্ব-সঞ্চালন করিলেন। তিনি স্রগ্দাম-বিভূষিত, পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত-পট্টবন্ধযুক্ত, গিরীন্দ্র-শিখরোপম, লৌহপাশ-নিবদ্ধ, সুবর্ণ-সমলঙ্কৃত, রাক্ষসভয়াপহারী, যমদণ্ড-সদৃশ, ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক, মহাবেগে তাহা ঘূর্ণিত করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক ভৈরব রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে নিষ্ক, বাহু-যুগলে অঙ্গদ, কর্ণে পরিষ্কৃত কুণ্ডল ও গলদেশে বিচিত্র মাল্য শোভমান ছিল। নিকুম্ভ এইরূপ বহুবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া সুদীর্ঘ পরিঘ ধারণ পূর্ব্বক শক্র-শরাসন-সুশোভিত সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবল নিকুম্ভের পরিঘাগ্র দ্বারা বায়ুগ্রন্থি প্রস্ফুটিত হইল; তিনি শিখা যুক্ত পাবকের ন্যায়, সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন; রাক্ষসগণ ও বানরগণ, ভয় নিবন্ধন স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইল না।

অনন্তর মহাবীর হনূমান, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ করিয়া নিকুম্ভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাবল নিকুম্ভ, সেই সমুজ্জ্বল ঘোরতর পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া মহাবল হনূমানের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন। সেই বিষম পরিঘ হনূমানের সুদৃঢ় বক্ষঃস্থলে আহত ও চূর্ণ হইয়া নভোমণ্ডল-স্থিত শত-শত উল্কার ন্যায় আকার ধারণ করিল। মহাবীর হনূমান, তাদৃশ পরিঘ প্রহারে ভূমি-কম্প-কালীন অচলের ন্যায়, কম্পিত হইলেন। পরে তিনি বজ্রকল্প মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবরাজ যেরূপ পর্ব্বতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর্য্য হনূমানের দারুণ মুষ্টি-প্রহারে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হইল; নিকুম্ভের চর্ম্ম স্ফুটিত হইয়া শোণিতধারা নিপতিত হইতে লাগিল। নিকুম্ভ একান্ত অধীর হইয়া মুহুর্মুহু বিজৃম্ভণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাক্ষসবীর নিকুম্ভ আশ্বস্ত হইয়া হনূমানকে গ্রহণ করিলেন। লঙ্কানিবাসী ও জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ, নিকুম্ভ কর্ত্তৃক হনূমানকে গৃহীত ও উদ্ধৃত দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। রাক্ষসরমণীরা এই ব্যাপার দেখিয়া, বলাবলি করিতে লাগিল যে, যে বানর আমাদের লঙ্কা দগ্ধ করিয়া গিয়াছিল, মহাবল নিকুম্ভ তাহাকে ধরিয়া আনিতেছেন।

কুম্ভকর্ণ-তনয়-কর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ হনূমান ঐ নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে একটি বজ্রকল্প মুষ্টি প্রহার করিলেন; পরে তিনি তাঁহার পার্শ্বদেশে দংশন করিয়া, বাহু-যুগল দ্বারা তাঁহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি আপনাকে মুক্ত করিয়া, পুনর্ব্বার ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান হইয়া, নিকুম্ভকে প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া ভুজ-যুগল দ্বারা ঐ ভীষণ শব্দায়মান নিকুম্ভের দেহ হইতে মস্তক উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সংগ্রামস্থলে, মহাবীর হনূমানের হস্তে আর্ত্তনাদ-সহকারে নিকুম্ভ নিপাতিত হইলে, বানর-সৈন্যগণ সকলেই যার পর নাই আনন্দিত হইল।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ।

মকরাক্ষ-নির্যাণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, মহাবীর কুম্ভ ও নিকুম্ভ নিহত হইয়াছেন; তখন তিনি ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তাঁহার এতদূর ক্রোধ ও শোক সমুদ্দীপিত হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র বাহ্য জ্ঞান ছিল না; পরে বহুক্ষণ তিনি চিন্তা করিয়া খর-পুত্র বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি বহুসংখ্য সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক, রামলক্ষ্মণ ও বানরগণকে বিনাশ করিয়া আইস। বৎস! তুমি নিজ ভুজবীর্য্য দ্বারা অবিলম্বে আমার শত্রু নিপাত কর; যাহাতে রাক্ষসগণের কণ্টক উদ্ধার হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। এই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, তোমার পশ্চাতে গমন করিবে। বৎস! তুমি খরের ন্যায় অসীম-বীর্য্য, অসীম-পরাক্রম, দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল, শৌর্য্যশালী মহাবল ও মায়াজাল-বিস্তার বিশারদ।

লঙ্কাধিপতি রাবণ, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক গন্ধ মাল্য বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা স্বয়ং মহাবীর মকরাক্ষের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। শূরমানী খর-নন্দন নিশাচর-বীর মকরাক্ষ, লঙ্কেশ্বর রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল, এবং দশাননকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে সুরম্য রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া রাজাজ্ঞা অনুসারে সেনাপতিকে কহিল, সেনাপতে! অবিলম্বে সৈন্য-সংগ্রহ পূর্ব্বক রথ আনয়ন কর।

অনন্তর নিশাচরবর সেনাপতি, মকরাক্ষের বাক্যানুসারে রথ ও সৈন্য আনয়ন করিল; মহাবীর মকরাক্ষ, রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সারথিকে কহিল; সূত! শীঘ্র রথ চালনা কর, এবং সৈন্যগণকে কহিল, রাক্ষসবীরগণ! মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণকে বিনাশ করিতে হইবে; তোমরা আমার সহিত চল, সংগ্রামে গমন করিব। নিশাচরগণ! অদ্য আমি নিশিত শূল ও শরনিকর দ্বারা রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বিনাশ করিব; অগ্নি যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ অদ্য অস্ত্রাগ্নি দ্বারা বানরসৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিব।

কামরূপী মহাবীর তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র পিঙ্গললোচন ভীষণ-শরীর ধ্বস্তকেশ নিশাচরগণ, মকরাক্ষের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল; তাহারা প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল; তাহাদের আক্ষ্বেড়িত ও আস্ফোটিত শব্দে দশ দিক পরিপূরিত হইল। সর্ব্ববিধ-রথোপকরণ-সম্পন্ন, সুবর্ণ-বিমণ্ডিত, প্রদীপ্ত-হুতাশন-সমপ্রভ, জাম্বূনদ-সম-বর্ণ-তুরঙ্গ-যোজিত, দিব্য রথে সমারূঢ় রাক্ষসবীর মকরাক্ষ, খড়্গ চর্ম্ম বর্ম্ম সশর শরাসন ও হিরণ্ময় কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক, সূর্য্য-সংশ্লিষ্ট মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ঘোরদর্শন মহাবীর রাক্ষসগণে পরিবৃত যম-সদন-জিগমিষু সমর-শ্লাঘী মকরাক্ষ, যে সময় যুদ্ধযাত্রা করে, সেই সময় সহসা তাহার রথধ্বজ নিপতিত হইয়া গেল; সারথির হস্ত হইতে প্রতোদও ভ্রষ্ট হইল; তাহার রথ-যোজিত অশ্বগণ বিক্রম-বিবর্জ্জিত হইয়া অশ্রু-পূর্ণ মুখে আকুল চরণে গমন করিতে লাগিল। দুর্ম্মতি মকরাক্ষের নির্যাণ-সময়ে ধূলি-পূর্ণ বায়ু, খরতর শব্দে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল।

মহাবীর রাক্ষসগণ, সেই সমুদায় দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই রামলক্ষ্মণের নিকট গমন করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ।

মকরাক্ষ-বধ।

এ দিকে বানরবীরগণ, রাক্ষসবীর মকরাক্ষকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে দেখিয়া মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধ-কামনায় দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর দেবদানব-সংগ্রামের ন্যায়, নিশাচর ও বানরগণে পরস্পর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বানরগণ ও নিশাচরগণ বৃক্ষ শিলা ও শূল পরিঘ প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রজনীচরগণ, শক্তি শূল গদা খড়্গ তোমর পরশ্বধ পট্টিশ ভিন্দিপাল প্রাস মুদ্গর দণ্ড আয়স-নির্ঘাত ও শরনিকর দ্বারা বানরগণকে

বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। বানরগণ মকরাক্ষ কর্ত্তৃক ভিন্দিপাল ও শর সমূহ দ্বারা প্রপীড়িত, হইয়া সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রাম-প্রবৃত্ত বিজয়ী রাক্ষসগণ, বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সিংহ-নাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র, যখন দেখিলেন যে, বানরগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে, তখন তিনি শর বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসগণকে প্রতিহত করিলেন। মহাবল মকরাক্ষ রাক্ষসগণকে প্রতিহত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে কহিল, যে দুর্ব্বদ্ধি আমার জনস্থানস্থিত পিতাকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করিয়াছে, সেই রাম কোথায়? অদ্য সংগ্রামে আমি নিহত পিতার, নিহত সুহৃদ্-গণের ও সমুদায় নিহত রাক্ষসের বৈর-নির্যাতন করিব; অদ্য আমি দুর্ব্বুদ্ধি নরাধম রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, তাহাদিগের শোণিতে নিহত পিতার ও সুহৃদ্গণের তর্পণ করিব।

যুদ্ধাভিলাষী মহাবাহু মকরাক্ষ, এই কথা বলিয়া রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে সমুদায় বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল মহাবীর্য্য বানরগণ তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল; কিন্তু সেই মহাতেজা রাক্ষসবীর, রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত সংগ্রাম করিতে সম্মত হইল না। অনন্তর সে রামচন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ জলদ-গম্ভীর-নির্ঘোষ রথ দ্বারা বানর-সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; পরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অদূরবর্ত্তী দেখিয়া, শর-সমলঙ্কৃত হস্ত দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, রাম! অবস্থান কর; আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ দাও; আমি শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত নিশিত শরনিকর দ্বারা তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি যে দণ্ডকারণ্যে নিজ-কার্য্য-সাধন-নিরত নিরপরাধ পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হইতেছে। দুরাত্মন! তৎকালে সেই মহাবনে তুমি আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হও নাই; তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে আমার শরীর অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে; আমি বহু দিন তোমার দর্শন-আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। মৃগ, যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত সিংহের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, এই সংগ্রাম-ভূমিতে তুমিও সেইরূপ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ।

দুরাত্মন! অদ্য আমার শরবেগে তুমি প্রেতরাজের অধিকারে গমন করিয়া নিহত রাক্ষসবীরগণের সহিত একত্র শয়ন করিবে। রাম! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, আমি যে সার বাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। অদ্য তোমার সহিত আমার সংগ্রাম হইবে, সকলে দর্শন করুক; গদাযুদ্ধ, অস্ত্র-যুদ্ধ বা বাহুযুদ্ধ, যাহা তোমার উত্তম অভ্যস্ত আছে, অদ্য সংগ্রামে আমার সহিত সেই যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও; যদি তুমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহাতে পারক হও, তাহাতেই আমার সহিত যুদ্ধ কর। এক্ষণে আমার বাণ দ্বারা তোমাকে

জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; আমার বাণ দ্বারা নির্ভিন্ন শোণিত-পরিপ্লুত রণ-রেণু-ধূসরিত তোমার ত্রস্ত-শরীর অদ্য ক্রব্যাদগণ আকর্ষণ করিবে।

অনন্তর দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র, মকরাক্ষের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, আমি দণ্ডকারণ্যে ত্রিশিরা, দূষণ, চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসবীর ও তোমার পিতাকে নিপাতিত করিয়াছি; দুর্ব্বুদ্ধে! যদি তুমি ইহা জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমার সম্মুখে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছ! অদ্য সংগ্রামে যদি তুমি পলায়ন না কর, তাহা হইলে তোমাকেও তোমার পিতার নিকট প্রেরণ করিব। অদ্য তীক্ষ্ণতুণ্ড তীক্ষ্ণনখ গৃধ্র গোমায়ু ও বায়সগণ তোমার সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইবে। ঐ সমুদায় বিহঙ্গম রক্তপক্ষ ও রক্তমুখ হইয়া আকাশ তলে ও বসুধাতলে বিচরণ করিবে। মূঢ়! তুমি কি নিমিত্ত বৃথা আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হইয়াছ; কি নিমিত্ত তুমি বহুবিধ অসদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; তুমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল বাক্যবলে জয় করিতে সমর্থ হইবে না।

মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথা বলিলে, খর-পুত্র মকরাক্ষ তাঁহার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; রামচন্দ্রও বাণ-বর্ষণ দ্বারা সেই সমুদায় বাণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন; সুবর্ণ-পুঙ্খ-বিভূষিত সহস্র সহস্র বাণ, বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস-তনয় ও দশরথ-তনয় উভয়ে পরস্পর সঙ্গত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহাদের উভয়ের জ্যা-নির্ঘোষ ও শরসম্পাত-শব্দ, মেঘদ্বয়ের নির্ঘোষের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ ও উরগগণ, সেই অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে অবস্থান করিলেন। রামচন্দ্র ও মকরাক্ষ পরস্পর পরস্পরের প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই পরস্পর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া দ্বিগুণিত তেজঃসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। সমুদায় দিগ্বিদিক ও বসুধাতল শর-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইল; রামচন্দ্র যখন ঘোরতর শরনিকর পরিত্যাগ করেন, তখন মকরাক্ষ তাহা ছেদন করিল; মকরাক্ষ যে সমুদায় শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিল, রামচন্দ্রও তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া সায়কসমূহ দ্বারা মকরাক্ষের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক, অষ্টাদশ বাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন; পরে তিনি পুনর্ব্বার শরনিকর দ্বারা তাহার রথ হইতে অশ্বগণকে বিযোজিত করিয়া রথও ভগ্ন করিয়া দিলেন। রথহীন ভূমিস্থিত ক্রোধ-লোহিত-লোচন নিশাচরবীর মহাবল মকরাক্ষ, সর্ব্বভূত-বিত্রাসন, কালানল-সদৃশ ভীষণ মহাশূল গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা ঘূর্ণিত করিয়া, ক্রোধভরে রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিল। প্রদীপ্ত শূল আকাশপথে আসিতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র বাণত্রয় দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অপূর্ব্ব-সুবর্ণ-বিভূষিত মহাশূল, রামবাণে বিমর্দ্দিত

ও ছিন্নভিন্ন হইয়া মহোল্কার ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।

অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক মহাশূল বিনিহত হইয়াছে দেখিয়া, আকাশ-পথ-স্থিত দেবগণ, সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপ্রবীর মকরাক্ষ, নিজ শূল বিফলীকৃত দেখিয়া ভীষণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া রামচন্দ্রকে কহিল, থাক, থাক; আমি তোমাকে এই মুষ্টি প্রহারেই যম-সদনের অতিথি করিব।

অনন্তর রামচন্দ্র, মকরাক্ষকে মুষ্টি উদ্যত করিয়া আসিতে দেখিয়া শরাসনে পাবকাস্ত্র সন্ধান করিলেন। মহাবীর মকরাক্ষ, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পাবকাস্ত্রে আহত ও বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, যখন শ্রবণ করিলেন যে, রামচন্দ্রের হস্তে মকরাক্ষ নিহত হইয়াছে, তখন তিনি অতীব ক্রোধভরে সংগ্রাম-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এই সময় পরস্পর জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ ও বানরগণ তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর রাক্ষসগণ শূল, পট্টিশ, মুদ্গর, শক্তি, খড়্গ, ভুষুণ্ডী, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর, মুষল ও বহুবিধ নিশিত শরনিকর দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে লাগিল। রাক্ষস-সেনা ও বানর-সেনাগণের মধ্যে, প্রহার কর, সহ্য কর, ভেদ কর, ত্যাগ কর, বিদ্রাবিত কর, কেবল এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। এক জন রাক্ষস এক জন বানরের সহিত, দুই জন রাক্ষস দুই জন বানরের সহিত, তিন জন রাক্ষস তিন জন বানরের সহিত, বহু রাক্ষস বহু বানরের সহিত সঙ্গত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিপাতিত করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধভরে রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা প্রহৃষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধ কর; যাহাতে বানরগণ নিপাতিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হও। জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ, রাজকুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণের প্রতি ঘোরতর শর বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণ ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল; কোন কোন বানর পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া, কোন কোন বানর মুষ্টি উদ্যত করিয়া, রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন নিশাচর, বানর কর্ত্তৃক জানু দ্বারা আহত ও হত-চেতন হইয়া মধুপান-মত্ত ব্যক্তির ন্যায়, ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষসের জঙ্ঘা, কোন কোন রাক্ষসের ঊরু-যুগল, কোন কোন রাক্ষসের পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইল; কোন কোন রাক্ষস, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন রাক্ষস এককালেই নিহত হইল;

কোন কোন রাক্ষসের হনু কর্ণ ও মস্তক ভগ্ন হওয়াতে গৈরিকধাতু-স্রাবী পর্ব্বতের ন্যায়, তাহারা রুধিরস্রাব করিতে লাগিল; কোন কোন রাক্ষস হন্যমান, কোন কোন রাক্ষস নিহত, কোন কোন রাক্ষস পতিত, কোন কোন রাক্ষস সমধিক শব্দায়মান হওয়াতে সংগ্রাম-ভূমি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। বানরগণ কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহত বহুসংখ্য রাক্ষস, সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল; তাহাদের পদভরে লঙ্কাপুরী পরিকম্পিত হইতে লাগিল।

এই সময় মহাতেজা মহাবল ইন্দ্রজিৎ, যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা বানরগণের শরীর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক বাণে এককালে পঞ্চ সপ্ত বা নব বানর বিদ্ধ করিয়া রাক্ষসগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এই সুদুর্জ্জয় রাক্ষসবীর, সুবর্ণ-বিভূষিত সূর্য্য-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ দ্বারা বানর-সৈন্য প্রমথিত করিয়া অষ্টাদশ বাণ দ্বারা গন্ধমাদনকে, নব বাণ দ্বারা দূরস্থিত নলকে, মর্ম্ম-বিদারক সপ্ত বাণ দ্বারা নীলকে এবং পঞ্চ বাণ দ্বারা গয়কে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে তিনি অবিশ্রামে অন্যান্য বানরবীরগণকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরবীরগণ বিদীর্ণ-শরীর, ক্ষতবিক্ষত, শোণিত-পরিপ্লুত, ব্যথিত ও হতচেতন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর বাণ দ্বারা বিদীর্ণ-শরীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন বানর গতাসু হইয়া রণ-ভূমিতে নিপতিত হইল। এইরূপে বানরগণ, শত্রু-শরে বিধ্বস্ত ও জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া শলভের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় কোন কোন বানর, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পর্ব্বতে বা বৃক্ষে আরোহণ করিল, কোন কোন বানর অরণ্যমধ্যে লুকায়িত হইয়া থাকিল।

ষষ্টিতম সর্গ।

মায়াসীতা-বধ।

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, সংগ্রামে বানরগণকে বিদ্রাবিত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি রাক্ষসদিগের তাদৃশ ঘোরতর বধ পুনঃপুন স্মরণ পূর্ব্বক অনিবার্য্য ক্রোধে আকুলিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি মায়াবলে বানরগণকে বিমুগ্ধ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত রথোপরি পরিকল্পিতা মায়াময়ী সীতাকে লইয়া পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গমন পূর্ব্বক বানরগণের অভিমুখে সংগ্রাম-ভূমিতে গমন করিলেন।

অনন্তর বানরবীরগণ রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার পুরী হইতে বহির্গত দেখিয়া যুদ্ধাভিলাষে বৃক্ষ শিলা প্রভৃতি হস্তে লইয়া ক্রোধভরে উৎপতিত ও সম্মুখীন হইলেন। এই বানরবীরগণের মধ্যে মহাবীর

হনূমান একটি দুর্ব্বহ পর্ব্বত-শৃঙ্গ উদ্যত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তিনি দেখিলেন, উপবাস-কৃশা একবেণীধরা নিরানন্দা সীতা, ইন্দ্রজিতের রথে অবস্থান করিতেছেন।

মহাবীর হনূমান, শোকাকুলিতা মলিনদেহা দীন-বদনা নিরানন্দা তপস্বিনী সীতাকে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের রথে দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় ও বাষ্পাকুলিত-লোচন হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এই দুরাত্মার অভিপ্রায় কি! কি উদ্দেশে এই পামর, দেবী সীতাকে আনয়ন করিয়াছে! পবন-নন্দন হনূমান, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বানরবীরগণে পরিবৃত হইয়া ধাবমান হইলেন।

অনন্তর রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, বানর-সৈন্যগণকে সম্মুখীন দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ হইলেন; এবং কোষ হইতে খড়্গ বহিষ্কৃত করিয়া মহাশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। মায়াময়ী সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; ইন্দ্রজিৎও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ উদ্যত করিয়া বাম হস্তে সীতার কেশ-কলাপ ধরিলেন; এই সময় পবন-নন্দন হনূমান, সীতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই কাতর হইয়া দুঃখ-জনিত নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, অনার্য্য! তুমি নিতান্ত নৃশংস, দুর্ব্বুদ্ধি, ক্ষুদ্রাশয় ও পাপকর্ম্ম-নিরত। তুমি কিরূপে ঈদৃশ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ! এরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করা তোমায় উচিত হইতেছে না! এই মৈথিলী, গৃহ হইতে, রাজ্য হইতে ও রামচন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুতা হইয়াছেন; ইনি নিরপরাধা ও বিবশা। তুমি কি নিমিত্ত ইহাঁর প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ! দেবী সীতা তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন! নির্দ্দয়! পাষণ্ড! তুমি কি জন্য ইহাঁকে হিংসা করিতেছ! নির্ঘৃণ! নিরপরাধ স্ত্রীবধে তোমার ঘৃণা হইতেছে না! তুমি ব্রহ্মর্ষিকুলে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক রাক্ষস-যোনি আশ্রয় করিয়াছ! পাপাত্মন! তোমার ঈদৃশ ঘৃণিত কার্য্যে মতি হইতেছে! তোমাকে ধিক! দুর্বৃত্ত! তুমি মনে করিও না যে, সীতাকে বিনাশ করিয়া তুমি অধিকক্ষণ জীবন ধারণ করিবে; এক্ষণে তুমিও আমার হস্তগত হইয়াছ! তুমি যদি এই বধদণ্ড-যোগ্য কর্ম্ম কর, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তোমাকেও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে! পরলোকে যে তোমার সদ্গতি হইবে, তাহাও মনে করিও না! যাহারা স্ত্রীঘাতী, যাহারা অবধ্যঘাতী, তাহারা যে নরকে গমন করিয়া থাকে, তোমাকেও অদ্য জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই নরক ভোগ করিতে হইবে!

মহাবীর হনূমান, এই কথা বলিতে বলিতে বানরবীরগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমকর্ম্মা মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, বানরগণকে সংগ্রামার্থ আগমন করিতে দেখিয়া শরসমূহ দ্বারা প্রতিহত করিতে লাগিলেন। তিনি সহস্র সহস্র সায়কসমূহ দ্বারা বানর-সৈন্য বিক্ষোভিত

করিয়া মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, পবন-নন্দন! সুগ্রীব, রাম ও তুমি, যাহার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ, এই দেখ অদ্য তোমার সমক্ষেই আমি সেই বৈদেহীকে বিনাশ করিতেছি; আমি অগ্রেএই সীতাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও সেই অনার্য্য বিভীষণকেও বিনাশ করিব। প্লবঙ্গম! তুমি বলিয়াছ যে অবলা ও নিরপরাধ ব্যক্তি অবধ্য; পরন্তু শত্রু-পক্ষীয় যে ব্যক্তি, সমুদায় অনিষ্টের মূল, তাহাকে বিনাশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই রোরুদ্যমানা একান্ত-কাতরা মায়াময়ী সীতাকে, দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যক্ ভাবে দ্বিধাকৃতা প্রিয়-দর্শনা তপস্বিনী সীতা ভূতলে নিপতিতা হইলেন। রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, সীতাকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া হনুমানকে কহিলেন, বানর! এই দেখ আমি রামপত্নী সীতার জীবন সংহার করিলাম।

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ এইরূপে মায়াসীতা বধ করিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রথে অবস্থান পূর্ব্বক মহাশব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামাভিলাষী বানরগণ সকলেই সর্ব্ব-প্রাণি-ভয়াবহ তাদৃশ বিকৃত নাদ শ্রবণ করিল।

একষষ্টিতম সর্গ।

বানরাপসর্পণ।

অনন্তর বানরবীরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ ভীষণ নির্হ্রাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন; পবন-নন্দন হনুমান সমুদায় বানরবীরগণকে বিষণ্ণ-বদন ভীত ও ত্রাস-নিবন্ধন পলায়িত দেখিয়া কহিলেন, বানরবীরগণ! তোমরা কি নিমিত্ত বিষণ্ণ-বদন ও কাতর হইয়া যুদ্ধোৎসাহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ! তোমাদিগের তাদৃশ বীরত্ব এক্ষণে কোথায় গেল! আমি সংগ্রামে অগ্রে অগ্রে যাইতেছি, তোমরা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর; তোমরা সকলেই মহাবংশ-সম্ভূত; সংগ্রামে পলায়ন করা তোমাদের উচিত হইতেছে না।

বানরবীর হনুমান এই কথা কহিলে সমুদায় বানরেরই পরাক্রম বর্দ্ধমান হইল; তখন বানরগণ ও যূথপতিগণ সকলেই বহুবিধ বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে হনুমানকে বেষ্টন করিয়া রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন; বানরবীরগণে পরিবৃত মহাবীর হনুমান সমুদ্দীপ্ত হুত হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী হইয়া শত্রু-সৈন্য দাহ করিতে লাগিলেন। তিনি বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য পরিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শোকাকুলিত ক্রোধ-পরতন্ত্র মহাবীর হনুমান, একটি প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ইন্দ্রজিতের রথে নিক্ষেপ করিলেন; ইন্দ্রজিতের সারথি, প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষিপ্ত দেখিয়া সুশিক্ষিত-তুরঙ্গযুক্ত রথ, সুদূরে অপবাহিত করিল; সুতরাং সেই শিলা, ইন্দ্রজিৎ, রথ, অশ্ব, ও

সারথিকে না পাইয়া ব্যর্থ হইয়া ধরণীতল ভেদ করিল; পরন্তু সেই শিলাপাতে রাক্ষস-সৈন্য পরিমর্দ্দিত হইল; তখন শতশত মহাকায় ভীষণ-পরাক্রম বানরবীরগণ ধাবমান হইয়া রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষণ-শরীর নিশাচরগণ, মহাকায় বানরগণ কর্ত্তৃক বৃক্ষ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ নিজ সেনাগণকে বানরগণ কর্ত্তৃক পরিমর্দ্দিত দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখীন হইলেন। তিনি সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সায়ক-সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুসংখ্য বানরবীর বিনিপাতিত করিলেন। ইন্দ্রজিতের অনুচর রাক্ষসবীরগণও অশনিকল্প শূল পট্টিশ কূটমুদ্গর প্রভৃতি দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও ক্রুদ্ধ হইয়া শিলা পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহ দ্বারা মহাকায় রাক্ষসগণকে প্রহার করিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে দেবগণের সহিত দানবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, বানরগণের সহিত রাক্ষসগণেরও সেইরূপ মহাসংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল।

এই সময় ভীষণ-পরাক্রম মহাবল হনূমান, স্কন্ধ-বিটপ-সমন্বিত বিশাল শাল দ্বারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা দ্বারা রাক্ষসগণকে পরিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন; তখন রাক্ষসগণ সংগ্রামে তাদৃশ দুঃসহ প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর হনূমান এইরূপে শত্রু-সৈন্য পরাস্ত করিয়া বানরগণকে কহিলেন, মহাসত্ত্ব বানরগণ! এক্ষণে তোমরা যুদ্ধে নিবৃত্ত হও; অতঃপর আর নিরর্থক বলক্ষয় করা আমাদিগের উচিত হইতেছে না। আমরা রামচন্দ্রের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াও কার্য্য করিতেছিলাম; পরন্তু যে দেবী সীতাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা যুদ্ধ করিতেছি, তিনি এক্ষণে নিহত হইয়াছেন। চল, আমরা এক্ষণে রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া সীতাবধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করি; পরে তাঁহারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।

মহাবীর হনূমান, রাক্ষস-সৈন্য প্রতিহত করিয়া এইরূপ বাক্যে বানরগণকে নিবারণ পূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে সংগ্রামভূমি হইতে সৈন্য লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এ দিকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর নিশাচরগণও হনূমানকে রামলক্ষ্মণের নিকট গমন করিতে দেখিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল।

এইরূপে হনূমান সংগ্রাম-ভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে নিকুম্ভিলায় গমন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ-ভূমিতে জপ হোম ও বষট্‌কার সহকারে হূয়মান হুতাশন, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এই সময় দৃষ্ট হইল, পরিবেশ-সমন্বিত-সন্ধ্যাকালীন-সূর্য্য-সদৃশ জয়াশংসী হুতাশন, শিখা বিস্তার পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ-বাক্য।

এ দিকে রামচন্দ্র, রাক্ষস ও বানরগণের সংগ্রাম-কোলাহল শ্রবণ করিয়া জাম্ববানকে কহিলেন, সৌম্য! বোধ হয় মহাবীর হনুমানের সহিত রাক্ষসগণের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ঐ পশ্চিম দ্বারে মহাভীষণ আয়ুধ-শব্দ শ্রুত হইতেছে; ঋক্ষরাজ! তুমি নিজ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সংগ্রাম-প্রবৃত্ত হনুমানের সাহায্য কর।

রামচন্দ্র এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, নিজ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া যেখানে হনুমান আছেন, সেই পশ্চিম দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া তিনি দেখিলেন, কৃতসংগ্রাম বানরগণে পরিবৃত হনুমান দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছেন; পবন-নন্দন হনুমান, পথিমধ্যে নীল-জীমূত-সদৃশ ঋক্ষরাজকে সমরোদ্যত দেখিয়া নিবারণ করিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ সেই সমুদায় সৈন্যের সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিলেন, রঘুনন্দন! আমরা প্রযত্ন-সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলাম, পরন্তু রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, আমাদের সমক্ষেই অসি দ্বারা রোরুদ্যমানা দেবী সীতার মস্তক-চ্ছেদন করিয়াছে। অরিন্দম! আমি দেবী সীতাকে নিহতা দেখিয়া শোক-সমাচ্ছন্ন, উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও বিষণ্ণ হইয়া আপনকার নিকট নিবেদন করিতে আসিতেছি।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হনুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র দুঃখাভিভূত, বিহ্বল-হৃদয় ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, দেব-সদৃশ রামচন্দ্রকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সমীপবর্ত্তী হইয়া ধরিলেন; জাম্ববান হনুমান মৈন্দ নল নীল প্রভৃতি বানরবীরগণও তৎক্ষণাৎ নিকটে গমন করিলেন। অগ্নি দ্বারা যেরূপ মহাকক্ষ দগ্ধ হয়, রামচন্দ্রও সেইরূপ মহাদুঃখে দহ্যমান হইতেছেন দেখিয়া বানর-যূথপতিগণ, পদ্মোৎপল-সুগন্ধি সলিল দ্বারা তাঁহাকে সেচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, দুঃখাভিভূত রামচন্দ্রকে বাহু-যুগলে আলিঙ্গন করিয়া, অব্যগ্র হৃদয়ে হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আপনি বিজিতেন্দ্রিয়; আপনি একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেছেন; ঈদৃশ অবস্থায় ধর্ম্ম যখন আপনাকে অনিষ্টাপাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক! স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় ভূত যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, ধর্ম্মের যখন সেরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, তখন আমার বোধ হয় ধর্ম্ম নাই।

আর্য্য! যদি ধর্ম্ম সত্য হইত, তাহা হইলে অধার্ম্মিক রাবণকে নরকে বাস করিতে হইত এবং আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও এরূপ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতেন না। যখন অধর্ম্ম-নিরত রাবণ, সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, এবং আপনি কেবল দুঃখপরম্পরায়

নিমগ্ন রহিয়াছেন, তখন আমরা ভ্রান্তি-নিবন্ধন অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বোধ ও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বোধ করিতেছি, সন্দেহ নাই। যদি ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিয়ত ধর্ম্মেই নিরত এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি নিয়ত অধর্ম্মেই নিরত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ত এইরূপই ফল হইবে! যে সকল ব্যক্তি নিয়ত অধর্ম্মেই নিরত থাকে, তাহারা অভীষ্ট সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করে; যাহারা ধর্ম্মশীল, তাহারাই নিয়ত বিপৎ-পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে; ঈদৃশ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিরর্থক। যদি অধর্ম্ম, ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে এবং ধর্ম্মকে বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই নিহত ধর্ম্ম কি করিতে পারে! তাহার আর কি ক্ষমতা আছে! অথবা ধর্ম্ম যদি অনুষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠাতাকে এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিকে বিনাশ করে. তাহা হইলে পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতার ন্যায় ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তাই তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। অরিনিসূদন! যদি পাপের প্রতিসংহার দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে কিরূপে ধর্ম্ম দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করা যাইতে পারে! সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট সত্য হয়, তাহা হইলে আপনকার কোন অশুভ ঘটনাই হইতে পারে না। আপনি যখন নিয়ত ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতেছেন, তখন সৎকর্ম্ম-জনিত অদৃষ্ট আছে বলিয়াই প্রতীত হইতেছে না। অথবা যদি ধর্ম্ম দুর্ব্বল ও পুরুষকারেরই অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় মর্য্যাদা-রহিত দুর্ব্বল ধর্ম্মের সেবা করাই উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। অথবা যদি ধর্ম্ম, বলেরই গুণ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ পুরুষকার ও বলেরই আশ্রয় করুন। অথবা যদি সত্য বাক্যই পরম ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আপনা হইতে কি পিতা অসত্য-কার্য্য-করণে বদ্ধ হইলেন না! অথবা যদি আপনকার বিবেচনায় দানই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আপনি রাজ্য পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্মমূল কি উচ্ছিন্ন করেন নাই! পর্ব্বত হইতে যেরূপ নদী সমুদায় উৎপন্ন হয়, সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত অর্থ হইতেও সেইরূপ সমুদায় ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে যেরূপ ক্ষুদ্র নদী পরিশুষ্ক হয়, অর্থ-বিহীন দুর্ভাগ্য পুরুষেরও সেইরূপ সমুদায় ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অর্থ-বিহীন দীন দুঃখী পুরুষ, সুখাভিলাষী হইয়া পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; তৎকালে তাহার সৎকার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ হয়।

যাহার ধন আছে, অনেকেই তাহার মিত্র হয়; যাহার ধন আছে, অনেকেই তাহার বন্ধু-বান্ধব হইয়া থাকে; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই সৎপুরুষ বলিয়া পরি-গণিত হয়; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই সকলে কুলীন-শ্রেষ্ঠ বলে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই সকলে গুণবান বলিয়া থাকে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই সকলে বিক্রমশালী বলে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই সকলে বুদ্ধিমান বলিয়া থাকে; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই

বিদ্বান; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই মাননীয়; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই ভোগ্যবস্তু ভোগ করে; যাহার ধন আছে, সকলেই তাহার অনুকূল হইয়া থাকে।

আর্য্য! নির্ধন ব্যক্তি যদি ধন কামনা করে, তাহা হইলে সে কখনই অভিপ্রেত সিদ্ধি করিতে পারে না; যেরূপ গজ দ্বারাই গজ সংগ্রহ হয়, সেইরূপ অর্থ দ্বারাই অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে। মহাবীর! আমি পূর্ব্বে আপনকার নিকট এই সমুদায় দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম; অর্থ পরিত্যাগ করিলে যে দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহা আমি আপনকার নিকট বলিয়াছিলাম; আপনি তখন আমার কথা বুঝিলেন না; রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন!

আর্য্য! ধর্ম্ম কাম দর্প হর্ষ ক্রোধ সুখ শম দম, এতৎসমুদায়ই অর্থ হইতে প্রবর্ত্তিত হয়; সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণ যে অর্থের সাহায্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আপনাতে সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে না। রঘুনন্দন! ধন উপার্জ্জন করুন; এই সমুদায় জগৎই ধনমূলক; আমি নির্ধন ব্যক্তির সহিত মৃত ব্যক্তির কোন তারতম্যই দেখিতে পাই না। আমার বিবেচনায় চণ্ডাল ও দরিদ্র, উভয়েই সমান; কারণ কোন ব্যক্তিই চণ্ডালের ধন গ্রহণ করে না; দরিদ্র ব্যক্তিও কোন ব্যক্তিকে দান করে না।

মহাবীর! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে পিতা জীবন পরিত্যাগ করিলেন; প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা সীতাকে রাক্ষসে হরণ করিল। মহাবীর! ইন্দ্রজিৎ যাহা করিয়াছে, তাহাতে উপস্থিত আপনকার এই ঘোরতর দুঃখ আমি সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না; আমি কার্য্য দ্বারা এই দুঃখ অপনয়ন করিব; দীর্ঘবাহো! উত্থিত হউন; দৃঢ়ব্রত! আপনি যে মহাত্মা ও কৃতাত্মা তাহা কি নিমিত্ত বিস্মৃত হইতেছেন!

বিভো! আমি জনকনন্দিনীর নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনকার প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল রাক্ষসবীর-পরিপূর্ণ এই লঙ্কাপুরী শরনিকর দ্বারা অদ্যই বিধ্বস্ত করিব।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বিভীষণ-বাক্য।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, এইরূপে রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমত সময় বিভীষণ, সমুদায় গুল্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; মাতঙ্গ-যূথপতি যেরূপ মাতঙ্গগণের সহিত গমন করে, মহামেঘ-সদৃশ-মহাকায় নানা-প্রহরণ-সম্পন্ন রাক্ষসবীর চতুষ্টয়ে পরিবৃত মহাবীর বিভীষণও সেইরূপ রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুগ্রীব লক্ষ্মণ ও অন্যান্য বানরগণ সকলেই বিষণ্ণবদন এবং ইক্ষ্বাকু-কুল-নন্দন মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, মোহাভিভূত হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনি রামচন্দ্রকে তাদৃশ শোকাভি-

সন্তপ্ত ও অন্তর্দুঃখে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া কাতর বাক্যে কহিলেন একি!

অনন্তর লক্ষ্মণ, বিভীষণকে বিষণ্ণ-বদন ও চিন্তা-পরায়ণ দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে কহিলেন, মহাবীর! এইমাত্র রামচন্দ্র হনুমানের নিকট শুনিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বিনাশ করিয়াছে! আর্য্য রামচন্দ্র এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

লক্ষ্মণ এই বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া লব্ধসংজ্ঞ রামচন্দ্রকে পরিস্ফুট বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! হনুমান কাতর হইয়া আপনকার নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমুদ্র-শোষণের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব। মহাবাহো! সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা আমি পরিজ্ঞাত আছি; দুরাত্মা রাবণ, কোন ক্রমেই দেবী সীতাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। রাক্ষসকুলের হিতসাধনের নিমিত্ত বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই ধর্ম্মানুগত বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, রাক্ষসরাজ! সীতাকে পরিত্যাগ করুন; দুরাত্মা রাবণ কোন ক্রমেই সেই পরামর্শ গ্রহণ করে নাই। দান মান ভেদ বা অন্য কোন উপায় দ্বারা কোন রাক্ষসই দেবী সীতার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যে তাহাকে রথে আনয়ন করিবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব; সে মায়া-প্রদর্শন পূর্ব্বক হনুমান প্রভৃতিকে বিমোহিত করিয়াছে।

রঘুনন্দন! রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন নিকুম্ভিলায় চৈত্যবৃক্ষতলে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সংগ্রামে দেবরাজ সহকৃত দেবদানবগণেরও অজেয় হয়। আমার বোধ হইতেছে, বানরগণ পাছে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন করে, সেই নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাধান করিবার অভিলাষে ইন্দ্রজিৎ ঈদৃশ মায়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। রঘুনন্দন! এক্ষণে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলাতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছে, সন্দেহ নাই; তাহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না হইতেই আমরা সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে গমন করি। নরশার্দ্দূল! এই উপস্থিত মিথ্যা সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে শোকাকুল দেখিলে সমুদায় সৈন্যই বিমুগ্ধ ও ইতিকর্ত্তব্যতা-পরিশূন্য হইয়া পড়ে।

শত্রু-বিজয়িন! আপনি সুস্থ হৃদয়ে এই স্থানে অবস্থান করুন; সৈন্যগণের সহিত লক্ষ্মণকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন। পুরুষসিংহ! এই মহাবীর লক্ষ্মণই নিশিত শরনিকর দ্বারা মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিয়া আসিবেন। লক্ষ্মণের নিশিত সায়কসমূহ, ক্রূর মাংসাশী পক্ষিগণের ন্যায়, ইন্দ্রজিতের শোণিত পান করিবে। মহাবাহো! এই শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করুন যে, ইনি রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের বধের নিমিত্ত যাত্রা করেন। মনুজপ্রবীর! এক্ষণে শত্রু-সংহার-বিষয়ে কাল বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না; ইন্দ্রজিৎ যাহাতে পূর্ণাহুতি দিতে সমর্থ না হয়, তাহা করুন। দেবরাজ যেরূপ অসুর বধের নিমিত্ত বজ্র প্রেরণ

করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শত্রু সংহারের নিমিত্ত মহাবীর লক্ষ্মণকে প্রেরণ করুন।

রঘুনন্দন! নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সে সংগ্রামে দুৰ্দ্ধর্ষ ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে। সে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আগমন করিলে দেবগণকেও সংশয়াপন্ন করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ-নির্যাণ।

চিন্তা-শোক-সমাকুল রামচন্দ্র, বিভীষণের সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র অর্থ-গ্রহ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, রাক্ষসাধিপতে! তুমি যাহা বলিয়াছ, চিত্তের ব্যাকুলতা-নিবন্ধন আমি তাহা কিছুই শুনি নাই; অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা পুনর্ব্বার বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

অনন্তর বিভীষণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযত্ন-সহকারে স্পষ্টরূপে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহাবাহো! আপনি আমার প্রতি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে স্থানে স্থানে সেনা-সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি। সৈন্য সমুদায় দলে দলে বিভাগ করিয়াও দেওয়া হইয়াছে; এবং যূথপতিগণকেও যথাবিভাগে যথাস্থানে স্থাপন করা হইয়াছে; এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি যদি বিনা কারণে পরিতপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ও সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। রাজকুমার! আপনি বৃথা শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করুন; আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য-মূলক নহে; হনুমান যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলেই করিয়াছিল; দেবী সীতার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; এক্ষণে শত্রু-নন্দর-জনক ঈদৃশ চিন্তা পরিত্যাগ করুন; অতঃপর প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সংগ্রামে উদ্যোগী হউন; আপনাকে যদি সীতা লাভ করিতে ও শত্রু সংহার করিতে হয়, তাহা হইলে আমি যে পরামর্শ দিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করুন; মহাবীর সৌমিত্রি, আমাদিগের সহিত সমবেত হইয়া সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিকুম্ভিলায় যাত্রা করুন। এই ইন্দ্রজিৎ তপস্যা দ্বারা পিতামহকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার বর প্রভাবে ব্রহ্মশিরোনামক মহাস্ত্র ও কামগামী অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যদি নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হয়; তাহা হইলে সেই স্থানে সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন মহাবীর হইতেই সেই মহাতেজা ইন্দ্রজিতের বিনাশ হইবে। ভগবান পিতামহ এইরূপে দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের বধোপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে সেই ইন্দ্রজিৎ, যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে; এক্ষণে যদি সে যজ্ঞ

সমাধান করিয়া উত্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, আমরা সকলেই নিহত হইয়াছি। ভগবান ব্রহ্মা বর-প্রদান কালে তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ সমাধান করিবার পূর্ব্বে যদি তোমার কোনপ্রবল শত্রু সেই স্থানে গিয়া তোমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেই তুমি নিহত হইবে; তদ্ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না; দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের বধোপায় এইরূপেই নির্ণীত আছে।

রাজকুমার! পূর্ব্বে ময়দানব-বিনাশের নিমিত্ত দেবরাজ যেরূপ ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ-বধে সত্বর হউন; ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই রাবণ ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলকেই নিহত জানিবেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের এই বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! ক্রূরকর্ম্মা দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের মায়া আমরা সবিশেষ অবগত আছি; দিব্যাস্ত্র-বিশারদ রাক্ষসাধম ইন্দ্রজিৎ, দেবরাজ সহকৃত দেবগণকেও সংগ্রামে হতচেতন করিয়া থাকে। দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ যখন রথারূঢ় ও অন্তরীক্ষচারী হইয়া যুদ্ধ করে, তৎকালে মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল-স্থিত সূর্য্য যেরূপ লক্ষিত হয়েন না, সেইরূপ তাহারও কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অমোঘ-পরাক্রম! মহাবীর্য্য ইন্দ্রজিৎ, নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না করিতেই তুমি শরসমূহ দ্বারা তাহাকে বিনাশ কর; লক্ষ্মণ! ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সহিত এবং তাঁহার সমুদায় সৈন্যগণের সহিত ও এই মহাবীর হনুমানের সহিত নিকুম্ভিলায় গমন পূর্ব্বক তুমি, বজ্রহস্ত-দেবরাজ-বিজয়ী সংগ্রাম-দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ কর। এই রাবণানুজ মহাত্মা বিভীষণ, তাহার সমুদায় মায়াবল ও সমুদায় স্থান পরিজ্ঞাত আছেন; ইনি সচিবগণে পরিবৃত হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন।

ভীষণ-পরাক্রম শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিলেন; তিনি হেমজাল কবচ, খড়্গ ও শর-সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন; এবং প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে কহিলেন; হংসগণ যেরূপ ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বত ভেদ পূর্ব্বক মানস সরোবরে পতিত হয়, আমার শরাসনোৎসৃষ্ট শর-সমূহও সেইরূপ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কায় পতিত হইবে। অনল যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, আমার কার্ম্মুকোৎসৃষ্ট বাণসমূহও সেইরূপ, অদ্য সেই ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিতের শরীর বিধ্বস্ত করিবে।

মহাবীর লক্ষ্মণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ভ্রাতাকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সহস্র সহস্র বানরে পরিবৃত মহাবীর হনুমান, ঋক্ষ-সৈন্য-পরিবৃত ঋক্ষরাজ জাম্ববান এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত বিভীষণ, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণ বহুদূর গমন করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসরাজের সৈন্যগণ এক স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন।

অনন্তর রাবণানুজ বিভীষণ শত্রুপক্ষের অহিত সাধন ও নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে মহাবাহু লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি এই সৈন্যসমূহ ভেদ বিষয়ে যত্নবান হও; এই ব্যূহ ভেদ করিলেই রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যতক্ষণ আমাদের কার্য্য সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তুমি বজ্রসদৃশ শতশত শর বর্ষণ দ্বারা এই সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, বিভীষণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণের প্রতি ভীষণ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋক্ষগণ ও বানরগণ, বৃক্ষ শৈল ও শিলা ধারণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হৃদয়ে, ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক অবস্থিত সেই সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইল। বানর-বিনাশে প্রবৃত্ত রাক্ষসগণও সুতীক্ষ্ণ শূল অসি পট্টিশ শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে বানরগণের সহিত রাক্ষসগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; মেঘ-গম্ভীর শব্দে লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হইল; বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, বৃক্ষসমূহ দ্বারা, পর্ব্বত-শিখরসমূহ দ্বারা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রহরণ দ্বারা আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইল। রাক্ষসগণ অস্ত্রপ্রহার দ্বারা বানরবীরগণের বাহু মুখ প্রভৃতি ছেদন পূর্ব্বক গাত্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল; এ দিকে কোন কোন মহাবল বানর-বীরও প্রহৃষ্ট হৃদয়ে রাক্ষসবীরগণকে শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন; মহাকায় মহাবল ঋক্ষ-বানরবীর-গণ কর্ত্তৃক বধ্যমান রাক্ষসগণের মহাভয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, নিজ সৈন্য-গণকে শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত বিধ্বস্ত ও বিষণ্ণ দেখিয়া যজ্ঞ সমাপন না করিয়াই তৎ-ক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন। যজ্ঞের অসমাপ্তি-নিবন্ধন ক্রোধ ও মনস্তাপে অভিভূত হইয়া তিনি বিধ্বস্ত নিজ সৈন্য রক্ষা করিতে গমন করিলেন। তিনি বৃক্ষ-সমূহে অন্ধকারময় যজ্ঞস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুবর্ণবর্ণ-তুরঙ্গ-সমূহযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করি-লেন। তাঁহার আকার নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-সদৃশ, হস্তে ভীষণ শরাসন, মুখ ও নয়ন-যুগল ক্রোধ-নিবন্ধন রক্তবর্ণ; সুতরাং তিনি তৎ-কালে কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাভীষণ বানর-সৈন্য, রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে দেখিবামাত্র যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল; এই সময় মহাবল হনুমান, ধরণীধর-সদৃশ একটি মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া বনদাহক দাবাগ্নির ন্যায়, সম্মুখস্থিত রাক্ষস-সৈন্য বিধ্বংসন পূর্ব্বক পথ করিয়া দিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্র সহস্র রাক্ষস,

মহাবীর হনুমানকে রাক্ষস-সৈন্য সংহার করিতে দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিল। তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে সুতীক্ষ্ণ শূল, শক্তি, প্রাস, পট্টিশ, ঘোরতর পরশু, সুতীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, সশর শরাশন, গদা, শতশত শতঘ্নী, লৌহ-মুদ্গর, বজ্রকল্প মুষ্টি, নখ, দন্ত, ও করতল সমুদ্যত করিয়া পর্ব্বত সদৃশ বৃহদাকার হনুমানকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর হনুমানও দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় বৃক্ষ ও দারুণ পর্ব্বত-শিখর উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে সেই রাক্ষসবীরগণকে পরিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি এক এক প্রহারেই পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, দশ বিংশতি অথবা ত্রিংশৎ রাক্ষস বিনিপাতিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ দেখিলেন যে, শত্রু-সংহারী ভীষণ-পরাক্রম বানরবীর হনুমান, রাক্ষসগণকে বিনিপাতিত করিতেছেন; তখন তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র ঐ বানরবীরের নিকট আমার রথ লইয়া চল; আমি যদি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে ঐ বানর আমার সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য ক্ষয় করিয়া ফেলিবে।

সারথি এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রথ দ্বারা পরম দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বহন পূর্ব্বক যেখানে হনূমান যুদ্ধকরিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিল; পরমদুর্দ্ধর্ষ রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, সমীপবর্ত্তী হইয়া বানরবীর হনুমানের মস্তকে ঘোরতর শরনিকর পট্টিশ অসি পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান, সেই সমুদয় ঘোরতর অস্ত্রে আহত হইয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, রাবণ-নন্দন! যদি বীর হও, আমার সহিত যুদ্ধ কর। দুর্ম্মতে! এই পবন-নন্দনের সহিত সংগ্রাম করিয়া কখনই জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি তুমি যুদ্ধ করিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সহিত বাহুযুদ্ধ কর। দুর্ব্বুদ্ধে! আমার বেগ সহ্য কর।

এই সময় রাক্ষসপ্রবীর বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন রাজকুমার! ঐ দেখ, রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎ, হনুমানকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শরাসন উদ্যত করিয়া ধাবমান হইতেছে; হনুমানের তিরস্কারে উহার সর্ব্ব-শরীর উদ্ধত ও মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-কুটিল হইয়া উঠিছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ ইন্দ্রবিজয়ী রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, রথারোহণ পূর্ব্বক হনুমানকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সৌমিত্রে! তুমি শত্রু-সংহারক জীবন-বিনাশক নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ অসাধারণ বীর ইন্দ্রজিৎকে সমাচ্ছন্ন কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বিভীষণ-বাক্য।

অনন্তর মহামতি বিভীষণ এই বাক্য বলিয়াই ত্বরা পূর্ব্বক ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে লইয়া, মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ

পূর্ব্বক রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে দেখাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন; মহাবীর! ঐ দেখ, নীল-জীমূত-সদৃশ ইন্দ্রজিৎ, ন্যগ্রোধ-দ্বারে অবস্থান করিতেছে। ঐ মহাবল রাবণ-তনয় ঐ ন্যগ্রোধতলে ভূতবলি প্রদান করিয়া, সর্ব্ব ভূতের অদৃশ্য হইয়া পশ্চাৎ সংগ্রাম-ভূমিতে গমন পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিহত ও শরবন্ধনে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রজিৎ যাহাতে ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা কর; এবং তীক্ষ্ণ-শরসমূহ দ্বারা উহার রথ অশ্ব ও সারথিকে বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হও।

রাবণভ্রাতা বিভীষণ এই কথা বলিবা-মাত্র মহাতেজা লক্ষ্মণ, শরাসন সমুদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ধ্বজ-পতাকা-সমলঙ্কৃত অগ্নিবর্ণ রথে সমারূঢ়, খড়্গ-কবচ-ধারী, মহাবল, রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণের সম্মুখে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত যুদ্ধ কর।

মহাতেজা রাবণ-তনয়, সংগ্রাম-ভূমিতে লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে দেখিয়াই পরুষবাক্যে কহিলেন, নিশাচর! তুমি এই স্থানে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমার পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ; তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা; তুমি আমার পিতৃব্য ও পিতৃতুল্য হইয়া কিরূপে পুত্রের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ! দুর্ম্মতে! জ্ঞাতি-ভাব, ভ্রাতৃভাব, জাতি ও সৌহার্দ্দ, তুমি কিছুরই অনুরোধ রাখিতেছ না! ধর্ম্মদূষক! তুমি ধর্ম্মেরও মুখাপেক্ষা করিতেছ না! দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সাধুগণের নিন্দনীয় ও নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছ; কারণ তুমি রাক্ষসকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া স্বজনগণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছ! নীচাশয়! স্বজনগণের সহিত সহবাস কোথায়, আর শত্রুর শরণাপন্ন হওয়া কোথায়! এ উভয়ের, যে কতদূর অন্তর, তাহা তুমি বুদ্ধিভ্রংশ-নিবন্ধন বুঝিতেই পারিতেছ না! যদি শত্রুই গুণবান ও স্বজন নির্গুণ হয়, তাহা হইলেও নির্গুণ স্বজনের নিকটেই থাকা শ্রেয়; কারণ যে ব্যক্তি পর, সে কখনই আত্মীয় হয় না। নিশাচর! আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবের প্রতি তোমার যাদৃশ নির্দ্দয়তা দেখিতেছি, তাহাতে তুমি কদাপি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বা সুখী হইতে পারিবে না; আমার পিতা গুরু বলিয়া অথবা প্রণয়-নিবন্ধন যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহা পরিমার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি সান্ত্বনাও করিয়াছেন। মূঢ়! আমার পিতা তোমার গুরু; তিনি সময়ে সময়ে প্রণয়-নিবন্ধন যেরূপ অপ্রিয় কথা বলেন, অবিচারিত চিত্তে সেইরূপ লালন-পালনও করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, গুণ-সম্পন্ন বন্ধু বিনাশের নিমিত্ত শত্রুর সহায়তা করে, শালিস্তম্ব-সমীপস্থিত শ্যামাকতৃণের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যেরূপ কোন পুরুষ, বীর পুরুষের অঙ্কগতা রমণীকে কামনা করিলে বিনষ্ট হয়, তুমিও সেইরূপ নির্ব্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার লঙ্কা দর্শনমাত্র কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইতেছ না!

ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধভরে এইরূপ পরুষ বাক্য কহিলে, তাঁহার পিতৃব্য বিভীষণ, উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাজ-কুমার! তুমি আমার স্বভাব না জানিয়াই কি নিমিত্ত এরূপ বাক্য বলিতেছ! অনার্য্য! পিতৃ-গৌরব পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ পরুষ বাক্য বলা তোমার পক্ষে ন্যায়ানুগত হইতেছে না; পৌলস্ত্য-কুল-দূষণ! অধর্ম্ম-নিবন্ধন তোমার জ্ঞান লোপ হইয়াছে; ঈদৃশ অবস্থায় তুমি গুণাগুণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; সুতরাং তুমি যে আমাকে অযৌক্তিক অন্যায় বাক্য বলিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। আমি যদিও পাপ-নিরত রাক্ষসবংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি, তথাপি আমার স্বভাব রাক্ষসের ন্যায় নহে; মনুষ্যজাতির যাহা প্রধান গুণ, তাহা আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। দারুণ পাপ-কর্ম্মে আমি রত হই না; পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজ্যলাভেও আমার ইচ্ছা নাই; বিষম-শীল দুরাত্মা দুশ্চরিত ভ্রাতাতেও আমার মন রত হয় না।

দুর্ব্বৃত্ত! পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও মিত্রদ্রোহিতা, এই তিনটি দোষ কুল-ক্ষয়ের কারণ; তোমার পিতাতে এই তিনটি দোষ নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষিগণের ঘোরতর বধ, সর্ব্বদেবের সহিত বিগ্রহ, ক্রোধ, অভিমান, সকলের সহিতই শত্রুতা, এই সমুদায় দোষ তোমার পিতার জীবন ও ঐশ্বর্য্য নাশের কারণ। জলধর-পটল যেরূপ পর্ব্বতকে আচ্ছাদন করে, তোমার পিতার গুরুতর দোষসমূহও সেইরূপ গুণ সমুদায়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তোমার পিতা আমার সাক্ষাৎ ভ্রাতা হইলেও আমি পূর্ব্বোক্ত গুরুতর দোষ-নিবন্ধন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি বা তোমার পিতা, কিছুই নাই বলিতে হইবে।

রাক্ষস! তুমি অভিমানী, ধৃষ্ট ও দুর্বিনীত, তুমি এক্ষণে কালপাশে বদ্ধ হইয়াছ; অধুনা তোমার কি অভিলাষ আছে বল। রাক্ষসাধম! তুমি আর ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না; তুমি রামচন্দ্রকে প্রধর্ষিত করিয়াছ; এক্ষণে তুমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। পাপাত্মন! রাজকুমার লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর; ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, তুমি আর এ জন্মে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

রাক্ষসাধম! এক্ষণে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া নিজ বল প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হও; তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয় কর; পরন্তু অদ্য লক্ষ্মণের বাণগোচর হইয়া রাক্ষস-সৈন্যগণের সহিত তুমি জীবন লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

আক্ষেপ-যুদ্ধ।

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এবং পরুষ বাক্য বলিতে বলিতে

ক্রোধভরে উৎপতিত হইলেন। আয়ুধ-নিস্ত্রিংশ-প্রভৃতি-সমলঙ্কৃত কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-যোজিত মহারথে সমারূঢ় কালান্তক-যম-সদৃশ-দৃশ্যমান মহাবল রাবণ-তনয় মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ, মহাপ্রমাণ বিপুল সুদৃঢ় ভীষণ শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমূহ মহাবেগে উদ্যত করিয়া সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে বিভীষণকে ও বানরবীরগণকে কহিলেন, তোমরা আমার পরাক্রম দেখ; অদ্য আমার শরাসনোৎসৃষ্ট দুঃসহ শরবর্ষণ, আকাশে জলবর্ষণের ন্যায় সমুদায় সংগ্রামস্থল সমাচ্ছন্ন করিবে। মেঘ যেরূপ গর্জ্জন পূর্ব্বক জল বর্ষণ করে, আমিও সেইরূপ ক্ষিপ্রহস্তে বাণ বর্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে! হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, মৎকার্ম্মুকবিনিঃসৃত সায়কসমূহও সেইরূপ তোমাদের শরীর বিধ্বস্ত করিবে। অদ্য তীক্ষ্ণ সায়ক ভিন্দিপাল অসি ও পট্টিশ দ্বারা তোমাদিগের শরীর নির্ভিন্ন হইবে; অদ্য আমি তোমাদের সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিব।

অনন্তর লক্ষ্মণ, রাক্ষসরাজকুমার ইন্দ্রজিতের তাদৃশ তর্জ্জন-গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া ভীত ও ক্রোধ-পরতন্ত্র না হইয়াই কহিলেন, রাক্ষসাধম! কেবল বাক্য দ্বারা কার্য্যের পারদর্শী হওয়া দুষ্কর নহে; যিনি কর্ম্ম দ্বারা কার্য্যের পারদর্শী হয়েন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান ও কৃতকার্য্য বলা যায়। তুমি কার্য্যসাধন-সামর্থ্য-বিহীন; তুমি বাক্য দ্বারা দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিব বলিয়াই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছ; সুতরাং তোমার তুল্য দুর্বুদ্ধি আর কেহই নাই; তুমি মায়াবলে অন্তর্হিত হইয়া পূর্ব্বে যে আমাদের উভয় ভ্রাতাকে ছলনা করিয়াছিলে, তাহা বীর-নিষেবিত পথ নহে; তাহা তস্করাবলম্বিত পথ। রাক্ষসাধম! যদি তুমি আমার বাণ-পথের অগ্রবর্ত্তী থাকিয়া সংগ্রাম কর, তাহা হইলে যুদ্ধে তোমার কতদূর বীর্য্য দেখিতে পাইব। কেবল বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিলে কি হইবে! তোমার পৌরুষ ও আমার পৌরুষ কতদূর অন্তর দেখ; আমি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য না বলিয়া, কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া ও আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত না হইয়াই তোমাকে বিনাশ করিব। দেখ, অগ্নি তৃণরাশি দগ্ধ করে, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, প্রবল বায়ু বৃক্ষ সমুদায়কে উন্মথিত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কোন কথাই কহে না, আত্মশ্লাঘাও করে না।

শক্র-সংহারক মহাবল ইন্দ্রজিৎ, এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষণ শরাসন সমুদ্যত করিয়া নিশিত শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলে পরিত্যক্ত সায়কসমূহ নিশ্বাস-পরায়ণ পন্নগের ন্যায়, লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বেগবান রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধাকুলিত হইয়া মহাবেগ বাণসমূহ দ্বারা শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শ্রীমান লক্ষ্মণ, শরসমূহে বিদ্ধ-শরীর ও শোণিত-প্লুত হইয়া বিধূম পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, আপনার কার্য্য দেখিয়া ঘোরতর গর্জ্জন পূর্ব্বক মহাশব্দে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অদ্য আমার শরাসনোৎসৃষ্ট জীবন-সংহারক সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ, তোমার শরীর হইতে জীবন হরণ করিবে। অদ্য যখন তুমি নিহত ও গতাসু হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত থাকিবে, তখন তোমার শরীরের উপরি গৃধ্রগণ গোমায়ুগণ ও শ্যেনগণ নিপতিত হইবে। অদ্য পরম-দুর্ম্মতি ক্ষত্রবন্ধু অনার্য্য রাম দেখিতে পাইবে যে, তাহার ভক্ত ভ্রাতা আমার হস্তে নিহত হইয়াছে। অদ্য তুমি আমার হস্তে বিস্রস্ত-কবচ, বিধ্বস্ত-শরাসন ছিন্ন-মস্তক ও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে।

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, অমর্ষভরে এইরূপ পরুষ বাক্য বলিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ হেতু-প্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তি-সংগত বচনে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি কার্য্য না করিয়াই কি নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা করিতেছ; তুমি নিজ বাক্য কার্য্যে পরিণত কর; তাহা হইলে আমি তোমার আত্মশ্লাঘার শ্রদ্ধা করিব। রাক্ষসাধম! আমি তোমাকে তিরস্কার করিব না, পরুষ বাক্য বলিব না, আত্মশ্লাঘাও করিব না, পরন্তু নীরব হইয়া অদ্য এই স্থানেই তোমাকে নিপাতিত করিব।

অনন্তর মহাবেগ মহাবীর লক্ষ্মণ, পঞ্চপর্ব্ব সায়ক আকর্ণ সন্ধান করিয়া ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিলেন; ইন্দ্রজিৎও লক্ষ্মণ-শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে সুপ্রযুক্ত বাণত্রয় দ্বারা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে পরস্পর বধাভিলাষী নরসিংহ ও রাক্ষসসিংহ উভয়ের মহাভীষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই মহাবল-সম্পন্ন, বিক্রমশালী, পরম-তেজঃসম্পন্ন ও পরম-দুর্দ্ধর্ষ; সুতরাং এই মহাবীরদ্বয় সিংহ-শার্দ্দূলের ন্যায় মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

নরসিংহ ও রাক্ষসসিংহ লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ প্রহৃষ্টহৃদয়ে নিশিত বাণসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

সংযুক্ত-যুদ্ধ।

অনন্তর শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণ, ক্রোধভরে সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নিশিত শর সন্ধান পূর্ব্বক রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের জ্যা-নির্ঘোষ সহ্য করিতে না পারিয়া বিবর্ণবদনে লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই সময় রাবণানুজ বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে বিষণ্ণমুখ দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, নরশার্দ্দূল! রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের শরীরে যে সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, ঐ রাক্ষসবীর ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। তুমি অবকাশ না দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে থাক।

অনন্তর সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, মহাবিষ-সর্প সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বজ্র-সমস্পর্শ শর-সমূহে আহত হইয়া ক্ষুভিতেন্দ্রিয় ও হত-চেতন হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে দেখিলেন, দশরথ-নন্দন মহাবীর লক্ষ্মণ সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অগ্রসর হইয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে পরুষ বচনে কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! আমার পরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই! তোমার ভ্রাতা ও তুমি প্রথমেই আমার নিকট পরাভূত হইয়া ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলে; তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ! আমি সংগ্রামে বজ্র-সদৃশ শরনিকর দ্বারা তোমাকে, রামকে ও সমুদায় বানরগণকে হত-চেতন করিয়া সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করাইয়া ছিলাম। আমার বোধ হয়, তোমার সে সমুদায় স্মরণ নাই। ঈদৃশ অবস্থাতেও যখন তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যমালয়ে গমন করিতে তোমার একান্তই অভিলাষ হইয়াছে। যদি পূর্ব্বকার যুদ্ধে আমার পরাক্রমের পরিচয় না পাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, আমি এখনই তোমাকে দেখাইতেছি।

ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচরবীর ইন্দ্রজিৎ, এই কথা বলিয়াই ক্রোধ-নিবন্ধন দ্বিগুণিত লোহিত-লোচন হইয়া তীক্ষ্ণধার সপ্ত সায়ক দ্বারা লক্ষ্মণকে, দশ সায়ক দ্বারা হনুমানকে এবং শত সায়ক দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া তাহা তৃণ জ্ঞান করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে ঘোরতর শর-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, নিশাচর! সংগ্রাম-ভূমিস্থিত বীর-পুরুষেরা এরূপ সামান্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন না; তোমার এই বাণগুলি লঘু ও অল্পবীর্য্য; এই দেখ, বিজয়াভিলাষী বীরগণ কিরূপে যুদ্ধ করেন মহাবীর লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়াই ইন্দ্রজিতের প্রতি সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষস-বীরের কাঞ্চনময় কবচ আকাশমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। কবচ-বিরহিত শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত-শরীর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম-ভূমিতে বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-শরীর রুধির-পরিপ্লুত মহাবল লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষণকর্ম্মা বীরদ্বয়, যখন পরস্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, প্রলয়-কালীন নীল-মেঘদ্বয় অবিরল ধারায় জল বর্ষণ করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগ-বিশারদ লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পর পরস্পরের

প্রতি শরবর্ষণ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক এইরূপে সংগ্রাম-ভূমিতে সুদীর্ঘকাল বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই বীরদ্বয় উভয়েই ভীষণ-পরাক্রম, উভয়েই শত্রু-বিজয়ে যত্নবান, উভয়েই শরসমূহে সমাকীর্ণ, উভয়েরই কবচ বিধ্বস্ত, উভয়েরই শরীর হইতে প্রস্রবণের ন্যায়, রুধিরধারা নিঃসৃত হইতেছে, উভয়েই পরস্পরের শরসমূহ আকাশপথে ছেদন করিতেছেন।

এইরূপে সংগ্রাম-ভূমিতে নরবীর ও রাক্ষসবীর, পরস্পর অদ্ভুত নির্দ্দোষ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কম্প-জনক দারুণ ভীষণ নির্ঘাতের ন্যায় তাঁহাদের জ্যাতল-নির্ঘোষ পৃথক পৃথক শ্রুত হইতে লাগিল। সংগ্রাম-মত্ত লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের শব্দ আকাশমণ্ডলে ঘোরতর মেঘদ্বয়ের গর্জ্জনের ন্যায় অনুভূত হইল। তাঁহাদের পরস্পরের শরসমূহ পরস্পরের প্রতি প্রযুক্ত ও শোণিত-দিগ্ধ হইয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরস্পর মিলিত হইয়া আকাশতল বিঘট্টিত করিতে লাগিল। তাঁহাদের সহস্র সহস্র বাণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া গেল। মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের শরীর শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া কুসুমিত নিষ্পত্র শাল্মলি বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে যেরূপ সমুদিত নক্ষত্রমালা শোভা ধারণ করে, তাঁহাদের গাত্র-সংলগ্ন সুনির্ম্মল বাণসমূহও সেইরূপ শোভমান হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাধনুর্দ্ধারী অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিত, তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রোধভরে ইন্দ্রজিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন না। শরীরবিদ্ধ-শর-সমূহে পরিবৃত মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, মহীরুহ-পরিবৃত মহীধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সর্ব্ব শরীর শরসমূহে পরিবৃত ও শোণিত-সিক্ত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরন্তু কেহই সংগ্রাম-বিমুখ বা পরিশ্রান্ত হইলেন না।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-রথাবমর্দ্দন।

এইরূপে নরবীর ও রাক্ষসবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, প্রভিন্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া, মহাবল রাবণভ্রাতা বিভীষণ সংগ্রাম-নৈপুণ্য দেখিবার নিমিত্ত সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ঐ মহাশরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের প্রতি অগ্নি-সমস্পর্শ সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অশনি যেরূপ পর্ব্বত বিদারণ করে, ঐ সমুদায় বাণও সেইরূপ

রাক্ষসগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। বিভীষণের অনুচরগণও শূল অসি পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রাক্ষস বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণে পরিবৃত বিভীষণ করভগণ-পরিবৃত মাতঙ্গ-যূথপতির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সংগ্রাম-বিশারদ বিভীষণ, বৃক্ষ-হস্ত শৈল-হস্ত রণ গর্ব্বিত বানরবীরগণকে সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত করিয়া উৎসাহ-প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরবীরগণ! আপনারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন; এই রাক্ষস-সৈন্য ব্যতীত রাক্ষসরাজের আর অপর সৈন্য নাই; এক্ষণে একমাত্র এই ইন্দ্রজিৎই রাবণের আশা-ভরসা; এই ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে বিনিহত হইলে রাবণকে অনায়াসেই বিনাশ করা যাইবে; এই ইন্দ্রজিতের বলেই রাবণ বলবান।

বানরবীরগণ! মহাবীর প্রহস্ত, মহাবল নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহাপার্শ্ব, তীক্ষ্ণবেগ অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, তপন, কাল, প্রঘস, প্রহস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, বীর্য্যবান রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, দ্বিজিহ্ব, সূর্য্যচক্ষু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমৌলি, মহাসত্ত্ব দেবান্তক ও নরান্তক, মহাবীর্য্য অতিকায়, অতিকোপন ত্রিশিরা, এই সমুদায় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীরকে এবং অন্যান্য বহুসংখ্য রাক্ষসবীরকে আপনারা সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছেন। আপনারা বাহুবলে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া এই সামান্য গোষ্পদ যে লঙ্ঘন করিবেন, ইহা ত সামান্য কথা! এক্ষণে আপনাদের এই ইন্দ্রজিৎ জয় করা মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এখনই ইহাকে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না; কারণ পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সমান; সহস্তে পুত্র বিনাশ করা উচিত হইতেছে না; পরন্তু রামচন্দ্রের পরিতোষের নিমিত্ত আমার অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। পুত্রের বধোপায় বলিয়া দেওয়া ও স্বহস্তে বধ করা তুল্য দোষ; পরন্তু রামচন্দ্রের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত আমি তাদৃশ পাপানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘৃণা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ করিতাম; কিন্তু যখনই প্রহার করিতে অভিলাষ করি, তখনই আমার হাত উঠে না, অবশ হইয়া যায়। যাহা হউক, মহাবাহু লক্ষ্মণই এই ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিবেন। বানরবীরগণ! আপনারা সকলে মিলিয়া এই সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রজিতের অনুচরবর্গকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

মহাযশা রাক্ষসবীর বিভীষণ, এইরূপে উৎসাহ-প্রদান পূর্ব্বক উত্তেজিত করিলে বানরবীরগণ প্রহৃষ্ট হৃদয় হইলেন; তৎকালে তাঁহাদের পরাক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। বিশেষত তাঁহারা বিভীষণকে স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া আনন্দিত হৃদয়ে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ঋক্ষ-সৈন্যে পরিবৃত জাম্ববানও প্রস্তরবর্ষণ দ্বারা ও নখ-দন্ত দ্বারা রাক্ষসগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল রাক্ষসগণ, ঋক্ষ-রাজকে সম্প্রহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া বহুবিধ

অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। জাম্ববান, রাক্ষস-সৈন্য সংহার করিতেছেন দেখিয়া রাক্ষসবীরগণ, ঘোরতর পরশু ও তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে অসুরগণের সহিত দেবগণের যেরূপ মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে রাক্ষসগণের সহিত বানরগণেরও সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। এই সময় মহাবীর হনুমান ক্রোধভরে পর্ব্বত হইতে একটি বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসগণকে পরিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল বিভীষণও ক্রোধাকুলিত হৃদয়ে সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, কিয়ৎক্ষণ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

এইরূপে পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ মেঘসমূহে সমাচ্ছন্ন হয়েন, মহাবল লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ পুনঃপুন শরজালে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে হস্তলাঘব-নিবন্ধন তাঁহারা কখন বাণ গ্রহণ করেন, কখন শরসন্ধান করেন, কখন শরাসন উদ্যত করেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করেন, কখন জ্যা-আকর্ষণ করেন, কখন বাণ সংগ্রহ করেন, কখন মুষ্টি প্রতিসন্ধান করেন, কখন লক্ষ্য করেন, কিছুই লক্ষিত হইল না। তাঁহাদের শরাসন-বিমুক্ত শরসমূহে সমুদায় আকাশ সমাচ্ছাদিত হইল; তৎকালে তাঁহাদের আকার দৃষ্ট হইল না। এই সময় নভোমণ্ডল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া ভীষণতররূপ ধারণ করিল; বায়ু প্রবাহিত হইল না; অগ্নিও প্রজ্বলিত হইল না। পরমর্ষিগণ বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। গন্ধর্ব্বগণ ও চারণগণ যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সন্তুষ্ট হৃদয়ে সেই স্থানে আগমন করিলেন।

এইরূপে মহাবীর লক্ষ্মণ, মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে পাইয়া এবং মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহাবীর লক্ষ্মণকে পাইয়া পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; এই সংগ্রামে জয়লক্ষ্মী অব্যবস্থিতরূপে অবস্থান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, রাক্ষসসিংহ ইন্দ্রজিতের কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব-চতুষ্টয়, শর-চতুষ্টয় দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় ভীষণ শত্রু-প্রমথন নির্ম্মল নারাচ গ্রহণ করিলেন; শরাসনরূপ-মেঘ-প্রমুক্ত লব্ধলক্ষ্য শব্দায়মান সেই বাণরূপ বজ্র, সারথির জীবন সংহার করিল। মহাতেজা রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, নিজ সারথিকে নিহত দেখিয়া সমরোৎসাহ-বিহীন ও বিষণ্ণবদন হইয়া পড়িলেন। বানর-যূথপতিগণ ইন্দ্রজিৎকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া তাঁহার রথ বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় প্রমাথী, ক্রথন, শরভ ও গন্ধমাদন, অমর্ষান্বিত হইয়া

মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এককালে ইন্দ্রজিতের অশ্ব-চতুষ্টয়ে নিপতিত হইলেন। পর্ব্বতাকার বানর-চতুষ্টয় অশ্ব-চতুস্টয়ে অধিষ্ঠান করিবামাত্র তাহাদের মুখ দিয়া রুধির-ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে বানরবীরগণ, রথ বিধ্বস্ত ও অশ্ব বিনিপাতিত করিয়া পুনর্ব্বার বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নিকট আসিলেন। রাবণ-তনয় ইন্দ্র-জিৎ, হত-সারথি হতাশ্ব ও বিধ্বস্ত রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন।

অনন্তর মহেন্দ্রকল্প মহাবীর লক্ষ্মণ, সংগ্রামে অশ্ব-বিরহিত পদাতি ইন্দ্রজিৎকে নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অবি-রল বাণ বর্ষণ দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ-বধ।

অনন্তর হতাশ্ব হত-রথ নিশাচরবীর ইন্দ্র-জিৎ, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; পরস্পর জিঘাংসা-বশবর্ত্তী শরাসনধারী মহা-বীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, অরণ্যমধ্যবর্ত্তী সংগ্রাম-প্রবৃত্ত গজ ও বৃষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানরসেনার অধিপতি ও রাক্ষসসেনার অধিপতি লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সম্প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এবং অশ্ববিনাশ জন্য সাতিশয় ক্রোধাভিভূত হইয়া দৃঢ়তররূপে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা লক্ষ্মণকে পরিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণও অসম্ভ্রান্ত হৃদয়ে, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই দারুণ দুঃসহ বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, নিশিত শরনিকর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর বধে নিবিষ্ট-চেতা মহাবল মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, শরজাল দ্বারা সংগ্রামভূমি আকুলিত ও ঘোর-দর্শন করিয়া তুলিলেন। পরে লঘুহস্ত মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, অভেদ্য-কবচ লক্ষ্মণকে বাণত্রয় দ্বারা ললাট-দেশে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শর-সমূহে প্রপীড়িত লক্ষ্মণ; ইন্দ্রজিৎকেও ঘোর-তর শরসমূহে বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণ-কুণ্ডল-বিভূষিত ক্রোধপূর্ণ বদনমণ্ডলে পঞ্চ বাণ প্রোথিত করিলেন।

অনন্তর শোণিত-দিগ্ধ-শরীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, সংগ্রাম-ভূমিতে কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষ-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। তাঁহারা পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরের সর্ব্বগাত্রে ঘোরতর শরনিকর বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, যার পর নাই রোষ-পরতন্ত্র হইয়া তিনটি বাণ দ্বারা বিভীষণের মুখমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন।

তিনি তীক্ষ্ণাগ্র চটকামুখ বাণসমূহে বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া সমুদায় বানর-যূথপতিকেও এক এক বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এই সময় দৃঢ়-শরাসনধারী বিভীষণ, ক্রোধ-সংবরণ করিতে না পারিয়া ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া বজ্র-সমস্পর্শ সুতীক্ষ্ণ বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণপুঙ্খ-বিভূষণ বাণসমূহ, ইন্দ্রজিতের শরীর ভেদ পূর্ব্বক রক্তময় হইয়া, রক্তবর্ণ বিষধরের ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্যের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া পাবকাস্ত্র পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর বিভীষণও তৎক্ষণাৎ রৌদ্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; আদিত্যকল্প এই ঘোর বাণদ্বয় আকাশে পরস্পর মিলিত ও প্রতিহত হইয়া নিপতিত হইল।

অনন্তর রাবণ-তনয় মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অস্ত্র বিদারিত ও বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় যমদত্ত শক্রাশনি নামক দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ, দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎকে শক্রাশনি-নামক, দিব্যাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিতে দেখিয়া অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন, কুবেরকর্ত্তৃক স্বপ্নে প্রদত্ত, দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণেরও দুর্জ্জয় দুঃসহ ভীষণ বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়ে যখন সশর শরাসন আকর্ষণ করেন, তখন ক্রৌঞ্চ-রবের ন্যায় তীক্ষ্ণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। উভয়ের শরাসন-চ্যুত এই দিব্য বাণদ্বয় নভোমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে আহত হইয়া নিস্তেজ ও নিপতিত হইল। উভয় বাণের আঘাতে উভয় বাণের শরীর শতশত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, নিজ নিজ বাণ প্রতিহত দেখিয়া লজ্জিত ও ক্রোধাভিভূত হইলেন।

অনন্তর সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া একটি সুদারুণ অস্ত্র সন্ধান করিলেন; রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎও সুদারুণ আসুরাস্ত্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশস্থিত জীবগণ লক্ষ্মণের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষণ-স্বনপূর্ণ এই সুদারুণ বানর-রাক্ষস-সংগ্রাম দেখিবার নিমিত্ত সমাগত বিস্মিত প্রাণিগণে আকাশতল সমাচ্ছাদিত হইল। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ ও গরুড়, দেবরাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, সংগ্রামস্থলে আগমন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ, অন্য একটি দারুণ দিব্য শর শরাসনে যোজনা করিলেন; এই বাণ সুন্দর-পর্ব্ব-বিশিষ্ট, সুসংস্থান-সম্পন্ন, হুতাশন-সমস্পর্শ, আশীবিষ-সমদর্শন, তেজঃ-সম্পন্ন, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বিষহ, ও জীবনান্তকর। পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে মহাবীর্য্য দেবরাজ এই বাণ দ্বারা দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে কাল যেরূপ সকলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকেও সেইরূপ সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া, সংগ্রামে অপরাজিত লক্ষ্মীবান

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রদত্ত সেই দিব্য বাণ সন্ধান করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, দাশরথি রামচন্দ্র যদি পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্ব, ধর্ম্মাত্মা ও সত্যসন্ধ হয়েন, তাহা হইলে দিব্য বাণ! তুমি ঐ রাক্ষসকে নিপাতিত কর; রামচন্দ্র যদি বীরসমূহের সহিত সংগ্রামে নিরত, পিতৃভক্ত, দেবকল্প, ভক্তানুকম্পী ও ভূতানুকম্পী হয়েন, তাহা হইলে বাণ! তুমি ঐ রাক্ষসকে বিনাশ কর।

মহাবীর লক্ষ্মণ, এই কথা বলিয়া আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ দিব্য বাণও জ্বলিত-কুণ্ডল-বিভূষিত শিরস্ত্রাণ-সমলঙ্কৃত রাবণ-তনয়-মস্তক শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিল। রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের স্কন্ধ হইতে ছিন্ন রুধিরোক্ষিত সুবর্ণবর্ণ মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল; পরক্ষণেই শিরস্ত্রাণ-বিভূষিত-শিরোরহিত সশর-শরাসনধারী রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, ভূমিতলে নিপতিত হইলেন।

বৃত্রাসুর নিহত হইলে দেবগণ যেরূপ আনন্দ কোলাহল করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে বিভীষণ এবং বানরগণও সেইরূপ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সময় আকাশপথে মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, অপ্সরোগণ, জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজয়ী বানরগণ কর্ত্তৃক হন্যমান রাক্ষসগণ, ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়ী বানরগণ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার করিতে করিতে চলিল; রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লঙ্কাপুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কোন কোন রাক্ষস পর্ব্বত আশ্রয় করিল; কোন কোন রাক্ষস ত্রাস-নিবন্ধন সমুদ্র-সলিলে নিপতিত হইল; রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে নিহত ও রণ-ভূমিতে শয়ান দেখিয়া সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে কেহই আর সেখানে থাকিল না। সূর্য্য অস্তগমন করিলে যেরূপ কিরণ সমুদায় তিরোহিত হয়, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইবামাত্র সমুদায় রাক্ষসও সেইরূপ অদৃশ্য হইল।

মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ, প্রশান্ত-রশ্মি দিবাকরের ন্যায়, নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায়, গত-জীবন হইয়া সংগ্রাম-স্থলে নিপতিত থাকিলেন।. রাক্ষসরাজ-তনয় নিপতিত হইলে পরুষ বায়ু প্রশান্ত ও ত্রিলোক প্রহৃষ্ট হইল; অমঙ্গল চিহ্ন আর কিছুই দৃষ্ট হইল না; সর্ব্বলোক-ভয়াবহ পাপকর্ম্মা রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া ভগবান দেবরাজ ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন; আকাশতল বিশুদ্ধ হইল; দেবগণ ও দানবগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এই সময় দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সমবেত হইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কলুষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্বর হইয়া বিচরণ করুন।

অনন্তর বানর-যূথপতিগণ অনন্য-সাধারণ-বল-বিক্রম-সম্পন্ন রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। বিভীষণ হনুমান

ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান, বিজয়-নিবন্ধন অভিনন্দন-সহকারে লক্ষ্মণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য বানরগণ, তর্জ্জন-গর্জ্জন ও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে লক্ষ্যভেদী লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা লাঙ্গূল সঞ্চালিত করিয়া আস্ফোটন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের জয়! লক্ষ্মণের জয়! এই কথা বলিতে লাগিলেন।

এইরূপে বানরবীরগণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের অসাধারণ গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

জয়াখ্যান।

ইন্দ্রজিতের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষতশরীর মহাবল লক্ষ্মণের সমুদায় দেহ রক্তে পরিপ্লুত হইয়াছিল; তিনি জাম্ববান ও হনুমানকে নিবর্ত্তিত করিয়া সমুদায় বানরগণের সহিত প্রহৃষ্ট হৃদয়ে যেখানে রামচন্দ্র ও সুগ্রীব আছেন, সেই স্থানে প্রতিগমন করিলেন। তিনি, এক দিকে বিভীষণ ও এক দিকে হনুমানকে অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক, দেবরাজ-সন্নিহিত বৃহস্পতির ন্যায়, অদূরে দণ্ডায়মান হইলেন।

অনন্তর স্নেহার্দ্র রামচন্দ্র, অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! কিরূপ ঘটনা হইয়াছে? মহাবীর লক্ষ্মণ, মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট ইন্দ্রজিতের বধবৃত্তান্ত স্বয়ং কিছুই বলিলেন না। তখন বিভীষণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, রাজকুমার! মহাত্মা লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন!

মহাবীর লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে শুনিয়া মহাবীর্য্য রামচন্দ্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; এবং কহিলেন, লক্ষ্মণ! সাধু সাধু! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি; তুমি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ; ইন্দ্রজিৎ যখন নিহত হইয়াছে, তখন রাবণকেও নিহত বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে শর-পীড়িত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; তৎকালে তিনি দুঃখ ও হর্ষে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণের মস্তকে আঘ্রাণ লইলেন এবং লক্ষ্মণ লজ্জমান হইলেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইলেন। তিনি স্নেহভাজন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক পুনঃপুন অবলোকন করিতে লাগিলেন; এবং পুনর্ব্বার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া হস্ত দ্বারা শরপীড়িত গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অদ্য যার পর নাই দুষ্কর ও পরম শ্রেয়স্কর কর্ম্ম করিয়াছ! অদ্য আমি মনে করিতেছি, রাক্ষসাধিপতি পাপাত্মা রাবণ নিহত হইয়াছে। অদ্য সেই দুরাত্মা শত্রু নিপাতিত হওয়াতে আমি বিজয়ী হইলাম। মহাবীর! অদ্য তুমি সংগ্রামে নৃশংস রাবণের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছ; ইন্দ্রজিৎই রাবণের সম্পূর্ণ আশা-

ভরসা ও বলবীর্য্য। ইন্দ্রজিতের বলেই রাবণ সর্ব্ব-বিজয়ী হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ! অদ্য তোমা হইতেই রাবণ হত-মিত্র হইয়াছে; অদ্য সেই দুরাত্মা যখন শুনিবে যে, তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিপাতিত হইয়াছে; তখন সে সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিবে, সন্দেহ নাই। পুত্র-বধ-সন্তপ্ত রাক্ষসরাজ রাবণ যখন বহির্গত হইবে, তখন আমি সংগ্রামে সৈন্য-সমভি-ব্যাহারে তাহাকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! তুমি আমার সহায় হইয়া মহাবল ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছ; এক্ষণে সীতা ও পৃথিবী আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। তোমার সহায়তায় আমি সমুদায়ই প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতে হইবে।

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র, শরপীড়িত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া পার্শ্বস্থিত সুষেণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! এই সশল্য মিত্রানন্দবর্দ্ধন সৌমিত্রি যাহাতে সুস্থ হয়; তুমি তাহা কর। এই বিভীষণ ও লক্ষ্মণকে শল্যরহিত করিয়া দাও। দ্রুম-যোধী মহাবীর ঋক্ষ-বানর-সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদিগকেও তুমি যত্ন পূর্ব্বক সুস্থ কর।

বানরাধিপতি সুষেণ, রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমবৎ-শিখর-সম্ভূতা বিশল্য-করণী নামে মহৌষধি লইয়া লক্ষ্মণকে নস্য প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহৌষধির গন্ধ অঘ্রাণ করিবামাত্র শল্য-রহিত, বেদনা-রহিত ও ব্রণ-রহিত হইলেন। পরে কপি-রাজ সুষেণ, বিভীষণ-প্রভৃতি সুহৃদগণের ও ঋক্ষ-বানরগণেরও চিকিৎসা করিতে লাগি-লেন। সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণও তৎকালে পীড়ারহিত, শল্যরহিত, শ্রমক্লম-রহিত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

অনন্তর সমুদায় বানরগণ লক্ষ্মণকে বিগত-জ্বর ও প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, দেবগণ অমৃত পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়া-ছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইল; তৎ-কালে তাহাদের বীর্য্য ও পরাক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

সীতা-বধ-নিবারণ।

এ দিকে হত-শেষ নিশাচরগণ, প্রহার-নিবন্ধন শ্রান্ত, একান্ত-কাতর ও ছিন্ন-কবচ হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং দুঃখিত হৃদয়ে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছেন! মহারাজ! লক্ষ্মণ, বিভীষণের সমভিব্যাহারে আসিয়া, সমুদায় রাক্ষসের সমক্ষেই আপনকার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছে! মহাবীর! যিনি দেবগণ-সম-বেত দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সেই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অদ্য মহাবীর লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, এবং লক্ষ্মণকে শরনিকর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া,

জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, বীরপুরুষ-সুলভ পরলোকে গমন করিয়াছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ, ঘোরতর পুত্র-বধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র, সন্তপ্ত-হৃদয় ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র-বধ-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, পুনর্ব্বার মোহাভিভূত, মূর্চ্ছিত ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

মহাক্রূর মহাবাহু রাক্ষসরাজ দশানন, বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক, পুত্র-শোকে একান্ত কাতর ও বিহ্বল-হৃদয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, হা বৎস! হা মহাবল! হা প্রধান রাক্ষস-সেনাপতে! হা ইন্দ্রজিৎ! অদ্য তুমি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক-যম-সদৃশ শরনিকর দ্বারা যে, মন্দর পর্ব্বতের শিখরও ভেদ করিতে পার! অদ্য তুমি সংগ্রামে সামান্য মনুষ্য লক্ষ্মণকে পরাজয় করিতে পারিলে না! অদ্য বৈবস্বত যম আমার নিকট বহু-সম্মানাস্পদ হইলেন; কারণ, তুমি কাল-বশবর্ত্তী হইয়া অদ্য তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছ! যাহা হউক, ইহাই সমুদায় উত্তম যোধ-পুরুষদিগের ও সমুদায় অমরগণের উত্তম পথ। যিনি অধিপতির হিত-সাধনের নিমিত্ত শত্রুহস্তে নিহত হয়েন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন।

হায়! অদ্য সমুদায় দেবগণ, লোক-পালগণ ও মহর্ষিগণ, তোমার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নির্ভীক হৃদয়ে সুখে নিদ্রা যাইবে! হায়! অদ্য একমাত্র ইন্দ্রজিৎ না থাকাতেই পর্ব্বত-কানন-সমবেত সমগ্র মহীমণ্ডল ও ত্রিলোক, শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! হায়! অদ্য আমি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া গিরি-গহ্বরস্থিত করেণুসমূহের আর্ত্তনাদের ন্যায়, রাক্ষস-ললনাদিগের বিলাপ ও রোদন শ্রবণ করিব!

বৎস! তুমি রাক্ষসৈশ্বর্য্য, যৌবরাজ্য, লঙ্কা, জননী, ভার্য্যা ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ! মহাবীর! আমি পরলোকে গমন করিলে, কোথায় তুমি আমার প্রেতকার্য্য করিবে, তাহা না হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! আমাকে তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইবে! বৎস! রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে; তুমি এই সমুদায় শত্রু নিপাত না করিয়া—আমার শল্য উদ্ধার না করিয়া—কি নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করিলে!

রাক্ষসরাজ রাবণ, বাষ্পপূর্ণ লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার মোহ অপনীত হইলে, পুত্র-বিনাশ-জনিত ক্রোধ তাঁহার শরীরে প্রকাশমান হইল। একে ত তাঁহার আকার স্বাভাবিক ঘোরতর, তাহাতে আবার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হওয়াতে তিনি রুদ্রের ন্যায় একান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িলেন; তাঁহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ নয়ন, ক্রোধাগ্নি দ্বারা সমধিক ঘোরতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে

যেরূপ অগ্নিশিখা-সমেত তৈলবিন্দু নিপতিত হয়, ক্রুদ্ধ দশাননের নয়ন সমুদায় হইতেও সেইরূপ অশ্রু-বিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি কুপিত বৃত্রাসুরের ন্যায় যখন কোপ-নিবন্ধন জৃম্ভণ করিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে সধূম প্রজ্বলিত অগ্নি নিপতিত হইল। তিনি যখন দন্ত দ্বারা দন্ত-নিষ্পেষিত করিলেন, তখন দানবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত মহাযন্ত্রের ন্যায় মহাভীষণ দন্ত শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি কালান্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া যে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই দিকেই রাক্ষসগণ, ভয়বিহ্বল হইয়া বিলীন হইতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর ক্রোধাভিভূত রাক্ষসরাজ রাবণ, রাক্ষসগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন, নিশাচরগণ! আমি সহস্র বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিয়া, ভগবান স্বয়ম্ভুকে পুনঃপুন প্রসন্ন করিয়াছিলাম; সেই তপঃ-সমষ্টি-নিবন্ধন এবং ব্রহ্মার প্রসাদে, দেবগণ বা অসুরগণ হইতেও আমার কখন কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমাকে সূর্য্য-সন্নিভ যে অভেদ্য কবচ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেবাসুর-সংগ্রামে দেবরাজও ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; অতএব আমি অদ্য সেই কবচ ধারণ পূর্ব্বক, রথারোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলে, নর-বানরের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও আমার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারিবেন না।

নিশাচরগণ! পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামের সময়, ব্রহ্মা আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া, যে মহাশরাসন ও শরসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য মহাসংগ্রামে রাম-লক্ষ্মণের বধের নিমিত্ত শতশত তূর্য্য-নিনাদ-সহকারে তাহা উত্থাপন পূর্ব্বক আনয়ন কর।

অনন্তর পুত্রবধ-সন্তপ্ত মহাবীর রাবণ, পুনর্ব্বার শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন; তিনি বহুক্ষণ মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে সীতাকেই বধ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তিনি অতীব ঘোর লোহিত লোচনে, অতীব কাতর হৃদয়ে নিশাচরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসগণ! বৎস ইন্দ্রজিৎ, বানরগণকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত মায়া দ্বারা সীতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ইনিই সীতা বলিয়া দেখাইয়া তাহাদের সমক্ষে বিনাশ করিয়াছিল; আমি অদ্য সেই কার্য্যে সত্য-সত্যই প্রবৃত্ত হইব; আমি অদ্য প্রকৃত-প্রস্তাবেই ক্ষত্রিয়াধমে অনুরক্তা বৈদেহীকেই, বিনষ্ট করিব।

রাক্ষসরাজ রাবণ, সচিবগণকে এই কথা বলিয়াই আকাশতলের ন্যায় নির্ম্মল নির্দ্দোষ খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক, বেগে সভা হইতে বহির্গত হইলেন; সচিবগণ তাঁহাকে পুত্রশোকে একান্ত আকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। অন্যান্য রাক্ষসগণ, ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ দশাননকে ক্রোধ-ভরে খড়্গ হস্তে সীতার দিকে গমন করিতে দেখিয়া, সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহারা রাক্ষসরাজের ক্রোধ দর্শনে পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিল যে, অদ্য যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে

বোধ হয়, নিশাচররাজ নিশ্চয়ই অদ্য রাম-লক্ষ্মণকে সংগ্রামে বিনিপাতিত করিবেন। পূর্ব্বে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকপাল-চতুষ্টয়-কেও পরাজয় করিয়াছিলেন; ইনি অনেক বার অনেক যুদ্ধে, অনেক শত্রু বিনিপাতিত করিয়াছেন।

রাক্ষসগণ এইরূপ বলাবলি করিতেছে, এমত সময় ক্রোধ-মূর্চ্ছিত দশানন, অশোক-বনস্থিত সীতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি ক্রোধ-নিবন্ধন পদন্যাসদ্বারা বসুধাতল কম্পিত করিয়া দ্রুততর গমন করিতে করিতে পুত্রশোক-সমাক্রান্ত হৃদয়ে স্ত্রীবধে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। সাধু-হৃদয় সুহৃদ্‌গণ, তাঁহাকে পুনঃপুন নিবারণ করিলেও, গ্রহ যেরূপ নভোমণ্ডলে রোহিণীকে আক্রমণ করে, তিনিও সেইরূপ ক্রোধভরে সীতা-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

রাক্ষসীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা অপরূপ-রূপ-বতী সীতা, অস্ত্রধারী ক্রোধাভিভূত রাব-ণকে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদনে উদ্যত ও সচিব-গণ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণ দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই দুষ্ট-মতি রাবণ, যেরূপ অতিক্রোধভরে আমার প্রতি ধাবমান হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, আমি সনাথা হইলেও, আমাকে অনাথার ন্যায় বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; আমি একমাত্র পতিতেই অনুরক্তা; এই পাপাত্মা আমাকে পুনঃপুন বলিয়াছিল যে, আমার ভার্য্যা হও; আমি কোন ক্রমেই সেই বাক্যে সম্মতা হই নাই; প্রত্যুত তাহাকে নিরাকৃতই করিয়া দিয়াছি; এই কারণে ঐদুষ্টাশয় নিরাশ ও কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে।

এইমাত্র আমি লঙ্কা-নিবাসী বহুরাক্ষসের তুমুল হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি; আমার বোধ হয়, আমার নিমিত্তই পুরুষসিংহ রাম-চন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এই অনার্য্য কর্ত্তৃক সংগ্রামে বিনিপাতিত হইয়াছেন! অথবা লক্ষ্মণ, সংগ্রামে ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিয়া থাকিবে; এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া পুত্রশোকে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া, ঐ দুরাত্মা আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে। হায়! আমার নিমি-ত্তই কি, রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ জীবন পরিত্যাগ করিলেন! পূর্ব্বে আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি-নিবন্ধন হনুমানের বাক্য রক্ষা করি নাই; যদি আমি হনুমানের বাক্যানুসারে তৎকালে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতাম, তাহা হইলে পতিক্রোড়ে থাকিয়া সুখে কাল-যাপন করিতাম; আমাকে আর ঈদৃশ অনু-শোচনা করিতে হইত না!

হায়! আমার একপুত্র শ্বশ্রূ যখন শ্রবণ করিবেন যে, তাঁহার পুত্র, সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই! আমার শ্বশ্রূ, নিজপুত্র মহাত্মা রামচন্দ্র নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার জন্ম, বাল্য, যৌবন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও রূপ চিন্তা পূর্ব্বক নিরাশা ও হত-চেতনা হইয়া অগ্নি-প্রবেশ বা প্রায়োপবেশন করিবেন, সন্দেহ নাই। অসতী পাপ-দর্শনা কুব্জা মন্থরাকে ধিক!

দেবী কৌশল্যা তাহার নিমিত্তই এতদূর দুঃখ-সাগরে নিপতিতা হইলেন!

এইরূপে গ্রহ কর্তৃক আক্রান্তা চন্দ্র-বিরহিতা রোহিণীর ন্যায়, তপস্বিনী মৈথিলী, রাবণ কর্তৃক আক্রান্তা হইয়া বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় সচিবগণ সকলেই রাক্ষসরাজ রাবণকে স্ত্রীবধে উদ্যত-খড়্গ দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিল। এই সময় জ্ঞানসম্পন্ন বিশুদ্ধ-হৃদয় বুদ্ধিমান অবিন্ধ্য-নামক অমাত্য, অন্যান্য সচিবগণ কর্তৃক নিবার্য্যমাণ রাবণকে কহিল, দশানন! আপনি বিশ্রবার পুত্র, সর্ব্বদা ধর্ম্ম-নিরত, ও বেদ-বিদ্যা-ব্রত-স্নাত। আপনি নিজ অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক, কিরূপে স্ত্রীবধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন! আপনি কি নিমিত্ত স্ত্রীবধরূপ ঘোরতর পাতক করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! আপনি মহাবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; বিশেষত আপনি মনস্বী ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত; স্ত্রীহত্যা আপনকার কোন ক্রমেই অনুরূপ হইতেছে না; দেখুন, এই বৈদেহীসৌম্যদর্শনা ও নিরুপম-রূপবতী; ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি বিনাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়! আপনকার যে ঘোরতর ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়াছে; তাহা সেই রামের প্রতিই পরিত্যাগ করুন; অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী; অদ্য যুদ্ধের আয়োজন পূর্ব্বক কল্য অমাবস্যা তিথিতে সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া শত্রু-বিজয়ার্থ যাত্রা করুন। আপনি সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলে, দশরথ-তনয় রামচন্দ্রকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। মহাবীর্য্য রাক্ষসবর অবিন্ধ্য, এই কথা বলিয়া, বল পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বৈদেহীর নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল।

দুরাত্মা রাবণও দেবী সীতার অলোকসাধারণ রূপ দেখিয়া ক্রোধভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার লোভের বশবর্ত্তী হইলেন। তিনি সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভায় প্রবেশ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

গন্ধর্ব্বাস্ত্র-যুদ্ধ।

পরমদীন পরম-দুর্ম্মতি দশানন, কুপিত সিংহের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি ইন্দ্রজিৎ-বিনাশ জন্য আকুল হইয়া উপস্থিত যোধপুরুষ সমুদায়কেই কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাক্ষসবীরগণ! আপনারা সকলে তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতি সমুদায়ে পরিশোভিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করুন; আপনারা সংগ্রামে সুনিপুণ; আপনারা প্রবৃদ্ধ জলদপটলের ন্যায় সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বতোভাবে শত্রুগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করুন; পরে আমি সকলের সমক্ষেই সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, শত্রু-সৈন্য প্রমথিত করিয়া রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাক্ষসগণ, রাক্ষসরাজের মুখে এইরূপ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। রাক্ষসবীরগণ মদোৎকট সিংহের ন্যায়, মহাবেগে শূল গদা তোমর খড়্গ পরশ্বধ প্রভৃতি উদ্যত করিয়া গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর অমাবস্যার দিবস, রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র, রাক্ষসগণ ও বানরগণের পরস্পর অতীব ভীষণ লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ করিতে করিতে বিচিত্র গদা প্রাস খড়্গ পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও বৃক্ষ দ্বারা গিরিশৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তর দ্বারা মুষ্টি-প্রহার দ্বারা ও দশন দ্বারা রাক্ষসদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে এত বানরবীর ও রাক্ষসবীর নিহত হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। মহামাতঙ্গ-রথরূপ-মহাকূর্ম্ম-সমাকুল শররূপ-মৎস্য-পরিশোভিত, ধ্বজরূপ-বৃক্ষ রাজি-বিরাজিত, শরীর-কাষ্ঠবাহিনী, শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। বানরবীরগণ বেগে পুনঃপুন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, রাক্ষসগণের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন করিয়া দিতে লাগিল। তাহারা তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত দ্বারা কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ, কাহারও চক্ষু, কাহারও নাসিকা ছেদন করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এক এক বৃক্ষের প্রতি যেরূপ শতশত শকুনি ধাবমান হয়, এই সংগ্রামে এক এক রাক্ষসবীরের প্রতিও সেইরূপ শতশত মহাবল বানরবীর ধাবমান হইল। পর্ব্বতাকার রাক্ষসগণ, প্রকাণ্ড গদা পট্টিশ ও পরিঘ দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, সশর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষস-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য-সদৃশ প্রচণ্ড রামচন্দ্র, মেঘ-সদৃশ রাক্ষসসৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু তিনি শররূপ কিরণ দ্বারা যে রাক্ষসদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তৎকালে কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। তিনি সংগ্রামে ঘোরতর দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য করিলেন; পশ্চাৎ রাক্ষসেরা দেখিতে লাগিল, রামচন্দ্র কখনও মেঘের ন্যায় সেনাগণকে নিরাকৃত করিতেছেন, কখনও মহারথগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন; পরন্তু আকাশস্থিত বায়ুর ন্যায়, তিনি কোন রাক্ষসেরই দৃষ্টিগোচর হইলেন না। রাক্ষসেরা দেখিল, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সেনাগণ ছিন্নভিন্ন, বিপর্য্যস্ত, প্রভগ্ন ও শরবিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু রামচন্দ্রকে কেহই দেখিতে পাইল না। ইন্দ্রিয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত জীবাত্মাকে যেরূপ কেহই দেখিতে পায় না, রাক্ষসগণও সেইরূপ সম্প্রহার-প্রবৃত্ত রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না।

এই রাম গজানীক ধ্বংস করিতেছেন, এখানে এই রাম মহারথদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এখানে এই রাম তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, তুরঙ্গগণের সহিত

পদাতিগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন; এইরূপে সেনাগণ, চতুর্দ্দিকে কেবল রামময় দেখিতে লাগিল। এই প্রকারে রামচন্দ্র, মোহনাস্ত্রবলে সংগ্রামে প্রবৃত্ত রাক্ষসগণের বুদ্ধি লোপ করিয়া দিলেন। বিমূঢ়-হৃদয় জ্ঞান-বিরহিত রাক্ষসগণ, চতুর্দ্দিকে রামময় দেখিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। রামচন্দ্রের ন্যায় দৃশ্যমান মহাবীর রাক্ষসগণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুপিত হইয়া শক্তি শূল পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে মোহিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা রাক্ষস-সৈন্য-সংহারক প্রকৃত রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা, সংগ্রাম-ভূমিতে সহস্র সহস্র রাম-চন্দ্র দেখিতে লাগিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা সংগ্রামস্থিত একমাত্র রামচন্দ্রকেই দেখিতে পাইল। তৎপরে তাহারা দেখিল, মহাত্মা রামচন্দ্রের শরাসনের কাঞ্চনময় কোটি, অলাতচক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা দেখিল, নভোমণ্ডলে দিবাকর যেরূপ কিরণ-জাল বিস্তার করেন, রামচন্দ্রের শরাসন হইতেও সেইরূপ চতুর্দ্দিকে শরজাল বিস্তারিত হইতেছে। শর-রশ্মি-সমূহ-মধ্যস্থিত-মধ্যাহ্নকালীন-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-সদৃশ, সংগ্রাম, ভূমি সর্ব্বত্র সঞ্চারী রামচন্দ্রকে,' রাক্ষসগণ নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইল না। অনন্তর রাক্ষসগণ, দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় রামচক্র প্রবর্ত্তিত দেখিল; শরসমূহ এই চক্রের অর্চ্চি; দিব্য কার্ম্মুক ইহার দিব্য নাভি ও তার; ইহার জ্যা-ঘোষই তল-নির্ঘোষ; ইহার তেজ বিদ্যুদগণের ন্যায়। দিব্যাস্ত্র-গুণ-সম্পন্ন এই রামচক্র, দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় সংগ্রামে রাক্ষসগণকে বিনিপাতিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র, একাকীই দিবসের অষ্টম ভাগে অগ্নিশিখা-সদৃশ নিশিত শরনিকর দ্বারা, কামরূপী রাক্ষসদিগের মধ্যে বায়ুর ন্যায় বেগ-সম্পন্ন দশসহস্র রথ, অষ্টাদশ-সহস্র অশ্বারোহী, ও দুই লক্ষ পদাতি সংহার করিলেন। অনন্তর হত তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি প্রভৃতি দ্বারা সেই রণভূমি, পশু-নিপাত-প্রবৃত্ত ক্রুদ্ধ রুদ্রের ক্রীড়া-ভূমির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। হতশেষ নিশাচরগণ, লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষি-গণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ অসাধারণ কার্য্য দেখিয়া পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! এই অস্ত্র-প্রভাব আমার এবং মহাদেবের ব্যতীত ত্রিলোকমধ্যে আর কাহারও নাই।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

স্ত্রী-বিলাপ।

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষিত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সহস্র সহস্র মাতঙ্গ ও মাতঙ্গারোহী, সহস্র সহস্র তুরঙ্গ ও তুরঙ্গারোহী, সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল রথ ও রথারোহী এবং সহস্র সহস্র গদা-পরিঘ-যোধী কাঞ্চনবর্ম্ম-বিভূষিত কামরূপী মহাবীর রাক্ষস নিহত হইল! এই সংগ্রামে মহাবীর দ্বিজিহ্ব, রাক্ষসবীর সংহ্রাদী, বিমর্দ্দন, কুম্ভহনু, খরকেতু, বিড়ালাক্ষ, হয়গ্রীব, শঙ্কুকর্ণ, প্রতর্দ্দন ও হস্তিকর্ণ, এই দশ জন বিখ্যাত মহাবীর সেনাপতি নিপাতিত হইয়াছিল। হতশেষ নিশাচরগণ এই সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সন্ত্রান্ত ও ভীত হইল। হত-পুত্রা হত-বান্ধবা বিধবা দুঃখার্ত্তা দীনা চিন্তা-পরায়ণা রাক্ষসীরা, হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

রাক্ষসীরা করুণ বচনে কহিতে লাগিল, হায়! করালা, লম্বোদরী, বৃদ্ধা শূর্পণখা, কি জন্য কন্দর্প-বশবর্ত্তিনী হইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিল! হায়! কি নিমিত্ত শূর্পণখা লোকপাল-সদৃশ মহাসত্ত্ব সর্ব্ব-ভূতহিত-পরায়ণ সুকুমার রামচন্দ্রকে দেখিয়া কামনা করিয়াছিল! সর্ব্বগুণ-বিহীনা দুর্ম্মুখী রাক্ষসী শূর্পণখা, অশেষ-গুণ-নিধান মহাতেজা চন্দ্রবদন রামচন্দ্রকে কি নিমিত্ত কামনা করিয়াছিল! আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতই পাপ-নিরতা, শুক্লকেশা, শূর্পণখা, সর্ব্বলোক-বিগর্হিত হাস্যকর ঈদৃশ অকার্য্য করিয়াছিল! হায়! কুৎসিতরূপা শূর্পণখা, খর-দূষণের বিনাশের নিমিত্ত ও রাক্ষসকুল সংহারের নিমিত্তই মহানুভব রামচন্দ্রকে প্রধর্ষিত করিয়াছে! সেই শূর্পণখার নিমিত্তই ত রাবণের সহিত রামচন্দ্রের শত্রুতা হইয়াছে! তাহাতেই ত রাক্ষসকুল ক্ষয় হইল! দুরাত্মা রাবণ, আত্মবধের নিমিত্ত ও নিজকুল ক্ষয়ের নিমিত্তই সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে! পরন্তু সীতা মনোদ্বারাও রাবণকে কামনা করেন না; ফলের মধ্যে মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত রাক্ষসদিগের ঘোরতর শত্রুতা হইল!

পূর্ব্বে বিরাধ সীতাকে প্রার্থনা করিয়াছিল; পরন্তু রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন; ইহা কি পর্য্যাপ্ত নিদর্শন হয় নাই; ইহা দেখিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না! রামচন্দ্র একাকী জনস্থানে অগ্নিশিখা-সদৃশ শরনিকর দ্বারা চতুর্দ্দশ সহস্র ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন; সেই সময় তিনি আশীবিষ-সদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা খর দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করেন; এই নিদর্শন কি পর্য্যাপ্ত নহে; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষসরাজের চৈতন্য হইল না! রামচন্দ্র ক্রৌঞ্চারণ্যে যোজনবাহু-নামক কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছেন; ইহা কি পর্য্যাপ্ত নিদর্শন নহে; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষসরাজের জ্ঞান হইল না!

মহাত্মা রামচন্দ্র যখন ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে বাস করেন, যখন তিনি একান্ত কাতর ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই সময়ও তিনি ইন্দ্র-তনয় মহাবল মহাবীর্য্য মহাতেজা বানররাজ বালিকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এই নিদর্শনই যথেষ্ট ; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষসরাজের চৈতন্য হইল না !

মহাত্মা বিভীষণ, সমুদায় রাক্ষসের হিত-সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ; মোহ-নিবন্ধনই সেই পরামর্শ রাক্ষসরাজের মনোগত হয় নাই ! রাক্ষসরাজ যদি বিভীষণের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরী দুঃখার্ত্ত ও শ্মশান-সদৃশ হইত না ! বিভীষণের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে, মহাত্মা রামচন্দ্রের হস্তে কুম্ভকর্ণ ও লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইতেন না, রাক্ষসরাজকেও প্রিয় ভ্রাতা ও প্রিয় পুত্রের নিমিত্ত এরূপ অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হইত না !

অনন্তর নিয়ত অশ্রুপাত-নিবন্ধন সংরক্ত-নয়না রাক্ষসীরা অননুভূতপূর্ব্ব বিপৎপাত-নিবন্ধন করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে, আমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, আমার পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ শব্দ রাক্ষসদিগের গৃহে গৃহে শ্রুত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে রাক্ষসীরা বলিতে লাগিল, সংগ্রামে মহাবীর রামচন্দ্র একাকীই সহস্র সহস্র রথ, সহস্র সহস্র তুরঙ্গ, সহস্র সহস্র সহস্র মাতঙ্গ, সহস্র পদাতি বিনাশ করিয়াছেন ! আমাদিগের বোধ হয়, শতক্রতু মহেন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, অথবা দুর্দ্ধর্ষ কালান্তক কালই রামরূপে আসিয়া রাক্ষসকুল সংহার করিতেছেন। রাক্ষসকুলের সমুদায় প্রধান প্রধান বীরপুরুষ নিপাতিত হইয়াছে ; আমাদিগের আর জীবনের আশা নাই ; আমরা কিরূপে যে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইব, তাহার উপায় দেখিতেছি না ; সুতরাং অনাথা হইয়া বিলাপ করিতেছি !

মহাত্মা মহাবীর দশানন, ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই যে মহাঘোর ভয় উপস্থিত, তাহা তিনি দেখিয়া শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। মহাবীর রামচন্দ্র যখন লঙ্কাধিপতি রাবণকে বিনাশ করিবেন, তখন কি দেবগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি অসুরগণ, কি রাক্ষসগণ, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন না ! প্রতি যুদ্ধেই আমরা রাক্ষসগণের দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি ; সেই সমুদায় যে, সফল হইবে ও রাক্ষসরাজ যে নিহত হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাক্ষসরাজ রাবণ যখন ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, দেবগণ দানবগণ ও যক্ষগণ হইতে আমার মৃত্যু না হয় ও কোন ভয় না থাকে, তখন ব্রহ্মা সেই বরই প্রদান করিয়াছিলেন ; পরন্তু দশানন ঔদাস্য করিয়া মনুষ্য হইতে অভয় প্রার্থনা করেন নাই ; সেই কারণে এক্ষণে সংগ্রামে মনুষ্য হইতেই রাক্ষসগণের জীবন-সংহারক ও

রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাণ-নাশক মহাঘোর ভয় উপস্থিত হইল!

আমরা শুনিয়াছি, রাক্ষসরাজ দশানন প্রদীপ্ত তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বর লাভ পূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণকে প্রপীড়িত করাতে তাঁহারা পিতামহের আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাতেজা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণের হিত-সাধনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, দেবগণ! আমি যে তোমাদের হিতকর মহৎ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় রাক্ষস ভয়-শূন্য হইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করিতেছে, তাহারা অতঃপর ভয়াকুলিত চিত্তে ত্রস্ত হইয়া বিচরণ করিবে।

অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া ত্রিপুর-সংহারক বৃষভ-বাহন মহাদেবের আরাধনা করিলেন; মহাতেজা মহাদেবও প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে কহিলেন, অমরগণ! তোমাদের ভয় বিদূরিত করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকুল-সংহারিণী এক নারী উৎপন্না হইবে; আমাদের বোধ হয়, এই জনক-নন্দিনীই সেই রাক্ষসকুল-সংহারিণী রমণী। রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত দেবতারাই ইহাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন; ইনি ক্ষুধিতা হইয়া রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে ও আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ নাই। দুর্বিনীত দুর্ম্মতি রাবণের দুর্ণয়-নিবন্ধন এই ঘোরতর শোক ও ঘোরতর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! যুগাবসানে সর্ব্ব-সংহারক কালের ন্যায়, এক্ষণে রামচন্দ্র আসিয়া আমাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! অধুনা আমরা যাহার শরণাপন্ন হইব, যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, ত্রিলোক-মধ্যে এমত ব্যক্তিই দেখিতে পাইতেছি না!

ভয়-শোক-কর্ষিত রজনীচর-রমণীগণ, বাহু দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ সুদারুণ বিলাপ, রোদন ও আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ঘোরতর দুঃসহ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

রাবণ-নির্যাণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ দশানন, গৃহে গৃহে শোকার্ত্ত রাক্ষসীদিগের ও রাক্ষসদিগের করুণাপূর্ণ বিলাপ ও পরিবেদনা সমুদায় শ্রবণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজ সৈন্য সমুদায় ক্ষয় হইয়াছে; সমুদায় সুহৃদ্গণ এবং দেবরাজ-তুল্য পরাক্রমশালী-পুত্রগণও বিনিহত হইয়াছে। পরে তিনি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল একাগ্র মনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; পরক্ষণেই তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ ও ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক লোহিত লোচন সমুদায় সমধিক লোহিততর হইয়া উঠিল। তিনি সমুদ্দীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় তৎকালে রাক্ষসগণেরও দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া পড়িলেন।

রাক্ষসরাজ দশানন, দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি দ্বারা ভয়াকুলিত সমীপবর্ত্তী রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন কহিলেন, রাক্ষসগণ! তোমরা মহাবীর্য্য বিরূপাক্ষ, মত্ত ও উন্মত্তকে আমার আজ্ঞানুসারে রাক্ষস-সৈন্য-সমভিব্যাহারে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিতে বল। ভয়াকুলিত রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজের ঈদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গমন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষসবীরগণের নিকট অব্যগ্র ভাবে রাজাজ্ঞা প্রচার করিল। ঘোরদর্শন মহারথ রাক্ষসবীরগণও তথাস্তু বলিয়া কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গমন করিল; তাহারা যথাবিধানে রাক্ষসরাজের পূজা করিয়া বিজয়াভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর মহাতেজা লঙ্কেশ্বর দশানন, ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবীর্য্য বিরূপাক্ষ, মত্ত ও উন্মত্তকে কহিলেন, মহাবীরগণ! তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে রণবাদ্য-সহকারে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবে; অথবা চল আমিও স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। অদ্য আমি শরাসনমুক্ত কালানল-সদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অদ্য আমি শত্রু সংহার করিয়া নিহত খর, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈর-নির্যাতন করিব। অদ্য আমার সায়কসমূহে আকাশ, দিক, নদী ও সাগর সমাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইবে। অদ্য আমার শরাসন-সাগর হইতে উত্থিত উদ্বেল শরোর্ম্মিসমূহ দ্বারা আমি সমুদায় বানরযূথকেই প্লাবিত করিব। অদ্য পদ্মকিঞ্জল্ক-বর্ণ, বিকসিত-সরোজ-শোভমান-বদন বানরদিগের ব্যূহরূপ তড়াগে আমি মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় অবগাহন করিব। অদ্য আমি সংগ্রামে এক এক সায়ক দ্বারা যুদ্ধ-প্রচণ্ড দ্রুম-যোধী শতশত বানরকে এককালে ভেদ করিব। যে সকল রাক্ষসীদের ভ্রাতা, ভর্ত্তা বা পুত্র নিহত হইয়াছে, অদ্য আমি শত্রু-সংহার দ্বারা তাহাদিগের নয়নজল পরিমার্জ্জিত করিব। অদ্য আমি সংগ্রামে, সায়ক-সমূহ-বিদারিত ইতঃস্ততো নিপতিত হত-চেতন বানরগণে মহীমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিব। অদ্য আমি শর-প্রপীড়িত শত্রুমাংসে গোমায়ু গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী জীবগণকে পরিতৃপ্ত করিব। যোধপুরুষগণ! অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত করিতে বল; তোমরাও যুদ্ধসজ্জা কর। আমার যে সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহাদের সকলকেই আমার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতে বল।

অনন্তর রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ, তাদৃশ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সমীপবর্ত্তী সেনানীকে কহিলেন, সেনাপতে! ত্বরা পূর্ব্বক সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে বল। দ্রুতগামী সেনাপতি, রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র, রাক্ষসদিগের গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষসগণ, খড়্গ পট্টিশ শূল গদা মুষল শক্তি সায়ক কূটমুদ্গর ভিন্দিপাল

শতঘ্নী প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সেনাপতিও রাক্ষসরাজ রাবণের আজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। লঙ্কেশ্বর দশাননও নিজ তেজোমণ্ডলে দীপ্যমান হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথি কর্তৃক সমানীত, তুরঙ্গাষ্টক-সমাযুক্ত, সুবর্ণ-বেদিকা-বিভূষিত, বহুবিধ-রত্ন-সমলঙ্কৃত, বৈদূর্য্যনাল-বিমণ্ডিত, পতাকারাজি-বিরাজিত,হিরণ্ময়-নরমুণ্ড-কেতু-লাঞ্ছিত, সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্ত্ব, গৌরব ও গাম্ভীর্য্যে ভূতল অবনত করিলেন।

নিশাচরবীর দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ, মত্ত ও উন্মত্ত, রাক্ষসরাজের অনুমতি ক্রমে নিজ নিজ রথে আরোহণ করিল। জীবন পরিত্যাগে অপরাঙ্মুখ নিশাচরবীরগণ, প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সিংহনাদ দ্বারা মেদিনীমণ্ডল ভেদ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। কালান্তক-যম-সদৃশ-মহাতেজা দশানন, যুদ্ধের নিমিত্ত শরাসন উদ্যত করিয়া বহির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি মহাবেগ-তুরঙ্গযুক্ত রথ দ্বারা, যেখানে রাম-লক্ষ্মণ আছেন, সেই উত্তর দ্বার দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্য প্রভা-বিরহিত, দিক সমুদায় তিমিরাচ্ছন্ন ও মহীমণ্ডল কম্পিত হইল; মেঘগণ ঘোরতর কঠোর শব্দ করিতে লাগিল; দেবগণ রক্ত বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন; রথ-তুরঙ্গগণ-সমভূমিতেও স্খলিত-পদ হইয়া পড়িল; একটা গৃধ্র আসিয়া রাক্ষসরাজের ধ্বজের উপরি নিপতিত হইল; শিবাগণ অশিবধ্বনি করিতে লাগিল; রাক্ষসরাজের বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল; তাঁহার বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া পড়িল ও স্বর ভ্রষ্ট হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার নিধন-শংসী এইরূপ দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; নভোমণ্ডল হইতে বজ্র নিপাতের ন্যায় ঘোরতর শব্দে উল্কা পতিত হইল; বায়সগণের সহিত চক্রবাকগণ মিলিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল; গৃধ্রগণ মহাত্মা রাবণের রথের উপরি মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; রথ-যোজিত তুরঙ্গগণ নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

লঙ্কাধিপতি দশানন, এই সমুদায় অতি-দারুণ উৎপাত গণনা না করিয়াই কাল-প্রেরিত হইয়া মোহ-নিবন্ধন আত্ম-বিনাশার্থই বহির্গত হইলেন। এ দিকে বানর-সৈন্যগণ, সংগ্রামাভিলাষী রাক্ষসগণের রথশব্দ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পরস্পর জয়াভি-লাষী ক্রুদ্ধ বানরগণ ও রাক্ষসগণ, যুদ্ধার্থ পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। সংগ্রামভূমি-স্থিত ঘোর-তর বানরবীরগণ, রাক্ষসরাজের সমক্ষেই শৈলসমূহ ও বৃক্ষসমূহ দ্বারা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচরগণের প্রতি আদেশ করিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমারা বানর বিনাশের নিমিত্ত প্রহৃষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধ কর।

অনন্তর বিজয়াভিলাষী রাক্ষসগণ, তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক বানরগণের উপরি বাণ বর্ষণ

করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন রাক্ষস মুদ্গর দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস শক্তি দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস শূল দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস গদা দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস মুষল দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস তোমর দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস পরিঘ দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস অঙ্কুশ দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস সায়ক-সমূহ দ্বারা, সংগ্রামে বানর বিনাশ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ রাবণও বানরগণের উপরি নারাচ, বৎসদন্ত, অজামুখ, বিকর্ণি ও ক্ষুরাগ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর পাদপযোধী বানরবীরগণ, বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে আহিত হওয়াতে সকলে মিলিত হইয়া ঘোর-বিক্রম রাবণের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচর-রাজ রাবণ, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা বানরগণের শরীর ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি রাক্ষসগণের হর্ষ বর্দ্ধন পূর্ব্বক এক এক শর নিপাতে পাঁচ সাত বা নয়টি বানরকে এককালে বিদারিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুর্জ্জয় দশানন, সুবর্ণ-বিভূষিত অগ্নি-সন্নিভ ঘোরতর শরনিকর দ্বারা সংগ্রামে বানরগণকে প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ কর্ত্তৃক প্রমথিত অসুরগণের ন্যায় বানরগণ সংগ্রামে শর-পীড়িত, ছিন্নভিন্ন-শরীর ও নির্ম্মথিত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। ঘোরতর-কিরণ-শালী দিবাকর যেরূপ আকাশতলে ধাবমান হয়েন, ঘোরতর-সায়করূপ-কিরণ-শালী রাবণও সেইরূপ সংগ্রামস্থলে ক্রোধভরে বানরগণের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর বানরগণ, ছিন্নভিন্ন-শরীর, ব্যথিত, শোণিতপ্লুত ও হত-চেতন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রের নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে অপরাঙ্মুখ শিলা-য়ুধ পরাক্রান্ত বানরগণ, আর্ত্তনাদ সহকারে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইল; পরন্তু পরক্ষণেই তাহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত-শিখর ও মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া সংগ্রামভূমি-স্থিত রাবণের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। মহাতেজা দশানন, সংগ্রাম-ভূমিতে অবিচলিত ভাবে থাকিয়া প্রাণ-সংহারক দ্রুমবর্ষণ ও শিলাবর্ষণ নিরস্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অগ্নি-সদৃশ ও আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অষ্টাদশ বাণ দ্বারা গন্ধমাদনকে, দশ বাণ দ্বারা দূরস্থিত নলকে, সুদারুণ সপ্ত বাণ দ্বারা মহাকায় মৈন্দকে, পঞ্চ বাণ দ্বারা সংগ্রামস্থিত গয়কে, বিংশতি বাণ দ্বারা মহাবীর হনূমানকে, দশ বাণ দ্বারা সেনাপতি নীলকে, পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা গবাক্ষকে, পঞ্চ বাণ দ্বারা শক্রজানুকে, ছয় বাণ দ্বারা দ্বিবিদকে, দশ বাণ দ্বারা পনসকে, পঞ্চদশ বাণ দ্বারা কুমুদকে, সপ্তদশ বাণ দ্বারা জাম্ববানকে, অশীতি বাণ দ্বারা বালি-পুত্র অঙ্গদকে, হৃদয়-ভেদী এক বাণ দ্বারা শরভকে, বাণত্রয় দ্বারা তারকে, অষ্ট বাণ দ্বারা বিনতকে, ললাটভেদী বাণত্রয় দ্বারা

ক্রথনকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যসন্নিভ মর্ম্মভেদী সায়কসমূহ দ্বারা বানর-সৈন্য পরিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কোন কোন বানরের মস্তক ছিন্ন হইল; কোন কোন বানর সংগ্রাম-ভূমিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন বানরের পার্শ্বদেশ বিদারিত হইল; কোন কোন বানর নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শূন্য ও নিহত হইয়া পড়িল; কোন কোন বানরের বাহু ছিন্ন, ও কোন কোন বানরের চক্ষু উন্মূলিত হইল। সংগ্রামভূমি-স্থিত সমুদায় বানরই এইরূপে মহাবল দশানন কর্ত্তৃক শরনিকর দ্বারা ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া পড়িল।

রাক্ষসরাজ দশানন, পরমপ্রীত হৃদয়ে দেখিলেন, সমুদায় বানর-সৈন্য শরজালে মোহিত রুধিরোক্ষিত ও একান্ত আকুল হইয়াছে।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বিরূপাক্ষ-বধ।

এইরূপে মহাবীর দশানন কর্ত্তৃক সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত-শরীর নিপতিত বানরগণে সংগ্রাম-ভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। প্রবল যুগান্ত-বায়ু যেরূপ বৃক্ষ সমুদায় নির্ম্মথিত করে, রাক্ষসরাজ রাবণও সেইরূপ মহাকায় বানরগণকে নির্ম্মথিত করিতে লাগিলেন। পতঙ্গগণ যেরূপ পাবক সহ্য করিতে পারে না, বানরগণও সেইরূপ রাবণের তাদৃশ অসহ্য শরসম্পাত সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহারণ্য মধ্যে অগ্নিশিখা-বিধ্বস্ত মাতঙ্গগণ যেরূপ আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পলায়ন করে, বানরগণও সেইরূপ নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন-পরায়ণ হইল। বায়ু যেরূপ মহামেঘ পরিচালিত করিয়া গমন করে, রাক্ষসরাজ রাবণও সেইরূপ সংগ্রামে শরনিকর দ্বারা বানর-সৈন্য পরিধ্বস্ত করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবেগে বানরগণকে পরিমর্দ্দিত করিয়া, রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে ত্বরা পূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, বানর-সৈন্যগণকে ভগ্ন ও পলায়িত দেখিয়া গুল্মে সুষেণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং সংগ্রাম করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তিনি আত্ম-সদৃশ মহাবীর সুষেণকে নিজ পদে স্থাপন পূর্ব্বক, প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া শত্রুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য যূথপতিগণও, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষ ও মহাশৈল গ্রহণও পূর্ব্বক, তাঁহার পার্শ্বে ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব, সংগ্রাম-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ স্বরে সিংহনাদ পূর্ব্বক, প্রধান প্রধান রাক্ষসগণকে বিধ্বস্ত, প্রমথিত ও নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি নিজ তেজে প্রবৃদ্ধ ও ক্রোধ-সংরক্ত-নয়ন হইয়া রাক্ষসগণকে সম্পূর্ণরূপে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। মেঘ যেরূপ অরণ্য মধ্যে পক্ষিগণের উপরি শিলা

বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যের উপরি শিলা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রমুক্ত শিলাবর্ষে ভগ্ন-শরীর রাক্ষসগণ, ইতস্তত বিকীর্ণ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রভগ্ন রাক্ষস-সৈন্য, ভূতলে নিপতিত ক্ষয়প্রাপ্ত ও শব্দায়মান হইলে রথারূঢ় রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ সুগ্রীবের নিকট আসিয়া নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া শর-বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্র-পরাক্রম বানররাজ সুগ্রীবও সুদৃঢ়-শরাসন-চ্যুত বজ্র-কল্প শরসমূহ তৃণজ্ঞান করিয়া সমরে সম্মু-খীন হইলেন। তিনি মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিরূপাক্ষের সমক্ষেই রথের ধূর্বীতে (জোতে) একটি পাদ প্রহার করিলেন। বানরবীরের পাদ প্রহারে অশ্বগণ ভগ্ন-গ্রীব ও নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; তাহা-দিগের চক্ষু বহির্গত হইয়া পড়িল। অনন্তর বানরবীর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথে উত্থিত হইয়া বৃক্ষদণ্ড প্রহার দ্বারা সারথিকে নিপা-তিত করিলেন। বিরূপাক্ষ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইল। এই সময় বায়ু-সম-বেগশালী সুগ্রীব-সচিবগণ, বিরূ-পাক্ষকে অপক্রান্ত দেখিয়া মহাবেগে সেই রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

রথহীন বিরূপাক্ষ, সশর শরাসন ও কবচ ধারণ পূর্ব্বক বানররাজের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং সে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বহুশস্ত্র-সম্পন্ন মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইল। মহাবল বিরূপাক্ষ এইরূপে মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষণ শব্দে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল; এবং সমু-দায় রাক্ষসের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি ও অন্যান্য বানরগণের প্রতি ঘোরতর শর বর্ষণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল।

শত্রু-সংহারী বিরূপাক্ষ, আশীবিষ-সদৃশ সায়কসমূহ দ্বারা সুগ্রীবকে পুনঃপুন বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাক্রোধ বানররাজ সুগ্রীব, নিশিত শরনিকরে অতিবিদ্ধ হইয়া ক্রোধ-নিবন্ধন তাহার প্রাণবধে মনোযোগী হইলেন, এবং তিনি বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহামাতঙ্গের ললাটে প্রহার করিলেন। বানররাজের মুষ্টিপ্রহারে অভিহত মহাগজ, ধনুর্মাত্র অপসৃত হইয়া শব্দ-সহ-কারে নিপতিত হইল। মাতঙ্গ যখন নিপ-তিত হয়, সেই সময় সেই মহাবল রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ, অভেদ্য চর্ম্ম ও খড়্গ লইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতরণ করিল। বানরবীর সুগ্রীবও মাতঙ্গপৃষ্ঠ হইতে পতিত অপর খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে উদ্যত-খড়্গধারী রোষ-সন্তপ্ত যুদ্ধ-বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, পরস্পর আহ্বান পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর সংরব্ধ পরস্পর জয়াভিলাষী, রাক্ষস-বীর ও বানরবীর, দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখনও পরস্পর

পরস্পরকে প্রহার করেন, কখনও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়েন, কখনও তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হয়েন।

অনন্তর বানরবীর সুগ্রীব, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় প্রকাণ্ড একটি মহাশিলা লইয়া বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর বিরূপাক্ষ, মহাশিলা পতিত হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া বিক্রম-সহকারে সুগ্রীবের প্রতি খড়্গ প্রহার করিলেন। বানরবীর সুগ্রীব যখন দেখিলেন যে, রাক্ষসপ্রবীর আপনাকে শিলাপ্রহার হইতে মুক্ত করিয়াছে; তখন তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার শরীরে নিপতিত হইয়া গাত্রাবরণ কবচ ছিন্ন করিয়া দিলেন। সুগ্রীবের শরীরপাতে রাক্ষসবীর ভূতলে নিপতিত হইল; পরে সে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া ভীষণ শব্দ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে বজ্রের ন্যায় একটি চপেটাঘাত করিল। মহাবল বানররাজ, রাক্ষসবীর কর্ত্তৃক চপেটাঘাতে আহত হইয়া স্বয়ং চপেটাঘাত করিবার নিমিত্ত করতল উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রাক্ষসবীর, নিপুণতা-নিবন্ধন কৌশল-ক্রমে সুগ্রীবের চপেটাঘাত বিফল করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল।

বানরবীর সুগ্রীব, রাক্ষসবীরকে শিক্ষাবলে প্রহারমুক্ত দেখিয়া দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং তিনি ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাবলে একটি বিষম চপেটাঘাত করিলেন। বজ্র-নির্ঘাতের ন্যায় এই করতলাঘাতে আহত হইবামাত্র রাক্ষসবীর ভূতলে নিপতিত হইল; তাহার মস্তক দিয়া রক্তস্রোত বহির্গত হইতে লাগিল।

বানরগণ দেখিল, রুধিরপ্লুত বিরূপাক্ষ মোহ-নিবন্ধন বিবৃত্ত-নয়ন ও বিরূপাক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, সে এক এক বার করুণস্বরে অস্ফুটরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে, এক এক বার ভূতলে পরিস্পন্দিত হইতেছে।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

মত্ত-বধ।

এইরূপে বানর-সৈন্য ও রাক্ষস-সৈন্য পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করাতে উভয় সৈন্যই গ্রীষ্মকালীন সরোবরদ্বয়ের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসরাজ দশানন, নিজ-সৈন্য-বিনাশ ও বিরূপাক্ষ-বধ-নিবন্ধন দ্বিগুণ ক্রোধাকুলিত হইয়া উঠিলেন। বানরগণ তাঁহার প্রায় সমুদায় সৈন্য ক্ষয় করিল দেখিয়া সংগ্রামে দৈব-বিপর্য্যয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তিনি ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। পরে তিনি সমীপস্থিত রাক্ষসবীর মত্তকে কহিলেন, মহাবাহো! এ সময় কেবল তোমা হইতেই আমার জয়ের আশা রহিয়াছে। মহাবীর! তুমি অদ্য পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রু-সৈন্য সংহার কর; প্রভু-ভক্তি প্রদর্শনের এই প্রকৃত সময় উপস্থিত।

রাক্ষসবীর মত্ত, মহাদ্যুতি রাক্ষসরাজের নিকট যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিয়া মকর

যেরূপ সাগরসলিলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ শক্রসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। এই মহাবল রাক্ষসবীর স্বভাবতই তেজঃ-সম্পন্ন ছিল, এক্ষণে প্রভুবাক্যে দ্বিগুণতর তেজস্বী হইয়া বানর-সৈন্য বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব, বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য ভগ্ন দেখিয়া যুদ্ধমত্ত মত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন; তিনি মহীধর-সদৃশ একটি প্রকাণ্ড শিলা লইয়া মত্তবধের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর মত্ত, দুর্দ্ধর্ষ মহাশিলা নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, নিশিত সায়কসমূহ দ্বারা অর্দ্ধপথেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল। নভোমণ্ডল হইতে যেরূপ সহস্র সহস্র গৃধ্রসমূহ ভূতলে নিপতিত হয়, রাক্ষসবীর কর্ত্তৃক বহুসংখ্য অংশে ছিন্ন সেই মহাশিলাও সেইরূপ বসুধাতলে নিপতিত হইল। বানররাজ সুগ্রীব যখন দেখিলেন যে, তাঁহার নিক্ষিপ্ত শিলা ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া একটি বিশাল শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর মত্তও শরসমূহ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, এবং নিশিত শরনিকর দ্বারা বানররাজ সুগ্রীবকে বিদ্ধ করিল। পরে সুগ্রীব দেখিলেন, সেই স্থানে একটি পরিঘ নিপতিত রহিয়াছে; তিনি সেই পরিঘ লইয়া রাক্ষসবীরের বাণসমূহ নিরস্ত করিলেন, পরে ঐ পরিঘ দ্বারা মহাবেগে রথ-তুরঙ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মহাবল রাক্ষসবীর, নিজ রথ-তুরঙ্গ নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া গদা গ্রহণ করিল। গদাহস্ত ও পরিঘ-হস্ত রাক্ষসবীর ও বানরবীর, পরস্পর গর্জ্জন-প্রবৃত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, ও সবজ্র মেঘদ্বয়ের ন্যায়, যুদ্ধার্থ পরস্পর মিলিত হইলেন। রাক্ষসবীর মত্ত, ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবের প্রতি ভাস্করসদৃশ দেদীপ্যমান গদা নিক্ষেপ করিল; বানররাজ সুগ্রীবও সেই গদার প্রতি পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন; পরিঘ গদা দ্বারা ভগ্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ বানরবীর সুগ্রীব, ভূতল হইতে একটি সুবর্ণ-ভূষিত লৌহ-বিনির্ম্মিত ঘোর-দর্শন মুষল গ্রহণ করিয়া, রাক্ষসবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসবীর মত্তও আর একটি গদা লইয়া মুষলের প্রতি নিক্ষেপ করিল; গদা ও মুষল পরস্পর আহত ও চূর্ণ হইয়া মহীতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে উভয়ের প্রহরণ বিধ্বস্ত হইলে প্রদীপ্ত-হুতাশন-সদৃশ-তেজোবল-সমন্বিত বীরদ্বয়, পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে মুষ্টি প্রহার করিয়া পুনঃপুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কখন বা পরস্পর পরস্পরকে করতল প্রহার করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন; কখন বা ধরণীতল হইতে পুনরুত্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে রাক্ষসবীর ও বানরবীর, পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার অভিলাষে বাহু বিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবেগ মহাবল রাক্ষসবীর, অদূরে নিপতিত খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিল; বানররাজও সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত অন্য খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রোধপূর্ণ যুদ্ধ-বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, খড়্গ উদ্যত করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা পরস্পর ক্রুদ্ধ ও পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরস্পর জিঘাংসু হইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী মহাবল মহাবেগ দুর্ম্মতি মত্ত, সুগ্রীবের চর্ম্মের উপরি খড়্গ নিপাতিত করিল; এই খড়্গ, চর্ম্ম-মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে, যে সময় সে আকর্ষণ করে, সেই অবকাশে বানররাজ সুগ্রীব, মুকুট-পরিশোভিত তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মত্তের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে দেখিয়া, রাক্ষস-সৈন্যগণ দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসবীর মত্তকে বিনাশ করিয়া বানরগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ দশানন কুপিত ও রামচন্দ্র প্রহৃষ্টহৃদয় হইলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

উন্মত্ত-বধ।

এইরূপে রাক্ষসবীর মত্ত নিহত হইলে রাক্ষসপ্রধান উন্মত্ত, সায়কসমূহ দ্বারা অঙ্গদের সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফল পাতিত করে, কোপাকুলিত উন্মত্তও সেইরূপ বানরবীরগণের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিতে লাগিল। পরে সে রাক্ষসগণের হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক কহিল, আমি শত্রু-সংহারক; আমি জীবিত থাকিতে এই প্রভগ্ন বানরবীরগণ আমার দুঃসহ সৈন্যের নিকট আগমন করিয়া কখনই জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।

রাক্ষসবীর উন্মত্ত এই কথা বলিয়া, ক্রোধভরে শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক কোন কোন বানরের বাহু, কোন কোন বানরের পার্শ্বদেশ ছেদন করিল। বানরগণ, উন্মত্ত কর্ত্তৃক শরবর্ষণ দ্বারা প্রপীড়িত, বিষণ্ণ, বিমুখ ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িল। অনন্তর বানরবীর অঙ্গদ, যখন দেখিলেন যে, নিজ সৈন্য রাক্ষস কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইতেছে, তখন তিনি পর্ব্বকালীন মহাসমুদ্রের ন্যায়, মহাবেগে শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তিনি লৌহ-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন পরিঘ উদ্যত করিয়া উন্মত্তের শরীরে নিক্ষেপ করিলেন; উন্মত্ত ও তাহার সারথি, সেই দারুণ প্রহারে মোহাভিভূত ও অচেতন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নীলাঞ্জন-সদৃশ-রূপ-সম্পন্ন মহাতেজা মহাবীর ঋক্ষরাজ, এই সময় মহামেঘ-সন্নিভ নিজ যূথমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গস্থিত একটি প্রকাণ্ড শিলা লইয়া বলপূর্ব্বক তদ্দ্বারা উন্মত্তের অশ্বগণকে নিপাতিত ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্তকাল পরে রাক্ষসবীর উন্মত্ত, সংজ্ঞা-লাভ করিয়া পঞ্চ বাণ দ্বারা অঙ্গদের হৃদয়, বাণত্রয় দ্বারা জাম্ববানের ভুজদ্বয় বিদারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শরনিকর দ্বারা জাম্ববানকে ও গবাক্ষকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় মহাবীর অঙ্গদ, গবাক্ষ ও জাম্ববানকে শরপীড়িত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে পুনর্ব্বার লৌহ-নির্ম্মিত ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ করিলেন। তিনি ভুজদ্বয় দ্বারা ঐ পরিঘ ভ্রামিত করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে দূরস্থিত উন্মত্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বলবান বানরবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরিঘ, রাক্ষসবীর উন্মত্তের সশর শরাসন ও শিরস্ত্রাণ অধঃপাতিত করিল। এই সময় প্রতাপবান বালি-পুত্র, মহাবেগে উন্মত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কুণ্ডল-বিভূষিত কর্ণমূলে একটি চপেটাঘাত করিলেন; মহাবেগ মহোদ্যম উন্মত্তও ক্রুদ্ধ হইয়া এক হস্ত দ্বারা তৈল-ধৌত সুনির্ম্মল গিরি-সদৃশ-সুদৃঢ় মহাপরশ্বধ গ্রহণ পূর্ব্বক, বালিপুত্রে নিপাতিত করিল। অঙ্গদ সেই পরশ্বধের আঘাতে ক্ষণকাল মোহাভিভূত হইলেন।

অনন্তর পিতৃতুল্য-পরাক্রম মহাবীর অঙ্গদ, ক্রোধভরে বজ্রসদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া রাক্ষসবীর উন্মত্তের হৃদয়ে মহাবেগে প্রহার করিলেন; এই মুষ্টি প্রহারে রাক্ষসবীরের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; সে তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল।

এইরূপে রাক্ষসবীর উন্মত্ত নিপাতিত হইলে রাক্ষস-সৈন্যগণ বিক্ষোভিত হইল; রাক্ষসরাজ রাবণ যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

রাম-রাবণের অস্ত্র-যুদ্ধ।

ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর দেব-দানব-দর্পহারী মহাতেজা মহাবীর দশানন, যখন দেখিলেন যে, মহাপ্রভাব মত্ত ও উন্মত্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ, সসৈন্যে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তখন তাঁহার আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিল না। তিনি ভাস্কর ও মহেন্দ্রের ন্যায় তেজোরাশি-সমুদ্ভাসিত হইয়া সূতকে রথ চালনের আজ্ঞা দিলেন, এবং কহিলেন, আমার অমাত্যগণ নিহত ও লঙ্কাপুরী যে অবরুদ্ধ হইয়াছে, অদ্য আমি রামলক্ষ্মণকে সংহার করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিব। রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই এই সমুদায় কার্য্যের মূল; সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরযূথপতিগণ ইহাদের শাখা-প্রশাখা; সকলের মূল রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করিলে সকল শত্রুই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমি অদ্য যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

সারথি, রাক্ষসরাজ রাবণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রহৃষ্ট হৃদয়ে বানরগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক, রথ চালন করিতে আরম্ভ করিল; রাক্ষসবীর অতিরথ দশানন, রথ-নির্ঘোষে দশ দিক অনুনাদিত করিয়া যেখানে রঘুনন্দন আছেন, সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার

রথশব্দে পর্ব্বত, নদী, কানন প্রভৃতি সমুদায় স্থান পরিপূরিত হইল; সমুদায় পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল; মৃগপক্ষিগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

কিরীট-সমলঙ্কৃত মুষ্ট-কুণ্ডলধারী দশানন, শরাসন-বিস্ফারণ পূর্ব্বক, নিজ নাম শুনাইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, সিংহনাদ ও রথ-নির্ঘোষ দ্বারা ত্রিলোক পরিপূরিত হইল; বোধ হইল যেন, সর্ব্ব-দৈত্য-বধার্থ ত্রিবিক্রম বিষ্ণু ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক পরিপূরিত করিতেছেন।

অনন্তর বানরগণ, রাক্ষসরাজ রাবণ দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে শরণাগত-বৎসল পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। রাজীবলোচন রামচন্দ্র, পর্ব্বতের ন্যায় ঘোরদর্শন রথস্থিত রাবণকে ধনুর্বিস্ফারণ পূর্ব্বক, কাল মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন-সহকারে বিচরণ করিতে দেখিয়া মহাশরাসন গ্রহণ করিলেন ও রোষভরে কহিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমেই রাক্ষসরাজ দুর্ম্মতি রাবণ আমার দর্শনপথে উপস্থিত হইয়াছে; আমি সংগ্রামে ইহাকে বিনিপাতিত করিয়া, অদ্য পরিতোষ লাভ করিব।

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া, আকর্ণসন্ধান পূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও ভল্লত্রয় দ্বারা সেই বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের বাণ ছিন্ন ও বিতথ হইল দেখিয়া, জ্যা-নির্ঘোষ দ্বারা রাক্ষসগণকে বিত্রাসিত করিলেন। মহাতেজা মহাবল রাক্ষসরাজ সৌমিত্রির ভীষণ শরাসন-শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কুপিত সম্মুখবর্ত্তী লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, নিশিত বাণ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! দণ্ডায়মান হও; এখনই তুমি জীবন-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যমালয়ে গমন করিবে; এই দেখ, আমার নিকট শত্রুসংহারক নিশিত শরসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্প-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ সুনির্ম্মল রজতভূষণ এই সমুদায় নিশিত শায়ক, পরিত্যক্ত হইয়া তোমার শোণিত পান করিবে। মৃগরাজ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরাজের শোণিত পান করে, আমার সায়কও সেইরূপ তোমার শোণিত পান করিবে, সন্দেহ নাই। তোমার যতদূর ক্ষমতা আছে, আমার প্রতি বাণ ত্যাগ কর; পশ্চাৎ জীবন পরিত্যাগ করিবে।

সংযতেন্দ্রিয় মহাবল রাজকুমার লক্ষ্মণ, রাক্ষসরাজের ঈদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরন্তু কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আত্মশ্লাঘা করিও না; কার্য্য দ্বারাই ক্ষমতা প্রকাশ কর; যাঁহার পৌরুষ আছে, তিনি কখনই আত্মশ্লাঘা করেন না। তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও শরাসন আছে; তুমি অপূর্ব্ব রথেও আরোহণ করিয়া আসিয়াছ; তুমি শরনিকর দ্বারা, অথবা অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা, যাহাতে পার, নিজ পরাক্রম প্রদর্শন কর; তৎপরে বায়ু যেরূপ বনস্পতি হইতে সুপক্ব ফল পাতিত করে, আমিও সেইরূপ এই সংগ্রামস্থলে শরনিকর দ্বারা

তোমার মস্তকসমূহ নিপাতিত করিব। সমুদ্র-মন্থনের পর দেবগণ যেরূপ অমৃতপান করিয়াছিলেন, আমার এই সমুদায় তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত সায়কসমূহও সেইরূপ তোমার দেহ হইতে শোণিত পান করিবে।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, লক্ষ্মণের মুখে ঈদৃশ উৎসাহ-সম্পন্ন হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন; লক্ষ্মণও সায়ক দ্বারা আকাশপথেই সেই শর তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণ অমর্ষভরে লক্ষ্মণের প্রতি ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র শরনিকর দ্বারা সংগ্রামে লক্ষ্মণকে সমাচ্ছাদিত করিয়া, বিভীষণ, সুগ্রীব ও বানরগণকেও আক্রমণ করিলেন। মহাভুজ দশানন, এইরূপে শরবৃষ্টি দ্বারা বানর-সৈন্য বিত্রাসিত করিয়া, অগ্নিশিখা-সদৃশ তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন; মহাভুজ রামচন্দ্রও রাবণকে তাঁহার প্রতি বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অগ্নিশিখা-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী রাম ও রাবণের সর্ব্ব-সংহারক ঘোরতর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্রের হস্তলাঘব, শরত্যাগ, শরনিবারণ ও আত্ম-প্রতিঘাত দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; তখন মহাবল রামচন্দ্র অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিরল নির্ম্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ শতশত শর দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাবণ রামচন্দ্রের বাণবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন; এবং ক্রোধভরে মহাদারুণ মহাঘোর তামস অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; সেই অস্ত্র-প্রভাবে তত্রত্য বানরগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বাণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বানর-সৈন্যগণ ইহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিল না।

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিলেন, রাবণের শরনিকরে তাঁহার সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে; তখন তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ দেখিলেন যে, উপেন্দ্রের সহিত ইন্দ্র যেরূপ অবস্থান করেন, লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্রও সেইরূপ গগনস্পর্শি শরাসন উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ রামচন্দ্রকে দেখিয়া, রথ দ্বারা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; এবং বহুবানরের প্রতি নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে, এবং রাক্ষসরাজ আসিতেছেন দেখিয়া মহাবীর রামচন্দ্র, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে শরাসনের মধ্যস্থল দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন, এবং তিনি মহাবেগে মহাশব্দে গগনতল ভেদপূর্ব্বক, সেই মহাশরাসন বিস্ফারিত করিয়া, শত্রুকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাবণের বাণশব্দে এবং রামচন্দ্রের শরাসন-বিস্ফারণ-শব্দে, সহস্র সহস্র রাক্ষসগণ মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের বাণ-

পথবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রসূর্য্য-সন্নিহিত রাহুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ, নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণকে অগ্রে বিদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক অগ্নিশিখা-সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। মহাধনুর্ধারী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেই সমুদায় শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মহাতেজা রাবণও নিশিত শর দ্বারা আকাশপথেই তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি হস্তলাঘব দেখাইবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের এক বাণ এক বাণ দ্বারা, তিন বাণ তিন বাণ দ্বারা, দশ বাণ দশ বাণ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিয়া অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন; তিনি সংগ্রাম-ভূমিতে রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ-লোহিত লোচনে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রও রাবণের শরাসন হইতে শরনিকর আসিতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভল্ল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল অস্ত্র দ্বারা, রাবণ-পরিত্যক্ত আশীবিষ-সদৃশ ঘোর দেদীপ্যমান শরসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র রাবণের প্রতি ও মহাবীর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরের বাণবেগ লক্ষ্য করিয়া কখন দক্ষিণে, কখন বামে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, তাঁহাদের মধ্যে কেহই পরাজিত হইলেন না। যম ও অন্তক সদৃশ ভীষণ-দর্শন সংগ্রাম-প্রবৃত্ত রামচন্দ্র ও রাবণের শরসম্পাত দর্শনে, সমুদায় প্রাণীই ভীত হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে যেরূপ নভোমণ্ডল বিদ্যুজ্জ্বালা-সমাকুল মেঘসমূহে আবৃত হয়, তাঁহাদের বহুবিধ নিশিত শরনিকর দ্বারাও সেইরূপ গগনতল সমাচ্ছাদিত হইল।

এইরূপে রামচন্দ্র ও রাবণ শরনিকর দ্বারা সংগ্রামস্থল অন্ধকারময় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, সূর্য্যাস্তের পর মেঘদ্বয় উদিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছে। বৃত্র ও বাসব যেরূপ পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরস্পর বধাভিলাষী রামচন্দ্র ও রাবণেরও সেইরূপ অতীব ভীষণ অচিন্ত্য দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই মহাধনুর্দ্ধর, উভয়েই যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল; সুতরাং উভয়েই অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহই পরাস্ত হইলেন না। তাঁহারা উভয়েই যে দিকে গমন করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই বায়ু-পরিচালিত ভীষণ সাগরদ্বয়ের তরঙ্গের ন্যায়, বাণ-প্রবাহ শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর লঘুহস্ত লোক-রাবণ রাবণ রামচন্দ্রের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণসমূহ পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজা মহাবীর্য্য রামচন্দ্রও রৌদ্রচাপবিনির্ম্মুক্ত সেই সায়কমালা; নীলোৎপল মালার ন্যায়, ললাটে ধারণ করিলেন, কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। পরে তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া রৌদ্র

অস্ত্রের মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিয়া, অগ্নিশিখা সদৃশ সেই শরসমূহ রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র-শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সেই সমুদায় বাণ রাক্ষসরাজের অভেদ্য কবচে নিপতিত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথা প্রদান করিতে পারিল না। তখন মহাবল রামচন্দ্র রথস্থিত রাক্ষসরাজের প্রতি দুঃসহ গান্ধর্ব্ব অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; ঐ গান্ধর্ব্ব অস্ত্রসমূহ শররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চশীর্ষ সর্পরূপ ধারণ করিল, পরে তাহারা রাবণ কর্ত্তৃক বিনিবারিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে রাবণ রামচন্দ্রের অস্ত্র বিতথ করিয়া ক্রোধভরে মহাঘোর আসুর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তিনি আসুরাস্ত্র-প্রভাবে মায়াবলে ব্যাঘ্রমুখ, সিংহমুখ, কাকমুখ, কঙ্কমুখ, গৃধ্রমুখ, শৃগালমুখ, ঈহামৃগমুখ, বরাহমুখ, পঞ্চমুখ, ব্যাদিতমুখ, লেলিহান ভয়ানক নিশিত শরনিকর সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রামচন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর মহোৎসাহ-সম্পন্ন রামচন্দ্র সংগ্রামস্থলে আসুরাস্ত্রে আক্রান্ত হইয়া দিব্য পাবকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তিনি পাবকাস্ত্র-প্রভাবে বজ্রসদৃশ, সূর্য্যসদৃশ, অগ্নিসদৃশ-প্রদীপ্ত-বদন, অর্দ্ধচন্দ্র-বদন, গ্রহনক্ষত্রবদন, মহোল্কা-বদন, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ধূমকেতুসদৃশ ও অন্যান্য বহুবিধ বাণ সৃষ্টি করিলেন। রাবণ-প্রহিত ঘোরতর আসুরাস্ত্রসমূহ রামচন্দ্রের পাবকাস্ত্রে প্রতিহত হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

কামরূপী বানরগণ যখন দেখিল যে, অক্লিষ্ট-কর্ম্মা রামচন্দ্রের অস্ত্রে রাবণের সমুদায় অস্ত্রই নিহত হইয়াছে, তখন তাহারা আনন্দিত-হৃদয়ে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অশীতিতম সর্গ।

শক্তি-নির্ভেদ।

অনন্তর মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ যখন দেখিলেন যে, রামচন্দ্রের অস্ত্রে তাঁহার সমুদায় অস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে, তখন তিনি দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ময়দানব কর্ত্তৃক মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত মহাঘোর রৌদ্র অস্ত্র, রামচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তৎকালে তাঁহার শরাসন হইতে শত সহস্র দীপ্যমান বজ্রধার প্রাস, গদা, মুষল, মুদ্গর, কূটখড়্গ, অশনি প্রভৃতি বহুবিধ তীব্র অস্ত্রশস্ত্র বসন্তকালীন বায়ুর ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ মহাবীর রামচন্দ্রও তৎক্ষণাৎ গান্ধর্ব্ব অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় বিনিহত করিলেন।

মহাতেজা দশানন, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদায় অস্ত্র বিনিবারিত দেখিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পৈশাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। এই সময় দশাননের শরাসন হইতে ভাস্বর মহাচক্রসমূহ ভীষণবেগে বিনির্গত হইতে লাগিল। আকাশে উত্থিত তিমিরনাশক সমুজ্জ্বল সেই সমুদায় চক্রে গগনতল

পরিব্যাপ্ত হইল; বোধ হইতে লাগিল যেন, স্বর্গ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ নিপতিত হইতেছে। তখন রামচন্দ্র, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রাবণের সেই সমুদায় চক্র ও অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, সেই সমুদায় অস্ত্র বিফলীকৃত দেখিয়া দশটি বাণ দ্বারা রামচন্দ্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাতেজা রামচন্দ্র, রাবণ কর্ত্তৃক নিশিত শরে সমুদায় মর্ম্মস্থলে অতিবিদ্ধ হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের সর্ব্ব-শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, সর্ব্ব-বিজয়ী মহাবাহু রামচন্দ্রও সেইরূপ রাবণের শরীরে বাণবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় রামানুজ শত্রু-সংহারক মহাবল মহাবীর শ্রীমান লক্ষ্মণ যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মহাবেগ-সম্পন্ন সাতটি বাণ দ্বারা মহাদ্যুতি রাবণের মনুষ্য-শীর্ষ ধ্বজচ্ছেদন পূর্ব্বক, একটি বাণ দ্বারা তাঁহার সারথির সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক ছেদন করিলেন। পরে তিনি অপর পঞ্চ বাণ দ্বারা করিকরসদৃশ নাম্যমান রাবণ-শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময় মহাবীর বিভীষণ, রাবণের রথে যোজিত কৃষ্ণ-মেঘ-সদৃশ পর্ব্বতপ্রমাণ অশ্বগণকে গদা দ্বারা বিনাশ করিলেন। প্রতাপবান রাক্ষসরাজ রাবণ, অশ্বাদি নিহত হওয়াতে বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাশক্তি বিভীষণের অঙ্গে পতিত না হইতেই রামচন্দ্র বাণত্রয় দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কাঞ্চন-ভূষিত মহাশক্তি তিন স্থানে বিদারিত ও বিতথ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; মহাত্মা রামচন্দ্র, মহাসংগ্রামে সেই শক্তি ছেদন করিলেন দেখিয়া, বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল মহাত্মা দশানন, কালেরও দুর্দ্ধর্ষ নিজ-তেজোগুণে দীপ্যমান সুবিমল সুমহাবেগ অমোঘ-শক্তি গ্রহণ করিলেন। তিনি মহাবলে সেই শক্তি উত্তোলন করিবা মাত্র আকাশ-মণ্ডলে সৌদামিনীর ন্যায় তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ, বিভীষণকে প্রাণসংশয়ে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং মহাবলে শরাসন আকর্ষণ করিয়া শক্তি-পরিত্যাগোদ্যত রাবণের প্রতি এরূপ শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তিনি কোনক্রমেই শক্তি-নিক্ষেপে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি বিতথ-প্রযত্ন হইয়া বিভীষণের প্রতি শক্তি-প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে মহাবল লক্ষ্মণ, তাঁহার ভ্রাতাকে অমোঘ শক্তি হইতে রক্ষা করিলেন, তখন

তিনি লক্ষ্মণের দিকে সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, বলশ্লাঘিন! তুমি এই বিভীষণকে এই অমোঘ-শক্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, অতএব এই শক্তি বিভীষণকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাতেই নিপতিত হইবে; শোণিত-পিপাসু এই শক্তি, আমার বাহু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া, তোমার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক জীবন গ্রহণ করিবে; তুমি এক্ষণে মাতা, পিতা, ভার্য্যা ও সুহৃদ্গণকে স্মরণ কর; এখনই তোমাকে ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিতে হইবে।

ক্রোধাভিভূত দশানন, এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ময়দানব কর্ত্তৃক মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত, অষ্টঘণ্টা-বিভূষিত, মহাশব্দ-কারী, শত্রু-সংহারক, নিজ-তেজোমণ্ডলে সমুজ্জ্বল, সেই অমোঘ-শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বজ্রের ন্যায় ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত, সেই অমোঘ শক্তি রণ-ভূমিতে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। শক্তি যখন আগমন করে, তখন রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন যে, শক্তি! তুমি বিফল ও হতোদ্যম হও; লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। মহাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া একাগ্র-হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু শক্তি কিছুতেই প্রতিহত না হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের হৃদয়ে নিপতিত হইল। রাবণ কর্ত্তৃক মহাবেগে নিক্ষিপ্ত উরগরাজের জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমান মহাপ্রভ বহুদূর অবগাঢ় সেই শক্তি দ্বারা নির্ভিন্ন-হৃদয় লক্ষ্মণ, ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সমীপস্থিত রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ-নিবন্ধন বিষণ্ণ-হৃদয় হইয়া পড়িলেন; তিনি বাষ্পাকুলিত-লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, যার পর নাই ক্রোধাভিভূত ও প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এবং ভাবিলেনযে, ইহা বিষণ্ণ বা শোকাকুল হইবার সময় নহে। পরে তিনি রাবণবধে কৃত-সংকল্প হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তুমুল যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধারী মহাবীর দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র, অবিরল-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল ও দশাননকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; দশানন শরসমূহে একান্ত প্রপীড়িত ও মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

একাশীতিতম সর্গ।

রাম-রাবণ-দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিলেন যে, সংগ্রামে শক্তি দ্বারা নির্ভিন্ন-হৃদয় লক্ষ্মণ, রুধিরাক্ত কলেবরে সপন্নগ অচলের ন্যায়, পতিত রহিয়াছেন; সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূমান প্রভৃতি বানরবীরগণ যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়াও মহাবল রাবণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইতেছেন না; বিশেষত তাঁহারা যখন শক্তি উদ্ধারে যত্নবান হয়েন, তখন লঘুহস্ত রাবণ শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগকে একান্ত পরিপীড়িত করিতেছেন।

অনন্তর মহাবল মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, সেই ভীষণ শক্তি স্পর্শ পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া, ক্রোধভরে করযুগল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তিনি যখন শক্তি উদ্ধৃত করেন, সেই সময় মহাবীর্য্য দশানন, তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রদীপ্ত শরসমূহ নিখাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র, সেই সমুদায় বাণপাতে মনোনিবেশ না করিয়াই লক্ষ্মণকে উত্থাপন পূর্ব্বক, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি যূথপতিগণকে কহিলেন, বানরবীরগণ! তোমরা এই মহাবল লক্ষ্মণকে পরিবৃত করিয়া অপ্রমত্ত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। আমার চিরদিনের প্রার্থিত পরাক্রম-প্রকাশের সময় এক্ষণে উপস্থিত; গ্রীষ্মাবসানে চাতকের কাঙ্ক্ষিত মেঘ দর্শনের ন্যায়, অদ্য আমার রাবণদর্শন হইয়াছে; পাপনিশ্চয় পাপাত্মা রাবণ, গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান মেঘের ন্যায়, আমার সম্মুখে অবস্থান করিতেছে; আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা অবিলম্বে এই মুহূর্ত্তেই জগন্মণ্ডল অরাবণ বা অরাম দেখিতে পাইবে।

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, মহাবল বানরযূথপতিগণ লক্ষ্মণকে পরিবারিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরন্তু বানরবীরগণ, প্রায় সকলেই রাবণের শরবর্ষণে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে অপসৃত হইতে আরম্ভ করিলেন। কেবল হনুমান, অঙ্গদ, সুগ্রীব, সেনাপতি নীল ও জাম্ববান, এই কয়েক জন যূথপতিমাত্র সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, উপস্থিত যূথপতিগণকে কহিলেন, মহাবীরগণ! আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যে সত্য বাক্য বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে বিচরণ, বৈদেহীর অসম্ভ্রম, রাক্ষসগণের সহিত সমাগম, এই সমুদায় নরকতুল্য মহাঘোর দুঃখ ও ক্লেশ আমার হৃদয়ে রহিয়াছে; আমি অদ্য সংগ্রামে এই নীচাশয় রাক্ষসকে নিহত করিয়া, সেই সমুদায় দুঃখ-ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইব। আমি যে নিমিত্ত সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিয়াছি, যে নিমিত্ত বানরসৈন্য এখানে আনয়ন করা হইয়াছে, যে নিমিত্ত সাগরে সেতুবন্ধন হইয়াছে, যাহার উদ্দেশে আমরা সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, সেই পাপাত্মা রাবণ অদ্য আমার নয়ন-গোচর হইয়াছে; আমি অদ্যই ইহাকে বিনাশ করিব। দৃষ্টিবিষ সর্পের সম্মুখে গমন করিলে, যেরূপ কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না, এই পাপাত্মা রাবণও সেইরূপ আমর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কখনই জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না।

দুর্দ্ধর্ষ বানর যূথপতিগণ! তোমরা পরম সুখে পর্ব্বত-শিখরে উপবেশন পূর্ব্বক, রাম রাবণের যুদ্ধ অবলোকন কর। অদ্য গন্ধর্ব্বগণ, দেবরাজ সমেত দেবগণ, চারণগণ ও ত্রিলোকস্থিত সমুদায় লোক, সংগ্রামে রামের রামত্ব দেখুন। অদ্য আমি এরূপ কর্ম্ম করিব

যে, যত কাল স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদায় থাকিবে, যত কাল পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, তত কাল দেবগণ ও অন্যান্য জীবগণ, সেই কার্য্য কীর্ত্তন করিবেন।

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া সমাহিত-হৃদয়ে তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। জলদপটল যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, রাবণও সেইরূপ রামচন্দ্রের উপরি প্রদীপ্ত নারাচ ও মুষল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম-রাবণ-বিনির্ম্মুক্ত, পরস্পর অভিহত বাণ-সমূহের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। রাম-রাবণের প্রদীপ্ত শর-সমূহ পরস্পর আহত বিশীর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে বসুধাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

সংগ্রামস্থলে রাম-রাবণের সর্ব্ব-ভূত-ভয়জনক জ্যা-নির্ঘোষ অতীব অদ্ভুত হইয়া উঠিল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

কালনেমি-বধ।

নিশাচররাজ রাবণ, রামচন্দ্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, দ্বন্দ্বযুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, ভয়-নিবন্ধন অনিল-পরিচালিত মেঘের ন্যায়, রণস্থল হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। দশানন রণস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, এই মহাবী রলক্ষ্মণ, শক্তিপ্রহারে ভূতলে নিপতিত হইয়া আমার শোক-বর্দ্ধন পূর্ব্বক সর্পের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছেন! প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম মহাবীর লক্ষ্মণকে শোণিতার্দ্র-কলেবর দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা পর্য্যাকুলিত হইতেছে! এক্ষণে আর আমার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই। আমার ভ্রাতা সমর-শ্লাঘী শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার প্রাণেই বা কি প্রয়োজন, জয়েই বা কি প্রয়োজন!

আমার বীর্য্য অবসন্ন হইয়া আসিতেছে! হস্ত হইতে শরাসন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে! দৃষ্টি বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়াছে! প্রাণ খিদ্যমান হইতেছে! গাঢ় চিন্তা আমাকে আক্রমণ করিতেছে! ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া, আমার আর জীবনে বাসনা নাই; মুমূর্ষা উপস্থিত হইতেছে! আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ নিহত হইয়া যখন ধূলি-ধূসরিত হইয়াছেন, তখন আমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাতেও প্রয়োজন নাই! লক্ষ্মণ যখন নিহত হইয়া আমার সম্মুখে শয়ান রহিয়াছেন, তখন আমার সংগ্রামেই বা কি প্রয়োজন! প্রাণেই বা কি প্রয়োজন! বিজয়েই বা কি প্রয়োজন! আমি অদ্য এই প্রিয় জীবন বিসর্জ্জন করিব!

অনন্তর শোক-দুঃখোপহত রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকেই উদ্দেশ করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, ও কহিলেন, হা

প্রিয়তম ভ্রাত! হা জীবনাধিক ভ্রাত! তুমি সমুদায় ভোগ-সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমার সহিত অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ! সীতাহরণ নিমিত্ত তুমি অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছ! তুমি অরণ্যমধ্যেও অনেক বিপদে পড়িয়াছ! তুমি ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে নিয়ত আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছ যে, আমি রাক্ষসরাজকে পরাজয় করিয়া সীতাকে প্রত্যানয়ন করিব! মহাবাহো! ভ্রাতৃবৎসল! এক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিতেছ! আমি যখন তোমাকে রাক্ষস-শক্তি দ্বারা মোহিত দেখিতেছি, তখন আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাতেও প্রয়োজন নাই! পুত্র-বৎসলা মাতা সুমিত্রা যখন বলিবেন যে, আমার পুত্র লক্ষ্মণ তোমার সহিত বনে গিয়াছিল, তুমি একাকী ফিরিয়া আসিতেছ, আমার পুত্র কোথায় গেল! তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব!

ভ্রাতৃবৎসল! মহাবাহো! সৌমিত্রে! তুমি কোথায় গমন করিতেছ! এই দেখ, আমি ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছি! ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি!

মহাবল বানরগণ, মহাবল রামচন্দ্রকে এই রূপে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণ-বদন হইলেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, কুমুদ, কেশরী, নীল, নল, সুষেণ, সুমালী, গন্ধমাদন, বীরবাহু, সুবাহু, শরভ, বিভীষণ প্রভৃতি সেনানীগণ সকলেই অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজ সুগ্রীব, শোক-পরিপ্লুত রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাবাহো! লক্ষ্মণের নিমিত্ত বিষণ্ণ হইবেন না; শোক ও বিক্লবতা পরিত্যাগ করুন; মহাবাহো! সুষেণ নামে আমাদের চিকিৎসক রহিয়াছেন; তিনিই আপনকার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন ও চিকিৎসা করুন। সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বৈদ্য সুষেণকে শীঘ্র আনয়ন কর।

অনন্তর সুষেণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনন্দন! আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। রামচন্দ্র আজ্ঞা করিলেন, সুষেণ! তুমি এক্ষণে লক্ষ্মণের শরীর পরীক্ষা কর; লক্ষ্মণ যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অযোধ্যা-পুরীতে প্রতি-গমন করিব; লক্ষ্মণ যদি জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও জীবন পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুষেণ, লক্ষ্মণের শরীর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি, লক্ষ্মণের নয়নযুগল, বদনমণ্ডল, দন্ত, নখ, চরণ, হস্ত, গ্রীবা, হৃদয়, অন্তঃকরণ ও সর্ব্ব গাত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, পুরুষসিংহ! এই বিক্লব-কারিণী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন; শত্রু-পক্ষের শর-সমূহের ন্যায়, শোক-সংজননী চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন না। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; এই দেখুন, ইহাঁর বর্ণ, শ্যামল বা বিকৃত হয় নাই; ইহাঁর মুখ প্রভা-সম্পন্ন ও সুপ্রসন্ন রহিয়াছে। রাজ-কুমার! আপনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন, এই

লক্ষ্মণের করতল-দ্বয় পদ্মের ন্যায় মসৃণ ও রক্তবর্ণ, লোচন-যুগল সুপ্রসন্ন। রাজকুমার! যাঁহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহাদের আকৃতি এরূপ হয় না। মহাবীর! বিষণ্ণ হইবেন না; শত্রু-সংহারক লক্ষ্মণের জীবন আছে; শ্রস্ত-শরীর হইয়া ভূতলে শয়ন করিলে যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, ইহাঁরও হৃদয় সেইরূপ মুহুর্মুহু কম্পমান হইতেছে; পঞ্চ ভূত ইহাঁকে এ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই। মহাবাহো! লক্ষ্মণের প্রতি শোক পরিত্যাগ করুন। যে ব্যক্তির পরমায়ু না থাকে, তাহার লক্ষণ অন্যপ্রকার। লক্ষ্মণের নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিয়াছে এবং শরীর সুস্থ আছে। আপনি ইহাঁকে প্রসুপ্তের ন্যায় বিবেচনা করিবেন; এক্ষণে ওষধি আনয়নে যুক্তি করুন। উত্তর দিকে বহুযোজন দূরে পবিত্র প্রদেশে গন্ধমাদন পর্ব্বত আছে। মহাবাহো! সেই স্থানে সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী নামে দিব্য মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণিগণের বিভূতির ও রোগনাশের নিমিত্ত বিধাতা এই ওষধির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশল্যকরণী দর্শন করিবামাত্র, মনুষ্য শল্য-রহিত হইয়া উঠে। অতএব বানর-বীরগণ এই ওষধি আনয়নের নিমিত্ত অবিলম্বেই গমন করুন।

মহাবীর রামচন্দ্র, সুষেণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! এই ওষধি আনয়নের নিমিত্ত মহাবল হনূমানকে প্রেরণ কর। মহানুভব রামচন্দ্র সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়াই সমীপস্থিত হনূমানকে কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! মহাবীর! তুমিই গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর; তথায় গমন পূর্ব্বক ত্বরায় ওষধি আনয়ন করিতে পারে এরূপ কৃতকর্ম্মা তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না। বানরবীর! তুমি আমার প্রিয় ও সুহৃৎ; তুমিই আমার প্রাণদাতা ও ধনদাতা; তুমিই এই মহাসংগ্রামের গুরুতর ভার বহন করিতেছ। মহান অভ্যুদয় নিবন্ধন অত্যুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক মিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু যিনি বিপন্ন মিত্রের সহায়তা করেন, তিনিই অসাধারণ সুহৃৎ। বানরশার্দ্দূল! পৃথিবীর প্রায় সকলেই নিজ অভীষ্ট সাধনের নিমিত্তই লোকের প্রতি প্রণয়ী হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি আমার নিষ্প্রয়োজন-বান্ধব; তুমি যে সকল মিত্রকার্য্য করিতেছ, তাহা নিঃস্বার্থ।

বাক্য-বিশারদ পবননন্দন হনূমান, রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রঘুনাথ! বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কোন স্থানে গমন করা দূরে থাকুক, যদি জীবন দিয়াও লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

বানরবীর হনূমান এই কথা বলিতেছেন, এমত সময় বানররাজ সুগ্রীব কহিলেন, মহাবীর! তুমি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্রের উপরি দিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর; সেই স্থানে বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে হাহা ও হূহূ নামে দুই জন গন্ধর্ব্বরাজ আছেন, এবং তিনকোটি মহাতেজা গন্ধর্ব্ব-যোধ-পুরুষ বাস করিতেছে;

নানা-দ্রুম-লতাবৃত সেই পর্ব্বতে গমন করিলে তোমার সহিত তাহাদের ভীষণ সংগ্রাম হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব তুমি কাল-বিলম্ব না করিয়া, রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলের সম্মতি লইয়া যাত্রা কর।

অনন্তর মহাবীর হনূমান, রামচন্দ্র, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, জাম্ববান, অঙ্গদ, বীরবাহু, সুবাহু, কেশরী, গন্ধমাদন, সুষেণ, কুমুদ, পনস, মহাবল নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সিংহনাদ প্রভৃতিকে যথাক্রমে প্রণাম পূর্ব্বক গমনের অনুমতি লইলেন। ধীমান রামচন্দ্র ও সুগ্রীব প্রভৃতি সকলেই কহিলেন, বানরবীর! তুমি শীঘ্র গমন পূর্ব্বক ওষধি আনয়ন কর। পবননন্দন হনূমান তথাস্তু বলিয়া যাত্রা করিলেন।

বানরবীর সুষেণ, হনূমানকে গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, মহাবীর! তোমার ওষধি আনয়ন বিষয়ে রাক্ষসেরা বহুতর বিঘ্ন করিবে; অতএব তুমি, সাতিশয় প্রযত্ন সহকারে আত্ম-রক্ষা করিতে যত্নবান হইবে। মহাত্মন! শীঘ্র যাত্রা কর; রাত্রি প্রভাত না হইতেই প্রত্যাগমন করিতে হইবে; তুমি আকাশে বায়ুমার্গে গমন পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ওষধি লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে; কোন ক্রমেই বিলম্ব করিও না। ওষধির যে সকল চিহ্ন, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। বিশল্যকরণী লতা, রক্ত চন্দনের ন্যায় রক্তবর্ণ; তাহার পুষ্প তাম্রবর্ণ, পত্র পীতবর্ণ, ফল হরিতবর্ণ: ইহাই বিশল্যকরণীর চিহ্ন। তোমার পথে মঙ্গল হউক; তুমি শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।

পবননন্দন হনূমান, সেনানীদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া নির্ভয় হৃদয়ে আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ, হনূমানকে গমন করিতে দেখিয়া চতুর্মুখ, চতুর্বাহু, অষ্টনয়ন, অতি ভীষণ, পরম দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ নিশাচর কালনেমিকে কহিলেন, নিশাচর! অদ্য আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ মহাবীর হনূমান যে স্থানে বিশল্যকরণী নামে ওষধি আছে, সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতেছে; এই হনূমান যখন ওষধি আনয়নের নিমিত্ত যাইতেছে, তখন তোমাকে উহার বিঘ্ন করিতে হইবে। যদি তুমি এই কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিব।

নিশাচরবর! তুমি সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকটে নিজ মায়াবলে দিব্য-বহুবিধ-ফল-পুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরিবৃত একটি রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, স্বয়ং ঋষিরূপ ধারণ পূর্ব্বক চীরবল্কল পরিধান করিয়া, সেই স্থানে থাকিবে। হনূমান সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তুমি তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিবে। ঐ পর্ব্বতের এক নল্ব দূরে বহু-পুষ্কর-সমাচ্ছন্ন, কুমুদোৎপল-পরিবৃত, হংস-কারণ্ডবাকীর্ণ, চক্রবাক-বক-বলাকা-টিট্টিভ-সমাবৃত, একটি সরোবর রহিয়াছে। ঐ সরোবরে সর্ব্ব-প্রাণাপহারিণী একটি গ্রাহী বাস করিয়া থাকে। হনূমান যাহাতে সেই সরোবরে অবতরণ করে, তুমি তাহার উপায় করিবে।

হনুমান সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র, সেই গ্রাহী তাহাকে ধরিবে, সন্দেহ নাই। ঐ গ্রাহী যাহাকে ধরে, সে কখনই জীবন লইয়া আসিতে পারে না। ঐ গ্রাহী হনুমানকে ধরিলে সে তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। হনুমানের কথা দূরে থাকুক, ঐ গ্রাহী কত শত দেব গন্ধর্ব্বকেও ভক্ষণ করিয়াছে।

রাক্ষসবর! তুমি এইরূপ যোগাযোগ করিয়া হনুমানকে নষ্ট করিবে; হনুমান বিনষ্ট হইলে, লক্ষ্মণ আর পুনরুজ্জীবিত হইতে পারিবে না; লক্ষ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, রামও জীবন বিসর্জ্জন করিবে; রাম বিনষ্ট হইলে, সুগ্রীব কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না; সুগ্রীবের মৃত্যু হইলে, বানরগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে। রাক্ষসবীর! এইরূপ কৌশলে আমার জয় হইবে, সন্দেহ নাই। মহাবল! তুমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, যাহাতে হনুমান মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা করিবে।

কালনেমি, রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইল, এবং জয়শব্দ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া কহিল, লঙ্কেশ্বর! হনুমানের নিকট বা স্বয়ং বানররাজ সুগ্রীবের নিকটও গমন করিয়া মায়াজাল বিস্তার করিতে আমার শঙ্কা কি?

মহাবল রজনীচর কালনেমি, এই কথা বলিয়াই, তৎক্ষণাৎ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, মায়া-প্রভাবে নিমেষ-মধ্যে রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ করিল। সেই স্থানে প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্র, সমিধ, বল্কল প্রভৃতি যজ্ঞ-সম্ভার সমুদায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। কালনেমি স্বয়ংও মায়াবলে দীর্ঘ-শ্মশ্রু, দীর্ঘ-নখ, উপবাস-কৃশ, চীর-চীবর-সংবৃত তপস্বী হইয়া সেই আশ্রমে উপবেশন পূর্ব্বক, অক্ষমালা লইয়া জপ করিতে আরম্ভ করিল। কালনেমি এইরূপে ছদ্মবেশে হনুমানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর মেধাবী মহাবাহু মহাবল হনুমান, লক্ষ্মণের জীবনপ্রদ ঔষধ আনয়ন করিবার নিমিত্ত, অমৃতাহরণে উদ্যত গরুড়ের ন্যায়, আকাশপথে বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত মনে করিলেন। পবন-নন্দন হনুমানও ক্রমশ সাগর, কিষ্কিন্ধ্যা, দণ্ডকারণ্য, জনস্থান, মধ্যদেশ ও ককুদদেশ অতিক্রম করিয়া, আকাশপথেই রঘুবংশীয়দিগের রাজধানী অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। তিনি নন্দিগ্রাম দেখিয়া মনে মনে ভরতকে স্মরণ করিলেন।

নন্দিগ্রামস্থিত কৈকেয়ীনন্দন ভরত, পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায়, আকাশপথে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ কি অদ্ভুত! মন বায়ু ও গরুড়কে অতিক্রম করিয়া এ কে মহাবেগে আকাশপথে গমন করিতেছে! আমি ভাস্বর শর দ্বারা ইহাকে আকাশতল হইতে ভূতলে নিপাতিত করি। ভরত এইরূপ মনে করিয়া শরাসনে শর-সন্ধান পূর্ব্বক শরত্যাগে উদ্যত

হইয়াছেন, এমত সময় হনূমান চিন্তা করিলেন, রামানুজ ভরত, বল-বিক্রমে রামচন্দ্রের সদৃশ হইতে পারেন, অতএব আমি অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক ইহাঁকে শর পরিত্যাগ করিতে নিবারণ করি।

পবননন্দন হনূমান, এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভো ভো রামানুজ! শর প্রতিসংহার করুন। আমি আপনকার অগ্রজ রামচন্দ্রের ভৃত্য; আমার নাম হনূমান; আমি লক্ষ্মণের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত ওষধি আনিতে যাইতেছি; রাবণের সহিত সংগ্রামে মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা আহত হইয়াছেন; আমি ওষধি আনিতে যাইতেছি; আপনি ইহার বিঘ্ন করিবেন না।

হনূমান এই কথা বলিবামাত্র, রামানুজ ভরত স্বয়ং শক্তি দ্বারা নির্ভিন্নহৃদয়ের ন্যায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরবীর! রাবণের সহিত রামচন্দ্রের কিন্নিমিত্ত শত্রুতা হইয়াছে? কি রূপেই বা নর-বানরের সমাগম হইল? এই সমুদায় বৃত্তান্ত আমাকে বিশেষ রূপে বল; আমি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে হনূমান সমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, আপনি চিত্রকূটস্থিত রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তিনি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত পঞ্চবটীতে অবস্থান করিয়া, শূর্পণখার নিমিত্ত সমরোদ্যত খর ও দূষণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ দশানন, শূর্পণখার মুখে জনস্থানের রাক্ষসবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক, মায়ামৃগ দ্বারা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অপবাহিত করিয়া সীতাকে অপহরণ করিল। ভার্য্যা অপহৃত হওয়াতে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে ভ্রমণ ও বিলাপ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এই সময় আমাদের সহিত সুগ্রীব ঐ পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বানরবীর বালী সুগ্রীবের রাজ্য ও ভার্য্যা হরণ করিয়াছিল। হৃতভার্য্য রামচন্দ্র, দুঃখ ও মোহে অভিভূত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বালি-বধ করিয়া, সুগ্রীবকে বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সুগ্রীবও সীতার অন্বেষণ করিয়া দিয়াছেন, এবং বানরগণ দ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, অবমানিত ও নিরাশ হইয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন। রামচন্দ্র আমাদিগের সহিত, বানররাজ সুগ্রীবের সহিত, রাজনীতি অনুসারে রাবণের পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু-বান্ধব, সমুদায় নির্মূল করিয়াছেন। অধুনা রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনকার অনুজ লক্ষ্মণ, শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছেন। সুগ্রীব-শ্বশুর সুবৈদ্য সুষেণ, বিশল্যকরণী নামে ওষধি আনয়নের উপদেশ দিয়াছেন; আমি এক্ষণে সেই ওষধি আনয়নের নিমিত্ত ত্বরা পূর্ব্বক গমন করিতেছি; আপনকার মঙ্গল হউক; আপনি সুখী হউন; আমি এক্ষণে যথাভিলষিত কার্য্য সাধন করি।

রঘুনন্দন ভরত, বজ্রপাত সদৃশ ঘোরতর দুঃসহ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্য-স্থিত ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি বিলাপ-বাক্যে কহিলেন, হা রামচন্দ্র! হা লক্ষ্মণ! হা জনকনন্দিনি সীতে! হা দেবলোক-স্থিত পিত! আমার নিমিত্ত এত দূর দুর্ঘটনা হইল! মাতা কৈকেয়ীকে ধিক! তাঁহা হইতেই এতদূর পাপানুষ্ঠান হইয়াছে! আমাকেই ধিক! আমার নিমিত্তই রামচন্দ্র সংশয়াপন্ন হইলেন! স্ত্রী-বশীভূত মহারাজকেও ধিক! আমি কুজননীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, আমাকেই ধিক! অমাত্যগণকে ধিক! তাঁহারাই এই রঘুবংশ সংশয়াপন্ন করিলেন! পুত্রবৎসলা কৌশল্যা যদি এই অমঙ্গল-বার্ত্তা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই জীবন রাখিবেন না! আমিই এতদূর পাপের মূল! আমাকেই ধিক!

পবননন্দন! তোমার ওষধি আনিবার প্রয়োজন নাই; তুমি অগ্রে আমাকেই রামচন্দ্রের নিকট লইয়া চল; আমি তাঁহাদের উভয়ের সমক্ষে আত্মঘাতী হইব। মাতা কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়া পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছেন; আমিই তাঁহার পাপে দূষিত হইয়াছি! এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট আত্ম-হত্যা করাই আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হা ধিক! কৈকেয়ী আমার মস্তকে কতদূর অযশোভার নিক্ষেপ করিয়াছেন! এক্ষণে কি করি; কোথায় যাই! কি করিলেই বা এই পাপ ক্ষালন হয়! হনূমান! তুমি উপদেশ দাও, আমি কি করিব।

রামানুজ ভরত, এইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, বানরবীর হনূমান আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, রঘুশার্দ্দূল! উত্থিত হউন; আপনকার মঙ্গল হইবে; আপনি অল্প-কাল-মধ্যেই শত্রুসংহারী বিজয়ী মহারাজ রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত, সীতার সহিত এবং সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির সহিত অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবেন। রামচন্দ্রই ধন্য! কারণ, আপনি এতদূর সজ্জনপ্রিয় ও তাঁহার ভ্রাতা; রামচন্দ্র অপেক্ষা আপনিও সমধিক ধন্য! কারণ, রামচন্দ্র আপনকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাঘবানুজ! আপনকার মঙ্গল হউক; লক্ষ্মণাগ্রজ! আপনকার মঙ্গল হউক; আপনি অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, রামচন্দ্র কৃতকার্য্য হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাত্মা হনূমান এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে মন্ত্রিগণ ও সচিবগণ সকলেই ভরতকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই রূপে আশ্বস্ত হইয়া সমুত্থান পূর্ব্বক বিনীত ভাবে হনূমানকে আলিঙ্গন করিলেন।

এইরূপে হনূমান, ভরত কর্ত্তৃক সমাদর সহকারে আলিঙ্গিত হইয়া, গমনার্থ ঔৎসুক্য নিবন্ধন বিনয় সহকারে কহিলেন, কৈকেয়ীনন্দন! আমি লক্ষ্মণের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত বিশল্যকরণী আনয়ন করিতে গমন করিব; আমার প্রতি অনুমতি করুন। দীনবৎসল ভরত, হনূমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন, এবং কহিলেন, মারুতে! তুমি আমার বাক্যানুসারে

রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিবে যে, তিনি আমাকে যে, স্মরণে রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমার প্রাণ, কূর্ম্ম-শিশুর ন্যায় এই দেহে সাস্থিত ও সবল হইতেছে।*

মহাবাহো! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নিমিত্ত বিশল্যকরণী আনয়ন কর; তাহাই আমার হিতকার্য্য; রামচন্দ্র যে, পবিত্রসুখভাগী হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ যেখানে ভবাদৃশ মহাত্মা সহায় রহিয়াছেন, সেখানে কোন বিষয়েরই অভাব হইতে পারে না।

ভরত এই কথা বলিয়া গমনে অনুমতি প্রদান করিলে, পবননন্দন হনুমান তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিলেন। বানরবীর গমন করিলে মহাবাহু ভরতও যুদ্ধ-যাত্রার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমত ধীমান কাশিরাজের নিকট, মহাত্মা জনকের নিকট, কেকয়দেশে মাতুলের নিকট ও অন্যান্য রাজগণের নিকট, দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। যাহাতে রাবণ-বধ হয় ও রামচন্দ্র বিজয়ী হয়েন, তদ্বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইলেন।

এ দিকে মহাবাহু শত্রু-সংহারক হনুমান, বায়ুবেগে গমন পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, নানা-বৃক্ষ-সমাবৃত একটি দিব্য আশ্রম রহিয়াছে। আশ্রমস্থিত ঋষি, হনুমানকে উপস্থিত দেখিয়াই উত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, বানরশার্দ্দূল! তোমার কুশল ত? এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর; এই আসনে উপবিষ্ট হও; আমার এই আশ্রমে পরম সুখে কিয়ৎকাল বিশ্রাম কর।

মহাবীর হনুমান, ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিবর! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি শুনিয়াছেন কি? কিষ্কিন্ধ্যা নামে সর্ব্বগুণান্বিত এক নগরী আছে; সেই নগরীতে বানরাধিপতি সুগ্রীব বাস করেন। রঘুবংশ-সম্ভূত মহাবল মহাবাহু রামচন্দ্র, সেই বানররাজের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছেন; রাক্ষস রাবণ, রামচন্দ্রের ভার্য্যা হরণ করিয়াছে; সেই কারণে এক্ষণে রামচন্দ্র লঙ্কায় গমন করিয়াছেন; সম্প্রতি রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইতেছে; রামচন্দ্রের ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ, নৃশংস রাবণের শক্তি দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছেন; আমি তাঁহার ওষধির নিমিত্ত এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়াছি। বৈদ্যরাজ বলিয়াছেন যে, এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; আমি তাঁহার উপদেশক্রমে বিশল্যকরণী লইয়া যাইতে আসিয়াছি; আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; আমাকে ত্বরা পূর্ব্বক ওষধি লইয়া যাইতে হইবে। আমি, গুণগ্রাহী বানররাজ সুগ্রীবের প্রিয়তম ভৃত্য; আমি কেশরীর ক্ষেত্রে, বায়ুর ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি।

*প্রবাদ আছে যে, কূর্ম্মজাতি জলাশয়-তীরে ডিম্ব প্রসব করিয়া মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত রাখিয়া জলাশয়-মধ্যে স্বয়ং অবস্থান করে, ডিম্বের নিকট গমন করে না। তাহার মন ডিম্বের প্রতি একাগ্র থাকাতেই ডিম্ব পরিপুষ্ট ও স্ফুটিত হইয়া কূর্ম্মশাবক উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মুনি-বেশধারী রাক্ষস, হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাভাগ! যদিও তোমার ত্বরা থাকে, তথাপি কিয়ৎক্ষণ এখানে বিশ্রাম কর; তুমি অতিথি উপস্থিত হইয়াছ; আমার পূজা গ্রহণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি অনেক তপস্যা দ্বারা এই দিব্য সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছি; ইহার জল পান করিলে, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না।

বায়ু-বিক্রম হনুমান, ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, কুমুদোৎপল-সুশোভিত দিব্য সরোবরে যেমন জল পান করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি গ্রাহী আসিয়া তাঁহার চরণ গ্রাস করিল। বানরবীর মহাতেজা হনুমান, গ্রাহী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া একটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, বেগে তাহাকে ভূতলে তুলিয়া নখ দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই সময় গ্রাহী, নিরুপম-রূপবতী যুবতী হইয়া আকাশপথে অবস্থান পূর্ব্বক কহিলেন, বানরবীর! আমি অপ্সরা; আমার নাম গন্ধকালী। আমি এক সময় তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ-সমুজ্জ্বল ভাস্কর-সদৃশ-ভাস্বর বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে কুবের-ভবনে গমন করিতেছি, সেই সময় মহাতেজা মহামুনি যক্ষ, পথিমধ্যে ছিলেন; আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি বিমান দ্বারা সেই শাপায়ুধ মহর্ষিকে লঙ্ঘন করাতে তিনি শাপ প্রদান করিলেন, ও কহিলেন, উত্তর দিকে গন্ধমাদন নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত মহাসরোবরে তুমি গ্রাহী হইয়া থাকিবে; এবং যে প্রাণী সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবে, তাহাকেই তুমি ধরিয়া ভক্ষণ করিবে; এই কারণে আমি শাপাভিভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছি।

অনন্তর আমি অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম, মহর্ষে! কত দিনে আমার শাপ বিমোচন হইবে? তখন মহর্ষি কহিলেন, মহাবীর হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিবে, তখন তোমার শাপমোচন হইবে, সন্দেহ নাই।

মহাবীর! তুমি যে সেই হনুমান, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; আমার বৃত্তান্তও তোমার নিকট সমুদায় কহিলাম; এক্ষণে তোমা হইতে আমার শাপ-মোচন হইল; তোমার মঙ্গল হউক; আমি কুবেরালয়ে গমন করি; তুমি কৃতকৃত্য হইয়া গমন করিতে পারিবে। এক্ষণে এখানে যে সমুদায় বিঘ্নকারী জীব আছে, তুমি তাহাদিগকে অনায়াসেই বিনাশ করিবে। বানরবীর হনুমান, গন্ধকালীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভাগ্যক্রমে আমা হইতে তোমার উদ্ধার হইল; এক্ষণে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে বিশ্রব্ধ হৃদয়ে গমন কর।

পবননন্দন হনুমান, এইরূপে গ্রাহীকে মুক্ত করিয়া মুনিবেশ-ধারী রাক্ষসের দিব্য আশ্রমে গমন করিলেন। ঋষিরূপে প্রতিচ্ছন্ন নিশাচর, হনুমানকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইল; এবং ফল মূল লইয়া কহিল, পবননন্দন! ইহা ভক্ষণ কর। বানরবীর হনুমান, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া, মুহূর্ত্ত কাল চিন্তায় মগ্ন হইলেন;

ভাবিলেন, ইহার যেরূপ আকার-প্রকার দেখিতেছি, ঋষিদিগের ত এরূপ কদাপি দেখি নাই! বিশেষত ইহার যে সুদারুণ চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। আমি দেখিতেছি, ইহার আকার রাক্ষসের ন্যায়; ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনের বিকারও লক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসেরা মায়াবলে সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকে, আমার বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্তই ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব আমার বধাকাঙ্ক্ষী এই দুরাত্মা রাক্ষসকে আমি বিনাশ করি।

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া কহিলেন, রে দুরাচার পাপাত্মন! দাঁড়াও, পলায়ন করিও না; আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।

নিশাচর কালনেমি, হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই ঘোর-দর্শন বিকটাকার নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া কহিল, রে বানর! তুমি কোথায় যাইবে; মহাত্মা রাবণ, তোমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন; আমি বহুবিধ-মায়াবল-সম্পন্ন ও ভুবন-বিখ্যাত; আমার নাম কালনেমি; অদ্য আমি তোমার মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইব।

বানরবীর হনুমান, তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, নিজ বিক্রম দ্বিগুণিত পরিবর্দ্ধিত করিলেন। তিনি ভ্রূকুটীবন্ধন পূর্ব্বক, রাক্ষস কালনেমিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অনন্তর বানর ও রাক্ষসের বাহু-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভীষণ-পরাক্রম ভীষণ-দর্শন মহাবল কালনেমি ও হনুমান, পরস্পর পরস্পরকে মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কূর্পরাঘাত, পার্ষ্ণ্যাঘাত, জানু-প্রহার ও লাঙ্গুল-প্রহার করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরিমর্দ্দে সংগ্রাম-স্থান বৃক্ষ-শূন্য, শিলা-শূন্য ও সমভূমি হইয়া পড়িল। অনন্তর কালনেমি, হনুমানের বাহু-পাশে নিযন্ত্রিত, গতায়ু ও হতশ্রী হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল; এবং একটা গগন-ভেদী মহাচীৎকার করিয়া যম-সদনে গমন করিল।

এই সময় তত্রত্য মহাবল মহাকায় তিন কোটি গন্ধর্ব্ব, তাদৃশ ভীষণ রাক্ষস-নিনাদে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বিশল্য-করণ।

মহাবীর হনুমান, এইরূপে দুর্দ্ধর্ষ কালনেমিকে বিনাশ করিয়া, নানা-ধাতু-বিভূষিত দিব্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ, হনুমানকে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্ত বানররূপে গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়াছ? হনুমান কহিলেন, কিষ্কিন্ধ্যা নামে উদ্যান-বন-পরিশোভিত এক নগরী আছে। বানরগণের অধিপতি সুবিখ্যাত সুগ্রীব, সেই স্থানে বাস করেন। মহাবাহু মহাবল সুবিখ্যাত রামচন্দ্র, সেই বানর-রাজের সহিত মিত্রতা

করিয়াছেন। রাক্ষস-রাজ রাবণ, রামচন্দ্রের ভার্য্যা দেবী সীতাকে হরণ করিয়া, লঙ্কায় লইয়া গিয়াছে। সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। রামচন্দ্রের ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ, নৃশংস রাবণ কর্ত্তৃক শক্তি দ্বারা হৃদয়ে অভিহত হইয়াছেন। আমি সেই লক্ষ্মণের নিমিত্ত, এই গন্ধমাদন-পর্ব্বতোৎপন্ন বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি লইতে আগমন করিয়াছি। আমি গুণগ্রাহী বানর-রাজ সুগ্রীবের প্রিয়তম ভৃত্য; আমার নাম হনূমান; আমি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীরগণ! আমি বিশল্যকরণী মহৌষধি চিনি না; আমি ইচ্ছা করি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া ঐ মহৌষধি আমাকে দেখাইয়া দেন।

গন্ধর্ব্বগণ! আপনারা অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন নররাজ রামচন্দ্রের অধিকারে বাস করিতেছেন। রাজার প্রিয় ও অনুকূল কার্য্য করা আপনাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বীরগণ! আপনারা নররাজ রামচন্দ্রের ও বানর-রাজ সুগ্রীবের প্রীতির নিমিত্ত আমাকে বিশল্যকরণী দেখাইয়া দিউন।

মহাবল গন্ধর্ব্বগণ, হনূমানের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা হাহা ও হূহূ ব্যতিরেকে আমরা কাহারও কিঙ্কর নহি; কোন ব্যক্তির অধিকারেও বাস করি না। অতএব এই দুরাত্মা বানরকে শীঘ্র বিনাশ করা যাউক। মহাবল গন্ধর্ব্বগণ এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সকলে বেষ্টন পূর্ব্বক গদা, অসি, মুষ্টি ও করতল দ্বারা হনূমানকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর হনূমান, বল-গর্ব্বিত গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা কাতর হইলেন না; ক্ষণ কাল পরে তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় গন্ধর্ব্বগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে মহাবীর হনূমানের সহিত গন্ধর্ব্বগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কোন কোন গন্ধর্ব্ব নখ দ্বারা বিদারিত, কোন কোন গন্ধর্ব্ব দংষ্ট্রা দ্বারা পরিপীড়িত, কোন কোন গন্ধর্ব্ব পার্ষ্ণি-প্রহারে অপবিদ্ধ, কোন কোন গন্ধর্ব্ব জর্জ্জরিত শরীরে ভূতলে লীন, কোন কোন গন্ধর্ব্ব লাঙ্গুলের প্রহারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; কোন কোন গন্ধর্ব্ব আহত হইয়া ভৈরব রব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পবননন্দন হনূমান, তিন কোটি মহাবল গন্ধর্ব্বকে সংগ্রাম-শায়ী করিলেন।

অনন্তর বানরবীর, দিব্য ওষধি অনুসন্ধানের নিমিত্ত, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল তরু-লতা-সমাকীর্ণ সেই পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পবন-তেজঃ-সম্পন্ন পবননন্দন, বহু ক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও, ওষধি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিবেচনা করিলেন, বৈদ্য সুষেণ যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতের এই দক্ষিণ শিখরেই বিশল্যকরণী ওষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; পরন্তু আমি ত ওষধি চিনিতে পারিলাম না; এক্ষণে কি করি! অথবা এই পর্ব্বতের দক্ষিণ শিখরই উৎপাটন পূর্ব্বক লইয়া যাই। আমি যদি বিশল্যকরণী না লইয়া প্রতিগমন করি, তাহা

হইলে কাল-বিলম্বে বহু দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; এমন কি, তাহাতে মহাবিপদ ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহাবীর হনূমান, এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া, বহুবিধ-ফল-পুষ্পোপশোভিত, বহুবিধ-দ্রুম-লতা-সমাকীর্ণ, মণিনিভ–নির্ম্মল-সলিল–প্রস্রবণ–কন্দর–বিভূষিত, কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সিংহ-শার্দ্দূল-সমাশ্রিত, নানা-ধাতু-বিমণ্ডিত, বিকসিত-কুসুম-সমূহ-পরিশোভিত, বিবিধ-বিহঙ্গ-বিরাবানুনাদিত, কিন্নর-মিথুন-সমলঙ্কৃত, উদ্‌ভ্রান্ত-বিহগ, বিলীন-বিদ্যাধর-পন্নগ, সপ্ত যোজন সমুন্নত, পঞ্চ যোজন প্রস্থ, দশ যোজন দীর্ঘ, অপ্রকম্প্য, গন্ধমাদন-পর্ব্বত-শিখর অবলীলাক্রমে বাহু দ্বারা উৎপাটিত করিলেন।

প্রভাবশালী পবননন্দন যখন পর্ব্বত উৎপাটন করেন, তখন ধাতু-প্রস্রবণ-রূপ বাষ্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পর্ব্বত ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সমুদায় ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতের উপরি নিপতিত হইল। অনন্তর পবন-বিক্রম পবননন্দন হনূমান, নীল-নীরদ-সমদর্শন নানা-সত্ত্ব-নিষেবিত পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া বেগে লম্ফ প্রদান করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগগণ, হনূমানকে আকাশপথে পর্ব্বত লইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, এ কি! এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত ত্রিলোকের মধ্যে কখনও দেখি নাই! হনূমান ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি অসংখ্য গন্ধর্ব্ব বধ, পর্ব্বতোৎপাটন ও পর্ব্বত লইয়া আকাশপথে গমন করিতে পারে! মহাবাহো! মহাবীর! সাধু সাধু! তোমার ন্যায় পরাক্রম আর কাহারও নাই! তুমি গন্ধকালীকে শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছ! কালনেমিনামক ঘোর-রাক্ষসকে বধ করিয়াছ! এক্ষণে বাহু-যুগল দ্বারা পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ! অদ্য তুমি দেবতার ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, সন্দেহ নাই।

এদিকে মহাবাহু মহাবল হনূমান, রমণীয় পর্ব্বত-শিখর বহন পূর্ব্বক, অল্পকাল-মধ্যেই লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ, প্রকাণ্ড-পর্ব্বত-হস্ত হনূমানকে দেখিয়াই সম্ভ্রান্ত ও ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। বায়ু-তুল্য-পরাক্রম মহাবীর হনূমানও সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গ লইয়া বানর-সৈন্যের অনতিদূরে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই স্থানে নানা-ধাতু-বিচিত্রিত রমণীয় পর্ব্বত রাখিয়া সমাহিত হৃদয়ে বিনীত ভাবে রামচন্দ্র, সুগ্রীব ও বিভীষণের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, আমি ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলাম না; সুতরাং সেই পর্ব্বত-শিখরটাই সমগ্র উৎপাটন পূর্ব্বক আনিয়াছি। গন্ধমাদন পর্ব্বতে আমার অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল; আমি সে সমস্ত বিঘ্নই বিদূরিত করিয়া আসিয়াছি।

কালনেমি-নামক মহাকায় নিশাচর, ঋষিরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে কৌশলক্রমে আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; আমি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি; গন্ধকালীকেও উদ্ধার করিয়া দিয়াছি। গন্ধমাদন

পর্ব্বতে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বের সহিত, আমার সংগ্রাম হইয়াছিল; আমি তাহাদের সকলকেও সংহার করিয়া আসিয়াছি। এই সকল কারণে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে, ত্বরায় আগমন করিতে পারি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার কালাত্যয়-জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সুষেণ ওষধির যে সমুদায় চিহ্ন বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সম্ভ্রম নিবন্ধন তৎসমুদায়ই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি এই গন্ধমাদন-শিখর আনিয়াছি, আপনারা সকলে বিশল্যকরণী অনুসন্ধান করিয়া লউন।

অনন্তর রামচন্দ্র, মহাবলী হনুমানের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, বানরবীর! তুমি দেবতার অনুরূপ যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা নর-বানরের অসাধ্য; পরন্তু পর্ব্বে পর্ব্বে দেবতারা, এই গন্ধমাদন-শিখরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন; অতএব তুমি যে স্থান হইতে এই পর্ব্বত আনিয়াছ, তোমাকে সেই স্থানে ইহা পুনর্ব্বার রাখিয়া আসিতে হইবে।

অনন্তর মহাতেজা মহাযশা বানর-রাজ সুগ্রীব, হনুমানকে কহিলেন, মহাবীর! তোমার যখন এত দূর বল-বিক্রম, তখন পৃথিবীমধ্যে তুমিই ধন্য। পরে তিনি সুষেণকে কহিলেন, মহাভাগ! এক্ষণে শীঘ্রই লক্ষ্মণকে মহৌষধি প্রদান কর। সুষেণ, সুগ্রীবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি নানা-দ্রুম-লতা-গুল্ম-সমাকীর্ণ, বিবিধ-ধাতু-বিমণ্ডিত, বহুবিধ-ফলমূলোপশোভিত, দিব্য গন্ধমাদন-শিখর দেখিয়াই, বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে, তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে তিনি সেই শিখরে বিশল্যকরণী দেখিবামাত্র তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক লইয়া বেগে মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ঐ মহৌষধি শিলা-তলে কুট্টিত করিয়া সমাহিত-হৃদয়ে লক্ষ্মণকে তাহার নস্য দিলেন।

শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণ, বিশল্যকরণীর অঘ্রাণ প্রাপ্ত হইবামাত্র, বিশল্য ও নীরোগ হইয়া তৎক্ষণাৎ মহীতল হইতে উত্থিত হইলেন। লক্ষ্মণকে বিশল্য দেখিয়া, ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। তখন তিনি, লক্ষ্মণ! আইস আইস বলিয়া বাষ্পপর্য্যাকুল-লোচনে স্নেহ-ভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবীর! সৌভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগত ও উজ্জীবিত দেখিলাম। এ দিকে বানরগণ লক্ষ্মণকে সংগ্রাম-ভূমি হইতে উত্থিত দেখিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক, সুষেণকে প্রশংসা করিতে লাগিল। কপিরাজ সুগ্রীবও কবিরাজ সুষেণের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র, হাস্য করিয়া সুষেণকে কহিলেন, বানরবীর! আমি তোমার অনুগ্রহেই প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম।

চতুরশীতিতম সর্গ।

তাল-জঙ্ঘাদি-বধ।

অনন্তর বানরগণ, লক্ষ্মণকে উত্থিত, বিশল্য ও নিরুপদ্রব দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় পর্ব্বত দেখিয়া সুগ্রীবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল; এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। মহাত্মা সুগ্রীব অনুমতি প্রদান করিলে, তাহারা দিব্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরূঢ় হইয়া, দিব্য ঋষিকুণ্ড ও বহুবিধ অপূর্ব্ব ফল-মূল দেখিতে পাইল। তাহারা তত্রত্য গিরি-কুণ্ডসমূহে স্নান পূর্ব্বক বহুবিধ ফল-মূল ভক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইল।

মহামতি রামচন্দ্র, বানরগণকে ভূতলে অবতীর্ণ দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! হনূমানের প্রতি আদেশ কর যে, যে স্থান হইতে ঐ গন্ধমাদন পর্ব্বত উদ্ধৃত করিয়া আনিয়াছে, উহা সেই স্থানেই রাখিয়া আইসে। সুগ্রীব রামচন্দ্রের বাক্যানুসারে হনূমানকে সেইরূপ কহিলেন। মহাবল হনূমানও মহাত্মা সুগ্রীব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেনাপতিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক বাহু-যুগল দ্বারা পর্ব্বত-শিখর উত্থাপিত করিয়া আকাশপথে উৎপতিত হইলেন।

এই সময় রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর হনূমানকে পর্ব্বত লইয়া যাইতে দেখিয়া, মহাবীর্য্য মহাবাহু মহাঘোর তালজঙ্ঘ, সিংহবক্ত্র, ঘটোদর, উল্কামুখ, চন্দ্রলেখ, হস্তিকর্ণ, কঙ্কতুণ্ড প্রভৃতি বল-গর্ব্বিত রাক্ষসগণের প্রতি আদেশ করিলেন, রাক্ষসবীরগণ! তোমরা এই সময় মায়াপ্রভাবে ঐ হনূমানকে ধরিয়া ভূতলে পাতিত ও বিনষ্ট কর; ঐ বানরই যত অনর্থের মূল; ঐ বানর না থাকিলে সীতার অনুসন্ধান হইত না; রামলক্ষ্মণও বাঁচিত না। রাক্ষসবীরগণ! তোমরা হনূমানকে বিনিপাতিত করিলে, আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব।

মহাবল রাক্ষসগণ, রাক্ষসরাজ রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে উৎপতিত হইল। পরে তাহারা দুর্দ্ধর্ষ পবননন্দন হনূমানকে, পর্ব্বতহস্তে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা বানররূপ ধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বত লইয়া যাইতেছ? দেবগণ, দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ হইতে কি তোমার ভয় নাই? আমরা এই দণ্ডেই তোমাকে সংহার করিব; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যম, কুবের অথবা মহাতেজা ইন্দ্র, ইহাঁরা কেহই অদ্য তোমাকে আমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না।

মহাবীর হনূমান, রাক্ষসদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি দেবগণ অসুরগণ ও পন্নগগণ সমেত ত্রিলোকের সমুদায় লোকই আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তথাপি আমি নিজ বাহুবলে সকলকেই সংহার করিব। বানরবীর হনূমান এই কথা বলিয়া,

আকার-ইঙ্গিতদ্বারা তাহাদিগকে রাবণ-প্রেরিত রাক্ষস জানিতে পারিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাহুদ্বয়ে পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং চরণদ্বয় দ্বারাই মহাবল রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তিনি কোন কোন রাক্ষসকে বক্ষস্থল দ্বারা নিষ্পেষিত, কোন কোন রাক্ষসকে চরণ দ্বারা তাড়িত, কোন কোন রাক্ষসকে দন্ত দ্বারা বিদারিত, কোন কোন রাক্ষসকে জানু দ্বারা নিপীড়িত করিলেন। পরে তিনি কোন কোন রাক্ষসবীরকে লাঙ্গুল দ্বারা বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতহস্তে আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বানরবীরের লাঙ্গুল-পাশে বদ্ধ লম্বমান মহাবল রাক্ষসগণ সুবর্ণ-সূত্র-গ্রথিত নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসগণ সকলেই নিপাতিত হইল; পরন্তু, একমাত্র তালজঙ্ঘই বহুকষ্টে লাঙ্গুলপাশ উন্মোচন পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

মহাবল পবন-নন্দন হনূমান, এইরূপে রাক্ষস-বিনাশ পূর্ব্বক শৈলহস্তে আকাশপথে শোভমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, ও চারণগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, পবননন্দন! তুমিই ধন্য! তোমার পরাক্রম অদ্ভুত! তুমি পর্ব্বত লইয়া আকাশ-পথে গমন করিতে করিতে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনাশ করিয়াছ! তোমার ন্যায় এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম আর কে করিতে পারে! বানরবীর হনূমান, এইরূপে স্তূয়মান হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, এবং যে স্থান হইতে সেই গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাহা সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন।

এদিকে নিশাচরবীর তালজঙ্ঘ, ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়ন পূর্ব্বক মহাবল রাবণের নিকট গমন করিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল, রাক্ষসরাজ! যে সমুদায় রাক্ষস আমার সহিত গমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে! সেই দুর্দান্ত বানর, হস্তস্থিত পর্ব্বত পরিত্যাগ না করিয়াই, কাহাকেও লাঙ্গুল-প্রহার, কাহাকেও দন্তাঘাত, কাহাকেও পদাঘাত দ্বারা সংহার করিয়াছে! আমাকে লাঙ্গুল দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল; আমি বহুকষ্টে তাহা উন্মোচন পূর্ব্বক প্রাণ বাঁচাইয়া আপনকার নিকট আসিয়াছি!

মহাবল রাক্ষসরাজ, তালজঙ্ঘের মুখে হনূমানের তাদৃশ অদ্ভুত বল-বিক্রম শ্রবণ করিয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি কহিলেন, আমার যে সমুদায় মায়াবী মহাবল প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল, দুরাত্মা হনূমান তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিল! সেই দুরাত্মা এক্ষণে আমাকে প্রধান-সহায়-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছে!

এই সময় অন্যান্য বুদ্ধিমান নিশাচরগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, অহো! দুরাত্মা বানরের কি বল-বিক্রম!

—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শৈল-নিবেশন।

অনন্তর মহাতেজা মারুতনন্দন হনুমান, যথাস্থানে শৈল সন্নিবেশিত করিয়া আকাশ-পথে উৎপতিত হইলেন। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, সিদ্ধগণ ও অপ্সরোগণ, প্রমুদিত-হৃদয়ে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশপথে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লঙ্কা-মধ্যে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের নিকট আগমন করিলেন। রামচন্দ্র হনুমানকে পুনঃ-প্রত্যাগত দেখিয়া আনন্দিত-হৃদয়ে কহিলেন, বানরবীর! তোমার ত মঙ্গল? তুমি ত কুশলে আসিয়াছ? তোমার বীর্য্য-বলেই আমি শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইয়াছি; বানরবীর! যদি লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে আমার বিজয়, মৈথিলী বা আত্ম-জীবন কিছুতেই প্রয়োজন থাকিত না। মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ মৃদুবাক্যে কহিলেন, সত্যপরা-ক্রম! পূর্ব্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে তেজোহীন লঘুচেতা ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ বিক্লব বাক্য বলা আপনকার উচিত হইতেছে না; সাধুগণ কখনই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন না; প্রতিজ্ঞা-পালন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ; আমার নিমিত্ত নিরাশ হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না; আপনি এক্ষণে রাবণ-বধ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন। গর্জ্জনকারী তীক্ষ্ণদন্ত সিংহের সম্মুখে মহা-মাতঙ্গ উপস্থিত হইলে, যেরূপ জীবন লইয়া গমন করিতে পারে না; পাপাত্মা রাবণও সেইরূপ আপনকার বাণ-গোচর হইলে, কখনই জীবন লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। আমার ইচ্ছা এই যে, যে পর্য্যন্ত দিবা-কর অস্তমিত না হয়েন, তাহার মধ্যেই দুরাত্মা রাবণকে বধ করা হয়। সহস্ররশ্মি দিবাকর, খরতর কর-নিকর দ্বারা যেরূপ তিমিররাশি সংহার করেন, অদ্য সংগ্রামে আপনিও সেইরূপ তীক্ষ্ণতর শরসমূহ দ্বারা রাবণের মস্তকসমূহ বিনিপাতিত করিবেন, আমি দেখিব, ইহার নিমিত্তই আমার মন ত্বরান্বিত হইতেছে।

ষড়শীতিতম সর্গ।

দ্বৈরথ-যুদ্ধ।

মহাত্মা ধীমান রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণবধে মনো-নিবেশ করিলেন। এদিকে রাক্ষসবীর দশা-ননও সংগ্রামভূমি হইতে অপক্রান্ত হইয়া, পাবক-সদৃশ সমুজ্জ্বল রথ, যোজনা করিতে আদেশ দিলেন। সর্ব্ববিধ-অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন, কালান্তক-যম-দর্শন, মনঃ-সংকল্পগামী, রমণীয়-অক্ষ-চক্র-বরূথ-বিভূষিত, সুবিচক্ষণ-সারথি-সমলঙ্কৃত, হিরণ্ময়-সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন, শোভ-মান রথে পরম-শীঘ্রগামী মনুষ্য-বদন তুরঙ্গ-গণ যোজিত হইলে, লঙ্কাধিপতি দশানন, বজ্র-কল্প মহাঘোর শর-সমূহ লইয়া তাহাতে

আরোহণ পূর্ব্বক সমাহিত-হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি গমনমান হইলেন।

এই সময় আকাশপথে দেবগণ, দানবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ভূমি-স্থিত রামচন্দ্র ও রথ-স্থিত রাবণের সমতুল্য সংগ্রাম হইতে পারে না। দেবরাজ শতক্রতু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্রের নিকট রথসমেত মাতলিকে প্রেরণ করিলেন। কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত শ্বেত-প্রকীর্ণক-সমলঙ্কৃত সূর্য্য-সম-তেজঃ-সম্পন্ন হেম-জাল-পরিবৃত সুন্দর-শ্বেতাশ্বগণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত, হিরণ্য-চিত্রিত, কিঙ্কিণী-শত-নিনাদিত, তরুণারুণ-সঙ্কাশ, বৈদূর্য্য-সম-কূবর, বজ্র-দণ্ড-ধ্বজ, শ্রীমান দেবরাজ-রথ, দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইল।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান ও বিভীষণ, স্বর্গ হইতে রথ অবতীর্ণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, কেশরী, পনস প্রভৃতি মহাবীরগণ, বিস্মিত-হৃদয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, অকস্মাৎ যে রথ উপস্থিত হইল, এ বিষয়ে কোন নিগূঢ় কারণ থাকিতে পারে। আমাদের বোধ হয়, অতীব মায়াবী ক্রূর রাক্ষসরাজ রাবণ, ঈদৃশ উপায় দ্বারা আমাদিগকে ছলনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই সমুদায় বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব কহিলেন, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া অশ্ব, রথ ও সারথির পরীক্ষা করি।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ, রথ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! আপনি শঙ্কা-পরিশূন্য হইয়া বিশ্রব্ধ-হৃদয়ে এই রথে আরোহণ করুন। আমি রাক্ষসগণের সমুদায় মায়া অবগত আছি; রাক্ষসরাজ রাবণ, মায়াবলে এরূপ রথ প্রস্তুত করিতে পারেন না; তাঁহার এরূপ রথও বিদ্যমান নাই। আমি যে সমুদায় সিদ্ধির লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আপনি বিজয়ী হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই সময় রথস্থিত দেবরাজ-সারথি দশাননের দৃষ্টি-পথে থাকিয়াই প্রতোদহস্তে রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র, আপনকার বিজয়ের নিমিত্ত এই শত্রু-সংহারী দিব্য রথ প্রেরণ করিয়াছেন; এই ইন্দ্রচাপ, এই অগ্নি-সদৃশ কবচ, এই সূর্য্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন সায়ক-সমূহ এবং এই সুতীক্ষ্ণ সুনির্ম্মল শক্তি সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি রথে আরোহণ করুন; এবং আমি সারথি হইলে, দেবরাজ যেরূপ দানবগণকে বিনিপাতিত করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ এই রথে আরোহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাবণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

মাতলি এই কথা বলিবামাত্র, প্রহৃষ্ট লোমাঞ্চিত-কলেবর রামচন্দ্র, অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং মনে মনে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণকে পূজা করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রদত্ত কবচ অঙ্গে পরিধান করিলেন। এই সময় তিনি, লোকপালের ন্যায়, অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভায় বিরাজমান হইতে লাগিলেন।

অলোক-সাধারণ সারথি মাতলি, প্রথমত অশ্বগণকে সংযত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া, সংকল্প দ্বারাই যথাভিলষিত স্থানে সেই শত্রু-সংহারক রথ চালনা করিলেন। অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র ও মহাবল রাবণ উভয়ের অতীব অদ্ভুত লোম-হর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ মহাবীর রামচন্দ্র, রাক্ষসরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র দ্বারা গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, দেবাস্ত্র দ্বারা দেবাস্ত্র, বিনিবারিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, রামচন্দ্রের প্রতি পরম-ঘোর নাগপাশ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন।

রাবণ-শরাসন-মুক্ত কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত এই শর-সমূহ মহাবিষ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া, মহাবেগে রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। ব্যাদিত-প্রদীপ্ত-সমুজ্জ্বল-বদন অতীব-ভীষণ ঘোরতর শর-সমূহ, মুখ দ্বারা অগ্নি-শিখা বমন করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিতে লাগিল। বাসুকির ন্যায় প্রদীপ্ত-শরীর ঘোরতর সর্প-সমূহে সমুদায় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছাদিত হইল।

রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভীষণ সর্পগণকে আসিতে দেখিয়া, অতীব ঘোর, অতীব ভীষণ, গারুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ, অনল-শিখা-সদৃশ বাণ-সমূহ, গরুড়রূপ ধারণ করিয়া সর্পরূপ শর-সমূহ বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। রাক্ষসরাজ রাবণ নাগপাশ প্রতিহত দেখিয়া, রামচন্দ্রের প্রতি ঘোরতর শর-বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মহাবীর রঘু-নন্দনকে শর-সহস্র দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া, মাতলিকেও শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পরে তিনি রথোপরিস্থ কাঞ্চন-ময় রথকেতু ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিলেন।

এই সময় দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ, রামচন্দ্রকে একান্ত প্রপীড়িত দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; বানরযূথপতিগণ ও বিভীষণও রামচন্দ্রকে রাবণ-রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। এই সময় প্রজাগণের অহিতকর বুধগ্রহ, নিশাকরপ্রিয় প্রাজাপত্য নক্ষত্র রোহিণী আক্রমণ করিয়া থাকিলেন। ভীষণ-ঊর্ম্মি-মালা-পরিশোভিত মহাসাগর প্রজ্বলিত হইয়াই যেন, ধূমরাশির সহিত উৎপতিত হইলেন; বোধ হইল যেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকর স্পর্শ করিতেছেন। দিবাকর মন্দরশ্মি পরুষ ও তাম্রবর্ণ হইলেন। তাঁহাতে ধূমকেতু সংসক্ত হওয়াতে, বোধ হইল যেন কলঙ্ক নিপতিত হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহও কোশলাধিপতিদিগের নক্ষত্র মৈত্র-দৈবত ও অগ্নিদৈবত জ্যেষ্ঠা ও বিশাখা আক্রমণ করিয়া থাকিলেন। বিংশতিবাহু দশবদন রাবণ, সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া অপ্রকম্প্য মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক সংগ্রামে আক্রান্ত রামচন্দ্র, শরসমূহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর রঘুনন্দন রামচন্দ্র, রোষভরে লোহিত-লোচন হইয়া ললাটে

ভ্রুকুটীবন্ধন পূর্ব্বক মহাক্রুদ্ধ হইলেন; বোধ হইল যেন, তিনি রাক্ষসরাজকে ক্রোধানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

রাবণ-ধর্ষণ।

অনন্তর ক্রোধাভিভূত ধীমান রামচন্দ্রের তাদৃশ বদনমণ্ডল দেখিয়া সকলেই ভয়-বিহ্বল হইল; মহীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল; সিংহ-শার্দ্দূল-নিষেবিত দ্রুম-লতা-পরিশোভিত পর্ব্বত প্রচলিত হইল; সরিৎপতি সাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। গগন-স্থিত খর-নির্ঘোষ খরতর ঔৎপাতিক মেঘগণ, ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। রামচন্দ্রকে ক্রোধাভিভূত ও সুদারুণ উৎপাত সমুদায় দেখিয়া, সকল ব্যক্তিই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল; রাবণের অন্তঃকরণেও ভয়ের আবির্ভাব হইল।

অনন্তর বিমান-স্থিত দেবগণ, দানবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহোরগগণ ও মরুদ্‌গণ, প্রলয়কালের ন্যায়, মহাবীর রামচন্দ্র ও রাবণের বিবিধ-শস্ত্র-সঙ্কুল সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় যুদ্ধ-দর্শন-প্রবৃত্ত সুর-বিরোধী অসুরগণ, সুরগণের সহিত বিরোধ করিয়া মহোৎপাত দর্শন পূর্ব্বক সমাহিত-হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ দশাননের জয় হউক, দেবগণও পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন, রাক্ষস-কুল-ধূমকেতু রামচন্দ্রের জয় হউক।

অনন্তর ক্রুদ্ধ দুষ্টাত্মা রাবণ, রামচন্দ্রকে সংহার করিবার অভিলাষে বজ্রধার মহানাভ সর্ব্ব-শত্রু-সংহারক কালেরও দুর্দ্ধর্ষ অলোক-সাধারণ অনাধৃষ্য সর্ব্ব-ভূত-বিত্রাসন অন্তক-সদৃশ দারুণ মহাস্ত্র শূল গ্রহণ করিলেন। বহু রাক্ষসবীরে পরিবৃত মহাবীর রাবণ, ক্রোধভরে সেই মহাশূল গ্রহণ পূর্ব্বক উদ্যত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দিগ্বিদিক সমুদায় কম্পিত করিলেন। উগ্রকর্ম্মা নিশাচর-রাজ রাবণের তাদৃশ ঘোরতর সিংহনাদে সর্ব্ব প্রাণীই ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল; মহাসাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; পরমর্ষিগণ বলিতে লাগিলেন, জগতের মঙ্গল হউক।

মহাবীর রাক্ষসরাজ রাবণ, তাদৃশ অমোঘ মহাশূল গ্রহণ করিয়া ভীষণ নিনাদ পূর্ব্বক পরুষবচনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি রোষভরে এই বজ্রধার মহাশূল উদ্যত করিয়াছি; ইহা সদ্যই তোমার ও তোমার ভ্রাতার জীবন সংহার করিবে; রণশ্লাঘিন! অদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া আমি সংগ্রামে নিহত রাক্ষস-বীরগণের স্ত্রী-পুত্রদিগের অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব; রাম! পলায়ন করিও না; অবস্থান কর; এই শূল দ্বারা তোমাকে যম-সদনে প্রেরণ করিতেছি। রাক্ষসরাজ এই কথা বলিয়াই সেই মহাশূল নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র, জ্বলন-সদৃশ সমুজ্জ্বল ঘোরদর্শন সেই মহাশূল নিক্ষিপ্ত দেখিয়া শরাসন উদ্যত করিয়া নিশিত

শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সময় প্রলয়াগ্নি উত্থিত হয়, সেই সময় মহাসাগর যেরূপ তাহাতে জল-সমূহ বর্ষণ করে, মহাবীর রামচন্দ্রও সেইরূপ আকাশপথে সমাগত সেই মহাশূলের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরন্তু পাবক যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, রাক্ষসরাজ রাবণের শূলও সেইরূপ, রাম-শরাসন-বিনিঃসৃত বাণ-সমূহ দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। অন্তরীক্ষ-গত সমুদায় বাণ, শূলস্পর্শে চূর্ণ ও ভস্মসাৎ হইতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তিনি ক্রোধভরে মাতলি কর্ত্তৃক আনীত ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র কর্ত্তৃক উত্তোলিত প্রলয়াগ্নি-শিখার ন্যায় দীপ্যমান শক্তি, ঘণ্টাশত-নিনাদ সহকারে নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া রাবণ-নিক্ষিপ্ত শূলের উপরি নিপতিত হইল; মহাশূলও নিস্তেজ এবং চূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

অনন্তর রামচন্দ্র, বজ্র-সম-স্পর্শ মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহ দ্বারা রাক্ষসরাজের মনোজব অশ্বসমূহ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ললাটেও তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন।

রাক্ষসগণ-মধ্যস্থিত রাক্ষসরাজ রাবণ, শর-নিকরে বিদ্ধ-সর্ব্বাঙ্গ ও শোণিত-পরিপ্লুত হইয়া, বিকসিত অশোক বৃক্ষের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

—*—

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

দ্বৈরথ-যুদ্ধ।

অনন্তর মহাসংগ্রামে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রধর্ষিত অমর্ষ-পরবশ মহাবীর্য্য রাবণ, যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তিনি রোষ-প্রদীপ্ত-লোচনে শরাসন গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। জলধর যেরূপ জলধারা দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, মহাবীর রাবণও সেইরূপ শর-নিকর দ্বারা রামচন্দ্রকে পরিপূরিত করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু মহাগিরির ন্যায় অপ্রকম্প্য রামচন্দ্র, কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না; তিনি সূর্য্য-কিরণের ন্যায় সেই পরম দারুণ শর-বর্ষণ অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ, ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের হৃদয়ে শর-সহস্র বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে পরিপ্লুত হইল; তিনি অরণ্যস্থিত বিকসিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবেগ মহাবীর রামচন্দ্র, শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্নি-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ-বাণ-সমূহ সন্ধান করিলেন; পরস্পর সুসংরব্ধ রামচন্দ্র ও রাবণ, পরস্পরের প্রতি এরূপ শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, শরান্ধকারে তাঁহাদিগের শরীরও দৃষ্ট হইল না।

অনন্তর মহাবীর দাশরথি, ক্রোধভরে হাস্য করিয়া রাবণকে পরুষবাক্যে কহিলেন, রাক্ষসাধম! তুমি জনস্থান হইতে আমার

অসহায়া ভার্য্যা সীতাকে যখন হরণ করিয়া আনিয়াছ, তখন আর অদ্য তোমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে না; পামর! মহারণ্য-মধ্যে বর্ত্তমানা, মন্ত্রিরহিতা সীতাকে, একাকিনী পাইয়া অপহরণ পূর্ব্বক আপনি বীর বলিয়া অভিমান করিয়া থাক! পরদারাপহারিন্! অনাথা অবলার প্রতি বীরত্ব প্রকাশ দ্বারা কাপুরুষের কর্ম্ম করিয়া আপনাকে বীর বলিয়া মনে করিতেছ! ইহাতে তোমার লজ্জা হইতেছে না! নির্লজ্জ! নির্ম্মর্য্যাদ! দুশ্চরিত্র! তুমি গর্ব্ব-নিবন্ধন আপনার মৃত্যুকে আপনিই আনয়ন করিয়াছ, তোমার লজ্জা হইতেছে না! তুমি কুবেরের ভ্রাতা, মহাবীর, [illegible]াতি সৌভাগ্যশালী হইয়া মহাযশস্ক ও [illegible] কর্ম্মই করিয়াছ! অনাথ রাক্ষসগণ ভী[illegible] তোমার পূজা করে; তাহাতেই তুমি [illegible] ঔদ্ধত্য নিবন্ধন আপনাকে বীর বলিয়া ম[illegible] করিয়া থাক! পাষণ্ড! তুমি মায়া-মৃগ-রূপে [illegible] করিয়া আমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছ! তা[illegible]তেই তোমার বল-বীর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে! তুমি যার পর নাই দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছ! দুরাচার! অনার্য্য! তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে সকলের ধিক্কৃত ও গর্হিত হইয়াছ! নীচাশয়! যখন তোমার চরিত্র এরূপ ঘৃণিত, তখন তুমি কোন্ মুখে এরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাক!

ক্রূর নিশাচর! আমি দিবারাত্রির মধ্যে নিদ্রা যাই না; তোমাকে সমূলে উন্মূলিত না করিলে আমি শান্তি লাভ করিতেও পারিব না! আমি তোমার বিনাশ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এই কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়াছি! তুমি বধার্হ! তোমার বধের নিমিত্ত আমি উপস্থিত হইয়াছি! অদ্য তোমার মৃত্যু-দ্বার অপাবৃত হইয়াছে! অদ্য তুমি গর্হিত অভিমানের আতিশয্য নিবন্ধন গর্হিত কার্য্যের মহাফল ভোগ কর!

দুর্ম্মতে! তুমি আপনাকে শূর বলিয়া মনে করিয়া থাক! তুমি চোরের ন্যায় সীতাকে অপহরণ করিয়াছ; তোমার লজ্জা হইতেছে না! যদি তুমি আমার সম্মুখে সীতাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সায়ক-সমূহ দ্বারা নিহত হইয়া, ভ্রাতা খরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতে, সন্দেহ নাই! [illegible] দৃষ্টিপ[illegible]ক্ষে! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই তুমি আমার [illegible]পথে উপস্থিত হইয়াছ! অদ্য আমি তীক্ষ্ণ-শর-নিকর দ্বারা তোমাকে যম-সদনে প্রেরণ করিব! অদ্য আমার শরসমূহ দ্বারা [illegible]ম সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-বিভূষিত রণ-ধূলি-ধূসরি[illegible] তোমার মস্তক ক্রব্যাদগণ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে! নীচাশয়! তুমি অদ্য নিহত হইয়া যখন সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত থাকিবে, তখন গৃধ্রগণ তোমার হৃদয়ে উপবিষ্ট হইয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে বাণশল্যান্তরোত্থিত রুধির পান করিবে! অদ্য যখন তুমি আমার বাণে বিদীর্ণ-হৃদয় ও গতাসু হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে, সেই সময়, গরুড় যেমন সর্পগণকে আকর্ষণ করে, পক্ষিগণও সেইরূপ তোমার নাড়ী-সমূহ আকর্ষণ করিবে!

শত্রু-সংহারী মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথা বলিয়া সম্মুখ-স্থিত রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হওয়াতে সংগ্রামভূমিতে তাঁহার বল, বীর্য্য, হর্ষ ও উৎসাহ, দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। শত্রু-সংহারাভিলাষী বিখ্যাত-পরাক্রম রামচন্দ্রের অস্ত্রবল দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল; তৎকালে তাঁহার সমুদায় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। মহাতেজা রামচন্দ্র যখন প্রহার করেন, তখন তিনি সাতিশয় লঘুহস্ত, সুদৃঢ়-প্রহার ও দূরপাতী হইয়া উঠিলেন।

মহাবীর রামচন্দ্র আত্মগত এই সমুদায় শুভ-চিহ্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসরাজ রাবণকে পরিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্রের শর-বর্ষণ ও বানরগণের প্রস্তর-বৃষ্টি দ্বারা হন্যমান দশানন, বিভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িলেন; তৎকালে আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিলেন না; পূর্ব্বের ন্যায় শরাসন আকর্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহার অন্তরাত্মা বিক্লব হওয়াতে এরূপ বল-বীর্য্য প্রকাশ হইল না যে, তদ্দ্বারা তিনি কিছুমাত্র প্রতিবিধান করেন। তিনি মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন হওয়াতে যে সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদায় কিঞ্চিৎদূর গিয়াই ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল, সংগ্রামের উপযোগী হইল না।

অনন্তর সারথি রাবণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সম্ভ্রান্ত-হৃদয়ে ধীরে ধীরে রথ লইয়া পলায়ন করিল।

একোননবতিতম সর্গ।

সূতোপালম্ভ।

অনন্তর মোহাবসান হইলে, কৃতান্তবল-বিমোহিত অতীব ক্রোধাভিভূত রাক্ষস-রাজ রাবণ, সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি কি নিমিত্ত হীনবীর্য্য, অসমর্থ, পৌরুষ-বিহীন, ভীরু, লঘুচিত্ত, হীনবল, নিস্তেজ ব্যক্তির ন্যায় আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার আন্তরিক ভাব অবগত না হইয়া, শত্রুমধ্য হইতে রথ লইয়া পলায়ন করিলে! কি নিমিত্ত তুমি আমাকে সংগ্রাম-ভূমি হইতে এখানে আনিয়াছ! অনার্য্য! তুমি আমার চিরকালোপার্জ্জিত যশ, বীর্য্য, তেজ, শূরত্ব ও প্রত্যয় একেবারে বিধ্বস্ত করিলে! যাহাকে বিক্রম দ্বারা বঞ্চনা করিতে হইবে, সেই বিখ্যাত-বীর্য্য শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ-লুব্ধ হইয়াও আমি তোমা হইতেই কাপুরুষ-মধ্যে পরিগণিত হইলাম! দুর্ম্মতে! তুমি সংগ্রাম-স্থল হইতে কি নিমিত্ত অন্যত্র রথ আনিয়াছ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শত্রুর নিকট তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকিবে! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কখনই এরূপ কার্য্য করিতে পারে না! তুমি পরম শত্রুর ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, সন্দেহ নাই! যদি তুমি আমার বিপক্ষ-পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া না থাক, যদি আমার গুণগ্রাম তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে আমার শত্রু সংগ্রাম-ভূমি হইতে অপসৃত না হইতে হইতেই শীঘ্র রথ প্রতিনিবর্ত্তিত কর।

আসন্ন কালে বিপরীত-বুদ্ধি রাবণ, এইরূপ পরুষ বাক্য কহিলে, হিতবুদ্ধি সারথি অনুনয় পূর্ব্বক হিতকর বাক্যে কহিল, রাক্ষসরাজ! আমি ভীত হই নাই, বিমূঢ় হই নাই, শক্র কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হই নাই, প্রমত্ত হই নাই, স্নেহশূন্য হই নাই, আপনকার অসাধারণ গুণ সমুদায় বিস্মৃতও হই নাই; আমি আপনকার হিত-কামনায় স্নেহ ও ভক্তি নিবন্ধন যশোরক্ষায় যত্নবান হইয়া, প্রিয় মনে করিয়াই. এই অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি; মহারাজ! আমি আপনকার প্রিয়-চিকীর্ষু ও হিত-পরায়ণ; আমাকে সামান্য লঘুচেতা অনার্য্য ব্যক্তির ন্যায় দোষী মনে করা আপনকার উচিত হইতেছে না।

মহারাজ! নদীবেগ যেরূপ সমুদ্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, আমিও যে সেইরূপ সংযুগ হইতে রথ বিনিবর্ত্তিত করিয়াছি, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর! আপনি যে বহু ক্ষণ অবধি মহাযুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম; তাদৃশ পরিশ্রম নিবন্ধন আপনকার হর্ষ বা প্রসাদের চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিতে পাই নাই; বিশেষত এই সমুদায় তুরঙ্গ গ্রীষ্মপরিশ্রান্ত কুবর্ষাভিহত কাতর মনুষ্যের ন্যায় বহু ক্ষণ ভার-বহনে খিদ্যমান হইয়া ছিল; যুদ্ধকালে যে সমুদায় দুর্নিমিত্ত প্রকাশমান হইতে লাগিল, তাহাতে তৎকালে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করা উচিত বোধ করি নাই; সারথির কর্ত্তব্য এই যে, দেশ, কাল, সুনিমিত্ত, দুর্নিমিত্ত, শুভাশুভ ইঙ্গিত, রথীর দৈন্য, হর্ষ, বলাবল, ভূমির উচ্চতা, নিম্নতা, বন্ধুরতা বা সমতলতা বিবেচনা করিয়া রথচালনা করেন; পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক যুদ্ধকাল নিরূপণ করাও সারথির কর্ত্তব্য; উপযান, অপযান, অবস্থান ও পশ্চাৎ আক্রমণ, এ সমুদায়ও রথস্থিত সারথির অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মহারাজ! আমি আপনকার ও অশ্বগণের বিশ্রামের নিমিত্তই ও দুর্বিষহ পরিশ্রম নিবারণের নিমিত্তই যাহা উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল, তাহাই করিয়াছি; মহারাজ! আমি যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, এই রথ অপবাহিত করি নাই; আমি ভর্ত্তৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই আপনকার নিমিত্তই এই কার্য্য করিয়াছি; মহাবীর! এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন; আপনি যাহা বলিবেন, আমি গতানৃণ্যচিত্তে তাহাই করিব।

যুদ্ধ-লোলুপ দশানন, সারথির বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া, বহুবিধ প্রশংসা পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র রামের নিকট রথ লইয়া চল; আমি অদ্য সংগ্রামে শক্র-নিপাত না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সঙ্কল্প।

অনন্তর সারথি, রাক্ষস-রাজ রাবণের আদেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইল।

নবতিতম সর্গ।

নিমিত্ত-দর্শন।

অনন্তর নররাজ রামচন্দ্র দেখিলেন যে, রাক্ষসরাজের রথ মহাবেগে মহাশব্দে সহসা পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে। মহাতেজঃ-সম্পন্ন এই রথে কৃষ্ণ-বর্ণ তুরঙ্গ সমাযুক্ত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, আকাশে সজল জলদগণ বিমান আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিতেছে।

মহাবীর রামচন্দ্র, মেঘ-সদৃশ শত্রু-রথ আসিতেছে দেখিয়া মহেন্দ্র-রথ-সারথি মাতলিকে কহিলেন, মাতলে! ঐ দেখ, শত্রুর রথ ক্রোধ-নিবন্ধনই যেন, বজ্র দ্বারা বিদার্য্যমাণ মহীধরের ন্যায়, ভীষণ শব্দ করিতে করিতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে। রাবণ এইমাত্র সংগ্রাম-ভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছিল, আবার যখন সে ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়াই পুনর্ব্বার মহাবেগে আসিতেছে, তখন বোধ হয়, সে সমরে আত্ম-বিনাশ করিবার নিমিত্তই কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; অতএব মাতলে! তুমি রথ লইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অপ্রমত্ত-হৃদয়ে অবস্থান করিবে; প্রবল বায়ু যেরূপ সমুদিত মেঘ-মণ্ডলকে বিধ্বস্ত করে, আমিও সেইরূপ উহাকে বিধ্বস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; মাতলে! তুমি এরূপ সাবধান থাকিবে যেন, তোমার দৃষ্টি ও হৃদয় বিক্লব, সম্ভ্রান্ত ও ব্যগ্র না হয়। তুমি যথাযথ যথাস্থানে রশ্মি-সংযমাদি পূর্ব্বক বেগে রথ পরিচালিত কর; তুমি দেবরাজের রথ-চালনা করিয়া থাক; তোমাকে কিছুমাত্র উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই; পরন্তু আমি অনন্য-হৃদয় ও একাগ্র হইয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি; এজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি মাত্র, শিক্ষা দিতেছি না।

দেবরাজ-সারথি মাতলি, রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে রথ-চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তিনি রাক্ষসরাজ রাবণের সেই মহারথ দক্ষিণবর্ত্তী করিয়া চক্র-সমুত্থ ধুলি-পটল দ্বারা তাঁহাকে পরিপূরিত ও কম্পিত করিয়া তুলিলেন। রাক্ষসরাজ দশাননও ক্রোধভরে লোহিত-লোচন হইয়া সম্মুখাগত রথস্থিত রামচন্দ্রকে শর-নিকর দ্বারা বিকম্পিত করিলেন। ধর্ষণাসহিষ্ণু অমর্ষ-পরবশ রামচন্দ্রও ক্রোধে অধীর হইয়া মহাবীর্য্য ইন্দ্র-শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, মহাবিষ সর্পের ন্যায় সুমহাবেগ-সম্পন্ন সূর্য্য-রশ্মি-সদৃশ নিশিত শর-সমূহ বর্ষণ দ্বারা মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর অভিমুখ-সংগ্রাম-প্রবৃত্ত মত্ত-মাতঙ্গ-দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী রামচন্দ্র ও রাবণ, ঘোরতর মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাবণ-বধাভিলাষী দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ, দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাম-রাবণের অতীব অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তাঁহারা উভয়েই মহাবীর, উভয়েই বিজয়াভিলাষী, সুতরাং উভয়ই উভয়কে শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই হস্ত-লাঘব দেখাইবার নিমিত্ত, অস্ত্র

দ্বারা অস্ত্র ছেদন করিলেন; এবং ঘোর বিষধর-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা আকাশ-তল রোধ করিয়া ফেলিলেন।

এইসময় রামচন্দ্রের বিজয় ও রাবণের বিনাশের নিমিত্ত, ঘোর-দারুণ লোম-হর্ষণ উৎপাত সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাবণের রথের উপরি দেবগণ রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন; প্রচণ্ড বাত্যা বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণের রথে উপস্থিত হইল; রাবণের রথ যে স্থানে গমন করে, সেই স্থানেই সেই রথের উপরি আকাশতলে গৃধ্র-সমূহ মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; জবা-কসুম-সঙ্কাশ সন্ধ্যা-রাগ লঙ্কাপুরী আবরণ করিল; বোধ হইতে লাগিল যেন, দিবারাত্রই সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইয়া লঙ্কাপুরী সমুজ্জ্বল করিতেছে; মহোল্কা সমুদায় বজ্রপাতের সহিত মহাশব্দে নিপতিত হইতে লাগিল; প্রচণ্ডবেগে ভূমি-কম্প আরম্ভ হইল; রাবণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন; যে সমুদায়রাক্ষস অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যেন, কে তাহাদের হস্ত ধরিয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে তাম্রবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও নানাবর্ণ সূর্য্য-রশ্মি সমুদায় রাবণের সম্মুখে প্রকাশমান হইল; রাবণের শরীরে পর্ব্বতীয় ধাতুর ন্যায় নানা বর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল; শিবাগণ রাবণের মুখ লক্ষ্য করিয়া, ক্রোধভরে অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে অমঙ্গল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; গৃধ্রগণ শিবাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; গৃধ্রগণ, বলাকাগণ ও কঙ্কগণ, রথের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া রাবণের দৃষ্টি-পথ রোধ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে বিকৃত স্বরে ভীষণ অমঙ্গল-ধ্বনি করিতে লাগিল; প্রতিকূল বায়ু, প্রভূত ধূলিপটল উড্ডীন করিয়া রাবণ-সৈন্যের দৃষ্টি রোধ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল; তৎকালে মেঘ ব্যতিরেকে, বজ্র সমুদায় দুর্বিষহ ঘোরতর শব্দ পূর্ব্বক, রাবণ-সৈন্য-মধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল; সমুদায় দিগ্বিদিক অন্ধকারাবৃত হইল; চতুর্দ্দিকে পাংশু-বৃষ্টি হওয়াতে নভোমণ্ডল দুর্দ্দিনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল; শত শত দারুণ পক্ষিগণ, রাবণ-রথের সম্মুখে দারুণ-শব্দে ঘোরতর কলহ করিয়া, নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল; রাক্ষসরাজের তুরঙ্গগণের শ্রবনদেশ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও নেত্র হইতে অশ্রু-বিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল।

রাবণ-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ দারুণ-ভীষণ উৎপাত সমুদায় রাবণের সমক্ষে লক্ষিত হইল। রামচন্দ্রের সম্মুখেও বিজয়-সূচক সৌম্য শুভ নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর নিমিত্ত-কোবিদ রামচন্দ্র, এই সমুদায় শুভাশুভ নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া যার পর নাই আনন্দিত ও নির্বৃত-হৃদয় হইলেন; এবং তিনি সমধিক বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

ধ্বজোন্মথন।

অনন্তর পুনর্ব্বার সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রাম-রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; রাক্ষসসৈন্যগণ ও বানরসৈন্যগণ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা সকলে মহাবল রামচন্দ্র ও রাবণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়াভিভূত হইল; তাহারা একাগ্রমনেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল; তাহাদের দৃষ্টি ও হৃদয় তখন আর কোন দিকেই আকৃষ্ট হইল না। বহুবিধ-অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী রাক্ষসগণ ও বানরগণ, চিত্রার্পিতের ন্যায়, পরস্পর জিঘাংসু দশানন ও রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ-দর্শনে নিমগ্ন রাক্ষসগণ ও রামচন্দ্র-দর্শনে নিমগ্ন বানরগণ বিস্মিত ও নিষ্পন্দ হইয়া আলেখ্যে চিত্রিতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র ও রাবণ, সেই সমুদায় শুভ নিমিত্ত ও দুর্নিমিত্ত দর্শন পূর্ব্বক অমর্ষান্বিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থির-নিশ্চয় হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামচন্দ্র মনে করিলেন, অদ্য আমাকে রাবণ-বিজয় করিতে হইবে; রাবণ মনে করিলেন, অদ্য আমাকে রামের হস্তেই মরিতে হইবে; সুতরাং তাঁহারা তৎকালে উভয়েই যতদূর সাধ্য বল-বীর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর দশানন, রামচন্দ্রের রথস্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া নিশিত শরসমূহ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। সেই শরসমূহ, দেবরাজের রথ-ধ্বজ প্রাপ্ত না হইয়া রথশক্তি স্পর্শ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। মহাবীর রামচন্দ্রও ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক কৃত-প্রতিকৃত করিবার মানসে, রাবণের রথ-ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া মহাবিষধরের ন্যায় অসহ্য নিজ তেজোমণ্ডলে জাজ্বল্যমান সুতীক্ষ্ণ সায়ক পরিত্যাগ করিলেন; এই বাণ, দশাননের ধ্বজচ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্ব্বত-শিখর-স্থিত সুদীর্ঘ তালবৃক্ষ যেরূপ বজ্রাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, রাবণ-রথ-ধ্বজও সেইরূপ রামবাণে ছিন্ন হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইল।

মহাবল রাবণ, ধ্বজচ্ছেদন দেখিয়া, ক্রোধানলে এককালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি নিরন্তর শর-নিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দারুণ শর-সমূহ দ্বারা অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বগণ, শরসমূহে আহত হইয়া স্খলিত বা ব্যথিত হইল না; তাহারা সুস্থ-হৃদয়ে বোধ করিতে লাগিল, যেন পদ্ম-মৃণাল দ্বারা আহত হইতেছে।

রাক্ষসবীর রাবণ, অশ্বগণকে অসম্ভ্রান্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার ক্রোধভরে শর-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, পরশ্বধ, মুদ্গর, অঙ্কুশ, ভল্ল, ভুশুণ্ডী, কুণপ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ভীষণ-নিনাদ-সহকারে অতীব ভীষণ সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর শর-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমুদায় বাণবর্ষণ,

রামচন্দ্রের রথে না লাগিয়া চতুর্দ্দিকে বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর অপরিশ্রান্ত-হৃদয় অভগ্নোদ্যম রাক্ষসরাজ রাবণ, সেই সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র নিষ্ফল হইল দেখিয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সহস্র-সহস্র আশীবিষ-সদৃশ ঘোরতর সায়ক-সমূহ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লঘুহস্ততা-নিবন্ধন এককালে রামচন্দ্রের রথে, ধ্বজে ও শরীরে শর-নিকর বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া রামচন্দ্রও হাস্য পূর্ব্বক, নিশিত শরসমূহ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; উভয়ের শরসমূহে আকাশ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশ শরময় হইয়া গিয়াছে। এইসময় কোন বাণই বিনা লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় নাই; কোন বাণ অলক্ষ্যেও গমন করে নাই; কোন বাণ নিষ্ফলও হয় নাই।

রামচন্দ্র ও রাবণ এইরূপে সংগ্রাম-স্থানে বাণ বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময় রাবণ রামচন্দ্রের অশ্বগণকে, এবং রামচন্দ্র, রাবণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন।

কৃতাকৃতকারী, পরস্পর-বধে যতমান, শত্রু-সংহারী, মহাবীর রামচন্দ্র ও রাবণ, এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রাবণ-বধ।

এইরূপে রামচন্দ্র ও রাবণ, অলোক-সাধারণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে সকল প্রাণীই বিস্মিত-হৃদয়ে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। রথ-স্থিত রামচন্দ্র ও রাবণ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ঘোর-দর্শন হইয়া, সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে মণ্ডল-বীথি, জিহ্মা ও সর্পগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক, বহুবিধ সূত-সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ রামচন্দ্রকে, রামচন্দ্র রাবণকে যতদূর সাধ্য প্রপীড়িত করিলেন। তাঁহারা প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন দ্বারা রথস্থ হইয়া দশবিধ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক, সংরব্ধ-হৃদয়ে শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে নভস্তলে মেঘদ্বয়ের ন্যায় সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র ও রাবণ, সংগ্রামে এইরূপে বহুবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরস্পর পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া, অবস্থান করিলেন। তৎকালে অশ্বগণের মুখের সহিত অশ্বগণের মুখ, রথ-ধুর্য্যের সহিত রথ-ধুর্য্য, পতাকার সহিত পতাকা সমসূত্রে মিলিত হইল। অনন্তর রামচন্দ্র, নিশিত শর-চতুষ্টয় দ্বারা রাবণের অশ্ব চতুষ্টয়কে পশ্চাম্মুখ করিয়া দিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণও অশ্বগণের অপসর্পণ-নিবন্ধন ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া, রামচন্দ্রের প্রতি নিশিত শর-নিকর পরিত্যাগ

করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র, মহাবল দশানন কর্তৃক অতিবিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিকৃত বা ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর নিশাচর-রাজ রাবণ, দেবরাজের সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রপাত-সদৃশ দারুণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবেগ সায়ক সমুদায় মাতলির শরীরে নিপতিত হইয়া, বিন্দুমাত্রও সম্মোহ বা ব্যথা প্রদান করিল না। এই সময় রামচন্দ্র, মাতলি ও আপনার ধর্ষণা নিবন্ধন ক্রোধে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, তীক্ষ্ণধার ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা রাবণের শরাসন ছেদন করিলেন, দ্বিতীয় বাণ দ্বারা তাঁহার হস্তাবাপ ছেদন করিয়া দিলেন, এবং অন্য কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে, রাক্ষস-রাজ রাবণ, রথ হইতে অপর শরাসন লইয়া রামচন্দ্রের প্রতি ও তাঁহার রথের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গদা, মুষল, পরিঘ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, ভীষণ শব্দ সহকারে রামচন্দ্রের প্রতি নিপতিত হইতে লাগিল। মেধাবী রামচন্দ্রও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই সমুদায় ঘোর দুর্দ্ধর্ষ শস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ, রাম-রাবণের তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ দেখিয়া চিন্তাকুলিত হইলেন। তাঁহারা রাম-রাবণের যুদ্ধ দর্শন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল হউক; চিরন্তন লোক সমুদায় অপরিক্ষত থাকুক; রামচন্দ্র সংগ্রামে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন।

অনন্তর অস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ মহাবীর রামচন্দ্র, আশীবিষ-সদৃশ ভীষণ ক্ষুরাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক, রাবণের শরীর হইতে মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন, সেই ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়াছে; কিন্তু রাবণের শরীর হইতে পূর্ব্বের ন্যায় আর একটি মস্তক উৎপন্ন হইল; ক্ষিপ্রহস্ত মহাত্মা রামচন্দ্র, সেই মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন, রাবণের দ্বিতীয় মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়াছে; পরন্তু দ্বিতীয় মস্তক ছিন্ন হইবামাত্র, শরীরে আর একটি নূতন মস্তক দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র বজ্র-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা সেই মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পুনর্ব্বার নূতন মস্তক উৎপন্ন হইল। এইরূপে রামচন্দ্র, ক্রোধভরে যত বার রাক্ষস-রাজ রাবণের মস্তকচ্ছেদন করেন, তত বারই নূতন মস্তক প্রাদুর্ভূত হয়; সুতরাং কোন ক্রমেই রাবণের প্রাণ-বিয়োগ হইল না।

সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র, এইরূপে, যখন রাক্ষসরাজ রাবণের একশত এক মস্তক ছেদন করিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিমর্ষান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! আমি যে বাণ দ্বারা মারীচ-বধ করিয়াছি, যে বাণ দ্বারা খর ও দূষণকে বিনিপাতিত করিয়াছি, যে বাণে বালি নিহত হইয়াছে, যে বাণে দণ্ডকারণ্যে বিরাধ প্রাণত্যাগ করিয়াছে,

আমার সেই সমুদায় সুপরীক্ষিত বাণ, কি নিমিত্ত রাবণের প্রতি তেজোহীন হইয়া পড়িতেছে! রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাকুলিত হইয়া, অপ্রমত্ত-হৃদয়ে রাবণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ-স্থিত রাক্ষস-রাজ রাবণও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শর-বর্ষণ দ্বারা রামচন্দ্রকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাম-রাবণের লোমহর্ষণ তুমুল মহাসংগ্রাম সপ্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত হইতে লাগিল। দেবগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, পিশাচ-গণ, উরগগণ ও রাক্ষসগণ, আকাশ-পথে, ভূমিতে ও পর্ব্বত-শিখরে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমাগত সপ্তাহ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। কি রাত্রি, কি দিবস, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও এক ক্ষণের নিমিত্তও রাম-রাবণের যুদ্ধ বিশ্রাম লাভ করিল না।

অনন্তর ইন্দ্র-সারথি মাতলি, রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত কহিলেন, মহাবীর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় এরূপ কার্য্য করিতেন! মহাবল! অদ্য সংগ্রামে এই দুরাত্মা রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিয়া আপনকার মানব-যোনিতে জন্ম সফল করুন। মহাবীর! অদ্য দেবর্ষি-পরিবৃত শ্রীমান পিতামহ দিব্য চক্ষু দ্বারা আপনকার সুযুদ্ধ দেখিয়া সুপ্রীত হউন; নরোত্তম। অদ্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পন্নগি-গণ, আপনা হইতে নির্ভীক-হৃদয় হইয়া বিচরণ করুন। প্রভো! আপনি এই রাবণ-বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন। ভগবান ব্রহ্মার বর-প্রভাবে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারাই উহার বিনাশ হইবে না; তিনি উহার বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্রই নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। রঘুনন্দন! আপনি উহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন না; মস্তকচ্ছেদন করিলে ব্রহ্মার বর-প্রভাবে উহার মৃত্যু হইবে না; ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মর্ম্মস্থল ভেদ করিলেই উহার মৃত্যু হইবে।

অনন্তর মাতলির বাক্যে রামচন্দ্রের সমুদায় স্মরণ হইল; তখন তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস-পরায়ণ আশীবিষের ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান মহর্ষি অগস্ত্য এই ব্রহ্ম-দত্ত অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র, ত্রিলোক-বিজয়ে অভিলাষী হইলে, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন ব্রহ্মা, তাঁহার নিমিত্তই এই ব্রহ্মাস্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই প্রদান করেন। এই ব্রহ্মাস্ত্রের শরীর আকাশময়; ইহার পুঙ্খ-দেশে পবন, ফলকে পাবক ও ভাস্কর, গৌরবে মেরু ও মন্দর পর্ব্বত, পর্ব্ব-সমুদায়ে ভয়াবহ পাশ-হস্ত অন্তক, বজ্র-হস্ত ইন্দ্র, বরুণ ও ধনদ বাস করিতেছেন। ইহা ভাস্করের ও সর্ব্বভূতের তেজঃ-সমষ্টি দ্বারা বিনির্ম্মিত। সধূম কালাগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজোমণ্ডলে জাজ্বল্যমান, সুবর্ণ-বিভূষিত-সুপুঙ্খ-পরিশোভিত এই বাণ, নর-তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-বৃন্দ-বিভেদক ও ক্ষিপ্রকারী। লেলিহান উরগের ন্যায় অতীব ভীষণ, সর্ব্ব-জন-বিত্রাসন, নানা-রুধির-দিগ্ধ, মেদঃ-সিক্ত, এই সুদারুণ বাণ, কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ানক। এই বাণ, নিরত কাক, গৃধ্র, বলাকা,

গোমায়ু, মৃগ ও রাক্ষসদিগকে সংগ্রামে ভক্ষ্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। এই বাণ, ত্রিলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-কুলের ভয়-নাশক, শত্রুগণের কীর্ত্তি-হারী, ও আনন্দকর।

মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র, বেদপ্রোক্ত বিধি-অনুসারে সেই মহাশর অভিমন্ত্রিত করিয়া, শরাসনে সন্ধান করিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র সংহিত হইবামাত্র, সর্ব্ব প্রাণী ভীত হইল, বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রোধ-পরতন্ত্র অমর্ষ-পরবশ মহাত্মা রামচন্দ্র, শক্র-শরাসন উদ্যত করিয়া, পরম-শত্রু রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মঘাতী শর পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত সেই শর, শরাসন হইতে নিঃসৃত হইবামাত্র, প্রথমত প্রভূত ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র বায়ু-পথে গমন পূর্ব্বক বজ্র-পাণি-বিসর্জ্জিত বজ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ এবং কালান্তক যমের ন্যায় দুর্নিবার হইয়া, দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের উপরি নিপতিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয় ভেদ পূর্ব্বক, জীবন বিনাশ করিয়া রুধিরার্দ্র-কলেবরে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে ব্রহ্মাস্ত্র, রাবণ-বধ পূর্ব্বক, শোণিত-লিপ্ত কলেবরে কৃতকর্ম্মা ও নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ তূণীরে প্রবেশ করিল। দুঃসহ বাণপাতে যে সময় রাবণের জীবন ক্ষয় হয়, সেই সময় তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন ও হৃদয় হইতে প্রাণ-বায়ু যুগপৎ পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। রাক্ষসরাজ রাবণ, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, গতাসু হতবেগ ও হতদ্যুতি হইয়া স্যন্দন হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। দশনল্ব-বিস্তীর্ণ রাবণ-রথ, তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া পড়িল; পঞ্চনল্ববিস্তৃত রাবণ-শরীর ভূতলে নিপতিত থাকিল।

অনন্তর হত-শেষ নিশাচরগণ, রাবণকে নিহত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, হত-নাথ ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা প্রহৃষ্ট বানরগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া নিরাশ্রয়তা-নিবন্ধন বাষ্প-পর্য্যাকুলমুখে করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে লঙ্কা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এদিকে রাক্ষস-বিজয়ী বানরগণ, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে রামচন্দ্রের বিজয় ও রাবণ-বধ ঘোষণা করিতে লাগিল। লোক-কণ্টক রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া, আকাশে গম্ভীর-শব্দে দেব-দুন্দুভি বাদ্যমান হইতে আরম্ভ হইল; আকাশ-পথে চতুর্দ্দিকে উচ্চৈঃস্বরে জয়-শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল; দিব্য শুভ গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে প্রবৃত্ত হইল; আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল; সুগন্ধি দিব্য কুসুম-সমূহে রামচন্দ্রের রথ পরিপূর্ণ হইল; আকাশমণ্ডলে রামচন্দ্রের স্তুতি-পাঠ শ্রুত হইতে লাগিল; প্রহৃষ্ট দেবগণ, শোভন-বাক্যে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; নারদ, তুম্বুরু, গার্গ্য, সুদামা, হাহা ও হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজগণ, রামচন্দ্রের সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিলেন; উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, পঞ্চচূড়া,

তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ, রাবণ-বধ-নিবন্ধন প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন; সর্ব্ব-লোক-ভয়াবহ ঘোর-প্রকৃতি রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইয়াছেন দেখিয়া, দেবগণ ও চারণগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

অনন্তর কৃতকার্য্য বিজয়ী রামচন্দ্র, যার পর নাই প্রীত হইয়া রাক্ষস-বধ-নিবন্ধন পূর্ণ-মনোরথ পরম-মিত্র সুগ্রীব, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, ঋক্ষগণ, বানরগণ ও গোপুচ্ছগণকে মধুর-বাক্যে কহিলেন, আপনাদের বল বিক্রম ও বাহু বীর্য্যেই এই রাক্ষসরাজ লোক-রাবণ রাবণ নিহত হইয়াছে। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন প্রাণিগণ, আপনাদের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন এই অত্যদ্ভুত কর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে। রামচন্দ্র সকলকে আনন্দিত করিয়া, এইরূপ ও অন্যান্য যুক্তি-সঙ্গত, অর্থ-সঙ্গত অনুষ্ঠিত সমুদায় কর্ম্মের পুনঃপুন প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ, রামচন্দ্রের বাক্যে প্রহৃষ্ট হইয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! আপনকার তেজোবলেই পাপাত্মা দশানন অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে। রঘুনাথ! আপনি এই সংগ্রামে যাদৃশ অসাধারণ কর্ম্মকরিয়াছেন, অস্মাদৃশ অল্প-বীর্য্য ব্যক্তির এমন কি সামর্থ্য আছে যে, সেরূপ করিতে পারে। পৃথিবী-পাল শ্রীমান রামচন্দ্র, মহাবীরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া, দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়-মান দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

এই সময় বায়ু প্রশান্ত হইল, দিক সমুদায় সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল; মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সুস্থির-হৃদয়, ও দিবাকর নির্ম্মল-প্রভাসম্পন্ন হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌গণ মিলিত হইয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সংগ্রাম-বিজয়ী রামচন্দ্রকে যথাবিধানে পূজা, প্রশংসা ও সৎকার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিহত-শত্রু, স্থির-প্রতিজ্ঞ মহাতেজা মহাবল মহাবীর দশরথ-তনয় রামচন্দ্র সংগ্রাম-বিজয়ের পর নিজ সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া, দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বিভীষণ-বিলাপ।

অনন্তর রাক্ষসগণ, সারথির সহিত রাক্ষসরাজ রাবণকে সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত দেখিয়া, রামচন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ সাগর-গর্ভে নিপতিত হইল; কেহ কেহ পর্ব্বতাশ্রয় করিল; কেহ কেহ রসাতলে প্রবিষ্ট হইল; কেহ কেহ বন আশ্রয় করিল; কোন কোন রাক্ষস পলায়ন করিতে করিতে সাগর-জলে নিপতিত হইয়া গেল; এবং কোন কোন রাক্ষস বা পুত্র-কলত্র-স্নেহ-নিবন্ধন লঙ্কাপুরী-মধ্যেই প্রবেশ করিল। রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করাতে, লঙ্কা

প্রচলিত হইতে লাগিল; লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ সকলেই যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

এদিকে সংগ্রাম-বিজয়ী সিংহ-পরাক্রম মহাবল বানরগণ, লঙ্কাপুরী-অভিমুখে ধাবমান হইয়া, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল; তাহারা সর্ব্ব-রত্নোপশোভিত লঙ্কা-পুরী অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল; তাহারা দেখিল, সুবর্ণ-রঞ্জিত মণিময় দ্বার সমুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে। এই লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন আয়ত। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত এই পুরী দর্শন করিলে, শরৎ-কালীন মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে অষ্ট প্রাকার ও প্রধান অষ্ট দ্বার শোভা পাইতেছে; এই পুরী-সমুদায়ই সুবর্ণময়; মধ্যে মধ্যে রমণীয় উদ্যান, অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বানরগণ, মণিমুক্তা-প্রবাল-সমূহ-সমলঙ্কৃত ধ্বজ-পতাকা-বিভূষিত লঙ্কাপুরী দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইল।

এদিকে বিভীষণ, রাক্ষসরাজ রাবণকে রাম-বাণে নিহত দেখিয়া শোকাকুলিত-হৃদয়ে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, মহাবীর! আপনি প্রবল-পরাক্রান্ত, সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও সংগ্রামে সর্ব্বাস্ত্র-কুশল; আপনি চিরকাল মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়াও কি নিমিত্ত অদ্য নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন! হায়! আপনকার চন্দন-চর্চ্চিত সুদীর্ঘ ভুজ-সমুদায় নিশ্চেষ্ট ও অযথাযথ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! হায়! সমুদিত-দিবাকর-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন রাজ-মুকুট বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে! মহাবীর! আমি পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ত উপস্থিত হইল! হায়! তৎকালে আপনি কাম ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া, আমার সেই উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করেন নাই! গর্ব্ব-নিবন্ধন প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য সচিবগণ, তৎকালে যে, আমার বাক্যের অনুবর্ত্তী হইলেন না, তাহার ত এই চরম ফল উপস্থিত হইল! হায়! সত্ত্ব ও বলের সমুচ্চয় গত হইল! যিনি বীরদিগের গতি, তিনি অদ্য গতিহীন হইলেন! হায়! অদ্য দিবাকর ভূমিতে নিপতিত হইলেন! চন্দ্র, গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন! অদ্য অগ্নি শিখা-রহিত ও নির্ব্বাপিত হইলেন! প্রবৃত্তি-রূপ ব্যবসায় নির্ব্যাপার হইল! হায়! অদ্য রাবণরূপ অগ্নি, রামচন্দ্রের শর-বর্ষণ-রূপ জল-বর্ষণে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন! হায়! অদ্য শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহাবীর দশানন নিপতিত হইলে, হতবীর ভূমণ্ডলে আর কি অবশিষ্ট থাকিল! হায়! ধৃতি-প্রবাল-বিভূষিত, সন্তান-সন্ততি-পুষ্পোপশোভিত, তপঃ-ফল-সমলঙ্কৃত, শৌর্য্যমূল-সুরক্ষিত দশানন-মহাবৃক্ষ, সংগ্রাম-ভূমিতে অদ্য রাঘব-সমীরণ কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইল! হায়! তেজোবিষাণ* কুলবংশ-কোপণ† মদাতিরেক-ব্যাকুল-চণ্ড-হস্ত‡ রাবণ-গন্ধ-হস্তী অদ্য ইক্ষ্বাকু-সিংহ কর্ত্তৃক বিদারিত-শরীর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন!

*বিষাণ, দন্ত। †কোপ, অপরগাত্র অর্থাৎ পাদাদি অবয়ব। ‡হস্ত, শুণ্ড।

অনন্তর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিনির্ণয়-নিপুণ রামচন্দ্র, বিভীষণকে শোকাকুলিত দেখিয়া যুক্তিযুক্ত-বচনে কহিলেন, রাক্ষসপতে! প্রচণ্ড-বিক্রম এই রাবণকে বিনষ্ট বলা যায় না; ইহাঁর মহোৎসাহ নিবৃত্ত হয় নাই; ইনি অশঙ্কিতরূপে পতিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; যাঁহারা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে অবস্থান করেন, তাঁহারা এরূপে নিহত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করেন না; যাঁহারা সংগ্রামে বিজয়ী হইবার প্রত্যাশায় সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হয়েন, তাঁহারা কখনই শোচনীয় নহেন। যে ধীমান দশানন, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে ও সমুদায় লোককে বিত্রাসিত করিয়াছেন, তিনি এক্ষণে কালের বশবর্ত্তী হইলেন; এজন্য শোক করা উচিত নহে।

বিভীষণ! পূর্ব্বে কেহ কখন সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয়-লাভ করিতে পারেন নাই; যে সকল বীর যুদ্ধে গমন করেন, তাঁহারা হয় শত্রু-সংহার করিয়া আইসেন, না হয় স্বয়ং শত্রু কর্ত্তৃক সংগ্রামে নিহত হয়েন; ক্ষত্রিয়-দিগের চিরকালই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে; পরন্তু সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়বীরের নিমিত্ত শোক করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বিভীষণ! তুমি এই সমুদায় সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মানসিক শোক-সন্তাপ বিদূরিত কর; এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তৎসমুদায়-সম্পাদন-বিষয়ে যত্নবান হও।

পরাক্রমশালী রাজকুমার রামচন্দ্র, এইরূপ কহিলে, শোক-সন্তপ্ত বিভীষণ, ভ্রাতার হিতসাধনাভিলাষে কহিলেন, রাজকুমার! এই রাবণ, পূর্ব্বে দেবগণ-সমবেত দেবরাজের সহিত সংগ্রামেও কখন পরাজিত বা ভগ্ন হয়েন নাই; সাগর-স্রোত যেরূপ তীরের নিকট গিয়াই প্রতিহত হয়, সেইরূপ ইনি অদ্য আপনকার নিকটই পরাজিত হইলেন। ইনি চিরকাল মিত্রগণের উত্তমরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন; ইনি কোনরূপ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতেও ক্রটি করেন নাই; ইনি ভৃত্যগণকে উত্তমরূপ ভরণ-পোষণ, বন্ধুবান্ধবগণকে ধনদান, ও শত্রু-গণকে পরাজয় করিয়া আসিয়াছেন। রাজ-কুমার! মহাবীর দশানন আহিতাগ্নি, মহাতপা ও বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী। এক্ষণে আপনকার প্রসাদে যাহাতে এই মৃত রাক্ষসাধিপতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়, তদ্বিষয়ে অনুমতি করুন। বিভীষণের তাদৃশ করুণ-বাক্যে প্রতিবোধিত মহাসত্ব মহাত্মা রাজ-কুমার রামচন্দ্র, বিভীষণকে স্বয়ং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সমাধান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন, বিভীষণ! যে পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে; যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই সমুদায় শান্তি হয়, তখন আর শত্রুতা থাকে না; তোমার যেরূপ অভিপ্রায়, আমারও মত সেইরূপ; অতএব তুমি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, রাবণের যথাযোগ্য সংকার কর।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অন্তঃপুর-স্ত্রী-বিলাপ।

এদিকে রাক্ষসীগণ, যখন শ্রবণ করিল যে, রাক্ষসরাজ রাবণ মহাত্মা রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছেন; তখন তাহারা শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। তাহারা কখন ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, কখন বা উত্থান করিতেছে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত এবং কেশ-কলাপ মুক্ত ও আলুলায়িত। তাহারা কনকোজ্জ্বল বাহু দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে কতকগুলি রাক্ষসের সহিত নষ্ট-বৃষভা ধেনুর ন্যায় দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে উত্তর-দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া ঘোর-ভয়ঙ্কর সংগ্রাম-ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক নিহত পতির অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

রাক্ষসীরা, কবন্ধ-পূর্ণা শোণিত-কর্দ্দমা গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কুলা কঙ্ক-বায়স-বিরাব-পূর্ণা রণভূমিতে গমন করিয়াই, হা আর্য্যপুত্র! হা নাথ! বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহারা তৎকালে পতি-শোকে একান্ত কাতরা ও বাষ্প-পূর্ণ-লোচনা হইয়াছিল; সুতরাং যূথ-পতি-বিরহিত করেণু গণের ন্যায়, বিহ্বল-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল।

এইরূপে রাক্ষসীরা ইতস্তত অনুসন্ধান পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিল, নীলা-ঞ্জনচয়-সদৃশ মহাদ্যুতি মহাবীর্য্য মহাকায় রাবণ, সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত রহিয়াছেন। সংগ্রাম-ধূলির উপরি পতিত ও শয়ান পতিকে দেখিয়া তাহারা, ছিন্ন বনলতার ন্যায়, তাঁহার গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষসী বহুমান-সহকারে রাবণকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন রাক্ষসী চরণ, কোন কোন রাক্ষসী কণ্ঠ আলিঙ্গন করিল; কোন কোন রাক্ষসী হত পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, বাহুদ্বয় উৎক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কোন কোন রাক্ষসী পতিকে তদবস্থ দেখিয়া মোহাভিভূত হইল; কোন কোন রাক্ষসী ভর্ত্তার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, তুষার-সিক্ত পঙ্কজের ন্যায়, নয়ন-জলে পতিমুখ সিক্ত করিয়া দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল।

রাক্ষসীরা সংগ্রামে নিহত রাবণকে দেখিয়া একান্ত কাতর-হৃদয়ে এইরূপ বহুবিধ শোক-তাপ করিতে লাগিল এবং পুনঃপুন বিলাপ পূর্ব্বক কহিল, হায়! যিনি দেব-রাজকেও সংগ্রামে পরাভূত করিয়াছেন, যম যাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন, যিনি কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় পূর্ব্বক পুষ্পক-রথ আনিয়াছেন, যাঁহার নামে গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ ও দেবগণ মহাভীত হয়েন, তিনি অদ্য সংগ্রামে নিহত হইয়া শয়ন করিতেছেন! যিনি সুরগণ, অসুরগণ ও পন্নগগণ হইতে কোন কালেও ভীত হয়েন না, যিনি ভয় কিরূপ তাহা জানেন না, হায়! এক্ষণে তাঁহার এই মনুষ্য হইতে ভয় উপস্থিত হইল! হায়! যিনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য, তিনি অদ্য অল্প-তেজা মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত

হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! হায়! সুরগণ, অসুরগণ ও যক্ষগণ যাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না, তিনি অদ্য, সামান্য বলহীন ব্যক্তির ন্যায় মনুষ্যের হস্তে নিহত ও মৃত হইলেন!

রাক্ষসীরা এইরূপ বলিয়া সন্তপ্ত-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা পুনর্ব্বার দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে বিলাপ পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসরাজ! যে সমুদায় নিয়ত-হিত-বাদী সুহৃৎ, হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, আপনি ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া তাহা না শুনিয়া আমাদিগকে ও আত্মাকে নিপাতিত করিলেন! আপনকার ভ্রাতা বিভীষণ, স্নিগ্ধ ও হিত বাক্য বলিয়াছিলেন; আপনি মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আত্ম-বধের আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন! মহারাজ! আপনি যদি রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এই মূল-সংহারক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত না! আপনি যদি সীতা প্রত্যর্পণ করিতেন, তাহা হইলে আপনকার ভ্রাতা বিভীষণেরও কামনা পূর্ণ হইত; রামচন্দ্রও মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন; আমরাও অবিধবা থাকিতাম; এবং শত্রুগণও পূর্ণ-মনোরথ হইত না! আপনি নৃশংস ব্যবহার অবলম্বন পূর্ব্বক, নিজবলে সীতাকে রোধ করিয়া রাক্ষসগণকে, আমাদিগকে ও আত্মাকে এককালে বিনিপাতিত করিলেন!

মহারাজ! আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছুই করেন নাই! দুর্দ্দৈবই বল পূর্ব্বক আপনাকে এই সমুদায় করাইয়াছে! দৈবের গতি অপ্রতিহত। দৈব, কৃত কর্ম্মও ধ্বংস করিয়া থাকে! মহাবাহো! দুর্দ্দৈব বশতই সংগ্রামে রাক্ষসগণের, বানরগণের এবং আপনকার এরূপ সংহার উপস্থিত হইয়াছে! অর্থ দ্বারা, সান্ত্বনা দ্বারা, বিক্রম দ্বারা অথবা আজ্ঞা দ্বারা বলপূর্ব্বক কিছুতেই দৈবের গতি প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না!

রাক্ষসরাজ-ভার্য্যাগণ, দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে বাষ্প-ব্যাকুলিত-লোচনে এইরূপে কুররীর ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। তাহাদের রোদন-শব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন লঙ্কাপুরীর সর্ব্বত্র সঙ্গীত ধ্বনি হইতেছে।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

মন্দোদরী-বিলাপ।

রাক্ষস-মহিলাগণ এইরূপে বিলাপ করিতেছে, এমত সময় পরম-প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা মহিষী মন্দোদরী, কাতর-ভাবে মৃত পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, মহাবীর রামচন্দ্রের হস্তে দশানন নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি কাতর-ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, মহাবাহো! তুমি কুবেরের ভ্রাতা; তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজও তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়েন না। ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ ও চারণগণ সকলেই তোমার ভয়ে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি এতদূর

শৌর্য্যশালী হইয়াও একজন মনুষ্যের সহিত সংগ্রামে নিহত হইলে! এ কি! সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না! তুমি অসীম-বীর্য্য-শালী ও অতুল-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন; তুমি ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে; ত্রিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিই, তোমার সহিত সংগ্রামে সমকক্ষ হইতে পারে নাই; এক্ষণে একজন মনুষ্য, বানরের সাহায্য লইয়া তোমাকে বিনাশ করিল!

রাক্ষসরাজ! তুমি কামরূপী; তুমি যে স্থানে বিচরণ কর, সে স্থানে মনুষ্যের গমন করিবার সাধ্য নাই। রাম মানুষ হইয়া যে, তোমাকে সংগ্রামে সংহার করিবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় নাই! রাম মানুষ হইয়া যে, এ কার্য্য করিবে, তাহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই! তুমি সংগ্রামে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন; রাম মনুষ্য ও হীনবল; রাম তোমাকে পরাভব করিল! অথবা রাম কখনই মনুষ্য নহে! স্বয়ং বিষ্ণুই, তোমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত মায়াবলে অনুপলক্ষিত হইয়া, রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক আসিয়াছেন!

রামচন্দ্র যখন জনস্থানে বহু-রাক্ষস-পরিবৃত তোমার ভ্রাতা খরকে বিনাশ করিয়াছেন, তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি কখনই মনুষ্য নহেন! যখন আমি শুনিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র, তোমা হইতে শত-গুণ-বল-সম্পন্ন বালীকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন, তখনি আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি কখনই মনুষ্য নহেন! দেবগণও যে লঙ্কাপুরী প্রধর্ষিত করিতে পারেন না, সেই দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাপুরীতে যখন মহাবীর হনুমান প্রবেশ পূর্ব্বক, সমুদায় লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল; আমরা তখনি ব্যথিত হইয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমি যখন শুনিলাম যে, বানরগণ মহাসাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছে! তখনি আমি মনে করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন! আমি তৎকালে তোমাকে পুনঃপুন বলিয়াছিলাম, রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি কর, বিবাদে প্রয়োজন নাই; তখন তুমি আমার কথা গ্রহণ কর নাই; এক্ষণে তাহার এই চরম ফল হইল!

রাক্ষসরাজ! তুমি সমুদায়-ঐশ্বর্য্য-বিনাশ, বংশ-বিনাশ, নিজ-শরীর-বিনাশ ও আমার বিনাশের নিমিত্তই হঠাৎ সীতার প্রতি কামুক হইয়াছিলে! সীতার ন্যায় রূপবতী অথবা সীতা অপেক্ষা সমধিক-রূপ-গুণ-সম্পন্না অনেক রমণী আছে; পরন্তু তুমি সীতার নিমিত্ত এতদূর মদন-পরতন্ত্র ও অন্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলে যে, তোমার কিছুমাত্র হিতাহিত-বোধ ছিল না! কুল-বিষয়ে, রূপ-বিষয়ে, অথবা দাক্ষিণ্য-বিষয়ে, বৈদেহী কোন ক্রমেই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অথবা তুল্যাও হইতে পারে না; তুমি মোহ-নিবন্ধন তাহা বুঝিতে পার নাই!

মহাবীর! সর্ব্ব-সংহারক কাল তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি হরণ করিয়াছিল; নতুবা, একসহস্র অপেক্ষা অধিক রূপ-যৌবন-শালী স্ত্রীরত্ন থাকিতে কাহাকেও তোমার ভাল লাগিল না! বিনা কারণে কোন প্রাণীরই মৃত্যু হয়

না; তোমার এই সংগ্রামে মৃত্যুর কারণ, সীতা ব্যতীত আর কিছুই নহে! এক্ষণে সীতা, শোক-রহিতা হইয়া রামচন্দ্রের সহিত বিহার করিবে; আমি অল্প-পুণ্যা ও হতভাগিনী! আমিই ঘোর শোক-সাগরে নিপতিত হইলাম!

মহাবীর! আমি তোমার সহিত কৈলাস-পর্ব্বতে, নন্দন-বনে, সুমেরু-পর্ব্বতে, চৈত্ররথ-কাননে এবং রমণীয় দেবোদ্যান-সমুদায়ে বিহার করিয়াছিলাম! আমি তোমার সহিত বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণ পূর্ব্বক যার পর নাই শোভা-সম্পন্ন হইয়া সূর্য্য-সন্নিভ পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বহুবিধ দেশ সন্দর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিয়াছি! অদ্য অবধি, আমার পক্ষে ভোগ্য বস্তু ও ভোগ সুদুর্লভ হইয়া পড়িল! আমি পতি-ব্রতা; সুতরাং পতি-বধ-নিবন্ধন আমি সমুদায় ভোগ হইতেই বিচ্যুত হইলাম!

হা মহারাজ! সুন্দর-ভ্রূযুগল-সুশোভিত, বিকসিত-লোচন-রমণীয়, কিরীট-সমুজ্জ্বল, দীপ্ত-কুণ্ডল-ভূষিত, মৃদু-মন্দ-হাস্য-মধুর, মদব্যাকুল-লোল-লোচন, যে পরম-রমণীয় মুখমণ্ডল শোভার একমাত্র আধার ছিল, অদ্য তোমার সেই মুখকমল শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে! ইহা এক্ষণে রাম-বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে পতিত রহিয়াছে! ইহার মেদ ও মস্তিষ্ক বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! ইহা এক্ষণে স্যন্দন-রেণু দ্বারা রুক্ষ হইয়াছে!

হায়! অদ্য আমার শেষ-দশা এই হইল! অদ্য আমার বৈধব্য-করণী রজনী উপস্থিত হইল! আমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই! আমার পিতা দানবরাজ; আমার পতি রাক্ষসরাজ; আমার পুত্র শক্র-বিজয়ী; এই বলিয়া আমি গর্ব্বিতা ছিলাম! এক্ষণে আমি বন্ধু-হীনা, পতি-পুত্র-বিহীনা ও ভোগ-বিরহিতা হইয়া যাবজ্জীবন নিরন্তর শোক-সন্তাপ করিতে থাকিব! আমার দেবর মহাভাগ বিভীষণ যে বলিয়াছিলেন, সমুদায় রাক্ষস-বীরের সংহার-কাল উপস্থিত; তাহাই সত্য হইল!

মহারাজ! তুমি কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মহাবিপদকে স্বয়ংই আলিঙ্গন পূর্ব্বক সমুদায় রাক্ষসকুল অনাথ করিলে! অথবা তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার বল-বিক্রম ও পৌরুষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে; স্ত্রীস্বভাব-বশত আমার বুদ্ধিই করুণা-পূর্ণ হইতেছে। তুমি এক্ষণে আপনার পাপ-পুণ্য সমুদায় লইয়া পরলোক গমন করিয়াছ; তোমার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না; পরন্তু আমি তোমার বিয়োগে দুঃখিতা ও একান্ত-কাতরা হইয়া পড়িয়াছি; সুতরাং আমি আপনার দুর্দ্দশার নিমিত্তই শোক-তাপ করিতেছি!

রাক্ষসরাজ! তোমার এই সমুদায় ভার্য্যা দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে রোদন করিতেছে! তোমার বিয়োগে ইহারা সকলেই অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে! মহারাজ! পীতাম্বর-পরিহিত নীল-নীরদ-সদৃশ এই শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি কি নিমিত্ত শয়ন করিতেছ! তুমি আমাকে শোকার্ত্ত দেখিয়াও কি নিমিত্ত

প্রসুপ্তের ন্যায় সান্ত্বনা-বাক্য কহিতেছ না! আমি দানবরাজের দৌহিত্রী ও ময়-দানবের কন্যা; আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ! মহারাজ! উত্থিত হও! তুমি কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছ! কি নিমিত্ত কথা কহিতেছ না! মহাবাহো! আমি তোমার প্রিয়তমা পত্নী; আমি বীর-পুত্রের জননী; তুমি আমাকে ভজনা কর!

মহারাজ! সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন যে শূল দ্বারা তুমি সংগ্রামে শত্রু-সংহার করিয়া থাক, হায়! বজ্রধরের বজ্রের ন্যায় সেই শূল অদ্য পরিমর্দ্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে! রাক্ষসরাজ! তুমি যে পরিঘ হস্তে লইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ কর, হায়! সেই পরিঘ এক্ষণে বাণ দ্বারা সর্ব্বাংশে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বিকীর্ণ রহিয়াছে! মহারাজ! তুমি পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবামাত্র আমার হৃদয় শোক-পীড়িত হইয়া যে, স্ফুটিত ও সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে এই হৃদয়কে ধিক!

দেবী মন্দোদরী, বাষ্প-পর্য্যাকুল-লোচনে স্নেহ-বিক্লব-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মোহাভিভূতা হইলেন। তখন তাঁহার সপত্নীরা, তাঁহাকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন দেখিয়া একান্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে পর্য্যবস্থাপিত করিতে লাগিল, ও কহিল, দেবি! তুমি কি জ্ঞাত নহ যে, প্রাণিগণের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না! বিশেষত রাজগণের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী নিতান্ত চঞ্চলা; রাজগণের পদে পদে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়; ঈদৃশ চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকেই ধিক!

সপত্নীগণ এইরূপ কহিলে, দেবী মন্দোদরী নয়ন-জলে স্তনদ্বয় প্লাবিত করিয়া অধোমুখে সশব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়, বিজয়ী রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা করিয়া তোমার ভ্রাতার সৎকার কর। সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, বুদ্ধিবলে বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুগত-বচনে কহিলেন, মহাবাহো! যিনি ধর্ম্ম-পরিত্যাগী, ক্রূর, অনৃজু ও পরদারাভিমর্ষী, তাদৃশ ব্যক্তির সৎকার করা আমার উচিত হইতেছে না। রাবণ যদিও আমার গুরু ও পূজ্য, তথাপি তিনি আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু; এবং সকলেরই অনিষ্ট-কারী; অতএব তাঁহার পূজা ও সৎকার করা আমার উচিত হইতেছে না। রাক্ষসগণ আমাকে নৃশংস বলিবে, বলুক, আমার আপত্তি নাই; পরন্তু পৃথিবীর সকলেই আমাকে গুণবান বলিয়া প্রশংসা করিবে। এই রাবণ অযশোরূপ অনলে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া আছেন; সুতরাং প্রাকৃত অনল ইহাঁকে দগ্ধ করিবেন না।

অনন্তর বাক্য-কোবিদ রামচন্দ্র, বাক্য-বিশারদ বিভীষণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন; এবং কহিলেন, রাক্ষসরাজ! গুরু উন্নতই হউন বা দীনই হউন, অথবা সংগ্রামে শত্রুই হউন, সংগ্রামাবসানে তিনি গুরুই থাকিবেন, সন্দেহ নাই। বিভীষণ! যখন তোমার ভ্রাতা পরাজিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছেন, তখন সেই বিজিত ব্যক্তির

দোষ গ্রহণ করা আর বিধেয় নহে; যে পর্য্যন্ত বিজয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই বিবাদ বিসম্বাদ থাকে; বিজয়ের পর আর বিবাদ কি? সৌম্য! আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম অবিদিত নাই; এক্ষণে যাহা উচিত ও তোমার অনুমোদিত হইবে, তাহাই করিব; তোমার প্রিয় কার্য্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমার প্রসাদেই আমি জয় লাভ করিয়াছি; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিভীষণই জয়ের মূল, রাম কেবল নিমিত্ত মাত্র। পরন্তু রাক্ষসবীর! যাহা ন্যায্য, তাহা বলা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাত্মন! নিশাচর রাবণ অধর্ম্ম-পরায়ণ ও অনৃতাচারী ছিলেন, সত্য; কিন্তু ইনি, মহাতেজা, মহাবল, মহাবীর, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, মহাত্মা ও সকল লোকের ভয়-জনক ছিলেন। শুনিয়াছি, দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন নাই; এক্ষণে তোমার প্রসাদে ইনি বিধি পূর্ব্বক সৎকার লাভ করুন; ইহাতে তোমার সর্ব্বত্র সুযশই ঘোষিত হইবে।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, রাক্ষসরাজের প্রেত-কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণের প্রতি আদেশ করিলেন; এবং অবিন্ধ্য প্রভৃতি বহুশ্রুত বৃদ্ধ অমাত্য-গণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! যাহাতে মহারাজের বিধি পূর্ব্বক সৎকার হয়, তাহার আয়োজন কর।

অনন্তর বিভীষণ, রামচন্দ্রের বাক্যানু-সারে যথাসময়ে ভ্রাতৃপত্নীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতার ও জ্ঞাতিগণের যথাক্রমে তর্পণ করিলেন; এবং পুনঃপুন সান্ত্বনা করিয়া স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

রাক্ষসীগণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত-ভাবে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ বৃত্র-বধ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়া-ছিলেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ শক্র-বিনাশ করিয়া সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র; শরাসনের জ্যা মুক্ত করিয়া মহেন্দ্র-দত্ত কাঞ্চনময় কবচ ও তূণীর শরীর হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হইয়া চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য-দর্শন হইলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

রাবণ-সংস্কার।

অনন্তর মহানুভব রামচন্দ্র যখন দেখি-লেন যে, রাবণ-বন্ধুগণ রাবণের অন্ত্যেষ্টি-কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়াছে, তখন তিনি তৎসমুদায়-সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময় ভীষণ-বিক্রম বানরগণ, সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে চতুর্দ্দিক হইতে চন্দন-কাষ্ঠ ও অগুরু-কাষ্ঠ আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পত্র, মৃণাল, পারি-জাত, প্রিয়ঙ্গু, কালীয়ক, নাগপুষ্প, রসাল, নাগকেশর, পঞ্চ শস্য, মনঃশিলা, চন্দন ও খদির আনিতে লাগিল। কোন কোন

বানর, সুবর্ণ-কুম্ভ লইয়া চতুঃসাগর হইতে জল আনয়ন করিল; কোন কোন বানর-বীর সপ্ত মহীধর হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিলেন।

অনন্তর বিভীষণ, অগ্নি-শরণে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র, পবিত্র দর্ভ, শ্রুব, প্রণীতা, ইধ্মজাল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি সমুদায় অগ্নি-হোত্র-দ্রব্য বহিষ্কৃত করিয়া আনিলেন। পরে তিনি, যাহাতে কোন ধর্ম্ম-হানি না হয়, যাহাতে অক্ষয় পুণ্য হইতে পারে, যাহাতে কোন অঙ্গ-বৈকল্য না ঘটে, এরূপ করিয়া সমুদায় উপকরণ, যথাক্রমে সংস্কার করিতে লাগিলেন।

এই সময় পরিচারকগণ, রাবণকে পবিত্র ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক চন্দনকাষ্ঠ, নাগকেশর, অগুরু ও তুঙ্গকালীয়ক কাষ্ঠ দ্বারা সমুন্নত সুবিস্তীর্ণ চিতা প্রস্তুত করিল। পরে তাহারা ঐ সমুদায়ে সর্ব্ববিধ গন্ধ-দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া বিনীত-ভাবে রাক্ষসরাজ রাবণকে, ক্ষৌম বসন পরিধান করাইয়া আস্তরণ-সমেত চিতার উপরি শয়ন করাইল।

অনন্তর বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ, রাক্ষস-রাজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও প্রেতমেধ যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভীষণও বেদীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যথাস্থানে অগ্নি-স্থাপন পূর্ব্বক, মৌনাবলম্বন করিয়া ঘৃত-পূর্ণ শ্রুব আহুতি দিলেন; পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও বাষ্প-পূর্ণ-বদনে যথাবিধানে রাবণের সমুদায় শ্রুব ঘৃতপূর্ণ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাবণের পদদ্বয়ে শকট, উরুদ্বয়-মধ্যে উদূখল এবং মধ্যস্থানে সমুদায় বানস্পত্য উপকরণ নিহিত করিলেন। পরে তাঁহারা মহর্ষি-বিহিত-শাস্ত্র-বিধানানুসারে মহাত্মা রাবণের যথা-স্থানে মুষল স্থাপন করিলেন। তৎপরে রাক্ষসগণ, একটি পশু বধ করিয়া রাক্ষস-রাজের মুখে, তাহার বসা ঘৃতাক্ত করিয়া প্রদান করিল; এবং চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দীপিত-হৃদয়ে বাষ্প-পূর্ণ-মুখে তাঁহার শরীরের উপরি গন্ধ, মাল্য, লাজ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ, যথাবিধানে রাবণের মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন; দশানন-নিবর্হণ অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

বিভীষণাভিষেক।

অনন্তর দেব দানব ও গন্ধর্ব্বগণ, রাবণ-বধে পরিতুষ্ট হইয়া নিজ নিজ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোর-তর বধ, রামচন্দ্রের পরাক্রম, বানরগণ-কৃত উত্তম যুদ্ধ, সুগ্রীবের মন্ত্রণা, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের অনুরাগ ও বীর্য্য, সীতার পতি-পরায়ণতা, এবং হনুমানের পরাক্রম, এই সমুদায় বিষয়ে বহুবিধ কথোপকথন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, সূর্য্য-সদৃশ ইন্দ্র-দত্তদিব্য রথ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মাতলিকে

প্রশংসা করিয়া কহিলেন, মাতলে! আপনি সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন; আমার যতদূর প্রিয় কার্য্য করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; এক্ষণে আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি দেবলোকে গমন করুন।

ইন্দ্র-সারথি মাতলি, রামচন্দ্র কর্তৃক এই-রূপ অনুজ্ঞাত হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক, দেবরাজের নিকট গমন করিলেন।

দেবরাজ-সারথি মাতলি ত্রিদশালয়ে গমন করিলে, মহানুভব রামচন্দ্র, সমুদায় হরিযূথপতিদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে তিনি পরমপ্রীত-হৃদয়ে বানররাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই তোমার কৃপায় আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইল; এক্ষণে আমার সন্তোষকর আর একটি বিষয় অবশিষ্ট আছে; আমি এক্ষণে মহাত্মা বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখিলেই প্রীত ও পূর্ণ-মনোরথ হইব।

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের সহিত ও বানরবীরগণের সহিত একত্র হইয়া, সৈন্যগণ-মধ্যস্থিত বিভীষণের নিকট গমন করিলেন; পরে তিনি সমীপ-স্থিত মহাসত্ত্ব শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! এই বিভীষণ আমার পরম উপকারী; বিশেষত ইনি ভক্ত ও অনুরক্ত; ইঁহাকে এক্ষণে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর; আমার নিতান্ত কামনা যে, আমি এই রাবণানুজ বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখি।

বিজয়ী মহাবীর মহাত্মা রামচন্দ্র, এইরূপ আজ্ঞা করিলে, লক্ষ্মণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সুবর্ণ-কলস লইয়া রাক্ষসগণের মধ্যে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে লক্ষ্মণ, সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলে, বিভীষণের মিত্রগণ ও ভক্ত রাক্ষসগণ, বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় ও রাক্ষসরাজ-পদে নিযুক্ত দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ, রামচন্দ্র-দত্ত সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিলেন। এই সময় পুরবাসী নিশা-চরগণ, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে বিভীষণকে অক্ষত, মোদক, লাজ ও দিব্য কুসুমসমূহ উপহার দিতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্য বিভীষণ, সেই সমুদায় মাঙ্গলিক উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট সমর্পণ করিলেন; রামচন্দ্র, বিভীষণকে কৃতকার্য্য ও পূর্ণমনো-রথ দেখিয়া, তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই তৎ-সমুদায়-গ্রহণে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, মহাশৈল-সদৃশ মহা-কায় মহাবীর হনূমানকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলি-পুটে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি এই মহারাজ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতার নিকট কুশল-সংবাদ বল। বিজয়িন্! তুমি সীতার নিকট এইরূপ বলিবে যে, রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইয়াছে; সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও আমি কুশলে আছি।

বানর-বীর! তুমি সীতার নিকট এই প্রিয় সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক, তিনি যাহা বলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

সীতা-প্রবোধ।

পবননন্দন হনুমান, রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। গমনকালে নিশাচরগণ, সকলেই তাঁহার পূজা ও সম্মান করিতে লাগিল। মহাতেজা হনুমান, মহাসমৃদ্ধি-শালী রাবণ-ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রাম-মহিষী সীতা, সৎকার-হীনা হইয়া রহিয়াছেন। তিনি একাকী সমীপবর্ত্তী হইয়া অবনত-মস্তকে বিনয়-সহকারে সীতাকে প্রণাম পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের সমুদায় বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, দেবি! রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, শত্রু-সংহার পূর্ব্বক কৃত-কার্য্য হইয়া আপনাকে কুশল-সংবাদ দিতেছেন; দেবি! রামচন্দ্র, বিভীষণ লক্ষ্মণ আমি ও অন্যান্য বানরগণের সাহায্যে রাবণকে নিপাতিত করিয়াছেন। দেবি! রামচন্দ্রের মহাজয় হইয়াছে; আমি আপনকার নিকট প্রিয় সংবাদ দিতে আসিয়াছি; আপনি এক্ষণে সৌভাগ্য-ক্রমেই বৃদ্ধি-প্রাপ্তা হইলেন; আপনি বিজয় গ্রহণ করুন। দেবি! এক্ষণে আমাদের জয় হইয়াছে; আপনি সুস্থা হউন, মনোব্যথা দূর করুন; এই লঙ্কা যাহার বশীভূত ছিল, সেই শত্রু রাবণ নিহত হইয়াছে। দেবি! আপনকার উদ্ধার-বিষয়ে আমি নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা ধারণ করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ও সমুদ্র উভয়ই পার হইয়াছি। দেবি! আপনি রাক্ষসালয়ে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া কোন শঙ্কা করিবেন না; এই লঙ্কারাজ্য এক্ষণে বিভীষণের বশবর্ত্তী করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে আপনি আশ্বস্তা হউন; নিশ্চিন্ত ও বিশ্রব্ধ হৃদয়ে অবস্থান করুন; মনে করুন, যেন নিজগৃহেই রহিয়াছেন। আমি আপনকার দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে ত্বরা পূর্ব্বক আসিতেছি।

হনুমান এই কথা বলিবামাত্র শশি-নিভাননা সীতা, প্রীত-হৃদয়ে উত্থিতা হইলেন; পরন্তু হর্ষাতিশয়-নিবন্ধন তাঁহার কণ্ঠ-রোধ হইয়া গেল; তিনি কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর বানরবীর হনুমান, সীতাকে বাক্য-রহিতা দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আপনি কি চিন্তা করিতে-ছেন? আমার সহিত সম্ভাষণই বা করিতে-ছেন না কেন?

হনুমান এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মপথ-স্থিতা পরম-প্রীতা সীতা, হর্ষ-গদ্গদ-বচনে কহিলেন, মহাবীর! আমি পতির বিজয়রূপ মহা-প্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র, অতুল-হর্ষ-বশবর্ত্তিনী ও বাক্য-রহিতা হইয়া পড়িয়াছিলাম। সৌম্য! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি যে আমার নিকট প্রিয়

সংবাদ প্রদান করিতেছ, তাহার উপযুক্ত পারিতোষিক পৃথিবীমধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বানরবর! সুবর্ণরত্ন বা বস্ত্র কোন দ্রব্যই এই প্রিয় সংবাদের উপযুক্ত পারিতোষিক নহে; এই নিমিত্তও আমি হর্ষ-যুক্তা হইয়াও আরো কিয়ৎ ক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়াছিলাম।

দেবী সীতা এই কথা কহিলে, মহাবীর হনুমান প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আপনি চিরকাল ভর্ত্তার প্রিয় কার্য্য ও হিত কার্য্য সাধনে নিয়ত নিযুক্তা আছেন; আপনি পতি-বিজয়ে আনন্দিতা হইয়া যেরূপ স্নিগ্ধ বাক্য কহিলেন, তাহা অন্য রমণীর মুখে কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না। দেবি! আপনকার এই হিতকর সার বাক্যই অপূর্ব্ব-রত্ন-সমূহ-দানের ও দেবরাজ্য-দানের সমান। দেবি! আমি যে, রামচন্দ্রকে শত্রু-সংহার পূর্ব্বক অবস্থান করিতে দেখিতেছি, তাহাতেই আমার রাজ্য প্রভৃতি সমুদায় সুখ-সম্পত্তি লাভ করা হইয়াছে।

দেবি! আমি আপনকার নিকট আমার অতীব প্রিয় একটি বর প্রার্থনা করিতেছি; আপনি প্রীত-হৃদয়ে আমাকে সেই বর প্রদান করুন, এবং রামচন্দ্র যাহাতে সেই বর-দানে অনুমোদন করেন, তদ্বিষয়েও আপনি যত্নবতী হউন। দুরাত্মা রাবণের আজ্ঞাক্রমে এই বিকৃতমুখী রাক্ষসীরা আপনাকে পুনঃপুন পরুষ বাক্য বলিয়াছিল; আমি তাহা স্বকর্ণেও শুনিয়াছি; আমার ইচ্ছা এই যে, আমি এই দারুণ ক্রূর ঘোর রাক্ষসী-দিগকে নানাপ্রকার যাতনা দিয়া বিনাশ করি; আমাকে এই বর প্রদান করুন। আমি কাহাকেও মুষ্ট্যাঘাত, কাহাকেও পদাঘাত, কাহাকেও পাষ্ণির আঘাত, কাহাকেও বাহুর আঘাত, কাহাকেও ঘোর জানু-প্রহার, কাহাকেও চক্ষু টিপিয়া, কাহাকেও কর্ণ-নাশা ছেদন করিয়া, কাহাকেও কেশাকর্ষণ করিয়া, কাহাকেও এই শুষ্ক নখের আঘাত করিয়া, কাহাকেও নানাপ্রকার প্রহার করিয়া, এবং কাহাকেও বা ভূতলে ঘর্ষণ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করি; দেবি! যে সমুদায় রাক্ষসী আপনকার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই এইপ্রকার বহুবিধ প্রহারে বিনষ্ট করি, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা; এই আমার প্রার্থনা।

বানরবীর হনুমান এই কথা কহিলে, জনক-নন্দিনী সীতা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, বানরবীর! এই রাক্ষসীরা রাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা ও রাজার বশীভূতা; ইহারা পরের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে, আপনারা কিছুই করিতে পারে না; ইহারা পরাধীনা ও দাসী; ইহাদিগের উপরি ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে। আমারই পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃত ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়-নিবন্ধন, আমি এই সমুদায় কষ্ট পাইলাম; সকল প্রাণীই নিজ-কৃত সুকৃত-দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমারই দশা-যোগ-নিবন্ধন আমাকে এই সমুদায় ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আমি এক্ষণে দুর্ব্বলা নহি;

তথাপি আমি এই রাবণ-দাসীদিগকে ক্ষমা করিতেছি। এই রাক্ষসীরা, রাবণের আজ্ঞাক্রমেই আমার প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত; এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে; আর ইহাদিগকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি!

পবন-নন্দন! পূর্ব্বকালে কোন ঋক্ষ, ব্যাঘ্রের নিকট ধর্ম্মানুগত যে প্রাচীন গাথা বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর *। ঋক্ষ কহিল, এক ব্যক্তি পাপ-কর্ম্ম করিলে, অপর ব্যক্তি সেই পাপ গ্রহণ করে না; এক ব্যক্তি অপকার করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রত্যপকার করা সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অপকারী ব্যক্তির প্রতিও অপকার-পরাঙ্মুখতারূপ সাধু ব্যবহার রক্ষা করা, সাধু জনের কর্ত্তব্য; সাধু চরিতই সাধুগণের ভূষণ; কোন ব্যক্তি যদি পাপাত্মা, অশুভকারী অথবা বধার্হ হয়, তথাপি তাহার প্রতিও ক্ষমা করা আর্য্য জনের কর্ত্তব্য। সকল ব্যক্তিই পূর্ব্ব-কৃত শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাকে; কেহ কাহারও নিকট অপরাধী নহে। যাহারা স্বভাবত লোক-হিংসাবিহারী পাপাত্মা রাক্ষস, তাহারা পাপ-কার্য্য করিলেও তাহাদের অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

রামপত্নী যশস্বিনী দেবী সীতা, এই কথা কহিলে, বাক্য-বিশারদ হনুমান কহিলেন, দেবি! আপনি যে বাক্য কহিলেন, তাহা রাম-পত্নীর অনুরূপই হইয়াছে। দেবি! আমি এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিব; আপনকার যাহা বক্তব্য থাকে, বলিয়া দিউন। জনক-নন্দিনী সীতা, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বানরবীর! আমি পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। পবন-নন্দন হনুমান, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্যে! শচী যেমন দানব-বিজয়ী দেবরাজকে দর্শন করিয়াছিলেন, আপনিও অদ্য সেইরূপ স্থির-মিত্র, হতামিত্র, পূর্ণচন্দ্র-বদন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইবেন।

মহাভাগ হনুমান, স্ফীতা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ন্যায় শোভমানা প্রফুল্ল-বদনা সীতাকে এই কথা বলিয়া, যে খানে রামচন্দ্র আছেন, সেই স্থানে আগমন করিলেন।

---

* কোন সময় এক ব্যাঘ্র কোন ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; ব্যাধ প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিল; ব্যাঘ্র আসিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া থাকিল। ব্যাধ দেখিল, বৃক্ষশাখায় এক ঋক্ষ উপবিষ্ট আছে; বৃক্ষতলেও ব্যাঘ্র উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। তখন সে কি করে, দৃঢ়রূপে বৃক্ষশাখা ধরিয়া থাকিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। তখন ব্যাঘ্র ঋক্ষকে কহিল, ঋক্ষ! তুমিও বন্য জীব, আমিও বন্য জীব, মনুষ্য আমাদিগের শত্রু; তুমি ঐ মনুষ্যকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও। ঋক্ষ কহিল, আমি এই বৃক্ষে বহুকাল বাস করিতেছি; এই বৃক্ষই আমার আবাস-স্থান; এই মনুষ্য যখন আমার আবাসে আশ্রয় লইয়াছে, তখন আমি ইহাকে অধঃপাতিত করিতে পারি না; ইহাকে পাতিত করিলে, আমার ধর্ম্মলোপ হইবে। ঋক্ষ এই কথা বলিয়া নিদ্রা গেল। এই সময় ব্যাধের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল, মনুষ্য! ঐ ঋক্ষ তোমার শত্রু, তুমি উহাকে ফেলিয়া দাও, আমি ভক্ষণ করিয়া চলিয়া যাই। ব্যাঘ্র এই কথা বলিবামাত্র ব্যাধ ঋক্ষকে ফেলিয়া দিল। ঋক্ষ অভ্যাস বশত নিম্নে পতিত হইল না, অপর শাখা অবলম্বন করিল। পরে ব্যাঘ্র, ঋক্ষকে কহিল, এই মনুষ্যটা তোমার শত্রু ও তোমার অপকারী; তুমি উহাকে এখনই ফেলিয়া দাও; ব্যাঘ্র পুনঃপুন এই কথা কহিলে, ঋক্ষ উত্তর করিল, আমার আবাসে আশ্রিত ব্যক্তি কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহার অনিষ্ট করিতে পারিব না।

নবনবতিতম সর্গ।

সীতা-সমাগম।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান, সর্ব্ব-শরাসন-ধারি-শ্রেষ্ঠ মহানুভব রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রঘুবংশাবতংস! যাঁহার নিমিত্ত আমাদের যুদ্ধযাত্রা হইয়াছিল, যাঁহার নিমিত্ত এতদূর দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিলেন, সেই শোক-সন্তপ্তা সাধ্বী সীতাকে এক্ষণে দর্শন করুন। বাষ্প-পর্য্যাকুল-লোচনা শোকাকুলিতা সীতা, আপনি বিজয়ী হইয়াছেন শুনিয়া, আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন।

পরম-ধার্ম্মিক রামচন্দ্র, হনুমানের মুখে সীতার পতি-দর্শনাভিলাষ শ্রবণ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকুলিত-লোচন হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি সুদীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া অধোমুখে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, লঙ্কাধিপতে! তুমি সীতাকে স্নান করাইয়া দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য ভূষণে ভূষিত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র, বিভীষণ ত্বরান্বিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আপনি স্নান পূর্ব্বক দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া, যানে আরোহণ করুন; আপনকার ভর্ত্তা, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। বৈদেহী কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি স্নান না করিয়াই যেরূপ অবস্থায় আছি, এইরূপ অবস্থাতেই পতি-সন্দর্শন ইচ্ছা করি। রাক্ষসরাজ বিভীষণ কহিলেন, দেবি! আপনকার পতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ করাই আপনকার কর্ত্তব্য। পতি-ভক্তি-পরায়ণা পতি-দেবতা সাধ্বী সীতা, তখন সেই বাক্যেই সম্মতা হইলেন। যুবতী রমণীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্নান করাইয়া মহামূল্য বসন পরিধান করাইয়া দিল; পরে তাহারা তাঁহাকে দিব্য অনুলেপন ও মহামূল্য আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, অপূর্ব্ব আস্তরণে সমাবৃত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইয়া দিল। বিভীষণ, বহুসংখ্য রক্ষক পুরুষে পরিবৃত সেই শিবিকা লইয়া, রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিলেন।

এই সময়, শত-সহস্র বানরবীর, দেবী সীতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত-হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, দেবী সীতার কিরূপ রূপ, তিনি কিরূপ স্ত্রীরত্ন, আমরা দর্শন করিব। যাঁহার নিমিত্ত সমুদায় বানর প্রাণ-সংশয়ে পতিত হইয়াছিল, যাঁহার নিমিত্ত রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে নিহত হইয়াছে, যাঁহার নিমিত্ত মহাসাগরের উপরি শত-যোজন সেতু বন্ধন করিয়াছি, সেই সীতা কিরূপ রূপবতী দেখিতে হইবে।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ, চতুর্দ্দিকে এইরূপ বাক্য সকল শ্রবণ করিতে করিতে শিবিকা অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামচন্দ্রের অভিমুখেই গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা

রামচন্দ্র বিজয় লাভ করিয়াও অনন্য-হৃদয় হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় বিভীষণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, রঘুনাথ! দেবী সীতাকে আনয়ন করিয়াছি। রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, বহু দিন রাক্ষস-গৃহ-স্থিতা সীতা আগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার এককালে ক্রোধ, হর্ষ ও দীনতা উপস্থিত হইল। তিনি পার্শ্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক, বিচার করিয়া বিমর্ষ-ভাবে সমীপে দণ্ডায়মান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আমার বিজয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট উদ্যোগ করিয়াছ; সৌম্য! এক্ষণে বৈদেহী আমার সমীপে আগমন করুন।

অনন্তর বিভীষণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে জনতা উৎসারিত করিতে লাগিলেন। কঞ্চুক ও উষ্ণীষ ধারী রাক্ষসগণ, বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া জনতা প্রোৎসারিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বানরগণ, ঋক্ষগণ ও রাক্ষসগণ, উৎসারিত হইয়া দূরে গমন করিল। রাক্ষস বানর ও ঋক্ষ গণ, যে সময় প্রোৎসারিত হয়, তখন বায়ু কর্ত্তৃক পূর্য্যমাণ সাগরের ন্যায় তাহাদের তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। এই সময় রামচন্দ্র, রাক্ষস বানর ও ঋক্ষ গণকে চতুর্দ্দিকে উৎসার্য্যমাণ ও জাত-সম্ভ্রম দেখিয়া দাক্ষিণ্য ও অনুরাগনিবন্ধন নিবারণ করিলেন; এবং ক্রোধভরে মহা-প্রাজ্ঞ বিভীষণকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন, তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে অনাদর করিয়া, আমার এই সমুদায় লোককে কষ্ট দিতেছ! যাহাতে ইহাদের উদ্বেগ হয়, এমত কর্ম্ম করিও না! ইহারা সকলেই আমার আত্মীয়-স্বজন।

অনন্তর সীতা, সমাহিত-হৃদয়ে পতি-বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, তাদৃশ অবমানিতা হইয়া মনে মনে দুর্নিবার রোষ ধারণ করিলেন। পরে তিনি রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, অন্তর্গত রোষ দমন পূর্ব্বক হর্ষান্বিতা হইলেন। এই সময় ধীমান রামচন্দ্র, মহামেঘ-সদৃশ মহা-গম্ভীর স্বরে বিভীষণকে কহিলেন, প্রজাগণ যে, রাজার পুত্র-স্বরূপ, তাহা তুমি অবশ্যই জ্ঞাত আছ! এই সমস্ত বানরগণ, ঋক্ষগণ ও রাক্ষসগণ, মাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতূহলান্বিত হইয়াছে; এক্ষণে দর্শন করুক। গৃহ, বস্ত্র বা প্রাকার স্ত্রী-জাতির আবরণ নহে; তুমি যে প্রজাগণকে সমুৎসারিত করিতেছ, তাহাও আবরণ নহে; তাহা রাজোচিত সম্মানমাত্র; পরন্তু একমাত্র সচ্চরিত্রই স্ত্রী-জাতির আবরণ। মহা-বিপৎ-সময়ে, বিবাহ-সময়ে, কন্যা-স্বয়ংবর-সময়ে, যজ্ঞ-সম্পাদন-সময়ে এবং রাজ-সভায়, সকলেই স্ত্রীলোককে দর্শন করিয়া থাকে। এই সীতাকে লইয়া এতদূর ঘোরতর সংগ্রাম হইল; বিশেষত ইনি মহাবিপদে পতিতা আছেন; ঈদৃশী অবস্থায় ইহাঁর দর্শনে, বিশেষত আমার সমীপে ইহাঁর দর্শনে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব এক্ষণে বৈদেহী শিবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজেই আমার নিকট আগমন করুন; তাহা হইলে বানরগণ সকলেই ইহাঁকে দেখিতে পাইবে।

সুবিচক্ষণ বিভীষণ, রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমর্ষান্বিত হইলেন; এবং তিনি সীতাকে পাদচারেই মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আনয়ন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি সচিবগণ, বানরগণ ও সমুদায় প্রজাগণ, সীতার প্রতি রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহাঁর অন্তরে ক্রোধ অন্তর্হিত রহিয়াছে; ইনি কি করিবেন বলা যায় না। এইরূপে সকলেই রামচন্দ্রের আকার ইঙ্গিত দেখিয়া অপূর্ব্ব-ভাব-দর্শনে ভীত, শঙ্কান্বিত ও ব্যথিত হইলেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি মহাত্মগণ চিন্তায় মৃতকল্প ও লজ্জায় অবনতমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রের কলত্র-নিরপেক্ষ দারুণ ব্যবহার দেখিয়া মনে করিলেন যে, ইনি সীতাকে অপবিদ্ধা মালার ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন।

এদিকে বিভীষণানুগতা দেবী সীতা, লজ্জাভরে নিজ গাত্রেই লীনা হইয়া, পতির সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ দেখিল, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী অথবা লঙ্কার অধিদেবতা বা সূর্য্য-প্রভা আগমন করিতেছেন। তাহারা, সমুজ্জ্বল-শোভা-সম্পন্না নিরুপম-রূপবতী যুবতী সীতাকে দেখিয়া, যার পর নাই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মী যেরূপ বিষ্ণুর নিকট দণ্ডায়মানা হয়েন, দেবী সীতাও সেইরূপ বাষ্প-সংরুদ্ধ-বদনে লজ্জাবনত-দেহে, জনতার মধ্যে ভর্ত্তার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দণ্ডায়মানা থাকিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাকে অলোক-সামান্য-রূপ-সম্পন্না দেখিয়া শঙ্কান্বিত হৃদয়ে বাষ্প-পূর্ণ-লোচন হইলেন, কোন কথাই কহিলেন না। স্নেহ-ক্রোধ-সাগর-মধ্যগত বিবর্ণ-বদন রামচন্দ্র, বাষ্প-নিরোধে যত্নবান হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লোচন-যুগল সমধিক রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল।

দেবী সীতা, রামচন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তিনী থাকিয়া অনাথার ন্যায় দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তিনি লজ্জাভরে একপ্রকার হত-চৈতন্যা হইয়া পড়িলেন; রাক্ষস দশানন তাঁহাকে শূন্য আশ্রম হইতে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কিছুমাত্র পাপ ছিল না; রাক্ষস কর্ত্তৃক অবরোধ-নিবন্ধন তিনি বহুকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মৃত্যু-লোক হইতে ফিরিয়া আসিলেন; রামচন্দ্র এই অপাপা বিশুদ্ধ-হৃদয়া নিরবদ্যা দেবী সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না।

এতদ্দর্শনে লজ্জা-ভারাবনতা সীতা, সেই সমুদায় জনগণের সমক্ষেই ভর্ত্তার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বাষ্পপূর্ণ-লোচনে, 'হা আর্য্যপুত্র!' এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বানর-যূথ-পতিগণ, সকলেই দেবী সীতার তাদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিয়া বাষ্প-ব্যাকুল-লোচন ও সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্ভ্রান্ত-হৃদয় লক্ষ্মণ, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিয়া,

বাষ্প নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধান্তঃকরণা রমণী-রত্ন-ভূতা ভাবিনী সীতাও পতির তাদৃশ বৈকারিক ভাব দেখিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন; তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাষ্প নিরুদ্ধ করিলেন।

সৌম্যতরাননা পতি-দেবতা সীতা, এইরূপে বাষ্প নিগৃহীত করিয়া বিস্ময়, হর্ষ, স্নেহ, ক্রোধ ও ক্লম নিবন্ধন নানাভাবে রামচন্দ্রের রমণীয় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শততম সর্গ।

সীতা-পরিত্যাগ।

অনন্তর রামচন্দ্র, দেবী সীতাকে দর্শন করিয়া চারিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মানসিক ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং কহিলেন, ভদ্রে! এই আমি সংগ্রামে শক্র-হস্ত হইতে তোমাকে জয় করিয়া আনিলাম; পৌরুষ দ্বারা যাহা করা যাইতে পারে, তাহা আমি এই করিলাম; অদ্য আমার ক্রোধ নিবারিত হইল; শক্র যে আমাকে ধর্ষিত করিয়াছিল, তাহার প্রতিকার করা হইয়াছে; আমি অপমান ও শক্র, যুগপৎ উভয়ই উন্মুলিত করিয়াছি; এক্ষণে আমি পৌরুষ দেখাইলাম; আমার শ্রমও সফল হইল; অদ্য আমি প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বাধীন হইয়াছি; আমি আশ্রমে না থাকাতে রাক্ষস, ছল পূর্ব্বক তোমাকে আনিয়াছিল বলিয়া যে, দৈব-নিবন্ধন আমার উপরি দোষ পতিত হইয়াছিল, আমি পৌরুষ দ্বারা তাহা ক্ষালন করিয়াছি।

যে লঘুচেতা ব্যক্তি তেজঃসম্পন্ন হইয়াও উপস্থিত অবমান পরিমার্জ্জিত না করে, তাহার পৌরুষের প্রয়োজন কি! মহাবীর হনূমান যে সমুদ্র-লঙ্ঘন, লঙ্কা-পরিমর্দ্দন ও অন্যান্য মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, অদ্য তৎসমুদায়ও সফল হইল। বানররাজ সুগ্রীব সৈন্যগণের সহিত যে, সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, ও হিতকর মন্ত্রণা দিয়াছেন, সে সমুদায় পরিশ্রমও এক্ষণে সফল হইল। মহাত্মা বিভীষণ, বিগুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পরিশ্রমও সফল হইল।

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ল-লোচনা সীতার শরীর নয়ন-জলে পরিপ্লুত হইল। রামচন্দ্র, হৃদয়-প্রিয়া সীতাকে যত দেখিতে লাগিলেন; ততই তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লোকাপবাদ-ভয়ে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; তিনি ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক তির্য্যগ্‌ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বানর ও রাক্ষস গণের মধ্যে পরুষ-বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! ধর্ষণা-পরিহারের নিমিত্ত মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তোমাকে জয়-লব্ধা করিয়া আমার তাহা করা হইয়াছে; আমার মান-রক্ষাও হইয়াছে। ভদ্রে! তুমি ইহাও জানিয়া রাখিবে যে, আমি যে, সংগ্রামে পরিশ্রম করিয়াছি এবং এই সমুদায় সুহৃদগণের বীর্য্যবলে আমি যে.

প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাহা তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত হয় নাই; আমি অপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত, এবং চারিত্র্য-রক্ষার নিমিত্তই এ সমুদায় করিলাম। সুবিখ্যাত সূর্য্যবংশের নিন্দা ও অপবাদ পরিমার্জ্জনের নিমিত্তই আমি অমর্ষান্বিত হইয়া তোমাকেই শক্র-হস্ত হইতে জয় করিয়া আনিলাম।

মহর্ষি অগস্ত্য যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ দক্ষিণ দিক অধিকার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, নেত্র-রোগাতুর ব্যক্তির সম্মুখে যেরূপ প্রদীপ সহ্য হয় না, তুমিও সেইরূপ আমার চক্ষুর সম্মুখে সহ্য হইতেছ না; এক্ষণে তুমি আমার প্রতিকূলা হইয়াছ; জনক-নন্দিনি! এক্ষণে আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর; তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই; এই দশ দিকের মধ্যে তুমি যে দিকে ইচ্ছা, গমন করিতে পার।

এই জগতে কোন্ পুরুষ, মহাবংশ-সম্ভূত ও তেজঃসম্পন্ন হইয়াও প্রণয়ের লোভে পর-গৃহ-বাসিনী ভার্য্যাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে! তুমি রাবণের ক্রোড়ে পরিক্লিষ্টা হইয়াছ; রাবণ দুষ্ট-দৃষ্টিতে তোমাকে অবলোকন করিয়াছে; আমি কিরূপে তোমাকে গ্রহণ করিয়া সৎকুল-সম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিব! আমি যে জন্য তোমাকে জয় করিয়াছি, তাহা হইয়াছে; আমি অযশোনিরাকরণ পূর্ব্বক যশঃপ্রত্যানয়ন করিলাম; এক্ষণে তোমাতে আমার আসক্তি নাই; তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। ভদ্রে! আমি অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক তোমাকে এরূপ কহিলাম; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, যদি তুমি সুখিনী হও, লক্ষ্মণ, ভরত, বানররাজ সুগ্রীব অথবা রাক্ষসরাজ বিভীষণ, যাহার প্রতি তোমার অভিলাষ হয়, মনোনিবেশ কর; অথবা তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

সীতে! তুমি এত দিন রাবণের নিজ গৃহে বাস করিয়াছ; তুমি এরূপ অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না মনোরমা তরুণী; রাবণ যে, তোমাকে ক্ষমা করিয়া পরিহার করিয়াছে, এমত আমার বিশ্বাস হয় না।

একাধিকশততম সর্গ।

সীতাগ্নি-প্রবেশ।

মহাত্মা রামচন্দ্র, দেবী সীতাকে রোষ-ভরে এইরূপ লোম-হর্ষণ পরুষ বাক্য কহিলে, তিনি যার পর নাই ব্যথিত-হৃদয়া হইলেন; তিনি মহাজন-সমূহ-সমক্ষে ভর্ত্তার মুখে অশ্রুত-পূর্ব্ব ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাভরে অবনতা হইলেন; বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি আপনার গাত্রে আপনিই প্রবেশ করিতেছেন; তিনি তাদৃশ বাক্-শল্যে সশল্যা হইয়াই যেন অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সীতা, বাষ্প-পরিক্লিন্ন নিজ মুখ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে

গদ্গদ-বচনে পতিকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! আমি মহাবংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মহাবংশেই পরিণীতা হইয়াছি; এক্ষণে আপনি শৈলূষীর ন্যায় আমাকে পরের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! মহাবীর! আপনি প্রাকৃত-রমণীর ন্যায় কি নিমিত্ত অমাকে ঈদৃশ অসদৃশ শ্রোত্র-দারুণ পরুষ বাক্য শুনাইতেছেন! মহাবাহো! আপনি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি! আমি নিজ চরিত্র-বিষয়ে আপনকার নিকট দিব্য করিতেছি, আপনকার যাহাতে প্রত্যয় হয়, তাহা করুন!

রামচন্দ্র! আপনকার শঙ্কা করা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে; কারণ স্ত্রীজাতির চরিত্র শঙ্কনীয়; স্ত্রীজাতিকে প্রায়ই বিশ্বাস করা যায় না; কিন্তু আপনি আমার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন; যদি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হই, তাহা হইলে আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ করিবেন। বিভো! আপনকার শত্রু যে, আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা আমার অনিচ্ছা ও অসম্মতি ক্রমেই ঘটিয়াছে; সে বিষয়ে আমার অপরাধ নাই; দৈবই অপরাধী! আমার হৃদয় আপনকার অধীন; এই হৃদয় নিরন্তর আপনাতেই রহিয়াছে; আমি পরাধীন-শরীরে কি করিব; কিছুই করিবার ক্ষমতা ছিল না! আমি যদি কখনও আপনাকে মনোদ্বারাও অতিক্রম না করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে দেবগণ আমাকে অভয় প্রদান করুন! মানদ! আপনি বহুদিন সংসর্গ দ্বারা এবং বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা যদি আমাকে জানিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এককালে হত হইলাম!

মহাবীর! যখন আমি লঙ্কায় রুদ্ধ ছিলাম, তখন আপনি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত হনুমানকে পাঠাইয়াছিলেন; আপনি সেই সময় কি নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই! মহাবাহো! বানরবীর হনূমান সেই সময় আমাকে আপনকার পরিত্যাগের কথা কহিলে, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন করিতাম! আমি তৎকালে জীবন পরিত্যাগ করিলে, আপনকার বৃথা পরিশ্রম, সুহৃদ্গণের বৃথা ক্লেশ ও আপনকার জীবন-সংশয়ও হইত না! নরশার্দ্দূল! আপনি, লঘু-চেতা মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধের অনুবর্ত্তী হইয়া পুরুষত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীত্বই স্বীকার করিলেন!

রঘুনাথ! লোকে খ্যাতি আছে যে, আমি জনকের কন্যা; ফলত বসুধাতল হইতেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে; আপনি আমার কুল, শীল ও চরিত্র, কিছুই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন না! আপনি বাল্যাবস্থাতেই আমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই পাণি-গ্রহণ প্রামাণ্য করিতেছেন না! আপনি আমার চরিত্র, শীলতা ও ভক্তি কিছুরই প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন না!

জনক-নন্দিনী সীতা, বাষ্প-গদ্গদ-স্বরে রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ কাতর-ভাবে ধ্যান করিলেন; পরে

তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার এই ব্যসনের ঔষধ-স্বরূপ চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও; আমি, মিথ্যা অপবাদে অভিহতা হইয়াছি; অতঃপর আমি আর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না; যে পতি আমার গুণে চিরকাল সুপ্রীত হইয়াছেন, তিনি যখন আমাকে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমার যে গতি হওয়া উচিত, তাহাই হইবে; আমি অগ্নি-প্রবেশ করিব!

শত্রু-সংহারী লক্ষ্মণ, দেবী সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমর্ষান্বিত হইয়া রামচন্দ্রের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি আকার দ্বারা রামচন্দ্রের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার মতানুসারেই চিতা প্রস্তুত করিলেন; তৎকালে কোন ব্যক্তিই, ক্রোধ-শোক-পরতন্ত্র রামচন্দ্রকে অনুনয় করিতে, কোন কথা কহিতে, অথবা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর দেবী সীতা, অধোমুখে উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, দীপ্যমান হুতাশনের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন; তিনি প্রথমত দেবগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া অগ্নির সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি প্রকাশ্য-রূপে বা গোপনে কর্ম্ম দ্বারা, বাক্য দ্বারা বা শরীর দ্বারা যদি রামচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া না থাকি, আমার হৃদয় যদি রামচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া না থাকে, তাহা হইলে এই লোকসাক্ষী পাবক আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।

দেবী সীতা এই কথা বলিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, যে সময় অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, সেই সময় পুনর্ব্বার কহিলেন, অগ্নে! তুমি সর্ব্ব-ভূতের শরীরে অবস্থান করিতেছ, তুমি আমার দেহস্থ ও পাপ-পুণ্যের সাক্ষী; যদি আমি পাপ-চারিণী না হই, তাহা হইলে তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বানর-যূথপতিগণ, সীতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প-পূর্ণ-বদনে ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে আয়তলোচনা সীতাও, রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। পতি-পরিত্যাগ-দীনা সীতা যখন অগ্নিপ্রবেশ করেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিল। জনক-নন্দিনী সীতা পাবক-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল হাহাকার-শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

তপ্ত-সুবর্ণ-বর্ণা তপ্ত-কাঞ্চন-ভূষিতা দেবী সীতা, যজ্ঞীয় আহুতির ন্যায় প্রজ্বলিত হুতাশনে নিপতিতা হইলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

মহাপুরুষ-স্তব।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, চতুর্দ্দিকে হাহাকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্ম্মণায়মান ও বাষ্প-পর্য্যাকুল-লোচন হইলেন। এই সময় যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণ-সমেত

পিতৃপতি, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, শ্রীমান ত্রিনয়ন বৃষধ্বজ মহাদেব, সর্ব্ব-লোক-কর্ত্তা প্রভু ভগবান ব্রহ্মা, বিমান-চারী দেবরাজ-সম-দর্শন রাজা দশরথ, ইহাঁরা সকলেই সূর্য্য-সন্নিভ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীতে আগমন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র, হস্তাভরণ-ভূষিত বিপুল ভুজ উদ্যত করিয়া, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, রঘুনাথ! আপনি সমুদায় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, আপনি সর্ব্ব-লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা; সীতা অগ্নি-প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া, আপনি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন? আপনি সমুদায় দেবের শ্রেষ্ঠ; আপনি কি আপনাকে জানিতে পারিতেছেন না? আপনি প্রাকৃত-মনুষ্যের ন্যায়, দোষ-স্পর্শ-পরিশূন্যা সীতার প্রতি কি নিমিত্ত শঙ্কা করিতেছেন?

দেবরাজ এই কথা কহিলে, সর্ব্ব-লোকস্বামী রামচন্দ্র, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, দেবরাজ! আমি এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, আমি মনুষ্য ও দশরথ-পুত্র রাম; দেবরাজ! আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি; তাহা আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

অমিত-দ্যুতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! তুমি কে, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শ্রীমান নারায়ণ, তুমি দেব চক্রায়ুধ, তুমি প্রভু, তুমি শার্ঙ্গধন্বা, তুমি হৃষীকেশ, তুমি পুরুষ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি অজিত, তুমি শঙ্খভৃৎ সনাতন বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি একদন্ত বরাহ, তুমি ভূত, তুমি ভব্য, তুমি সপত্নজিৎ, তুমি অক্ষর ব্রহ্ম, তুমি সত্য; রাঘব! তুমি আদি অন্ত ও মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছ; তুমি লোকদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি বিশ্বক্সেন চতুর্ভুজ, তুমি সেনানী, তুমি গ্রামণী, তুমি বুদ্ধি, তুমি চিন্তা, তুমি ক্ষমা, তুমি দম, তুমি প্রভব ও অব্যয়, তুমি উপেন্দ্র, তুমি মধুসূদন, তুমি ইন্দ্রকর্ম্মা, তুমি মহেন্দ্র, তুমি পদ্মনাভ, তুমি রণান্তকৃৎ; রাম! প্রাজ্ঞ দেবর্ষিগণ বলিয়া থাকেন, তুমি শরণ্য ও তুমিই সকলের শরণ; তুমি বেদময়, ঋক্ ও সাম বেদ তোমার শৃঙ্গস্বরূপ; তুমি শতজিৎ, তুমি লোমহর্ষণ, তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওঙ্কার; পরন্তপ! তুমি ঋতধামা, তুমি বসু, তুমি বসুগণের আদি, তুমি প্রজাপতি, তুমি ত্রিলোকের আদি-কর্ত্তা, তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি রুদ্রগণের অষ্টম, তুমি সাধ্যগণের পঞ্চম; অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় তোমার কর্ণ, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার চক্ষু; তুমি সৃষ্টির আদি ও অন্তে অবস্থান কর; তোমার উৎপত্তি ও বিনাশ কেহই বলিতে পারে না; তুমি কে, তাহাও কেহ জানে না; পরন্তু তুমি গো-ব্রাহ্মণে, সর্ব্ব-ভূতে, দিক্-সমুদায়ে, গগনে, সাগর-সমুদায়ে ও পর্ব্বত-সমুদায়ে পরিলক্ষিত হইয়া থাক; তুমি সহস্র-চরণ, সহস্র-নয়ন, সহস্র-বদন ও শ্রীমান; তুমি পর্ব্বতাদি-সমেতা বসুধা ও প্রাণি-সমুদায় ধারণ করিতেছ; তুমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও জল-মধ্যে বিদ্যমান আছ; তুমি মহোরগরূপে, দেব-মনুষ্য-পন্নগ-সমেত ত্রিলোক ধারণ করিতেছ।

রামচন্দ্র! আমি তোমার হৃদয়; দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা; নিজ-মায়া-বলে নির্ম্মিত দেবগণ, তোমার শরীরের লোম; রাত্রি তোমার নিমেষ; দিবস তোমার উন্মেষ; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বোধক বেদ, তোমা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। এই জগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই; এই সমুদায় জগৎ তোমার শরীর, এই বসুধাতল তোমার স্থিরতা, অগ্নি তোমার কোপ, সোম তোমার প্রসন্নতা, শ্রীবৎস তোমার চিহ্ন।

রামচন্দ্র! তুমি পূর্ব্ব-কালে ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে; তুমিই মহাসুর বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে দেব-রাজ করিয়াছ। তুমি পরম জ্যোতি, পরম তম, এবং পর হইতেও পর ও পরমাত্মা। তুমিই পরাৎপর বলিয়া কথিত হইয়া থাক; তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ; তুমিই সকলের পরম-গতি। সীতা লক্ষ্মী; তুমি দেব চক্রায়ুধ প্রভু বিষ্ণু; তুমি রাবণ-বধের নিমিত্তই মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছ।

ধর্ম্মাত্মন! তুমি, আমাদের সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; পাপাত্মা রাবণ নিহত হইয়াছে। এক্ষণে প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে অযোধ্যা-পুরীতে গমন কর। রঘুনাথ! তোমার অমোঘ বল-বীর্য্য, অমোঘ পরাক্রম ও অমোঘ দর্শন; তুমি প্রাকৃত মনুষ্য নহ। পৃথিবীতে যে সমস্ত মনুষ্য তোমার প্রতি ভক্তি করিবে, তাহাদের কার্য্যও অমোঘ হইবে।

যে সমুদায় মনুষ্য তোমাকে পুরাণ-পুরুষ ও পুরুষোত্তম বলিয়া ভক্তি-সহকারে স্তব করিবে, বিশেষত যাহারা পুরাতন ইতি-হাসের অন্তর্গত এই দিব্য আর্ষ-স্তব পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের কোথাও পরাভব হইবে না।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

সীতা-বিশুদ্ধি।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, পিতামহ-কথিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বিধূম অগ্নি, চিতা-স্থিতা সীতাকে এতক্ষণ রক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে তিনি মূর্ত্তি-মান হইয়া সীতাকে লইয়া উত্থিত হইলেন। তরুণাদিত্য-সঙ্কাশা, নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজা, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিতা, রক্তাম্বর-ধরা, অম্লান মাল্যাভরণা, তথারূপা, মনস্বিনী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবান হুতাশন, রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন, রামচন্দ্র! আমি লোক-সাক্ষী পাবক; তোমার মহিষী সীতার কিছুমাত্রও পাপ নাই। সুচরিতা সুশীলা সীতা, বাক্য দ্বারা, মনোদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা অথবা চক্ষুর্দ্বারা তোমাকে অতিক্রম করেন নাই। ইনি যখন জনস্থানে একাকিনী ছিলেন, তখন দর্পোদ্ধত রাক্ষস রাবণ, বল পূর্ব্বক ইহাঁকে আনিয়াছিল; তৎ-কালে ইনি বিবশা, কি করিবেন! রাবণ ইহাঁকে আনিয়া অন্তঃপুরে রোধ পূর্ব্বক বিকৃতাকারা রাক্ষসী দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল; তৎকালে এই সীতা, ত্বৎপরায়ণা হইয়া একমাত্র

তোমাকেই চিন্তা করিতেন। রাক্ষসীরা বিবিধ ভর্ৎসনা করিত, বহুবিধ প্রলোভন দেখাইত; কিন্তু পতি-পরায়ণা পতিগত-হৃদয়া এই সীতা, সেই সমুদায় কথায় কর্ণপাতও করেন নাই; রাবণকে তৃণ-জ্ঞানও করেন নাই। ইনি বিশুদ্ধ-ভাবা ও নিষ্পাপা; ইহাঁর শরীরে বিছুমাত্রও পাপ নাই; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইহাঁকে অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে গ্রহণ কর। গোপনে বা প্রকাশ্য-ভাবে যিনি যাহা করেন, আমি সমুদায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াই সীতাকে বিশুদ্ধা বলিয়া জ্ঞাত আছি।

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ হুতাশন এইরূপ কহিলে, পরম-ধার্ম্মিক দৃঢ়-বিক্রম ধৃতিমান মহাতেজা রামচন্দ্র কহিলেন, দেবী সীতা যে পবিত্রা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই; পরন্তু ইনি রাবণের অন্তঃপুরে দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছেন; আমি যদি ইহাঁকে পরীক্ষা না করিয়াই গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে, দশরথ-নন্দন রাম, কামার্ত্ত ও মূর্খ। আমি সীতার এরূপ পরীক্ষা করিয়া সীতার অপবাদ, চরিত্রে কলঙ্ক, আপনার অযশ, এ সমুদায়ই এককালে পরিমার্জ্জিত করিলাম।

দেবী সীতা যে, পতি-পরায়ণা, অনন্য-হৃদয়া, পতি-ভক্তা ও পতি-চিত্তানুবর্ত্তিনী, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি ত্রিলোকস্থ লোকের প্রত্যয়ের নিমিত্তই লোকমধ্যে অগ্নি-প্রবেশোন্মুখী সীতাকে নিবারণ করি নাই। সমুদ্র যেরূপ বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, নিজ-তেজে রক্ষিতা এই বিশালাক্ষী সীতাকেও সেইরূপ রাবণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। প্রদীপ্তা অগ্নি-শিখা যেরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সীতাকেও সেইরূপ দুষ্টাত্মা রাবণ মনোদ্বারাও গ্রহণ করিতে বা দূষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ভাস্করের প্রভার ন্যায় অনন্য-হৃদয়া সীতা, রাবণের অন্তঃপুরে থাকিয়াও দুশ্চরিতা হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্যক্তি যেরূপ কীর্ত্তি ত্যাগ করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ ত্রিলোক-পাবনী বিশুদ্ধ-চরিতা এই সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপনারা লোক-পাল; আপনারা স্নিগ্ধ-হৃদয়ে যাহা বলিতেছেন, তাহা অবশ্যই আমি প্রতিপালন করিব।

নিজ অলৌকিক কর্ম্মে প্রশস্যমান সুখার্হ মহাবল মহাযশা বিজয়ী রামচন্দ্র, এই কথা বলিয়া প্রিয়তমা সীতার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন।

চতুরধিকশততম সর্গ।

দশরথ-দর্শন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, ভগবান পিতামহ স্বয়ম্ভু, প্রহৃষ্ট-অন্তঃকরণে ধর্ম্ম-সঙ্গত অর্থ-সঙ্গত সুসংস্কৃত মধুর প্রিয়-বাক্যে কহিলেন, মহাবাহো! সৌভাগ্য-ক্রমেই তুমি এই দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ; পরন্তপ! সর্ব্ব-লোক-ক্লেশকর দারুণ তমোরূপ রাবণকে তুমি সৌভাগ্যক্রমেই

সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ; এক্ষণে তুমি কাতর-হৃদয় ভরত, তপস্বিনী দেবী কৌশল্যা, লক্ষ্মণ-মাতা সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে আশ্বাসিত করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সুহৃদ্গণকে আনন্দিত কর; এবং মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশ রক্ষা করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা অসীম যশোবিস্তার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-গণকে ধনদান করিয়া পরিশেষে দেবলোকে গমন করিবে।

রামচন্দ্র! বিমান-স্থিত এই মহাযশা দশরথ, তোমার পিতা; তোমা কর্ত্তৃক ইনি তারিত হইয়া দেব-লোকে গমন করিয়াছেন; তুমি ও লক্ষ্মণ ইহাঁকে প্রণাম কর। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বিমান-স্থিত পিতার চরণ-স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; এবং তেজোরাজি-বিরাজিত নির্ম্মল-বসন-ধারী পিতাকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিমান-স্থিত মহীপতি দশরথ, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং পুত্রবধূ সীতাকে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি পৃথিবীর যৎকিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে আকাশ-পথে থাকিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি সত্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি দেব-লোকে দেবগন ও দেবর্ষিগণের সহিত বাস করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার বিরহে দেবলোকও আমার প্রীতিকর হইতেছে না। তোমাকে বনবাস দিবার নিমিত্ত কৈকেয়ী যে সমুদায় বাক্য বলিয়াছিল, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি শল্যের ন্যায় বিদ্ধ রহিয়াছে। অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া এবং আলিঙ্গন করিয়া, দিবাকর যেরূপ নীহার হইতে মুক্ত হয়েন, আমিও সেইরূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম। ধর্ম্মাত্মন! তুমি মহাত্মা ও সৎপুত্র; অষ্টাবক্র যেরূপ পিতা কহোল-নামক ঋষিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তুমিও সেইরূপ, সত্য-পালন দ্বারা আমাকে উদ্ধার করিয়াছ।

সৌম্য! আমি এক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে, দেবগণ রাবণ-বধের নিমিত্তই তোমাকে বনবাসে দীক্ষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র! এক্ষণে কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি বনবাস-ব্রত হইতে মুক্ত হইয়া, শত্রু-সংহার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলে, তিনি প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে তোমাকে দেখিবেন। বৎস! যে সকল লোক তোমাকে অযোধ্যা-গত ও রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিবে, তাহারাই পূর্ণ-মনোরথ হইবে। তোমার এই ধর্ম্ম-পরায়ণ ভ্রাতা লক্ষ্মণই ধন্য! ইহার অনন্যসাধারণী মহতী কীর্ত্তি পৃথিবীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেব-লোকেও গমন করিয়াছে।

বৎস! ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্ম-দর্শিনী সীতার কিছুমাত্র পাপ নাই; কারণ দেবগণ, সকল লোকের শুভাশুভ সকলই পরিজ্ঞাত আছেন। আমি তোমার পিতা দশরথ; আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সীতাকে গ্রহণ কর। আমার ইচ্ছা, এক্ষণে তুমি অনুরক্ত বিদ্বান বিশুদ্ধাচার ধর্ম্মপরায়ণ ভরতের সহিত সমাগত হও, আমি দেখি। শত্রুঘ্ন আমার নিতান্ত প্রিয়; তুমি শত্রুঘ্নকে যত্ন

পূর্ব্বক পালন করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মানুসারে পিতার ন্যায়। মহাবীর! তুমি আমার প্রীতির নিমিত্ত সীতার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্য-মধ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছ; এক্ষণে বনবাসের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ; তুমি সৎপুত্র; তোমা হইতে আমি সত্যবাদী হইলাম; তুমি সংগ্রামে রাবণ-বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; তোমার যশস্কর ও শ্লাঘ্য কার্য্য করা হইয়াছে; তোমার গুণে আমরা সকলেই অনুরক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজ্য-স্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুদীর্ঘ আয়ু ভোগ কর। যাঁহার ঈদৃশ মহাকীর্ত্তি মহানুভব পুত্র, যিনি পুত্র হইতে আমার ন্যায় তারিত হইয়াছেন, তিনিই চিরজীবী; তাঁহাকে কখনই মৃত বলা যায় না।

মহারাজ দশরথ এই কথা কহিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি আমার পিতা; আপনি যখন প্রীত হইয়াছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তখন আমাকে এই হিতকর বর প্রদান করুন যে, দেবী কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি আপনি প্রসন্ন হয়েন। আমার বনবাস-কালে, আপনি দেবী কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে,'তোমার পুত্রের সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম', এই দারুণ শাপ যাহাতে কৈকেয়ীকে ও ভরতকে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা করুন।

অনন্তর দশরথ 'তথাস্তু' বলিয়া পুনর্ব্বার প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম! তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিব, বল। রামচন্দ্র কহিলেন,আপনি আমাকে শুভ-দৃষ্টিতে দেখিবেন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা। পরে দশরথ লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! রাম যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, তখন তুমি ধর্ম্ম, বিপুল যশ ও অতুল মহিমা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্বর্গলাভ করিবে; তোমার মঙ্গল হউক; তুমি রামচন্দ্রের শুশ্রূষা কর। রামচন্দ্র সর্ব্ব-লোকের হিতসাধনে দীক্ষিত; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সিদ্ধগণ, পরমর্ষিগণ, সকলেই এই মহাত্মা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও অর্চ্চনা করেন। সৌম্য! এই মাত্র কথিত হইল, পরন্তপ রাম, দেবগণের হৃদয়, অব্যক্ত, অক্ষর, শাশ্বত ব্রহ্ম ও অতীব গুহ্য।

লক্ষ্মণ! তুমি সম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও বিপুল যশ উপার্জ্জন করিয়াছ; তোমাদিগের এই সৌভ্রাত্র চিরকাল লোকে কীর্ত্তিত হইবে। মহারাজ দশরথ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পুত্রবধূ সীতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মধুর-বাক্যে কহিলেন, পুত্রি বৈদেহি! তোমার পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি মনে কিছু ক্ষোভ করিও না; রামচন্দ্র তোমার হিতের নিমিত্তই তোমার শোধন করিলেন; পুত্রি! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা অন্য-রমণীর পক্ষে দুষ্কর; তোমার এই চরিত্র, সমুদায় রমণীর যশ পরাভব করিবে। বৎসে!

তোমাকে যদিও শিক্ষা দিতে হয় না, তথাপি আমার অবশ্য বক্তব্য বলিয়া বলিতেছি, তুমি নিয়ত পতি-শুশ্রূষা করিবে; ইনিই তোমার দেবতা-স্বরূপ। দশরথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে এইরূপ বলিয়া সমুজ্জ্বল-শরীরে বিমান দ্বারা দেব-লোকে গমন করিলেন।

সুরগণের গতির অনুসারী অসুর-সংহারক অমর-সদৃশ বিরাজমান মহারাজ দশরথ, ক্ষিতিতল এবং শশি-সদৃশ সুত-বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করিলেন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

বানর-জীবন।

অনন্তর দশরথ দেবলোকে প্রতিগমন করিলে, পাক-শাসন মহেন্দ্র, যার পর নাই প্রীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, পুরুষ-সিংহ! আমাদের দর্শন কখনই বিফল হয় না; আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি কি প্রার্থনা কর, বল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া এইরূপ কহিলে, সুপ্রসন্ন-হৃদয় রামচন্দ্র, প্রহৃষ্ট-মনে কহিলেন, দেবরাজ! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিউন যে, যে সমুদায় ঋক্ষ বানর ও গোলাঙ্গুল, আমার নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহারা এক্ষণে পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হউক। যে সমুদায় বিক্রম-শালী বীর মৃত্যুকেও তৃণ জ্ঞান করিয়া আমার প্রিয়-কার্য্য-সাধনে তৎপর থাকিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক আমার নিমিত্তই নিহত হইয়াছে, আপনকার প্রসাদে তাহারা পুনরুজ্জীবিত হউক; আমি এই বর প্রার্থনা করি। আমার ইচ্ছা এই যে, ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুলগণকে পুনর্ব্বার পীড়া-রহিত, ব্রণ-রহিত ও সম্পূর্ণ-বল-পৌরুষ-সম্পন্ন দেখি। এই বানরগণ যে স্থানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানে যেন অকালেও পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে ফল-মূল ও পুষ্প উৎপন্ন হয়; এবং তত্রত্য নদীর জলও যেন নির্ম্মল থাকে।

দেবরাজ মহেন্দ্র, মহাত্মা রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত-হৃদয়ে কহিলেন, কৌশল্যা-নন্দন! তুমি যে উপকারী সুহৃদ্গণের উপকার-কামনা করিতেছ, তাহা তোমারই অনুরূপ বাক্য হইয়াছে। রঘুনন্দন! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা অতীব মহান; দেব দানব প্রভৃতি কোন প্রাণীই এরূপ বর প্রার্থনা করে না; মহাবাহো! একমাত্র তুমিই নিহত বন্ধু-বান্ধবের পুনর্দ্দর্শন কামনা করিতেছ; আমি পূর্ব্বে যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তোমার এই কামনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। বানরগণ, গোলাঙ্গুলগণ ও ঋক্ষগণ, নিদ্রাবসানে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হইবে। যাহারা সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, তাহারা জীবনলাভ পূর্ব্বক ব্রণরহিত ও সম্পূর্ণ-বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হইবে। বানরগণ সকলেই পরম-প্রীত-হৃদয়ে বন্ধু-বান্ধব, স্বজন, মিত্র ও সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইবে। তোমার ইচ্ছা অনুসারে বানরগণ

যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানের বৃক্ষ সমূহ ফল-পুষ্প-সম্পন্ন এবং নদীও নির্ম্মল-সলিলা হইবে।

মহাযশা দেবরাজ এই কথা বলিয়া সংগ্রাম-ভূমিতে অমৃত-যুক্ত জল বর্ষণ করিলেন। মহাবল বানরগণও অমৃতস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইল। বীর-শয়নে শয়ান সহস্র সহস্র বানর-বীর, সংগ্রাম-ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা ব্রণ-যুক্ত-গাত্রে পতিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্রণ-রহিত হইয়া উত্থিত হওয়াতে বিস্ময়োৎ-ফুল্ল-লোচন হইলেন।

অনন্তর দেবগণ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে কৃতকার্য্য ও পূর্ণ-মনোরথ দেখিয়া পরম-প্রীত-হৃদয়ে প্রশংসা পূর্ব্বক কহিলেন, মহাবীর রামচন্দ্র! তুমি অনুরক্তা মৈথিলীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বানরগণকে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় গমন কর; এবং তোমার নিমিত্তই ব্রত-কর্ষিত ভ্রাতা ভরতকে দেখিয়া, ও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, পৌরগণকে আনন্দিত কর। দেবরাজ ইন্দ্র প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে এই কথা বলিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সূর্য্য-সন্নিভ বিমান দ্বারা দেব-লোকে গমন করিতে লাগিলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সমুদায় দেবগণকে প্রণাম করিয়া, দেবগণের আদেশানুরূপ আজ্ঞা দিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

পুষ্পকোপস্থান।

শত্রু-সংহারী রামচন্দ্র, সেই রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিলে, প্রাতঃকালে বাক্য-বিশারদ বিভীষণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনাথ! প্রসাধন-কার্য্যে নিযুক্তা যুবতী রমণীরা স্নানের উপকরণ, চন্দন, অঙ্গ-রাগ, বহুবিধ মাল্য ও অপূর্ব্ব বসন-ভূষণ লইয়া আপনাকে স্নান করাইবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। রামচন্দ্র কহিলেন, রাক্ষস-রাজ! সুকুমার-শরীর সত্য-সঙ্গর তপস্বী মহাবাহু ভরত আমার নিমিত্তই তপঃ-ক্লেশ সহ্য করিতেছেন; সেই ধর্ম্মচারী ভরত ব্যতিরেকে স্নান বা বসন-ভূষণ প্রভৃতি কিছুই আমার প্রীতিকর হইতেছে না; এক্ষণে আমি যাহাতে ত্বরায় অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে পারি, তাহার উপায় দেখ; যে পথ দিয়া অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে, সেই পথও নিতান্ত দুর্গম।

বিভীষণ, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! আমি আপনাকে অযোধ্যায় পৌঁছাইয়া দিব; আমার ভ্রাতা রাবণ, সংগ্রামে কুবেরকে পরাজয় করিয়া, বল পূর্ব্বক তাঁহার কামগামী দিব্য পুষ্পক-বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন; সেই সূর্য্য-সন্নিভ বিমান এখানে আছে; আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া, অনায়াসে অযোধ্যায় গমন করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজকুমার! যদি আমি আপনকার অনুগৃহীত হই,

যদি আমার গুণগ্রাম আপনকার স্মরণ থাকে, যদি আমি আপনকার স্নেহের পাত্র হই, তাহা হইলে আপনি কিছু দিন এই স্থানে বাস করুন; আমি আপনাকে, লক্ষ্মণকে ও বৈদেহীকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, পশ্চাৎ আপনারা গমন করিবেন। রঘুনন্দন! আপনি সৈন্যগণের সহিত ও সুহৃদ্বর্গের সহিত এই প্রণয়ী জনের যথাবিধি পূজা গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র! আমি আপনকার ভৃত্য; আমি প্রণয়, বহুমান ও সৌহার্দ নিবন্ধন আপনকার প্রসন্নতা ও কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আপনাকে আজ্ঞা করিতেছি না।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ, এইরূপ প্রার্থনাবাক্য কহিলে, রামচন্দ্র, রাক্ষসগণ ও বানরগণের সমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি যে প্রাণপণে আমার সহায়তা করিয়াছ, তাহাতেই আমি পূজিত হইয়াছি; তোমার এই বাক্য পালন করা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য বটে; পরন্তু আমি প্রিয় ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; ভরত আমাকে বনবাস হইতে নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত চিত্রকূট-পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন। তিনি, আমার চরণে মস্তক রাখিয়া পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার বাক্য রক্ষা করি নাই। বিশেষত জননী কৌশল্যা, মাতা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, এবং গুরুগণ ও সুহৃদ্গণকে দেখিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। সৌম্য! আমি তোমার নিকট পূজিত হইয়াছি; এক্ষণে আমায় গৃহ-গমনে অনুমতি কর। সখে! আমি অনুনয় করিতেছি, তুমি মনে কিছু ক্ষোভ করিও না; তুমি শীঘ্র বিমান আনয়ন কর। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে আমার কার্য্য-সমাধা হইয়াছে; অতঃপর আর এখানে আমার অবস্থান করা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে!

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, রাক্ষসরাজ বিভীষণ, ত্বরান্বিত হইয়া পুষ্পক-বিমান আনয়ন করিলেন। এই দিব্য বিমান, সূর্য্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, বৈদূর্য্য-মণিময়-বেদিকা-বিভূষিত, কাঞ্চন-চিত্রিত, পাণ্ডরবর্ণ-ধ্বজ-পতাকা-সমলঙ্কৃত, হেম-কক্ষ, হেম-পট্ট-সমুদ্ভাসিত, ঘণ্টাজালানুনাদিত দন্তময়, স্ফটিকময় ও অপূর্ব্ব-বৈদূর্য্যময় অত্যুৎকৃষ্ট আসন-সমুদায়ে পরিদীপিত, বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, কামগামী ও অতীব মনোহর।

রাক্ষস-রাজ বিভীষণ, উপস্থিত দুর্দ্ধর্ষ কামগামী সেই বিমান রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

পুষ্পকারোহণ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ; পুষ্পক-বিমান উপস্থিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাবাহো! এক্ষণে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র, স্নেহ-পূর্ণ-হৃদয়ে বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! এই সমুদায় বানরবীর যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছে; বহুবিধ

ধন-রত্ন প্রদান করিয়া, ইহাদিগের সম্মান রক্ষা কর। লঙ্কেশ্বর! সংগ্রামে অনিবৃত্ত এই সমুদায় বানর, তোমার সহিত একত্র হইয়া লঙ্কা জয় করিয়াছে; ইহাদের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি কৃতজ্ঞতা-সহকারে এই সমুদায় বানর-যূথ-পতির সম্মান-রক্ষা ও পুরস্কার করিলে, ইহারা সকলেই পরিতুষ্ট ও নির্ব্বৃত-হৃদয় হইবেন; আমি জ্ঞাত আছি, তুমি দাতা, সংগ্রহীতা, দয়ালু ও মনস্বী; এই নিমিত্তই তোমাকে আমি এইরূপ বলিতেছি; যোধ-পুরুষগণ, ধার্ম্মিক অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ দাতা তেজস্বী ও মহাবীর রাজারই অনুগামী হয়; ফলত ইহা রাজগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, রাক্ষসরাজ বিভীষণ, ধন রত্ন প্রদান পূর্ব্বক, সমুদায় বানরগণের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, প্রত্যেক বানরই ধন-রত্ন দ্বারা সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়াছে, তখন তিনি, কামগামী-বিমানে আরোহণ করিলেন, এবং লজ্জমানা যশস্বিনী বৈদেহীকে ক্রোড়ে লইয়া, ধনুর্দ্ধারী বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট হইলেন।

মহানুভব রামচন্দ্র বিমানস্থ হইয়া মহাবীর্য্য সুগ্রীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ এবং সমুদায় বানরগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; এবং কহিলেন, বানর-বীরগণ! আপনারা মিত্র-কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, আপনারা যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন। বানররাজ! ধর্ম্ম-পরায়ণ হিতকারী স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপ করিয়াছ; এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন পূর্ব্বক নিজ রাজ্য পালন কর। বিভীষণ! ক্ষত্রিয়ের যেরূপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ তুমিও সমুদায় পালন করিয়াছ; আমি তোমাকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে দেবরাজ-সমেত দেবগণও তোমাকে প্রধর্ষিত করিতে পারিবেন না। আমি এক্ষণে পিতার রাজধানী অযোধ্যাতে গমন করিতেছি; সকলের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করি; সকলে প্রসন্ন-মনে আমাকে বিদায় দিউন।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও বানর-যূথ-পতিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! আমরা আপনকার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আমাদের হৃদয়ে অভিলাষ আছে যে, আমরা আপনকার অভিষেক দর্শন করি। রঘুনন্দন! আমরা আপনকার অভিষেক দর্শন পূর্ব্বক দেবী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া, অল্পদিন-মধ্যেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব, বিভীষণ ও বানর-বীরগণকে কহিলেন, যদি আপনারা আমার সহিত গমন করেন, তাহা হইলে, আমার প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বিষয় লাভ হয়। আমি অযোধ্যা-পুরীতে গমন পূর্ব্বক আপনাদের সহিত সমবেত হইয়া, অতুল-প্রীতি অনুভব করিব। সুগ্রীব! তুমি বানর-যূথ-পতিগণের সহিত সমবেত হইয়া শীঘ্র এই পুষ্পক-বিমানে আরোহণ কর। রাক্ষস-রাজ বিভীষণ! তুমিও অমাত্যগণের

সহিত বিমান-আরোহণে বিলম্ব করিও না। অনন্তর যূথ-পতিগণের সহিত সুগ্রীব, এবং অমাত্যগণের সাহিত বিভীষণ, প্রীত-হৃদয়ে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিলেন। এই-রূপে সকলে আরূঢ় হইলে, রামচন্দ্রের অনুজ্ঞা অনুসারে কুবেরের পুষ্পক-বিমান আকাশ-পথে উত্থিত হইল।

মহানুভব রামচন্দ্র, আকাশ-চারী কাম-গামী শোভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রীত ও প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে কুবেরের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাম-প্রত্যাগমন।

মহানুভব রামচন্দ্র অনুমতি করিবামাত্র, কামগামী বিমান, পবন-পরিচালিত মহা-মেঘের ন্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শশি-নিভাননা মৈথিলী সীতাকে কহি-লেন, বৈদেহি! কৈলাস-শিখরাকার-ত্রিকূট-পর্ব্বত-শিখর-স্থিতা বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা লঙ্কা-পুরী দর্শন কর। সীতে! ঐ মাংস-শোণিত-কর্দ্দমা সংগ্রাম-ভূমি দেখ; তোমার নিমিত্তই ঐ স্থানে কোটি কোটি রাক্ষস ও বানর নিহত হইয়াছে। ঐ দেখ ঐ স্থানে কুম্ভকর্ণ, ঐ স্থানে প্রহস্ত, সংগ্রামে নিপাতিত হইয়াছে; ঐ দেখ ঐ স্থানে লক্ষ্মণ, মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিপাতিত করিয়াছে। ঐ দেখ ঐ স্থানে নিকুম্ভ, ঐ স্থানে দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ, ঐ স্থানে মহাপার্শ্ব, ঐ স্থানে মহোদর, ঐ স্থানে তেজস্বী অতিকায়, ঐ স্থানে দেবান্তক, ঐ স্থানে নরান্তক, ঐ স্থানে অকম্পন, ঐ স্থানে মহাবল ধূম্রাক্ষ, ঐ স্থানে মহাবল বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঐ স্থানে সম্পাতি, ঐ স্থানে দুর্জ্জয় মকরাক্ষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। দেবি! এই স্থানে রাবণের অনুচর অনেক বীর নিপাতিত হইয়াছিল।

মৈথিলি! এই স্থানে আমরা মেঘনাদ কর্তৃক মায়াবলে বদ্ধ হইয়াছিলাম। সেই সময় সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্য বানর-বীরগণ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সমুদায় বানরই রোদন করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গরুড় আসিয়া, আমাদের উভয় ভ্রাতাকে শর-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিশালাক্ষি! লঙ্কবর দুর্দ্দান্ত রাক্ষসরাজ রাবণ, তোমার নিমিত্তই এই স্থানে নিহত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। দুরাত্মা রাক্ষরাজ রাবণের পত্নী মন্দোদরী, এই স্থানে করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়াছিল।

দেবি! ঐ দেখ, সরিৎপতি সমুদ্র দৃষ্ট হইতেছেন; ঐ সমুদ্র আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বন্ধু বলিয়া আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশালাক্ষি! ঐ দেখ, সুবেল-পর্ব্বতের পৃষ্ঠ দেখা যাইতেছে; আমরা সাগর পার হইয়া প্রথম রাত্রি ঐ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বাস করিয়া-ছিলাম। প্রিয়তমে! ঐ দেখ তোমার নিমিত্তই এই মকরালয় সাগরে সেতু-বন্ধন করিয়াছি; ইহা চিরকাল কীর্ত্তি-স্বরূপ থাকিবে। যত কাল পর্ব্বত-সমুদায় থাকিবে, যত কাল সমুদ্র

অবস্থিতি করিবে, তত কাল এই সেতু নল-সেতু নামে বিখ্যাত থাকিবে।

বৈদেহি! শঙ্খ-মীন-সমাকুল এই বরুণালয় অক্ষোভ্য সাগর দর্শন কর; ইহার পর-পার দৃষ্ট হইতেছে না; বোধ হইতেছে, যেন ইহা গর্জ্জন করিতেছে। মৈথিলি! তোমার দূত পবননন্দন হনুমান যে সময় তোমার নিকট যাইবার নিমিত্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করেন, সেই সময় সুরসা এই স্থানে তাঁহার বিঘ্ন করিয়াছিলেন। দেবি! হিরণ্য-নাভ-নামক কাঞ্চনময় পর্ব্বত অবলোকন কর; হনুমানের বিশ্রামের নিমিত্ত এই পর্ব্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে।

দেবি! ঐ দেখ, হিন্তাল-তাল-নক্তমাল-তমাল-বন-সুশোভিত বেলাবন দৃষ্ট হইতেছে। সমুদ্র-তীরে ঐ স্থানে আমি স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলাম; রাক্ষসরাজ বিভীষণ ঐ স্থানেই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। দেবি! আমি সমুদ্রের দর্শনের নিমিত্ত ঐ স্থানে ভূমিতে কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তিন রাত্রি শয়ন করিয়াছিলাম। যশস্বিনি! ঐ দেখ, দর্দ্দুর-পর্ব্বত নামে বিখ্যাত মহামেঘ-সদৃশ মলয়-পর্ব্বত-পাদ দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর হনুমান ঐ স্থান হইতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন।

সীতে! ঐ চিত্র-কাননা পরম-রমণীয়া সুগ্রীব নগরী কিষ্কিন্ধ্যা দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থানে আমি বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম। দেবি! ঐ দেখ, কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে মাল্যবান পর্ব্বতের রমণীয় শৃঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে; আমি বর্ষা চারি মাস ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলাম। বিশালাক্ষি! আমি ঐ স্থানে তোমার বিরহে অতীব দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম; আমি মহাবীর বালী-বধ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, ঐ স্থানে বহুকষ্টে বর্ষাকাল যাপন করিয়াছিলাম।

দেবি! ঐ দেখ, সৌদামিনী-বিভূষিত-মেঘের ন্যায় বহু-ধাতু-বিমণ্ডিত প্রকাণ্ড ঋষ্যমূক পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে আমি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম; এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, বালি-বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

দেবি! ঐ দেখ, চিত্র-কাননা পঙ্কজ-শালিনী পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে আমি তোমার বিরহে বহুবিধ বিলাপ করিয়াছিলাম। ঐ পম্পাতীরে ধর্ম্মচারিণী শবরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ দেখ, এই স্থানে যোজন-বাহু কবন্ধ নিহত হইয়াছে। দেবি! ঐ দেখ, ঐ স্থানে মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ু তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

দেবি! ঐ দেখ, জনস্থানে শ্রীমান বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে তোমার নিমিত্ত রাক্ষসগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ স্থানে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে। চারু-দর্শনে! ঐ দেখ, আমাদিগের পর্ণশালা দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থান হইতে রাক্ষসরাজ রাবণ, তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দেবি! ঐ স্থানে শূর্পণখা

নামে ক্রূর-দর্শনা রাক্ষসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; লক্ষ্মণ তাহার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবি! ঐ দেখ, প্রসন্ন-সলিলা সুরম্যা গোদাবরী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, উহার নিকট কদলী-বন-পরিবৃত অগস্ত্যাশ্রম দেখা যাইতেছে। দেবি! ঐ দেখ, মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রম; ঐ স্থানে সহস্র-লোচন দেব পুরন্দর আগমন করিয়াছিলেন। সুমধ্যমে! যে স্থানে সূর্য্য-বৈশ্বানর-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন কুলপতি অত্রি অবস্থান করিতেছেন; ঐ দেখ, সেই তাপসাবাস দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে মহাকায় বিরাধ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে ধর্ম্মচারিণী তাপসীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বৈদেহি! ঐ দেখ, মহর্ষি অত্রির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থানে অত্রির পত্নী অনসূয়া, তোমাকে দিব্য অঙ্গরাগ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈদেহি! ঐ দেখ, চিত্রকূট-পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে কৈকেয়ী-নন্দন ভরত আমাকে প্রসন্ন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। দেবি! ঐ দেখ, সুবিমল-সলিলা পুণ্যতমা মন্দাকিনী-নদী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ স্থানে আমি ফল-মূল দ্বারা পিতার পিণ্ডদান করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ দেখ, চিত্রকাননা রমণীয়তরা যমুনা দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থানে প্রয়াগের নিকট মহর্ষি ভরদ্বাজের পুণ্যতম আশ্রম। দেবি! ঐ দেখ, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবের-পুরে আমার সখা গুহ বাস করিতেছে। বৈদেহি! ঐ দেখ, ইঙ্গুদীমূল দৃষ্ট হইতেছে; আমরা ভাগীরথী পার হইয়া ঐ স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। দেবি! ঐ দেখ, আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে। বৈদেহি! প্রণাম কর, আমরা পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলাম।

এই সময় সুগ্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্য বানর-বীরগণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অযোধ্যা-পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

নবাধিকশততম সর্গ।

ভরত-বিশোক-করণ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, সীতাকে এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, এমত সময় তাঁহারা মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, চৈত্র-মাসের পঞ্চমী-তিথিতে লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র, ভরদ্বাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি শুনিয়াছেন, দেশের সকলে ত ভাল আছে? দুর্ভিক্ষ ত হয় নাই? ভরত ত রাজ্য-শাসন করিতেছে? মাতৃগণ ত বাঁচিয়া আছেন?

মহর্ষি ভরদ্বাজ, রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, বৎস! রাজ্যের সকলেই কুশলে আছে; ভরতের আচরণ যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভরত মল-দিগ্ধাঙ্গ ও জটাধারী হইয়া তোমার পাদুকা-দ্বয় রাজ-সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তোমারই

প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার গৃহের সমস্তই কুশল।

রঘুনন্দন! পূর্ব্বে তোমাকে চীর-চীবরধারী বনবাসী দেখিয়া, আমার যার পর নাই দুঃখ হইয়াছিল; এক্ষণে প্রদীপ্ত-পাবকের ন্যায়, তোমাকে শত্রু-বিজয়ী ও পূর্ণ-মনোরথ দেখিয়া, আমার অতুল আনন্দ হইতেছে। রামচন্দ্র, তুমি যে সমুদায় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ, তাহা আমার কিছুই অবিদিত নাই। তুমি ব্রাহ্মণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমুদায় তাপসগণের রক্ষার নিমিত্ত জনস্থানে রাক্ষস-বধ করিয়া অসীম যশ উপার্জ্জন করিয়াছ; মৃগরূপ-মারীচ-দর্শন, সীতা-হরণ, কবন্ধ-দর্শন, পম্পা-দর্শন, সুগ্রীবের সহিত সখ্য, বালি-বধ, সীতার অনুসন্ধান, হনুমানের তাদৃশ অদ্ভুত কর্ম্ম, সীতার অনুসন্ধান হইলে সমুদ্রে নল-কর্ত্তৃক সেতু-নির্ম্মাণ, প্রহৃষ্ট-বানর-বীরগণ-কর্ত্তৃক লঙ্কাদাহ, দেব-কণ্টক রাবণ নিহত হইলে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, রাবণের সৎকার, দেবগণের সহিত সমাগম, দেবরাজের বর-প্রদান, এতৎ সমুদায়ই আমি পরিজ্ঞাত আছি। রামচন্দ্র! আমিও অদ্য তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিব; অদ্য তুমি আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমার আশ্রমে বাস কর, কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।

রামচন্দ্র, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে তথাস্তু বলিয়া মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন যে বানরগণ যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানে বৃক্ষ-সমুদায় যেন অকালেও ফল প্রসব করে; বৃক্ষে বৃক্ষে যেন মধু উৎপন্ন হয়; যে সমুদায় বৃক্ষ নিষ্ফল ও পুষ্পহীন অথবা শুষ্ক, তাহাও যেন ফল-পুষ্প ও পত্রে সুশোভিত হয়; সকল বৃক্ষেই যেন মধুক্ষরণ হইতে থাকে।

মহাতপা ভরদ্বাজ রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন, এবং কহিলেন, রঘুনাথ! আমার প্রসাদে তোমার এই দুর্লভ মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র এইরূপ বর লাভ করিয়া সেই রাত্রি সেই স্থানে সুখে বাস করিলেন। পরে রজনী প্রভাত হইলে যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, সেই সময় মহানুভব রামচন্দ্র, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে তিনি প্রিয়-কার্য্যাভিলাষী ত্বরিত-বিক্রম মতিমান হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বানর-বীর! এই দিকে আইস; তুমি আমার প্রেরিত হইয়া অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক যশস্বী কুমার ভরতকে আমাদিগের কুশল-সংবাদ বল; এবং ইক্ষ্বাকু-বংশের সমুদায় কুশল-সংবাদ জানিয়া আইস। তুমি শৃঙ্গবের-পুরে বনচারী নিষাদাধিপতি গুহের নিকট গমন করিয়া, আমার কুশল-সংবাদ বলিবে। আমি বিগত-জ্বর ও নীরোগ হইয়া কুশলে আছি শুনিলে, নিষাদাধিপতি প্রীত হইবেন; কারণ তিনি আমার প্রাণ-সদৃশ সখা।

বানর-বীর! তুমি অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক প্রথমত ভরতের সংবাদ লইবে, এবং প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে ভরতকে বলিবে যে, রামচন্দ্র, ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া কুশলে আসিয়াছেন। মহাবল রামচন্দ্র, রাক্ষস-রাজ

বিভীষণের সহিত, এবং বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত, শত্রু-সংহার করিয়া, অসীম যশোরাশি উপার্জ্জন পূর্ব্বক, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বানর-বীর! মহাবল রাবণ কর্ত্তৃক সীতার হরণ, সুগ্রীব-সমাগম, বালি-বধ, তোমা দ্বারা সীতার অনুসন্ধান, নদ-নদী-পতি-সাগর-লঙ্ঘন, সাগরের সাহায্য, সাগরে সেতু-নির্ম্মাণ, সংগ্রামে রাবণ-বধ, দেবরাজ কর্ত্তৃক, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ও বরুণ কর্ত্তৃক বর-দান, প্রেত-রাজের অনুগ্রহ, পিতা দশরথের সহিত আমার সমাগম, এই সমুদায় বৃত্তান্ত তুমি নিবেদন করিলে ভরত যাহা বলেন, তাহা তুমি শ্রবণ করিয়া আসিবে। মহাযশা ভরতের কিরূপ ভাব, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি, তিনি কিরূপভাবে রাজ্য-শাসন করিতেছেন, এই সমুদায় বিষয় ও সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা, মুখবর্ণ দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা, কথোপকথন দ্বারা ও ইঙ্গিত দ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে। তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল সর্ব্ব-কাম-সম্পন্ন পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য, কাহার মন না আকর্ষণ করে!

পবন-নন্দন! তুমি ভাব-ভঙ্গী দ্বারা যদি বুঝিতে পার যে, শ্রীমান ভরতের রাজ্যে প্রয়াস আছে, তাহা হইলে তিনিই চিরকাল সমগ্র ভূমণ্ডল শাসন করুন। তুমি তাঁহার কার্য্য ও মনোগত ভাব বুঝিয়া, আমরা আর অধিক দূর না যাইতে যাইতে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। যদি তাঁহার রাজ্য-ভোগাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমি অযোধ্যায় না যাইয়া, এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইব।

মারুতে! কুমার ভরতের মন কখনই এরূপ বিকৃত হয় নাই; পরন্তু নীতি-শাস্ত্রানুসারে রাজার কর্ত্তব্য বলিয়াই, আমি তোমাকে চিত্ত-পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইতেছি। মহাত্মা ভরত, যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা তিনি কখনই অতিক্রম করিবেন না; তিনি দেহবান ধর্ম্ম, তিনি কখনই সৎপথ হইতে বিচলিত হইবেন না। ভরতের মনোগত ভাব, সমুদায়ই আমি অন্তঃকরণ দ্বারা জানিতে পারিতেছি; কুমার ভরত আমার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারেন, সন্দেহ নাই। ভরতের স্বকৃত কার্য্যে কিছুমাত্রও দোষ নাই; আমি যে, নির্দ্দোষের দোষ অনুসন্ধান করিতেছি, তাহাতেও কোন দোষ লক্ষিত হইতেছে না।

মহাবল পবননন্দন হনুমান, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইপ্রকার আদিষ্ট হইয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে প্রণাম পূর্ব্বক ভুজগেন্দ্রালয়-ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা পার হইয়া মনুষ্য-রূপ ধারণ পূর্ব্বক, শৃঙ্গবের-পুরে গমন করিলেন; তিনি গুহের নিকট গমন করিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে সুস্নিগ্ধ-বচনে কহিলেন, নিষাদ-পতে! আপনকার সখা সত্য-পরাক্রম মহাবীর রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকেকুশল-সংবাদ জানাইতেছেন।

নিষাদ-রাজ গুহ, হনুমানের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে হর্ষ-গদ্গদ-বচনে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, রামচন্দ্র কোথায়? বৈদেহী কোথায়? ধৃতিমান লক্ষ্মণ কোথায়? জল-বর্ষণে যেরূপ পৃথিবী

পরিতৃপ্ত হয়, আপনকার বাক্যে আমিও সেইরূপ পরম আহ্লাদিত হইলাম। তখন হনূমান যথাযথ-রূপে কহিলেন, রামচন্দ্র, মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্যানুসারে তাঁহার আশ্রমে গত-রাত্রি যাপন করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি ভরদ্বাজের নিকট বিদায় লইয়া আসিলে, অদ্যই আপনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, এই কথা বলিয়াই অবিচারিত-চিত্তে মহাবেগে লম্ফ প্রদান করিলেন। পরে তিনি রামতীর্থ, শাল্মকিনী-নদী, জাম্বুথী-নদী, গোমতী-নদী ও ভীষণ শালবন দর্শন পূর্ব্বক, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার একক্রোশ দূরে নন্দিগ্রামের সন্নিধানে প্রফুল্ল-কুসুম-সুশোভিত বৃক্ষ-সমুদায় দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি নন্দিগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ভ্রাতৃ-ব্যসন-কর্ষিত মল-দিগ্ধাঙ্গ অতীব-দীন অতীব-কৃশ আশ্রমবাসী জটামণ্ডল-ধারী ভরত, রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল অগ্রবর্ত্তী করিয়া পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি চতুর্ব্বর্ণকেই সর্ব্বতোভাবে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশুদ্ধাচার পুরোহিতগণ, অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান যোধপুরুষগণ, কাষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক, তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। পৌরগণ, পৌরবৎসল কাষায়-বসন-ধারী রাজকুমার ভরতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করে নাই।

অনন্তর হনুমান, পিতৃদুঃখে একান্ত কাতর, রাম-চিন্তায় পরিক্ষীণ, শরীরী ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সৌম্য! যিনি চীর-জটা-ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছেন বলিয়া আপনি নিয়ত অনুশোচনা করিয়া থাকেন, সেই রামচন্দ্র আপনাকে কুশল-সংবাদ বলিতেছেন। মহাবল রামচন্দ্র, রাবণ-বধ করিয়া মৈথিলীকে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক পূর্ণ-মনোরথ হইয়া, মহাতেজা লক্ষ্মণ, যশস্বিনী সীতা ও মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। মহাবাহো! কর্ষক যেরূপ উত্তম-বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, আপনিও সেইরূপ রামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

রাজকুমার! শীঘ্র উত্থিত হউন, আপনকার মঙ্গল হউক। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু ত্রিলোক আক্রমণ পূর্ব্বক, যেরূপ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, আপনকার ভ্রাতা রামচন্দ্রও সেইরূপ ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়া আপনকার নিকট আসিতেছেন। ঐ দেখুন, তরুণাদিত্য-সদৃশ, মনের ন্যায় বেগ-সম্পন্ন, রামচন্দ্রের বাহন হংসযুক্ত বিমান অতি-দূরে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

পবননন্দন হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, কৈকেয়ী-নন্দন ভরত, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন; কিন্তু হর্ষাতিশয়-নিবন্ধন মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরত, মুহূর্ত্তকাল পরে উত্থিত হইয়া, প্রিয়বাদী হনুমানকে কহিলেন, আপনি দেব বা মনুষ্য, কে কৃপা করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? পরে তিনি প্রিয়-নিবেদন-সম্ভূত প্রীতিময় আনন্দাশ্রু দ্বারা বানর-বীরের শরীর অভিষিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার

কহিলেন, সৌম্য! আপনি যে, এই প্রিয় সংবাদ কহিলেন, তজ্জন্য পারিতোষিক-স্বরূপ আপনাকে শতসহস্র ধেনু, একশত গ্রাম, সৎকুল-সম্ভূতা শুভাচারা পরিণয়-যোগ্যা ষোড়শ কন্যা, এবং প্রত্যেক কন্যার নিমিত্ত চন্দ্রনিভাননা সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্না সৎকুল-সম্ভূতা একশত দাসী প্রদান করিতেছি; এতদ্ব্যতীত আপনাকে দুই সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা ও একশত দাসী স্বতন্ত্র দিতেছি; আপনি আর যাহা প্রার্থনা করেন, বলুন, আমি এখনই তৎসমুদায় প্রদান করিতেছি।

দশাধিকশততম সর্গ।

ভরত-প্রহর্ষণ।

[ভরত কহিলেন,] আমি অদ্য বহু বৎসরের পর শ্রুতি-রসায়ন প্রীতিকর এই বাক্য শ্রবণ করিলাম যে, অদ্য আর্য্য রামচন্দ্রের দর্শন-লাভ হইবে! অদ্য আমি শ্রবণেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর রামচন্দ্রের বাক্য শুনিতে পাইব! একটি লৌকিক প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে যে, বাঁচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ উপস্থিত হয়।

কুমার ভরত প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে এইরূপ বলিয়া, মহাবল হনুমানকে কহিলেন, বানর-বীর! রামচন্দ্রের সমুদায় বৃত্তান্ত আমার নিকট যথাযথ বল। আমি যদিও চার-নিয়োগ দ্বারা রাম-রাবণের যুদ্ধ-বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এবং যুদ্ধ-যাত্রারও উদ্‌যোগ করিতেছিলাম, তথাপি তুমি রামচন্দ্রের নিকট হইতে আগমন করিয়াছ; তোমার প্রতি আমার বিশেষ বিশ্বাস আছে; এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বল। পবননন্দন হনুমান, পরিতুষ্ট রাজকুমার ভরত কর্ত্তৃক সমাদর-সহকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া সমুদায় রাম-চরিত সংক্ষেপে বলিতে আরম্ভ করিলেন; এবং কহিলেন, রাজকুমার! আপনকার পিতা আপনকার জননীকে বর প্রদান করিলে, রামচন্দ্র যেরূপে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেরূপে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যেরূপে আপনি দূত দ্বারা মাতামহ-গৃহ হইতে ত্বরায় আনীত হইয়াছেন, যেরূপে আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক, রাজ্যগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপে আপনি ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া চিত্রকূট-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক শত্রুসংহারী রামচন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছিলেন, বনচারী রামচন্দ্র যেরূপে আপনকার প্রার্থনায় অসম্মত হইয়াছিলেন, যেরূপে আপনি তাঁহার পাদুকা-যুগল গ্রহণ পূর্ব্বক, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তৎসমুদায় আপনকার অবিদিত নাই।

মহাবাহো! আপনি প্রত্যাগমন করিলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল নির্জ্জন দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা গহন-বনে প্রবেশ করিতেছেন, এমত সময় বিরাধ-নামক মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষস, সম্মুখে

দৃষ্ট হইল। মহাবীর রামচন্দ্র, শব্দায়মান মাতঙ্গের ন্যায় সেই মহাকায় রাক্ষসকে বিনাশ পূর্ব্বক তাহার শরীর ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ করিয়া গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া সায়ংকালে মহর্ষি শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, তাপসগণের অর্চ্চনা করিয়া, জনস্থানে গমন করিলেন। সেখানে তিনি, মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রণাম পূর্ব্বক, তাঁহার আদেশ অনুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা শূর্পণখা নামে রাক্ষসী, আত্ম-প্রদান-লোভে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নিকট প্রার্থনা করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, হাস্য করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। সে নিরস্তা না হওয়ায় লক্ষ্মণ তাহার কর্ণনাসা ছেদন পূর্ব্বক, বিকৃত-মুখী করিয়া দিলেন। তখন শূর্পণখা কাতর হইয়া ভ্রাতা খরের শরণাপন্ন হইল। তখন রামচন্দ্র একাকী জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস ও খর-দূষণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর শূর্পণখা, লোক-রাবণ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া জনস্থান-বধ-বৃত্তান্ত ও জানকীর অলোক-সামান্য-রূপ-লাবণ্য-বিবরণ নিবেদন করিল।

অনন্তর রাবণ, তাদৃশ ঘোর-দারুণ অপ্রিয়-কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ-বিক্রম রাক্ষসবর মারীচের নিকট গমন করিল; এবং কহিল, প্রিয়সুহৃৎ! আমি কিরূপে সীতাকে লাভ করিতে পারি? আমি জ্ঞাত আছি, তুমি সকল কার্য্যেই সমর্থ; তুমি অদ্যই দণ্ডকারণ্যে গমন পূর্ব্বক রৌপ্য-বিন্দু-বিচিত্রিত কাঞ্চনময়-মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে থাক। সুন্দরী সীতা, অবশ্যই লোভ-পরতন্ত্রা হইয়া রামকে বলিবে যে, অহো! এই মৃগের রূপ কি অদ্ভুত! পৃথিবীর মধ্যে সুদুর্লভ অতীব-মনোহর এই বিচিত্র মৃগচর্ম্ম যদি আমি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমার পরিতোষের পরিসীমা থাকে না। সীতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাম, অবশ্যই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে; এইরূপে রাম দূরে নীত হইলে, লক্ষ্মণকেও কৌশল দ্বারা দূরে লইয়া যাইবে; তখন আমি নির্ব্বিঘ্নে অনায়াসে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। এইরূপ করিলে, জনস্থান-বধের প্রতিকার করা হইবে।

মারীচ যদিও রামচন্দ্রের বল অবগত ছিল, তথাপি সে ভয়ক্রমেই রাবণের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিল; সে তখন মৃগরূপ ধরিয়া, মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দূরে লইয়া গেল; এই সময় রাবণ সীতাকে লইয়া, আকাশ-পথে উত্থিত হইল। সীতা, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তোমার পিতার সখা মহাবল গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতার উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া, রাক্ষস-রাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন;

তখন লোক-রাবণ রাবণ, তাঁহাকে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনাশ করিল। এই সময় অনাথা সীতা, রামচন্দ্রের দর্শন-লালসায় বৃক্ষ-গুল্মে ধাবমানা হইতেছিলেন; কিন্তু, আকাশ-মণ্ডলে গ্রহ যেরূপ রোহিণীকে আক্রমণ করে, ত্বরান্বিত হইয়া দশাননও সেইরূপ সীতাকে গ্রহণ করিল।

অনন্তর রাক্ষস-রাজ রাবণ, সুবর্ণ-বর্ণা জানকীকে লইয়া ত্রিকূট-শিখর-স্থিতা লঙ্কা-পুরীতে প্রবেশ করাইল; এবং সুবর্ণময় সমুজ্জ্বল অপূর্ব্ব গৃহে তাঁহাকে রাখিয়া বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে বৃথা সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

এদিকে রামচন্দ্র যখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, তখন গৃধ্ররাজের মুখে শুনিলেন যে, রাক্ষস-রাজ রাবণ, সীতাকে একাকিনী দেখিয়া, বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। তিনি, পিতার প্রিয়সখা মহাত্মা গৃধ্র-রাজের সৎকার করিয়া, মন্দাকিনী-সমীপস্থিত কুসুমিত কানন-সমুদায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিচরণ করিতে করিতে, মহারণ্য-মধ্যে লোম-হর্ষণ একটা কবন্ধের হস্তে পতিত হইলেন; তাঁহারা উভয়ে খড়্গ দ্বারা ঐ কবন্ধকে ছেদন করিলেন।

অনন্তর সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, কবন্ধের উপদেশানুসারে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইলেন; সুগ্রীব ও রামচন্দ্র, পরস্পর পরস্পরের উপকার-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন রামচন্দ্র, নিজ-ভুজ-বীর্য্যে মহাকায় মহাবল বালীকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহাবল বানর-রাজ সুগ্রীবও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, রাজ-নন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন।

অনন্তর মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে দশকোটি বানর, নানা-দিকে সীতার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমরা শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে উপবিষ্ট আছি, এমত সময় বালি-পুত্র যুবরাজ অঙ্গদ, পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় গৃধ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা মহাবীর্য্য সম্পাতি বলিয়া দিলেন যে, সীতা রাবণ-ভবনে রহিয়াছেন; তখন আমি দুঃখ-সন্তপ্ত জ্ঞাতিগণের দুঃখ-অপনয়নের নিমিত্ত, নিজ বীর্য্য অবলম্বন করিয়া একলম্ফে শত-যোজন সাগর উত্তীর্ণ হইলাম। আমি লঙ্কায় গিয়া দেখিলাম, অশোক-বনিকা-মধ্যে কৌষেয়-বসনা মলিনা ব্রত-পরায়ণা-নিরানন্দা সীতা একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট অভিজ্ঞান-মণি লইয়া কৃতকৃত্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং বহুসংখ্য রাক্ষস-বীর বিনাশ পূর্ব্বক সমুদায় লঙ্কা বিমর্দ্দিত ও দগ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম।

এইরূপে আমি মহাবীর রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই সমুজ্জ্বল মহামণি প্রদান করিলাম। রামচন্দ্র, সীতা-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়

হইলেন; এবং অমৃতপায়ী আতুরের ন্যায়, জীবনের আশা করিলেন। অনন্তর প্রলয়-কালীন বহ্নি যেমন সমুদায়-লোক-সংহারে প্রবৃত্ত হয়, রামচন্দ্রও সেইরূপ লঙ্কা-সংহারে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ-যাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া বানর-যূথপতি বিশ্বকর্ম্ম-তনয় নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিলেন; অল্পকাল-মধ্যেই বানর-সৈন্যগণ, সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইল। নীল প্রহস্তকে, লক্ষ্মণ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে, এবং স্বয়ং রামচন্দ্র, কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ করিলেন।

পরে রামচন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণের নিকট আমাদের সকলের হিতকর বর লাভ করিলেন; পরে পিতা দশরথের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করিয়া পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি ত্বরা পূর্ব্বক প্রয়াগে গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট অবস্থান করিতেছেন; আপনি কল্য পুষ্যাযোগে নির্ব্বিঘ্নে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

ভরত-সমাগম।

শত্রু-সংহারক সত্যসন্ধ ভরত, হনূমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে পরম-আনন্দিত শত্রুঘ্নের প্রতি আদেশ করিলেন যে, শত্রুঘ্ন! নগরে যত দেবালয় ও যত দেবতা আছেন, বিশুদ্ধাচার জনগণ, গন্ধ-মাল্য ও বাদ্য দ্বারা সমুদায় অর্চ্চনা করুন। স্তুতি-পাঠক পুরাণজ্ঞ সূতগণ, বৈতালিকগণ ও বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ, রামচন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হউন। কলাকুশল গণিকাগণ, সঙ্গীত ও বাদ্য করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট অগ্রসর হউক। উন্নতানত স্থান-সমুদায় সমতল করিতে আজ্ঞা দেও। এই নন্দিগ্রাম হইতে সমুদায় স্থান, পুষ্প ও লাজ দ্বারা অবকীর্ণ করিতে বল। নগরীর সমুদায় রথ্যাতে এবং সমুদায় গৃহেই যেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ধ্বজ-পতাকা শোভমান হয়। সহস্র সহস্র পৌরগণ সুগন্ধ পুষ্প-সমূহ ও পঞ্চবর্ণক-সমূহ অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে রাজপথে নিক্ষেপ করুক। রাজ-মহিলাগণ, অমাত্যগণ, সৈন্যগণ, প্রজাগণ ও সমুদায় নগর-বাসিনী রমণীরা রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হউন।

শত্রু-সংহারক শত্রুঘ্ন, ভরতের আজ্ঞানুরূপ সমুদায় কার্য্য বিশেষরূপে সুসম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ, সুবর্ণ-কক্ষ ও সুবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত ঘণ্টাযুক্ত সহস্র সহস্র নাগ ও সহস্র সহস্র করেণুতে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। মহামতি ভরতও মহারথে ও সহস্র সহস্র তুরগে আরূঢ় মন্ত্রিগণে ও যোধ-পুরুষগণে পরিবৃত হইয়া

গমন করিতে লাগিলেন। শক্তি ঋষ্টি পাশ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী সহস্র সহস্র পদাতিও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। সুধার্ম্মিক দলপতি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিক জনগণ, মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। বন্দিগণ স্তুতি-পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পরম ধার্ম্মিক ভরত, রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল মস্তকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে শুক্লমাল্য-বিভূষিত শ্বেতচ্ছত্র এবং সুবর্ণ-ভূষিত মহামূল্য শুক্ল-বালব্যজন নীত হইতে লাগিল। মহাত্মা ভরত এইরূপে মন্ত্রিগণের সহিত, রামচন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি দশরথ-মহিলাগণ, বহুবিধ যানে আরূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রার যান, অগ্রে অগ্রে নীত হইল। অশ্বগণের খুর-শব্দে, রথনেমি-নির্ঘোষে এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-নিনাদে মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিল। এই সময় অযোধ্যাপুরীর সমুদায় ব্যক্তি ও সমুদায় সজ্জা নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইল।

অনন্তর মহাত্মা ভরত, বানরবীর হনূমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কপিকুঞ্জর! তোমার কি-স্বজাতি-সুলভ-চঞ্চলতা অপনীত হয় নাই! কৈ পরন্তপ আর্য্য রামচন্দ্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না! হনূমান তখন কহিলেন, রঘুনন্দন! বৃক্ষ-সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; ঐ দেখুন, তপঃসিদ্ধ ধীমান মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে, অফল বৃক্ষসমুদায়ও কুসুমিত ও ফলভারাবনত হইয়াছে। সমুদায় বৃক্ষেই মধুক্ষরণ হইতেছে। আপনি রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত যখন সসৈন্যে গমন করেন, সেই সময় যিনি সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু দ্বারা আপনকার অতিথি-সৎকার করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি ভরদ্বাজই এক্ষণে এইরূপ বর দিয়াছেন।

পরন্তপ! ঐ দেখুন, প্রহৃষ্ট বানরগণের শব্দ শুনা যাইতেছে; আমার বোধ হয় এক্ষণে বানর-সেনা গোমতী-নদী পার হইতেছে; ঐ দেখুন, মন্দাকিনীর নিকট ধূলিপটল উড্ডীন হইয়াছে; বোধ হয়, বানরগণ শালবন বিলোড়িত করিতেছে; ঐ দেখুন, আকাশ-তলে যেন চন্দ্র উদয় হইয়াছে; উহাই দিব্য পুষ্পক-বিমান; পূর্ব্বে ব্রহ্মা মনোদ্বারা উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রসাদে কুবের ইহা প্রাপ্ত হয়েন; মহাত্মা রামচন্দ্র, কুবের-বিজয়ী রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া ঐ কামগামী দিব্য বিমান লাভ করিয়াছেন; ঐ বিমানে মহাবীর রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, বৈদেহী, ঋক্ষ-বানর-পরিবৃত মহাতেজা সুগ্রীব ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন।

অনন্তর দিব্য বিমান দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া, 'ঐ রাম আসিতেছেন! ঐ রাম আসিতেছেন!' বলিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দাতিশয়-নিবন্ধন মহাশব্দ করিয়া উঠিল। এই

গগন-ভেদী মহান শব্দ, দেবলোক পর্য্যন্ত গমন করিল। মানবগণ যেরূপ চন্দ্র দর্শন করে, অযোধ্যা-বাসী সকলেই সেইরূপ রথ তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়-মান হইয়া বিমানস্থিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল। এই সময় ভরত প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্রের দিকে অগ্র-সর হইলেন, এবং যথাযথ স্বাগত-প্রশ্নাদি দ্বারা রামচন্দ্রের পূজা করিলেন। তৎকালে ব্রহ্ম-মানস-বিনির্ম্মিত বিমানে আরূঢ় প্রফু-ল্লাক্ষ লক্ষ্মণাগ্রজ রামচন্দ্র দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে অবনত-মস্তক হইয়া, মেরু-শিখরস্থ দিবাকরের ন্যায় বিমান-স্থিত রাম-চন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। এই সময় রামচন্দ্র, সত্যসন্ধ ভরতকে বিমানে তুলিয়া লইলেন। ভরতও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রমুদিত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র বহুকালের পর দৃষ্ট ভরতকে তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া প্রীত-হৃদয়ে আলিঙ্গন করি-লেন। পরে মহাত্মা ভরত সংযতহৃদয়ে দেবী সীতার চরণে প্রণাম করিয়া সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃ-তিকেও আলিঙ্গন করিলেন। কামরূপী বানর-বীরগণও মনুষ্য-রূপধারণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভরত সান্ত্বনা-বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ সৌভাগ্যক্রমে আপনকার সাহা-য্যেই সুদুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে। এই সময় শত্রুঘ্ন বিনীত-ভাবে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ সীতার চরণ বন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র, বাষ্পাকুল-লোচনা নিয়ম-স্থিতা কৃশা বিবর্ণা শোক-কর্ষিতা মাতা কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া আনন্দ-বর্দ্ধন পূর্ব্বক, তাঁহর চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি যশস্বিনী সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিয়া সচিবগণ-পরি-বৃত-বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং শাশ্বত ব্রহ্মার ন্যায় বিরাজমান সেই মহর্ষি বশি-ষ্ঠের চরণে প্রণাম করিলেন। এই সময় উপস্থিত ধরণীতলস্থ প্রজাগণ, উদিত দিবাকরের ন্যায় বিমান-স্থিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল। তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন মহাবাহো রামচন্দ্র! আপনকার কুশল? রামচন্দ্র দেখিলেন, সহস্র সহস্র পৌরগণ, পদ্মমুকুলের ন্যায় অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

অনন্তর হংসযুক্ত মহাবেগ কামগামী বিমান, রামচন্দ্রের কামনানুসারে মহীতলে নিপতিত হইল। এই সময় ধর্ম্মজ্ঞ ভরত, রামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল লইয়া তাঁহার চরণে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন; এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, নাথ! আপনি কি আমা-দিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকেন! আমি আপনকার ভয়ে এবং আপনকার আজ্ঞানু-সারেই রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম; ভোগ করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই; আপনকার ন্যাস-স্বরূপ এই অখণ্ড রাজ্য অদ্য আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম; অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল; অদ্য আপনাকে অযোধ্যায়

আগমন পূর্ব্বক নিজ রাজ্য গ্রহণ করিতে দেখিলাম; অদ্য আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি ভোগ্য বস্তু, ধনাগার ও সৈন্য-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করুন; আমি আপনকার তেজে সমুদায়ই দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি। ভ্রাতৃ-বৎসল ভরতকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া, রাক্ষস-রাজ বিভীষণ ও বানর-বীরগণ নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া সেই বিমান দ্বারাই সসৈন্যে ভরতাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, সৈন্যগণের সহিত মহীতলে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং কামগামী বিমানকে কহিলেন, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি যক্ষরাজ কুবেরের নিকট গমন কর। রামচন্দ্র এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র বিমান উত্তরমুখ হইয়া ধনদালয়ে গমন করিল।

অনন্তর কুবের যখন দেখিলেন যে, তাঁহার নিজ বিমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি কহিলেন, বিমান! এক্ষণে তুমি রামচন্দ্রেরই বাহন হও; আমি যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার নিকট আসিবে। কুবের এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র বিমান পুনর্ব্বার রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুবেরের প্রসংশা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রামাভিষেক।

অনন্তর শত্রুসংহারী ধর্ম্মবৎসল মহাতেজা রাজ-কুমার ভরত, মহাবল জাম্ববান, সুষেণ, কেশরী ও সুগ্রীবকে বিনয়-সহকারে নমস্কার করিলেন। পরে তিনি বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া বিনীত-ভাবে কহিলেন, বানর-রাজ! আমরা চারি ভ্রাতা ছিলাম, এক্ষণে তোমাকে লইয়া পাঁচ ভ্রাতা হইলাম; কারণ সৌহার্দ্দ ও উপকার দ্বারাই লোকে মিত্রতা হইয়া থাকে।

অনন্তর কৈকেয়ী-নন্দন মহাতেজা ভরত, মস্তকে অঞ্জলিধারণ পূর্ব্বক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমার জননীর সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে আপনি আমাকে যেরূপ দিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আপনাকে এই রাজ্য পুনর্ব্বার প্রদান করিতেছি। বলবান বৃষভ যে ভার বহন করিতে পারে, দুর্ব্বল বৃষ যেমন সেই ভার কোন ক্রমেই কখনই বহন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আমিও সেইরূপ এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি। মহাজলপ্রবাহে সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ বহির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ এই দুর্ব্বহ রাজ্যে অনেক ছিদ্র আছে; আমি কোন ক্রমেই ইহা রক্ষা করিতে সমর্থ নহি। অরিন্দম! গর্দ্দভ যেরূপ অশ্বের ন্যায় গমন করিতে পারে না, বায়স যেরূপ হংসের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়

না, আমিও সেইরূপ কোন ক্রমেই আপনকার ন্যায় কার্য্য করিতে পারক নহি।

ভবনমধ্যে যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়, এবং ক্রমে ঐ বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি ক্রমশ তাহার দুরারোহ স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা এবং পুষ্পও উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে যদি ঐ বৃক্ষে ফল না হয়, তাহা হইলে যে উদ্দেশে ঐ বৃক্ষটি রোপিত হইয়াছিল, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না। মহারাজ! আপনকার প্রতিই এই উপমা প্রদর্শিত হইতেছে; কারণ আপনি সর্ব্ব-রাজ-গুণ-সম্পন্ন হইয়াও অস্মাদৃশ ভৃত্যগণকে প্রতি-পালন করিতেছেন না।

আর্য্য! অদ্য পৃথিবীর সমুদায় রাজগণ, মধ্যাহ্নকালীন প্রতাপবান দীপ্ততেজা আদিত্যের ন্যায়, আপনাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত দেখুন; অদ্য আপনি রজনী-শেষে কাঞ্চী-নূপুর-নিস্বন-মধুর সঙ্গীত-মিশ্রিত তূর্য্যসংঘাত-নিনাদ দ্বারা প্রতিবোধিত হউন; এবং যথা-সময়ে রাজোচিত শয্যায় শয়ন করুন। বসু-ন্ধরায় যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের আবাস আছে, আপনি ততদূর পর্য্যন্ত একাধিপত্য করুন।

অবিতথ-পরাক্রম রামচন্দ্র, ভরতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, তাহাতে সম্মত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় শত্রুঘ্নের আদেশ অনুসারে সুখহস্ত ত্বরিত-কর্ম্মা নাপিত-গণ, রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, জটা অপনয়ন পূর্ব্বক ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে লাগিল। তৎপরে প্রথমত ভরত, পশ্চাৎ মহাবল লক্ষ্মণ, তৎপরে বানররাজ সুগ্রীব, তদনন্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ, ক্ষৌরী ও স্নাত হইলে, বিশোধিত-জট শুক্ল-মাল্যানুলেপনধারী দিব্যা-ভরণ-ভূষিত সমুজ্জ্বল-কুন্তল-বিরাজিত মহার্হ-বসন-সম্বীত রামচন্দ্র, দেবতার ন্যায় সমুজ্জ্বল-শরীর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র, নন্দিগ্রামে ভ্রাতৃগণের সহিত জটা-মোচন করিলে, দশরথ-মহিলাগণ, আপনারা স্বয়ংই সীতার মনোরম অঙ্গরাগ করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কৌশল্যা প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে যত্ন পূর্ব্বক সমুদায় পুত্রবধূদিগকেই সর্ব্বাংশে ভূষিত করিয়া দিলেন। সারথি সুমন্ত্র, শত্রুঘ্নের বাক্যানুসারে সর্ব্বাঙ্গ-ভূষিত আদিত্য-মণ্ডল-সদৃশ দিব্য রথ যোজনা পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। সত্য-পরাক্রম মহা-বাহু রামচন্দ্র, রথ উপস্থিত দেখিয়া তাহাতে আরূঢ় হইলেন; এবং লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে রথ-স্থিত দেখিয়া সমুজ্জ্বল-শরীরে তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ভরত, সারথির স্থানে থাকিয়া অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করিলেন; শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিলেন; লক্ষ্মণ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে ঋষিগণ, দেবগণ ও মরুদ্গণ, মধুরস্বরে রাম-চন্দ্রের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব, পর্ব্বত-সদৃশ প্রকাণ্ডকায় শত্রুঞ্জয়-নামক কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন; অন্যান্য বানর-বীরগণও মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বা-ভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র সহস্র মাতঙ্গে আরূঢ় হইলেন। শঙ্খ ভেরী ও দুন্দুভি-নিনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইল। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, পৌরগণকে প্রহর্ষিত করিয়া গমন করিতে

লাগিলেন। অযোধ্যা-স্থিত দশরথ-সচিবগণ, রামচন্দ্র আসিতেছেন শুনিয়া, পুরোহিতকে কহিলেন, আপনারা রামচন্দ্রের ও নগরের মঙ্গলের নিমিত্ত যথাবিধানে যথারীতি দ্রব্য-সমুদায় আয়োজন করুন; রাজ্যার্হ মহাত্মা রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় মাঙ্গলিক কার্য্য আবশ্যক, আপনারা তৎসমুদায় সম্পাদনে, সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হউন।

মন্ত্রিগণ সকলে পুরোহিতগণের প্রতি এইরূপ ভার অর্পণ করিয়া, রামচন্দ্র-দর্শন-লালসায়, অগ্রসর হইয়া নগরের বাহিরে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভমান-শরীর রামচন্দ্র, অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, আগমন করিতেছেন। তাঁহারা মহারাজ রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া, ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত মহাত্মা রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রগণ-পরিবৃত দ্বিজরাজ যেরূপ শোভমান হয়েন, রামচন্দ্রও সেইরূপ অমাত্য, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, জ্ঞাতি ও স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। স্বস্তিকহস্ত ব্রাহ্মণগণ সুমধুর আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মাঙ্গলিক স্তব করিতে করিতে প্রমুদিত-হৃদয়ে রামচন্দ্রের সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন; অক্ষত, কাঞ্চন, ধেনু, কন্যা, ব্রাহ্মণ ও মোদক-হস্ত মনুষ্যগণ রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থাপিত হইল।

মহাবীর রামচন্দ্র, গমন করিতে করিতে সুগ্রীবের সৌহার্দ, হনুমানের প্রভাব ও বানরগণের অসাধারণ কর্ম্ম, মন্ত্রিগণের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা-পুরবাসী জনগণ, বানরদিগের তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম ও রাক্ষসদিগের অলোক-সামান্য বলবীর্য্য, শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। অনুচরবর্গে পরিবৃত রামচন্দ্র, এইরূপ বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট জনে সমাকীর্ণ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; তৎকালে অযোধ্যাপুরী পতাকা-মালায় সুশোভিত, এবং রাজপথ ও রথ্যাসমুদায় চন্দন দ্বারা সিক্ত ও কুসুম-সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধ সকলেই নিরন্তর-ভাবে রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল; পথিপ্রান্ত, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, উদ্যান ও উপবন সমুদায় জনপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছিল।

এই সময় পুরবাসিনী রমণীরা রামচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া বলিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের সহিত আপনকার দর্শন-লালসায়, অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিলাম; এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে দেবতারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রঘুনন্দন! দেবী কৌশল্যা আপনকার নিমিত্ত যার পর নাই পরিতাপ করিয়াছেন; এবং পুরবাসী সকলেই, কৌশল্যার ন্যায় সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল।

রামচন্দ্র! আপনি ব্যতিরেকে এই অযোধ্যাপুরী সূর্য্য-রহিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, হৃত-রত্ন মহাসাগরের ন্যায়, চন্দ্র-বিরহিত শর্ব্বরীর ন্যায়, শোভা-হীন ও শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। মহাবাহো! আপনি উপস্থিত হওয়াতে অদ্য এই অযোধ্যা, রাজ্য-লোলুপ শত্রুগণের পক্ষে প্রকৃত-প্রস্তাবেই অযোধ্যা হইল।

রামচন্দ্র! আপনি বনগমন করিলে, আমরা এই পুরীমধ্যে বাস করিয়াছি বটে, কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসর, আমাদের পক্ষে চতুর্দ্দশ শত বৎসরের ন্যায় সুদীর্ঘ হইয়াছিল।

মহানুভব রামচন্দ্র, নরনারীগণের মুখে এইপ্রকার প্রীতি-নিদর্শন স্নিগ্ধ-মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি, রমণীয় রাজপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমত পিতৃ-ভবনে প্রবেশ করিলেন; এই সময় দেবী কৌশল্যা, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের মস্তকে আঘ্রাণ পূর্ব্বক সীতাকেক্রোড়ে লইয়া চির-সঞ্চিত হৃদয়-স্থিত শোক সন্তাপ বিদূরিত করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র, ধর্ম্মচারী কুমার ভরতকে ধর্ম্মার্থ-সংহিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, সৌম্য! আমাদের যে অশোক-বন-পরিবৃত বৈদূর্য্য-কনকময়-শুভাসন-সমলঙ্কৃত প্রধান ভবন আছে, সেই স্থানে বানররাজ সুগ্রীব বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদ করুন। ভরত! অন্যান্য রাজা উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যে দিব্য উপস্থান-গৃহ আছে, তাহা উত্তম সুসজ্জিত করিয়া বিভীষণের আবাসের নিমিত্ত প্রদান কর; অন্যান্য বানরবীরগণকেও যথাভিলষিত এক একটি আবাসভবন প্রদান কর; বিলম্ব না হয়।

সত্য-বিক্রম ভরত, রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীবের হস্ত ধরিয়া সেই সুবিশাল মহাভবনে প্রবেশ করাইলেন। বিভীষণ ও অন্যান্য বানরবীরগণকেও যথাযথ আবাস প্রদান করিলেন। ক্ষিপ্রকারী পরিচারকগণ, শত্রুঘ্নের আজ্ঞানুসারে সমুদায় আবাস-গৃহেই পর্য্যঙ্ক, আস্তরণ ও তৈল-প্রদীপ প্রদান করিল।

অনন্তর ধীমান ভরত, সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! কল্য প্রাতেই পুষ্যা নক্ষত্রে রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে; অতএব তাহার আয়োজনের নিমিত্ত দূতগণের প্রতি আদেশ করুন। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবও জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী ও ঋষভ, এই চারি বানরবীরকে চরিটি রত্ন-বিভূষিত সুবর্ণ-কলস প্রদান করিলেন; এবং বলিয়া দিলেন, তোমরা কল্য প্রত্যুষেই এই ঘট-চতুষ্টয় চতুঃসাগর-জলে পূর্ণ করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শীঘ্র আগমন করিবে। পর্ব্বতাকার মহাবল বানরবীর-চতুষ্টয়, এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পবনের ন্যায় বেগে আকাশে উৎপতিত হইলেন; এবং সেই কলস-চতুষ্টয় দ্বারা বানররাজের আজ্ঞানুসারে চতুঃসাগরের জল আনয়ন করিলেন। তন্মধ্যে ঋষভ, দক্ষিণ সাগর হইতে রক্ত-চন্দন-শাখা-সংবৃত কাঞ্চন-ঘট-পূর্ণ জল আনয়ন করিলেন। জাম্ববান, পশ্চিম সাগর হইতে অগুরু-পল্লব-শোভিত রত্নকুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া দিলেন। পরাক্রমশালী বেগদর্শী, উত্তর সাগর হইতে প্রফুল্ল-শাখা-পল্লব-সুশোভিত জল-পূর্ণ কুম্ভ আনিলেন। সুষেণও ত্বরান্বিত হইয়া অঙ্গদ-কেয়ূর-মণ্ডিত কলস দ্বারা পূর্ব্ব সাগর হইতে জল আনয়ন করিলেন।

এইরূপে চতুঃসাগরের জল আনীত হইলে, শত্রুঘ্ন সচিবগণে পরিবৃত হইয়া, সমুদায় আভিষেচনিক দ্রব্য, পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ

গুরু বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, অভিজিন্মুহূর্ত্তে পুষ্যা-নক্ষত্রে প্রভাবশালী বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া মহর্ষি-বিহিত-বিধানানুসারে সীতার সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রকে, রত্ন-পীঠে পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করাইয়া, শাস্ত্র-বিধানানুসারে রামচন্দ্রের অভিষেক ব্রাহ্মণগণের নিকট নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সকলে সম্মতি প্রদান করিবামাত্র, বসুগণ যেরূপ দেবরাজ বাসবকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, বিজয়, কাশ্যপ, গোতম, কাত্যায়ন, তেজস্বী বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণও, সেইরূপ প্রসন্ন সুগন্ধ সলিল দ্বারা মহারাজ রামচন্দ্রের অভিষেক করিলেন। প্রথমত ঋত্বিগ্‌গণ ও ব্রাহ্মণগণ অভিষেক করিলে, পরে যথাক্রমে কন্যাগণ, প্রধান প্রধান যোধপুরুষগণ ও নভোমণ্ডলস্থ দেবগণ, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সাগর-সলিল ও নিগম-বিহিত সর্ব্বৌষধি-রস দ্বারা অভিষেক করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রামচন্দ্র অভিষিক্ত হইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিলেন; রাজকুমার শত্রুঘ্ন, শ্বেতচ্ছত্র ধরিলেন; বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ, প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে চন্দ্র-সদৃশ শুক্ল বালব্যজন গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সমীরণ, রামচন্দ্রকে শত-পুষ্করা সমুজ্জ্বলা কাঞ্চনময়ী মালা দিলেন। ধনাধ্যক্ষও দেবরাজের আজ্ঞানুসারে মণিরত্ন ও মুক্তাহার আনয়ন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। মহর্ষিগণ, জয়-শব্দ দ্বারা ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র যখন স্তূয়মান হয়েন, তখন সেই মধুর ধ্বনি চতুর্দ্দিক হইতে শ্রূয়মাণ হইতে লাগিল। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ধীমান মহারাজ রামচন্দ্রের অভিষেক হইলে, পৃথিবী শস্যবতী, ফল-সমুদায় সুস্বাদু ও পুষ্প-সমুদায় সুগন্ধ হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে ব্রাহ্মণগণকে, সহস্র সহস্র ধেনু, শত শত বৃষ, ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণমুদ্রা, বহু গ্রাম, যান, আভরণ, বস্ত্র, শয্যা, আসন প্রভৃতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি, অর্করশ্মি-সদৃশ-সুনির্ম্মল-মণি-ভূষিত দিব্য কাঞ্চন-মালা সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন; বালিপুত্র অঙ্গদকেও বৈদূর্য্যমণি-চিত্রিত বজ্রচিত্র-পরিষ্কৃত অঙ্গদযুগল দিলেন; পরে সীতাকে বহুমূল্য-মণি-সুশোভিত চন্দ্র-রশ্মি-সদৃশ সুনির্ম্মল মুক্তাহার, বহুমূল্য বসন ও বহুবিধ অপূর্ব্ব আভরণ প্রদান করিলেন।

অনন্তর দেবী সীতা, হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অপনার কণ্ঠ হইতে ঐ বহুমূল্য হার উন্মোচন পূর্ব্বক, একবার বানরদিগকে, একবার রামচন্দ্রকে, পুনঃপুন অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র, সীতার আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া কহিলেন, সুভগে! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়া থাক, তাহাকেই ঐ হার প্রদান কর। তখন সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী সীতা অসাধারণ-পৌরুষ-সম্পন্ন বিক্রমশালী বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমানকে সেই

মহার্হ হার প্রদান করিলেন। বানরবীর হনুমান চন্দ্রাংশুর ন্যায় শুক্লবর্ণ সেই হার গলদেশে ধারণ করিয়া, শ্বেতমেঘ-বিভূষিত অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর মহীপতি রামচন্দ্র দ্বিবিদ, নীল, মৈন্দ, পনস ও অন্যান্য বানরবৃন্দ ও বানরযূথ-পতিদিগকে, বহুবিধ ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ, বানর-গণ ও ঋক্ষগণ এইরূপে বহুবিধ রত্নে সংকৃত হইয়া কতিপয় দিবস সেই স্থানে বাস করিল। পরে তাহারা সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা ও সম্মান দ্বারা, পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইয়া রামচন্দ্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিয়োগাকুলিত চিত্তে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র, হনুমানকে যাত্রা করিতে দেখিয়া কহিলেন বানর-বীর! তুমি যে মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার হয় নাই; অতএব তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন হনুমান আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-লোচনে কহিলেন, দেব! আমাকে এই বর দিউন যে, যত দিন পৃথিবীতে রামকথা প্রচারিত থাকিবে, তত দিন আমার মৃত্যু হইবে না। রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি যেরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ তাহাই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, যত দিন পর্ব্বত ও সমুদ্র থাকিবে, তত দিনই তোমার পরমায়ু হইবে। তুমি চিরকাল বলবান নীরোগ ও যুবা থাকিবে; বার্দ্ধক্য তোমাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারিবে না।

এই সময় দেবী সীতাও, হনুমানকে বর প্রদান করিলেন যে, পবননন্দন! তুমি যে খানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই ভোগ্যবস্তু-সমুদায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে; তুমি যেখানে অবস্থান করিবে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, সেই স্থানেই দেবতার ন্যায় তোমার সেবা করিবেন; তুমি স্মরণ করিবামাত্র, তোমার কামনানুসারে অমৃত-কল্প ফল ও সুনির্ম্মল জল উৎপন্ন হইবে।

অনন্তর বানরবীর হনুমান, যে আজ্ঞা বলিয়া সাশ্রু-লোচনে গমন করিলেন; আর আর বানরবীরগণও, রামচন্দ্রের প্রতি সাতি-শয় অনুরাগ নিবন্ধন, রামচন্দ্র-বিষয়ক বহুবিধ কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ আবাসে গমন করিলেন।

এইরূপে বানরগণ ও রাক্ষসগণ প্রস্থান করিলে, শত্রু-সংহারক রামচন্দ্র, নিয়ত অনু-রক্ত ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার সহিত সমবেত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজ-গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিপালিত, এই মহীমণ্ডল তুল্যরূপে ভোগ কর; তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও।

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে সর্ব্বতোভাবে অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে কহিলেন; পরন্তু লক্ষ্মণ যখন কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি ভরতকেই যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

রাম-রাজ্যপ্রশাসন।

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র, প্রতিদিন ভ্রাতৃগণের সহিত স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-পালনে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় পৃথিবীমণ্ডল ধন-ধান্য-সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী ও হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; পৃথিবীতে দস্যু-ভয় থাকিল না; অমঙ্গল কহাকেও স্পর্শ করিতে পারিল না; তৎকালে বৃদ্ধগণকে বালকগণের প্রেতকার্য্যও করিতে হইল না। প্রজাগণ, ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্রকে রাজ্য-শাসন করিতে দেখিয়া সকলেই প্রমুদিত ও ধর্ম্মশীল হইল; কেহ কাহারও হিংসায় প্রবৃত্ত হইল না।

রামচন্দ্রের রাজ্য-শাসন-কালে সকল ব্যক্তিরই শতবৎসর পরমায়ু হইল; এবং সকলেই নিরাময় শোক-রহিত ও সহস্র-পুত্র-সম্পন্ন হইয়াছিল। বৃক্ষ-সমুদায়ে নিয়ত পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সকল বৃক্ষই ব্রণ-রহিত হইয়া উঠিল। মেঘ যথাসময়ে জল বর্ষণ করিতে লাগিল। সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সকল প্রজাই ধর্ম্মপরায়ণ হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা, নিজ নিজ ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, সর্ব্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সর্ব্বসদ্গুণ-সমাযুক্ত রামচন্দ্র, এইরূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

শত্রু-সংহারী মহাযশা রামচন্দ্র, নিখিল ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, অপর্য্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান সহকারে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ভূরি-পরিমিত দক্ষিণা প্রদান সহকারে সুলক্ষণ-সম্পন্ন উত্তম অশ্ব দ্বারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পুনঃপুন পুণ্ডরীক অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞও করিয়াছিলেন। আজানুলম্বিত-বাহু মধুরভাষী মহাস্কন্ধ প্রতাপবান রামচন্দ্র, এইরূপে লক্ষ্মণের সহিত, মহীমণ্ডল শাসন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বকালে মহর্ষি বাল্মীকি এই বিস্তীর্ণ আদিকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে ধন, যশ, পরমায়ু ও রাজগণের বিজয় লাভ হয়। ভূমণ্ডলমধ্যে যে ব্যক্তি, মহাবীর রামচন্দ্রের এই চরিত পাঠ করিবেন, তিনি পাপ-পঙ্ক হইতে মুক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। এই রামচরিত শ্রবণ করিলে, পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্র, ধনকামী ব্যক্তি ধন, পতিকামিনী কন্যা মনোহর পতি, এবং বিরহিত ব্যক্তি, প্রোষিত বন্ধুজনের সহিত সমাগম লাভ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি এই বাল্মীকি-কৃত কাব্য শ্রবণ করিবেন, তিনি অভিলষিত ও প্রার্থিত সমুদায় বর প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

সুন্দরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

সুন্দরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

রামায়ণ।

উত্তরকাণ্ড।

[পূর্ব্বভাগ।]

প্রথম সর্গ।

ঋষি-সমাগম।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, ঋষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় আগমন করিলেন। পূর্ব্বদিঙ্‌নিবাসী কৌশিক, যবক্রীত, বৈদ্য, চ্যবন ও মেধাতিথির পুত্র কথ; দক্ষিণদিগ্‌বাসী ভগবান অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ, বিমুখ, স্বস্ত্যাত্রেয়, মুমুচু ও প্রমুচু; পশ্চিমদিঙ্‌নিবাসী সশিষ্য উষদ্‌গু, কমঠ, ধৌম্য ও মহাতপা রৌদ্রাশ্ব; এবং উত্তরদিগ্বাসী অমলকান্তি বশিষ্ঠ[১], কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ, এই হুতাশনসমপ্রভ বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ নানাশাস্ত্রসুনিপুণ মহাত্মা সপ্তর্ষি, রামভবনে উপনীত হইয়া প্রতীহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণার্থ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিসত্তম অগস্ত্য প্রতীহারকে আদেশ করিলেন, দ্বৌবারিক! দাশরথি রামচন্দ্রকে সংবাদ দেও যে, আমরা এই সমস্ত ঋষিগণ আগমন করিয়াছি।

মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশক্রমে দ্বারপাল তৎক্ষণমাত্র রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং পূর্ণচন্দ্রকান্তি মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! ঋষিবৃন্দের সহিত ভগবান অগস্ত্য আগমন করিয়াছেন।

বালমার্ত্তণ্ডসঙ্কাশ মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র রামচন্দ্র দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্বর তাঁহাদিগকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর, তাঁহারা যথাসুখে আগমন করুন।

রামচন্দ্রের আদেশক্রমে দ্বারপাল সমাদর পূর্ব্বক ঋষিদিগকে নানারত্নবিভূষিত রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করাইল।

১ সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিত তেজোময় বশিষ্ঠ। ইনিই আবার যোগবলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুরোহিতরূপে নিত্য রামচন্দ্রের নিকটেই থাকিতেন। মহর্ষি অগস্ত্যও এইরূপ নক্ষত্রময় তেজোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও যোগবলে নিত্য ভূমণ্ডলে বাস করিতেন।

অনন্তর মহর্ষিগণ সমাগত হইলেন দেখিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক প্রণত মস্তকে অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান করিলেন। সশিষ্য ঋষিগণ ঐ সমস্ত সুন্দর-আস্তরণ-মণ্ডিত সুবর্ণ-চিত্রিত কুশ-বিস্তৃত সুখসেব্য আসনে উপবিষ্ট হইলে রামচন্দ্র পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন বেদবিৎ মহর্ষিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাবাহো রঘুনন্দন! আমাদিগের সর্ব্ব বিষয়েই কুশল। এক্ষণে আমরা যে তোমাকে শত্রু-নিধনানন্তর কুশলী দর্শন করিলাম, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য! রাম! রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করা তোমার পক্ষে গুরুতর কার্য্য নহে; তুমি শরাসন হস্তে ত্রিলোকও জয় করিতে পার, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মাত্মন! পরম সৌভাগ্য যে, তুমি পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে সংহার করিয়াছ! পরম সৌভাগ্য যে, আজি আমরা তোমার হিতপরায়ণ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে বিজয়ী এবং সীতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকে পুনঃসম্মিলিত দর্শন করিতেছি! রাজন! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও দুর্ব্বুদ্ধি অকম্পন রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছ! যাহার ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ ত্রিলোকে আর দ্বিতীয় বিদ্যমান ছিল না; রাম! পরম সৌভাগ্য যে, তুমি সেই কুম্ভকর্ণকে সমরে সংহার করিয়াছ! দেবতার অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সৌভাগ্যক্রমেই তুমি বিজয়ী হইয়াছ! অথবা মহাবাহো! রাবণকে বিনাশ করা তোমার অসাধ্য ছিল না; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাই পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে! মহাবীর! মহাবল অতিকায়, যজ্ঞকোপ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, জম্বুমালী, ঘটোদর, দেবান্তক ও নরান্তক এবং মুনিগণের ভয়-বিবর্দ্ধক, নিয়ত-নরঘাতী, রাবণের সমকক্ষ, যুদ্ধোন্মত্ত, মদগর্ব্বিত, কালান্তক-সদৃশ অন্যান্য বহুতর রাক্ষসদিগকে তুমি সৌভাগ্যক্রমেই অন্তকপ্রতিম সায়কসমূহ দ্বারা সমরে সংহার করিয়াছ! সৌম্য! সর্ব্বভূতের অবধ্য মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আমরা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি! মহাবাহো! পরম সৌভাগ্য যে, তুমি সেই কালান্তকের ন্যায় আক্রমণকারী দেবশত্রুকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়াছ! অতুলবিক্রম কাকুৎস্থ! পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি এক্ষণে বিজয়ী হইয়া ঋষিদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিলে!

রামচন্দ্র তপঃশুদ্ধচেতা মহর্ষিবৃন্দের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মগণ! আপনারা মহাবল মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতেরই ঈদৃশ প্রশংসা করিতেছেন কেন? ইন্দ্রজিতের প্রভাব, বল এবং পরাক্রমই বা কিরূপ ছিল? কি কারণেই বা সে রাবণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল? মহর্ষিবৃন্দ!

আমি আদেশ করিতে পারি না, কিন্তু যদি এই সমস্ত বিষয় গোপনীয় না হয় এবং যদি আমার শ্রবণ করিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি যথাযথ রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ভগবন কুম্ভযোনে! বাল্যকালেই কোন্ ব্যক্তি তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন ? সে কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় এবং কিরূপেই বা বর লাভ করিয়াছিল ?

দ্বিতীয় সর্গ।

বিশ্রবার উৎপত্তি।

মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য মহাত্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন! যেরূপে ইন্দ্রজিতের অসীম তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে যেরূপে সর্ব্ব শত্রুর অবধ্য ও শত্রুবিনাশে সমর্থ হইয়াছিল, আমি আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। রাঘব! আমি রাবণেরও বংশ, জন্মবৃত্তান্ত এবং বরলাভের বিবরণ সমস্তই প্রকৃতরূপে বলিতেছি।

রাম! সত্যযুগে সাক্ষাৎহুতাশনকল্প প্রজাপতিনন্দন পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও শীল সংক্রান্ত গুণের বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; তিনি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, এইমাত্র বলিলেই তাঁহার গুণগ্রাম বোধগম্য হইতে পারিবে। সেই মুনিসত্তম পুলস্ত্য ধর্ম্মসাধনার্থ সুমেরুপার্শ্বস্থিত তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থান পরম রমণীয়; অতএব পরমসুন্দরী দেবকন্যা, পন্নগকন্যা, রাজর্ষিকন্যা ও অপ্সর-কামিনী সকল ক্রীড়ার্থ প্রতিনিয়ত ঐ আশ্রমে গমন পূর্ব্বক কেহ গান, কেহ বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করিত। সুতরাং ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের বিঘ্ন হইতে লাগিল। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতেজা মহামুনি পুলস্ত্য অভিসম্পাত করিলেন যে, যে কামিনী আমার দৃষ্টিপথে আগমন করিবে, সেই গর্ভবতী হইবে। রাম! মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যকাগণ সকলেই প্রস্থান করিলেন, ব্রহ্মশাপ-ভয়ে আর কেহই সে স্থানে অবস্থিতি করিলেন না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা তৎকালে ঐ শাপ শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ আশ্রম স্থানে গমন করিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়েই প্রজাপতিনন্দন তপঃ-সমুদ্ভাসিত-কান্তি মহামুনি পুলস্ত্য বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। ঐ বেদধ্বনি শ্রবণ ও মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তৃণবিন্দুতনয়ার দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও গর্ভলক্ষণ সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া উঠিল। তখন নিজের তাদৃশ অবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক, আমার এ কি হইল! ভাবিয়া কন্যকা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং নিজ আশ্রমে গমন করিয়া পিতার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তোমার শরীরের এরূপ অনুচিত অবস্থা হইল কেন? তখন কন্যকা কৃতাঞ্জলি-

পুটে কাতরভাবে তপোধন তৃণবিন্দুকে উত্তর করিলেন, পিত! কি কারণে যে আমার এরূপ অবস্থা হইল, আমি তাহা অবগত নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি এইমাত্র আমার সখীদিগের অনুসন্ধানার্থ একাকিনী তপঃশুদ্ধচেতা ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমস্থানে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম, সখীদিগের কেহই তথায় আগমন করে নাই, অথচ আমার অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠিল! দেখিয়াই আমি এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

তখন তপঃ-সমুদ্ভাসিত-কান্তি রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভাবিতাত্মা মহর্ষির শাপপ্রভাবেই তাঁহার কন্যকার ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। অতএব তিনি তনয়া সমভিব্যাহারে পুলস্ত্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন! আমার এই দুহিতা আপনকার নিজেরই ন্যায় গুণগ্রামে বিভূষিতা। আমি স্বয়ং যাচক হইয়া আপনাকে ভিক্ষাস্বরূপ এই দুহিতা প্রদান করিতেছি; মহর্ষে! আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। আপনি তপশ্চরণ নিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া পড়িলে ইনি প্রযত্নসহকারে আপনকার শুশ্রূষা করিবেন, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি তৃণবিন্দু এইরূপ কহিলে, পুলস্ত্য তথাস্তু বলিয়া কন্যা প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন কন্যাসম্প্রদান করিয়া রাজর্ষি নিজ আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সাধ্বী কন্যকাও বিবিধ গুণপরম্পরা দ্বারা স্বামীর তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাতেজা মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্য পত্নীর স্বভাব ও আচরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার অসাধারণ গুণসম্পত্তি দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। সেই সন্তোষ নিবন্ধন আমি তোমায় আত্মসদৃশ পুত্র প্রদান করিতেছি। ঐ পুত্র আমার ও তোমার উভয়েরই বংশ রক্ষা করিবে, এবং “পৌলস্ত্য” নামে বিখ্যাত হইবে। শুভে! আমি বেদ পাঠ করিতেছিলাম, তুমি সেই বেদপাঠ শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিণী হইয়াছিলে, এই জন্য তোমার পুত্রের আর এক নাম “বিশ্রবা” হইবে, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কন্যা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া অল্পকালমধ্যেই “বিশ্রবা” নামক পুত্র প্রসব করিলেন। লোকত্রয়-বিশ্রুত মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা শৌচধর্ম্মে নিষ্ঠাবান, দ্যুতিমান, সমদর্শী, ব্রতাচারপরায়ণ এবং পিতারই ন্যায় তপস্বী হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

বৈশ্রবণ-বর-প্রদান।

অনন্তর পুলস্ত্য-পুত্র মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত এবং সত্যবাদী, সুশীল, দক্ষ, বেদাধ্যয়ন-নিরত, শুদ্ধাচার, সর্ব্বভূতে প্রীতিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন। বিশ্রবার ঈদৃশ চরিত্র

অবগত হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাকে স্বীয় বরবর্ণিনী তনয়া সম্প্রদান করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজ-তনয়াকে পত্নীস্বরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহার গর্ভে এক সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পরমাদ্ভুত মহাবীর্য্য পুত্র উৎপাদন করিলেন। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার নামকরণ করিলেন; কহিলেন, বিশ্রবার পুত্র আকৃতিতে বিশ্রবারই সদৃশ, অতএব এই পুত্র "বৈশ্রবণ" নামে বিখ্যাত হইবে।

অনন্তর বৈশ্রবণ বিশ্রবার তপোবলে মহাতেজা হুতহুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাত্মার মন হইল যে, আমি নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিব; ধর্ম্মই পরম গতি।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহামতি বৈশ্রবণ মহাবনমধ্যে কয়েক সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। এই সময়ে প্রতি সহস্র বৎসরান্তে তিনি জলাহার, মারুতাহার ও নিরাহার ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ কতিপয় সহস্র বৎসর তিনি এক বৎসরের ন্যায় অক্লেশেই অতিবাহন করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা কমলযোনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সমভিব্যাহারে মহাত্মা বৈশ্রবণের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমার এই তপশ্চর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর; আমার মতে তুমি বরপ্রদানের যোগ্য পাত্র।

তখন বৈশ্রবণ সমাগত কমলযোনিকে কহিলেন, ভগবন! আমি লোকপাল হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈশ্রবণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা ও দেববৃন্দ সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, তথাস্তু। অনন্তর কমলযোনি বৈশ্রবণকে কহিলেন, বৎস! যম, ইন্দ্র ও বরুণ, এই তিন লোকপাল ভিন্ন আমি আর এক চতুর্থ লোকপালের পদ সৃষ্টি করিতে সংকল্প করিয়াছি; তুমিও সেই পদ প্রার্থনা করিলে; অতএব আমি ঐ পদ সৃষ্টি করিলাম। ধর্ম্মজ্ঞ! যাও, তুমি ধনেশ-পদ অধিকার কর। আজি হইতে তুমি যম, ইন্দ্র ও বরুণের চতুর্থ হইবে। এতদ্ভিন্ন, আমি এই সূর্য্য-সঙ্কাশ পুষ্পক বিমানও তোমায় দান করিতেছি; তুমি তোমার বাহনের নিমিত্ত এই বিমান গ্রহণ কর; এবং দেবতাদিগের সমান হও। তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। বৎস! তোমাকে এই মহাবর প্রদান করিয়া আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা দেববৃন্দ সমভিব্যাহারে আকাশ-মার্গে প্রস্থান করিলেন।

মহাত্মা ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রস্থান করিলে, ধনেশ্বর বিনীতভাবে প্রণত হইয়া পিতাকে কহিলেন, ভগবন! আমি কমলযোনির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু প্রজাপতি আমার কোন বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। অতএব প্রভো! আপনি আমার বাসার্থ এরূপ কোন স্থান নির্ণয় করুন, যথায় আমার

বসতি নিবন্ধন কোন প্রাণীরই ক্লেশ না হয়।

পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা নিদিধ্যাসন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে; বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বাসের জন্য ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে মহেন্দ্রের অমরাবতী সদৃশী লঙ্কা নামে এক অপূর্ব্ব নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুত্র! তুমি সেই নগরীতে যাইয়া বাস কর; তোমার মঙ্গল হউক। লঙ্কায় বাস করিলে তুমি নিয়ত মহানন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। লঙ্কা পরম রমণীয় নগরী; উহার তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য দ্বারা বিনির্ম্মিত। ইতিপূর্ব্বে রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে ভীত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং লঙ্কা এক্ষণে শূন্য পতিত রহিয়াছে; উহার অধিকারী কেহই নাই; অতএব পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে যাইয়া সেই নগরীতে বাস কর। লঙ্কানিবাসে কোন প্রাণীকেই ক্লেশ দেওয়া হইতেছে না; সুতরাং ইহাতে তোমার কোন দোষই হইবে না।

ধর্ম্মাত্মা ধনেশ্বর পিতার এইরূপ সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু সহস্র হৃষ্টচেতা নৈঋ্ঝতগণের সহিত পর্ব্বত শিখরস্থিতা লঙ্কায় যাইয়া বসতি করিলেন। তাঁহার সুশাসনে লঙ্কা অচিরকালমধ্যেই সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

বিশ্রবনন্দন নৈঋ্ঝতরাজ ধর্ম্মাত্মা ধনেশ্বর এইরূপে সমুদ্র-পরিবেষ্টিতা লঙ্কা নগরীতে পরমানন্দ সহকারে বাস এবং সময়ে সময়ে পিতা মাতাকে দর্শন করিবার জন্য বিমানারোহণে বিনীতভাবে গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

ধনাধিপতি বৈশ্রবণ সময়ে সময়ে বিমানে আরোহণ করিয়া, কিরণজাল-পরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবরে পিতা মাতার নিকট গমন করিতেন; তৎকালে অপ্সরোগণের নৃত্যে তদীয় বিমান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত; এবং দেবগন্ধর্ব্বগণ স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেন।

চতুর্থ সর্গ।

সুকেশ-বর-প্রদান।

লঙ্কা পূর্ব্বেও রাক্ষসদিগেরই নগরী ছিল, মহর্ষি অগস্ত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া পাবকসঙ্কাশ রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল অনিমিষ লোচনে অগস্ত্যের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শিরঃকম্পন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভগবন কুম্ভযোনে! লঙ্কা পূর্ব্বেও রাক্ষসদিগেরই নগরী ছিল, আপনকার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অতীব বিস্ময় জন্মিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা পুলস্ত্যের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি আপনি অন্য ব্যক্তি হইতেও তাহাদিগের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে রাক্ষসদিগের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত এবং রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ অপেক্ষাও অধিক বলবান ছিল? ব্রহ্মন্! তাহাদিগের আদি পুরুষ কে ছিল? বলবিক্রমই বা তাহাদিগের কিরূপ ছিল? বিষ্ণুই বা কি অপরাধে তাহাদিগকে কিরূপে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন? অনঘ! আপনি আমার নিকট এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক উল্লেখ করুন। ভগবন! ভানু যেমন অন্ধকার অপনোদন করেন, আপনিও তেমনি আমার এই কৌতূহল দূর করুন।

রামচন্দ্রের সুসংস্কার-সমলঙ্কৃত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামুনি অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, রাঘব! পদ্মযোনি প্রজাপতি প্রথমত জল সৃষ্টি করিয়া ঐ জল রক্ষার্থ কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। ঐ সকল প্রাণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণিস্রষ্টা প্রজাপতির সমীপে বিনীতভাবে অবস্থিতি পূর্ব্বক কহিল, আমরা কি করিব? তখন প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মানদগণ! তোমরা জল রক্ষা কর।

প্রাণীদিগের মধ্যে কতক ক্ষুধিত, আর কতক বা অক্ষুধিত ছিল। যাহারা অক্ষুধিত ছিল, তাহারা কহিল রক্ষা করিতেছি; আর যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কহিল ক্ষীণ হইতেছি। তখন লোককর্ত্তা প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ক্ষীণ হইতেছি বলিলে, তাহারা যক্ষ হইবে; আর যাহারা রক্ষা করিতেছি বলিলে, তাহারা রাক্ষস হইবে।

রাম! এইরূপে ভগবৎসৃষ্ট রাক্ষসজাতির মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে দুই রাক্ষস সাক্ষাৎ শত্রুনিবর্হণ মধুকৈটভের সদৃশ হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধর্ম্মাচরণে নিরত হইল, সুতরাং সে দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু মহামতি অমেয়-পরাক্রম হেতি পরিণয়ার্থ পরম চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া কালের ভগিনী ভয়ঙ্করী ভয়াকে বিবাহ করিল। কিছুকাল পরে ভয়ার গর্ভে রাক্ষসপুঙ্গব হেতির বিদ্যুৎকেশ নামে এক পুত্র জন্মিল। হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ, জলমধ্যে অম্বুজের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় মহাতেজা ও বিক্রান্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর বিদ্যুৎকেশ যখন শুভ যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন রাক্ষসপুঙ্গব পিতা হেতি তাহার দার-ক্রিয়ার্থ উদ্‌যোগী হইল, এবং সন্ধ্যার দুহিতা শালকঙ্কটঙ্কটাকে পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। রাম! কন্যাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে ভাবিয়া সন্ধ্যা বিদ্যুৎকেশকে দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। মহাবল বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যার দুহিতাকে প্রাপ্ত হইয়া, শচীর সহিত শক্রের ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল।

রাম! মেঘমালা যেমন মহার্ণব হইতে গর্ভ্ত ধারণ করে, কিছুকালের পর শালঙ্কটঙ্কটাও সেইরূপ বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ্ত ধারণ করিল। গর্ভ্তবতী হইয়া রাক্ষসী মন্দর পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, অগ্নিজাত গঙ্গাগর্ভ্ত-সদৃশ, মেঘগর্ভ্ত-সঙ্কাশ ঐ গর্ভ্ত প্রসব করিল। এইরূপে

পুত্র প্রসব করিয়া নিশাচরী বিদ্যুৎকেশের সহিত বিহার বাসনায় পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া পতি-সমীপে গমন পূর্ব্বক বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে প্রদীপ্ত-পাবক-সঙ্কাশ শিশু ঐ পর্ব্বতে পরিত্যক্ত হইয়া মুখমধ্যে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক মেঘ-গম্ভীর-রবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঐ সময় দেবদেব বৃষভ-কেতন, উমা দেবীর সহিত বৃষভারোহণে আকাশপথে গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, ঐ রাক্ষসশিশু ক্রন্দন করিতেছে। উহাকে দেখিয়াই পার্ব্বতীর দয়া হইল। তাঁহার অনুরোধে ত্রিপুরারি উহাকে উহার পিতার সমানবয়স্ক করিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয়-কামনায় ঐ রাক্ষস-তনয়কে অমর, অক্ষয় ও অব্যয় করিয়া এক আকাশগামী বিমানও উহাকে প্রদান করিলেন। রাজন! উমা দেবীও রাক্ষসীদিগকে বর দান করিলেন যে, তাহারা সদ্য গর্ব্ভবতী হইয়া সদ্যই প্রসব করিবে; জাত শিশুও সদ্যই বাসনামত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

রাম! দেবাধিনাথ মহেশ্বরের নিকট সমৃদ্ধি ও গগণচারী বিমান প্রাপ্ত হইয়া বর-লাভ-গর্ব্বিত মহামতি সুকেশ, সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায়, নিমেষমধ্যে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

রাক্ষসোৎপত্তি।

রাম! নিশাচর সুকেশ ধার্ম্মিক এবং সে বর লাভ করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিশ্বাবসু-সমদ্যুতি গ্রামণি নামে গন্ধর্ব্ব তাহাকে দেববতী নাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিল। রাজন! দেববতী যেন দ্বিতীয়া লক্ষ্মী; সাগর যেমন বিষ্ণুকে লক্ষ্মী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, গ্রামণিও সেইরূপ প্রীতিসহকারে সুকেশকে দেববতী সম্প্রদান করিল। বরদান নিবন্ধন মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সুকেশকে স্বামী লাভ করিয়া দেববতী, ধনলাভ নিবন্ধন দরিদ্রের ন্যায়, অতীব আহ্লাদিত হইল। দিগ্‌গজ অঞ্জনের ঔরসজাত মহাগজ যেমন করেণুর সহিত ক্রীড়া করে, নিশাচর সুকেশও সেইরূপ পরমাহ্লাদিত হইয়া দেববতীর সহিত বিহার করিতে লাগিল।

রাম! কিছুকাল পরে রাক্ষসাধিপতি সুকেশ দেববতীর গর্ভে অচল লোকত্রয়ের ন্যায়, প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের ন্যায়, অত্যুগ্র মন্ত্র-ত্রয়ের ন্যায় এবং ঘোরস্বভাব অহিত্রয়ের ন্যায়, মাল্যবান, সুমালি ও মালি নামে মহাবল পুত্রত্রয় উৎপাদন করিল। ত্রেতাগ্নি-সম-তেজস্বী সুকেশ-পুত্রত্রয় প্রবল ব্যাধিত্রয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নৃপসত্তম! অনন্তর, বরপ্রাপ্তি নিবন্ধনই পিতার তাদৃশ মহৈশ্বর্য্য হইয়াছে জানিতে পারিয়া, তিন ভ্রাতাও তপস্যা করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিল,

এবং বিবিধ কঠোরতম নিয়মাচরণ করিয়া সর্ব্ব-প্রাণীর ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের সত্য আর্জ্জব ও ইন্দ্রিয়-সংযম সমুৎপন্ন তপস্যানল দেব, অসুর ও মানুষ সহিত ত্রিলোক যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর দেব চতুরানন দিব্য-বিমানারোহণে সুকেশ-পুত্রদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমাদিগকে বরদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। তখন ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া এবং তিনি বরদান করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন অবগত হইয়া, রাক্ষসত্রয় অভিবাদন পূর্ব্বক কম্পমান বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, দেব! আপনি যদি তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বরদান করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে এই বর দান করুন যে, আমরা যেন সর্ব্বভূতের অজেয়, সর্ব্ব-শত্রু-সংহার-সমর্থ ও দীর্ঘজীবী হই, এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিরানুরক্ত থাকি। ব্রাহ্মণ-বৎসল ব্রহ্মা সুকেশ-পুত্রদিগের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক 'তথাস্তু' বলিয়া ব্রহ্মালোকে গমন করিলেন।

রাম! নিশাচরত্রয় এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তন্নিবন্ধন নির্ভীক হইয়া দেবাসুরের উপর উৎপাত আরম্ভ করিল। দেবগণ, ঋষিগণ ও চারণগণ, নিরয়স্থ জীবগণের ন্যায়, তাহাদিগের ভীষণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে লাগিলেন; কাহাকেও ত্রাণকর্ত্তা দেখিতে পাইলেন না।

রঘুনন্দন! অনন্তর সেই রাক্ষসত্রয় শিল্পি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া তিন জনেই একত্র কহিল, দেব! পরাক্রম, তেজ ও বলাবল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তুমি স্বীয় অসীম তেজোদ্বারা চিরকাল দেবগণের মনোমত আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাক। অতএব এক্ষণে আমাদিগেরও গৃহ নির্ম্মাণ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত হিমালয়, সুমেরু, কি মন্দর পর্ব্বতে দেবগৃহের ন্যায় গৃহসকল নির্ম্মাণ কর।

মহাবল রাক্ষসত্রয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগকে ইন্দ্রালয়-সদৃশ বাসস্থান বলিয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, রাক্ষস-শ্রেষ্ঠগণ! দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। ত্রিকূট-সদৃশ সুবেল নামক আরও এক পর্ব্বত ঐ স্থানেই অবস্থিত। ত্রিকূটের মধ্যম শৃঙ্গ দেখিতে মেঘের ন্যায়; পক্ষিগণও উহাতে আরোহণ করিতে পারে না। আমি ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ঐ শৃঙ্গের চতুর্দ্দিক টঙ্ক দ্বারা ছেদন করিয়া লঙ্কা নামে এক ত্রিংশৎযোজন-বিস্তৃত ও শতযোজন-আয়ত নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসপুঙ্গবগণ! অমরাবতীতে ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় তোমরা ঐ পুরীতেই যাইয়া বাস কর। বহুতর রাক্ষস সমভিব্যাহারে তোমরা লঙ্কা-দুর্গে বসতি করিলে শত্রুগণ কোন রূপেই তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

বিশ্বকর্ম্মার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাক্ষসত্রয় সহস্র সহস্র অনুচর সমভিব্যাহারে

লঙ্কাতেই যাইয়া বাস করিল। সুদৃঢ় প্রাকার ও পরিখায় পরিব্যাপ্তা শত শত স্বর্ণভবনে সমাকীর্ণা লঙ্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসেরা পরমানন্দে বসতি করিতে লাগিল।

অনঘ রামচন্দ্র! এই সময় নর্ম্মদা নামে এক কামচারিণী গন্ধর্ব্বী ছিল। তাহার হ্রী, শ্রী ও কান্তির ন্যায় লাবণ্যবতী তিন কন্যা জন্মে। গন্ধর্ব্বী হৃষ্টচিত্তে ভগদৈবত (মঘা) নক্ষত্রে ঐ তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ঐ তিন চন্দ্রসদৃশী গন্ধর্ব্বকন্যকা সম্প্রদান করিল। এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া সুকেশের পুত্রত্রয়, অপ্সরাত্রয়ের সহিত দেবত্রয়ের ন্যায়, স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিল।

মাল্যবানের পত্নীর নাম সুন্দরী। মাল্যবান ঐ সুন্দরী পত্নীতে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকেতু, মত্ত ও উন্মত্ত নামে কয় পুত্র এবং সুবেলা নামে এক পরমসুন্দরী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিল।

সুমালীর ভার্য্যার নাম কেতুমতী। সুমালী প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী পূর্ণচন্দ্র-বদনা কেতুমতীর গর্ব্ভে যে সকল অপত্য উৎপাদন করিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহামতি সুপার্শ্ব, সংহ্রাদী, প্রঘস ও ভাসকর্ণ, এই কয় পুত্র, এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, শুচিস্মিতা, নৈকসী ও কুম্ভীনসী, এই কয় কন্যা সুমালীর অপত্য।

মালীর পত্নীর নাম বসুদা। মালী ঐ পদ্মবদনা পদ্মপত্রাক্ষী রূপশালিনী গন্ধর্ব্বীর গর্ব্ভে অনিল, অনল, ভীম ও সম্পাতি নামক পুত্রচতুষ্টয় উৎপাদন করিয়াছিল। মালীর পুত্র এই চারি রাক্ষস বিভীষণের অমাত্য।

রাম! এইরূপে বংশবিস্তার পূর্ব্বক ঐ অতিবলশালী অতিদর্পিত তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শত শত পুত্রপৌত্র ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ ও দানবগণের উপর উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বরদান নিবন্ধন অতীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রণপ্রচণ্ড সুদুর্দ্ধর্ষ শত শত রাক্ষস নিরন্তর উদ্যুক্ত হইয়া অনিলের ন্যায় বেগে জগন্মণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যজ্ঞক্রিয়ার ব্যাঘাত করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

মাল্যবদাদি-রাক্ষস-নির্ব্বাণ।

রাম! অমরবৃন্দ এবং তপোধন ঋষিগণ ঐ সমস্ত রাক্ষসদিগের উৎপীড়নে ভীত হইয়া দেবদেব মহাদেবের শরণাগত হইলেন। তাঁহারা ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়-গদ্‌গদ-বচনে কহিলেন, ভগবন প্রজাধিপতে! সুকেশের পুত্রগণ পিতামহের বরে উদ্ধত হইয়া ত্রিলোকস্থ প্রজাবৃন্দের উপর উৎপীড়ন করিতেছে। অরাতিসূদন! তাহারা আশ্রয়ভূত সর্ব্ব আশ্রমই নিরাশ্রয় করিয়াছে এবং দেবতাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেবতার ন্যায় স্বর্গে বিহার করিতেছে। দেব! বর-

দান-দর্পিত রণ-দুর্ম্মদ সেই তিন সুকেশ-পুত্র এবং তাহাদিগের অনুচর প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ প্রত্যেকেই বলিয়া থাকে, আমিই বিষ্ণু; আমিই রুদ্র; আমিই ব্রহ্মা; আমিই দেবরাজ ইন্দ্র; আমিই যম; আমিই বরুণ; আমিই চন্দ্র; আমিই রবি। অতএব দেবাদিদেব শিব! আপনি অশিব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে অভয়দান করুন; আমরা ভয়ে কাতর হইয়াছি। আপনি সেই সমস্ত দেবকণ্টকদিগকে সংহার করুন।

অমরবৃন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নীল-লোহিত কপর্দ্দী সুকেশের প্রতি অনুকূলতা নিবন্ধন উত্তর করিলেন, দেবগণ! আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; তাহারা আমার অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে সংহার করিবেন, বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। তোমরা এই উদ্‌যোগেই গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাগত হও; প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুই তাহাদিগকে সংহার করিবেন।

এই কথা শুনিয়া রাক্ষস-ভয়-ভীত দেবর্ষিবৃন্দ জয়শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন, এবং সম্ভ্রান্ত চিত্তে সেই শঙ্খচক্রধর দেবদেবকে প্রণাম ও বহুমান করিয়া নিবেদন করিলেন, দেব! ত্রেতাগ্নিকল্প সুকেশ-পুত্রত্রয় বরদান প্রভাবে আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে পরাজয় করিয়াছে। ত্রিকূট-শিখরে লঙ্কা নামে যে দুর্দ্ধর্ষ নগরী আছে, নিশাচরেরা সেই নগরীতে বাস করিয়া আমাদিগের উপর উৎপীড়ন করিতেছে। অতএব মধুসূদন! আপনি আমাদিগের হিতসাধনার্থ তাহাদিগকে সংহার করুন; উগ্রবল রাক্ষসদিগকে চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করুন। বিপৎকালে আমাদিগকে অভয়দান করেন, আপনি ভিন্ন এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। জনার্দ্দন! ভাস্কর যেমন নীহার অপসারণ করেন, আপনিও তেমনি আমাদিগের ভয় দূর করুন।

ভয়ভীত দেববৃন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দেবদেব জনার্দ্দন অভয়দান করিয়া কহিলেন, ঈশান-বরদর্পিত রাক্ষস সুকেশকে আমি অবগত আছি। মাল্যবান যাহাদিগের জ্যেষ্ঠ, আমি সেই সুকেশ-পুত্রত্রয়কেও জানি। দেবগণ! আমি সেই অতিক্রান্ত-মর্য্যাদ পুরুষাধমদিগকে সমরে সংহার করিব; তোমরা নিশ্চিন্ত হও।

অমরগণ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, জনার্দ্দনের স্তব করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিশাচর মাল্যবান দেবগণের উদ্‌যোগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অবরজ ভ্রাতৃদ্বয়কে কহিল, ভ্রাত! দেব ও ঋষিগণ আমাদিগের বিনাশ-কামনায় সকলে একত্র হইয়া ত্রিলোচন শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, দেব! বরদান-বলদর্পিত ঘোররূপী সুকেশ-পুত্রত্রয় নিয়ত সমুদ্যুক্ত হইয়া পদে পদে আমাদিগকে নিপীড়ন করিতেছে। উমাপতে! দুরাত্মা রাক্ষস কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া আমরা ভয়নিবন্ধন স্ব স্ব

কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব ত্রিলোচন! আপনি আমাদিগের হিতার্থ হুঙ্কারমাত্রেই দগ্ধ করিয়া রাক্ষসদিগকে বিনাশ করুন।

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্ধকারি শিরঃকর কম্পন পূর্ব্বক উত্তর করিয়াছিলেন, দেবগণ! সুকেশ-তনয়গণ আমার অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, আমি পরামর্শ দিতেছি শ্রবণ কর। তোমরা গদাচক্রপাণি পীতবাসা জনার্দ্দন নারায়ণ শ্রীমান হরির শরণাগত হও।

তখন ত্রিপুরারির এইরূপ পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ নারায়ণ-ভবনে গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়াছিল। নারায়ণ কহিয়াছেন, দেবগণ! আমি সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও।

ভ্রাতৃদ্বয়! নারায়ণ ভয়ার্ত্ত দেববৃন্দের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদিগকে বিনাশ করিবেন। অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় বিবেচনা কর। শুনিয়াছি, নারায়ণের হস্তেই হিরণ্যকশিপুর ও অন্যান্য সুরদ্বেষীর মৃত্যু হইয়াছে। নমুচি, কালনেমি, বীরসত্তম সংহ্রাদ, বহুমায়ী রাধেয়, ধার্ম্মিক লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এবং অন্যান্য মহাবল মহাপ্রাণ অসুর ও দানবগণও বিষ্ণুর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছে। নারায়ণ শত শত সহস্র সহস্র সর্ব্বাস্ত্র-নিপুণ সর্ব্বশক্র-ভয়ঙ্কর দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর। ফল কথা এই যে, নারায়ণ আমাদিগকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন; ইহাঁকে জয় করাও সহজ নহে।

অশ্বিনীকুমার-সদৃশ সুমালী ও মালী ইন্দ্র-সদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আর্য্য! আমরা বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়াছি; এতদ্ভিন্ন আমরা নীরোগ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি; কুলোচিত স্বধর্ম্ম সম্যক প্রতিপালন করিয়াছি; শস্ত্রসমূহ দ্বারা অক্ষোভ্য দেবসাগর মন্থন করিয়াছি; অপ্রতিম অরাতিবৃন্দও পরাজয় করিয়াছি। মৃত্যুভয়ও আমাদিগের নাই। কি নারায়ণ, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি যম, সকলেই আমাদিগের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকেন।

ভ্রাত! উপস্থিত বিষয়ে নারায়ণের কোন দোষই নাই। দেবতারাই এই অনর্থের কারণ; তাহাদিগের দোষেই নারায়ণের মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আজি আমরা তিন জনেই সমবেত হইয়া সর্ব্বসৈন্য সমভিব্যাহারে দোষনিদান দেবতাদিগকেই সংহার করিব।

রাম! এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহাবল মহাকায় রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বোদ্যোগ পুরঃসর যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইল। বলদর্পিত দেবশক্র দুর্দ্দান্ত নিশাচরগণ রথ, বারণ, বারণোপম অশ্ব, খর, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, ভুজঙ্গম, মকর, কচ্ছপ, মীন, গরুড়োপম

বিহঙ্গম, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সৃমর ও চমরাদি বাহনে আরোহণ করিয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে যাত্রা করিল। লঙ্কার অবশ্যম্ভাবি-বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া লঙ্কাধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দও রাক্ষসদিগের সঙ্গে সঙ্গেই বহির্গত হইলেন। শত শত সহস্র সহস্র নিশাচর অত্যুৎকৃষ্ট রথসকলে আরোহণ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে দ্রুতবেগে দেবলোকে যাত্রা করিল।

রাম! এই সময় বিবিধ ভয়াবহ ভৌম ও দিব্য উৎপাত সকল আবির্ভূত হইয়া রাক্ষসদিগের বিধ্বংস সূচনা করিল। মেঘ সকল অস্থি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; সমুদ্র উদ্‌বেল হইয়া উঠিল; ভূধর সকল কম্পিত হইতে থাকিল; মেঘ-গম্ভীর-রাবী সহস্র সহস্র ভূতগণ উত্থান পূর্ব্বক অট্টহাস্য করিয়া চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; সহস্র সহস্র গৃধ্রচক্র বক্ত্র দ্বারা অগ্নিশিখা উদ্‌গীরণ করিয়া, রাক্ষসগণের মস্তকোপরি কালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; রক্তপাদ কপোত ও সারিকা সকল ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; দ্বিপাদিক বিড়াল সকল হা হা শব্দ করিতে থাকিল; এবং ঘোরদর্শন শিবাগণ দারুণ শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বলদর্পিত রাক্ষসগণ এই সমস্ত উৎপাত গ্রাহ্য করিল না, মৃত্যুপাশ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যুদ্ধযাত্রাই করিল, কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। পাবক যেমন ক্রতু সকলের পুরোবর্ত্তী, নিশাচর মাল্যবান, সুমালী ও মালীও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যের অগ্রসর হইল। জীববর্গ যেমন বিধাতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নিশাচর-সৈন্যও সেইরূপ মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় অচল মাল্যবানকে আশ্রয় করিল। এইরূপে মহামেঘের ন্যায় গম্ভীররাবী সেই সুমহৎ রাক্ষস-সৈন্য বিজয়েচ্ছায় দেবলোকে যাত্রা করিল; মালী তাহাদিগের সেনাপতি হইল।

রাম! এদিকে দেবদূতের মুখে রাক্ষসদিগের যুদ্ধোদ্‌যোগ শ্রবণ করিয়া বিভু নারায়ণও যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হইলেন। তিনি সজ্জ শরাসন ও তূণীর গ্রহণ পূর্ব্বক গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষস-বিনাশার্থ সত্বর যাত্রা করিলেন। শ্যামবর্ণ পীতাম্বরধারী নারায়ণ গরুড়-পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কাঞ্চনগিরির শিখর-সংলগ্ন বিদ্যুন্মণ্ডিত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর শঙ্খ চক্র অসি ও শার্ঙ্গধর নারায়ণ নিশাচর-সৈন্যমধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন; দেব, সিদ্ধ, ঋষি, নাগ ও গন্ধর্ব্বগণ স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন।

গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষস-সৈন্যের বস্ত্র সকল উদ্ধূত হইল; পতাকা সকল ভ্রামিত হইতে থাকিল; এবং অস্ত্রশস্ত্র চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে তাহারা নিবিড়-নীলমেঘ-সঙ্কাশ নারায়ণকে দেখিয়াই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল।

অনন্তর নিশাচরগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক রুধির-মাংস-রূষিত প্রলয়-পাবক-কল্প সহস্র সহস্র সুশাণিত অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্র-

শস্ত্র দ্বারা মাধবকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তম সর্গ।

মালিবধ।

রাম! মেঘবৃন্দ যেমন মহীধরের উপরি বারি বর্ষণ করে, নিশাচর-রূপ নীরদবৃন্দও সেইরূপ গভীর গর্জ্জন করিয়া নারায়ণ-রূপ নগরাজের উপরি নিবিড় নারাচ-বর্ষণ-রূপ নীরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সুনির্ম্মল শ্যামকান্তি নারায়ণ নারাচবর্ষী নীলবর্ণ নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া তোয়বর্ষী তোয়দবৃন্দে পরিবেষ্টিত শ্রীমান অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। বজ্র, অনিল ও মনের ন্যায় বেগগামী রাক্ষস-ধনুর্ম্মুক্ত সায়ক-সমূহ কেদারে শলভকুলের ন্যায়, পর্ব্বতে মশক-পুঞ্জের ন্যায়, অমৃতঘটে দংশবৃন্দের ন্যায়, মহার্ণবে মকর-নিকরের ন্যায় এবং প্রলয়-কালে লোক সকলের ন্যায় মাধব-কলেবরে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিসঙ্কাশ রাক্ষসবীরদিগের রথী রথে, গজী গজে, সাদী অশ্বে এবং পদাতি পাদচারে অবস্থিতি করিয়া শর, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে, প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণের ন্যায়, হরির শ্বাস-রোধ হইল। ক্ষুদ্রমীন-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সমুদ্-বেজিত মহাতিমির ন্যায় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিপীড্যমান নারায়ণ সেই সুমহৎ রাক্ষসযুদ্ধে শাঙ্গ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মনো-বেগগামী বজ্রমুখ শরনিকর দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস-দেহ তিল তিল করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। প্রবল বায়ু উত্থিত হইয়া যেমন বারিবর্ষণ দূরীকৃত করে, পুরু-ষোত্তম নারায়ণও সেইরূপ রাক্ষসদিগের শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ বাদন করিলেন। পূর্ণবল সহকারে নারায়ণ কর্ত্তৃক বাদিত হইয়া ঐ শঙ্খরাজ প্রলয়কালীন পয়োধরের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। অরণ্য-মধ্যে সিংহের গর্জ্জনে মদমত্ত কুঞ্জর সকল যেমন ত্রস্ত হইয়া উঠে, শঙ্খরবে রাক্ষ-সেরাও সেইরূপ ভীত হইয়া উঠিল। শঙ্খ-রবে বিমূঢ় হইয়া অশ্ব সকল স্থির হইতে পারিল না; হস্তীদিগের মত্ততা দূর হইল; এবং যোদ্ধা সকল রথ হইতে পতিত হইতে লাগিল। শাঙ্গ-চাপ-বিনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্য-কঠিনমুখ সুন্দরপুঙ্খ সায়কসমূহ রাক্ষসদিগকে বিদারণ করিয়া ভূমিগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাকিল। ভীতচিত্ত রাক্ষসগণ বিষ্ণুচাপ-বিসৃষ্ট শরনিকর দ্বারা ভিদ্যমান হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বত সকলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। শত্রুদিগের গাত্রে বিষ্ণুচক্রকৃত ক্ষতস্থান হইতে প্রভূত রুধিরধারা, পর্ব্বত হইতে সুর্মীরসের ন্যায় অজস্র বিগলিত হইতে থাকিল। শঙ্খরাজ-রব, শাঙ্গ-শরাসন-রব ও বৈষ্ণব বাণ সকল, একত্রিত হইয়া রাক্ষস-সৈন্যের প্রাণ গ্রাস করিতে লাগিল। হরি শাণিত সায়কসমূহ দ্বারা তাহাদিগের বাহু, বাণ, মস্তক, ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা ও তূণীর সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। নারায়ণ-

নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র সায়ক, দিবাকর হইতে কিরণজালের ন্যায়, সাগর হইতে তরঙ্গ-সঙ্ঘের ন্যায়, পাতাল হইতে নাগবৃন্দের ন্যায় এবং বারিদ হইতে বারি-সমূহের ন্যায়, শার্ঙ্গ-শরাসন হইতে পুঞ্জে পুঞ্জে বিনির্গত হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি ধাবিত হইতে থাকিল। শরভ কর্ত্তৃক সিংহের ন্যায়, সিংহ কর্ত্তৃক দ্বির-দের ন্যায়, দ্বিরদ কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক শার্দ্দূলের ন্যায়, শার্দ্দূল কর্ত্তৃক কুক্কু-রের ন্যায়, কুক্কুর কর্ত্তৃক মার্জ্জারের ন্যায়, মার্জ্জার কর্ত্তৃক সর্পের ন্যায়, এবং সর্প কর্ত্তৃক ইন্দুরগণের ন্যায়, প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদ্রা-বিত হইয়া, রাক্ষসগণ কতক ভূপৃষ্ঠে শয়ন, কতক বা দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। আকাশে বায়ু যেমন জলধরকে শব্দিত করে, সহস্র সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মধুসূদনও সেইরূপ পাঞ্চজন্য বাদিত করিলেন। নারায়ণ-শরে বিধ্বস্ত ও শঙ্খশব্দে বিহ্বল হইয়া অব-শিষ্ট নিশাচর-সৈন্য অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল।

নারায়ণ-শরে তাড়িত হইয়া রাক্ষসসৈন্য পলায়ন করিলে, নীহার যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদন করে, রণস্থলে সুমালীও সেইরূপ শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক হরিকে আবরণ করিল। তদ্দর্শনে বলবান রাক্ষস সকল পুনর্ব্বার সুস্থির হইল। বলদর্পিত সুমালী রাক্ষসদিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোষভরে নারায়ণের প্রতি ধাবিত হইল। দ্বিরদ যেমন শুণ্ড উত্তোলন করে, নিশাচর সুমালীও সেইরূপ সুবর্ণাভরণ-ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া আনন্দে তড়িন্মণ্ডিত তোয়দের ন্যায় মহাশব্দ করিল। সে এইরূপ উচ্চ শব্দ করিতেছে, ইতিমধ্যে নারায়ণ তাহার সারথির সমুজ্জ্বল-কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক ছেদন করিলেন। তাহাতে তাহার অশ্ব সকল উদ্‌-ভ্রান্ত হইয়া উঠিল এবং ভোগ্য বিষয় সমস্ত যেরূপ বৃত্তিহীন পুরুষকে ভ্রামিত করে, তাহারাও সেইরূপ নিশাচর সুমালীকে ইতস্তত ভ্রমণ করাইতে লাগিল; কিন্তু যতি যেমন ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করেন, সুমালীও সেইরূপ অবিলম্বেই অশ্বদিগকে সংযত করিয়া সম্মুখভাগে রথ স্থাপন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর মালী মহাবাহু নারা-য়ণকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মালীর শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সুবর্ণ-বিভূষিত সায়কসমূহ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে পক্ষিসঙ্ঘের ন্যায় হরির দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন আধি সকলের দ্বারা বিচলিত হয়েন না, নারায়ণও সেইরূপ মালি-নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শায়ক দ্বারা সমাহত হইয়াও যুদ্ধে চঞ্চল হইলেন না। অনন্তর অসি-গদা-ধর ভূতভাবন ভগবান জ্যাশব্দ করিয়া মালীর উপর রাশি রাশি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করি-লেন। পূর্ব্বে নাগগণ যেমন অমৃত পান করিয়াছিল, বজ্র-বিদ্যুৎ-প্রভ পতত্রী সকলও সেইরূপ মালীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভূত রুধির পান করিল। শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু অবশেষে মালীকে পরাঙ্মুখ করিয়া, শাণিত

শায়কসমূহ দ্বারা তাহার শরাসন ও অশ্ব সকল ছেদন করিলেন। তখন মালী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে কেশরীর ন্যায় রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল; এবং অন্ধকাসুর যেমন ঈশানকে আঘাত করিয়াছিল, সেও তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে গদাঘাত করিল, যেন অচলের উপর বজ্রাঘাত হইল! গদা দ্বারা গুরুতর আহত ও বেদনায় কাতর হইয়া পতগরাজ গরুড় নারায়ণকে লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহাদিগের সেই গর্জ্জন শব্দ শ্রবণ করিয়া উপেন্দ্র পরাঙ্মুখ হইয়াও মালীর বিনাশার্থ চক্র ত্যাগ করিলেন। কালচক্রসঙ্কাশ সূর্য্যসমপ্রভ চক্র স্বীয় প্রভাজালে গগনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া মালীর মস্তক অপহরণ করিল। রাক্ষসরাজ মালীর ভীষণ মস্তক চক্রচ্ছিন্ন হইয়া রুধিরধারা উদ্গীরণ করিতে করিতে, পূর্ব্বে যেমন রাহুর মস্তক পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ পতিত হইল। অনন্তর দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া, 'সাধু, দেব! সাধু!' বলিয়া, পূর্ণবল সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

মালী নিহত হইল দেখিয়া, সুমালী ও মাল্যবান অতীব দুঃখে কাতর হইয়া সসৈন্যে লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে গরুড়ও আশ্বস্ত হইয়া অনিলবেগে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে পক্ষ-পবন দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন; এবং নারায়ণও ক্ষিপ্রতাসহকারে অত্যুৎকৃষ্ট শায়কসমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মহেন্দ্র যেরূপ বজ্র দ্বারা পর্ব্বত সকল বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুক্তবিধুত-কেশ রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে আতপত্র ছিন্ন, অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন, শায়কসমূহে সর্ব্বগাত্র বিভিন্ন এবং অন্ত্র বিনির্গত ও লোচন চকিত হওয়াতে রাক্ষসসৈন্য উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরগণের ন্যায় কুঞ্জর-সহিত রাক্ষস-সৈন্য পুরাকালীন নৃসিংহ-ভয়-নিপীড়িত দানবকুলের ন্যায় চীৎকার এবং সেইরূপ বেগেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। বিষ্ণুর শায়কসমূহ-সম্মর্দ্দিত নিশাচর-রূপ নীলমেঘবৃন্দ বাণধারা বর্ষণ করিতে করিতে অনিল-চালিত নীল-মেঘবৃন্দের ন্যায় ধাবিত হইল। চক্রপ্রহারে ছিন্ন-মস্তক, গদা-প্রহারে চূর্ণীকৃতাঙ্গ বা অসিপ্রহারে ছিন্ন-দেহ হইয়া রাক্ষসবীরগণ পর্ব্বত সকলের ন্যায় পতিত হইতে থাকিল। চক্রপ্রহারে কাহারও মুণ্ড ছিন্ন, পদাঘাতে কাহারও উরঃস্থল চূর্ণীকৃত, লাঙ্গল দ্বারা কাহারও গ্রীবাদেশ আকৃষ্ট, মুষল দ্বারা কাহারও মস্তক ভগ্ন, অসি দ্বারা কাহারও কলেবর কর্ত্তিত, এবং শরাঘাতে কাহারও দেহ বিদ্ধ হইল। এইরূপে রাক্ষসগণ গগণতল হইতে মহাবেগে সাগর-সলিলে নিপতিত হইতে লাগিল।

বিস্রস্ত-হার বিস্রস্ত-কুণ্ডল নীলমেঘসঙ্কাশ নিশাচরগণ এইরূপে নিরন্তর-ভাবে আকাশতল হইতে নিপতিত হইতে থাকিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন নীল পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইতেছে।

অষ্টম সর্গ।

প্রহৃতি-আখ্যান। [?]

পদ্মনাভ বিষ্ণু পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে সৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মাল্যবান উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মৌলি-ভূষিত-শিরঃ-কম্পন পূর্ব্বক রোষারুণিত লোচনে পরুষ বাক্যে তাঁহাকে কহিল, নারায়ণ! তুমি সনাতন ক্ষত্রধর্ম্ম অবগত নহ; সেই জন্যই, আমরা যুদ্ধোদ্‌যোগ পরিহার পূর্ব্বক পলায়মান হইলেও, তুমি ইতর ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ। যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ-বধ-রূপ পাপাচরণ করে, সেই ইতর। ঐ কার্য্য দ্বারা হন্তা বা হত, উভয়েরই স্বর্গলাভ হয় না। অথবা আর বৃথা কথার প্রয়োজন নাই; গদাধর! যদি তোমার যুদ্ধেই একান্ত মন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যত বল আছে প্রদর্শন কর, আমি দর্শন করিব।

তখন মহাবল উপেন্দ্র রাক্ষসরাজ মাল্যবানকে মাল্যবান পর্ব্বতের ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! দেবতারা তোমাদিগের ভয়ে সমুদ্বিগ্ন হইয়াছেন; আমি রাক্ষসকুল উন্মূলন করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়াছি; এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করিতেছি। প্রাণ দান করিয়াও দেবতাদিগের প্রিয়সাধন করা আমার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা রসাতলে পলায়ন করিলেও আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই।

পুরুষোত্তম বিষ্ণু এইরূপ বলিলে, রাক্ষসরাজ মাল্যবান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শক্তি প্রহার পূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিল। মাল্যবানের ভুজ-নিক্ষিপ্তা ঘণ্টারব-সঙ্কৃতা শক্তি হরির বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া বলাহক-বক্ষে শতহ্রদার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর শক্তিধর-প্রিয় পদ্মলোচন নারায়ণ ঐ শক্তিই আকর্ষণ করিয়া মাল্যবানের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দ-বিসৃষ্টার ন্যায়, গোবিন্দ-কর-বিসৃষ্টা শক্তি লোলুপ হইয়া, অঞ্জন পর্ব্বতের প্রতি মহোল্কার ন্যায়, নিশাচরের প্রতি ধাবিত হইল এবং গিরিশিখরে বজ্রের ন্যায় উহা তাহার হার-সমুদ্‌ভাসিত সুবিশাল বক্ষঃস্থলোপরি পতিত হইয়া বর্ম্ম ভেদ করিল। তাহাতে নিশাচর ঘোর অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কিন্তু অবিলম্বেই সমাশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান হইল।

অনন্তর রণপ্রিয় মাল্যবান কৃষ্ণায়স-বিনির্ম্মিত বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ত এক শূল গ্রহণ করিয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে দৃঢ়তর আঘাত করিল; পশ্চাৎ সে যেমন তাঁহাকে মুষ্টি প্রহার করিয়া চতুর্হস্ত মাত্র অপসৃত হইল, অমনি আকাশে 'সাধু! সাধু!' শব্দ হইয়া উঠিল।

রাম! মাল্যবান, বিষ্ণুকে প্রহার করিয়া গরুড়কেও আঘাত করিল। তাহাতে, বায়ু যেমন শুষ্ক পত্ররাশি বিধমিত করে, ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল বিনতানন্দনও সেইরূপ রাক্ষসকে পক্ষপবন দ্বারা বিদ্রাবিত করিলেন। পক্ষিরাজের পক্ষ-পবনে অগ্রজ ভ্রাতা বিদ্রাবিত

হইল দেখিয়া সুমালী স্ববলসহ লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল। এই সময় পক্ষ-বাত-বিধূত মাল্যবানও সসৈন্যে সলজ্জভাবে আসিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল।

হরিণ-লোচন রামচন্দ্র! হরি এইরূপে বহুবার অধিনায়ক রাক্ষস-বীরগণকে সমরে বিনাশ করিলে, রাক্ষসগণ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল এবং বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও ভয়ে কাতর হইয়া অবশেষে লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পন্নগালয় পাতালে যাইয়া বাস করিল। রঘুনন্দন! প্রখ্যাতবীর্য্য শালঙ্কটঙ্কটার বংশ নিশাচরগণ সুমালীর প্রভুত্বাধীনে ঐ স্থানে বসতি করিতে লাগিল।

রাম! আমি এই যে সকল রাক্ষসের ইতিবৃত্ত উল্লেখ করিলাম, ইহারা শালঙ্কটঙ্কটার সন্ততি। তুমি যে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়াছ,তাহাদিগের নাম পৌলস্ত্য। সুমালী, মাল্যবান, মালী ও ঐ বংশের অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই মহাভাগ এবং রাবণ অপেক্ষা অধিক বলবান ছিল। রিপুঞ্জয়! দেবগণের মধ্যে এক চক্র-শার্ঙ্গ-গদাধর দেবদেব নারায়ণ ভিন্ন অপর কেহই নাই, যিনি রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। তুমিই সেই সর্ব্বশক্তিমান সনাতন অব্যয় অজেয় নারায়ণ; তুমি চতুর্ম্মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাক্ষস বিনাশার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি লোকস্রষ্টা ও শরণাগত-বৎসল; সেই জন্য সময়ে সময়ে প্রনষ্ট ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন এবং নিয়ত উদ্যুক্ত হইয়া দস্যু বধ করিয়া থাক।

রাজন! আমি রাক্ষসদিগের উৎপত্তি এই যথাযথ সমস্তই উল্লেখ করিলাম। রঘুনন্দন! এক্ষণে আবার রাবণের ও তাহার পুত্রের জন্ম ও অতুল বল-বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর।

রাম! মহাবল সুমালী বিষ্ণুর ভয়ে কাতর হইয়া পুত্রপৌত্র সমভিব্যাহারে বহুকাল পাতালেই বাস করিতে লাগিল। এদিকে ধনাধিপতি কুবের যাইয়া লঙ্কায় বসতি করিলেন।

নবম সর্গ।

রাবণোৎপত্তি।

রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র! বহুকালের পর এক সময় নীল-জীমূত-সঙ্কাশ তপ্ত-কাঞ্চন-কুণ্ডল-ধারী রাক্ষসরাজ সুমালী পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় কল্যাণী দুহিতাকে সঙ্গে লইয়া রসাতল হইতে উত্থান পূর্ব্বক মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; এবং এক দিন দেখিতে পাইল, ধনেশ্বর মাতা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিমানারোহণে আকাশপথে গমন করিতেছেন। পুষ্পকোপরি পাবকপ্রতিম দেবমূর্ত্তি কুবেরকে দর্শন করিয়া সুমালী রাক্ষসদিগের হিতসাধনার্থ চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিলে আমাদিগের মঙ্গল হয়? কি প্রকারেই বা আমরা বৃদ্ধি পাইতে পারি? অথবা আমি বিশ্রবাকেই এই বরবর্ণিনী নন্দিনী সম্প্রদান করিব।

শার্দ্দূল-বিক্রম রাক্ষস-শার্দ্দূল সুমালী এইরূপ চিন্তা করিয়া নৈকসী নাম্নী নন্দিনীকে কহিলেন, পুত্রি! তোমার যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে; অতএব তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত। ধর্ম্মানুসারে তোমাকে পাত্রসাৎ করিবার জন্য আমরা বিস্তর প্রয়াস পাইতেছি। বৎসে! কালে তোমা হইতে আমাদিগের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমাদিগের বংশে তুমি সাক্ষাৎ পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা। শুভে! পাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়, এই আশঙ্কাতেই অসুরেরা কেহই তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে না। চারুদর্শনে! অভিমানী ব্যক্তির পক্ষে কন্যার পিতা হওয়া, অতীব কষ্টকর। কারণ কে যে বর হইবে, তাহা জানা যায় না। মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং যে কুলে প্রদত্ত হয়, এই তিন কুলই কন্যার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে।

অতএব পুত্রি! তুমি স্বয়ং যাইয়াই প্রজাপতি-কুলোৎপন্ন পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবাকে স্বামিত্বে বরণ কর। বৎসে! তাহা হইলেই তোমারও এই ধনেশ্বরের ন্যায় ভাস্কর-সমতেজা পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

রাম! কন্যা সুমালীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃ-গৌরব-নিবন্ধন পুলস্ত্যনন্দন মহর্ষি বিশ্রবার আশ্রমে গমন করিল। ঐ সময় বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন; নৈকসী ঐ দারুণ বেলা বুঝিতে না পারিয়া, পিতৃ-আজ্ঞার গৌরববশত ঋষির সমীপে উপস্থিত হইয়া অধোমুখে স্বীয় চরণযুগল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। পরমোদারচেতা দীপ্ততেজা ধর্ম্মাত্মা বিশ্রবা তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার দুহিতা? কোথা হইতে, কি কারণে, কোন্ কার্য্যের নিমিত্তই বা এ স্থানে আগমন করিলে? শুভে! আমাকে সত্য করিয়া বল।

এই কথা শুনিয়া কন্যকা কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, ব্রহ্মন! আমি রাক্ষসের তনয়া, পিতার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি; আমার নাম নৈকসী। মহর্ষে! যে জন্য আমি আগমন করিয়াছি, আপনি তপঃপ্রভাবেই তাহা অবগত হউন।

তখন মহর্ষি বিশ্রবা ধ্যান করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত অভিপ্রায় আমি অবগত হইয়াছি। মত্তমাতঙ্গ-গামিনি! তুমি আমা হইতে পুত্র-প্রার্থিনী হইয়াছ। কিন্তু চারু-নিতম্বিনি! তুমি দারুণ বেলায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, এই জন্য তুমি দারুণ-স্বভাব দারুণাচার দারুণাভিজনপ্রিয় ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস পুত্র সকল উৎপাদন করিবে।

নৈকসী বিশ্রবার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, ভগবন! আমি আপনা হইতে ঈদৃশ সুদুরাচার পুত্র সকল কামনা করি না; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

নৈকসীর বাক্য শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা, রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, তাহাকে কহিলেন,

চারুবদনে! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাচারী হইবে, সন্দেহ নাই।

রাম! বিশ্রবা এইরূপ কহিলে, রাক্ষসী নৈকসী কিছুকালের পর নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ প্রকাণ্ড-দশমুণ্ড ভীষণ-দংষ্ট্র তাম্রৌষ্ঠ-সম্পন্ন দীপ্তকেশ বিংশতিবাহু সুদারুণ বীভৎস রাক্ষসরূপী এক পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জ্বালামুখ শৃগাল ও ক্রব্যাদ পশুপক্ষী সকল বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল; দেবগণ রুধির বর্ষণ করিলেন; মেঘ সকল ভীষণ গর্জ্জন করিতে থাকিল; দিবাকর মলিন হইলেন; মহোল্কা সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল; পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলেন; দারুণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং সরিৎপতি অক্ষোভ্য সাগরও ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পিতামহ-সদৃশ পিতা বিশ্রবা পুত্রের নামকরণ করিলেন; কহিলেন, বালক দশমুণ্ড হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম 'দশগ্রীব' হইবে।

দশগ্রীবের পর, মহাবল কুম্ভকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ পৃথিবীতে বর্ত্তমান নাই। তদনন্তর বিকৃতবদনা শূর্পণখা জন্ম গ্রহণ করিল।

রাম! ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নৈকসীর শেষ সন্তান। মহাবল বিভীষণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুষ্পবৃষ্টি এবং আকাশে দেবদুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল।

রাজন! মহাতেজস্বী দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ মহারণ্য-মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া জগৎ বিত্রস্ত করিয়া তুলিল। কুম্ভকর্ণ বলদর্পে দর্পিত হইয়া নিয়ত ক্রোধভরে ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ পূর্ব্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ ইন্দ্রিয়-জয়, আহার-সংযম, উপবাস ও বেদাধ্যয়ন করিয়া নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা দেব ধনেশ্বর পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক মহাতেজস্বী পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। নৈকসী জ্বলৎকান্তি বৈশ্রবণকে দেখিয়া রাক্ষসীবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক দশগ্রীবকে কহিল, পুত্র! তোমার তেজস্বী ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দর্শন কর! তুমিও বিশ্রবার পুত্র, কিন্তু তোমার নিজের কি হীনাবস্থা দেখ! অমিত-বিক্রম পুত্র দশগ্রীব! তুমিও যাহাতে বৈশ্রবণের সমান হইতে পার, তৎপক্ষে সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টা কর।

জননীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রতাপশালী দশগ্রীব অতীব ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল, মাত! আমি আপনকার নিকট সত্য করিতেছি, আমি প্রভাবে ভ্রাতার সমান বা অধিকও হইব, সন্দেহ নাই; জননি! আপনি মনস্তাপ পরিহার করুন। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব ঐ ক্রোধেই অনুজদিগের সহিত দুষ্কর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইল এবং তপস্যাপ্রভাবে অভীষ্ট লাভ করিব, এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল।

উগ্র-বিক্রম দশগ্রীব অনুজদ্বয়ের সহিত ঐ আশ্রমে অনুপম তপশ্চরণ করিয়া বিভু

ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মাও তুষ্ট হইয়া বিবিধ বিজয়-সাধন বর প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

রাবণাদি-বরদান।

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন! মহাতেজস্বী দশগ্রীবাদি আশ্রমে গমন করিয়া কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

তখন ভগবান অগস্ত্য অবহিত-চেতা রামচন্দ্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! ভ্রাতৃত্রয় বিবিধ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ সত্যধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে কঠোর তপস্যা করিল; বর্ষায় বীরাসনে উপবেশন করিয়া মেঘের জলে সিক্ত হইল; এবং শিশির-কালে জলমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে সত্য ও ধর্ম্মে আসক্ত এবং সৎপথে অধিষ্ঠিত হইয়া সে সহস্র বৎসর অতিবাহন করিল।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নিয়ত ধর্ম্মাচারী ও পবিত্র হইয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে, অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল; পুষ্প বর্ষণ হইল; এবং দেবগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি স্বাধ্যায়াসক্ত-চিত্তে, ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চ সহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। এইরূপে নন্দন-বনে অবস্থিত দেবতার ন্যায় মহাত্মা বিভীষণেরও অক্লেশে দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল।

দশানন অনাহারে সহস্র দিব্য বৎসর যাপন করিয়া অগ্নিতে এক মুণ্ড পূর্ণাহুতি প্রদান করিল। এইরূপে তাহার নয় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল; এবং এক এক করিয়া তাহার নয় মুণ্ডও অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর দশম সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, সে যেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্যত হইল, অমনি ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি পিতামহ প্রসন্ন হইয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি শীঘ্র তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর। তোমার এত পরিশ্রম নিষ্ফল না হয়, এইজন্য আমি তোমার কামনা সকল পূর্ণ করিব।

তখন দশগ্রীব প্রহৃষ্ট-চিত্তে প্রণতি পূর্ব্বক হর্ষ-গদ্‌গদ বাক্যে কহিল, ভগবন! মরণ ভিন্ন, জীবের আর কোন ভয়ই নাই; মৃত্যুর সমান শত্রুও আর কেহই নাই। অতএব আমি অমর বর প্রার্থনা করি।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বথা অমর হইতে পারিবে না; অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর।

রাম! সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, প্রজাপতে! সুপর্ণ, যক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষস এবং দেবতা, আমি যেন এই সকলেরই

অবধ্য হই। প্রপিতামহ! অন্য কোন প্রাণীকেই আমার ভয় নাই; আমি মানুষাদি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকেই তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি।

রাম! নিশাচর দশগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ দেবগণের সমভিব্যাহারে কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। এতদ্ভিন্ন, আমি প্রসন্ন হইয়া আরও যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; অনঘ! তুমি অগ্নিতে যে নয় মুণ্ড আহুতি প্রদান করিয়াছ, তোমার ঐ সকল মুণ্ড আবার পূর্ব্বেরই ন্যায় সংলগ্ন ও অক্ষয় হইবে। সৌম্য! আমি তোমাকে আরও এক সুদুর্ল্লভ বর দান করিতেছি; তুমি যে প্রকার রূপ ইচ্ছা করিবে, সেই প্রকার রূপই ধারণ করিতে পারিবে; তোমার মঙ্গল হউক। পিতামহ এই কথা বলিবামাত্র দশগ্রীবের অগ্নিতে আহুত মুণ্ড সকল পুনরুত্থিত হইল।

রাম! প্রজাপতি পিতামহ, দশগ্রীবকে এইরূপ বর দান করিয়া, বিভীষণকে কহিলেন, বৎস ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ! তুমি একান্তভাবে ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমাকে তুষ্ট করিয়াছ; অতএব সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন কিরণজাল দ্বারা চন্দ্রমার ন্যায়, নিয়ত সর্ব্বগুণ দ্বারা বিভূষিত ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! বিভু সৃষ্টিকর্ত্তা যে আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমার যথেষ্ট হইয়াছে। প্রভো! তথাপি আপনি যদি বর দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনি আমাকে এই বর দান করুন যে, পরম আপৎকালেও আমার মতি যেন ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়; আর ভগবন! অশিক্ষিত হইলেও, বেদ-বিদ্যা আমার অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হউক। আমি যে যে আশ্রমে প্রবেশ করিব, সেই সেই আশ্রমেই যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, এবং আমি যেন সেই সেই আশ্রম-ধর্ম্মই প্রতিপালন করি। দেব! ইহাই আমার পরম প্রার্থিত বর; যেহেতু ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগের ত্রিলোক-মধ্যে দুর্ল্লভ কিছুই নাই।

অনন্তর প্রজাপতি প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। তদ্ভিন্ন, রাক্ষসজাতিতে উৎপন্ন হইয়াও তোমার বুদ্ধি কখন অধর্ম্মে ধাবিত হয় নাই, এই জন্য আমি তোমাকে অমর বরও দান করিতেছি। অমিত্রকর্ষণ! তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, শিক্ষিত না হইলেও বেদবিদ্যা যেন তোমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তোমার সে বাসনাও পূর্ণ হইবে।

অরিন্দম রামচন্দ্র! বিভীষণকে এইরূপ বর দান করিয়া প্রজাপতি অবশেষে কুম্ভকর্ণকে বর দান করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন; অমনি দেবগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে একবাক্যে কহিলেন, ভগবন! আপনি কুম্ভকর্ণকে বর দান করিবেন না। এই রাক্ষস যেরূপ ত্রিলোক বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, আপনি তাহা অবগত আছেন। ব্রহ্মন! এই নিশাচর নন্দন-বনে সাত অপ্সরা ও দশ ইন্দ্রানুচর, এবং তদ্ভিন্ন শত শত মানুষ ও ঋষিদিগকেও ভক্ষণ করিয়াছে। অতএব

অমিতদ্যুতে! আপনি বরচ্ছলে ইহাকে শাপ প্রদান করুন। তাহা হইলে ইহারও তাহাতে অভিরুচি জন্মিবে, ত্রিলোকেরও মঙ্গল হইবে।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পদ্ম-সম্ভবা পদ্ম-পত্রাক্ষী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। ত্রিলোকস্থ সর্ব্ব-জীবের জিহ্বা বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতি স্বরূপিণী দেবী সরস্বতী স্মরণমাত্র সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, দেব! আমি এই উপস্থিত হইয়াছি; আমায় আপনকার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে?

তখন প্রজাপতি সমুপস্থিতা দেবী সরস্বতীকে কহিলেন, বাগ্‌দেবতে! তুমি এই রাক্ষসের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া দেবতারা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপ বাক্য বল। এই কথা শুনিয়া সরস্বতী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিশাচরের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

রাম! অনন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, মহাবাহো কুম্ভকর্ণ! তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, দেবদেব! আমার অনেক বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে বাসনা; ইহার মধ্যে প্রতি ছয়মাসান্তে আমি এক দিন ভোজন করিব। কুম্ভকর্ণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পিতামহ, 'তথাস্তু' বলিয়া, দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। দেবী সরস্বতীও ঐ রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান, ও দেবী সরস্বতী তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে, কুম্ভকর্ণের স্বাভাবিক জ্ঞান পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। তখন দুষ্টাত্মা দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, আমার মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য বহির্গত হইল কেন! ইহা ত আমার অভিপ্রেত ছিল না! আমি অজ্ঞান বশতই এইরূপ বলিয়াছি! ভোজন করিব বলিতে, নিদ্রা যাইব বলিয়া ফেলিয়াছি! এইরূপে দুঃখার্ত্ত ও সন্তপ্ত হইয়া হস্ত-পাদ বিক্ষেপ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ আপনাকে বিবিধরূপ তিরস্কার করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

রাম! অনন্তর দীপ্ততেজা ভ্রাতৃত্রয় উক্তরূপ বর-লাভ পূর্ব্বক তিন জনেই শ্লেষ্মাতক বনে গমন করিয়া সুচিরকাল বাস করিতে লাগিল।

একাদশ সর্গ।

লঙ্কা-বাস।

রাম! রাবণাদি রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় বরলাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, সুমালী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে উত্থিত হইল। মাল্যবান, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, এবং মহোদর, এই কয় মন্ত্রীও সুমালীর সঙ্গে বিনির্গত হইল। সুমালী ঐ সমস্ত রাক্ষস-পুঙ্গবে পরিবৃত হইয়া দশগ্রীবের নিকট গমন ও তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, তাত! পরম সৌভাগ্য যে, ত্রিলোকনাথ

প্রজাপতির নিকট তোমার অভীপ্সিত বর-লাভে আমাদিগের চিরাভিলষিত মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে! মহাবাহো! যে জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসাতলে পলায়ন করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের সেই বিষ্ণু-জনিত মহাভয় বিদূরিত হইয়াছে। বিষ্ণু কর্ত্তৃক বার বার পরাজিত হইয়া, আমরা সকলে মিলিয়া স্বকীয় বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। লঙ্কানগরী আমাদিগেরই; পূর্ব্বে রাক্ষসেরাই ইহাতে বসতি করিত; কিন্তু এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান ধনেশ্বর ইহাতে উপনিবেশ করিয়াছেন। অতএব মহাবাহো! যদি পারা যায়, ত্যহা হইলে, দান দ্বারা হউক, সাম দ্বারা হউক, আর বল দ্বারাই হউক, লঙ্কা পুনরুদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৎস! তুমিই লঙ্কার অধীশ্বর এবং আমাদিগেরও সকলেরই প্রভু হইবে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর মহাবল দশগ্রীব সমুপস্থিত মাতামহকে কহিলেন, তাত! ধনেশ্বর আমাদিগের গুরু; অতএব আপনকার এরূপ বলা উচিত হইতেছে না। এই কথা শুনিয়া সুমালী আর দ্বিরুক্তি করিল না; সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

ঐ স্থানে বাস করিতে করিতে, কিছু কালের পর এক দিন প্রহস্ত বিনীত বচনে দশাননকে কহিল, মহাবাহো দশগ্রীব! 'ধনেশ্বর আমাদিগের গুরু,' আপনি ইতিপূর্ব্বে যে এই কথা কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহাবীর! এইরূপ বলা আপনকার উচিত হয় না; কারণ বীরদিগের সৌভ্রাত্র নাই। এ সম্বন্ধেও আমি পুনর্ব্বার যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। অদিতি ও দিতি নামে দুই পরম-রূপবতী ভগিনী, উভয়েই প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান-ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ অদিতির গর্ভে উৎপন্ন হয়েন; আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করেন। ধর্ম্মজ্ঞ! আদৌ দৈত্যেরাই প্রভাবশালী ছিল, এবং এই সকাননা সপর্ব্বতা সসাগরা পৃথিবীও তাহাদিগেরই অধিকার-ভুক্ত ছিল। কিন্তু অবশেষে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাহাদিগের সকলকেই সংহার করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদিগের বশীভূত করিয়াছেন। এইরূপ ভ্রাতা সর্পদিগের সহিত গরুড়েরও চিরশত্রুতা জন্মিয়াছে; অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব দেখুন, আজি যে কেবল আপনিই এই অসঙ্গত কার্য্য করিবেন, তাহা নহে; পূর্ব্বে দেবতারাও এইরূপ আচরণ করিয়াছেন; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন।

দুরাত্মা প্রহস্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বীর্য্যবান দশানন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি স্বীকৃত হইলাম। তদনন্তর তিনি সেই হর্ষভরেই সেই দিনেই রাক্ষসবৃন্দ সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গমন করিয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি পূর্ব্বক কুবেরের নিকট বাক্য-বিশারদ প্রহস্তকে দূত প্রেরণ করিলেন; কহিলেন, রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত! তুমি সত্বর

ধনেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার নাম করিয়া সাম-সহকৃত বাক্যে বলিবে যে, দেব! সর্ব্বলোকেই বিদিত আছে যে, এই লঙ্কা-নগরী মহাত্মা রাক্ষসদিগেরই নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থান ছিল; কোন কারণ বশত তাঁহারা এই নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সময় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা স্বকীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আপনি যে এই নগরীতে উপনিবেশ করিয়াছেন, তাহা আপনকার কর্ত্তব্য হয় নাই। অতএব অতুল-বিক্রম! এক্ষণে আপনি যদি এই নগরী প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে আমার প্রীতি জন্মে, আপনকারও ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়।

এই কথা শুনিয়া বাক্য-বিশারদ প্রহস্ত গমন পূর্ব্বক ধনেশ্বরকে দশাননের বাক্য সমস্তই নিবেদন করিল। বাক্যবিৎ বৈশ্রবণ প্রহস্তের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, নিশাচর! আমি অবিলম্বে রাক্ষস-রাজের বাক্যমত সমস্তই করিব; কেবল একবার পিতাকে জানাইবার অপেক্ষা আছে। তোমার মঙ্গল হউক।

এই কথা বলিয়া ধনেশ্বর পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে রাবণের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন; কহিলেন, পিত! দশগ্রীব এই মাত্র আমার নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইয়াছে যে, লঙ্কায় পূর্ব্বে রাক্ষসেরাই বাস করিত, সুতরাং আপনি লঙ্কা প্রত্যর্পণ করুন। অতএব তাত! এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য আদেশ করুন।

ধনদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনি-পুঙ্গব বিশ্রবা কহিলেন, পুত্র! মুনিগণের সমক্ষে দশগ্রীব আমাকেও এই কথাই কহিয়াছিল। আমিও সেই দুর্ম্মতিকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম, এবং ক্রোধভরে বারংবার বলিয়াছিলাম, 'ধ্বংস হও, ধ্বংস হও!' অতএব পুত্র! এক্ষণে আমি তোমাকে যে ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। বর-প্রদান নিবন্ধন দশগ্রীব একবারে উন্মত্ত হইয়াছে; তাহার মান্যামান্য বোধ নাই; সে আমার অভিসম্পাতেরও ভয় করে না; তাহার প্রকৃতি অতি দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তুমি অনুজীবিবর্গ সমভিব্যাহারে লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরণীধর কৈলাসে গমন করিয়া বাসার্থ উপনিবেশ কর; তোমার মঙ্গল হউক। কৈলাসে সরিৎ-প্রধানা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন; তাঁহার জল সূর্য্য-সঙ্কাশ সুবর্ণ-পঙ্কজে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিহার-শীল দেব গন্ধর্ব্ব অপ্সর ও কিন্নর গণ ঐ ধরণীধরে গমন করিয়া ঐ নদীতে বিহার করিয়া থাকেন। পুত্র! তুমিও সেই মনোরম পর্ব্বতে যাইয়া যথেচ্ছ বিহার কর। ধনদ! এই রাক্ষসের সহিত বিবাদ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। সে যে পরমোৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছে, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ।

রাম! এই কথা শুনিয়া ধনেশ্বর, যে আজ্ঞা বলিয়া, পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সত্বর লঙ্কায় যাইয়া প্রহস্তকে কহিলেন, প্রহস্ত! তুমি গমন কর এবং দশাননকে আমার নাম করিয়া বল যে, আমার এই যে

নগরী ও রাজ্য, মহাবাহো! তুমিও ইহা নিষ্কণ্টকে ভোগ কর; আমার ধন ও রাজ্যে তোমারও সমান অধিকার। আমি নিবাসার্থ মহাগিরি কৈলাসে গমন করিতেছি; তুমি আসিয়া লঙ্কায় বাস ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর; তোমার মঙ্গল হউক।

এই কথা বলিয়া ধনাধিপতি ধন-বাহন লইয়া পৌরজন, দারা, পুত্র ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে মহতী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন।

এদিকে প্রহস্ত, অনুজ ও অমাত্য সহিত সমুপবিষ্ট মহাবল দশগ্রীবের নিকট গমন করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে কহিল, দশগ্রাব! লঙ্কা নগরী শূন্য হইয়াছে; ধনেশ্বর উহা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। মহাবাহো! আপনি লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পরিপালন করুন।

প্রহস্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর দশানন ভ্রাতা ও অনুজীবিবর্গ সমভিব্যাহারে সুবিভক্ত-মহাপথা ধনদ-পরিত্যক্তা লঙ্কা নগরীতে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

দশানন লঙ্কা নগরীতে উপনিবেশ করিলে, নিশাচরেরা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল। ক্রমে নীলজীমূত-সঙ্কাশ নিশাচরগণে লঙ্কা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রামচন্দ্র! ধনেশ্বরও অলঙ্ঘ্য পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, অমরাবতীতে পুরন্দরের ন্যায়, শশিপ্রভ-গিরিবর-কৈলাস-শিখর-স্থাপিতা সুবিভূষিত ভবন-সমূহে সমাকীর্ণা পুরীতে বসতি করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

ইন্দ্রজিজ্জন্ম।

রাম! অভিষেকান্তে রাক্ষসরাজ দশগ্রীব ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা স্থির করিয়া কালকেয়-বংশীয় দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বকে শূর্পণখা সম্প্রদান করিল।

রাজন! ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দশগ্রীব মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইল, এবং বনমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে কন্যা সমভিব্যাহারী ময় দানবকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সৌম্য! আপনি কে, এই মৃগ-মনুষ্য-বিহীন কাননে ভ্রমণ করিতেছেন?

রাম! ময় উত্তর করিল, মহাবীর! যে জন্য আমি এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, সমুদায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, হেমা নামে এক সুন্দ্রী অপ্সরা আছে। পুরন্দরকে পৌলোমীর ন্যায়, দেবতারা ঐ হেমাকে আমায় প্রদান করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আসক্ত হইয়া সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছিলাম। আজি ত্রয়োদশ বৎসর হইল, সে দেব-কার্য্যের জন্য গমন করিয়াছে।

মহাভাগ! আমি হেমার জন্য মায়াবলে বজ্র-বৈদূর্য্য-সমবর্ণ সুবর্ণময় প্রাসাদ-পঙ্ক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে হেমার বিরহে নিরতিশয় কাতর হইয়া আমি আর তাহাতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহি। সুতরাং কন্যা সমভিব্যাহারে ভবন হইতে বিনির্গত হইয়া

বনে আগমন করিয়াছি। রাজন! আমার এই দুহিতা সেই হেমার গর্ভ-সম্ভূতা। আমি ইহার উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়াছি। মানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে কন্যার জনক হওয়া অতীব কষ্টকর। কন্যার নিমিত্ত দুই কুল নিরন্তর চিন্তিত থাকে। সৌম্য! আমার ভার্য্যার গর্ভে দুই পুত্রও উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম মায়াবী এবং কনিষ্ঠের নাম দুন্দুভি। তাত! আমি আপনকার প্রশ্নের এই প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলাম; এক্ষণে আপনি যে কে, আমি তাহা কিরূপে জানিতে পারি?

রাম! এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ দশগ্রীব বিনীত ভাবে কহিল, মহাভাগ! আমি পৌলস্ত্য-বংশ-সমুৎপন্ন; আমার নাম দশগ্রীব। আমি মহাবল রাক্ষসদিগের রাজা, মৃগয়ার্থ বিনির্গত হইয়াছি।

রাম! তখন রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া, দানবরাজ ময় তাহাকে ব্রহ্মর্ষির অপত্য জানিয়া তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিপ্রায় করিল, এবং কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিল, অমিত-তেজস্বিন রাক্ষসাধিপতে! আমার এই কন্যা হেমার-স্তন্য দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহার নাম মন্দোদরী; আপনি ইহাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করুন।

রাম! তখন দশগ্রীব, গ্রহণ করিলাম বলিয়া, ঐ কানন-মধ্যেই অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিল। রাজন! দুর্ম্মতি দশগ্রীব যে বিশ্রবা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল, ময় তাহা জ্ঞাত ছিল না, সুতরাং সে পিতামহ-কুলোৎপন্ন জানিয়াই, তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিল। দানব কঠোর-তপস্যা-লব্ধ এক পরমাদ্ভুত অমোঘ শক্তিও রাক্ষসরাজকে প্রদান করিল; লক্ষ্মণ ঐ শক্তি দ্বারাই আহত হইয়াছিলেন।

রাঘবনন্দন! দশগ্রীব এইরূপে ময় দানবের নিকট কন্যা লাভ পূর্ব্বক কৃতদার হইয়া লঙ্কায় প্রত্যাগত হইল, এবং অবিলম্বেই ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করিল। বিদ্যুজ্জ্বালা নামে বৈরোচনের এক দৌহিত্রী ছিল, দশানন তাহার সহিত কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিল। ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ, গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের দুহিতা সরমার পাণিগ্রহণ করিলেন। শৈলষ-তনয়া মানস সরোবরের তীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; ঐ সময় বর্ষাগমে সরোবরের জল বৃদ্ধি হইতে থাকে; তদ্দর্শনে কন্যার মাতা স্নেহ নিবন্ধন সরোবরকে কহিয়াছিলেন, "সরো মা বর্দ্ধ!" অর্থাৎ 'সরোবর! তুমি বর্দ্ধিত হইও না'; সেই জন্য কন্যার নাম 'সরমা' হইয়াছিল।

যাহা হউক, এইরূপে দার-পরিগ্রহ করিয়া তিন ভ্রাতা, চৈত্ররথ-কাননে গন্ধর্ব্বগণের ন্যায়, স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিল।

অনন্তর মন্দোদরী মেঘনাদ নামক পুত্র প্রসব করিল। রাম! মেঘনাদই ইন্দ্রজিৎ বলিয়া বিখ্যাত। রাক্ষস-নন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়াই যেমন ক্রন্দন করিল, অমনি মেঘের ন্যায় শব্দ হইয়া উঠিল। সেই শব্দে শৈল বন

কানন অট্টালিকা গৃহ ও গোপুর সহিতা লঙ্কা-নগরী স্তম্ভিত হইল। প্রভো! সেইজন্য পিতা দশানন, পুত্রের 'মেঘনাদ' নাম রাখিল। শিশু মেঘনাদ রাবণের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রযত্ন সহকারে সুরক্ষিত হইয়া, কাষ্ঠাচ্ছন্ন কৃশানুর ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ।

ধনদের প্রতি যুদ্ধযাত্রা।

রামচন্দ্র! অনন্তর কালক্রমে লোকেশ্বর-প্রেরিতা তীব্র-নিদ্রা মূর্ত্তিমতী হইয়া কুম্ভকর্ণকে আশ্রয় করিল। তখন কুম্ভকর্ণ সিংহাসনোপবিষ্ট ভ্রাতা দশাননকে কহিল, রাজন! নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতেছে, অতএব আপনি আমার আলয়-নির্ম্মাণে আদেশ করুন।

অনন্তর রাজাজ্ঞা ক্রমে নিযুক্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় সুপটু শিল্পিগণ কুম্ভকর্ণের জন্য দ্বিশত-কিষ্কু-বিস্তৃত দ্বাদশ-শত-কিষ্কু-দীর্ঘ কৈলাসের ন্যায় প্রকাণ্ড গুহাকৃতি এক শয়নাগার নির্ম্মাণ করিল। ঐ ভবন কাঞ্চন ও স্ফটিকময় স্তম্ভ-সকলে পরিশোভিত এবং কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত। উহার তোরণ গজদন্তময়, সোপান বৈদূর্য্যময়; এবং বেদিকা বজ্রমণি দ্বারা গ্রথিতা। উহা সুমেরুর প্রধান গুহার ন্যায় সর্ব্ব ঋতুতেই সর্ব্বদা সুখপ্রদ। নিশাচর কুম্ভকর্ণ বহু সহস্র বৎসর ঐ গুহা-মধ্যে প্রগাঢ় নিদ্রা যাইতে লাগিল, জাগরিত হইল না।

কুম্ভকর্ণ এইরূপে নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিল, এদিকে দশানন দেব, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগের উপর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে নন্দনাদি বিবিধ বিচিত্র উদ্যানে গমন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত ভগ্ন করিতে লাগিল; মহাগজের ন্যায় নিত্য নিত্য নদী সকলে অবগাহন করিয়া ক্রীড়া, বায়ুর ন্যায় বৃক্ষ সকল উৎক্ষেপ, এবং পরিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় শৈল সকল চূর্ণ করিতে থাকিল।

রাম! অনন্তর দশানন এইরূপ আচরণ করিতেছে অবগত হইয়া, ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর নিজ-কুলোচিত আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা ও সৌভ্রাত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক দশাননের হিতার্থ লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কায় যাইয়া প্রথমত বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিভীষণ তাহার অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; পশ্চাৎ তাহাকে ধনেশ্বরের ও জ্ঞাতিবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সভামধ্যে সমুপবিষ্ট দশাননকে দেখাইয়া দিলেন। দূত দেখিল, রাক্ষসরাজ রাজশ্রীতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে। ঈদৃশ দশাননকে দর্শন করিয়া দূত জয়শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিল। অনন্তর রাবণেরই সন্নিকটে এক সুন্দর আস্তরণ-মণ্ডিত পর্য্যঙ্ক স্থাপিত হইলে, সে তাহাতে উপবেশন করিয়া কহিল, রাজন! আপনকার ভ্রাতা আপনাদিগের উভয়ের কুলোচিত সাধু-চরিত্রের সমুচিত কতকগুলি সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন; সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন।

অমিত্রকর্ষণ! আপনকার ভ্রাতা কহিয়াছেন যে, আপনি যতদূর করিয়াছেন, যথেষ্টই হইয়াছে; এক্ষণে যদি পারেন, তাহা হইলে সাধু-ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আমি দেখিয়াছি যে, নন্দন-বন ভগ্ন হইয়াছে, এবং শুনিয়াছি যে, অনেক ঋষি নিহত হইয়াছেন। দেবতারাও যে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, আমি তাহাও অবগত হইয়াছি। দশানন! তুমি অনেকবার নিবারিত হইয়াছ; আমিও এক্ষণে পুনর্ব্বার নিবারণ করিতেছি। আত্মীয় ব্যক্তি বালস্বভাব বশত অপরাধী হইলেও তাহাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাক্ষসরাজ! আমি তপঃসাধনার্থ হিমাচলপ্রস্থে গমন এবং রৌদ্রব্রত-ধারণ পূর্ব্বক নিয়মী হইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে আমি দেবীসহিত মহাদেবকে দেখিয়াছিলাম। দেবী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ইনি কে! কেবল এইরূপ বিস্ময় বশতই আমি দেবীর প্রতি বাম লোচন নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; মহারাজ! আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি ছিল না। তথাপি দেবীর প্রভাব বশত আমার বাম চক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল, এবং ধূলি-ধ্বস্ত জ্যোতিষ্কের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল।

তদনন্তর আমি ঐ গিরিবরের অন্য এক সুবিস্তীর্ণ প্রস্থে গমন করিয়া অষ্টশত বৎসর অতীব কঠোর তপস্যা করিলাম। তপস্যা সমাপ্ত হইলে, দেবদেব মহেশ্বর মহা তুষ্ট হইলেন, এবং প্রীত-চিত্তে আমাকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার ঈদৃশ তপশ্চর্য্যায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই অনুপম কঠোর তপস্যা এক আমি করিয়াছিলাম, আর এই তুমি করিলে। এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই, যে এরূপ তপশ্চরণ করে। এই ব্রত অতীব দুঃসাধ্য; প্রথমে আমিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। অতএব ধনেশ্বর! তুমি আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় বশীভূত হইয়াছি; আমার বিবেচনায় তুমি আমার সখা হইবার যোগ্য পাত্র। দেবীর প্রভাবে তোমার বাম লোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই জন্য আজি অবধি তোমার আর একটি নাম 'একপিঙ্গাক্ষ' হইবে, সন্দেহ নাই।

লঙ্কেশ্বর! এইরূপে ধীমান শঙ্করের সখিতা লাভ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া আমি তোমার পাপাচরণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। দেব ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া তোমার বধোপায় চিন্তা করিতেছেন।

রাম! দূতের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ দশানন ক্রুদ্ধ হইল; তাহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে হস্তে হস্ত ও দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া কহিল, দূত! তুমি যাহা বলিলে, আমি সমস্তই অবগত হইলাম। তোমার জীবন ত শেষই হইয়াছে; অধিকন্তু যিনি তোমাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিও জীবিত থাকিবেন না! আমাকে হিতোপদেশ করা

ধনেশ্বরের অভিপ্রায় নহে; তিনি যে মহেশ্বরের সখা হইয়াছেন, এই ছলে আমাকে তাহাই বিজ্ঞাপন করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দূত! তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুতরাং গুরু, এই ভাবিয়াই আমি এতদিন তাঁহাকে কোন কথাই বলি নাই, সমস্তই সহ্য করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি তিনি বর-প্রাপ্তি নিবন্ধন দর্পান্ধ হইয়া এই যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাতে আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমি বাহুবল আশ্রয় করিয়া ত্রিলোকই জয় করিব। একের অপরাধ নিবন্ধন, আমি এক সময়েই চারি লোকপালকেই যম-সদনে প্রেরণ করিব।

রাম! এই কথা বলিয়াই রোষ-তাম্রাক্ষ নিশাচর-নাথ দূতকে খড়্গ দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক আহারার্থ নিশাচরদিগকে অর্পণ করিল। তদনন্তর সে ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিয়া সমীপোপবিষ্ট মন্ত্রিদিগকে কহিল, সত্বর যুদ্ধার্থ বহির্গত হও।

রঘুনন্দন! অনন্তর ত্রিলোক-বিজয়াকাঙ্ক্ষী দশানন সমুচিত স্বস্ত্যয়ন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কুবের-সদনে যাত্রা করিল।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

কৈলাস-যুদ্ধ।

রাম! অনন্তর ধীমান দশগ্রীব মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও নিয়ত-রণনিরত মহাবীর ধূম্রাক্ষ, এই ছয় জন ক্রূরকর্ম্মা বল-দর্পিত অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া ক্রোধ দ্বারা যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিল। বিবিধ নদ, নদী, গ্রাম, নগর, পর্ব্বত, বন ও উপবন সকল অতিক্রম করিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যেই কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইল।

দুরাত্মা দশগ্রীব যুদ্ধার্থ সমুদ্যোগী হইয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসে আগমন পূর্ব্বক সেনানিবেশ করিল দেখিয়া, যক্ষগণ তাহাকে রাজ-ভ্রাতা জানিয়া তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে সহসা সাহসী হইল না; সুতরাং, অগ্রে ধনেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতার কার্য্য নিবেদন করিল। পশ্চাৎ ধনেশ্বরের অনুমতি পাইয়া হৃষ্ট-চিত্তে যুদ্ধার্থ প্রতিনিবৃত্ত হইল।

রাম! অনন্তর যক্ষরাজের মহতী সেনা মহাসাগর-প্রবাহের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া কৈলাস কম্পিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। অবিলম্বেই যক্ষ ও রাক্ষসে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সকলেই ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সৈন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, নৈর্ঋতনাথ দশানন হর্ষভরে বারংবার সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাক্রোধে ধাবিত হইল। তাহার ঘোর-বিক্রম অমাত্যগণও এক এক জন এক এক সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

অনন্তর দশানন যক্ষ-সৈন্য-মধ্যে অবগাহন করিল। চারিদিক হইতে যক্ষগণ তাহার উপর গদা, মুষল, খড়্গ, শক্তি ও

তোমর সকল প্রহার করিতে লাগিল। ধারাবর্ষী মেঘ-সঙ্ঘের ন্যায়, শস্ত্রবর্ষী যক্ষগণ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া দশানন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল না। কিন্তু অম্বুদ-বিসৃষ্ট শত শত ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া মহীধর যেমন ব্যথিত হয় না, যক্ষ-নিক্ষিপ্ত সহস্রসহস্র অস্ত্রে আহত হইয়া মহাবল দশগ্রীবও সেইরূপ কাতর হইল না। প্রত্যুত সেই মহাত্মা, কালদণ্ডোপম গদা উদ্যত করিয়া শত শত যক্ষকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে অবগাহন করিল। বাত-প্রদীপিত অগ্নি যেমন শুষ্কেন্ধন-সমাকুল সুবিস্তীর্ণ কক্ষ দাহ করে, সেও তেমনি যক্ষ-সৈন্য দাহ করিতে লাগিল। বায়ু যেমন জলদপটল ক্ষয় করে, মহোদর এবং শুক প্রভৃতি মহামাত্যগণও সেইরূপ যক্ষ-সৈন্য স্বল্পাবশিষ্ট করিয়া আনিল। সেই যুদ্ধে শত শত যক্ষ ভগ্নদেহ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, এবং পূর্ব্বে ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ দশনপংক্তি দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক যে ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। আর শত শত যক্ষ শ্রান্ত হইয়া, পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জলপ্রবাহে নদীকূলের ন্যায়, রণস্থলে অবসন্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। কত শত বীর স্বর্গে গমন, আর কত শত বীর যুদ্ধ করিতে লাগিল; কত শত বীর ধাবিত হইতে থাকিল; আর কত শত ঋষি সোৎসুক নয়নে যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন; এইরূপে রণস্থলের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল।

রাম! অনন্তর এইরূপে সুমহৎ যক্ষ-সৈন্য ভগ্ন হইল দেখিয়া, মহাবাহু ধনেশ্বর সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমত গণ্ডবিল্লক নামে যক্ষ-নায়ক বহুতর বল-বাহন সমভিব্যাহারে রণ-প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর ন্যায়, চক্র দ্বারা মারীচকে প্রহার করিল। মারীচ ক্ষীণ-পুণ্য গ্রহের ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কিন্তু সেই নিশাচর মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক ঐ যক্ষের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল; যক্ষ পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক প্রতীহারদিগের সীমাভূত কাঞ্চন-চিত্রিত বৈদূর্য্য-রজত-খচিত তোরণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাজন! অনন্তর রাক্ষসরাজ দশগ্রীবও যেমন ঐ তোরণ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, অমনি সূর্য্যভানু নামক দ্বারপাল তাহাকে নিবারণ করিল; কিন্তু সে নিবারিত হইয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

রাম! নিবারণ করিলেও যখন দশানন প্রতিনিবৃত্ত হইল না, তখন ঐ দ্বারপাল তোরণ উৎপাটন করিয়া তাহাকে প্রহার করিল। তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রুধির স্রাব করিয়া ধাতুস্রাবী ধরাধরের ন্যায় শোভিত হইল। যাহা হউক, শৈল-শিখরোপম তোরণ দ্বারা সমাহত হইয়াও দশানন, ব্রহ্মার বর-প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল না; প্রত্যুত ঐ তোরণ দ্বারাই সে ঐ যক্ষকে প্রহার করিল, অমনি যক্ষ ভস্মীভূত হইল, আর দৃষ্ট হইল না।

রাম! দশগ্রীবের ঈদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া যক্ষগণ ভয়-কাতর ও বিষণ্ণ হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ ও বিবর্ণ বদনে পলায়ন পূর্ব্বক আকাশ এবং বিবিধ নদী ও গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

পঞ্চদশ সর্গ।

বৈশ্রবণ-বিজয়।

রাজন! প্রধান প্রধান যক্ষ সকল দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল দেখিয়া, যক্ষেশ্বর, মাণিভদ্র নামক যক্ষকে কহিলেন, যক্ষেন্দ্র! যুধ্যমান মহাবীর যক্ষদিগের আশ্রয় হইয়া তুমি দুর্ব্বৃত্ত পাপাত্মা রাবণকে বিনাশ কর।

সুদুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র এই কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র যক্ষগণে পরিবৃত হইয়া এককালে দশাননের চারিজন অমাত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষগণ শত শত গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর প্রহার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে রাক্ষস দিগকে আক্রমণ করিল, এবং শ্যেনের ন্যায় দ্রুত সঞ্চরণ করিয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 'আয়, অগ্রে প্রহার কর!' 'না, আমি তাহা ইচ্ছা করি না, তুই অগ্রে প্রহার কর!' যুদ্ধ-স্থলে নিরন্তর কেবল এইরূপ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেবগণ ও ঋষিগণ সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। প্রহস্ত রণস্থলে এক সহস্র যক্ষ বিনাশ করিল; মহোদর গদাঘাতে আর এক সহস্রের প্রাণ সংহার করিল; ধূম্রাক্ষও ক্রুদ্ধ হইয়া আর এক সহস্র নিপাত করিল; আর মারীচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নিমেষ-মধ্যে দুই সহস্র সংহার করিল। রাজন! যক্ষদিগের যুদ্ধ, সরল যুদ্ধ, আর রাক্ষস-যুদ্ধ মায়া-যুদ্ধ, অতএব এই উভয় যুদ্ধ কখনই সমান হইতে পারে না; সুতরাং, পুরুষব্যাঘ্র! যুদ্ধে রাক্ষসেরাই প্রবল হইল।

অনন্তর ধূম্রাক্ষ মহাযুদ্ধে মাণিভদ্রকে আক্রমণ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে গদাঘাত করিল, কিন্তু সে তাহাতে কম্পিত হইল না; প্রত্যুত ধূম্রাক্ষের মস্তকে আঘাত করিল; ধূম্রাক্ষ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল।

ধূম্রাক্ষ আহত হইয়া শোণিত-সিক্ত-কলেবরে পতিত হইল দেখিয়া, দশানন মাণি-ভদ্রকে আক্রমণ করিল। দশানন ক্রোধ-ভরে ধাবিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, যক্ষ-পুঙ্গব মাণিভদ্র তাহার মস্তকে তিন শক্তি প্রহার করিল। রাক্ষসরাজও তাহার মস্তকে গদা প্রহার করিল; ঐ প্রহারে তাহার মুকুট পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল; সেই অবধি তাহার আর একটি নাম 'পার্শ্বমৌলি' হইল।

যাহা হউক, এইরূপে মহাত্মা মাণিভদ্র পরাঙ্মুখ হইলে, ঐ পর্ব্বত-মধ্যে সুমহান সিংহনাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনন্তর শুক্র, প্রোষ্ঠপদ, পদ্ম ও শঙ্খ পরিবৃত গদা-পাণি ধনেশ্বর দূরে দৃষ্ট হইলেন। তিনি দূর হইতেই পাপ-স্বভাব নিরঙ্কুশ মর্য্যাদাচ্ছেদী রণস্থল-স্থিত ভ্রাতা দশাননকে দেখিতে পাইয়া

পিতামহকুলের সমুচিত বাক্যে কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! আমি বার বার তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমার জ্ঞান জন্মে নাই; এক্ষণে সেই অবজ্ঞার ফল ভোগ পূর্ব্বক নিরয়স্থ হইয়া সমুদায় বুঝিতে পারিবে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি বিষ পান করিয়া মোহ নিবন্ধন জানিতে পারে না যে, সে বিষ পান করিয়াছে; সে ব্যক্তি পরিণামে বুঝিতে পারে যে, তাহার ঐ কর্ম্মের ফল কিরূপ! তোমার কোন ধর্ম্মকর্ম্মই নাই; সুতরাং দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন নহেন; সেই জন্যই তোমার এইরূপ দশা ঘটিয়াছে; কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্য্যের অবমাননা করে, সে প্রেতরাজের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার ঐ দুষ্কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারে। শরীর অনিত্য; সুতরাং, শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি তপস্যা উপার্জ্জন না করে, মৃত্যুর পর সমুচিত অসদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। অথবা দুর্ব্বুদ্ধে! স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও বুদ্ধিভ্রংশ হয় না; যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। সংসারে মানবগণ স্ব স্ব পুণ্য-কর্ম্ম-প্রভাবেই সুবুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, সৎপুত্র, শৌর্য্য ও শৌটীর্য্য লাভ করে। অথবা তোমার সহিত আলাপ করিতে নাই; তোমার যখন ঈদৃশ আচরণ, তখন তুমি নারকী।

রাম! তখন ধনেশ্বরকে দেখিবামাত্র সুমহাবল মারীচ প্রভৃতি নিশাচরগণ পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর মহাত্মা যক্ষরাজ ধনেশ্বর দশগ্রীবের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন; কিন্তু রাক্ষসরাজ তাহা গ্রাহ্যই করিল না। পশ্চাৎ যক্ষরাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। অনন্তর ধনেশ্বর রাবণের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষসরাজও উহা নিবারণ করিয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রূপ ধারণ করিয়া মহাশব্দ করিতে লাগিল। যক্ষগণ দশাননকে ব্যাঘ্র, বরাহ, মেঘ, পর্ব্বত, সাগর, বৃক্ষ ও দৈত্য স্বরূপ দেখিতে লাগিল।

রাম! অনন্তর দশানন মহতী গদা ভ্রামিত করিয়া ধনদের মস্তকে আঘাত করিল। ঐ আঘাতে বিহ্বল হইয়া ধনেশ্বর শোণিত-লিপ্ত-কলেবরে, ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। অমনি পদ্মাদি-নিধিসকল পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নন্দনবনে লইয়া যাইয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিল।

এদিকে রাক্ষসরাজ দশানন ধনেশ্বরকে জয় করিয়া অতীব আনন্দিত হইল, এবং বিজয়-চিহ্ন-স্বরূপ ধনেশ্বরের পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিল। ঐ বিমানের চতুর্দ্দিক কাঞ্চন-স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তোরণ সকল বৈদূর্য্য-মণিময়; উহা মুক্তাজালে সমাচ্ছন্ন, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ, মনোবেগ, কামগামী, কামরূপী ও আকাশচারী; উহার সোপান মণিকাঞ্চনময় ও বেদিকা তপ্তকাঞ্চনময়; উহা দেবগণেরই বাহন; উহার গতি স্থির; উহাকে দর্শন করিলেই

দৃষ্টি ও মনের তৃপ্তি জন্মে; উহাতে বিবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে; উহা নানাপ্রকার চিত্রে বিচিত্রিত; স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বকামোপযোগী করিয়া ঐ অনুত্তম মনোরম বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; উহাতে শীত বা গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ নাই; সর্ব্ব ঋতুতেই সুখানুভব হইয়া থাকে।

রাম! সুদুর্ম্মতি দশানন বীর্য্য-নির্জ্জিত ঐ কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া দর্পোৎসেক নিবন্ধন মনে করিতে লাগিল, সে ত্রিভুবন জয় করিয়াছে। এইরূপে বৈশ্রবণকে জয় করিয়া সে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিল।

বিমল-কিরীট-বর্ম্ম-ধারী দশগ্রীব বীর্য্যপ্রভাবে বিপুল বিজয় প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য বিমানে অবস্থিতি পূর্ব্বক যজ্ঞবেদিস্থিত অনলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

ষোড়শ সর্গ।

কৈলাসোদ্ধরণ।

রাম! ভ্রাতা ধনেশ্বরকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ দশানন কার্ত্তিকের জন্মস্থান শরবনে উপস্থিত হইল; এবং দেখিল, সুমহৎ সুবর্ণময় শরবন কিরণচ্ছটায় পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

রাজন! পর্ব্বতে উপনীত হইয়া ঐ শরবনের কিঞ্চিৎ দূরে উপস্থিত হইবামাত্র, দশানন দেখিল, পুষ্পক বিমান স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কামগামী বিমানের গতিরোধ হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাজ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিতে লাগিল, ব্যাপার কি! কিজন্য এই পুষ্পক বিমান আর চলিতেছে না! পর্ব্বতের উপর এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে, যে ঈদৃশ কার্য্য করিল!

রাম! অনন্তর বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ মারীচ রাবণকে কহিল, রাজন! বিমান যে আর চলিতেছে না, ইহার অবশ্যই কোন কারণ আছে। এই পুষ্পক বিমান ধনেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও বহন করে না; সেই জন্যই ইহা আকাশপথে স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; ইহার আর অন্য কোন কারণই নাই।

রঘুনন্দন! নিশাচরেরা এইরূপ পরামর্শ করিতেছে, এমত সময় ভগবান ভবের এক অনুচর আসিয়া অশঙ্কিত-চিত্তে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, দশগ্রীব! ফিরিয়া যাও; দেব শঙ্কর এই শৈলে বিহার করিতেছেন। সেই জন্য সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসাদি সর্ব্বভূতেরই এই পর্ব্বতে আগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বুদ্ধে! প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা বিনষ্ট হইবে।

এই কথা শুনিয়া দশানন রোষারুণিতলোচনে পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, 'শঙ্কর আবার কে?' বলিয়া, শৈলের মূলদেশে গমন করিল, এবং দেখিল, মহাত্মা নন্দী প্রদীপ্ত শূলে ভর দিয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় অনতিদূরেই অবস্থিতি করিতেছেন। বানর-মুখ

নন্দিকে দেখিয়াই রাক্ষসরাজ তোয়পূর্ণ তোয়দের ন্যায় গম্ভীর শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। তখন শঙ্করের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ভগবান নন্দি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে নিশাচর! তুমি আমায় বানর-মুখ দর্শন করিয়া অজ্ঞানবশত উপহাস করিলে; তুমি জাননা যে আমি কে! এই জন্য আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি যে, আমারই ন্যায় রূপসম্পন্ন, এবং আমারই ন্যায় বীর্য্যবান ও তেজস্বী, নখ-দংষ্ট্রায়ুধ, মনোবেগ, পবন-সমগামী, যুদ্ধোন্মত্ত, জঙ্গম-শৈল-সঙ্কাশ, মহাবল, শূর বানরগণ, তোমার বংশনাশের নিমিত্ত উৎপন্ন হইবে, এবং সকলে সমবেত হইয়া, রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ এবং অমাত্য ও পুত্র-পৌত্রাদিসহিত তোমার দর্প ও অহঙ্কারাদি বিবিধ বৃদ্ধি চূর্ণীকৃত করিবে। আমি এখন আর কিছুই করিতে পারি না; তুমি যখন নিজ কর্ম্মপরম্পরা দ্বারাই নিহত হইয়া রহিয়াছ; তখন তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করা অনর্থক।

মহাত্মা নন্দি এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন; কিন্তু মহামনা দশানন তাহা গ্রাহ্যই করিল না। সে শাপাগ্নি দ্বারা নির্দ্দগ্ধ হইয়াও কহিল, আমি গমন করিতেছিলাম, কিন্তু আমার পুষ্পকের গতিরোধ হইল। যে কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে, আমি এখনই নিদারুণরূপে তাহার প্রতিকার করিব। শঙ্কর! আজি আমি তোমার এই শৈল সমূলে উৎপাটন করিব; দেখিব, তুমি কি অহঙ্কারে এইস্থানে অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছ।

রাম! এই কথা বলিয়া দশগ্রীব যেমন শৈল উত্তোলন করিবার উদ্‌যোগ করিল, অমনি তাহার প্রস্তর-স্তম্ভ-সঙ্কাশ ভুজদ্বয় নিপীড়িত হইল! তদ্দর্শনে তাহার অমাত্যগণ বিস্মিত হইয়া উঠিল। ভুজ-পীড়ন-জনিত রোষে রাক্ষসরাজ ঈদৃশ মহাশব্দ পরিত্যাগ করিল যে, তাহাতে ত্রিলোক যেন কম্পিত হইয়া উঠিল; মনুষ্য ও দৈত্যগণ বোধ করিল, যেন প্রলয়কালে বজ্রধ্বনি হইল; ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে বিচলিত হইলেন; এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন, এ কি হইল!

অনন্তর অমাত্যগণ কহিল, রাক্ষসরাজ দশানন! আপনি উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদন করুন; এ বিষয়ে তিনি ভিন্ন আর অন্য গতি দেখিতেছি না! আপনি স্তব করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক শঙ্করেরই শরণাগত হউন; তিনি দয়ালু; অবশ্যই তুষ্ট হইয়া আপনকার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

দশানন অমাত্যদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণত হইয়া বিবিধ সাম-সহকৃত স্তুতি-বাক্যে বৃষভধ্বজের স্তব করিল।

রাজন! অনন্তর শৈল-শিখরাগ্র-স্থিত বিভু মহাদেব তুষ্ট হইয়া দশাননের ভুজদ্বয় উন্মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! আমি তোমার বীর্য্যে, শৌটীর্য্যে ও স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। রাক্ষসকুলে তোমার জন্ম বটে, কিন্তু তুমি যে শব্দ করিয়াছ, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর; তাহাতে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইয়া ভীত হইয়াছে। রাজন! এই জন্য

তোমার নাম "রাবণ" হইবে। মনুষ্য, দৈত্য, দেব ও গন্ধর্ব্ব, সকলেই তোমাকে লোক-রাবণ রাবণ নামে অভিহিত করিবে। রাক্ষসাধিপতে পৌলস্ত্য! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন কর।

রাম! সাক্ষাৎ মহেশ্বর মহাদেব এইরূপ নামকরণ করিলে, রাবণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার পুষ্পকে আরোহণ করিল, এবং সুমহাভাগ ক্ষত্রিয়দিগের উপর উৎ-পীড়ন করিয়া পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন তেজস্বী শূর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় তাহার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সসৈন্যে নিহত হইলেন; আর কোন কোন বিজ্ঞতম ক্ষত্রিয় সেই বলদর্পিত রাক্ষস-রাজকে দুর্জ্জয় জানিয়া কহিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম।

রাজন! বলদর্প-দর্পিত প্রতাপবান লোক-রাবণ রাবণ ত্রিলোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত এইরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

সপ্তদশ সর্গ।

সীতোৎপত্তি।

রাজন রামচন্দ্র! মহাবাহু দশগ্রীব বসুধা-তলে পর্য্যটন করিতে করিতে একদা হিমাচল দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করিল, এবং দেবতার ন্যায় দীপ্তিশালিনী এক কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা মুনিব্রত-নিরতা জটিলা মহিলাকে দেখিতে পাইল। তিনি সাক্ষাৎ দেবমাতা সাবিত্রীর ন্যায় জ্বলিতেছিলেন এবং মূর্ত্তিমতী সূর্য্য-প্রভার ন্যায় অবস্থিতি করিতে-ছিলেন।

রাবণ সেই কঠোর-ব্রতচারিণী রূপবতী কামিনীকে একাকিনী দর্শন করিয়া কাম-মোহে অভিভূত হইয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিল, ভীরু! তুমি কি নিমিত্ত তোমার এই যৌবনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? এরূপ আচরণ তোমার এই রূপেরও অনুরূপ নহে। ভদ্রে! তোমার এই স্বরূপ রূপ দর্শন করিলে লোকমাত্রেরই কামোন্মাদ জন্মে। তপস্যা করা তোমার সমুচিত নহে; তপস্যা বৃদ্ধের পক্ষেই শোভা পায়। অনঘে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার ভর্ত্তাই বা কে? কি নিমিত্তই বা তুমি তপস্যা করিতেছ? সুভ্রু! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি উত্তর কর, বিলম্ব করিও না।

অনার্য্য রাক্ষসরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাপসী কন্যা যথাবিধি আতিথ্য বিধান পূর্ব্বক কহিলেন, বৃহস্পতির পুত্র, বৃহস্পতিরই ন্যায় বুদ্ধিমান, পরমধার্ম্মিক, দ্যুতিমান, ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার জনক। সেই মহাত্মা নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিতেন; আমি তাঁহার সেই বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; আমার নাম বেদবতী।

আমার জন্মের পর, অনেকানেক দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও দানব, পিতার নিকট আসিয়া আমার পাণি প্রার্থনা করিল; কিন্তু আমার পিতা আমায় কাহাকেও সম্প্রদান

করিলেন না। মহাবাহো! আমি তাহার কারণ এই শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব হইতেই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি সুরশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণুকেই জামাতা করিবেন।

রাক্ষসরাজ! অনন্তর শম্ভুনামক পাপাত্মা দৈত্যরাজ কুপিত হইয়া রাত্রিকালে প্রসুপ্তাবস্থায় আমার পিতাকে বিনাশ করিল। আমার মহাভাগা জননী আমার মৃত পিতার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সৌম্য! নারায়ণের প্রতি পিতার যে অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে পিতা অসিদ্ধকাম হইয়া পরলোক গমন করিলেন দেখিয়া আমি স্থির করিলাম যে, পিতা স্বর্গত হইলেও আমি তাঁহার পূর্ব্বাভিপ্রায় সফল করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি এই ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

রাক্ষসরাজ! আমি তোমাকে এই সমস্ত বৃত্তান্তই কহিলাম। ফলত, পুরুষোত্তম নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ যেন আমার স্বামী না হয়েন। তুমি জানিবে যে, আমি এক মনেই নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছি। রাজন! তুমি যে পুলস্ত-বংশোৎপন্ন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু আছে, আমি তপোবলে সমস্তই অবগত আছি।

রাম! কন্দর্প-শর-পীড়িত রাবণ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিমানাগ্র হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সুমহাব্রতা কন্যাকে কহিলেন, চারু-নিতম্বিনি! তোমার যখন এরূপ বুদ্ধি, তখন দেখিতেছি, তুমি অতীব দর্পিতা। মৃগশাবলোচনে! পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগের পক্ষেই শোভা পায়। কিন্তু তুমি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না ত্রিলোক-সুন্দরী; যৌবন কালে বৃদ্ধের মত আচরণ করা তোমার কোন রূপেই উচিত নহে। তুমি যে বিষ্ণুর নাম করিলে, সে কে? যেই হউক, আমার এক বাহুর বলও তাহাতে নাই। কন্যা বলিতে লাগিলেন, না, না, এরূপ কথা মুখেও আনিও না! কিন্তু মহাবল রাবণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার কৌমার হরণ করিল, তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বেদবতী ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া নিশাচরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে জ্বলিত-বদনে কহিলেন, অনার্য্য! তুমি যখন আমার ধর্ষণা করিলে, তখন আমার আর জীবিত থাকা উচিত নহে; সুতরাং, দেখ তোমার সমক্ষেই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করি। কিন্তু নিশাচর! তুমি আমাকে বনমধ্যে একাকিনী দেখিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক আমার ধর্ষণা করিলে, এই জন্য তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব। স্ত্রীজাতি পুরুষকে বিনাশ করিতে স্বভাবতই সমর্থ নহে, বিশেষত তোমার ন্যায় পুরুষকে বধ করা তাহাদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তোমাকে আমি অভিসম্পাতও করিব না, কারণ বৃথা তপঃক্ষয় করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। আমি যদি কোন পুণ্যকর্ম্ম

করিয়া থাকি, যদি দান করিয়া থাকি, যদি অগ্নিতে হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি সেই প্রভাবেই কোন মহাত্মার অযোনিজা সাধ্বী কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।

রাম! এই কথা বলিয়া বেদবতী প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন; অমনি আকাশ হইতে তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। তদনন্তর বেদবতী পদ্মপ্রভা ধারণ পূর্ব্বক পদ্ম-গর্ব্ভে উৎপন্ন হইলেন। সে জন্মেও, রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ প্রদেশে ঐ পদ্মগর্ব্ভ-সমপ্রভা কন্যাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল, এবং নিজ ভবনে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রীদিগকে প্রদর্শন করিল। এক লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দশাননকে কহিল, রাজন! শ্রোণী কন্যা পরিগ্রহ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে; অতএব আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করুন।

এই কথা শুনিয়া রাবণ ঐ কন্যাকে সাগর-সলিলে নিক্ষেপ করিল। তরঙ্গে আনিয়া তাঁহাকে যজ্ঞোপবন সমীপে নিহিত করিল। অনন্তর তিনি রাজা জনকের হলমুখে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন। প্রভো! এই জনকের দুহিতা সেই বেদবতী তোমার ভার্য্যা হইয়াছেন। মহাবাহো! তুমিও সনাতন বিষ্ণু। তুমি যে শত্রু রাবণকে বিনাশ করিয়াছ, ইনি তোমারই শৈল-সদৃশ অমানুষ-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বেই তাহাকে ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

রাম! এই প্রকারে এই মহাভাগা সীতা, হল-মুখোৎকৃষ্ট যজ্ঞবেদি-সম্পন্ন ক্ষেত্র হইতে পুনরুৎপন্ন হইয়া মানুষ-কুলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সত্যযুগে ইনিই বেদবতী নামে কন্যা ছিলেন। সীতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া, লোক সকল ইহাঁকে সীতা বলিয়া থাকে। পরপুরঞ্জয়! সত্য-যুগান্তে এক্ষণে ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে; বেদবতী এই যুগে আপনকার ভার্য্যা হইয়াছেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

মরুত্ত-সমাগম।

রাম! বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে, দশানন পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল, এবং একদা উশীরবীজ নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, রাজা মরুত্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৃহস্পতি-কুলোৎপন্ন, নিখিল-ব্রহ্ম-গুণসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রহ্মর্ষি সম্বর্ত্ত যাজন করিতেছেন। বর-প্রদান নিবন্ধন সুদুর্জ্জেয় রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়াই দেবগণ তৎকৃত-ধর্ষণভয়ে ভীত হইয়া নানা পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন। তন্মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, যম কাক, কুবের কৃকলাস, ও বরুণ হংস হইলেন।

অমিত্রকর্ষণ! দেবগণ এইরূপে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিলে, দশানন অশুচি সারমেয়ের ন্যায়, যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিল, এবং মরুত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 'রাজন! আমাকে যুদ্ধ দান কর; না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছি।'

মরুত্ত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তখন রাবণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চ হাস্য করিয়া উত্তর করিল, রাজন! আমি তোমার এই কৌতূহলে যথার্থই তুষ্ট হইয়াছি! কি আশ্চর্য্য! আমি কুবেরের ভ্রাতা, তুমি আমাকে জান না! ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি কে আছে, যে আমার বল না জানে! আমি কুবেরকে পরাজয় করিয়া এই বিমান অপহরণ করিয়াছি।

অনন্তর মরুত্ত রাজা দশাননকে কহিলেন, তুমি ধন্য! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে পরাজয় করিয়াছ! সংসারে অধর্ম্ম-সম্পৃক্ত বা নিন্দিত কার্য্যের প্রশংসা নাই; কিন্তু মূঢ়! তুমি এমনই দুরাত্মা যে, তুমি ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ! বিধাতা কি তোমাকে কেবল ক্রূরকর্ম্মা করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! তুমি যেরূপ কহিলে, আমি ত পূর্ব্বে কখনও এরূপ কথা শ্রবণ করি নাই! যাহাহউক, দুর্ম্মতে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, অদ্য জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে ফিরিতে পারিবে না। আমি এখনই নিশিত-সায়ক-সমূহ দ্বারা তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

রাম! এই কথা বলিয়া, রাজা মরুত্ত ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবার উপক্রম করিলেন; অমনি মহর্ষি সম্বর্ত্ত তাঁহার পথ রোধ করিয়া সস্নেহ-বাক্যে কহিলেন, রাজন! যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি এই যে মাহেশ্বর যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ, ইহা সম্পূর্ণ না হইলে, বংশ ধ্বংস করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, কোথাও যুদ্ধ বা কোনরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। আর দেখ, যুদ্ধে জয়পরাজয় চিরকালই অনিশ্চিত; এই নিশাচরও দুর্জ্জয়।

গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা মরুত্ত ক্ষান্ত হইলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যজ্ঞেই মনোনিবেশ করিলেন।

তখন শুক মরুত্ত রাজাকে পরাজিত ভাবিয়া হর্ষ-গদ্গদ-স্বরে ঘোষণা করিল, রাবণের জয় হইয়াছে। অনন্তর রাক্ষসরাজ দশানন যজ্ঞোপস্থিত অনেক ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া রুধিরে বিতৃষ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিল।

রাম! রাবণ বিজয়ী হইয়া প্রস্থান করিলে, দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ইন্দ্র নীল-বর্হি ময়ূরকে কহিলেন, ভুজঙ্গশত্রো বিহঙ্গম! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞ! আমার যে সহস্র নেত্র আছে, তাহা তোমার পুচ্ছে সংক্রামিত হইবে, এবং আমি জল বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অতীব আনন্দ জন্মিবে।

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে ময়ূরের পিচ্ছ কেবল কৃষ্ণবর্ণ ছিল, দেবরাজের বরেই এক্ষণে বিচিত্র-বর্ণ হইয়াছে।

অনন্তর বরুণ গঙ্গাজল-বিহারী হংসকে কহিলেন, পক্ষিপ্রবর! আমি তোমার প্রতি

তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার বর্ণ ফেনের ন্যায় অতীব শুভ্র এবং চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল, সুদৃশ্য ও মনোরম হইবে। আর জলচর-রাজ! আমার দেহ-ভূত জল পাইলেই তোমার অতুল আনন্দ জন্মিবে; আমি প্রীত হইয়া তোমাকে এই বর দান করিলাম। রাজন! পূর্ব্বে হংসের বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল না; পক্ষের অগ্রভাগ সকল কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কেবল পুচ্ছ ও ক্রোড় দেশই শ্বেতবর্ণ ছিল।

অনন্তর কুবের গিরি-বিহারী কৃকলাসকে কহিলেন, আমিও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে হিরণ্ময় রূপ প্রদান করিতেছি। তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণ বর্ণ হইবে; তোমার এই অঞ্জনবর্ণ আর থাকিবে না; আমি তোমাকে তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ ভিন্ন রূপ প্রদান করিলাম।

রাম! অনন্তর যমও বংশাগ্র-সংস্থিত বায়সকে কহিলেন, পক্ষিন! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিহঙ্গম! তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না; আমি তোমায় সংহার করিব না। অপরে যদি বিনাশ না করে, তাহা হইলে তুমি চির-কাল জীবিত থাকিবে। রোগ কি পীড়া অন্যান্য জীবকে যেমন আক্রমণ করে, আমার প্রীতি নিবন্ধন সে সকল তোমাকে আক্রমণ করিবে না। মনুষ্যগণ আমার আলয়-গত প্রেতদিগের উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করিবে, তুমি তাহা ভোজন করিলেই তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মিবে।

রাম! দেবগণ সেই যজ্ঞস্থলে পশুপক্ষী-দিগকে এইরূপে বর দান করিয়া যজ্ঞ-সমা-পনান্তে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

অনরণ্য-বধ।

সৌম্য রামচন্দ্র! দুরাত্মা দশানন, মরুত্ত রাজাকে জয় করিয়া যুদ্ধ-কামনায় বিবিধ প্রধান প্রধান রাজার নিকট গমন করিতে লাগিল। ক্রূর-স্বভাব রাক্ষসরাজ মহেন্দ্র বরুণোপম রাজাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল, 'হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি; আমার প্রতিজ্ঞাই এই; অন্যথা করিলে তোমাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না।' তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ রাজা শত্রুর অসীম বলবীর্য্য পর্য্যা-লোচনা পূর্ব্বক কহিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। রাজন! রাজা দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় ও পুরূরবা, ইহাঁরা সকলেই রাবণকে কহিলেন, 'আমরা পরাজিত হই-য়াছি।'

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অমরাবতীর ন্যায়, অনরণ্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা অযোধ্যায় আসিয়া রাজা অনরণ্যকে কহিল, 'রাজন! আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি; আমার প্রতি-জ্ঞাই এই।' অনরণ্য অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া

উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাজ! তুমি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর।

রাম! রাবণের আচরণ শ্রবণ করিয়া রাজা অনরণ্য পূর্ব্ব হইতেই মহতী সেনা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সুবিপুল- রাজ-সৈন্য রাক্ষস-বিনাশার্থ সত্বর বহির্গত হইল। বহুসহস্র গজারোহী ও অযুত অশ্বারোহী পদাতিক ও রথী সমভি-ব্যাহারে পৃথিবীমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণ-কাল মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল। যুদ্ধ-বিশারদ! অনন্তর রাজা অনরণ্য ও রাক্ষস-রাজ রাবণের অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজন! রাজার সৈন্য রাক্ষস-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হুতাশনে আহুতি-প্রদত্ত হব্যের ন্যায় প্রনষ্ট হইতে লাগিল। তাদৃশ সুবিপুল সৈন্য, মহার্ণবে নিপতিত হইয়া নদী-জলের ন্যায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া, রাজা অনরণ্য রাবণের অমাত্যদিগকে আক্র-মণ করিলেন; মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি অমাত্যগণ অবিলম্বেই পরাজিত হইয়া, ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় পলায়ন করিল। অনন্তর রাজা অনরণ্য ইন্দ্র-শরাসন-সঙ্কাশ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মহাবল রাক্ষসরাজকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার মস্তকোপরি বাণ-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মেঘনির্ম্মুক্ত বারি-ধারা পর্ব্বত-শিখরে পতিত হইয়া যেমন উহা ভেদ করিতে পারে না, ঐ শরবর্ষণও সেইরূপ রাবণের কলেবর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

রাজন! অবশেষে রাক্ষসাধিপতি রাবণ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া অনরণ্যের মস্তকোপরি চপেটাঘাত করিল; রাজা বিহ্বল হইয়া, মহাবন-মধ্যে বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায়, কম্পিত কলেবরে স্বকীয় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন দশানন তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার এক্ষণে এ কি দশা উপস্থিত হইল! আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, ত্রিলোক-মধ্যে এরূপ ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, তুমি সুখভোগে হতজ্ঞান হইয়া, আমার বলবিক্রম জানিতে পার নাই।

রাম! রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আসন্ন-মৃত্যু রাজা অনরণ্য উত্তর করিলেন, দেবশত্রো! তুমি অহঙ্কারী, সেই জন্যই আমাকে বিনাশ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ। বীর ব্যক্তি কখনই এরূপ বাক্য মুখেও আনেন না। রাক্ষস! তুমি দুষ্কুলজাত বলিয়াই ঈদৃশ বাক্য কহিতেছ। এক্ষণে আমি আর কি করিব! কালকে অতিবর্ত্তন করা অসম্ভব। রাক্ষস! তুমি অহঙ্কার করিতেছ, কিন্তু বাস্ত-বিক তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার নাই; কালই আমাকে সংহার করিয়াছে, তুমি উপলক্ষমাত্র হইয়াছ। আমার প্রাণ বহির্গতপ্রায়, অতএব এখন আর আমি কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। রাবণ! তুমি ইক্ষ্বাকু-কুলের অবমাননা করিয়াছ, অতএব কালপাশের মধ্যস্থিত মানবকুলের ন্যায়, তুমি আমার অভিসম্পাত-বাক্যের অন্তর্বর্ত্তী হইয়াছ। নিশাচর! আমি যদি দান, হোম বা কোন পুণ্যকর্ম্ম, অথবা ধর্ম্মানুসারে প্রজা-

পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে। মহাত্মা ইক্ষাকুর বংশে এক পরম তেজস্বী রাজা উৎপন্ন হইবেন, তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন।

রাম! এই অভিসম্পাত-বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র আকাশে দেব-দুন্দুভি সকল জলদ-গম্ভীর-রবে বাদিত হইয়া উঠিল, এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।

রাঘব! এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া রাজা অনরণ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে দশাননও প্রতিনিবৃত্ত হইল।

বিংশ সর্গ।

নর্ম্মদাবগাহ।

অনন্তর, শক্র-নিবর্হণ মহাতেজা রামচন্দ্র এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন! তখন ত্রিলোক কি শূন্য ছিল যে, রাবণ কোথাও পরাভব প্রাপ্ত হয় নাই! রাজগণ কি সকলেই বীর্য্যশূন্য ও আয়ুধ-বিহীন হইয়াছিলেন! নতুবা তাঁহারা 'পরাজিত হইলাম' বলিবেন কেন!

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভগবান মহর্ষি অগস্ত্য হাস্য করিয়া, রুদ্রদেবকে পিতামহের ন্যায়, তাঁহাকে কহিলেন, রাঘব! তোমার মঙ্গল হউক। রাক্ষসেশ্বর রাবণ যাঁহার নিকট সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাজ-রাজেশ্বর! মহাবল রাবণ উক্তরূপে রাজগণের উপর উৎপীড়ন করিয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মাহীষ্মতী নগরীতে গমন করিল; ভগবান হব্যবাহন নিয়ত ঐ নগরীতে অবস্থিতি করিতেন। উহার রাজা অর্জ্জুনও সাক্ষাৎ অগ্নিরই ন্যায় প্রভাবশালী ছিলেন; তদীয় অগ্নি নিয়ত শরকাণ্ড আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেন[২]।

রাঘব! যে দিন রাবণ মাহীষ্মতীতে উপস্থিত হইল, হৈহয়াধিপতি মহাবল অর্জ্জুন সেই দিনই বিহারার্থ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়াছিলেন। রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ উপস্থিত হইয়া রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে কহিল, নৃপতি অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা আমাকে শীঘ্র বল। আমি রাবণ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। তোমরা ভীত হইও না, রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ দান কর। রাবণের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের সুপণ্ডিত অমাত্যগণ নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, রাজা নর্ম্মদায় গমন করিয়াছেন।

নগর-রক্ষকদিগের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশ্রবনন্দন দশানন নগরী হইতে বহির্গত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন করিল; এবং দেখিল, জলদজাল-বিমণ্ডিত সহস্র-শিখর-সম্পন্ন বিন্ধ্যাচল, সমুদ্‌ভ্রান্ত মৃগপক্ষীদিগের নিনাদে যেন পথিকদিগকে আহ্বান করিতেছে; উহার কন্দর-মধ্যে সিংহ সকল বাস

---

২ শক্রগণের অভিচারার্থ তাঁহার আলয়ে অগ্নি নিত্য শরবিস্তৃত কুণ্ডে স্থাপিত ছিল।

করিয়া আছে; কত স্থানে কত জলপ্রপাত পতিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন গিরিবর অট্টহাস্য করিতেছে; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, উরগ ও কিন্নরগণ, রমণী সমভিব্যাহারে ঐ অত্যুন্নত স্বর্গভূত পর্ব্বতে নিরন্তর বিহার করিতেছেন; উহা হইতে যে সকল নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহার স্ফটিক-নির্ম্মল জলপ্রবাহ, চঞ্চলজিহ্ব ফণা-সহস্র-সম্পন্ন অনন্তের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। রাবণ, সুমহতী গুহা ও সুবিশালদরী সম্পন্ন হিমাচল-শিখর-সঙ্কাশ ঈদৃশ বিন্ধ্য পর্ব্বত দর্শন করিতে করিতে নর্ম্মদায় গমন করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, পবিত্র-সলিলা নর্ম্মদা পশ্চিম সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে; উহার জলে কমলকুল আন্দোলিত হইতেছে; এবং উষ্মাভিতপ্ত তৃষ্ণাতুর মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দূল, ঋক্ষ ও গজরাজ সকল উহার জল বিলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে; উহাতে চক্রবাক, কাদম্ব, হংস, জলকুক্কুভ ও সারসাদি বিহঙ্গমবৃন্দ মত্ত হইয়া নিরন্তর বিবিধ সুমধুর রব করিতেছে। রাবণ পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া, অভিলষিত-কামিনীরত্ন-সদৃশী সরিদ্বরা নর্ম্মদায় অবগাহন করিল। পুষ্পিত বৃক্ষরাজি উহার বেশভূষা; চক্রবাক-মিথুন উহার স্তনযুগল; সুবিশাল পুলিনদেশ উহার শ্রোণী; কলহংস-রাজি উহার কাঞ্চীদাম; পুষ্পরেণু উহার অঙ্গরাগ; সুনির্ম্মল জলফেন উহার শুভ্র বসন; এবং প্রফুল্ল উৎপল উহার চক্ষু।

রাম! দশানন বিবিধ-কুসুম-চিত্রিত মনোরম নর্ম্মদা-পুলিনে অমাত্যদিগের সহিত সুখে উপবেশন করিয়া নদী-দর্শন-জনিত অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। অনন্তর কৌতুকচ্ছলে উচ্চ হাস্য করিয়া সে অমাত্যদিগকে কহিল, দেখ, সূর্য্য গগণের মধ্যস্থলবর্ত্তী হইয়া, তীক্ষ্ণ তাপ প্রদান পূর্ব্বক জগৎ যেন কাঞ্চনময় করিয়াছেন; আমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া আছি দেখিয়া দিবাকর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। দেখ, আমার ভয় নিবন্ধন বায়ুও নর্ম্মদার জলসংস্পর্শে সুশীতল, সুগন্ধি ও শ্রমনাশক হইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। সুখদায়িনী সরিদ্বরা এই নর্ম্মদাও যেন ভীতা কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে; ইহাতে মীন সকল মগ্ন এবং বিহঙ্গম ও তরঙ্গরাজি প্রশান্ত হইয়াছে। অতএব অমাত্যগণ! মদমত্ত মহাপদ্মাদি মহামাতঙ্গ সকল যেমন গঙ্গায় অবগাহন করে, তোমরাও তেমনি শর্ম্মবর্ধনী এই নর্ম্মদায় অবগাহন কর। সংগ্রামে মহেন্দ্রোপম নৃপতিদিগের শস্ত্রসমূহ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া, তোমরা যেন রক্তচন্দন-রসে অনুলিপ্ত হইয়াছ। নিশাচরগণ! এই মহানদীতে অবগাহন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া তোমরা মহোৎসাহ সহকারে পুষ্পচয়নার্থ বিচরণ কর। আমি আজি এই চন্দ্রপ্রভ নদীপুলিনে চন্দ্রশেখর উমাপতিকে পুষ্পোপহার প্রদান করিব।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ নদীতে

অবগাহন করিল। তখন বামন, অঞ্জন ও পদ্মাদি মহাগজদিগের দ্বারা গঙ্গার ন্যায়, মহানদী নর্ম্মদাও ঐ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-রূপ গজেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাক্ষসপুঙ্গবগণ নর্ম্মদার শুভ সলিলে স্নান সমাপন পূর্ব্বক উৎথিত হইয়া রাবণের ক্রীড়ার্থ পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং নর্ম্মদার শুভ্র-মেঘ-সঙ্কাশ সুরম্য পুলিনদেশে মুহূর্ত্তমধ্যেই পুষ্পের পর্ব্বত করিয়া তুলিল।

এইরূপে পুষ্পসঞ্চয় হইলে, গঙ্গায় মহাগজের ন্যায়, রাক্ষসেশ্বর রাবণও স্নানার্থ নর্ম্মদায় অবগাহন করিল; এবং স্নানান্তে জপ্য অভীষ্ট মন্ত্র যথাবিধি জপ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইল। উৎথিত হইয়া রাক্ষসরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে পূজার্থ গমন করিতে লাগিল; তখন মহোদর, মহাপার্শ্ব, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত, অতীব সাবধানে তাহার অনুগামী হইল; বোধ হইল, যেন মূর্ত্তিমান অনিলগণ মহাবল দেবরাজের অনুগমন করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ মনোমত স্থান নির্ণয়ার্থ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিল, সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিল। অনন্তর দশানন বালুকা-বেদিমধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিবিধ অমৃতগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে লাগিল।

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরপ্রদ দেবদেব চন্দ্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ সেই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

একবিংশ সর্গ।

রাবণ-নিগ্রহ।

রাম! রাক্ষসেশ্বর রাবণ নর্ম্মদাপুলিনের যে স্থলে পুষ্পসম্ভার আহরণ করিয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে মাহীষ্মতীর অধিপতি বিজয়ি-প্রবর অর্জ্জুন নারীগণ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা-সলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। স্ত্রীগণমধ্যবর্ত্তী হইয়া তিনি করেণুবৃন্দ-বেষ্টিত মহাগজের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। রাঘব! এই সময় মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহু-সহস্রের বল পরীক্ষার জন্য সহস্র বাহু দ্বারাই নর্ম্মদার স্রোত রোধ করিলেন। সুনির্ম্মল নর্ম্মদাসলিল কার্ত্তবীর্য্যের বাহুরূপ সেতুদ্বারা রুদ্ধ হইয়া কূল ভাসাইয়া প্রতিকূল দিকে প্রধাবিত হইল। তাহাতে মীন, নক্র ও মকরসঙ্ঘ এবং রাশি রাশি পুষ্প ও কুশসংস্তর ভাসিয়া যাইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন নর্ম্মদা বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

রাম! কার্ত্তবীর্য্য-প্রেরিত ঐ নর্ম্মদাপ্রবাহ রাবণেরও পুষ্পোপহার ভাসাইয়া লইল। তখন সে অসমাপ্ত পূজা হইতে বিরত হইয়া নিরীক্ষণ করিল, নর্ম্মদা, প্রতিকূলা কামিনীর ন্যায়, প্রতিস্রোতে প্রধাবিত হইতেছে। সে দেখিল, পশ্চিম দিকে নর্ম্মদার সলিল, সাগর-স্ফীতির ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া

উঠিয়াছে। তদনন্তর সে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সে দিকের জল স্বাভাবিক সুস্থির ভাবেই রহিয়াছে; তথায় নর্ম্মদা ধীরা অঙ্গনার ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিতি করিতেছে; জলচর মীন সকলও প্রশান্ত-ভাবে ক্রীড়া করিতেছে।

অনন্তর দশগ্রীব বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা শুক ও সারণকে আদেশ করিল, কি কারণে নর্ম্মদার প্রবাহ বৃদ্ধি হইল জানিয়া আইস। রাবণের আজ্ঞা পাইয়া মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় শুক ও সারণ আকাশ-পথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিল, এবং অর্দ্ধযোজন-মাত্র গমন করিয়া দেখিতে পাইল, এক মনুষ্য স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জল-ক্রীড়া করিতেছে। ঐ মদনকান্তি পুরুষের দেহ, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ও প্রকাণ্ড; তাঁহার কেশপাশ সলিলে ভাস-মান হইতেছে, ও নয়নযুগল মধুপানে আর-ক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। রাম! গিরিবর যেমন পাদ-সহস্র দ্বারা মেদিনী ধারণ করিয়া আছে, ঐ দুই নিশাচর দেখিল, ঐ মহাপুরুষই সেইরূপ বাহুসহস্র দ্বারা নর্ম্মদার প্রবাহ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। শতসহস্র মদ-মত্তা বাসিতা যেমন মহাগজকে বেষ্টন করিয়া থাকে, শতসহস্র অনুপম-সুন্দরী কামিনীও তেমনি ঐ নরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

রঘুনন্দন! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া শুক-সারণ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাবণকে নিবেদন করিল, রাক্ষসরাজ! বৃহৎ-শাল-প্রমাণ কোন এক মহাপুরুষ বাহু-সহস্র দ্বারা নর্ম্মদা-প্রবাহ রোধ করিয়া কামিনী-দিগকে বিহার করাইতেছেন! তাঁহারই বাহু-সহস্র দ্বারা রুদ্ধ হইয়া, নদী বারংবার সাগর-স্ফীতির ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে!

শুক-সারণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণ, 'সেই অর্জ্জুন হইবে!' এই বলিয়া যুদ্ধ-লালসায় উত্থিত হইল; এবং অর্জ্জুনাভিমুখে যাত্রা করিল। রাক্ষসরাজ যুদ্ধযাত্রা করিবা-মাত্র যুগপৎ সকল রাক্ষসই, সংক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ভীমনাদ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর অঞ্জনকান্তি মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, মহোদর মহাপার্শ্ব ধূম্রাক্ষ শুক ও সারণাদি অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অনতি-বিলম্বেই মহারাজ অর্জ্জুনের সন্নিকটে উপ-স্থিত হইয়া দেখিল, অর্জ্জুন ভীষণ নর্ম্মদা হ্রদে অবগাহন করিয়া, করেণুগণের সহিত গজরাজের ন্যায়, স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছেন। দর্শনমাত্রেই বলদর্পিত রাক্ষস-রাজের চক্ষু রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; সে তৎক্ষণাৎ অনতিগম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে কহিল, অমাত্যগণ! তোমরা সত্বর যাইয়া হৈহয়রাজকে বল যে, আমি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছি; আমার নাম রাবণ।

রাবণের বাক্য শ্রবণমাত্র অর্জ্জুনের অমাত্যগণ সশস্ত্রে উত্থিত হইল, এবং কহিল, রাবণ! যুদ্ধ-বিষয়ে তোমার ত বিলক্ষণ সময়-জ্ঞান দেখিতেছি! আমাদিগের রাজা এক্ষণে মদমত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;

তুমি এই সময় স্ত্রীগণ-সমক্ষে তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছ! করেণুগণ-পরিবৃত মহা-গজকে শার্দ্দূলের ন্যায়, তুমি স্ত্রীগণ-পরি-বেষ্টিত মহারাজ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছ! ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না! দশগ্রীব! আজি ক্ষান্ত হও; আজি আর যুদ্ধামোদের প্রয়াস করিও না। রাক্ষসেশ্বর! মহারাজ অর্জ্জুন কল্য তোমার যুদ্ধ-লালসা নিবারণ করিবেন, সন্দেহ নাই। অথবা, আমাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াও, যদি তোমার একান্তই রণতৃষ্ণা জন্মে, তাহা হইলে অগ্রে আমাদিগকে জয় কর, তাহার পর মহারাজ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে।

অনন্তর রাবণের অমাত্যগণ, অর্জ্জুনের অমাত্য ও অনুচরদিগের মধ্যে শত শত জনকে বিদ্রাবিত ও ক্ষুধা নিবন্ধন ভক্ষণও করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় নর্ম্মদার তীরে রাবণের অমাত্য ও অর্জ্জুনের অনুযাত্র-বর্গ, উভয় পক্ষে সুমহান হলহলা শব্দ হইতে লাগিল। রাবণামাত্যগণ সকলে সমবেত হইয়া বাণ, তোমর, পাশ ও বজ্রকল্প ত্রিশূল সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের অনুচরদিগকে মথিত করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া হৈহয়াধিপতির যোদ্ধা সক-লও নক্র মকর ও মীনসঙ্ঘ সমাকুল সাগর-প্রবাহের ন্যায়, চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। তখন মহাতেজস্বী শুক সারণ প্রভৃতি রাবণামাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিল।

অনন্তর হ্রদ-রক্ষক পুরুষগণ ক্রীড়া-প্রবৃত্ত মহারাজ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাবণের ও তাহার অমাত্যগণের উক্ত কাণ্ড নিবেদন করিল। তখন নরনাথ অর্জ্জুন, 'তোমরা ভয় করিও না,' স্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া, গঙ্গা-প্রবাহ হইতে অঞ্জন হস্তীর ন্যায়, নর্ম্মদা-সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। রোষ-রূষিত-লোচন অর্জ্জুন-রূপ অগ্নি, প্রলয়কালীন বাড়বাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তপ্তকাঞ্চন-মণ্ডিত গদা গ্রহণ ও উদ্যত করিয়া, বাহু বিক্ষেপ করিতে করিতে, তিমির-রাশির অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষস-সৈন্যাভিমুখে সুপর্ণ-সদৃশ মহাবেগে ধাবিত হইলেন। রাম! বিন্ধ্য পর্ব্বত যেমন দিবা-করের গতিরোধ করিয়াছিল, এই সময় বিন্ধ্য-সঙ্কাশ মুষল-হস্ত প্রহস্তও তেমনি অর্জ্জু-নের মার্গ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং ক্রোধভরে সেই লোহবদ্ধ মহাভীষণ ঘোর মুষল অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া, জলধরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তদীয় কর-বিনির্ম্মুক্ত মুষলের মুখে অশোক-স্তবক-শঙ্কাশ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া দশদিক আলোকিত করিয়া তুলিল। মুষল আসিতেছে দেখিয়া মাতঙ্গ-বিক্রম মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য, হস্ত-লাঘব সহকারে গদা দ্বারা অবলীলাক্রমে উহা নিবারণ পূর্ব্বক, পঞ্চশত-বাহু-সমুন্নতা ঐ মহতী গদা ঘূর্ণিত করিতে করিতে ধাবিত হইয়া মহাবেগে প্রহস্তকে আঘাত করি-লেন। গদাহত ও বিহ্বল হইয়া প্রহস্ত, বজ্রাহত শৈলের ন্যায় পতিত হইল। প্রহস্ত পতিত

হইল দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষও রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

প্রহস্ত নিপাতিত ও অমাত্যগণ পলায়িত হইল দেখিয়া, রাবণ স্বয়ং নৃপসত্তম অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। তখন সহস্রবাহু নর ও বিংশতিবাহু রাক্ষস, উভয়ের দারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ, দুই চলমূল অচলের ন্যায় প্রচলিত, দুই আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত, দুই অনলের ন্যায় দহনশীল, দুই মেঘের ন্যায় শব্দায়মান, দুই সিংহের ন্যায় দর্পোদ্ধত, দুই দ্বিরদের ন্যায় মহাবলসম্পন্ন, কাল ও রুদ্রের ন্যায় অপরিশ্রান্ত রাবণ ও অর্জ্জুন, বাসিতার জন্য দুই মহাবৃষের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর নিদারুণ গদাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অচল যেমন সুদুঃসহ অশনি-প্রপাত সহ্য করে, উভয়েই সেইরূপ নিদারুণ গদাঘাত অকাতরে সহ্য করিতে লাগিলেন। অশনি-শব্দের ন্যায় গদাঘাত শব্দেও দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন-পাতিতা গদা রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে সমাহত হইয়া স্ফুলিঙ্গ উদ্‌গীরণ পূর্ব্বক সৌদামিনীর ন্যায় আকাশ কাঞ্চনবর্ণ করিয়া তুলিল। এইরূপ, মুহুর্মুহু রাবণ-পাতিতা গদাও অর্জ্জুনের উরঃস্থলে, শৈলরাজ-শিখর-সংলগ্না মহোল্কার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনও কাতর হইলেন না; রাক্ষসরাজ রাবণও কাতর হইল না। বলি ও বাসবের ন্যায় উভয়ের সমান যুদ্ধ হইতে লাগিল। দন্ত দ্বারা দুই মহাগজের ন্যায় এবং শৃঙ্গ দ্বারা দুই মহাবৃষভের ন্যায় গদা দ্বারা উভয়ে উভয়কে নিরন্তর আঘাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ অর্জ্জুন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণবল সহকারে রাবণের বক্ষঃস্থলে গদাঘাত করিলেন; কিন্তু রাবণ বরদান-প্রভাবে সুরক্ষিত, সুতরাং গদা তাহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইবামাত্র দুর্ব্বলা সেনার ন্যায় দ্বিধা ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তথাপি রাবণ, অর্জ্জুন-প্রমুক্ত গদার আঘাতে পরিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং চতুর্হস্ত অপসৃত হইয়া কাতর হইয়া পড়িল। দশগ্রীব বিহ্বল হইয়াছে দেখিবামাত্র, গরুড় যেমন ভুজঙ্গম ধারণ করেন, সহসা লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনও সেইরূপ তাহাকে ধারণ করিলেন। বল পূর্ব্বক সহস্র বাহু দ্বারা ধারণ করিয়াই, নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাকে বন্ধন করিলেন। দশগ্রীব বদ্ধ হইল দেখিয়া সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ, সাধু সাধু বলিয়া অর্জ্জুনের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন রাবণকে ধারণ পূর্ব্বক, মৃগ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় বা গজযূথপতি ধরিয়া সিংহের ন্যায় জলদগম্ভীর স্বরে বারংবার গর্জ্জন করিতে থাকিলেন।

রাম! এই সময় প্রহস্ত চেতনা লাভ পূর্ব্বক দশাননকে বদ্ধ দেখিয়া সমস্ত রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে নরপতি অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল। তৎকালে ধাবমান রাক্ষসদিগের অদ্ভুত বেগ, প্রলয়কালীন সংক্ষুব্ধ

সাগর-সমূহের বেগবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিশাচরগণ, 'ছাড়্, ছাড়্! থাক্, থাক্!' বলিতে বলিতে অর্জ্জুনের উপর শত শত মুষল ও শূল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাবল অর্জ্জুন তাহাতে ব্যাকুল না হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র সকল তাঁহার দেহে পতিত না হইতেই তৎসমস্ত ধারণ ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি ঐ সমস্ত শিতধার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারাই বিদ্ধ করিয়া, বায়ু যেমন মেঘজাল বিকীরণ করে, সেইরূপ রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।

এইরূপে নিশাচরদিগকে বিত্রাসিত করিয়া মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন, রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভয়-কাতর রাবণামাত্যগণ পুষ্পক লইয়া প্রভুর মুক্তি-অপেক্ষায় পুরীর বহির্ভাগেই অবস্থিতি করিতে লাগিল।

বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রের ন্যায়, রাবণকে বদ্ধ করিয়া মহেন্দ্রবিক্রম মহারাজ অর্জ্জুনও স্বীয় নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন; ব্রাহ্মণ ও পৌরগণ তৎকালে তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও অক্ষত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাবণ-মোক্ষ।

রাম! অনন্তর স্বর্গে দেবগণের মুখে রাহুগ্রহোপম-রাবণ-গ্রহণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাতপা মহামুনি পুলস্ত্য পৌত্র-স্নেহবশত, মাহীষ্মতী-পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সত্বর আগমন করিলেন। পবন-গতি সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্মর্ষি, আকাশ-পথ অবলম্বন করিয়া নিমেষ-মধ্যেই, ইন্দ্রের অমরাবতীতে ব্রহ্মার ন্যায়, হৃষ্টপুষ্ট প্রজাপুঞ্জে সমাকীর্ণা অমরাবতী-সদৃশী মাহীষ্মতী নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। সুদুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি, সুদুর্লক্ষ্য পাদচারী আদিত্যের ন্যায়, নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন দেখিয়াই প্রতীহারগণ মহারাজ অর্জ্জুনকে সংবাদ দান করিল। ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য আসিতেছেন শ্রবণ করিবামাত্র, মহাবাহু অর্জ্জুন মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পুরোহিত, অর্ঘ্য মধু-পর্ক ও গো গ্রহণ করিয়া, মহেন্দ্রের অগ্রে অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায়, রাজার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উদয়োন্মুখ আদিত্যের ন্যায় ঋষিকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মহারাজ অর্জ্জুন অতীব সম্ভ্রান্ত-চিত্তে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পশ্চাৎ মধুপর্ক, গো এবং পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া হর্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, দেব! আজি যখন আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, তখন আজি আমার এই মাহীষ্মতী নগরী অমরাবতীর সদৃশী হইল! আমিও মনুষ্যলোকে মহেন্দ্রের সমান হইলাম! সুদুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্মর্ষে! আজি আমি শত শত দেবগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণ-যুগল বন্দনা করিলাম! অতএব দেব! আজি আমার মঙ্গল-সঞ্চার ও আজি আমার বংশের

উদ্ধার হইল! ব্রহ্মন! আমি আপনাকে এই রাজ্য, এই দারাপুত্র এবং এই আত্মা সমর্পণ করিলাম; আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা আপনকার কোন্ কার্য্য সাধন করিব।

তখন মহর্ষি পুলস্ত্য ধর্ম্ম ও রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে কহিলেন, রাজন! তুমি যখন দশগ্রীবকে পরাজয় করিয়াছ, তখন তোমার বলের তুলনাই হয় না! কমলপত্রাক্ষ! সাগর এবং সমীরণও যাহার ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া অবস্থিতি করে, আজি তুমি আমার সেই অতীব দুর্জ্জয় পৌত্রকে বদ্ধ করিয়াছ! বৎস পূর্ণচন্দ্রবদন! তুমি আজি ত্রিলোকে অতি সমৃদ্ধ কীর্ত্তি প্রখ্যাপন করিলে! এক্ষণে আমার বাক্য রক্ষা কর; তাত! দশাননকে মুক্ত কর।

রাম! পুলস্ত্যের বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্টচিত্তে রাক্ষসরাজকে মুক্তিদান করিলেন। তিনি সুন্দর দিব্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া এবং হিংসা পরিহার পূর্ব্বক অগ্নিসমক্ষে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ব্রহ্মনন্দন পুলস্ত্যকে প্রণামানন্তর বিদায় দান করিলেন। পিতামহতনয় ঋষিসত্তম পুলস্ত্যও রাবণকে মুক্ত ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে বিদায় করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। দশগ্রীব লজ্জিত ভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

রাম! রাবণ এইরূপে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের নিকট ধর্ষণা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ পুলস্ত্যের অনুরোধে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব রাঘব! বলবান হইতেও অধিকতর বলবান আছে, সুতরাং যিনি মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার কখনও কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

যাহা হউক, নিশাচরনাথ দশানন সহস্রবাহু অর্জ্জুনের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মনুষ্যদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়া সদর্পে মেদিনীমণ্ডল পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বালীর সহিত রাবণের সখ্য।

রামচন্দ্র! অর্জ্জুনের নিকট তাদৃশ ধর্ষণা প্রাপ্ত হইয়াও রাবণের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না; সে মুক্তি পাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপেই সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কি রাক্ষস, কি মনুষ্য, যাহাকে বলিষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ করিল, সে তাহারই নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল।

কিছু দিনের পর দশানন একদা বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন বানররাজের অমাত্য তারাধিপ-সঙ্কাশ তার যুদ্ধার্থ সমুপাগত দশবদনকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বানররাজ বালী এক্ষণে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন; যুদ্ধে তিনিই তোমাকে পরাজয় করিতে পারেন; অন্য কোন বানরই

তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে না। রাবণ! বালী চতুঃসাগরে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন; অতএব তুমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর। দশগ্রীব! কতশত যুদ্ধাভিমানী যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া বালীর তেজে নিহত হইয়াছে; ঐ দেখ, তাহাদিগের শঙ্খশুভ্র কঙ্কাল সমস্ত রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। রাবণ! আজি যদি তুমি অমৃতও পান করিয়া থাক, তথাপি যে পর্য্যন্ত তোমার বালীর সহিত সাক্ষাৎ না হইতেছে, সেই পর্য্যন্তই তোমার জীবন রহিয়াছে। বিশ্রবনন্দন! এই বেলা বিচিত্র জগন্মণ্ডল দেখিয়া লও; মুহূর্ত্ত পরে আর দেখিতে পাইবে না। অথবা যদি তোমার মরণে ত্বরা থাকে, তাহা হইলে তুমি দক্ষিণ সাগরে গমন কর; সেই স্থানে তুমি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-সঙ্কাশ বালীকে দেখিতে পাইবে।

রাম! অনন্তর রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরে গমন করিল, এবং দেখিল, বালার্ক-বদন হেমগিরি-সঙ্কাশ বালী তথায় একাগ্র মনে সন্ধ্যা করিতেছে। এই সময় বালীও যদৃচ্ছাক্রমে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল, রাবণ দূরে আগমন করিতেছে; কিন্তু সে তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। সিংহ যেমন শশককে বা গরুড় যেমন ভুজঙ্গমকে গ্রাহ্য করে না, রাবণকে আসিতে দেখিয়া বালীও তেমনি গ্রাহ্যও করিল না।

অনন্তর অঞ্জনকান্তি দশানন পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়া বালীকে ধরিবার জন্য নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে পশ্চাৎ দিক হইতে ধাবিত হইল। বালীও তাহার এই দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অসম্ভ্রান্তভাবে উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল যে, দুষ্টাশয় রাবণ আমাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত যেমন নিকটে উপস্থিত হইবে, আমিও অমনি তাহাকে কক্ষে পূরিয়া অপর তিন সাগরে ভ্রমণ করিব। আজি ত্রিলোক দেখিতে পাইবে, রাবণ, গরুড়ের উরোদেশে ভুজঙ্গমের ন্যায়, আমার কক্ষে লম্বমান হইতেছে; তাহার উরু বাহু ও পরিচ্ছদ বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া বলদর্পিত বালী, নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক শৈলরাজের ন্যায় নিশ্চলভাবে নৈগম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল; কিন্তু রাবণকে ধরিবার জন্য বিশেষ সাবধান রহিল। এদিকে বলদর্পিত রাবণও বালীকে গ্রহণ করিবার জন্য সম্যক যত্নবান হইল।

রাম! অনন্তর বালী পদশব্দ দ্বারা যেমন বুঝিতে পারিল যে, রাবণ হস্ত-প্রাপ্য হইয়াছে; অমনি সে ফিরিয়া, গরুড় যেমন ভুজঙ্গ ধারণ করে, সেইরূপ রাবণকে ধারণ করিল। ধারণার্থ সমীপাগত রাক্ষসরাজকে ধারণ করিয়াই বানররাজ বালী কক্ষে পূরিয়া মহাবেগে আকাশমার্গে উত্থিত হইল। রাবণ নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া, মুহুর্মুহু বালীকে দন্তাঘাত ও নখাঘাত করিতে লাগিল; তথাপি বালী, পবন যেমন মেঘ বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিল।

রাজন! তখন ম্রিয়মাণ দশাননকে মুক্ত করিবার জন্য তাহার অমাত্যগণ বালীর

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নীলকান্তি নিশাচরগণ অনুগমন করাতে বালী, মেঘানুগত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; কিন্তু নিশাচরেরা বালীর নিকটেও উপস্থিত হইতে পারিল না, তাহার বাহু ও উরুদেশের বেগে পরাহত হইয়া, প্লবমান পর্ব্বতগণের ন্যায়,বালীর গমনমার্গ হইতে অপসৃত হইল। যে মনোবেগগামী বানররাজ পক্ষ্মপ্রক্ষেপ-মাত্র-পরিমিত সময়ের মধ্যে চতুঃসাগরে গমন করিয়া যথাসময়ে সন্ধ্যাবন্দনা করে; যাহার মাংস-শোণিতের দেহ এবং যাহার জীবনে ইচ্ছা আছে, এরূপ কোন্ জীব তৎকালে তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে?

যাহাহউক, বালী খেচরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রাবণকে লইয়া আকাশমার্গে পশ্চিম সাগরে উপনীত হইল, এবং তথায় সন্ধ্যা ও জপ্য মন্ত্র জপ করিয়া, রাবণকে বহন পূর্ব্বক উত্তর সাগরে গমন করিল। বায়ু ও মনের ন্যায় বেগে বহুসহস্র যোজন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত হইয়া মহাকপি যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া পূর্ব্ব মহাসাগরে গমন করিল। সে স্থানেও সন্ধ্যোপাসনা করিয়া বাসবনন্দন বানররাজ বালী রাবণকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে ধাবিত হইল।

রাম! এইরূপে চতুঃসাগরে সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক বানররাজ, রাবণ-বহন জন্য শ্রান্ত হইয়া, অবশেষে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে আসিয়া অবতীর্ণ হইল, এবং রাবণকে কক্ষ হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, লঙ্কেশ্বর! জান কি! এক্ষণে তুমি কোথায় আসিয়াছ?

তখন রাবণ, শ্রমজনিত বিলোল-নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইয়া বালীকে কহিল,মহেন্দ্র-সঙ্কাশ বানরেন্দ্র! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ; আমি যুদ্ধার্থ তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে যুদ্ধের বিলক্ষণ ফল পাইলাম! অহো! তোমার কি আশ্চর্য্য বল! কি অদ্ভুত বীর্য্য! কি অসাধারণ গাম্ভীর্য্য! তুমি আমাকে ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় বহন করিয়া চতুঃসাগর ভ্রমণ করিলে! মহাবীর বানররাজ! আমি এক জন মহাবীর; তোমা ভিন্ন আর কে আছে যে, আমাকে বহন করিয়া এত শীঘ্র এরূপ অকাতরভাবে এত পথ অতিক্রম করিতে পারে! মহাকপে! মন বায়ু আর গরুড় ভিন্ন, সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার ন্যায় গতিশক্তি আর কাহারই নাই। আমি তোমার বল বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম! অতএব বানররাজ! এক্ষণে আমি অগ্নিসমক্ষে তোমার সহিত অকৃত্রিম চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। হরীশ্বর! আজি হইতে দারা, পুত্র, নগর, রাজ্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু, আচ্ছাদন ও ভক্ষ্যভোজ্য, সমস্ত বস্তুতেই আমাদিগের উভয়ের সমান অধিকার থাকিবে।

বিভীষণাগ্রজ রাবণ হৃষ্টচিত্তে এইরূপ কহিলে, বালী 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিল। অনন্তর অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বানররাজ ও রাক্ষসরাজ, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক

পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া, উভয়ে পরস্পরের হস্তধারণ পূর্ব্বক, গিরিগুহামধ্যে সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কিষ্কিন্ধ্যামধ্যে হৃষ্টচিত্তে প্রবিষ্ট হইল। রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর নিকট এক মাস যাপন করিল। তদনন্তর ত্রৈলোক্যের উৎসাদনাভিলাষী অমাত্যগণ আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

প্রভো! পূর্ব্বে এইরূপ ঘটিয়াছিল; বালী রাবণের ধর্ষণা করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অগ্নিসমক্ষে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। রাম! বালীর অনুপম অদ্ভুত বল ছিল; কিন্তু অগ্নি যেমন শলভ দাহ করে, তুমিও সেইরূপ তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ বালীকেও নির্দগ্ধ করিয়াছ!

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

নারদ-সমাগম।

রাজন! অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ মর্ত্ত্যলোক বিত্রাসিত করিয়া মেদিনী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা এক পবিত্র বনমধ্যে দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইল। মহাতেজা অমিতকান্তি দেবর্ষি নারদও পুষ্পকারূঢ় রাবণকে দেখিতে পাইয়া মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসাধিপতে মহাবীর বিশ্রবনন্দন! ক্ষণকাল অবস্থিতি কর। মহাকুলোৎপন্ন মহামতে! আমি তোমার অদ্ভুত বিক্রম দর্শনে অতীব প্রীত হইয়াছি। দৈত্য মথন করিয়া বিষ্ণু এবং নাগকুল ধর্ষণ করিয়া বৈনতেয় যেমন আমার তুষ্টিসম্পাদন করিয়াছিলেন, বিবিধ মহাসমরে জয়লাভ করিয়া তুমিও তেমনি আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু বলিব, যদি শ্রবণ করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাক্ষসরাজ! তুমি দেবগণেরও অবধ্য হইয়া বৃথা মানুষ বধ করিতেছ কেন! মনুষ্য নিত্যই মৃত্যুর বশবর্ত্তী; অতএব তাহারা আপনা হইতেই মরিয়া আছে। দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া সামান্য মানুষকে ক্লেশ দেওয়া তোমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিসে মঙ্গল হইবে, মনুষ্যের তাহা জ্ঞান নাই; এবং মনুষ্য নিয়ত শত শত মহা ব্যসন জরা ও ব্যাধি দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে; ঈদৃশ মানুষকে বধ করিতে ভবাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আয়াস স্বীকার করে! কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই বা, সর্ব্ববিষয়েই বিবিধ অনিষ্ট পরম্পরা দ্বারা নিরন্তর সমাক্রান্ত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয়! মানুষ, ক্ষুধা পিপাসা ও জরাদি দ্বারা অনবরত আপনা আপনিই ক্ষয় পাইতেছে, এবং বিষাদ ও শোকে নিরন্তর বিমূঢ় হইয়া আছে; অতএব মহাবীর! তুমি আর অনর্থক মানুষ ক্ষয় করিও না। মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! মানুষের অবস্থা কি বিচিত্র দেখ, ইহাদিগের দশা স্থির করা দুঃসাধ্য! দেখ, কোথাও কত শত মনুষ্য আনন্দিত হইয়া নৃত্য গীত করিতেছে; আবার

কোথাও কত শত মনুষ্য কাতর হইয়া অশ্রু-বিপ্লুব বদনে রোদন করিতেছে! মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ ও পুত্রস্নেহ, এবং ভার্য্যা ও বন্ধুর প্রতি অভিনিবেশ বশত নিরতিশয় বিমূঢ় হইয়া মনুষ্য ঘোরতর ক্লেশ কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। অতএব রাক্ষসরাজ! নিয়ত ক্লেশ-পরায়ণ মনুষ্যকে আর অনর্থক ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? সৌম্য! তোমার সমগ্র মর্ত্ত্যলোকই জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পৌলস্ত্য! যাঁহা হইতে ভূতগণ বিনষ্ট হয়, যিনি জগৎ ধ্বংস করেন, এক্ষণে তুমি সেই যমরাজকেই দমন কর। তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেই ধর্ম্মানুসারে তোমার সর্ব্বলোক জয় করা হইবে।

দেবর্ষির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ অভিবাদন পূর্ব্বক হাস্য করিয়া তেজে যেন জ্বলিতে জ্বলিতে কহিল, দেব-গন্ধর্ব্ব-লোক-বিহারিন্ সমরপ্রিয় দেবর্ষে! আমি বিজয়ার্থ সম্প্রতি রসাতল গমনে উদ্যত হইয়াছি। অভিপ্রায় আছে, তদনন্তর লোকপাল-ত্রয় জয়, এবং সমস্ত নাগ ও অমরদিগকেই বশবর্ত্তী করিয়া, অবশেষে অমৃতের জন্য রসালয় সাগর মন্থন করিব।

ভগবান নারদ ঋষি কহিলেন, অরিন্দম রাক্ষসরাজ! যদি যমরাজকে পরাজয় করিবার তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে তুমি বিভিন্ন পথে গমন করিতেছ কেন? ও পথে গমন করিলে বহু বিলম্ব ঘটিবে। যমরাজের নগরীতে এই পথ গমন করিয়াছে, ইহা অতীব দুর্গম ও সুদুর্দ্ধর্ষ।

রাম! অনন্তর দশানন শারদ-মেঘ-সঙ্কাশ শুভ্র হাস্য করিয়া কহিল, ব্রহ্মন! আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য; আমি এই পথ অবলম্বন করিয়াই দক্ষিণাভিমুখে যমরাজের নগরীতে গমন করিব। ভগবন! আমি ইতিপূর্ব্বেই যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, চারি লোকপালকেই জয় করিব; অতএব এক্ষণে আমি যমরাজের নগরাভিমুখেই যাত্রা করিলাম। লোকের অনন্ত ক্লেশদাতা যমরাজকে আমি মৃত্যুমুখে পাতিত করিব, সন্দেহ নাই। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব দেবর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টান্তঃকরণে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

রাম! এদিকে মহাতেজা মহর্ষি নারদ ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণকাল নির্ধূম পাবকের ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যিনি পুরন্দর-প্রমুখ চরাচর ত্রিলোক ক্লেশিত করিতেছেন, যিনি দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় লোকের পাপপুণ্য নিরীক্ষণ করিতেছেন, যে মহাত্মার ভয়ে সর্ব্বলোকই ভীত হইয়া আছে, এবং ত্রিলোকই যাঁহার নিয়ত বশবর্ত্তী, এই রাক্ষসরাজ রাবণ কি প্রকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে! যিনি প্রাণীদিগের সুকৃত-দুষ্কৃতের ধাতা ও বিধাতা, এবং ত্রিলোক যাঁহার আয়ত্ত, নিশাচর তাঁহাকে কিরূপে বধ করিবে! দশগ্রীব যমালয়ে উপস্থিত হইলে যমই বা কিরূপ বিধান করিবেন! যাহাহউক, রাবণের ও যমের ভাবী অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে আমার অত্যন্ত

কৌতূহল হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আমিও যমসদনেই গমন করি।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বৈবস্বত-বল-বিধ্বংসন।

রাম! দেবর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, যমকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত ত্বরিত-পদে যমসদনে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, যমরাজ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, পাপ-পুণ্যানুসারে প্রাণীদিগের গতিবিধান করিতেছেন। দেবপূজিত মহর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিবামাত্র যমরাজ তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত দেবর্ষে! আপনকার মঙ্গল ত? আপনকার ধর্ম্ম ত ক্ষয় পাইতেছে না? আপনি কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। তখন ভগবান দেবর্ষি নারদ উত্তর করিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর, এবং যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। রাবণ নামে সুদুর্জ্জয় নিশাচর তোমাকে জয় করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; এই নিমিত্তই আমি সত্বর হইয়া আগমন করিলাম; আমার অভিলাষ, আমি সেই নিশাচরের ও দণ্ডহস্ত যমের যুদ্ধ দর্শন করিব।

রাম! এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময় তত্রত্য সকলেই দূর হইতে উদয়োন্মুখ-সূর্য্য-সদৃশ রাবণ-বিমান দেখিতে পাইলেন।

এদিকে মহাবাহু দশগ্রীবও দূর হইতেই দেখিতে পাইল, যমালয়ের নানা স্থানে নানা প্রাণী স্ব স্ব সুকৃত-দুষ্কৃত ভোগ করিতেছে। বিবিধরূপী ঘোরদর্শন ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ কত শত প্রাণীকে বধ, ও কত শত প্রাণীকে আকর্ষণ করিতেছে; আবার কত শত প্রাণীকে শোণিত-সলিলা বৈতরণী পার করাইতেছে; কত শত প্রাণীকে প্রতপ্ত বালুকায় মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছে; কোথাও কত শত প্রাণীকে কৃমি সকল ও কত শত প্রাণীকে সারমেয়গণ দংশন করিতেছে। তাহারা নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাবণ তাহাদিগের সেই শ্রোত্র-বিদারক তীব্র শব্দ শুনিতে পাইল। সে আরও দেখিতে পাইল, কত শত পাপী অসিপত্র-বনে ছেদিত হইতেছে। আবার কত শত শবাকৃতি, কৃশ, দীনহীন, বিবর্ণ, মুক্তকেশ, মলিন-দেহ, রুক্ষ-কলেবর অধার্ম্মিক দিগম্বর-বেশে রৌরব, ক্ষারনদী ও দারুণ ক্ষুরধার নরকে ধাবিত হইতেছে, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিতেছে!

রাম! রাবণ আবার অন্যত্র দেখিতে পাইল, শতশত সহস্রসহস্র মানব স্ব স্ব সুকৃত-প্রভাবে সুপবিত্র গৃহ সকলের মধ্যে গীত ও বাদিত্র রবে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন। গোদাতা, গোরস ও অন্নদাতা, দিব্য অন্ন ভোজন করিতেছেন। এইরূপ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে বস্ত্রদাতা, দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন; গৃহদাতা, দিব্য গৃহে বাস করিতেছেন; স্বর্ণ ও মণি-মুক্তা প্রদাতা

বিবিধ দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া আছেন; এবং পুণ্যাত্মা সকল স্ব স্ব দেহপ্রভায় প্রদীপিত হইতেছেন।

রাম! রাবণ দেখিতে পাইল, যমালয়ের পথ সকল কোথাও যেন জলে মগ্ন, কোথাও বা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, আবার কোথাও দিব্য প্রকাশ পাইয়া লোচন পরিতৃপ্ত করিতেছে।

যাহাহউক, মহাবল রাবণ পুষ্পক-প্রভায় তত্রত্য প্রদেশের অন্ধকার দূর করিয়া অবশেষে যমালয়ের সমীপবর্ত্তী হইল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সে স্বীয় পরাক্রম সহকারে, স্ব স্ব দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন বধ্যমান পাপীদিগের সকলকেই মুক্ত করিয়া দিল। পাপী সকল দশগ্রীব কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত অতর্কিত ও অচিন্তিতপূর্ব্ব সুখানুভব করিল।

রাম! মহাবল রাক্ষসরাজ প্রেতদিগকে মোচন করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। যমরাজের মহাবীর যোধগণ ধাবমান হইলে দশদিক হলহলা শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শতসহস্র শূর যোদ্ধা এককালে প্রাস, পরিঘ, শূল, মুদগর, শক্তি ও তোমর সকল বর্ষণ করিয়া পুষ্পক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমরে অপরাঙ্মুখ উগ্রবীর্য্য মহাশূর অসংখ্য যমরাজসৈন্য এককালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মধুপবৃন্দ যেমন পুষ্প বিদলিত করে, সৈন্যেরাও সেইরূপ পুষ্পকের বৃক্ষ, শৈল, প্রাসাদ ও আসন সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু পুষ্পক বিমান ব্রহ্ম-বিনির্ম্মিত, সুতরাং ব্রহ্ম-প্রভাব নিবন্ধন উহা অক্ষয়, অতএব ভগ্ন হইয়াও আবার তৎক্ষণমাত্র পূর্ব্বরূপ হইয়া উঠিল।

অনন্তর রাবণের সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ অমাত্যগণ অনুরাগ ও শক্তি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং শোণিত-লিপ্ত-কলেবরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবেগশালী বিপুল যম-সৈন্য ও রাবণামাত্যগণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর যমানুচরগণ অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূল বর্ষণ পূর্ব্বক দশাননকেই আক্রমণ করিল। বিমানস্থিত মহাবল নিশাচরনাথ দশানন, প্রহারে জর্জ্জরীকৃত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতাভিষিক্ত হইয়া পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইল। অস্ত্রবল-বলী দশানন এইরূপে আক্রান্ত হইয়া শূল, গদা, বিবিধ লৌহময় শাণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং বৃক্ষ ও শৈল সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন যমকিঙ্করগণ রাবণের সমুদায় অস্ত্র প্রতিহত ও শরবর্ষণ নিরাস করিয়া ভিন্দিপাল ও শূল সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাবণকে নিরুচ্ছ্বাস করিয়া তুলিল। রাবণ ছিন্নকবচ, ক্রুদ্ধ ও শোণিতস্রাব নিবন্ধন উন্মত্ত হইয়া পুষ্পক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল, এবং ক্ষণমাত্রেই প্রকৃতিস্থ হইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে রোষসংরক্ত লোচনে সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রাম! অনন্তর ইন্দ্রশত্রু দশানন শরাশনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক 'এইবার দাঁড়াও!' বলিয়া ত্রিপুর-সংগ্রামে শঙ্করের

ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক অবশেষে ঐ শর পরিত্যাগ করিল। ধূমজ্বালা-বিমণ্ডিত শরের মূর্ত্তি, শুষ্ক-কানন-দাহনোন্মুখ পাবকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। শিখাজাল-পরিব্যাপ্ত ক্রব্যাদানুগত ঐ শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সমস্ত তৃণগুল্ম ভস্মীকরণ পূর্ব্বক ধাবিত হইল। যম-কিঙ্করগণ শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পতিত হইল।

তখন ভীম-বিক্রম নিশাচরনাথ রাবণ মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিয়া সচিবগণের সহিত সুমহান সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

যম-বিজয়।

রামচন্দ্র! দশাননের সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া যমরাজ বুঝিতে পারিলেন, শত্রুর জয় ও নিজ সৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে। অতএব ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, সারথে! রথ যোজনা কর। আজ্ঞামাত্র সারথি দিব্য মহারথ লইয়া উপস্থিত হইল; মহাতেজা যমরাজ রথে আরোহণ করিলেন। যিনি এই অব্যয় ত্রৈলোক্য সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস-মুদ্গর-হস্তে তাঁহার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তদীয় নিজ অস্ত্র জ্বলদগ্নিবৎ তেজঃপুঞ্জ-সম্পন্ন দিব্য কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

রাম! সর্ব্বলোক-ভয়াবহ কালকে ঈদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিলোক বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সারথি রুচিরপ্রভ অশ্বদিগকে চালনা করিল। রথ ভীমনাদে রাবণাভিমুখে ধাবিত হইল। ইন্দ্রের অশ্ব সদৃশ মনোবেগ অশ্বগণ যমরাজকে বহন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। মৃত্যু-সহকৃত তাদৃশ ভীষণাকার রথ দর্শনমাত্রেই রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সকলেই পলায়ন করিল। যমের অপেক্ষা তাহাদিগের বল অতি সামান্য; সুতরাং তাহারা হতজ্ঞান ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, 'আমরা আর যুদ্ধ করিতে পারি না' বলিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান করিল। দশানন কিন্তু তাদৃশ সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রথ দর্শন করিয়াও বিচলিত বা কম্পিত হইল না।

রাজন! যমরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়াই ক্রোধভরে শত শত শক্তি ও তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রাবণের মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণও ক্ষণকালের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, মেঘ যেমন ধারা বর্ষণ করে, যমের রথোপরি সেইরূপ শরজাল বর্ষণ করিল। অনন্তর যমরাজ শত শত মহাশক্তি দ্বারা রাবণের সুবিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে বিহ্বল হইয়া রাবণ আর কোন প্রতিকারই করিতে পারিল না।

রাম! শত্রু-নিহন্তা যমরাজ সাত দিন সাত রাত্রি এইরূপে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রহার করিয়া শত্রুকে বিচেতন ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিলেন। তদনন্তর পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী

নিবন্ধন যুদ্ধে ক্লান্ত না হইয়া যমরাজ ও রাক্ষসরাজ পুনর্ব্বার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ দর্শনার্থ রণস্থলে উপনীত হইলেন। রাক্ষসরাজ ও প্রেতরাজ উভয়ে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। রাক্ষসরাজ ইন্দ্র-শরাসন সদৃশ শরাসন আকর্ষণ করিয়া নিরন্তর শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক আকাশ রোধ করিয়া ফেলিল, এবং লঘুহস্ততা সহকারে চারি বাণ দ্বারা মৃত্যুকে ও সাত বাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিয়া যমরাজের মর্ম্মস্থান সকলে শতসহস্র বাণ প্রহার করিল।

রাম! তখন যমরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদন হইতে শিখা-ব্যাপ্ত সনিশ্বাস সধূম কোপাগ্নি বিনির্গত হইতে লাগিল। দেবদানবগণের, সমক্ষে তাদৃশ অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া মৃত্যু ও কাল উভয়ে আনন্দিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে মৃত্যু অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া যমরাজকে কহিলেন, রাজন! আপনি যুদ্ধার্থ আমাকে অনুমতি করুন; আমি এখনই এই পাপ রাক্ষসকে সংহার করিব, কখনই অন্যথা হইবে না; সংহার করাই আমার প্রকৃতি। আমি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, নমুচি, সম্বর, সংহ্রাদী, ধূমকেতু, বিরোচননন্দন বলি, শম্ভু, বৃত্র ও বাণ, এবং কত শত ঋষি, পন্নগ, দৈত্য, যক্ষ ও অপ্সরোদিগকে বিনাশ করিয়াছি। মহারাজ! প্রলয়কালে আমি সাগর পর্ব্বত ও সরীসৃপগণের সহিত সমগ্র মেদিনীমণ্ডল ধ্বংস করিয়াছি। আমি যখন পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য অনেকানেক সুমহাবল সুদুর্জ্জয় দৈত্যদানব সংহার করিয়াছি, তখন এই ক্ষুদ্র নিশাচরকে যে বিনাশ করিব, তাহাতে আর অন্যথা কি! অতএব ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি সত্বর আমাকে অনুমতি করুন; আমি এখনই ইহাকে নিপাত করিতেছি। মহাবলবান হইলেও আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া কেহ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। আমার বল ঈদৃশ নহে, কিন্তু আমার প্রকৃতি অনুসারে আমার স্বভাবই এই যে, আমাকে দেখিলে কেহ আর মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না।

রাঘব! মৃত্যুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান ধর্ম্মরাজ কহিলেন, মৃত্যো! তুমি থাক; আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। এই বলিয়া বৈবস্বত ক্রোধসংরক্ত-লোচনে হস্ত দ্বারা অমোঘ কালদণ্ড তুলিয়া লইলেন। যাহার সর্ব্বাঙ্গে কালপাশ সকল বদ্ধ, ও অগ্রভাগে অগ্নিশিখা-সমুদ্গারী মুদ্গর অবস্থিতি করিতেছে, স্পৃষ্ট বা পাতিত হইবার কথা দূরে থাকুক, দর্শনমাত্রেই যাহা সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকে, সেই পাবকশিখা-পরিব্যাপ্ত মহাস্ত্র কালদণ্ড, মহাবল যমরাজ কর্ত্তৃক করধৃত হইয়া রাক্ষসরাজকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই স্ফুরিত হইতে লাগিল। যমরাজ দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন দেখিয়াই, রাক্ষসগণ সকলেই পলায়ন করিল, রণস্থল-সমাগত দেবগণও সকলেই ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন।

রাম! অনন্তর যমরাজ যেমন দণ্ড প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি পিতামহ তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, মহাবাহো অমিত-বিক্রম বিবস্বত-নন্দন! তুমি যে এই দণ্ড প্রহার করিলে নিশাচরকে সংহার করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহই নাই। কিন্তু দেবপুঙ্গব! আমি ইহাকে বরদান করিয়াছি; অতএব আমার বাক্য মিথ্যা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। মানুষই হউক, আর দেবতাই হউক, যিনি আমাকে মিথ্যাবাদী করেন, তাঁহার ত্রৈলোক্য মিথ্যা করা হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া পরিত্যাগ করিলে, এই লোক-ক্ষয়কর সর্ব্বভূত-ভয়জনক ভীষণ কালদণ্ড, কোন ইতর বিশেষ না করিয়া, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সকল প্রজাকেই সংহার করিয়া থাকে। সৌম্য! কুত্রাপি ব্যর্থ না হয়, আমি এইরূপ করিয়াই এই অমিতপ্রভ কালদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছি; মৃত্যু উহার অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি রাবণের মস্তকে এই দণ্ড নিক্ষেপ করিও না। ইহা পতিত হইলে কুত্রাপি কেহ কখন মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। আর দেখ, এই দণ্ড পতিত হইলে রাবণ যদি না মরে, তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা হয়, আবার মরিলেও সেইরূপ; সুতরাং উভয়তই আমার বাক্য মিথ্যা হয়; অতএব ত্রিলোকের উপরোধ রক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে। রাবণের প্রতি তুমি যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছ, তাহা প্রতিসংহার কর। আমার বাক্য রক্ষা কর।

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা যমরাজ উত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি এই দণ্ড ফেলিয়া দিলাম; আপনিই আমাদিগের প্রভু। কিন্তু আমি যদি বরদান নিবন্ধন রাবণকে বিনাশ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আর বৃথা রণস্থলে থাকিয়া কি করিব! অতএব এই রাক্ষসের সম্মুখ হইতে অপসৃত হওয়াই আমার কর্ত্তব্য। এই বলিয়া প্রেতরাজ রথ ও অশ্বসহিত তৎক্ষণমাত্রেই অন্তর্দ্ধান হইলেন।

রাম! তখন দশগ্রীব বিজয় লাভ পূর্ব্বক নিজ নাম ঘোষণা করিয়া, পুষ্পকারোহণে যমালয় হইতে বহির্গত হইল। এদিকে যমরাজ ব্রহ্মাদিদেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন; মহামুনি নারদও হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাবণের রসাতল-বিজয়।

রাম! রাবণ দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় করিয়া যমালয় হইতে বহির্গত হইলে, নিজ মন্ত্রিগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন মারীচ প্রভৃতি অমাত্যগণ তাহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিলে, সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিমানোপরি তুলিয়া লইল।

দাশরথে! তদনন্তর রাক্ষসরাজ সাগর-গর্ত্তস্থিত, দৈত্য ও উরগগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত, বরুণপালিত রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। তথায়

বাসুকি-পালিতা ভোগবতী নগরী জয় ও নাগদিগকে বশীভূত করিয়া মণিবতী নগরীতে গমন করিল। বরপ্রাপ্ত নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণ ঐ পুরীতে বাস করে। রাবণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। নিবাতকবচ দৈত্যগণও সকলেই বাহুবলশালী মহাবলপরাক্রান্ত ও রণদর্পিত। তাহারাও অমনি বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। অনন্তর দানব ও রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর অতিবাহিত হইল। কিন্তু কোন পক্ষেই জয়-পরাজয় হইল না।

অনন্তর আত্মজ্ঞানী অনাদিনিধন ত্রিলোকনাথ ভগবান ব্রহ্মা দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ স্থানে আগমন করিলেন, এবং নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাবণ! তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সুরাসুরেরাও সমর্থ নহে; আর নিবাতকবচগণ! ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্রিত হইলেও তোমাদিগকে সংহার করিতে পারিবেন না। অতএব, নিবাতকবচগণ! এই রাক্ষসরাজের সহিত মিত্রতা করাই তোমাদিগের কর্ত্তব্য। সমস্ত বিষয়েই মিত্রগণের অধিকার পরস্পর সমান হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

রাম! অনন্তর রাবণ অগ্নি-সাক্ষী পূর্ব্বক নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল; এবং তাহাদিগের নিকট যথোপযুক্ত সমাদর পাইয়া তথায় সম্পূর্ণ এক বৎসর অবস্থিতি করিল; তাহাতেও তাহার এরূপ তৃপ্তি বোধ হইল যে, সে যেন নিজ নগরীতেই বাস করিতেছে। এই এক বৎসরের মধ্যে সে দৈত্যদিগের নিকট এক শত মায়া শিক্ষা করিয়া, অবশেষে বরুণালয়ের অনুসন্ধানার্থ রসাতল ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবল দশানন অশ্মনগর-নামক দৈত্য-নগরে প্রবিষ্ট হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই দশসহস্র দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া ঐ নগর জয় করিয়া লইল।

রাঘব! অনন্তর রাক্ষসাধিপতি দশগ্রীব শ্বেতাভ্র-সঙ্কাশ কৈলাস-শিখরাকার দিব্য বরুণালয় দেখিতে পাইল। ঐ স্থানে এক গাভী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল, গাভী অনবরত দুগ্ধধারা ক্ষরণ করিতেছে। যাহা হইতে শীতরশ্মি প্রজাপতি চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, ফেনপ পরমর্ষিগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, এবং অমৃতভোজী দেবগণের অমৃত যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ সাগর ঐ দুগ্ধধারা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহলোকে মনুষ্যগণ ঐ গাভীকে সুরভি বলিয়া থাকে। রাবণ ঐ পরমাদ্ভুত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহাভীষণ যাদোগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বরুণ-নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং বরুণের আবাস-গৃহ দেখিতে পাইল। ঐ গৃহের আভা শরন্মেঘের সদৃশ এবং উহার

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র জলধারা সঙ্কুলভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

রাম! অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বরুণের কতিপয় সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার করিল। তদনন্তর সে বরুণের অমাত্যদিগকে কহিল, তোমরা শীঘ্র যাইয়া বরুণকে সংবাদ দেও যে, রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে যুদ্ধদান করুন; অথবা যদি আমার বরলাভ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীকার করুন যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন।

রাঘব! দশানন এইরূপ কহিতেছে, ইতিমধ্যে মহাত্মা বরুণের পাণ্ডর-পদ্মকান্তি সুমহাবীর্য্য পুত্রপৌত্রগণ পুষ্করপ্রভ দিব্য রথ সকল যোজনা করিয়া স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর বরুণের পুত্রপৌত্রগণ আর রাবণ, এই উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্রমে বরুণ-পুত্রগণ কর্ত্তৃক রাক্ষসগণ নিপীড়িত হইলে, দশানন রোষরক্তিম-লোচনে অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশে উত্থিত হইল। তখন রাবণের অমাত্যগণ ক্ষণকাল মধ্যেই বরুণের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিল। সৈন্য বিনষ্ট হইল দেখিয়া এবং শায়ক-সমূহে নিপীড়িত হইয়া বরুণ-পুত্রগণ অবশেষে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাবণকে আকাশ-স্থিত দেখিয়া বরুণের পুত্রপৌত্রগণও শীঘ্রগামী রথযোগে আকাশেই উত্থিত হইলেন। উভয় পক্ষই তুল্যরূপ বিজয়াকাঙ্ক্ষী; সুতরাং এক্ষণে সমান-স্থান-স্থিত হইয়া উভয় পক্ষে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বরুণ-পুত্রগণ পাবক-সঙ্কাশ নিশিত শরজাল দ্বারা মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বেই রাবণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজার ধর্ষণা হইল দেখিয়া মহাশূর মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং সহসা বরুণ-পুত্রগণের বায়ু সদৃশ বেগবান কামগামী অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া ফেলিল; অশ্বগণ আকাশ হইতে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইল। রাম! অশ্ব বিনাশ করিয়া রাক্ষস মহোদর, বরুণ-পুত্রগণের যোদ্ধাদিগকেও বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের রথ সকলও চূর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং তাঁহাদিগকে রথহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজন! মহোদর-বিচূর্ণিত রথ সকল অশ্ব ও সারথীদিগের সহিত ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; কিন্তু মহাত্মা বরুণের পুত্রগণ রথত্যাগ পূর্ব্বক আকাশতলেই দণ্ডায়মান রহিলেন; স্ব স্ব প্রভাব নিবন্ধন কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না। এইরূপে অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা যুগপৎ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া মহোদরকে নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে রাবণকেই আক্রমণ করিলেন; এবং বজ্রকল্প সুদারুণ সায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণ দ্বারা মহাগিরি বিদারণ করে, তাঁহারাও সেইরূপ রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় অবস্থিতি পূর্ব্বক শরধারা বর্ষণ করিয়া বরুণ-পুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকলে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। লঙ্কেশ্বর তাঁহাদিগের অপেক্ষা ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া বিবিধাকার মুষল এবং শতশত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতঘ্নী সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাম! বরুণ-পুত্রগণ পাদচারে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; তদ্দর্শনে রাক্ষসরাজ ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় বিবিধাকার ভীষণ অস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আরও বিদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুন আহত হইয়া বরুণের পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই ধরাতলে পতিত হইলেন, অমনি অনুচরেরা তাঁহাদিগকে লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ সময় দশানন তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, এক্ষণে তোমরা বরুণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে বল।

রাঘব! রাবণের এই কথা শুনিয়া বরুণের প্রহাস নামক এক মন্ত্রী তাহাকে কহিলেন, নিশাচরনাথ! মহারাজ জলাধিপতি, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব মহাবীর! রাজাই যখন উপস্থিত নাই, তখন আর আপনকার অনর্থক শ্রম করিবার কোন প্রয়োজনই হইতেছে না। রাজা যে কুমারদিগকে রক্ষক রাখিয়া গিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে পরাজয়ও করিয়াছেন।

রাম! মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ হর্ষভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ নাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে বিনির্গত হইল। মহোদরও হর্ষ-গদ্‌গদ-স্বরে প্রচার করিল, রাক্ষসেশ্বর বরুণলোক জয় করিয়া আর এক লোকপালকে পরাজয় করিলেন।

দাশরথে! অনন্তর নিশাচরগণ যে পথে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই বরুণলোক হইতে বিনির্গত হইয়া আকাশ-মার্গে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বলি-নিদর্শন।

রাম! অনন্তর যুদ্ধলালস রাক্ষস সকল পুনর্ব্বার অশ্মনগর পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় দশগ্রীব ইন্দ্রভবন সদৃশ ভাস্বরকান্তি এক সুশোভন ভবন দেখিতে পাইল। ঐ ভবন মুক্তাদামে বিভূষিত, কিঙ্কিণীজালে অলঙ্কৃত, এবং সুবর্ণময় স্তম্ভ ও বৈদূর্য্যময় তোরণ সমূহে সমাকীর্ণ। উহার সোপানশ্রেণী সকল বজ্রমণি ও স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহাতে বিস্তর আসন স্থাপিত রহিয়াছে।

ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া মহাপ্রতাপ দশগ্রীব ভাবিতে লাগিল, মেরু-মন্দরসঙ্কাশ এই ভবন কাহার! অনন্তর সে প্রহস্তকে বলিল প্রহস্ত! যাও, শীঘ্র জানিয়া আইস, এই প্রকৃষ্ট ভবনের অধিকারী কে।

এই কথা শুনিয়া প্রহস্ত ঐ ভবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু দ্বারদেশে জনমানব না দেখিয়া দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিল। এইরূপে একে একে সপ্তম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে সে এক অগ্নিশিখা ও এক পুরুষকে দেখিতে পাইল। পুরুষও তাহাকে দেখিবামাত্র হৃষ্ট হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। মহাবল প্রহস্ত তাহাতে ভয় পাইল; তাহার গাত্রে লোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। হেমমালাধারী বিমোহনকারী ঐ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ আদিত্য ও যমের ন্যায় ঐ অগ্নিশিখামধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য। ঈদৃশ ব্যাপার দর্শন করিয়া রাক্ষস প্রহস্ত সত্বর বহির্গমন পূর্ব্বক রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

রাম! অনন্তর দশগ্রীব পুষ্পক হইতে অবরোহণ করিয়া যেমন ঐ ভবনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, অমনি ভিন্নাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ বদ্ধ-মৌলি জ্বালাজিহ্ব এক ভয়ানক পুরুষ লৌহমুদ্গর হস্তে সহসা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বার রোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, দশনপঙ্‌ক্তি শুভ্র, ওষ্ঠপুট বিম্বসদৃশ, মূর্ত্তি সুন্দরদর্শন, নাসা মহাভীষণ, গ্রীবা কম্বুসদৃশ, হনুদ্বয় প্রকাণ্ড, শ্মশ্রু দৃঢ়, কণ্ঠাস্থি গূঢ়মগ্ন, এবং দংষ্ট্রা মহাভীষণ। ঈদৃশ লোমহর্ষণ পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র রাবণের রোমাঞ্চ হইল, হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

রাম! এইরূপ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া দশানন চিন্তিত হইল। ইতিমধ্যে ঐ পুরুষ তাহাকে কহিলেন, নিশাচর! তোমার কোন ভয় নাই; তুমি কি চিন্তা করিতেছ, নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে ব্যক্ত কর। মহাবীর রজনীচর! আমি তোমাকে সম্যক যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি পুর্ব্বার কহিলেন, অথবা তোমার অভিলাষ কি, তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে? এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার রাবণের লোমাঞ্চ হইল। অনন্তর সে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উত্তর করিল, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এই ভবনে কোন্ ব্যক্তি বাস করেন বলুন। আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; অথবা আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়।

রাম! পুরুষ প্রত্যুত্তর করিলেন, দানবরাজ বলি এই ভবনে বাস করেন। তিনি অতীব উদারচেতা, মহাশূর, অমোঘ-পরাক্রম, মহাবীর, বহুগুণ-বিভূষিত, এবং সাক্ষাৎ পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও বালমার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী; যুদ্ধে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ হয়েন না; তিনি অমর্ষশীল, সুদুর্জ্জয়, জেতা, মহাবলবান, গুণসাগর ও প্রিয়বাদী; যাহার যাহা প্রাপ্য, তিনি তাহাকে তাহা দান, সতত গুরুজনের প্রিয়ানুষ্ঠান, ও সর্ব্বকার্য্যে সমুচিত কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি মহাসত্ত্ব, সত্যবাদী, সৌম্যদর্শন, দক্ষ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, শূর ও স্বাধ্যায়-তৎপর; তিনি গমন করেন, আবার বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হয়েন; তিনি অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়েন ও তাপ দান করেন; কি দেবতা, কি পন্নগ, কি পতত্রী,

কি অন্যান্য প্রাণিসঙ্ঘ, কাহাকেও যে ভয় করিতে হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন। দশগ্রীব! তুমি কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? রাক্ষসেশ্বর! বলির সহিত যুদ্ধ করিতেই যদি তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে ভবনমধ্যে প্রবেশ কর, এবং অচিরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাম! এই কথা শুনিয়া রাবণ, বলি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে প্রবেশ করিল। জ্বলন-সঙ্কাশ বিশ্বমূর্ত্তি দানবসত্তম বলি দিবাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্যরূপে উপবেশন করিয়াছিলেন; তিনি রাবণকে দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, মহাবাহো দশগ্রীব! বল, আমি তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিব। রাক্ষসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, ব্যক্ত কর।

বলির এই কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, মহাভাগ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, বিষ্ণু আপনাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বলি হাস্য করিয়া রাবণকে কহিলেন, রাবণ! তুমি আমায় যে কথা কহিতেছ, তদ্বিষয়ে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্যামকান্তি পুরুষ নিয়ত দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পুরাকালীন অনেকানেক বলদর্পিত দানবেন্দ্র ও অন্যান্য বহুতর বলবানকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনিই আমাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাবণ! তিনি সাক্ষাৎ দুরতিক্রমণীয় কৃতান্ত। ত্রিলোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাকে বঞ্চনা করিবে! সেই যে পুরুষ দ্বার রক্ষা করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতের সংহারকর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা। তিনিই ভুবনেশ্বর; তাঁহারই বশীভূত হইয়া সর্ব্বভূত স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। তুমিও তাঁহাকে জান না; আমিও তাঁহাকে জানি না। তিনি ভূত, ভবিষ্য ও শাশ্বত। তিনি কাল ও কালের প্রভু, এবং ত্রিলোকের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। রাবণ! সেই দ্বারস্থিত পুরুষ সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেব, ও শত সহস্র মহাবল ঋষিকে বশীভূত করিয়াছেন।

বলির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ পুনর্ব্বার কহিল, দানবেশ্বর! আমি পাশহস্ত, মহাজ্বালা-সম্পন্ন, ঊর্দ্ধলোমা, ভয়ঙ্কর, মহাদংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ক্রুদ্ধ সর্প ও বৃশ্চিক মূর্ত্তি, রক্তলোচন, ভীমবেগ, সর্ব্বসত্ত্ব-ভয়ঙ্কর, আদিত্য-সদৃশ দুষ্প্রেক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখ ও পাপের শাসনকর্ত্তা প্রেতরাজ যমকে মৃত্যুর সহিত দর্শন, এবং জয়ও করিয়াছি। তখন ত আমার কোন ভয় বা কোন ব্যথাই হয় নাই! যাহা হউক, এই পুরুষ কে, আমি তাহা জ্ঞাত নহি; আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

রাম! রাবণের বাক্য শুনিয়া বিরোচননন্দন বলি উত্তর করিলেন, রাবণ! ইনি লোক-বিধাতা বিষ্ণু নারায়ণ হরি; ইনি অনন্ত, কপিলদেব, বিষ্ণু, মহাদ্যুতি নরসিংহ,

ঋতধামা, সুধামা, ভয়ঙ্কর পাশহস্ত যম, এবং দ্বাদশাদিত্য সদৃশ পুরাণ-পুরুষোত্তম; ইনি নীল-জীমূত-সঙ্কাশ, সুরনাথ, সুরশ্রেষ্ঠ, জ্বালা-মালী, মহানাদ, মহাযোগী ও ভক্তজনপ্রিয়; ইনিই স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বভূত সংহার করিয়া আবার সমস্তই সৃষ্টি করিতেছেন; ইহাঁর আদ্যন্ত নাই, ইনি মহেশ্বর। নিশাচর! ইনিই যজ্ঞ, ইনিই দান, ইনিই হোম, এবং ইনিই সর্ব্বলোকের ধাতা ও পালনকর্ত্তা। ত্রিভুবনে এরূপ মহাভূত আর বিদ্যমান নাই। রাজেন্দ্র! সিংহ যেমন পশুদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করে, ইনিও তেমনি তোমাকে এবং আমাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, সংহ্রাদ, কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমলার্জ্জুন, কংস, মধু, কৈটভ, এবং আমাদিগের পূর্ব্বে অন্যান্য যে সমস্ত মহাবল দৈত্যদানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনিই তাঁহাদিগেরও সকলেরই হন্তা; জ্যোতিশ্চক্র ইহাঁরই আদেশে তাপ দান করিতেছে, এবং ইহাঁরই আদেশে দীপ্তি পাইতেছে; বায়ু ইহাঁরই আজ্ঞায় প্রবাহিত হইতেছে, এবং মেঘ ইহাঁরই আদেশে বর্ষণ করিতেছে; মহাত্মা দেবগণ ইহাঁরই অধীনে স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন; ইনি সুরাসুর সকলকেই সমরে সহস্র সহস্র বার পরাজয় করিয়াছেন। শুনিয়াছি, যে সকল দৈত্যদানব বলদর্পে উন্মত্তপ্রায় ছিলেন, বিবিধ ভোগসুখ উপভোগ করিতেন, বালমার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজস্বী মহাবল-সম্পন্ন ও কামরূপী ছিলেন, এবং কখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, তাঁহারাও সকলে ইহাঁরই নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনিই কৃতান্ত; এই সকল মহা-ভূতও ইহাঁরই প্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ প্রজা সৃজন ও পালন করিতেছেন; আবার ইনিই মহাবল কাল হইয়া প্রজা সংহারও করিতেছেন। ইনি যজ্বা ও যাজ্য এবং চক্রায়ুধধর হরি; ইনি সর্ব্বদেব-ময়, সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বরূপী, মহারূপী, বলদেব, মহাভুজ, বীরহা, বীরচক্ষুষ্মান, ত্রৈলোক্যগুরু ও অব্যয়। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাঁকেই ভাবনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই পুরুষকে জানিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতেই মুক্তি পাইয়াছেন। আর ইহাঁকে স্মরণ, ইহাঁর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ, ও ইহাঁর উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে সর্ব্বকাম লাভ হইয়া থাকে।

রাম! এই কথা শুনিয়া রাবণ সেই স্থান হইতে নির্গত হইল; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিল, তথায় আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে হর্ষভরে সিংহনাদ করিয়া বরুণালয় হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক, যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হইল।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

মান্ধাতৃ-যুদ্ধ।

রাম! অনন্তর মহাবীর্য্য লঙ্কেশ্বর রমণীয় সুমেরু-শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া, চিন্তা পূর্ব্বক চন্দ্রলোকে যাত্রা করিল। যাইতে

যাইতে দেখিতে পাইল, এক দিব্য পুরুষ দিব্যানুলেপন ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া বিমানারোহণে গমন করিতেছেন; প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। তিনি রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরাদিগের অঙ্গে পতিত হইয়াছেন; অপ্সরা সকল চুম্বন করিয়া তাঁহার তন্দ্রা ভঙ্গ করিতেছে। দশানন ঈদৃশ পুরুষকে দর্শন করিয়া অতীব কৌতূহলান্বিত হইল। ইতিমধ্যে ঐ স্থানে দেবর্ষি পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়া সে তাঁহাকে কহিল, দেবর্ষে! আসিতে আজ্ঞা হউক; উত্তম সময়েই আপনার দর্শন পাইলাম। মুনে! এই যে ব্যক্তি অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া কাহাকেও ভয় না করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় গমন করিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

রাবণের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি পর্ব্বত উত্তর করিলেন, বৎস মহাদ্যুতে! তোমাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি বিবিধ পুণ্যস্থান উপার্জ্জন এবং ব্রহ্মারও তুষ্টি সাধন করিয়াছেন। সেই জন্য এক্ষণে সর্ব্বদুঃখ-মুক্ত হইয়া সুখময় স্থান ভোগার্থ গমন করিতেছেন। রাক্ষসাধিপতে! তোমার ন্যায় ইনিও তপোবলে পুণ্যলোক সকল উপার্জ্জন করিয়াছেন; অতএব এই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি সোমপান করিয়া পুণ্যলোকেই গমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি সত্যপরাক্রম ও শূর; ঈদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার ন্যায় ব্যক্তির উচিত হয় না।

রাম! অনন্তর রাবণ আর এক মহাতেজস্বী মহাকায় মহারথীকে দেখিতে পাইল; তিনি স্বীয় শরীর-প্রভায় জাজ্বল্যমান হইয়া, গীত-বাদিত্র শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। এই পুরুষকে দেখিয়া দশানন পুনর্ব্বার পর্ব্বত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, দেবর্ষে! ঐ আবার কোন্ মহাদ্যুতি শোভমান মহাপুরুষ,মনোরম সঙ্গীত ও নৃত্য কারী কিন্নরগণের সহিত গমন করিতেছেন?

মুনিসত্তম পর্ব্বত উত্তর করিলেন, এই নরসত্তম শূর, যোদ্ধা ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। এক্ষণে প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া যুদ্ধ জয় পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; সংগ্রামে বহু শত্রুকে বিনাশ করিয়া অবশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিনিপাতিত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে ইন্দ্রলোকে বা স্বকার্য্যলব্ধ অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন। নৃত্যগীত-নিপুণ কিন্নরগণ ইহাঁর পরিচর্য্যা করিতেছে।

রাম! রাবণ, দেবর্ষি পর্ব্বতকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, ঐ আবার কোন্ পুরুষ দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় গমন করিতেছেন? পর্ব্বত কহিলেন, রাজন! ঐ যে সর্ব্বকাঞ্চনময় বিমানে অপ্সরোগণ-পরিসেবিত পূর্ণচন্দ্রবদন পুরুষকে দেখিতেছ; উনি সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। সেই দান-প্রভাবেই দিব্যদ্যুতি-সম্পন্ন হইয়া বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরিধান পূর্ব্বক স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত পুণ্যলোক ভোগ করিবার জন্য সত্বর গমন করিতেছেন।

দাশরথে! পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিল, ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা গমন করিতেছেন, আমি যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ রাজা আমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, আপনি আমাকে বলুন। ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতার স্বরূপ।

এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি পর্ব্বত প্রত্যুত্তর করিলেন,মহাবাহো! এই সকল রাজা শমার্থী, যুদ্ধার্থী নহেন। মহাভাগ! যিনি তোমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যিনি মহাশূর ও মহাতেজস্বী, মান্ধাতা নামে বিখ্যাত সেই রাজাই তোমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারিবেন।

পর্ব্বতের বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিল, সুব্রত! আমি কোথায় এই রাজার সাক্ষাৎ পাইব? সেই নরশ্রেষ্ঠ যথায় অবস্থিতি করেন, আমি তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করি। পর্ব্বত উত্তর করিলেন, যুবনাশ্ব-নন্দন রাজসত্তম মান্ধাতা, সাগর-বেষ্টিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন।

রাম! ত্রিলোকের মধ্যে বলদর্পিত মহাবাহু দশানন, অনতিবিলম্বেই সপ্তদ্বীপাধিপতি অযোধ্যাধিনাথ মহাবীর নরোত্তম মান্ধাতাকে দেখিতে পাইল। তিনি দিব্য গন্ধ ও অনুলেপনে চর্চ্চিত, রূপচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত এবং হেমদণ্ড-সম্পন্ন বিচিত্র শ্বেতচ্ছত্রে বিরাজিত হইয়া, ভাস্বরকান্তি-বিমানারোহণে গমন করিতেছিলেন। দশগ্রীব তাঁহাকে কহিল, রাজন! আমাকে যুদ্ধদান কর। এই কথা শুনিয়া মান্ধাতা হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, নিশাচর! যদি তোমার জীবনে মমতা না থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাম! মান্ধাতার বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিল, তুমি ত সামান্য মানুষ; রাবণ, বরুণ কুবের এবং যমকে দেখিয়াও ভীত হয় নাই। এইরূপ বলিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল।

অনন্তর দুরাত্মা রাবণের যুদ্ধবিশারদ সচিবগণ ক্রোধ পূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মান্ধাতাও কঙ্কপত্র-সম্পন্ন শিলাশিত সায়ক সমূহ দ্বারা প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসামাত্যদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন প্রহস্ত শরজাল বর্ষণ করিয়া রাজাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু ঐ সকল শর নিকটবর্ত্তী না হইতে হইতেই নৃপতি সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিলেন, এবং অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, শত শত ভুষণ্ডী, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও তোমর সকলের দ্বারা তিনিও সেইরূপ নিশাচরদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাম! অবশেষে কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পঞ্চ বাণ দ্বারা প্রহস্তকে বিদ্ধ করিলেন।

রাম! তদনন্তর মহারাজ মান্ধাতা কালান্তক-সঙ্কাশ এক মুদ্গর বারংবার ঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে রাবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ

করিলেন। বজ্রসদৃশ মহাবেগ মুদ্গার যেমন রথোপরি পতিত হইল, রাবণও অমনি ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে হর্ষ নিবন্ধন নরপতির বলবিক্রম, পূর্ণেন্দু-সংযোগে লবণ সাগরের ন্যায়, অধিকতর পরিবর্দ্ধিত লক্ষিত হইতে লাগিল। পরন্তু এদিকে রাক্ষসাধিপতিকে বিচেতন দেখিয়া সমস্ত রাক্ষসসৈন্য হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল।

রাঘব! মহাবল লঙ্কাধিনাথ রাবণ কিয়ৎ-ক্ষণের পর চেতনা লাভ পূর্ব্বক সমাশ্বস্ত হইয়া, পুনর্ব্বার দৃঢ়তর রূপে মান্ধাতার দেহ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, এবং অশ্ব, যুগ ও অক্ষের সহিত তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন মহারাজ মান্ধাতা রথহীন হইয়া ভগ্নরথ-মধ্য হইতে এক শক্তি বহির্গত করিয়া রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম! সবলে মান্ধাতার হস্ত-নিক্ষিপ্ত হইয়া শক্তি, রবির রশ্মি ও অগ্নির শিখার ন্যায় প্রভা-জালে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং ঘণ্টা-শব্দে যেন অট্টহাস্য করিয়াই রাবণের প্রতি ধাবিত হইল; কিন্তু পাবক যেমন পতঙ্গ দাহ করে, পৌলস্ত্য-নন্দন মহাবল দশাননও সেই-রূপ শূলাঘাতে ঐ শক্তি দগ্ধ করিয়া যমদত্ত নারাচ গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে মান্ধাতাকে প্রহার করিল। মান্ধাতা গুরুতর আহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মহাবল নিশাচরগণ মহানন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল।

রাম! এদিকে অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্ত্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাবণের অমাত্যগণ আহ্লাদিত হইয়া তাহার পূজা করিতেছে। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রার্ক-সদৃশ-কান্তি সুদুর্দ্ধর্ষ নরপতি নিবিড় শরবর্ষণ পূর্ব্বক পুন-র্ব্বার রাক্ষসসৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। মান্ধাতার ও রাবণের সিংহনাদে নিশাচর-বাহিনী বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এইরূপে নর ও রাক্ষসের সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

রাম! অনন্তর মহাবল মহাবীর নররাজ ও রাক্ষসরাজ উভয়ে শরাসন ও অসি ধারণ এবং বীরাসনে অবস্থিতি পূর্ব্বক অতীব আগ্রহ সহকারে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, রাবণ মান্ধাতার এবং মান্ধাতা রাবণের উপর সায়ক বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্রোধ বশত উভয়েই শরাসনে মহা ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র সকল সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা রাবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন; রাবণ গান্ধর্ব্ব অস্ত্র দ্বারা মান্ধাতার অস্ত্র সংহার করিল; আবার মান্ধাতা বারুণাস্ত্র দ্বারা রাবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন।

রাম! অনন্তর মান্ধাতা সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর অমোঘ দিব্য পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধান করিলেন। ত্রৈলোক্য-ভয়-বিবর্দ্ধন ঐ ঘোররূপ মহাস্ত্র দর্শন করিয়া চরাচর সর্ব্ব ভূত ভীত হইয়া উঠিল। মান্ধাতা তপস্যায়

তুষ্ট করিয়া রুদ্রের নিকট বরস্বরূপ ঐ মহাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। অস্ত্র দেখিয়া চরাচর ত্রৈলোক্য ও দেবগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং নাগগণ বিলীন হইল।

অনন্তর মুনিশার্দ্দুল পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান-যোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ স্থানে সমাগমন পূর্ব্বক বিবিধ মিষ্ট ভর্ৎসনা বাক্যে নররাজ ও রাক্ষসরাজকে নিবারণ করিলেন; এবং ঐ নর-রাক্ষসের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সুসংহৃষ্টচিত্তে সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

ব্রহ্ম-প্রোক্ত-মহাস্তব।

রাম! মুনিদ্বয় প্রস্থান করিলে রাক্ষসাধিপতি দশানন বায়ুমার্গের দশ-যোজন-পরিমিত প্রথম কক্ষায় আরোহণ করিল। সর্ব্বগুণান্বিত হংস সকল এই স্থানে বিচরণ করে। প্রথম কক্ষা অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব তদূর্দ্ধবর্ত্তী দ্বিতীয় কক্ষায় উত্থিত হইল। ইহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। ত্রিবিধ মেঘ এই কক্ষায় নিত্য স্থাপিত রহিয়াছে, এবং অগ্নিময় ত্রিবিধ ব্রাহ্মপক্ষী এই কক্ষায় অবস্থিতি করে। এই কক্ষা অতিক্রম করিয়া দশানন তৃতীয় কক্ষায় আরোহণ করিল। মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। ইহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। তৃতীয় কক্ষা অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব মহাবেগে চতুর্থ কক্ষায় উত্থিত হইল। ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিত্য বাস করেন। চতুর্থ কক্ষার পর রাবণ দশসহস্র-যোজন-পরিমিত পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ করিল। সরিদ্বরা গঙ্গা এবং শীকরবর্ষী কুমুদাদি কুঞ্জর সকল এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। এই সকল কুঞ্জর গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে পুণ্য শীকর বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত শীকর রবিকিরণ-যোগে ভ্রষ্ট ও বায়ু-সম্পর্কে তরলীকৃত হইয়া সুখকর হিম-সলিল-রূপে অভিবৃষ্ট হয়। দশানন এই পঞ্চম কক্ষা অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ কক্ষায় উত্থিত হইল। উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। গরুড় জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এই কক্ষায় বাস করেন। এই ষষ্ঠ কক্ষাও অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব দেবর্ষিদিগের আবাসভূত দশযোজন-পরিমিত সপ্তম কক্ষায় আরোহণ করিল। অনন্তর সপ্তম কক্ষাও অতিক্রম করিয়া সে অষ্টম কক্ষায় উত্থিত হইল। আদিত্য-পথবর্ত্তিনী ভীমরাবিণী মহাবেগা আকাশ-গঙ্গা এই কক্ষায় অবস্থিতি করিতেছেন। বায়ু তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মহাদ্যুতে রামচন্দ্র! তদূর্দ্ধবর্ত্তী কক্ষার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। উহার পরিমাণ অশীতিসহস্র যোজন। চন্দ্রমা গ্রহ-নক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ কক্ষায় অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বসত্ত্ব-সুখাবহ শত-সহস্র রশ্মি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া জগৎ আলোকিত করিতেছে।

রাম! ভগবান চন্দ্রমা রাবণকে দেখিবামাত্র শীতাগ্নি দ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর অবস্থিতি করিতে পারিল না। অনন্তর প্রহস্ত জয়-শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাজন! আমরা শীতে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব চলুন এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই। চন্দ্ররশ্মির প্রতাপে রাক্ষসেরা ভীত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! চন্দ্র শীতাংশু, কিন্তু স্বভাবত ইনি দহনাত্মক।

প্রহস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ ও বিস্ফারণ পূর্ব্বক নারাচনিকর দ্বারা চন্দ্রকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর ব্রহ্মা সত্বর চন্দ্রলোকে আগমন পূর্ব্বক দশাননকে কহিলেন, বিশ্রবনন্দন মহাবাহো দশগ্রীব! এস্থান হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হও। আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়। সৌম্য! তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; চন্দ্রকে পীড়ন করিও না। মহাদ্যুতি-সম্পন্ন দ্বিজরাজ চন্দ্র সর্ব্বলোকের হিতৈষী।

এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেব লোকনাথ! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং যদি আমাকে মন্ত্র প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করুন। মহাব্রত মহাভাগ! আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্র জপ করিলে আমায় আর দেবতাদিগকে কিছুমাত্র ভয় করিতে হইবে না; আমি সমুদয় অসুর, দানব ও পতত্রিগণের অজেয় হইব, সন্দেহ নাই।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি তোমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিব, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই তুমি জপমালা লইয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে, যে সে সময় জপ করিবে না। নিশাচরনাথ! মন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে; জপ না করিলে কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিবে না। এক্ষণে মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি এই মন্ত্র জপ করিবামাত্র সমরে বিজয়ী হইতে পারিবে।

'সুরাসুর-নমস্কৃত হরি-পিঙ্গল-লোচন ভূত-ভব্য মহাদেব দেব-দেবেশ্বর! তোমাকে নমস্কার; দেব! তুমি বালক; তুমি বৃদ্ধ; তুমি ব্যাঘ্রচর্ম্ম-বাসা কৃত্তিবাস; দেব! তুমি অর্চ্চনীয় ত্রৈলোক্য-প্রভু ঈশ্বর; তুমি হর, হরিত-নেমী, যুগান্তকর, অনল, গণেশ, লোক-শম্ভু, লোকপাল, মহাবল, মহাভাগ, মহা-শূলী, মহাদংষ্ট্র ও মহেশ্বর; তুমি কাল, কালরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর ও দেবান্তক; তুমি তপস্যার অন্ত ও অব্যয় পশুপতি; তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর ও হরি; তুমি জটী, মৌঞ্জী, শিখণ্ডী, মুকুটী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্ব-ভাবন; তুমি সর্ব্বগত, সর্ব্বকারী, স্রষ্টা ও অব্যয় গুরু; তুমি কমণ্ডলুধর, দেব পিণাকী ও ত্রিশরী; তুমি মাননীয়; তুমি

ওঁকার; তুমি বরিষ্ঠ; তুমি জ্যেষ্ঠসামগ; তুমি মৃত্যু ও মৃত্যুভূত; তুমি পারিপাত্র, সুব্রত, ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী এবং বীণাবান, তূণবান ও পণববান; তুমি অমর ও বালসূর্য্য-সদৃশ দর্শনীয়; তুমি শ্মশানচারী অনিন্দিত ভগবান উমাপতি; তুমি ভগদেবের অক্ষি নিপাতী, পূষাদেবের দন্তঘাতী ও জ্বরহন্তা; তুমি পাশহস্ত; তুমি কাল; তুমি প্রলয়; তুমি উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনিসিদ্ধ ও বিশাম্পতি; তুমি উন্মাদ, বেপনকর ও চতুর্থ-লোকসত্তম; তুমি বামন, বামদেব ও প্রাচ্য-দক্ষিণ-বামন; তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিদণ্ডী ও সাক্ষাৎ জটিল; তুমি শক্রহস্ত-প্রবিষ্টম্ভী ও বসুগণের স্তম্ভনকারী; তুমি কাল, ঋতু ও ঋতুকর; তুমি মধু ও মধুকর; তুমি বর; তুমি বানস্পত্য, বাজিমেধ ও নিত্য আশ্রম-পূজিত; তুমি জগদ্ধাতা, কর্ত্তা ও শাশ্বত ধ্রুব-পুরুষ; তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্ম, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, বহ্নিরূপ ও অযুতসূর্য্য-সমপ্রভ; তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রাঙ্কিত-জট; তুমি নর্ত্তক ও লাসক; তুমি পূর্ণেন্দু-সদৃশানন; তুমি ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য ও সর্ব্ববীজ-ময়; তুমি সর্ব্বভূত-বিনোদী ও সর্ব্বভূত-বিমোক্ষণ; তুমি মোহন, বন্দন, সর্ব্বদ, নিধন ও অব্যয়; তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য ও সর্ব্বহর; তুমি হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম ও ভীম-পরাক্রম।'

দশানন! আমি যে এই অনুত্তম পবিত্র একশত অষ্ট নাম উল্লেখ করিলাম, ইহা সর্ব্ব-পাপহর, পাবন ও শরণার্থীদিগের শরণপ্রদ; তুমি ইহা জপ করিলেই শত্রু জয় করিতে পারিবে।

একত্রিংশ সর্গ।

মহাপুরুষ-দর্শন।

রাম! রাবণকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা সত্বর সনাতন ব্রহ্ম-লোকে প্রতিগমন করিলেন। রাবণও বর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কিছুকালের পর, লোকরাবণ রাবণ সচিব-বর্গ সমভিব্যাহারে পশ্চিম সাগরে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তত্রত্য দ্বীপে সুপরিষ্কৃত-সুবর্ণ-কান্তি পাবক-প্রভ এক মহাপুরুষ ভীষণাকার প্রলয়পাবকের ন্যায় একাকী অবস্থিতি করিতেছেন। দেবগণের মধ্যে যেমন পুরন্দর, গ্রহগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, পশুগণের মধ্যে যেমন সিংহ, পর্ব্বতগণের মধ্যে যেমন সুমেরু, বৃক্ষগণের মধ্যে যেমন পারিজাত ও হস্তীদিগের মধ্যে যেমন ঐরাবত, মনুষ্য-দিগের মধ্যে তেমনি সর্ব্বোত্তম ঐ পুরুষকে মহার্ণবমধ্যে দেখিতে পাইয়া দশানন কহিল, বীর! আমাকে যুদ্ধ দান কর। রাম! এই সময় মহাবল দশাননের লোচনসকল গ্রহ-মালার ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; সে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে যন্ত্র-সজ্ঘট্টনের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল।

অনন্তর নীলাচল-সঙ্কাশ দশগ্রীব অমাত্য-বর্গ সমভিব্যাহারে বিবিধস্বরে গর্জ্জন করিয়া

সেই কাঞ্চনাচল-সঙ্কাশ, লম্ববাহু, ভয়ানক, করালদংষ্ট্র, বিকটমূর্ত্তি, কম্বুগ্রীব, বিশাল-বক্ষা, মণ্ডূকোদর, সিংহলোচন, কৈলাস-শিখরাকার, পয়োদর-সন্নিভ-লোহিতপাদ, ভীমসঙ্কাশ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদ, মহাকায়, মনোমারুত-সদৃশ বেগবান, বদ্ধ-তূণীর, বদ্ধঘণ্ট, বদ্ধচামর, জ্বালামালা-পরিব্যাপ্ত, মুখরিত-কিঙ্কিণী-শোভিত, কটিদেশ-বিমণ্ডিত-কাঞ্চনময়-পদ্ম-মালায় পরিবেষ্টিত, পঙ্কজদাম-বিভূষিত, ঋগ্‌বেদ-সদৃশ-শোভমান মহাপুরুষকে সহসা শূল শক্তি ঋষ্টি ও পট্টিশ সমূহ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যেমন দ্বীপীর প্রহারে সিংহ, শরভের প্রহারে কুঞ্জর, নাগেন্দ্রের প্রহারে সুমেরু, ও নদীবেগে সাগর কম্পিত হয় না, রাবণের প্রহারে সেই মহাপুরুষও সেইরূপ অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে রাক্ষসাধম! আমি এখনই তোমার যুদ্ধলালসা নিবারণ করিতেছি। রাম! রাবণের যেরূপ সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর বল, তাদৃশ সহস্রগুণ বল ঐ পুরুষে অবস্থিত। জগতের সিদ্ধির মূলীভূত ধর্ম্ম ও তপস্যা ঐ পুরুষের উরুদ্বয়, মদনদেব উহাঁর শিশ্ন, বিশ্বেদেবগণ উহাঁর কটি, মরুদ্গণ উহাঁর বস্তিদেশের ঊর্দ্ধভাগ, অষ্টবসু মধ্যভাগ, সমুদ্র সকল কুক্ষি, দিঙ্মণ্ডল দুই পার্শ্ব, মারুত সকল দেহের সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ পৃষ্ঠ, ও পিতামহ হৃদয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। গোদান, ভূমিদান ও সুবর্ণদানাদি নিখিল পবিত্র দানধর্ম্ম উহাঁর হৃদয় ও লোম; এবং হিমালয়, হেমকূট, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল উহাঁর অস্থি। উহাঁরই হস্ত বজ্র। রাম! স্বর্গ ঐ পুরুষের শরীরে, সন্ধ্যা ও জলবাহ মেঘ সকল কৃকাটিকায়, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরাদি বাহুদ্বয়ে, এবং অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এবং ঘোর-বিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সমস্ত বিষবীর্য্য-উদ্গীরণকারী নাগ নখ সকলে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি উহাঁর মুখ। রুদ্রগণ উহাঁর স্কন্ধদেশে, পক্ষ মাস ও ঋতু সকল দংষ্ট্রাদ্বয়ে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নাসাদ্বয়ে, বায়ু সকল রোমকূপে, এবং বাগ্‌দেবী সরস্বতী গ্রীবায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় ঐ পুরুষের দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও দিবাকর দুই লোচন। রাজন! নিখিল বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তারকামণ্ডল, এবং বিবিধ সচ্চরিত্র, সদাচার, সদ্‌বাক্য, তেজ ও তপস্যা, সমস্তই ঐ মহাপুরুষের দেহ আশ্রয় করিয়া আছে।

রাঘব! এই মহাপুরুষ যদৃচ্ছায় লম্বমান এক বজ্রসার বাহু রাবণের স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ করিলেন। রাবণ অমনি সেই বাহুর ভারে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষসরাজ পতিত হইল দেখিয়া, পদ্মমালা-বিভূষিত, ঋগ্‌বেদপ্রতিম, পর্ব্বতসঙ্কাশ ঐ মহাপুরুষ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় পাতালতলে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর দশানন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সচিবদিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, প্রহস্ত! শুক! সারণ! সহসা সেই পুরুষ কোথায় গমন করিলেন! অমাত্য নিশাচরগণ উত্তর

করিল, রাজন! দেব-দানব-দর্পাপহারী পুরুষ এই স্থানেই ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

রাম! অনন্তর, গরুড় সর্পের উপর যেরূপ বেগে পতিত হয়েন, সুদুর্ম্মতি সুনির্ভয় দশাননও সেইরূপ বেগে ধাবিত হইয়া সত্বর সেই বিলদ্বারে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ, কেয়ূরধারী, রক্তমাল্য-বিভূষিত, রক্তচন্দন-চর্চ্চিত, অনুত্তম সুবর্ণ ও রত্নাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, মহাত্মা মহাশূর মহাবল তিন কোটি মহাপুরুষ তন্মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা নিত্য-প্রফুল্ল, নির্ভয়, বিমলপ্রভ ও পাবককান্তি। দশগ্রীব নির্ভয়চিত্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া এই তিন কোটি পুরুষের ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল। সে, দ্বীপে যে মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিল, ইহাঁরা সকলেও তাঁহারই অনুরূপ; সকলেরই বল সমান, বেশ সমান, রূপ সমান, তেজ সমান; সকলেই চতুর্ভুজ এবং সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন। ইহাঁদিগকে দর্শন করিয়া দশাননের শরীরে লোমাঞ্চ হইল; কিন্তু ব্রহ্মার বরদান-প্রভাবে সে তথা হইতে সত্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইল।

রাম! অনন্তর দশানন ঐ স্থানে আর এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি পাবকে অবগুণ্ঠিত হইয়া এক সুধা-ধবলিত গৃহমধ্যে দুগ্ধফেন-নিভ মহার্হ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। দিব্যমাল্য-ধারিণী, দিব্য-চন্দন-চর্চ্চিতা, দিব্যাভরণ-ভূষিতা, দিব্যাম্বর-পরিহিতা, ত্রিলোকের ভূষণ-স্বরূপা, এক সাধ্বী ত্রিলোক-সুন্দরী দেবী বালব্যজন-হস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সাক্ষাৎ পদ্ম-হস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। মন্ত্রিগণ-বিরহিত সুদুর্ম্মতি দশানন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সিংহাসন-সমুপবিষ্টা চারু-হাসিনী সাধ্বীকে দর্শনমাত্র মন্মথের বশী-ভূত হইল; এবং কালপ্রেরিত হইয়া, প্রসুপ্ত আশীবিষ ধারণের ন্যায়, তাঁহার হস্ত ধারণ করিবার উপক্রম করিল। তখন রাক্ষস-রাজের সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিদ্রা-গত পাবকাবগুণ্ঠিত মহাবাহু মহাপুরুষ অব-গুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিয়াই উচ্চশব্দে হাস্য করিলেন। লোকরাবণ রাবণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজে প্রদীপিত হইয়া, ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় মহীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে মহাপুরুষ কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান কর; এক্ষণে তোমার মৃত্যু হইবে না। নিশাচর! প্রজাপতির বর তোমাকে রক্ষা করিতেছে; সেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে গমন কর; এক্ষণে তোমার মরণ হইবে না।

রাম! অনন্তর দেবকণ্টক দশানন মুহূর্ত্ত-মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া ভীত হইল, এবং সেই মহাদ্যুতি মহাপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লোমাঞ্চিত-কলেবরে কহিল, দেব! আপনি কে? দেখি-তেছি, আপনি শৌর্য্য-সম্পন্ন ও প্রলয়-পাবক-সদৃশ। আপনি কোথা হইতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন বলুন।

দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ হাস্য পূর্ব্বক জলদগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, রাবণ! আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমারই বধ্য; তাহারও আর অধিক বিলম্ব নাই।

এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিল, দেব! প্রজাপতির বাক্য নিবন্ধন আমি মৃত্যুর বশবর্ত্তী নহি। দেবগণের মধ্যে এরূপ কেহ উৎপন্ন হয়েন নাই, হইবেনও না, যিনি আমার সমান হইবেন, অথবা যিনি স্বীয় বীর্য্য দ্বারা প্রজাপতির বর অন্যথা করিবেন। তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করা অসাধ্য; তৎপক্ষে প্রযত্নও বৃথা শ্রম মাত্র। যে আমার বর অন্যথা করিবে, ত্রিলোকে আমি সেরূপ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। সুরশ্রেষ্ঠ! আমি অমর; সেই জন্যই আপনাকে দর্শন করিয়াও আমার ভয় হয় নাই। যাহা হউক, প্রভো! যদি আমার মৃত্যুই থাকে, তাহা হইলে, অন্য কাহারও হস্তে না হইয়া আপনকার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়। আপনকার হস্তে মৃত্যুই আমার পক্ষে যশস্কর ও শ্লাঘনীয়।

রাম! অনন্তর ভীম-বিক্রম দশানন ঐ মহাপুরুষের শরীরে সচরাচর নিখিল ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল। সে দেখিল, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমস্ত সমুদ্র পর্ব্বত ও নদী, নিখিল বেদ, অশেষ বিদ্যা, তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তারকাগণ, আকাশমণ্ডল, সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্ব্বগণ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গমগণ, এবং অন্যান্য যে কোন দেব, যক্ষ, দৈত্য ও রাক্ষসগণ আছে, সকলেই সূক্ষ্মরূপে ঐ শয্যাশায়ী মহাপুরুষের দেহে অবস্থিতি করিতেছে।

মুনিসত্তম অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! সেই দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কাঁহারা? এবং শয্যাশায়ী সেই দেবদানব-দর্পহারী পুরুষই বা কে?

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সেই দেবদেব সনাতন পুরুষ কে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের নাম ভগবান কপিল। আর সেই যে তিন কোটি পুরুষ নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই কপিল নামক মহাপুরুষের অনুচর দেবগণ। তেজে ও প্রভাবে তাঁহারাও ভগবান কপিলেরই সমান।

রাম! ভগবান কপিল দুষ্টাশয় দশাননকে কোপ-দৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই; সেই জন্যই দশানন তৎকালে ভস্মসাৎ হয় নাই। কিন্তু মহাপুরুষের দৃষ্টিপাতে সে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিল।

যাহাহউক, অনন্তর অনেকক্ষণের পর চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দশগ্রীব পুনর্ব্বার তাহার অমাত্যগণের নিকট আগমন করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

স্ত্রী-পরিদেবন।

রাম! অনন্তর দুরাত্মা রাবণ হৃষ্টচিত্তে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিতে করিতে পথে অনেক নরেন্দ্রকন্যা, ঋষিকন্যা, দৈত্যকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যা হরণ করিতে আরম্ভ করিল। বিবাহিতাই হউক, আর অবিবাহিতাই হউক, যাহাকে সুন্দরী দেখিল, সে তাহারই বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে বিমান-মধ্যে রুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সে বিস্তর পন্নগ রাক্ষস অসুর মানুষ যক্ষ ও দানব কন্যাকে বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা সকলেই সম-দুঃখতানিবন্ধন যুগপৎ ভয়শোকাগ্নিসম্ভূত জ্বলন-সঙ্কাশ অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নদী সকল যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ করে, সুরাঙ্গনাসদৃশী, দীর্ঘকেশী, সুচারু-সর্ব্বাঙ্গী, তপ্তকাঞ্চন-সমপ্রভা, পূর্ণচন্দ্রবদনা, পীনপয়োধরা, বজ্রবেদিমধ্যা ও রথ-কূবর-সদৃশ শ্রোণীতট দ্বারা মনোহারিণী, শত শত সুমধ্যমা নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষি-কন্যা এবং দৈত্যদানবকন্যা সকলও তেমনি বিমানমধ্যে শোক-দুঃখ-ভরে বিহ্বল চিত্তে রোদন করিতে করিতে অশ্রুজলে বিমান পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। তাহাদিগের নিশ্বাস-পবনে পরিদীপিত হইয়া দীপ্তিমান পুষ্পক বিমান প্রতপ্ত ভর্জ্জনপাত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

রাম! ললনা সকল দশগ্রীবের বশবর্ত্তিনী হইয়া সিংহাক্রান্তা মৃগীর ন্যায় শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ বদনে কাতর লোচনে চিন্তা করিতে লাগিল। কেহ ভাবিতে লাগিল, এ কি আমাকে ভক্ষণ করিবে! কেহ বা চিন্তা করিতে লাগিল, আমাকে কি হত্যা করিবে! এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখশোকে বিহ্বল হইয়া সকলেই মাতা, পিতা, ভর্ত্তা বা ভ্রাতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া একসঙ্গে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, 'আহা! আমা ব্যতিরেকে আমার পুত্রের কি দশা হইবে! শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মাতা ও ভ্রাতারই বা কি অবস্থা হইবে! আহা! ভর্ত্তার বিরহে আমারই বা কি দশা ঘটিবে! মৃত্যো! আমি তোমায় অনুনয় করিতেছি, তুমি এই হতভাগিনীকে লইয়া যাও! না জানি আমরা পূর্ব্বজন্মে কি ঘোরতর পাতকই করিয়াছিলাম! সেই জন্যই আমাদিগকে দুঃখগ্রস্ত হইয়া শোকসাগরে পতিত হইতে হইল! যে দুঃখে পতিত হইয়াছি, তাহার পারও দেখিতে পাইতেছি না! অহো! মানুষ জাতিকে ধিক্! মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র জাতি আর নাই! দেখ, সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্ররাশি নিরাকরণ করেন, এই মহাবল রাবণও সেইরূপ আমাদিগের বন্ধু-বান্ধবদিগকে অনায়াসেই বিনাশ করিল! কি পরিতাপের বিষয়, এই মহাবল রাক্ষস কেবল হত্যাকাণ্ডেই আসক্ত রহিয়াছে; এবং দুষ্কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না! ইহার স্বভাব যেমন দুষ্ট, বলও তদনুরূপ। কিন্তু পরদার-হরণ-রূপ দুষ্কর্ম্ম করা ইহার কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। দুর্ম্মতি রাক্ষসাধম যখন পরস্ত্রীর

প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তখন স্ত্রীলোকের নিমিত্তই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।' রাম! পতিব্রতা সাধ্বী সকল একবাক্যে এইরূপ অভিসম্পাত করিলে, রাবণ উন্মনা হইয়া উঠিল; তাহার তেজ ও প্রভাও মলিন হইয়া আসিল।

যাহাহউক, দশানন স্ত্রীদিগের উক্তরূপ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে লঙ্কায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল; রাক্ষসেরা তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ইতি-মধ্যে তাহার ভগিনী ঘোররূপা কামরূপিণী রাক্ষসী শূর্পণখা সহসা তাহার সম্মুখে আগমন করিয়া ভূতলে পতিত হইল। দশগ্রীব ভগিনীকে উত্তোলন পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! এ কি! তুমি আমাকে কি বলিবার অভিপ্রায় করিয়াছ সত্বর বল। তখন রক্তলোচনা নিশাচরী অশ্রুরুদ্ধলোচনে রাবণকে কহিল, রাজন! তুমি বলবান; বল প্রকাশ করিয়া আমাকে বিধবা করিয়াছ! মহারাজ! তুমি যুদ্ধে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া কালকঞ্জ নামক যে শতসহস্র দানবকে সংহার করিয়াছ, তন্মধ্যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর মহাবল ভর্ত্তাও ছিলেন; তুমি তাঁহাকেও বিনাশ করিয়াছ। ভ্রাত! তুমি আমার ভ্রাতা নহ; তুমি ভ্রাতৃগন্ধী শত্রু; সেই জন্যই তুমি আত্মীয় হইয়াও আমাকে বিনাশ করিলে! তোমারই জন্য আমাকে বিধবা নাম সহ্য করিতে হইবে! তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, ভগিনীপতিকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তুমি স্বহস্তে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছ অথচ লজ্জিত হইতেছ না!

ভগিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলে, দশগ্রীব তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ভগিনি! আর রোদন করিও না। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া এখন হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে। আর আমি যত্ন পূর্ব্বক দান সম্মান ও বাসনা-পূর্ণ করিয়া নিয়ত তোমার চিত্ত তোষণ করিব। ভগিনি! আমি স্বভাবত যুদ্ধলালস; যুদ্ধসময়ে আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছিলাম; তখন আমার আত্মীয় পর বোধ ছিলনা; সুতরাং জানিতে পারি নাই যে, আমি ভগিনীপতিকে বিদ্ধ করিতেছি। অতএব আমি না জানিয়াই যুদ্ধে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার যতদূর হিতানুষ্ঠান করা যাইতে পারে, আমি তাহা করিব। তুমি আমাদিগের ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতা খরের নিকট অবস্থিতি কর। আমি তোমার মাতৃ-স্বস্রেয় ভ্রাতা খরকে চতুর্দ্দশ সহস্র মহাবল-সম্পন্ন রাক্ষসসৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া দিতেছি। যান ও প্রয়াণ সময়ে উহারা তাঁহার অনু-গমন করিবে। খর দণ্ডকারণ্যের শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত হইয়া ঈদৃশ সুবৃহৎ বল সমভি-ব্যাহারে অবিলম্বেই গমন করিবেন। তিনি তথায় নিয়ত তোমার আদেশ প্রতিপালনে নিযুক্ত থাকিবেন। মহাবল দূষণ তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইবেন। পুরাকালে

উশনা ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডকারণ্যের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, এই অরণ্য সুমহাবল রাক্ষসদিগের বাসস্থান হইবে। ভগিনি! এক্ষণে মহাবীর খর সেই স্থানে বাস করিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন। তিনি কামরূপী রাক্ষসদিগের অধিপতি হইবেন।

রাম! দশগ্রীব এইরূপ কহিয়া মহাবীর্য্যশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যকে খরের সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করিল। অকুতোভয় খর সেই সকল ভীমবিক্রম নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর দণ্ডক বনে গমন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল। শূর্পণখাও ঐ দণ্ডক বনে তাহার নিকট বাস করিতে লাগিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

মধুপুর-গমন।

দাশরথে! মহাবল দশানন খরকে সেই ভীষণ সৈন্যের আধিপত্যে স্থাপন ও ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইল। তদনন্তর সে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলা নামক লঙ্কার মনোরম উপবনমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, ঐ স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে; যজ্ঞস্থল শতযূপে সমাকীর্ণ ও সুশোভন বেদিকা সকলে সমলঙ্কৃত হইয়া প্রভাচ্ছটায় যেন প্রদীপিত হইতেছে।

অনন্তর দশগ্রীব নিজপুত্র ভয়াবহ মেঘনাদকে দেখিতে পাইল; দেখিল, মেঘনাদ কৃষ্ণাম্বর পরিধান এবং কমণ্ডলু শিখা ও ধ্বজ ধারণ করিয়া আছে। দেখিয়াই লঙ্কেশ্বর নিকটে যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, পুত্র! এ কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, যথার্থ করিয়া বল।

রাম! তখন, মেঘনাদ মৌনব্রত ভঙ্গ করিলে পাছে যজ্ঞের বিঘ্ন হয়, এই জন্য মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনাই স্বয়ং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে উত্তর করিলেন, রাজন! আপনকার মঙ্গল হউক; আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাক্ষসরাজ! আপনকার পুত্র সপ্ত মহাযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোসব ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে পুরুষের সুদুঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ হইতেছে। এই যজ্ঞেও আপনকার পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিবিধ বর লাভ করিয়াছেন; অন্তরীক্ষচারী কামগামী দিব্য. বিমান এবং তামসী নাম্নী মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তামসী মায়া হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়। রাক্ষসেশ্বর! যুদ্ধে এই মায়া প্রয়োগ করিলে, প্রযোক্তা যুদ্ধ ভূমিতে যে কোন্ স্থানে কিরূপ গতিতে বিচরণ করিতেছেন, সুরাসুরও তাহা জানিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন আপনকার পুত্র বিবিধবাণপূর্ণ দুই অক্ষয় তূণীর, এক সুদুশ্ছেদ্য শরাসন, এবং শত্রু-সংহার-সাধন সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই লাভ করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! এইরূপ বিবিধ বরপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে ইনি এই মহাযজ্ঞ সমাপ্তির জন্য আপনকার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

রাম! তখন দশগ্রীব কহিল, পুত্র! উচিত কার্য্য হয় নাই; হব্য দ্বারা আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করা হইয়াছে। যাহাহউক, এক্ষণে আগমন কর; না জানিয়া যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা করা হয় নাই বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। সৌম্য ভার্গব! আপনি এক্ষণে আমাদিগকে বিদায়দান করুন, আমরা স্বভবনে গমন করি।

রাঘব! অনন্তর দশানন নিজ পুত্র ও বিভীষণের সমভিব্যাহারে নিজ ভবনে গমন করিয়া বিমান হইতে বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠী স্ত্রীদিগকে অবরোহণ করাইল। সে দৈত্য, নাগ, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়া যে সমস্ত সমুজ্জ্বল আভরণ ও রত্ন আহরণ করিয়াছিল, তাহাও অবতারণ করিল।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই সকল শোক-সমাকুলা অঙ্গনাকে দর্শন ও তাহাদিগের পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন! আপনকার ঈদৃশ কুলনাশক ও আত্মমর্য্যাদা-চ্ছেদক আচরণ-পরম্পরা নিবন্ধনই আমরা ধর্ষণ ও বিনিপাত প্রাপ্ত হইলাম। আপনি বলপ্রকাশ করিয়া এই সমস্ত পরকীয়া বরাঙ্গনা অপহরণ করিয়াছেন, এদিকে মধু আপনকার ধর্ষণা করিয়া কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে।

রাবণ কহিল, বিভীষণ! তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি যে মধুর নাম করিলে, সেই বা কে?

তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে কহিলেন, রাজন! আপনকার এই পাপকর্ম্মের যে ফল ফলিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। মাল্যবান নামে যে প্রবীণ রজনীচর ছিলেন, তিনি সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব আমাদিগের জননীর জ্যেষ্ঠতাত; সুতরাং আমাদিগের মাতামহ। কুম্ভীনসী নামে তাঁহার এক দৌহিত্রী আছে। কুম্ভীনসীর জননী পুষ্পোৎকটা যখন আমাদিগের জননীর ভগিনী, তখন কুম্ভীনসীও ধর্ম্মানুসারে আমাদিগের কয় ভ্রাতারই ভগিনী। রাজন! দুরাত্মা মধু দানব তাহাকে হরণ করিয়াছে। আপনকার পুত্র যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; আমিও জলগর্ত্তে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতেছিলাম; এই অবকাশ পাইয়া মধু আপনকার অভিমত প্রধান প্রধান রাক্ষসামাত্যদিগকে বিনাশ করিয়া, কুম্ভীনসী অন্তঃপুর-মধ্যে সুরক্ষিতা হইলেও, বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়াছে। পরে আমি এ কথা শুনিয়াও মধুকে বিনাশ করি নাই, ক্ষমা করিয়াছি; কারণ যাহাকেই হউক, এক জনকে কন্যা সম্প্রদান করা আত্মীয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজন! আপনি জানুন যে, আপনি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহলোকেই তাহার এইরূপ ফল ফলিয়াছে।

রাম! অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধসংরক্ত-লোচনে আদেশ করিল, শীঘ্র আমার রথ সজ্জা কর, এবং শূর যোদ্ধা সকল সত্বর সজ্জীভূত হউক। ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ ও অপরাপর যে সমস্ত প্রধান প্রধান নিশাচর আছে, সকলেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া স্বস্ব বাহনে আরোহণ করুক।

যে দুর্ব্বৃত্ত দানবাধম মধু রাবণকে ভয় করে নাই, আজি আমি অগ্রে তাহাকে বিনাশ করিয়া, পশ্চাৎ দলবল সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ দেবলোকে গমন করিব, ও স্বর্গলোক জয় পূর্ব্বক পুরন্দরকে বশীভূত করিয়া নিশ্চিন্ত হইব, এবং ত্রিলোকের আধিপত্য-জনিত দর্পে দর্পিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিব।

রাম! দশাননের আদেশমাত্র নানাস্ত্রধারী চতুঃসহস্র-অক্ষৌহিণী-পরিমিত নিশাচর-সৈন্য প্রফুল্লিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। মেঘনাদ সেনাধ্যক্ষ হইয়া সৈন্যের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিল, এবং মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া চলিল। লঙ্কায় মহাবলবেগ-সম্পন্ন যত মহাবীর রাক্ষস ছিল, সকলেই মধুপুরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিল, একমাত্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কেবল লঙ্কায় অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ কেহ রথে, কেহ মাতঙ্গে, কেহ তুরঙ্গে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ গর্দ্দভে, কেহ বা বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে লাগিল। দেবতাদিগের সহিত যাহাদিগের শক্রুতা ছিল, এরূপ বিস্তর দানব এবং দৈত্যগণও রাবণকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দেখিয়া তাহার অনুগামী হইল।

রাম! অনন্তর দশানন মধুপুরে উপস্থিত হইল, কিন্তু তথায় মধুকে দেখিতে পাইল না; তাহার ভগিনী কুম্ভীনসী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। কুম্ভীনসী রাক্ষসরাজ দশাননকে দর্শনমাত্র ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকদ্বারা তাহার পাদদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক পতিত হইল। তখন দশানন, ভয় নাই বলিয়া, তাহাকে সমুত্থাপন পূর্ব্বক কহিল, ভগিনি! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বল।

রাম! তখন কুম্ভীনসী কহিল, রাজন! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার ভর্ত্তাকে বধ করিবেন না। মানদ দশগ্রীব! আপনি স্বীয় বাক্য প্রতিপালন করুন। মহাবাহো রাজেন্দ্র! আমাকে যাচমানা দেখিয়া, আপনি অগ্রেই বলিয়াছেন যে, তোমার ভয় নাই।

রাঘব! অনন্তর দশগ্রীব হৃষ্ট হইয়া সম্মুখবর্ত্তিনী ভগিনীকে কহিল, ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তা কোথায় গিয়াছেন, আমাকে শীঘ্র বল। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দেববিজয়ার্থ গমন করিব। ভগিনি! তোমার স্নেহ ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধনই আমি মধুর বধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

রাম! অনন্তর সুবিচক্ষণা নিশাচরী কুম্ভীনসী শয্যা-শায়িত নিদ্রাগত ভর্ত্তাকে জাগরিত করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিল, স্বামিন! আমার ভ্রাতা রাক্ষসরাজ দশগ্রীব দেবলোক জয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, এবং সেই কার্য্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব তুমি তোমার সম্বন্ধী রাক্ষসরাজের সহায়তা করিবার জন্য গমন কর। যে ব্যক্তি প্রণয় বশত আগমন করিয়া উপাসনা করে, তাহার উপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাম! কুম্ভীনসীর বাক্য শুনিয়া মধু কহিল, অবশ্যই করিব। এই বলিয়া সে যথাবিধানে গমন করিয়া রাক্ষসরাজের সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মানুসারে তাহার পূজা করিল। পূজা প্রাপ্ত হইয়া দশগ্রীব মধুর ভবনে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পুনর্ব্বার যাত্রা করিল।

দাশরথে! অনন্তর মহেন্দ্র-সঙ্কাশ রাক্ষস-রাজ দশানন সসৈন্যে কুবেরালয় কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

নলকুবর-শাপ।

রাম! বীর্য্যবান দশগ্রীব সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সূর্য্যাস্ত সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে উপ-নীত হইয়া শিবির স্থাপন করিল। ক্রমে বিমল চন্দ্রমা সূর্য্যের ন্যায় আভা ধারণ করিয়া উদিত হইলেন, এবং নানাস্ত্রধারী সেই মহাসৈন্যের সকলেই নিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া পড়িল। একাকী রাবণ কেবল, দিব্য কর্ণিকারবন ও কদম্বকানন নিকরে পরিব্যাপ্ত এবং পদ্মষণ্ড-বিমণ্ডিত মন্দাকিনী প্রভৃতি সরিৎসমূহে পরিশোভিত সেই বিমল গিরিবরের শিখরদেশে শয়ান হইয়া সেই প্রদোষ সময়ে বিবিধ প্রাকৃতিক ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই শশিকিরণ-সমলঙ্কৃত রমণীয় শৈলরাজে সুনি-র্ম্মল সুখস্পর্শ বায়ু পদ্মগন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; দূর হইতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের নৃত্য-গীত-শব্দ মধুর ঘণ্টা-শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতেছিল; এবং মধু-মাধব-গন্ধি পাদপ সকল বায়ুবলে বিকম্পিত হইয়া পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক পর্ব্বত সুবাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

রাম! একে চারিদিকেই বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত ও বায়ু সুশীতল, তাহাতে আবার রাত্রিকাল ও সুবিমল চন্দ্রমা সমুদিত; অত-এব সুমহাবীর্য্য রাবণ স্বভাবতই কামমোহের বশবর্ত্তী হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহু চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাম! এই সময় দিব্যানুলেপন-লিপ্তা দিব্যমাল্য-বিভূষিতা অপ্সরোবরা রম্ভা ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিল; রাবণ তাহাকে দেখিতে পাইল। রম্ভা একে স্বভাবত কম-নীয়া, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমের সমুজ্জ্বল বিভূষণ ধারণ পূর্ব্বক নীলজীমূত-সঙ্কাশ নীল বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সমধিক কমনীয়া হইয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রমার সদৃশ; সুন্দর ভ্রূযুগল শরাসন-সন্নিভ; ঊরুযুগল করিশুণ্ডাকৃতি; করদ্বয় পল্লবসদৃশ কোমল; বর্ণ চামীকর-প্রভ; শ্রোণীতট পুলিনবৎ সুবিশাল; পদ-তল অরবিন্দ-প্রভ ও অঙ্গুলি সকল সুল-ক্ষণ-সম্পন্ন। সে স্বরে বীণা ও গমনে হংসীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী, এবং তাহার রদনপঙ্‌ক্তি কুন্দ-কোরকের সমান। স্বর্গেও যে সকল প্রধান প্রধান সুন্দরী কামিনী আছে, সে

তাহাদিগের অপেক্ষাও সুন্দরী। অধিক কি, সে মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

রাম! ঈদৃশী রম্ভা গঙ্গার ন্যায় বেগে সৈন্যমধ্য দিয়া গমন করিতেছে দেখিয়াই কামবাণ-পরিপীড়িত দশানন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার হস্ত ধারণ করিল; রম্ভা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইল; কিন্তু দশগ্রীব তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া কহিল, সুন্দরি! তুমি কোথায় গমন করিতেছ? স্ব-ইচ্ছায় কাহার মনস্কামনা চরিতার্থ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ? আজি কাহার সৌভাগ্যকাল উপস্থিত যে, সে তোমায় উপভোগ করিবে? ইন্দ্রই বল, বিষ্ণুই বল, আর অশ্বিনীকুমারই বল, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর কে আছে? অতএব তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া অন্যের নিকট গমন করিতেছ, তাহা তোমার উচিত হইতেছে না। সুন্দরি! তুমি বিশ্রাম কর; এই শিলাতলও রমণীয়; আমার সমান পরাক্রমশালী ব্যক্তিও ত্রৈলোক্যে নাই। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও বিধাতা, সেই রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর।

রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভা কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! আপনি এরূপ কথা বলিবেন না; আমি আপনকার পুত্রবধূ, সুতরাং আপনি আমার গুরু।

এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ সেই সুবদনাকে কহিল, তুমি কি আমার পুত্রের পত্নী, যে আমার পুত্রবধূ! রম্ভা বলিল, আজ্ঞা হাঁ; ধর্ম্মানুসারে আমি আপনকার পুত্রেরই পত্নী। রাক্ষসরাজ! আপনকার ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর নলকূবর নামে পুত্র আছেন; যিনি ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, বীর্য্যে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি ও ক্ষমায় পৃথিবীর সমান; আমি আজি সেই লোকপালনন্দনের সহিত সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি; তাঁহারই উদ্দেশে এই বেশভূষাও বিরচিত হইয়াছে। রাজন অরিন্দম! আজি যখন তিনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে আমার আসক্তি নাই, তখন আমাকে পরিত্যাগ করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে। সেই ধর্ম্মাত্মা এক্ষণে আমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। অতএব রাক্ষসপুঙ্গব! পুত্রের বিঘ্ন করা আপনকার উচিত হয় না; সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। আপনি আমার মাননীয়; আমিও আপনকার পালনীয়া।

রাম! নিরাশ্রয়া রম্ভা কম্পিত কলেবরে ইত্যাদি প্রকার বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল; কিন্তু কামমোহে অভিভূতচেতা দশানন বেপমানা রম্ভাকে নিভর্ৎসন ও বল পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সঙ্গম আরম্ভ করিল।

অনন্তর রম্ভা পরিমুক্ত হইয়া ভ্রষ্টমাল্য ও ভ্রষ্টবিভূষণ বেশে, ক্রীড়মান গজেন্দ্র কর্তৃক মথিতা ও আকুলীকৃতা বাপীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার অলকপ্রান্ত আলুলায়িত ও করপল্লব কম্পিত হওয়াতে বোধ

হইতে লাগিল, যেন কুসুমশোভিতা বল্লরী পবনবেগে পরিচালিত হইতেছে!

এইরূপে রম্ভা লজ্জায় কম্পিত হইতে হইতে কুবেরনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। মহাত্মা নলকূবর তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার পাদমূলে পতিত হইলে কেন?

তখন রম্ভা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে, যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল; কহিল, দশগ্রীব সমগ্র সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দেবলোকে যাত্রা করিতেছেন; তিনি সম্প্রতি এই স্থানেই উপস্থিত হইয়াছেন। অরিন্দম! আমি আপনকার নিকট আগমন করিতেছিলাম; তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? আমি সত্য কথা কহিলাম; কিন্তু তিনি কামমোহে অভিভূত হইয়া আমার কোন কথাই শুনিলেন না। আমি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলাম এবং বলিলাম, প্রভো! আমি আপনকার পুত্রবধূ। কিন্তু তিনি সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া আমায় বলাৎকার করিলেন। অতএব সুব্রত! আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করা আপনকার উচিত হইতেছে। সৌম্য! স্ত্রীলোকের বল পুরুষের বলের সমান নহে।

রাম! রম্ভার এই কথা শুনিয়া বৈশ্রবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং সেই বলাৎকারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে জানিতে পারিলেন, যথার্থই তাঁহার খুল্লতাত ঐ অপকর্ম্ম করিয়াছেন। অমনি ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণমাত্র দিব্য জল-গণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিয়া দুরাত্মা রাবণকে দারুণ অভিসম্পাত করিলেন; কহিলেন, ভদ্রে! তোমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি রাবণ যখন বলপূর্ব্বক তোমাকে সম্ভোগ করিয়াছেন, তখন আমি বলিতেছি, আজি হইতে তিনি আর কোন অকামা কামিনীকে উপভোগ করিতে পারিবেন না। যদি তিনি কামপীড়িত হইয়া কোন অকামা মহিলাকে সম্ভোগ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক সপ্তধা বিপাটিত হইবে সন্দেহ নাই।

রাম! জ্বলিতপাবক-প্রতিম এই অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল বাদিত হইয়া উঠিল, এবং আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল; সমস্ত লোকগতি ও ঐ নিশাচরের মৃত্যু পর্য্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং দেবগণও সকলেই আনন্দিত হইলেন।

দাশরথে! দশানন সেই লোমহর্ষণ ভীষণ অভিসম্পাত অবগত হইয়া সেই অবধি আর অকামা রমণীদিগকে সম্ভোগ করিতে সাহসী হইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

সুমালি-বধ।

রঘুপতে! অনন্তর মহাতেজা দশগ্রীব সৈন্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপনীত হইল। সেই সুবিপুল রাক্ষসসৈন্য যখন চারিদিক হইতে আগমন করিতে লাগিল, তখন দেবলোকে বিদ্যমান মহাসাগরের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল। অনন্তর রাবণ উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দেবরাজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ, সমীপোপবিষ্ট আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মরুদ্গণ প্রভৃতি যাবদীয় অমরবৃন্দকে আদেশ করিলেন, দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমরা সত্বর সজ্জীভূত হও।

রাম! পুরন্দরের আদেশমাত্র, পুরন্দর-সমযোদ্ধা মহাবলসম্পন্ন দেবগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় বর্ম্ম পরিধান করিলেন। মহেন্দ্র কিন্তু রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন, বিষ্ণো! রাবণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি? অহো! অতিবলশালী নিশাচর যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে! অন্য কারণে নহে, কেবল বরলাভ করিয়াই সে মহাবলবান হইয়াছে। কমলযোনির বাক্য রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব প্রভো! আমি যেমন আপনার পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াই নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও সম্বর দৈত্যকে নির্দ্দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণেও আবার আপনি আমাকে সেইরূপ পরামর্শ দান করুন। দেবদেব মধুসূদন! সচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনি ভিন্ন অন্য গতি বা অবলম্বন আর নাই। আপনিই সনাতন পদ্মনাভ শ্রীমান নারায়ণ। আপনিই সর্ব্বলোক স্থাপন করিয়াছেন, এবং আমাকেও দেবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব, দেবদেব! আপনি আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন, আপনি কি চক্রহস্তে রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?

মহেন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভু নারায়ণ কহিলেন, দেবরাজ! ভীত হইও না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দুষ্টাত্মা নিশাচর স্বয়ম্ভুর বরপ্রভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে, অতএব যাবদীয় সুরাসুর সমবেত হইলেও ইহাকে বিনাশ বা পরাজয় করিতে পারিবে না। দেখিতেছি, এই বলোৎকট রাক্ষস স্বীয় পুত্রের সাহায্যে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিবে সন্দেহ নাই। আর সুরেশ্বর! তুমি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে কহিলে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আমি এক্ষণে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিব না। বিষ্ণু কখনও শক্র-সংহার না করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না; কিন্তু রাবণকে এক্ষণে বিনাশ করাও অসম্ভব, কারণ ব্রহ্মার বর ইহাকে রক্ষা করিতেছে। যাহাহউক, দেবরাজ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই এই নিশাচরের মৃত্যুর কারণ হইব। কাল উপস্থিত হইলে আমিই রাবণকে সপরিবারে

সংহার করিয়া দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব। শচীপতে! আমি তোমাকে প্রকৃত কথাই কহিলাম। মহাবল! এক্ষণে তুমিই দেবগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয়চিত্তে রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রাম! ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রভাত সময়ে রাবণের সেই অতিপ্রবৃদ্ধ মহাসৈন্যের কোলাহল-শব্দ চারিদিক হইতে কর্ণগোচর হইতে লাগিল। মহাবীর্য্য যোধগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দিত চিত্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখন সেই সমরদুর্জ্জয় অক্ষয় মহাসৈন্য দর্শন করিয়া দেবসৈন্যও ব্যস্তসমস্ত ভাবে অগ্রসর হইল। অনন্তর দেব, দানব ও রাক্ষসসৈন্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া তুমুল কোলাহল সহকারে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

এই সময় রাবণের অমাত্য মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহানাদ ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি ঘোরদর্শন শূর রাক্ষস সকল যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই সমস্ত মহাবীর্য্যশালী মহাবল নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, রাবণের মাতামহ সুমালী যুদ্ধে প্রবেশ করিল; এবং বায়ু যেমন মেঘজাল দূরীকৃত করে, ক্রুদ্ধ হইয়া সেও সেইরূপ বিবিধ সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল।

রাম! এই সময় অষ্টম বসু মহাশূর সাবিত্র বিবিধ-সমুদ্যত-অস্ত্রশস্ত্র-ধারী হৃষ্টপুষ্ট সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শক্রসৈন্যের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক মহারণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবীর্য্য ত্বষ্টা এবং পূষাও স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্ভীকচিত্তে এককালে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর মহাক্রুদ্ধ, বিজয়াকাঙ্ক্ষী, সমরে অপরাঙ্মুখ, দেব ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসগণ বিবিধপ্রকার সহস্র সহস্র অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া যুধ্যমান দেবতাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণও সুশাণিত সমুজ্জ্বল শস্ত্রনিকর দ্বারা মহাবীর্য্য বিপুল-পরাক্রম ঘোররূপী রাক্ষসদিগকে দলে দলে যমালয়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাম! এই সময় রাক্ষস সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া দেবসৈন্য আক্রমণ এবং ক্রোধভরে নানাপ্রকার নিশিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিয়া, বায়ু যেমন মেঘজাল বিকীর্ণ করে, সেইরূপ সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। দেবসৈন্য সুমহৎ শরবর্ষণ ও নিদারুণ শূল-প্রাস-বর্ষণ দ্বারা হন্যমান হইয়া একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না।

সুমালী এইরূপে দেবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে, মহাতেজা অষ্টম বসু সাবিত্র সেনাগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং স্বকীয় রথিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুধ্যমান নিশাচরকে নিবারণ করিলেন। তখন সমরে অপরাঙ্মুখ সুমালী

ও সাবিত্রের লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সুমহাবল সাবিত্র অবিলম্বেই মহাবাণ দ্বারা সুমালীর পন্নগরথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। শতবাণে রথ চূর্ণ করিয়াই সাবিত্র সুমালীর বিনাশার্থ দীপ্তমুখ যমদণ্ড-সঙ্কাশ এক গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে সুমালীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কাসদৃশী মহাগদা সুমালীর মস্তকোপরি নিপতিত হইয়া, পুরন্দর-প্রমুক্ত গিরিশৃঙ্গ-পতিত গর্জ্জমান বজ্রের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। পতনমাত্র গদা রণস্থলে সুমালীকে সংহার ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল; তাহার কঙ্কাল বা মস্তক বা মাংস, তৎকালে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

রাম! সুমালীকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসগণ সকলেই উচ্চস্বরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

ইন্দ্র ও রাবণের দ্বৈরথযুদ্ধ।

দাশরথে! বসু সুমালীকে নিহত ও ভস্মসাৎ করিলেন, এবং সৈন্য সকল দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, রাবণের পুত্র মহাবল মহারথ মেঘনাদ ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইল, এবং কামগামী মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া, কক্ষের প্রতি জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দেবসৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। বিবিধাস্ত্রধারী মেঘনাদকে রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দেবগণ দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; যুদ্ধার্থ মেঘনাদের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে কেহই সাহসী হইলেন না। তখন দেবরাজ বিত্রস্ত দেবগণকে ফিরাইয়া কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভয় করিও না; যুদ্ধে প্রত্যাগমন কর; পলায়ন করিও না; আমার এই অপরাজিত পুত্র যুদ্ধার্থ গমন করিতেছেন।

রাম! অনন্তর দেবরাজের পুত্র দেব জয়ন্ত অদ্ভুতাকার রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন দেবগণ সকলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শচীনন্দন জয়ন্তকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধার্থ রাবণনন্দন মেঘনাদের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। অনন্তর দেব, দানব ও রাক্ষস, এবং শক্রনন্দন ও রাবণনন্দনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণতনয় ইন্দ্রতনয়ের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের প্রতি কনক-ভূষিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিল। শচীনন্দন জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের সারথিকে বিদ্ধ করিয়া রাবণনন্দনকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহাতে মহাবল রাবণনন্দন মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে শরনিকর বর্ষণ দ্বারা শক্রনন্দনকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক দেবসৈন্যের উপর সহস্র সহস্র শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ ও পরশু প্রভৃতি নানাপ্রকার শিতধার অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাম! মেঘনাদ এইরূপে শরবর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি হইল। তাহাতে সর্ব্বলোক ব্যথিত হইয়া উঠিল। দেবসৈন্য শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নানারূপে পরিক্লিষ্ট হইয়া রণস্থলের ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। দেবতা বা রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিল না; ছিন্নভিন্ন হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞান বশত রাক্ষসগণ রাক্ষসদিগকে, দেবগণ দেবতাদিগকে ও দানবগণ দানবদিগকেই প্রহার করিতে লাগিল।

রাম! ইতিমধ্যে মহাবীর মহাবীর্য্য পুলোমা নামক দৈত্যরাজ আসিয়া শচীপুত্রকে রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার মাতামহ; তাঁহার তনয়া বলিয়াই শচীকে পৌলোমী বলে। তিনি নিজ দৌহিত্রকে লইয়া সাগরগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর জয়ন্তকে আর দেখিতে না পাইয়া দেবগণের দর্প ভগ্ন হইল; তাঁহারা ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণনন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অনন্তর পুত্রের অদর্শন ও দেবসৈন্যের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া দেবরাজ মাতলিকে আজ্ঞা করিলেন, মাতলে! সত্বর রথ যোজনা কর। মাতলি তৎক্ষণমাত্র মহাভীষণ মহাবেগ মহারথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিল। উহার সম্মুখভাগে বিদ্যুদ্বিশিষ্ট মহামেঘ সকল বায়ুবলে পরিচালিত হইয়া ভীম গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল; এবং গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবরাজ রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্গণের সমভিব্যাহারে এইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতে আরম্ভ করিল; দিবাকর মলিন হইলেন; এবং মহোল্কা সকল পতিত হইতে লাগিল।

রাম! এদিকে মহাপ্রতাপ মহাশূর দশগ্রীবও বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত দিব্য রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ লোমহর্ষণ মহাকায় পন্নগনিকরে পরিবৃত ছিল; তাহাদিগের নিশ্বাসপবনে রণস্থল যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঘোররূপী দৈত্য ও নিশাচর সকল রথ পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। দশগ্রীব এইরূপে মহেন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ পূর্ব্বক স্বয়ংই যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইল। মেঘনাদ রণস্থল হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল।

অনন্তর রাক্ষসগণের সহিত দেবগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বিপুল বারিবর্ষণের ন্যায় রণস্থলে নির্বিঘ্নে শরবর্ষণ হইতে লাগিল। রাজন! নানাশস্ত্রধারী দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহাকেই আক্রমণ করিল; এই

খড়্গ, গদা, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদ্গর অথবা যাহা কিছু পাইল, তদ্দ্বারাই দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। অনন্তর সে মহাঘোর রুদ্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বিবিধ শস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন।

রাম! তদনন্তর মরুদ্গণ প্রভৃতি দেববৃন্দ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিলেন। কত রাক্ষস নিহত হইয়া রণভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল; আর কত রাক্ষস স্ব স্ব বাহন-পৃষ্ঠেই শয়ন করিল। কোন কোন নিশাচর হস্তী, কেহ কেহ গর্দ্দভ, কেহ কেহ উষ্ট্র, কেহ কেহ পন্নগ, কেহ কেহ তুরঙ্গম, কেহ কেহ শিশুমার, কেহ কেহ বরাহ ও কেহ কেহ বা পিশাচবদন আলিঙ্গন করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাতে রণস্থল চিত্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। এই সময় শত সহস্র রাক্ষস দেবগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া নিপাতিত হইতে লাগিল। বিনিহত ও প্রবিদ্ধ মহাকায় রাক্ষসদিগের শোণিত-প্রবাহে রণস্থলে নদী বহিতে লাগিল; শস্ত্রনিকর ঐ নদীর মকর-কুম্ভীরাদি জলজন্তু; কাক ও গৃধ্র সকল ঐ নদীতে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাম! দেবগণ রাক্ষসসৈন্য নিপাত করিলেন দেখিয়া, মহাপ্রতাপ দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় সৈন্যসাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহেন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। তখন দেবরাজ অনুত্তম সুমহান শরাসন বিস্ফারণ করিলেন। বিস্ফারণ-শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মহাচাপ বিস্ফারণ করিয়া পুরন্দর রাবণের বক্ষঃস্থলে পাবক-সঙ্কাশ শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু দশাননও নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া কার্ম্মুক-নিক্ষিপ্ত করশস্ত্র বর্ষণ দ্বারা দেবরাজকে সমাচ্ছন্ন করিল। উভয়ে এইরূপে শর বর্ষণ আরম্ভ করিলে রণভূমির চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

ইন্দ্র-গ্রহণ।

রাম! অনন্তর সেই নিবিড় অন্ধকার-মধ্যে রাক্ষস ও দেবগণ, না জানিয়া পরপক্ষীয় এবং স্বপক্ষীয়দিগকেও প্রহার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই দুষ্পার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রাক্ষস ও দেবগণ, ইন্দ্র, রাবণ ও রাবণনন্দন মহাবল মেঘনাদ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অন্য সমস্তই অন্ধকার; কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

যাহাহউক, দেবগণ কর্ত্তৃক স্বকীয় সমগ্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া দশগ্রীব মহাক্রোধে মহাশব্দ করিয়া উঠিল, এবং সারথিকে আজ্ঞা করিল, আমাকে দেবসৈন্যের মধ্য দিয়া উহার অন্তভাগ পর্য্যন্ত লইয়া চল। আজি আমি একাকীই পরাক্রম প্রকাশ

পূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ করিয়া সমস্ত দেবতাকেই যমসদনে প্রেরণ করিব। আমিই ইন্দ্র, আমিই বরুণ, আমিই ধনাধিপতি কুবের ও আমিই প্রেতপতি যম হইব; এবং সমস্ত দেবতা বিনাশ করিয়া অসুরদিগকে অধিকার প্রদান করিব। সারথে! তুমি বিষণ্ণ হইও না, সত্বর আমার রথ চালনা কর। আজি আমি তোমাকে দুইবার বলিতেছি, তুমি আমাকে দেবসৈন্যের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লইয়া চল। আমরা এই নন্দনবনের সমীপে রহিয়াছি, তুমি এখনই এস্থান হইতে উদয়াচল পর্য্যন্ত লইয়া চল।

রাম! দশগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়া সারথি মনোবেগ তুরঙ্গমদিগকে শত্রুমধ্য দিয়া চালনা করিল, শত্রুগণ সকলেই চাহিয়া রহিল। অনন্তর রাবণের সেই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রথোপরিস্থ দেবরাজ পুরন্দর রণস্থল-সমবেত দেবতাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। রাক্ষসরাজ রাবণকে জীবিতাবস্থাতেই ধারণ করা যাউক। বরদান নিবন্ধন অতিবলশালী রাবণকে বধ করা অসাধ্য; সুতরাং, এই নিশাচর বায়ুবেগ রথে আরোহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে পর্ব্বকালীন প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায় সৈন্যমধ্যে আগমন করিতেছে। অতএব ইহাকে ধারণ করাই কর্ত্তব্য; তোমরা সকলে সজ্জীভূত হও, বিলম্ব করিও না। আমি যেমন বলিকে বন্ধন করিয়া ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিতেছি; আমার ইচ্ছা, এই রাক্ষসরাজকেও সেইরূপ বন্ধন করিব।

রাম! এই কথা বলিয়া দেবরাজ রাবণের অভিমুখীন না হইয়া, অন্যত্র যুদ্ধারম্ভ করিয়া রাক্ষসদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। দশগ্রীব অবাধে উত্তর দিক দিয়া প্রবেশ করিল। পুরন্দর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবিষ্ট হইলেন। রাবণ শতযোজন পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর স্বীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল দেখিয়া দেবরাজ অসংভ্রান্ত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাবণকে রোধ করিলেন। দেবরাজ কর্ত্তৃক রাবণকে রুদ্ধ দেখিয়া রাক্ষসগণ, 'হায় হায়! আমরা মরিলাম!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন রাবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রথারোহণে রুদ্রদত্ত মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সেই ভীষণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অন্যান্য দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। মহাতেজা মহেন্দ্র কিন্তু সেই শত্রুনন্দনকে দেখিতে পাইলেন না। রাম! মেঘনাদের গাত্রে কবচ ছিল না; সুতরাং সে সুমহাবীর্য্য দেবগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু সে তাঁহাদিগকে কিছুই বলিল না; মাতলিকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়াই অনুত্তম শরনিকর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক পুরন্দরকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অনন্তর দেবরাজ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐরাবতে আরোহণ করিয়া মেঘনাদের অনু-

সম্মুখে প্রবৃত্ত হইলেন। মায়াবলশালী মহাবল মেঘনাদ কিন্তু অদৃশ্যভাবে আকাশে অবস্থিতি পূর্ব্বক মায়াবলে পুরন্দরকে বিমোহিত ও বিহ্বল করিয়া হরণ করিল; এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া স্বীয় সেনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মহারণ হইতে মেঘনাদ বলপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া গেল দেখিয়া দেবগণ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, উপায় কি হইবে! যুদ্ধ-বিজয়ী মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে ত দেখিতে পাইতেছি না; সে মায়াবল প্রয়োগ করিয়া দেবরাজকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেল!

রাম! অনন্তর দেবগণ সকলেই মহাক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে আচ্ছন্ন করিয়া পরাঙ্মুখ করিলেন। রাবণও আদিত্য এবং বসুগণের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু আর পারিল না; শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া কাতর হইয়া পড়িল। পিতা উপর্য্যুপরি প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া বিহ্বল হইয়াছে দেখিয়া মেঘনাদ তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়া কহিল, পিত! আসুন, আমরা গমন করি; আপনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হউন। জানিবেন, আমাদিগের জয় হইয়াছে; অতএব নিশ্চিন্ত হউন। এই দেখুন, যিনি সমস্ত দেবসৈন্যের এবং ত্রৈলোক্যের অধিপতি, আমি সেই শতক্রতুকে বন্ধন করিয়াছি; দেবগণের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি বীর্য্যবলে শত্রুকে বদ্ধ রাখিয়া স্বচ্ছন্দে ত্রিলোক ভোগ করুন; আর বৃথা কষ্ট করিতেছেন কেন! যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজনই নাই।

মেঘনাদের এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইয়া দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন, এবং পুরন্দর-বিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বিপুলযশা মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ তনয়ের সেই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, বৎস মহাবলশালিন! তুমি অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিলে। তুমি আজি এই অতুল-বিক্রম দেবরাজ ও দেবগণকে পরাজয় করিয়াছ! পুত্র! বাসবকে রথে তুলিয়া লইয়া তুমি সেনা সমভিব্যাহারে আমাদিগের নগরাভিমুখে যাত্রা কর। আমি অমাত্যবর্গের সহিত মহোৎসব সহকারে অবিলম্বেই তোমার পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

রাম! অনন্তর মহাবীর্য্য রাবণনন্দন মেঘনাদ দেবরাজকে লইয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে স্বীয় আবাসে উপস্থিত হইল, এবং যে সকল নিশাচর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিল।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

হনুমৎ-হনূ-খণ্ডন।

রাঘব! রাবণপুত্র মেঘনাদ মহাবল মহেন্দ্রকে জয় করিয়া লইয়া আসিলে দেবগণ প্রজাপতিকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রজাপতি আকাশে অবস্থিতি পূর্ব্বক পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গ পরিবৃত রাবণকে সাম সহকারে কহিলেন,

বৎস রাবণ! আমি তোমার পুত্রের যুদ্ধে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অহো! ইহার বিশাল বিক্রম তোমারই সমান বা তদপেক্ষাও অধিক। তুমি এই নিখিল অব্যয় ত্রৈলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছ। অতএব আমি তোমার ও তোমার পুত্রের প্রতি প্রীত হইয়াছি। রাবণ! তোমার এই মহাবল পুত্র জগতে "ইন্দ্রজিৎ" নামে বিখ্যাত হইবে। রাজন! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগকে বশবর্ত্তী করিলে, তোমার সেই পুত্র মহাবলশালী সুদুর্জ্জয় ও কীর্ত্তিশালী হইবে সন্দেহ নাই। মহাবাহো! এক্ষণে তুমি পাকশাসন পুরন্দরকে মুক্তি প্রদান কর। তাঁহার মুক্তির বিনিময়ে দেবতারা তোমাকে কি প্রদান করিবেন বল।

মহারাজ রামচন্দ্র! অনন্তর ইন্দ্রজিৎ কহিল, দেব প্রজাপতে! ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে হইলে, তদ্বিনিময়ে আমি অমর বর প্রার্থনা করি। তখন সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, মহীতলে কি চতুষ্পাদ কি পক্ষী কি অন্যান্য যে কোন প্রাণী আছে, কেহই একবারে অমর নহে। দেখ, বৃক্ষও রসহীন হইলে পত্রপাত নিবন্ধন উহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ বিমানস্থিত বিভু অব্যয় ব্রহ্মাকে কহিলেন, প্রভো! যে সন্ধিতে আমি ইন্দ্রকে মুক্ত করিব, বলিতেছি শ্রবণ করুন। অগ্নি আমার ইষ্টদেবতা; আমি যখন মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে হোম সমাপন করিয়া যুদ্ধে বহির্গত হইব, তখন যেন আমাকে কেহই পরাজয় করিতে না পারে; কিন্তু যদি আমি হোম সমাপন না করিয়া কাহারও সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে যেন আমাকে পরাজয় করে। দেব! সকলে তপস্যা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি বিক্রম দ্বারাই অমরত্ব লাভ করিব। প্রজাপতি কহিলেন, "তথাস্তু"। তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিল; দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন।

রাম! অনন্তর পুরন্দর দেবশ্রী-ভ্রষ্ট কাতর ও পরম চিন্তান্বিত হইয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পিতামহ কহিলেন, শতক্রতো! উৎকণ্ঠিত হইও না; নিজ দুষ্কর্ম্ম স্মরণ কর। দেবরাজ! প্রথমত আমি বুদ্ধি অনুসারে প্রজা সৃষ্টি করিলাম। তাহারা সকলেই সমানরূপ সমানবর্ণ ও সমানভাষী হইল; দর্শন বা চিহ্নে তাহাদিগের কোন বৈলক্ষণ্যই লক্ষিত হইল না। তখন আমি একাগ্রমনে উহাদিগের সম্বন্ধে ভাবনা করিতে লাগিলাম; এবং অবশেষে উহাদিগের হইতে ভিন্নরূপ এক দিব্যাঙ্গনা সৃষ্টি করিলাম। প্রজাদিগের যে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমি সমুদায় সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ অতুল-রূপগুণবতী কামিনী সৃষ্টি করিয়া উহার "অহল্যা" নাম রাখিলাম। দেবরাজ! অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়া আমার ভাবনা হইল যে, কে তাহার ভর্ত্তা হইবে? শক্র! তৎকালে তুমি আপনাকে সর্ব্বোচ্চপদস্থ ভাবিয়া মনে করিয়াছিলে যে, সে তোমারই পত্নী হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে

গৌতমের ভবনে ন্যাসরূপে রক্ষা করিলাম। বহুবৎসরান্তে গৌতম আমাকে অহল্যা প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন আমি সেই মহামুনির মহা ধৈর্য্যগুণ ও তপঃ-সম্পত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকেই অহল্যা সম্প্রদান করিলাম। ধর্ম্মাত্মা মহামুনি গৌতম পত্নীসমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। দেবতারাও সকলে অহল্যা-প্রাপ্তি-বিষয়ে আশা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শক্র! অহল্যার প্রতি তোমার একান্ত আসক্তি ছিল, অতএব তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহামুনির আশ্রমে গমন করিলে, এবং তথায় প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে দেখিয়া কামান্ধতা প্রযুক্ত তাহার সতীত্ব নাশ করিলে। ঐ সময় পরমতেজস্বী মহামুনি গৌতম তোমাকে দেখিতে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত ও তোমার পুরুষত্ব হরণ করিলেন। মহেন্দ্র! সেই জন্যই তুমি মেষাণ্ড হইয়াছ। যাহা হউক, গৌতম তোমায় অভিসম্পাত করিলেন যে, বাসব! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পত্নীর সতীত্ব নাশ করিলে; এই জন্য তোমাকে শত্রুর নিকট পরাজিত হইতে হইবে। দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার এই যে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যাদি অন্যান্য জীবেও এই প্রবৃত্তি সংক্রামিত হইবে সন্দেহ নাই। আর এই প্রবৃত্তি-জনিত দুষ্কর্ম্ম হইতে যে মহাপাতক উৎপন্ন হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ঐ পাপকর্ত্তাকে এবং অপরার্দ্ধ তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। পুরন্দর! তুমি যে এই অধর্ম্মের সৃষ্টি করিলে, এই অধর্ম্ম নিবন্ধন তোমার পদও চিরস্থায়ী হইবে না। তোমার পর যে কেহ ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হইবেন, তিনিও চিরস্থায়ী হইতে পারিবেন না। আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করিলাম।

শতক্রতো! সুমহাতপা গৌতম তোমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ভার্য্যা অহল্যাকে নির্ভৎসন পূর্ব্বক কহিলেন, দুর্ব্বিনীতে! তুমি সত্বর আমার আশ্রম হইতে দূর হও। দুর্ব্বৃত্তে! তুমি আমাকে অনাদর পূর্ব্বক অন্যকে আশ্রয় করিয়া আমার অবমাননা করিয়াছ। রূপযৌবন-সম্পন্ন হইয়াই তুমি এইরূপ অত্যাচার করিলে, অতএব সংসারে তুমিই একা রূপবতী থাকিবে না। তোমার এই দুর্ল্লভ রূপ অন্যান্য প্রজাবর্গেও সঞ্চারিত হইবে।

শক্র! সেই অবধি অন্যান্য অনেক প্রজাই রূপগুণসম্পন্ন হইল। সেই মুনির শাপেই এইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, অনন্তর অহল্যা মহর্ষি গৌতমের স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন! আমি জানিতে পারি নাই; দেবরাজ তোমার রূপ ধারণ করিয়াই আমার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিয়া সম্মত হই নাই। অতএব বিপ্রর্ষে! আমাকে ক্ষমা করুন।

পুরন্দর! অহল্যার এই কথা শুনিয়া গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! ইক্ষ্বাকুকুলে এক জন মহাতেজা মহারথ উৎপন্ন হইয়া লোকে রাম নামে বিখ্যাত হইবেন। মনুষ্যমূর্ত্তি রামরূপী বিষ্ণু ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধনার্থ বনে

আগমন করিবেন। শুভে! ঐ সময় তাঁহার দর্শন পাইলেই তোমার পাপশুদ্ধি হইবে। তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, কেবল তিনিই ইহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভাবিনি! এইরূপে শুদ্ধ হইলে, তুমি পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক বাস করিবে।

মহেন্দ্র! বিপ্রর্ষি গৌতম এইরূপ বলিয়া নিজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। অহল্যাও ব্রতধারণ পূর্ব্বক সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাবাহো! এক্ষণে তুমি তোমার সেই দুষ্কর্ম্ম স্মরণ কর। বাসব! তুমি সেই জন্যই শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিলে। ইহার আর অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র জিতেন্দ্রিয় ও সমাহিত হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং তদ্দ্বারা ধৌত-পাপ হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গ-রাজ্যে প্রত্যাগমন কর। দেবরাজ! তোমার পুত্রও মহারণে বিনষ্ট হয় নাই। তাহার মাতামহ তাহাকে মহোদধি মধ্যে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছে।

রাম! প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বীর্য্যবান মহেন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্যে আরোহণ ও দেবতাদিগের আধিপত্য করিতে লাগিলেন। দাশরথে! ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য আমি তোমার নিকট এই বর্ণন করিলাম। অন্যের কথা কি, সে মহেন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল!

অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই 'অতীব আশ্চর্য্য!' বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামের পার্শ্বোপবিষ্ট বিভীষণ কহিলেন, সেই আশ্চর্য্য পুরাতন কথা আজি আজি বহুকালের পর আবার শ্রবণ করিলাম!

অনন্তর অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম! আর কি বলিব, বল। তখন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে হেতুগর্ভ বাক্যে কহিলেন, মহামুনে! রাবণ ও রাবণনন্দন মেঘনাদের বলবীর্য্য অতুল বটে; কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহাদিগের উভয়ের বলবীর্য্য একত্রিত হইলেও হনূমানের বলবীর্য্যের সমান হইতে পারে না। শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, নীতিসাধন, প্রজ্ঞা এবং বিক্রম ও প্রতাপ, এই সমস্তই হনূমানে বসতি করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সাগর দর্শন করিয়া বানরবাহিনী যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই মহাবাহু হনূমান তখন তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শতযোজন উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল; লঙ্কানগরী ও রাবণের অন্তঃপুর ধর্ষণ করিয়া, সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়াছিল; রাবণের সেনাধ্যক্ষ, অমাত্যনন্দন, কিঙ্কর ও তাহার এক পুত্রকেও একাকীই নিপাত করিয়াছিল; এবং বন্ধন ছেদন করিয়াও আবার রাবণকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক লাঙ্গুল-সংলগ্ন বহ্নি দ্বারা লঙ্কা ভস্মসাৎ করিয়াছিল! হনূমান যুদ্ধে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, আমরা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবের সম্বন্ধেও সেরূপ কার্য্য শ্রবণ করি নাই। মুনে! আমি ইহারই বাহুবীর্য্যে লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, বিজয়, রাজ্য, মিত্র ও বান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হনূমান যদি বানরাধিপতি

সুগ্রীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদ আনিতেই বা কাহার সামর্থ্য হইত! মহামুনে! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, হনুমান যখন ঈদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন, তখন সুগ্রীব ও বালীর পরস্পর শক্রতা জন্মিলে, হনুমান সুগ্রীবের প্রিয়-সাধনার্থ বালীকে তৃণবৎ সংহার করে নাই কেন? আমার বোধ হয়, হনূমান নিজের বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত ছিল না; সেই জন্যই সে প্রাণপ্রিয় বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াও সহ্য করিয়াছিল। যাহা হউক, ভগবন দেবপূজিত কুম্ভযোনে! আপনি হনুমানের জীবন-বৃত্তান্ত সমুদায় বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথ বর্ণন করুন।

রামচন্দ্রের হেতুগর্ভ্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্য, হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ! হনুমান সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য। বল, বুদ্ধি ও গতিতে হনুমানের সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের অভিসম্পাত কখনই ব্যর্থ হয় না, পূর্ব্বে সেই তাপসগণ ইহাকে শাপ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই হনুমান বলবান হইয়াও নিজ বল জানিতে পারে নাই। রাম! মহাবল হনুমান শৈশবকালেই যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহাই বর্ণন করা দুঃসাধ্য; ইতর জন সে সকলে বিশ্বাসও করিবে না। রঘুনন্দন! যদি তোমার শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, আমি বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

অনঘ! সুমেরু নামে এক রত্নময় সুন্দর পর্ব্বত আছে; হনুমানের পিতা কেশরী সেই পর্ব্বতে রাজত্ব করে। অঞ্জনা তাহার প্রেয়সী ভার্য্যা। পবনদেব অঞ্জনার গর্ব্ভে এই অনুত্তম পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অঞ্জনা শালিশূক-সমবর্ণ এই পুত্রকে প্রসব করিয়া ফলাহরণার্থ গহন বনে প্রবিষ্ট হইল। তাহার এই শিশু-সন্তান মাতৃ-বিচ্ছেদ ও ক্ষুৎপিপাসা নিবন্ধন পর্ব্বতপৃষ্ঠে সুজাত করি-শাবকের ন্যায় উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিল। এই সময় দিবাকর জবাপুষ্প-স্তবকের ন্যায় আকাশপথে উত্থিত হইতেছিলেন। বালসূর্য্যসঙ্কাশ বালক তাঁহাকে দেখিয়াই বালস্বভাব প্রযুক্ত ফলবোধে ধারণ করিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেব, দানব ও সিদ্ধগণ অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, এই পবননন্দন যেরূপ বেগে অম্বরতল অতিক্রম করিতেছে, স্বয়ং বায়ু বা গরুড় কি মনও এরূপ বেগবান নহে! যখন শৈশবেই ইহার ঈদৃশ পরাক্রম, তখন যৌবনে সবল হইয়া এ যে, কি হইবে বলিতে পারি না!

যাহা হউক, বায়ুও গগনোত্থিত আত্মজের অনুসরণ পূর্ব্বক তুষারচয়-সংসর্গে শীতল হইয়া সূর্য্যরশ্মি হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক পিতার সহায়তা ও বালস্বভাব নিবন্ধন আকাশতলে বহু সহস্র যোজন উত্থিত হইল। দিবাকরও ইহাকে দগ্ধ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এ শিশু; ইহার দোষাদোষ বোধ নাই; তাহাতে আবার গুরুতর কার্য্য ইহার উপর নির্ভর করিতেছে।

রাম! যে দিবস হনূমান ভাস্করকে ধারণ করিবার নিমিত্ত লম্ফপ্রদান করিয়াছিল, ঐ দিবস রাহুও তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য আগমন করিতেছিল। কিন্তু হনূমান তাঁহার রথ আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়াই, সে ত্রস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং হনূমান সূর্য্যকে ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া, সত্বর ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, বাসব! তুমি চন্দ্র-সূর্য্যকে আমার ক্ষুধাশান্তির উপায় বিধান করিয়াছ; তবে এক্ষণে তুমি অন্যকে সে অধিকার প্রদান করিলে কেন? সুরেশ্বর! আজি অমাবস্যার দিন, আমি সূর্য্যকে গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু অন্যে তাহাকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া, আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম।

রাহুর বাক্য শুনিয়া পুরন্দর সসম্ভ্রমে মহার্হ-আস্তরণাচ্ছাদিত সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং অবিলম্বেই কৈলাসশৃঙ্গ-সঙ্কাশ, চতুর্দ্দন্ত, মদস্রাবী, বেশভূষা-বিভূষিত, উন্নতকায় করীন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে করিয়া সূর্য্য ও হনূমানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ঐরাবত স্বর্ণঘণ্টা-রবে যেন অট্টহাস্য করিয়া গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অগ্রেই মহাবেগে ধাবিত হইল। হনূমান রাহুকে দেখিয়াই ফল বোধ করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকেই ধারণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার লম্ফপ্রদান করিল। মুখমাত্র রাহু, তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল; এবং ইন্দ্রকেই ত্রাণকর্ত্তা স্থির করিয়া, "ইন্দ্র! ইন্দ্র!" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র তাহার বিক্রোশন-শব্দ শ্রবণ করিয়া দূর হইতেই কহিতে লাগিলেন, 'রাহো! ভয় নাই; ভয় নাই; আমি ইহাকে এখনই নিপাত করিতেছি।'

রাম! অনন্তর পবননন্দন ঐরাবতকে দেখিয়া বৃহৎ ফল মনে করিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হইল; তৎকালে ইহার মূর্ত্তি মুহূর্ত্তকালের জন্য কালাগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর লক্ষিত হইতে লাগিল। তখন শচীপতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, ধাবমান পবনতনয়কে হস্তস্থিত কুলিশ দ্বারা প্রহার করিলেন। বজ্র-তাড়িত হইবামাত্র বায়ুনন্দন গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; বজ্রাঘাতে তাহার বাম হনূ ভগ্ন হইয়া গেল।

পুত্র বজ্র-প্রহারে বিহ্বল হইয়া নিপতিত হইল দেখিয়া, পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্ব প্রাণীর অশিব-সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি জীবের অন্তশ্চর স্বীয় প্রবাহ রোধ করিয়া সকলকেই স্তম্ভিত করিলেন; আর প্রবাহিত হইলেন না। তখন বায়ুর প্রকোপ বশত সর্ব্বপ্রাণীর নিশ্বাস এবং দেহসন্ধির আকুঞ্চন ও প্রসারণ রোধ হইল; তাহাতে সকলেই কাষ্ঠবৎ হইয়া উঠিল। সুতরাং স্বধা, বষট্কার, ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম্মকর্ম্ম, সমস্তই লোপ পাইল। এইরূপে বায়ুর প্রকোপ বশত ত্রৈলোক্য যেন নরক হইয়া উঠিল।

রাম! অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ সকলেই অতি কষ্টে প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর বচনে কহিল, দেব! আপনিই এই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং আপনিই বায়ুকে আমাদিগের জীবনের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আজি আমাদিগের সেই প্রাণাধিপতি, প্রাণ নিরোধ করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন। ইহার কারণ কি বলুন! দেবদেব! বায়ু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াই আমরা আপনকার শরণাগত হইয়াছি। পিতামহ! এক্ষণে আপনি আমাদিগের বায়ুনিরোধ-জনিত কষ্ট দূর করুন।

প্রজাবর্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি, ইহার কারণ আছে বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রজাবৃন্দ! যে কারণে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগের প্রাণ রোধ করিয়াছেন বলিতেছি, শ্রবণ পূর্ব্বক যথোচিত বিধান কর। আজি ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে, বায়ুর পুত্রকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন; বায়ু সেই জন্যই কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু শরীর পালন পূর্ব্বক সর্ব্ব শরীরেই সঞ্চরণ করেন। বায়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠময় হইয়া উঠে। বায়ুই প্রাণ; বায়ুই সুখ; বায়ুই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। বায়ু ব্যতীত জগৎ সুখ লাভ করিতে পারে না। দেখ, এই মাত্র জগৎ প্রাণ-বায়ু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তোমরা সকলেই নিরুচ্ছ্বাস ও কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় হইয়াছ। অতএব চল, যেখানে সুখদাতা বায়ু অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানেই গমন করি। দিতিপুত্র বায়ুকে প্রসাদিত না করিয়া অনর্থক বিনষ্ট হইও না।

রাম! বজ্রাহত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বায়ু যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পিতামহ অবশেষে দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গম ও গুহ্যকাদি প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলেন। তথায় প্রভঞ্জনের উৎসঙ্গশায়িত সূর্য্যাগ্নি-সমপ্রভ কাঞ্চনকান্তি শিশুকে দর্শন করিয়া, তাহার প্রতি চতুরাননের এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেরই দয়া হইল।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ

হনুমদ্-বরপ্রদান।

রাম! পুত্রনিধন-নিপীড়িত সমীরণ, পিতামহকে দেখিবামাত্র শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়াই সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রচলিত-কুণ্ডল-মৌলি-শোভিত তপ্তকাঞ্চন-ভূষণ-বিভূষিত মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদমূল স্পর্শ পূর্ব্বক কাতরভাবে পতিত হইলেন। তখন পদ্মযোনি বিলম্বিতাভরণ-শোভী হস্ত দ্বারা বায়ুকে উত্থাপন পূর্ব্বক শিশুর সর্ব্ব গাত্রে পদ্মহস্ত মার্জ্জন করিলেন। অমনি শিশু জলসিক্তের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। পুত্রকে সজীব দেখিবামাত্র বায়ু আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্বভূতে পূর্ব্বের ন্যায় অবিরোধে প্রবাহিত হইলেন। বায়ু-প্রকোপ হইতে মুক্তি পাইয়া সর্ব্বপ্রাণী,

শীতবাত-বিনির্ম্মুক্ত বিহঙ্গকুল-বিরাজিত পদ্ম-সরোবরের ন্যায়, পুনর্ব্বার প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ত্রিযুগ্ম* ত্রিমূর্ত্তি ত্রিধামা ত্রিদশপূজিত ব্রহ্মা মারুতের প্রিয়সাধনার্থ দেবতাদিগকে কহিলেন, অহে! ইন্দ্র সূর্য্য বরুণ মহেশ্বর ধনেশ্বর প্রভৃতি দেববর্গ! তোমরা সকলেই অবগত আছ; তথাপি আমি তোমাদিগকে হিত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হইবে; অতএব তোমরা সকলেই এই মারুতনন্দনকে বর প্রদান কর।

অনন্তর দিব্যরত্নধারী সহস্রলোচন শচী-পতি পদ্মময়ী মালা উন্মোচন পূর্ব্বক অর্পণ করিয়া কহিলেন, আমি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া এই শিশুর হনূদেশ ভগ্ন করিয়াছি, এই জন্য এই শিশু লোকে "হনুমান" নামে বিখ্যাত হইবে। আর আমি ইহাকে এই দুর্লভ বর প্রদান করিতেছি যে, আজি হইতে আমার বজ্রে ইহার প্রাণনাশ হইবে না।

অনন্তর তিমিরাপহারী ভগবান মার্ত্তণ্ড কহিলেন, আমি ইহাকে আমার তেজের শতাংশ দান করিলাম। আর এ যখন শাস্ত্রা-ধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে, আমি তখন ইহাকে বিদ্যা দান করিব, তাহাতে এই শিশু সুবক্তা হইবে।

বরুণ বর দান করিলেন যে, আমার পাশে শতসহস্র বৎসর বদ্ধ থাকিলেও এই বায়ুনন্দনের মৃত্যু হইবে না; জলেও ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। যম কহিলেন, আমার দণ্ডে ইহার মৃত্যু হইবে না; আর এই বালক চিরজীবন নীরোগ হইবে; এবং যুদ্ধে কখনই অবসন্ন হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার গদায় ইহার মৃত্যু হইবে না। শঙ্কর কহিলেন, আমা হইতে বা আমার অস্ত্রশস্ত্র হইতে ইহার মৃত্যুভয় থাকিবে না। পিতামহ কহি-লেন, ব্রহ্মাস্ত্রে বা ব্রহ্মশাপে ইহার মৃত্যু হইবে না; আর এই পবননন্দন দীর্ঘায়ু ও মহাবলবান হইবে। অনন্তর শিল্পিপ্রবর মহামতি বিশ্বকর্ম্মা বালসূর্য্য-সঙ্কাশ শিশুকে দর্শন করিয়া কহিলেন, আমি দেবতাদিগের জন্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি ও করিব, তাহার কিছুতেই ইহার মৃত্যু হইবে না।

রাম! এইরূপে দেবগণ সকলেই পবন-নন্দনকে বর দান করিলে, জগদ্গুরু চতুরানন তুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো! তোমার এই পুত্র, মিত্রদিগের অভয়দাতা এবং শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে। এই বালক যুদ্ধে রাবণের উৎসাদন ও রামের প্রীতিসাধনার্থ বিবিধ কার্য্য করিয়া দেবগণের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।

চত্বারিংশ সর্গ।

ঋষি-প্রয়াণ।

রাম! পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ বলিয়া, পবনদেবকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব

* যশ ও বীর্য্য; ঐশ্বর্য্য ও শ্রী; জ্ঞান ও বৈরাগ্য; এই ত্রিযুগ্ম যাঁহার আছে।

স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পবনদেব পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক অঞ্জনাকে তাহার বরপ্রাপ্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাঘব! এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া হনূমান বরপ্রভাবে ও স্বাভাবিক তেজে, সাগরের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমশ যেমন ইহার বল ও বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি এ মহর্ষিদিগের আশ্রমে নিয়ত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল; স্রুগ্‌ভাণ্ড, অগ্নি, আজ্য ও বল্কল সকল ভগ্ন বিধ্বস্ত ও ছিন্ন করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মা ইহাকে ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য করিয়াছেন জানিয়া, বৃথা তপঃক্ষয় আশঙ্কায় মহর্ষিগণ সহ্য করিয়া রহিলেন। পরন্তু যখন কেশরী, আত্মীয়জন এবং স্বয়ং বায়ু কর্ত্তৃক পুনঃপুন নিষিদ্ধ হইয়াও হনূমান অপরাধ করিতে লাগিল, তখন সেই ভৃগু ও আঙ্গিরস গোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, বানর! তুই বলদর্পিত হইয়া আমাদিগকে বিরক্ত করিতেছিস্, অতএব তুই আমাদিগের অভিসম্পাতে অভিভূত হইয়া নিজের বল জানিতে পারিবি না; কিন্তু যখন কেহ মিত্রের কার্য্যসাধন জন্য তোকে উত্তেজনা করিবে, তখন তুই পুনর্ব্বার স্ববীর্য্য জানিতে পারিবি। রাম! সেই অবধি হনূমান মহর্ষিদিগের বাক্য-প্রভাবে হততেজা হইয়া শান্তভাবে আশ্রম-সন্নিধানে বিচরণ করিতে লাগিল।

রাঘব! বালী ও সুগ্রীবের পিতা ভাস্কর-সমতেজা অক্ষিরজা বানরদিগের রাজা ছিলেন। তিনি বহুকাল বানররাজ্য শাসন করিয়া অবশেষে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তখন নয়-কোবিদ বানরামাত্যগণ বালীকে রাজপদে অভিষেক করিল; সুগ্রীব বালীর পদ প্রাপ্ত হইল। সেই সময়, অগ্নির সহিত অনিলের ন্যায়, সুগ্রীবের সহিত হনূমানের দ্বৈধভাব-শূন্য ছিদ্র-বর্জ্জিত অক্ষয় মিত্রতা জন্মে; তৎকালে শাপপ্রভাবে হনূমান স্বীয় বল জ্ঞাত ছিল না। হনূমান যদি নিজের বীর্য্য অবগত থাকিত, তাহা হইলে যখন বালী ও সুগ্রীবের শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তখনই সে হেমমালী বালীকে বিনাশ করিত। রাম! পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, নয়ানয়, সৌটীর্য্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য ও চতুরতায় সংসারে হনূমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে! পূর্ব্বে অপ্রমেয়াত্মা বানরপ্রধান হনূমান ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যমুখী হইয়া বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত সূর্য্যের অনুসরণ করিয়াছিল।

হনূমান ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয়, যেন মহাসাগর জগৎ প্লাবিত করিতে উত্থিত হইয়াছে! যেন প্রলয়-পাবক সৃষ্টিদাহে উদ্যুক্ত হইয়াছে! যেন সাক্ষাৎ কালান্তক সর্ব্বসংহারে প্রস্তুত হইয়াছেন! তখন কাহার সাধ্য, ইহার সম্মুখে অবস্থিতি করে!

রাম! এই হনূমান এবং সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল ও রম্ভ প্রভৃতি কপীন্দ্রদিগকেও দেবগণ তোমারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাঘব! হনুমানের চরিত, প্রভাব ও অভিসম্পাত বিষয়ে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি তাহার এই সম্যক উত্তর করিলাম। রাম! আমাদিগের তোমাকে দর্শন এবং সভাজনও করা হইল; অতএব এক্ষণে আমরা গমন করিব।

এই কথা বলিয়া মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। রামচন্দ্রও 'আশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ করিলাম' বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক বারংবার পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, মহাদ্যুতি রামচন্দ্র রাজবর্গ ও বানরদিগকে বিদায় করিয়া সন্ধ্যোপাসনা পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

প্রকৃতি-সমাগম।

মহাপ্রাজ্ঞ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্রের অভিষেক সমাপ্ত হইলে, প্রজাদিগের ঐ রাত্রি মহানন্দে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে রাজভবনে রাজার উদ্বোধন-কারক সৌম্যদর্শন স্তুতিপাঠক সকল প্রত্যুষ সময়ে এইরূপ স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল;—'মহাবীর! সৌম্য! কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন! গাত্রোত্থান করুন। মহারাজ! আপনি প্রসুপ্ত আছেন বলিয়া সর্ব্ব জগৎই প্রসুপ্ত রহিয়াছে। রাজন! আপনকার বিক্রম বিষ্ণুর সদৃশ; আপনকার রূপ অশ্বিনীকুমার-সদৃশ; আপনকার বুদ্ধি বৃহস্পতির সদৃশ, এবং আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি-প্রতিম। পৃথিবীর ন্যায় আপনকার সহিষ্ণুতা; ভাস্করের ন্যায় আপনকার তেজ; বায়ুর ন্যায় আপনকার বল, ও মহাসাগরের সদৃশ আপনকার গাম্ভীর্য্য। আপনকার তুল্য সুদুর্দ্ধর্ষ, ধর্ম্মনিরত, প্রজার হিতসাধক ভূপতি কেহ কখন হয়েন নাই, হইবেনও না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী আপনাকে নিয়ত ভজনা করিতেছেন। কাকুৎস্থ! শ্রী ও ধর্ম্ম, আপনাতে নিয়ত বর্ত্তমান। সৌম্য! আপনি স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প্য; চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও অমৃতের আকর, এবং স্বয়ম্ভুর ন্যায় সমদর্শী।'

স্তুতিপাঠ-নিপুণ বন্দিবৃন্দের ঈদৃশ সুমধুর স্তুতিবাদ সকল রামচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নারায়ণ যেমন নাগশয্যা পরিত্যাগ করেন, রঘুনন্দনও তেমনি পাণ্ডুরবর্ণ-আস্তরণাচ্ছাদিত মহার্হ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে সহস্র সহস্র কিঙ্কর বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সলিলপাত্র সকল আনয়ন করিল। রামচন্দ্র মুখপ্রক্ষালন ও শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে স্নান ও অগ্নিতে হোম করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের আরাধ্য-দেবীগৃহে গমন করিলেন। এই স্থানে দেবগণের পিতৃগণের ও বিপ্রগণের যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক রামচন্দ্র পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে বাহ্যকক্ষায় বহির্গত হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের পবিত্র সভাগৃহে উপবেশন করিলেন, এবং প্রদীপ্ত-পাবকপ্রতিম বশিষ্ঠ প্রভৃতি

অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর নানাজনপদেশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়-গণ, দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায় রাম-চন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বেদত্রয় যেমন যজ্ঞের উপসর্পণা করে, মহাযশা ভরত লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নও তেমনি তাঁহার উপা-সনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রফুল্লমুখ কিঙ্করবর্গ এবং মহাবীর্য্যসম্পন্ন কামরূপী বানর ও সুগ্রীব প্রভৃতি সুমহাতেজা বানররাজগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণতভাবে সভায় প্রবেশ করিলেন। রাক্ষসরাজ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও অমাত্য-চতু-ষ্টয় সমভিব্যাহারে মহাত্মা রাঘবের সমীপে সমুপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ এবং উচ্চবংশ-সম্ভূত নাগরিকেরাও মস্তকাবনমন পূর্ব্বক রাজাকে বন্দনা করিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিল।

মহাযশা মহাবীর রামচন্দ্র সুবৃহতী সভ্য-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া, গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত সুবিমল পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় শোভিত হই-লেন। দেবর্ষিগণ যেমন দেবরাজের উপ-সর্পণা করেন, সভ্যগণও তেমনি তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। পৌরগণ সভায় সমুপবিষ্ট হইয়া বিবিধ সুমধুর পুরাণ কথা আরম্ভ করিলেন।

রামচন্দ্র এইরূপে রাজগণ এবং বানর ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, শাস্ত্রব্যবস্থানু-সারে পরিদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ রাজকার্য্য সম্যক সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রাজ-সংপ্রেষণ।

মহাবাহু রামচন্দ্র এইরূপে প্রতিদিন পৌর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিছু দিনের পর, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মিথি-লাধিপতি রাজর্ষি জনককে কহিলেন, রাজন! আপনি আমাদিগের অবিচলিত অবলম্বন-স্থল; আমাদিগকে নিয়ত পালন করিয়া আসিতেছেন। মহাত্মন! আমি আপনকার প্রভাবেই রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রাজন! উভয়ের সম্বন্ধ নিবন্ধন ইক্ষ্বাকু ও জনক-বংশীয়েরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি বিবিধ ধনরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ভরতের সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানী গমন করুন, ভরত আপনকার অনু-গমন করিবেন।

তখন রাজর্ষি জনক, "তথাস্তু" বলিয়া রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! তোমাকে দর্শন ও তোমার বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি। নরনাথ! তুমি আমাকে যে সকল ধনরত্ন উপহার দিতেছ, আমি সে সমস্ত তোমাকেই প্রত্যর্পণ করি-লাম।

অনন্তর জনক স্বনগরী যাত্রা করিলে, রামচন্দ্র, কেকয়নন্দন মাতুল যুধাজিৎকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রাজ্য এবং আমি, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, আমরা সকলেই আপনকার আয়ত্ত। আপনি

আমাদিগের কর্ত্তা ও পূজনীয়। আমাদিগের মাতামহ বৃদ্ধ; তিনি আপনকার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন; অতএব আমার বিবেচনায় অদ্যই আপনকার রাজধানী যাত্রা করা কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ, বিপুল ধন ও বিবিধ রত্ন লইয়া আপনকার অনুগমন করিবেন।

যুধাজিৎ কহিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু রাম! ধনরত্ন তোমাতেই অক্ষয় হইয়া থাকুক। অনন্তর রামচন্দ্র যথাবিধানে মাতুলের পূজা ও অভিবাদন করিলে, মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিনন্দন পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

যুধাজিৎ প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র অকুতোভয় বয়স্য কাশিপতি প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে! তুমি ভরতের সমভিব্যাহারে সুমহান যুদ্ধোদ্যোগ করিয়া অকৃত্রিম প্রণয় ও অসাধারণ সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব কাশিপতে! এক্ষণে অদ্যই বারাণসী যাত্রা কর। তোমার পালনে বারাণসী ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর ন্যায় রমণীয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া মহামূল্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া কাশিরাজ প্রতর্দ্দনকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলেন; এবং তাঁহাকে বিদায় করিয়া সহাস্য বদনে মধুর বাক্যে অন্যান্য রাজাদিগকে কহিলেন, মহাত্মগণ! আপনারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন; আপনাদিগের বলবীর্য্য অতীব অদ্ভুত। ধর্ম্ম এবং অনুত্তম প্রণয় আপনাদিগকে নিয়ত আশ্রয় করিয়া আছে। মহানুভবগণ! আমি আপনাদিগের প্রভাব ও পরাক্রমেই রাক্ষসাধিপতি সুদুর্ব্বুদ্ধি রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। রাবণ-নিধন-বিষয়ে আমি কেবল উপলক্ষমাত্র; সে আপনাদিগের প্রভাবেই পুত্র, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে। জনকনন্দিনীকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া, ভরত আপনাদিগকে আনাইয়াছিলেন; আপনারাও যুদ্ধযাত্রার যথোচিত উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অনেক দিন হইল, আপনারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; অতএব আমার বিবেচনায় এক্ষণে আপনাদিগের স্ব স্ব রাজধানী প্রতিগমন করা কর্ত্তব্য।

তখন রাজগণ “তথাস্তু” বলিয়া পরমানন্দ সহকারে উত্তর করিলেন, রাজন! পরম সৌভাগ্য যে, আপনি বিজয়ী হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। আমাদিগের একান্ত বাসনাই এই যে, আমরা আপনাকে বিজয়ী ও নিষ্কণ্টক দর্শন করি; তাহা হইলেই আমাদিগের পরম প্রীতি জন্মে। রাজেন্দ্র! আপনি যে আমাদিগের প্রশংসা করিতেছেন, তাহা আপনকার সমুচিত বটে; কিন্তু বাস্তবিক আপনিই প্রশংসার যোগ্য; এই জন্য আমরা আপনকার প্রশংসা করিতেছি। নৃপসত্তম! আপনি স্বকীয় বাহুবীর্য্যেই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন। মহাবীর! এক্ষণে আমরা বিদায় প্রার্থনা করি। মহাবাহো! আমরা যেন আপনকার হৃদয়ে নিরন্তর স্থান প্রাপ্ত হই; এবং আপনকার প্রতি আমাদিগের চিত্ত যেন চির-প্রণয়ী থাকে।

মহারাজ! আমাদিগের পক্ষেও যেন আপনকার প্রীতি বিচলিত না হয়।

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা মহীপতি সকল সহস্র সহস্র রথবাজি-সমূহে মেদিনী কম্পিত করিয়া দশদিকে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্রের নিমিত্ত, ভরতের আজ্ঞাক্রমে, হৃষ্টপুষ্ট বাহন ও যোদ্ধৃগণে পরিপূর্ণ অনেক অক্ষৌহিণী সেনা অযোধ্যায় সমবেত ও প্রস্তুত হইয়াছিল। যাত্রাকালে বলদর্প-দর্পিত ভূপতিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, ভূপতে! কি বলিব যে, আমরা সম্মুখে রাবণকে দেখিতে পাইলাম না। মহাত্মা ভরত অধীনস্থ রাজাদিগকে অনর্থক আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পার্থিবগণ নিশ্চয় রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতেন, সন্দেহ নাই। সমুদ্রের পারে আমরা রাম-লক্ষ্মণের বাহুবীর্য্য দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে সুখে যুদ্ধ করিতাম।

সহস্র সহস্র রাজা ঈদৃশ ও অন্যান্য বিবিধরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে সসৈন্যে স্ব স্ব নগরাভিমুখে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া রামচন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, চন্দন অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ও দিব্য আভরণ প্রভৃতি নানা দ্রব্য উপহার দিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সুমনোরম অযোধ্যানগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা রামচন্দ্র প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক প্রীতিসহকারে ঐ সমস্ত বিচিত্র ধনরত্ন কৃতকর্ম্মা বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ, এবং যুদ্ধসহায় অন্যান্য বানরদিগকে প্রদান করিলেন। বানর ও রাক্ষসগণ রামচন্দ্র-প্রদত্ত রত্ন সকল প্রাপ্ত হইয়া মস্তকে ও ভুজগোপম বিপুল ভুজে পরিধান করিল।

অনন্তর কমললোচন রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র হনূমান ও মহাবাহু অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বয়স্য! তোমার এই সুপুত্র অঙ্গদ ও এই সুমন্ত্রী পবননন্দন মন্ত্রণাবিষয়ে সুদক্ষ ও আমার পরমহিতৈষী। অতএব তোমার জন্যই ইহারা উভয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাইবার উপযুক্ত।

এই কথা বলিয়া মহাযশা রামচন্দ্র গাত্র হইতে মহার্হ আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া অঙ্গদ ও হনূমানকে পরাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ, জাম্ববান, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ ও মহাবল সংনাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্রজানু প্রভৃতি বানরযূথপতিদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক, যেন নেত্র দ্বারা পান করিতে করিতেই সুকোমল মধুর বচনে কহিলেন, কাননবাসিগণ! তোমরা আমার সুহৃদ; তোমরা আমার ভ্রাতা; তোমরা আমার দেহ। তোমরাই আমাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজা সুগ্রীবই ধন্য; তিনি তোমাদিগের ন্যায় সুহৃদ্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন!

এই কথা বলিয়া নরনাথ রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে মর্য্যাদানুসারে বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

ঈদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া মধুপিঙ্গল বানর-বীরগণ বিবিধপ্রকার সুগন্ধি মধু পান এবং সুপক্ক বিবিধ মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া পরম সুখে অযোধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের কিঞ্চিদধিক এক মাস অতিবাহিত হইল; পরন্তু রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবন্ধন এই এক মাস তাঁহাদিগের যেন এক মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইল। রামচন্দ্রও কামরূপী বানর, মহাবীর্য্য রাক্ষস এবং মহাবল ঋক্ষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে বানর ও রাক্ষসগণ ক্রমে শীতের দ্বিতীয় মাসও অতিবাহন করিল।*

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বানর-ঋক্ষ-রাক্ষস-সংপ্রেষণ।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র নবোদিত-মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি পীনস্কন্ধ মহাবাহু সুগ্রীবকে কহিলেন, মহাবীর! তুমি এক্ষণে দেবগণেরও দুরাধর্ষা কিষ্কিন্ধ্যানগরী গমন করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর। মহাবল! তুমি মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমানকে, এবং সুমহাবল নল, মহাবীর শ্বশুর সুষেণ, পাবক-পরাক্রম তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, অপরাজেয় সুবাহু, মহাবীর শতবলি, মৈন্দ ও দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন এবং মহাবল সুদুর্দ্ধর্ষ ঋক্ষরাজ জাম্ববান ও অন্যান্য যে সকল সুমহাবল বানর-যূথপতি আমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগের সকলকেই সতত পরমপ্রীতি-চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে; কখনই তাঁহাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করিও না।

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া ও বারবার তাঁহার গুণবর্ণনা করিয়া সুমধুর বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাজন! তুমি লঙ্কায় যাইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর। দেবগণ, রাক্ষসগণ এবং তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ, সকলেই তোমাকে ভাল বাসেন। তোমার যেন কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয়। সদ্‌বুদ্ধিমান রাজারাই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। রাজন! আশা করি, তুমি প্রতিনিয়ত আমাকে ও সুগ্রীবকে পরম প্রীতি-সহকারে স্মরণ করিবে; কারণ, প্রণয়ের রীতিই এই।

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ, সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া পুনঃপুন তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং কহিল, মহাবাহো! আপনকার বুদ্ধি ও বীর্য্য অতীব অদ্ভুত; এবং স্বয়ম্ভুর

* বানর ও রাক্ষসদিগের অযোধ্যায় অবস্থিতি-কাল-সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন কোন টীকাকার বলেন যে, রামচন্দ্র বসন্তকালে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং বিদায় শীতশেষে হইতেছে; অতএব উহারা পূর্ণ এক বৎসর কাল অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অধিমাস গণনা করিলে দেখা যায়, রামচন্দ্র আশ্বিন-কৃষ্ণপক্ষে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; পর-শুক্লপক্ষেই তাঁহার অভিষেক হয়; এবং তিনি শীতশেষে উহাদিগকে বিদায় করিতেছেন; অতএব উহারা শরৎকালের অর্দ্ধ অর্থাৎ একমাস, এবং হেমন্ত ও শিশির কালের চারিমাস, এই পাঁচমাস কাল অযোধ্যায় বাস করিয়াছিল।

ন্যায় আপনকার অসামান্য মাধুর্য্যও নিয়ত স্থিরনিশ্চিত।

ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণ এইরূপ কহিতেছে, এই সময় হনূমান প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! আপনাতে যেন আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি চিরকাল অচলা থাকে, কখনও তাহার ভাবান্তর না হয়। আর যতকাল পৃথিবীতে রামকথা প্রচলিত থাকিবে, আমার শরীরে প্রাণও যেন ততকাল অবস্থিতি করে, অন্যথা না হয়।

হনূমান এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র মহার্হ আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, কপিপ্রবর! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, সন্দেহ নাই। যতদিন লোক থাকিবে, আমার কথাও ততদিন থাকিবে; আর লোকে আমার কথা যতদিন থাকিবে, তোমার দেহে প্রাণ এবং তোমার কীর্ত্তিও ততকাল অবস্থিতি করিবে। তোমার শরীরে যেন কোন রোগও না হয়। কপে! তুমি যে উপকার করিয়াছ, বিপৎকাল উপস্থিত না হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করা যায় না; কিন্তু মহাবীর! যেন সেরূপ কাল কখনও উপস্থিত না হয়।

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া কণ্ঠ হইতে বৈদূর্য্যময়-মধ্যমণি-মণ্ডিত চন্দ্রকান্তি হার উন্মোচন পূর্ব্বক হনূমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। সেই মহামূল্য হার হনূমানের বক্ষোপরি বিলম্বিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন কাঞ্চনশৈল-শিখরে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাবল বানরগণ একে একে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মহাবাহু সুগ্রীব ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই, রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত বিচেতন ও দুঃখে বিমূঢ় হইয়া, দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক দেহীর ন্যায় স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

পুষ্পক-প্রত্যাগমন।

মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় করিয়া, ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে সুখস্বচ্ছন্দে আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে তিনি আকাশ হইতে এই মধুর বাক্য শুনিতে পাইলেন যে, 'সৌম্য রামচন্দ্র! আমাকে প্রসন্ন বদনে নিরীক্ষণ করুন। বিভো! আমি পুষ্পক; কুবেরালয় হইতে আগমন করিলাম। নরনাথ! আমি আপনকার আজ্ঞা পাইয়া কুবের-ভবনে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, মহাত্মা নরদেব রামচন্দ্র রণে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন। রৌদ্রপ্রকৃতি দুরাত্মা রাবণ সপুত্র, সগণ ও সবন্ধুবান্ধবে নিহত

হওয়ায়, আমিও যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব সৌম্য! মহাত্মা রামচন্দ্র যখন তোমাকে লঙ্কা হইতে জয় করিয়া লইয়াছেন, তখন তুমি তাঁহাকেই বহন কর; আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি। আমার একান্ত ইচ্ছাও এই যে, তুমি রঘুনন্দন রামচন্দ্রকেই বহন করিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন কর। সুতরাং তুমি সেই স্থানেই গমন কর।'

অতএব মহারাজ! আমি ধনদের আজ্ঞা পাইয়াই আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন। আমি ধনদের আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বীয় প্রভাবে বিচরণ করিব।

পুষ্পকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাহাকে পুনরাগত দর্শন করিয়া মহাবল রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তুমি স্বচ্ছন্দে আগমন কর। বিমানবর পুষ্পক! ধনদের আনুকূল্যে আমাদিগের যেন কখনও চরিত্রদোষ না ঘটে।

এই কথা কহিয়া মহাবাহু রামচন্দ্র লাজ, এবং সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপ দ্বারা বিমানের পূজা করিয়া কহিলেন, পুষ্পক! তুমি এক্ষণে গমন কর; আমি স্মরণ করিলেই আগমন করিও। সৌম্য! এক্ষণে আর সিদ্ধগণের গতিরোধ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই। তখন পুষ্পক "তথাস্তু" বলিয়া, রামচন্দ্রের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাভিলষিত দেশে চলিয়া গেল।

পুষ্পক এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাবীর! আপনকার শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি অনেক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে; বারবার অমানুষ প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করা যাইতেছে। রাঘব! আপনকার অভিষেক অবধি কোন প্রাণীরই আর কোন রূপ পীড়া হয় নাই; পরিণত-বয়স্ক প্রাণীদিগেরও মৃত্যু হইতেছে না; স্ত্রীগণ পুত্র প্রসব করিতেছে; মনুষ্যদিগের শরীর পরিপুষ্ট হইতেছে, এবং পৌরবর্গের মন অতীব প্রফুল্লিত হইয়াছে। মেঘ যথাকালে অমৃত-বারি বর্ষণ করিতেছে, এবং শীতস্পর্শ স্বাস্থ্যকর সুখজনক বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। রাজন! পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ বলিতেছে যে, এরূপ রাজা আর হইবেন না।

মহানুভব ভরতের এই প্রকার সুমধুর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন।

উত্তরকাণ্ড—পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

উত্তরকাণ্ড।

[উত্তরভাগ।]

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা-দোহদ।

মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভূষিত পুষ্পক বিমান বিদায় করিয়া মনোরম অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। ঐ উপবনমধ্যে অশোক প্রিয়ঙ্গু চম্পক নবমালিকা প্রভৃতি বিবিধ-প্রকার সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ সকল এবং বৃক্ষ-রোপণ-কুশল-শিল্পিগণ-রোপিত বিবিধ অকাল-কুসুম-শালী মনোহর পাদপনিকর শোভা পাইতেছিল। ঐ সমস্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া মায়া-বিনির্ম্মিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। শিলাপট্ট সকল হর্ষোৎফুল্ল-পুষ্পিতপাদপ-নিকর-নিপতিত পুষ্পসমূহে সমাস্তীর্ণ হইয়া তারকাবলী-খচিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সীতার বিনোদনের নিমিত্ত স্থানে স্থানে বৈদূর্য্যসমবর্ণ সুরুচির শাদ্বল-চত্বর সকল বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। যথাস্থানে শিল্পি-সমুৎপাদিত চন্দন, অগুরু, পর্ণ, তুঙ্গ, কালীয়ক, দেবদারু, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মধুক, পনস, লোধ্র, নীপ, অর্জ্জুন, সপ্তপর্ণ, অতিমুক্তক, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, পাটলা, কোবিদার এবং দিব্য-গন্ধ-রসোপেত কোমল-নবকিসলয়-শোভিত পুষ্পফলাবনত সর্ব্বর্ত্তু-কুসুম-শালী অন্যান্য বিবিধপ্রকার হেমসমবর্ণ পাদপ ও লতাগুল্ম সকল চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ঐ সমস্ত চত্বরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। সুচারু-পুষ্পপল্লবাদি-ভূষিত ঐ সকল পাদপে ষট্পদবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া গুণগুণ শব্দ, এবং কোকিল ও ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি নানাবর্ণের বিবিধ বিহঙ্গম সকল সুমধুর গান করিতেছিল। ফলত চূতবৃক্ষের অবতংসক-স্বরূপ পুষ্প ও পত্রে, এবং কতক সুবর্ণময় কতক অগ্নিশিখা-সঙ্কাশ ও কতক বা নীলাঞ্জনচয়-প্রতিম দিব্য পাদপ সকলে চত্বর সমস্ত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে সুস্বাদু-স্বচ্ছ-সলিল-পূর্ণ দাত্যূহগণ-সংঘুষ্ট হংস-সারস-নিনাদিত সুরুচির দীর্ঘিকা সকল খনন করা হইয়াছিল।

উহাদিগের সোপানশ্রেণী মহামূল্য মণি দ্বারা ও অন্তঃকুট্টিম সকল স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত। প্রফুল্ল-কমল-বন ও চক্রবাক সকল ঐ দীর্ঘিকাসমূহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, এবং উহাদিগের তীরে বিচিত্র-কুসুম-শোভিত বিবিধ বিটপী, নানাপ্রকার প্রাসাদ ও শিলাপট্ট সকল শোভা পাইতেছিল। সীতার বিনোদনার্থ কাননমধ্যে নানাস্থানে এইরূপ সুরুচির-শাদ্বল-সমাবৃত বৈদূর্য্যমণি-সন্নিভ চত্বর সকল বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ফলত মহেন্দ্রের যেমন নন্দন, এবং কুবেরের যেমন ব্রহ্ম-বিনির্ম্মিত চৈত্ররথ, রামচন্দ্রের ঐ অশোককাননও সেইরূপেই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এতাদৃশ, বিবিধ গৃহ ও বহুবিধ আসন সম্পন্ন, লতাপাদপ-সমাবৃত, সুসমৃদ্ধ অশোক-বনিকায় প্রবেশ করিয়া পুষ্প-স্তবক-বিভূষিত কুথাস্তরণাবৃত সুন্দরাকার শুভাসনে উপবেশন করিলেন, এবং পুরন্দর যেমন শচীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তিনিও সেইরূপ সীতাকে বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু পান করাইতে লাগিলেন। ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্রের আহারার্থ, কিঙ্করগণ সত্বর হইয়া বিবিধ সুপক মাংস ও নানাপ্রকার ফল আনয়ন করিল। অনন্তর নৃত্য-গীত-বিশারদ অপ্সরোগণ এবং সর্ব্বজন-মনোমোহিনী রূপবতী পানোন্মত্তা ললনা সকল নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের ও সীতার হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

দেবসঙ্কাশ রামচন্দ্র পরমানন্দিত হইয়া এইরূপে প্রতিদিন সুরুচির-বদনা বিদেহ-নন্দিনী সীতার চিত্ততোষণ করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে শিশিরকাল অতিবাহিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা পুরুষেন্দ্র রামচন্দ্র প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য সমাধান করিয়া দিবসের অপরাহ্নভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করিতেন। দেবী সীতাও পূর্ব্বাহ্ন-কৃত্য এবং দৈবকার্য্য সকল সমাপন করিয়া সমভাবে সকল শ্বশ্রূরই সেবা করিতেন; পশ্চাৎ বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরিধান পূর্ব্বক, স্বর্গলোকে সহস্রলোচনের নিকট শচীদেবীর ন্যায় রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন।

একদিন রামচন্দ্র পত্নীকে মাঙ্গলিক চিহ্ন সকল ধারণ করিতে দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং সুরসুতা-সদৃশী বরারোহা সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৈদেহি! "সাধু সাধু!" তোমার অপত্যকাল আসন্নপ্রায় হইয়াছে! বরারোহে! তোমার কিসে ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিব? তখন জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি উগ্রতেজা ফলমূলাহারী মহর্ষিদিগের গঙ্গাতীরস্থিত পবিত্র আশ্রম সকল দর্শন এবং তাঁহাদিগের পাদমূল সেবা করিতে ইচ্ছা করি। দেব! আমার একান্ত অভিলাষ এই যে, আমি এক রাত্রির জন্যও ফলমূলভোজী ঋষিদিগের তপোবনে বাস করি। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র, 'তথাস্তু' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কহিলেন, জানকি! তুমি নিশ্চিন্ত হও; তুমি তপোবনে যাইতে পাইবে সন্দেহ নাই।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র জনকাত্মজা মৈথিলীকে এই কথা বলিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক অন্য কক্ষায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

ভদ্র-বাক্য।

অনন্তর রামচন্দ্র সুহৃদগণ-সমভিব্যাহারে উপবেশন পূর্ব্বক বিবিধরূপ নানা কথার সার-বিস্তার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিজয়, সুমন্ত্র, কশ্যপ, পিঙ্গল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্ত্র ও সুমাগধ সভামধ্যে উপবেশন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট বহুবিধ-পরিহাস-সম্পন্ন কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদস্যগণ! এক্ষণে নগর ও জনপদমধ্যে কি কি কথার আন্দোলন হইয়া থাকে? নাগরিক এবং জনপদবাসী প্রজাবর্গ আমার সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করে? সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এবং সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও আমার জননীর সম্বন্ধেই বা তাহারা কে কিরূপ বলিয়া থাকে? আমাদিগের সম্বন্ধে তাহারা যেরূপ গুণ বা দোষ সকল উল্লেখ করিয়া থাকে, তোমরা তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বল।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, রাজন! পুরবাসিমধ্যে ভালমন্দ উভয়প্রকার কথাবার্ত্তাই হইয়া থাকে। সৌম্য! তন্মধ্যে পৌরজন নগরীতে আপনকার রাবণবিজয় সম্পর্কেই বিশেষ আন্দোলন করিয়া থাকে।

ভদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, ভদ্র! পৌরজন ভালমন্দ যে সকল কথা কহিয়া থাকে, তুমি ইতরবিশেষ না করিয়া সমস্ত কথাই আমার নিকট যথার্থ উল্লেখ কর; শুনিয়া, যাহা ভাল, আমি তাহাই করিব, যাহা মন্দ তাহা করিব না। নগর ও জনপদ মধ্যে প্রজাবর্গ যে যে কথা কহিয়া থাকে, তুমি কোন ভয় বা চিন্তা না করিয়া তৎসমস্তই বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত কর।

মহাবাহু রামচন্দ্রের এতাদৃশ সুরুচির বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, রাজন! চত্বর, পথ, রাজমার্গ, এবং বন ও উপবন সকলে পৌরজন যেরূপ ভালমন্দ কথা কহিয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহারা বলিয়া থাকে, রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মই করিয়াছেন! ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণও কেহ কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি সুদুর্দ্ধর্ষ রাবণকে সবল-বাহনে বিনাশ এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত করিয়াও অতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন! কিন্তু রাঘব, রাবণ-বিনাশান্তে সীতাকে উদ্ধার করিয়া অভিমান ও অমর্ষের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইলেন! জানি না, সীতা-সহবাসে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে সুখবোধ

হইয়া থাকে! পূর্ব্বে রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া হরণ করিয়াছিল! এবং নিজ পুরীমধ্যে লইয়া অশোকবনিকাতেও রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল! এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও রক্ষোবশবর্ত্তিনী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের ঘৃণা না হয় কেন! দেখিতেছি, আমাদিগকেও ভার্য্যার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে! কারণ রাজার যেরূপ চরিত্র, প্রজাদিগেরও সেইরূপ আচরণ হইয়া থাকে!

রাজন! বৈদেহীর জন্য পৌর ও জনপদবাসী সকল এইরূপ নানা কথা কহিয়া থাকে।

ভদ্রের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মিত্রদিগের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, ইহা কি সত্য? তখন সুহৃদ্‌বর্গ সকলেই রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে প্রণতি পূর্ব্বক কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, নরনাথ! ইহা সত্যই বটে সন্দেহ নাই। মহাপ্রভাব রামচন্দ্র সুহৃদ্‌বর্গের সকলেরই মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

ভ্রাতৃ-আহ্বান।

রামচন্দ্র সুহৃদ্বর্গকে বিদায় করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, এবং সমীপস্থিত দ্বারপালকে কহিলেন, দৌবারিক! তুমি সত্বর সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, মহাবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্রুঘ্নকে আনয়ন কর।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক গমন করিল, এবং লক্ষ্মণের ভবনে বিনীতভাবে প্রবেশ করিয়া, জয়াশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাত্মাকে কহিল, কুমার! রাজা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না; রাজাজ্ঞাক্রমে আমি ইতিমধ্যে ভরত ও শত্রুঘ্নকে সত্বর যাইবার জন্য সংবাদ দান করিব। রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণমাত্র সৌমিত্রি, চলিলাম বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক রাম-ভবনে যাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণ যাত্রা করিলে, দ্বারপাল ভরতের ভবনে গমন করিয়া ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, কুমার! রাজা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ভরত দ্বারপালের বাক্য শ্রবণমাত্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদচারেই যাত্রা করিলেন। ভরত যাত্রা করিলেন দেখিয়া, দ্বারপাল সত্বর শত্রুঘ্নের ভবনে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রঘুশ্রেষ্ঠ! আগমন করুন, রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহাযশা লক্ষ্মণ ও ভরত ইতিপূর্ব্বেই গমন করিয়াছেন।

শত্রুঘ্ন দ্বারপালের নিকট রামচন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া রাঘব সন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর দ্বারপাল প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে

রামচন্দ্রকে সংবাদ দিল, মহারাজ! আপনকার ভ্রাতৃগণ সকলেই আগমন করিয়াছেন। কুমারগণ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্রের ইন্দ্রিয় সকল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কাতরচিত্তে অধোবদনে দ্বারপালকে কহিলেন, দৌবারিক! তুমি সত্বর কুমারদিগকে আমার সমীপে আনয়ন কর। ইহাঁরা আমার জীবন, ইহাঁরা আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ।

অনন্তর রাজার আদেশক্রমে সূর্য্যকান্তি কুমারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সুসমাহিত-চিত্তে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, ধীমান রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র ও মেঘজালাবৃত সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় মলিন, এবং লোচনযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অগ্রজের ঈদৃশ ম্লানপত্র পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কুমারগণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন নরনাথ রামচন্দ্রও অশ্রুবারি নিবারণ পূর্ব্বক বৎসলভাবে বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং এই আসনে উপবেশন কর বলিয়া কহিলেন, মহাবল ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার সর্ব্বস্ব; তোমরা আমার জীবন; আমি তোমাদিগের জন্যই রাজ্যপালন করিতেছি। তোমরা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং স্থিরবুদ্ধি। অতএব নরর্ষভগণ! উপস্থিত বিষয়ে তোমাদিগের সহিত পরামর্শ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরতাদি কুমারত্রয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্নমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, না জানি রাজা আমাদিগকে কি বলিবেন!

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রাম-বাক্য।

তিন ভ্রাতাই কাতরচিত্তে উপবেশন করিয়া আছেন, সেই সময় রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-মুখে কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহাবীরগণ! অল্পবুদ্ধি পৌর ও জানপদবর্গ অজ্ঞানবশত সীতার চরিত্র অবগত না হইয়া সীতাসম্বন্ধে সুমহৎ অপবাদ রটনা করিয়াছে। নগরে ও জনপদমধ্যে আমারও অত্যন্ত অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; তাহাতে আমার মর্ম্মচ্ছেদ হইতেছে। লোকে বলিতেছে, আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে দুশ্চারিণী জানকীকে পুনর্ব্বার স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছি! সৌম্য লক্ষ্মণ! বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরূপে সীতাকে হরণ করিয়াছিল, এবং আমি যেরূপে সেই দুষ্টাত্মাকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি তাহা সমস্তই জান। সৌমিত্রে! তোমার এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নি যে জানকীকে নিষ্পাপা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি অবগত আছ। আকাশে বায়ু যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও শুনিয়াছ। চন্দ্রসূর্য্যও সমস্ত সুরগণ ও ঋষিগণ সমীপে জানকীকে যে নিষ্পাপা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি জ্ঞাত আছ। লক্ষ্মণ! লঙ্কাদ্বীপে দেব ও

গন্ধর্ব্বগণ সমক্ষে এইরূপে সীতার শুদ্ধাচার প্রমাণ হইলে স্বয়ং মহেন্দ্র সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার অন্তরাত্মাও সীতার অসাধারণ গুণপরম্পরা অবগত আছে। এই জন্যই আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। কিন্তু পৌর ও জানপদবর্গ যে আমার সুমহান অপবাদ ঘোষণা করিয়াছে, ইহাতে আমার পরম অধর্ম্ম হইতেছে; তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণে শোকশল্যও নিহিত হইয়াছে। সংসারে যে ব্যক্তির অপবাদ ঘোষণা হয়, যতদিন সেই ঘোষণা থাকে, ততদিন তাহাকে নরকে পচিতে হয়। সংসারে অপযশ অতিমন্দ; যশই পূজিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম কীর্ত্তির আয়ত্ত; সংসারে কীর্ত্তিই প্রশংসিত হয়। নরর্ষভগণ! জানকীর কথা কি! অপবাদভয়ে আমি নিজ জীবন অথবা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। তোমরা চাহিয়া দেখ, অপবাদ নিবন্ধন আমি শোকের সাগরে পতিত হইয়াছি! আর ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু যে আমার অধিক কষ্টকর হইতে পারে, আমার তাহাও বোধ হয় না! অতএব সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্র-চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া রাজ্যপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসার তীরে সুমহাত্মা বাল্মীকির দিব্যাশ্রমসঙ্কাশ আশ্রম আছে। রঘুনন্দন! তুমি সেই স্থানে বিজন বনমধ্যে সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া সত্বর আগমন করিবে। সৌমিত্রে! আমার এই আদেশ প্রতিপালন কর। সীতা-সম্বন্ধে তোমরা আমাকে কোন কথাই কহিও না। যদি তোমরা এ বিষয়ে তর্ক কর, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইব; আর আমি তোমাদিগকে আমার বাহু এবং প্রাণের দিব্যও দিতেছি যে, তোমাদিগের যে কেহ আমার এই কথার মধ্যে আমাকে অনুনয়-বিনয় করিবে, আমি সত্য বলিতেছি, আমি তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিব। যদি আমি তোমাদিগের প্রভু হই, এবং যদি আমার প্রতি তোমাদিগের গৌরব-বোধ থাকে, তাহা হইলে আমি আজ্ঞা করিতেছি, লক্ষ্মণ! তুমি সত্বর জানকীকে লইয়া যাও; আমার বাক্য রক্ষা কর। জানকী ইতিপূর্ব্বেই অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি তপোবন পরিদর্শন করিবেন; তুমি তাঁহার এই অভিলাষ সম্পাদন কর।

ধর্ম্মাত্মা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া বাষ্পাবৃত-লোচনে ভ্রাতৃদিগের সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ-বাক্য।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহাত্মা লক্ষ্মণ কাতরচিত্তে শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! সত্বর শীঘ্রগামী তুরঙ্গম সকল সংযুক্ত করিয়া সুন্দর-আস্তরণাবৃত রথ, ও রাজভবন হইতে জানকীর শুভাসন আনয়ন

কর। রাজার আদেশক্রমে বৈদেহীকে পুণ্য-কর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে; অতএব তুমি সত্বর রথ আনয়ন কর।

তখন সুমন্ত্র 'তথাস্তু' বলিয়া উৎকৃষ্ট-তুরঙ্গম-যুক্ত মহার্হ-আস্তরণাবৃত সুন্দর-দর্শন রথ আনয়ন পূর্ব্বক মহাত্মা মিত্র-বৎসল সৌমিত্রিকে কহিলেন, রাজকুমার! এই রথ উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, সত্বর করুন।

সুমন্ত্রের এই বাক্য শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! রাজার আদেশক্রমে আমি আপনাকে মনোরম-গঙ্গাতীরস্থিত মুনিজনের পবিত্র আশ্রম সকলে লইয়া যাইব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া বৈদেহী পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং গমনের জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমত শ্বশ্রূদিগের সকলেরই পাদবন্দন করিলেন, তাঁহারাও, সত্বর প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া, তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি বহুতর দিব্য আভরণ, মহামূল্য বসন, ও বিবিধ প্রকার রত্ন সকল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপত্নীদিগকে এই সমস্ত আভরণ প্রদান করিব। সৌমিত্রি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, তাঁহাকে রথে উত্তোলন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের আদেশ স্মরণ করিয়া শীঘ্রগামি-তুরঙ্গম-যোগে যাত্রা করিলেন।

কমললোচনা জনকনন্দিনী সীতা বৃহদ্দুর্গ অতিক্রম পূর্ব্বক বিবিধ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, রঘুনন্দন! আজি আমি বহুতর অশুভ দর্শন করিতেছি! আমার বামলোচন স্পন্দিত ও গাত্র কম্পিত হইতেছে! সৌমিত্রে! আমি অন্তঃকরণেও শান্তিবোধ করিতেছি না! সৌম্য! ভ্রাতৃসহিত রাজার ত কোন অনিষ্ট ঘটিবে না! বৎস! আমার সকল শ্বশ্রূর এবং পৌর ও জনপদবাসী যাবদীয় জীববৃন্দের ত কোন অশুভ হইবে না!

সীতা এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে দিবা অবসান হইল; তখন লক্ষ্মণ গোমতী-তীরস্থিত আশ্রমে বাসস্থান লইলেন; এবং রাত্রি প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! সত্বর অশ্বদিগকে যোজনা কর; স্বর্গ হইতে পতন-সময়ে ত্রিলোচন যেমন মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, আজি আমিও সেইরূপ গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিব।

তখন সুমন্ত্র মনোবেগ অশ্বদিগকে আহার করাইয়া রথে যোজনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আরোহণ করুন। সূতের বাক্যানুসারে জানকী ও তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিলেন। তখন সুমন্ত্র স্বস্থানে উপবিষ্ট হইয়া রথ চালনা করিলেন।

অনন্তর অর্দ্ধদিবস গমন পূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণকে কাতর দেখিয়া ধর্ম্মজ্ঞা জানকী অতীব ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ? আমার চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া এমন হর্ষের সময় তুমি আমাকে বিষাদিত করিতেছ কেন? পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি নিয়ত অগ্রজের পাদসমীপেই কালযাপন করিয়া থাক; এবং তুমি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অধিকন্তু, তুমি গুণবান, সদ্ভাবসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও সুদক্ষ। মহাবাহো! এক্ষণে সেই অগ্রজের বিরহেই কি তোমার শোক উপস্থিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ! রামচন্দ্র ত আমারও জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর; কিন্তু আমি ত তোমার মত নির্ব্বোধের ন্যায় রোদন করিতেছি না! বৎস! আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাও। আমি তাঁহাদিগকে রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ সকল দান করিব। তদনন্তর যথাবিধানে মহর্ষিদিগের চরণ বন্দন পূর্ব্বক এক রাত্রিমাত্র তথায় যাপন করিয়াই আবার নগরে প্রত্যাগমন করিব।

লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুচারু নয়নযুগল মার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। তিনি নিষাদগণের সুবিস্তীর্ণ নৌকায় মৈথিলীকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন, এবং শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়া এইস্থানে অবস্থিতি কর; আর নাবিককে আদেশ করিলেন, যাও। নাবিক, মহাত্মা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর পূর্ব্বক দক্ষিণ তীরাভিমুখে নৌকা বাহিতে লাগিল।

অনন্তর ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্প-গদগদস্বরে মৈথিলীকে কহিলেন, দেবি! আমার অন্তঃকরণে এই সুমহৎ শোক-শল্য নিহিত হইয়াছে যে, আমি এই কার্য্যের জন্য ধীমান আর্য্য কর্ত্তৃকই লোকের নিন্দনীয় হইলাম! এই লোক-বিনিন্দিত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ, অথবা মরণ অপেক্ষাও যদি আরও কিছু অধিক থাকে, তাহাও আমার পক্ষে বরং শ্রেয়স্কর! মৈথিলি! প্রসন্ন হউন; আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না!

মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন ও নিজ মৃত্যু কামনা করিতে দেখিয়া, জানকী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! ব্যাপার কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি স্পষ্ট করিয়া বল। আমি তোমাকে সুস্থিরও দেখিতেছি না; রাজার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? লক্ষ্মণ! আমি রাজার দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি তোমার হৃদ্‌গত মনস্তাপ আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমি তোমাকে আজ্ঞাও করিতেছি।

তখন লক্ষ্মণ বৈদেহীর আদেশক্রমে কাতরচিত্তে অধোমুখে বাষ্প-গদগদ-স্বরে উত্তর করিলেন, দেবি জনকাত্মজে! সভা এবং নগর ও জনপদ মধ্যে আপনারই জন্য নিদারুণ অপবাদের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা যে কি মনে করিয়া প্রণয়ের প্রতি

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি আপনকার নিকট তাহা বলিতে পারি না। ফল কথা, আপনি সৎকুল-সম্ভূতা সাধ্বী হইলেও, রাজা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! দেবি! লোকাপবাদ-ভয়েই তিনি আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন; ত্যাগের অন্য কোন কারণই নাই। আর্য্যে! আপনকার ইচ্ছা এবং রাজার আদেশক্রমে আজি আমায় আপনাকে এই আশ্রমে বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে হইবে! শুভে! আপনি বিষাদ করিবেন না। এই জাহ্নবীর তীরে ঐ মহর্ষিদিগের পরম রমণীয় সুপবিত্র তপোবন। আমাদিগের পিতা রাজা দশরথের পরম সখা সুমহাযশা মহর্ষি বাল্মীকি ঐ তপোবনে বাস করেন। জনকাত্মজে! সেই মহাত্মার পাদচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া একাগ্রচিত্তে পাতিব্রত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে বাস করুন। দেবি! তাহা হইলেই আপনকার পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

পঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণোপাবর্ত্তন।

মহাত্মা লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জনকনন্দিনী সীতা অতীব শোকান্বিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন; এবং মুহূর্ত্তকাল অচৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিয়া বাষ্পাবিললোচনে অতীব কাতরচিত্তে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! পূর্ব্বজন্মে আমি অবশ্যই কোন মহাপাতক করিয়াছিলাম! হয় ত কাহারও ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম! সেই জন্যই, আমি সাধ্বী ও শুদ্ধাচারিণী হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! সৌমিত্রে! ইতিপূর্ব্বে, কষ্ট পাইলেও সতত রামচন্দ্রের চরণ সেবা করিতে পারিব বলিয়াই, আমার বনবাসে অভিরুচি হইয়াছিল। কিন্তু সৌম্য! এক্ষণে আমি একাকিনী কি করিয়া অরণ্যে বাস করিব! রাজনন্দন! কি বা আহার করিব! কাহার সহিতই বা ব্যাক্যালাপ করিব! আমি রাজার কি অপরাধ করিয়াছি, কি নিমিত্তই বা রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সিদ্ধগণ যখন আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাদিগকেই বা কি উত্তর দিব! সৌমিত্রে! যদি আমার ভর্ত্তার বংশলোপের আশঙ্কা না থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনই এই জাহ্নবীজলে জীবন বিসর্জ্জন করিতাম।

যাহা হউক, লক্ষ্মণ! রাজা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ কর; হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও; রাজার আদেশ প্রতিপালন কর; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, শুন। লক্ষ্মণ! তুমি আমার হইয়া, কোন ইতরবিশেষ না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত-মস্তকে আমার সকল শ্বশ্রূকেই প্রণাম করিবে। ধর্ম্মনিয়ত রাজাকেও প্রণাম করিয়া কহিবে, আপনি যেমন ভ্রাতৃগণের প্রতি ব্যবহার করেন, প্রজাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। রাজন! আপনি শাসন করিয়া প্রজাদিগকে হর্ষিত

করিতে পারিলেই আপনি পরম ধর্ম্ম ও অনুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন। নরোত্তম! আমি নিজের দেহের জন্য শোক করি না; রঘুনন্দন! পৌরজনের নিকট আপনকার যে অপবাদ হইয়াছে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। অতএব নরনাথ! আমার প্রাণনাশ হইবে ভাবিয়া আপনি শোক করিবেন না; আপনি অপবাদ-ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আপনকার শোকের কোন কারণও নাই।

লক্ষ্মণ! আমিও নিজের জন্য দুঃখিত নহি; কারণ রাজা জনাপবাদ নিবন্ধনই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমার নিজের দোষে ত্যাগ করেন নাই। নারীর পতিই দেবতা; পতিই বন্ধু; পতিই গুরু; অতএব প্রাণ দিয়াও পতির সর্ব্বথা প্রিয়সাধন করা কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মণ! আমার বাক্যানুসারে তুমি রামচন্দ্রকে এই সার কথা কহিবে; আর তুমি দেখিয়া যাও যে, আমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত স্পষ্টই প্রকটিত হইয়াছে।

সীতা এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ কাতরচিত্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি অতি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন, এবং ক্রমে উত্তরতীরে উপস্থিত হইয়া শোকভারে সমাক্রান্ত ও দুঃখে বিচেতন-প্রায় হইয়া পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে বারংবার মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, গঙ্গার অপর পারে জানকী অনাথার ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।

ওদিকে সীতাও মুহুর্ম্মুহু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ও তাঁহার রথ ক্রমশ দূরবর্ত্তী হইতেছে। তখন তিনি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; সুতীব্র শোকভার তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিল।

এইরূপে সাধ্বী যশস্বিনী জানকী নাথের অদর্শনে দুঃসহ দুঃখভারে পরিপীড়িত হইয়া সেই বহুবর্হি-নিষেবিত বিপিন মধ্যে বাষ্পাকুললোচনে তারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বাল্মীকি-দর্শন।

সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া তত্রত্য মুনি-বালকগণ সকলেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল, এবং তাঁহার চরণযুগলে প্রণাম করিয়া করুণার্দ্রচিত্তে রোরুদ্যমানা জানকীর কথা নিবেদন করিল। তাহারা কহিল, ভগবন! এই স্থানের অনতিদূরে সাক্ষাৎ আপদ্‌গ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় কোন মহাত্মার এক কামিনী অতীব আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই। ভগবন! আসিয়া দেখুন, যেন কোন দেবী স্বর্গ হইতে বিচ্যুতা হইয়াছেন! আমরা তাঁহাকে মানবী বোধ করি না; অতএব

আপনি আসিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার ও পূজা করুন।

তপোবলে দিব্যচক্ষু-সম্পন্ন ধর্ম্মবিৎ মহর্ষি বাল্মীকি মুনিবালকদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া মৈথিলীর নিকট সত্বর গমন করিলেন। তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণও সুরুচির অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সকলেই জাহ্নবীতীরে আগমন করিলেন। অনন্তর মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি সুদুঃখার্ত্তা সীতাকে সুস্নিগ্ধ বাক্যে সমাশ্বস্ত করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, পতিব্রতে! তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়মহিষী এবং রাজা জনকের তনয়া; বৎসে! তুমি স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তুমি যে আসিবে, আমি তপঃসমাধিযোগে তাহা অবগত ছিলাম। বৈদেহি! তোমার আগমনের কারণও আমি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। সীতে! আমি তপোলব্ধ দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, তুমি নিষ্পাপা। বৈদেহি! তুমি সম্প্রতি আমার নিকটে আসিয়াছ, অতএব বিশ্বস্ত হও। বৎসে! এই আশ্রমের অনতিদূরে তাপসী সকল তপশ্চরণ করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই তোমাকে যথাবৎ পরিপালন করিবেন। শুভব্রতে! তাঁহারা তোমার সখীও হইবেন। এক্ষণে তুমি বিশ্বস্ত ও নির্ভয় হইয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, এবং যেমন নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়া থাক, তেমনি এই তপোবনে প্রবেশ কর।

সীতা মহর্ষির ঈদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন, 'আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য'। তখন মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি অগ্রসর হইলেন, জানকী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সীতানুগত মহর্ষি বাল্মীকিকে আগমন করিতে দেখিয়া তাপসীগণ সকলেই প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং কহিলেন, মহর্ষে! আসিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আজি অনেক দিনের পর আপনকার শুভাগমন হইল। আমরা সকলেই আপনাকে অভিবাদন করি। আজ্ঞা করুন,আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

বাল্মীকি তাপসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই সীতা আগমন করিয়াছেন; ইনি ধীমান রামচন্দ্রের মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের আত্মজা। ভর্ত্তা বিনাদোষে ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এই সাধ্বীকে পরিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা স্ত্রীসহজ সদ্ভাব, বিশেষত আমার আদেশ অনুসারে ইহাঁকে পরম স্নেহচক্ষে দর্শন করিবে।

মহাতপা মহর্ষি বাল্মীকি বারংবার এই কথা বলিয়া সীতাকে তাপসীদিগের নিকট রাখিয়া শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাপসী সকল, মহর্ষি বাল্মীকির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিও রামমহিষী জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ-সন্তাপ।

এদিকে লক্ষ্মণ যখন দেখিতে পাইলেন, সাধ্বী জনকদুহিতা আশ্রমের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া সারথিকে আদেশ করিলেন, সারথে! অশ্বদিগকে চালনা কর। সারথিও রথ চালনা করিলেন।

মহাতেজা ধীমান লক্ষ্মণ শীঘ্রগামী রথ-যোগে গমন করিতে করিতে কাতরচিত্তে ঘোরতর বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! দেখ, রামচন্দ্রের সীতা-বিরহ-জনিত দুঃখও উপস্থিত হইল! এতদপেক্ষা তাঁহার অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে! তাঁহাকে, শুদ্ধাচারিণী মহিষী জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হইল! নিশ্চয়ই বিধি-নির্ব্বন্ধক্রমে সেই মহাত্মা নরেন্দ্রের এই ধর্ম্মপত্নী-বিয়োগ সংঘটিত হইল! বুঝিলাম, দৈব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেখ, ক্রুদ্ধ হইলে যে রামচন্দ্র দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসদিগকে একত্র সংহার করিতে পারেন, আজি তিনিও দৈবের বশবর্ত্তী হইলেন! ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র পিতৃবাক্যানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসর সুদারুণ বিজন বন দণ্ডকে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সারথে! সীতার বনবাস তাঁহার পক্ষে তদপেক্ষাও কষ্টকর! যাহা হউক, পৌরজনের বচনক্রমে জানকী-পরিত্যাগ আমার বিবেচনায় নৃশংস কার্য্য বোধ হইতেছে। সুমন্ত্র! জানকী সম্বন্ধে এই যশোহানিকর কর্ম্ম করিয়া অসঙ্গত-ভাষী পৌরদিগের কি ধর্ম্ম-সঞ্চয় হইল! সারথে! এই অনার্য্য কার্য্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই রাজাকে, লক্ষ্মণকে এবং অসঙ্গতভাষী পৌরদিগকেও অধর্ম্ম আমক্রণ করিবে সন্দেহ নাই।

সুমন্ত্র, লক্ষ্মণের এতাদৃশ বিবিধ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, সৌমিত্রে! জানকী সম্বন্ধে আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনকার পিতার সমীপে ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণেরা এই ভাবী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও কহিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হইবেন এবং সুখ-দুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিতে থাকিবেন ও মধ্যে মধ্যে প্রিয়জন-বিরহ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। সৌমিত্রে! ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এক্ষণে সীতাকে ত পরিত্যাগ করিলেন; কালে তিনি আপনাকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু আপনি এ কথা ভরত বা শত্রুঘ্নকে বলিবেন না। মহাত্মন! আপনকার স্বর্গীয় পিতা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা মহারাজের, আমার এবং বশিষ্ঠের সমীপে এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। মহর্ষির বাক্য শুনিয়া মহারাজ আমাকে কহিয়াছিলেন, সুমন্ত্র! তুমি মহর্ষির এই কথা কোথাও ব্যক্ত করিও না। সৌম্য! আমি অতি সাবধানে সেই লোকনাথের আদেশ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি; অতএব দেখিবেন, যেন আমাকে মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ না হইতে হয়। রঘুনন্দন! আমি এই কথা আপনাকে আনুপূর্ব্বিক

বিস্তার করিয়া বলিতে পারি; যদি আপনকার শ্রদ্ধা হয়, শ্রবণ করুন। নরশার্দ্দূল! পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ আমাকে এই কথা গোপন করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, অতএব আমি আপনকার নিকট সেই গোপনীয় কথা সমস্তই ব্যক্ত করিতে পারি।

মহাত্মা লক্ষ্মণ বাক্যকোবিদ সুমন্ত্রের এই গম্ভীরার্থপদ-সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! কি কথা, বল।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

সূত-বাক্য।

সুমন্ত্র, মহাত্মা লক্ষ্মণের আদেশ পাইয়া মহর্ষি-কথিত সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, সৌম্য! বহুদিন হইল, এক সময় অত্রির পুত্র মহাতপা দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে বর্ষাকাল যাপন করিতেছিলেন। মহাবাহো! আপনকার সুমহাযশা পিতৃদেব ঐ সময় মহাত্মা পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন, এবং বশিষ্ঠের বামপার্শ্বে সমুপবিষ্ট তেজঃ-প্রদীপ্ত সূর্য্য-সঙ্কাশ মহাতপা মহামুনি মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে দেখিতে পাইলেন; তখন মহারাজ, মিত্রাবরুণ-নন্দন মহামুনি বশিষ্ঠ ও অত্রিনন্দন মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে যথাক্রমে ও যথাবিধানে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং আসন, পানীয় ও ফলমূল দ্বারা রাজার সম্বর্দ্ধনা করিলে, নৃপতি তাঁহাদিগের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন।

সৌম্য! সেই মধ্যাহ্নসময়ে ঐ স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা তিন জনে বিবিধ উদারার্থ-সম্পন্ন সুমধুর বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন এক কথা-প্রসঙ্গে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মহাত্মা অত্রিনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! আমার বংশপরম্পরা কতকাল থাকিবে? রামের এবং আমার অন্যান্য পুত্রের পরমায়ু কত? রামের যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহাদিগেরই বা পরমায়ু কত হইবে? ভগবন! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বংশের গতাগতি উল্লেখ করুন। মুনিসত্তম! আমি আপনকার নিকট ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

সৌমিত্রে! রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুমহাতেজা দুর্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সৌম্য! আপনি আমাকে যাহা বলিতে বলিলেন, মহর্ষি দুর্ব্বাসা এই কথাই কহিয়াছিলেন। সেই মহামুনি যাহা কহিয়াছিলেন, বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

সৌমিত্রে! রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিবেন। তাঁহার অনুজীবিগণ সকলেই পরম সুখী ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইবে। কিন্তু কালক্রমে কোন কারণে তিনি যশস্বিনী মৈথিলীকে এবং তোমাকেও পরিত্যাগ করিবেন। রাঘব দশসহস্র

দশশত বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিবেন। পর-পুরঞ্জয় রামচন্দ্র সুসমৃদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অক্ষয় রাজবংশ স্থাপন করিবেন।

সৌমিত্রে! মহামুনি মহাতেজা দুর্ব্বাসা মহারাজ দশরথকে তদীয় বংশের এইরূপ ভাবি-গতাগতি বিজ্ঞাপন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ সেই মহাত্মদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া স্বনগরী প্রত্যাগমন করিলেন।

সৌম্য লক্ষ্মণ! আমি মহর্ষি-কথিত এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখিয়াছি। এ বাক্যের কখনই অন্যথা হইবে না। রামচন্দ্র এই সীতারই পুত্রকে অযোধ্যা ভিন্ন অন্যত্র রাজসিংহাসনে অভিষেক করিবেন; মুনি এইরূপ বলিয়াছিলেন।

অতএব সৌমিত্রে! যখন বিধি-নির্ব্বন্ধ এইরূপ, তখন সীতা বা রামচন্দ্রের নিমিত্ত আপনকার শোক করা বিধেয় নহে। নরোত্তম! আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন।

মহাত্মা লক্ষ্মণ সারথির এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কহিলেন, "সাধু! সাধু!"

পথিমধ্যে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে দিবাকর অস্ত গমন করিলেন, তাঁহারাও কোশলীর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

রামাশ্বাসন।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, কোশলীর তীরে ঐ রাত্রি যাপন করিয়া, প্রভাতকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর দিবা দুই প্রহরের সময় মহারথ সুমিত্রানন্দন, হৃষ্টপুষ্ট-প্রজাবর্গে পরিপূরিতা রত্নসম্পূর্ণা অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন; এবং রামচন্দ্রের পাদমূলে উপনীত হইয়া কি বলিব, ভাবিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

সৌমিত্রি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের গিরিসঙ্কাশ পরমবিশাল সমুন্নত প্রাসাদ তাঁহার পুরোভাগে প্রকাশ পাইল। অনন্তর লক্ষ্মণ রাজভবন-দ্বারে রথ স্থাপন পূর্ব্বক অধোমুখে কাতরচিত্তে তন্মধ্যে অবাধে প্রবেশ করিলেন।

মহাতেজা লক্ষ্মণ রাজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দীনচেতা রামচন্দ্র পরমাসনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নযুগল দ্বারা যেন মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন। তদ্দর্শনে কাতর হইয়া সৌমিত্রি তাঁহার পাদযুগল বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অতি সাবধানে কহিলেন, মহাবীর! আপনি যে স্থান বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই গঙ্গা-তীরে মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রম-সন্নিধানে শুদ্ধাচারিণী যশস্বিনী জানকীকে বিসর্জ্জন করিয়া পুনর্ব্বার আর্য্যের পাদমূল

উপাসনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। পুরুষব্যাঘ্র! শোক করিবেন না; কালের গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ সত্ত্ববান মনস্বী পুরুষগণ কখনই শোক করেন না। সঞ্চয়-মাত্রেরই পর্য্যবসান ক্ষয়; উন্নতিমাত্রেরই পর্য্যবসান পতন; সংযোগের পর্য্যবসান বিয়োগ; এবং জীবনের পর্য্যবসান মরণ। কাকুৎস্থ! আপনি আত্ম-দ্বারাই আত্মাকে এবং মনো-দ্বারাই মনকে দমন করিতে পারেন; অধিক কি, আপনি ত্রিলোকও শাসন করিতে সমর্থ; অতএব আপনি নিজের শোক দমন করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাজন! আপনকার ন্যায় সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন সত্যবান পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ঈদৃশ স্থলে কখনই বিমূঢ় হয়েন না। আর দেখুন, আপনি অপবাদ-ভয়েই মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু যদি তজ্জন্য এখন এরূপ কাতর হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, আপনকার আবার সেই অপবাদই হইবে। অতএব পুরুষসিংহ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া এই দুর্ব্বল বুদ্ধি পরিহার করুন। প্রভো! আর শোকসন্তাপ করিবেন না।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র মহাত্মা মিত্রবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছ, সন্দেহ নাই। তোমার এই অদ্ভুত বাক্যপরম্পরায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিশেষত তোমার শেষোক্ত হেতুগর্ভ মধুর বাক্যে আমার চৈতন্য জন্মিল। অতএব আমার দুঃখ-শান্তি হইয়াছে; আমি শোক পরিত্যাগ করিলাম।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

নৃগ-শাপ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সেই পরমোৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সৌম্য! তোমার ন্যায় মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন মনোমত বন্ধু দুর্লভ; বিশেষত এরূপ সময়ে সর্ব্বথা সুদুষ্প্রাপ্য। যাহা হউক, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ! সম্প্রতি আমার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তুমি আমার আদেশমত কার্য্য কর। সৌম্য! আমি আজি চারি দিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করি নাই; তাহাতে আমার মর্ম্মচ্ছেদ হইতেছে; অতএব তুমি প্রকৃতি-বর্গ, পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। পুরুষর্ষভ! স্ত্রী বা পুরুষ, যাহারা আবেদনার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও লইয়া আইস। যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য্য না করেন, মরণান্তে তাঁহাকে ঘোর নরকে পচিতে হয়, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, পুরাকালে নৃগ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ-হিতৈষী পবিত্রচেতা মহাযশা নরপতি ছিলেন। সেই নরদেব একদা পুষ্কর-তীর্থে ভূদেবদিগকে এক কোটি সবৎসা স্বর্ণভূষিতা গাভী দান করিয়াছিলেন। ঐ কোটি গাভীর সঙ্গে এক অগ্নিহোত্রী উঞ্ছবৃত্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুও মিলিয়া

গিয়াছিল। নৃগ রাজা উহাকেও বিপ্রসাৎ করিয়াছিলেন।.

ব্রাহ্মণ প্রনষ্ট গাভীর অনুসন্ধানক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বহুবৎসর সকল রাজ্যেরই ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি কনখল-রাজ্যে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার ধেনু অতি অনাদরে রক্ষিত হইয়াছে; তাহার বৎসটিও অতি জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বীয় ধেনু দর্শন করিয়াই দ্বিজ, নিজে উহার যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন; কহিলেন, শবলে! আগমন কর। ধেনু সেই স্বর শ্রবণ পূর্ব্বক চিনিতে পারিয়া সেই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের অনুগামিনী হইল। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে, ঐ গাভী সম্প্রতি যাঁহার হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ, গাভীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে শুনিয়া, গাভী-হর্ত্তা ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এ গাভী আমার; কিছুকাল হইল, রাজা নৃগ আমাকে দান করিয়াছেন। ক্রমে এই দুই মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা বিবাদ করিতে করিতে অবশেষে উভয়েই দাতা নৃগের নিকট গমন করিলেন, এবং রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিন অতিবাহন করিয়াও রাজার দর্শন পাইলেন না। তখন মহাত্মা দ্বিজসত্তম উভয়েই ক্রুদ্ধ ও নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া নিদারুণ বাক্যে অভিসম্পাত করিলেন, রাজন! তুমি অর্থীদিগের কার্য্য সাধনার্থ দর্শন দেও না; অতএব তুমি ভূতবর্গের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে, এবং বহুসহস্র বহুশত বৎসর গর্ত্তমধ্যে বসতি করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমণ্ডলে বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন; রাজন! তিনিই তোমাকে এই নিদারুণ শাপ হইতে মুক্ত করিবেন; মহারাজ! ইহার মধ্যে আর তোমার নিষ্কৃতি হইবে না।

বিপ্রদ্বয় এইরূপ শাপ প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থচিত্ত হইয়া উভয়ে কোন এক ব্রাহ্মণকে ঐ কৃশা ধেনুটি দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ! রাজা নৃগ এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া অদ্যাপি সেই নিদারুণ শাপ ভোগ করিতেছেন। ফলত প্রজাগণ কোন কার্য্য লইয়া পরস্পর বিবাদ করিলে, রাজার দোষস্পর্শ হইয়া থাকে। অতএব তুমি আবেদনকারীদিগকে সত্বর আমার নিকট লইয়া আইস। মনুষ্য সুকৃত কার্য্যের ফল অবশ্যই পাইয়া থাকে।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

নৃগোপাখ্যান।

পরমাত্মবান লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদীপ্ততেজা রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! বিপ্রদ্বয় অতি

সামান্য অপরাধেই রাজর্ষি নৃগের প্রতি সাক্ষাৎ কালদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ নিদারুণ শাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতি নৃগ শাপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিয়াছিলেন, এবং বিপ্রদ্বয়কেই বা কি কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে।

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, সৌম্য! রাজা নৃগ শাপবিক্ষত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণেরা উভয়েই চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া নরপতি নৃগ, মন্ত্রিবর্গ পৌরজন ও পুরোহিতকে আহ্বান করাইলেন। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র মন্ত্রিগণ, পুরোহিত ও পৌরবর্গ সত্বর রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা দুঃসহ দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে ও অপরাপর প্রজাবর্গকে কহিলেন, আপনারা সকলেই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। নারদপ্রতিম দেবকল্প দুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামুনি আমাকে নিদারুণ শাপ দিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। আপনারা আমার এই পুত্র কুমার বসুকে এখনই রাজ্যে অভিষেক করুন, এবং মনোহর গর্ত্ত সকল নির্ম্মাণ করিবার জন্য শিল্পীদিগকে আদেশ প্রদান করুন। শিল্পিগণ একটি বর্ষা-নিবারক, একটি হিম-নিবারক ও আর একটি গ্রীষ্ম-নিবারক সুখ-সেব্য গর্ত্ত নির্ম্মাণ করুক। যে কিছু ফলবান বৃক্ষ, যে কোন সুপুষ্পবতী লতা ও যে কোন প্রকার ছায়াপ্রদ গুল্ম আছে, গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে সমস্তই সহস্র সহস্র রোপণ করা হউক; বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ সকলও রোপিত হউক, এবং অর্দ্ধযোজন পর্য্যন্ত পরিপাটী করা হউক। যতদিন কাল পূর্ণ না হয়, আমি ততদিন এইরূপ সর্ব্বতোভাবে শোভনীয় সুখপ্রদ সুমনোরম গর্ত্ত সকলে বাস করিব।

নরপতি নৃগ এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে কুমার বসুকে কহিলেন, পুত্র! তুমি নিত্যধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবে। নরশ্রেষ্ঠ! তাদৃশ সামান্য অপরাধের জন্য দুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর যেরূপ নিদারুণ ব্রহ্ম-দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে! পুরুষপ্রবর! তুমি আমার জন্য শোক করিও না; সংসারে কৃতান্তই বলবান; তিনিই আমার এই দশা করিলেন! পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, সে তদনুসারেই সুখদুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না।

নরপ্রবর মহাযশা নরপতি নৃগ, পুত্রকে এইরূপ বলিয়া বাসার্থ সুনির্ম্মিত গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

লক্ষ্মণ! রাজা নৃগ সুবর্ণবিভূষিত গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক আজি অনেক শত সম্বৎসর তন্মধ্যে বাস করিতেছেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

নিমি ও বশিষ্ঠের পরস্পর অভিসম্পাত।

রামচন্দ্র কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে নৃগ-শাপবৃত্তান্ত এই বিস্তার পূর্ব্বক কহিলাম। আরও এক ইতিহাস বলিতেছি, যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে ত শ্রবণ কর।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সৌমিত্রি কহিলেন, প্রভো! আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া আমার কখনও আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না। লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু-নন্দন রামচন্দ্র পরমধর্ম্ম-সংক্রান্ত আশ্চর্য্য ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, সুমহাত্মা ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র মহাবীর ধর্ম্মনিষ্ঠ পরমাত্মজ্ঞানী নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহাযশা রাজর্ষি নিমি গৌতমের আশ্রম-সন্নিধানে দেবনগর-সদৃশ এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার বৈজয়ন্ত নাম রাখিলেন, এবং স্বয়ং উহাতে বসতি করিলেন।

লক্ষ্মণ! নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া নরপতি নিমির সংকল্প হইল, দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার চিত্ততোষণ করিব। তদনুসারে তিনি মনুনন্দন পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ করিয়া, ব্রহ্মযোনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এবং তপোধন অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে যজ্ঞার্থ বরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ রাজর্ষি-সত্তম নিমিকে কহিলেন, রাজন! ইন্দ্র আমাকে ইতিপূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহার যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

মহাযশা রাজা নিমি, বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। মহাতেজা বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। এদিকে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন রাজা নিমিও ঐ সকল বিপ্রর্ষিদিগকে আনয়ন করাইয়া নিজ নগরীর সন্নিকর্ষে হিমাচলের প্রস্থদেশে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং পঞ্চসহস্র বৎসর যজ্ঞে দীক্ষিত রহিলেন। ইন্দ্র পঞ্চশত বৎসর দীক্ষা ধারণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রের যজ্ঞাবসানে অনিন্দিত-স্বভাব ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ যজ্ঞে হোম করিবার জন্য যজমান রাজর্ষি নিমির যজ্ঞে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৌতম ঋত্বিক্‌পদে ব্রতী হইয়াছেন। তাহাতে মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্বিজ-সত্তম বশিষ্ঠ রাজদর্শনাপেক্ষায় মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করিয়া রহিলেন। ঐ দিন রাজাও যথাসুখে সুষুপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজর্ষির দর্শন না পাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ ক্রোধভরে কহিলেন, পাপাত্মন! তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছিলে, অথচ এক্ষণে দর্শন দিলে না, অতএব তুমি বিদেহ হইবে।

অনন্তর রাজর্ষি নিমি জাগরিত হইয়া ঐ অভিসম্পাত শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, সুতরাং আপনি যে আসিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই; তথাপি আপনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার প্রতি কালদণ্ডসদৃশ অভিশাপ প্রয়োগ

করিলেন। বিপ্রর্ষে! এই অপরাধে আপনাকেও চৈতন্য ও দেহ বিহীন হইয়া অনিকেতন বায়ুরূপে সর্ব্বলোক বিচরণ করিতে হইবে।

মহাপ্রভাব রাজেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ে ক্রোধবশত এইরূপে পরস্পর অভিসম্পাত করিয়া তুল্যরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সহসা দেহবিহীন হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

উর্ব্বশী-শাপ।

পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ প্রদীপ্ততেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, কাকুৎস্থ! দেবসঙ্কাশ রাজা নিমি এবং মহামুনি বশিষ্ঠ দেহ নিক্ষেপ করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

ইক্ষ্বাকুকুল-নন্দন মহাতেজা পুরুষপ্রবর রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ তপোধন রাজর্ষি ও বিপ্রর্ষি পরস্পরের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ দেহ বিসর্জ্জন করিয়া বায়ুরূপ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দেহবিহীন বায়ুরূপী ধর্ম্মবিৎ মহামতি বশিষ্ঠ দেহান্তর-প্রাপ্তি-বাসনায় দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! নিমির শাপে আমি দেহবিহীন হইয়াছি। প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে অন্য দেহ প্রদান করুন। তখন অমিতকান্তি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কহিলেন, মহামুনে! তুমি যাইয়া মিত্রাবরুণের তেজোমধ্যে প্রবেশ কর। দ্বিজসত্তম! তদ্দ্বারা দেহ প্রাপ্ত হইলে তুমি অযোনিসম্ভবই হইবে; তোমার ধর্ম্মহানিও হইবে না।

মহামুনি বশিষ্ঠ, পিতামহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন। ঐ সময় মিত্রদেবও সুরাসুর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্ষীরোদসাগরে বরুণের কার্য্য করিতেছিলেন। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ যখন বরুণালয়ে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় অপ্সরপ্রধানা উর্ব্বশীও যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে আগমন করিল। জলাধিপতি বরুণদেব স্বীয় আলয়মধ্যে উর্ব্বশীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া কামের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন, এবং ঐ বরাঙ্গনাকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার সহিত বহুবৎসর বিহার কর। তখন উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, জলাধিপতে! ইতিপূর্ব্বেই মিত্রদেব আমাকে বরণ করিয়াছেন; অতএব অন্য পুরুষকে ভজনা করিতে আমার সাহস হয় না। তখন কন্দর্প-শরপীড়িত বরুণদেব কহিলেন, চারুনিতম্বিনি! যদি তোমার সঙ্গমে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তুমি কেবল আমার প্রতি অনুরাগিণী হও। বরবর্ণিনি! তাহাতেই আমার বাসনা চরিতার্থ হইবে; আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভমধ্যে বীর্য্যসেক করিব।

লোকপাল বরুণের ঈদৃশ যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উর্ব্বশী পরম সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাতে প্রণয়িনী হইল এবং কহিল, দেব! তাহাই হউক। আমি আপনাতে হৃদয় নিক্ষেপ করিলাম, আমার দেহমাত্র মিত্রদেবের রহিল।

উর্ব্বশী এই কথা কহিলে, বরুণদেব জ্বলদগ্নি-সঙ্কাশ পরমাদ্ভুত তেজ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। উর্ব্বশীও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মিত্রদেবের নিকট গমন করিল। তখন মিত্রদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে কহিলেন, দুষ্টচারিণি! আমি তোমাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি, তথাপি তুমি কোন্ সাহসে স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে চিত্ত সমর্পণ করিলে! দুর্ব্বিনীতে! এই অপরাধ নিবন্ধন তোমাকে আমার ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া মনুষ্য-লোকে গমন পূর্ব্বক কিছুকাল বসতি করিতে হইবে। তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশিরাজ পুরূরবার নিকট গমন কর; সেই মহাযশা তোমার ভর্ত্তা হইবেন।

লক্ষ্মণ! এইরূপ অভিসম্পাত বশত উর্ব্বশী প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ঔরস পুত্র পুরূরবার নিকট গমন করিল। কালক্রমে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু নামে পুরূরবার এক মহাবল শ্রীমান পুত্র জন্মিল। মহেন্দ্রসদৃশ-কান্তি নহুষ সেই আয়ুর পুত্র। বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজ মহেন্দ্র অধিকারচ্যুত হইলে, নহুষ বহুসহস্র সম্বৎসর ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, চারুলোচনা উর্ব্বশী সেই অভিশাপ নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে করিতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইল, এবং বহুবৎসর তথায় বসতি করিয়া শাপাবসানে পুনর্ব্বার ইন্দ্রলোকে প্রত্যাগমন করিল।

নবপঞ্চাশ সর্গ।

মিথি-সম্ভব।

মহাবীর লক্ষ্মণ সেই অত্যাশ্চর্য্য দিব্য কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকুৎস্থ! দেব-সঙ্কাশ সেই ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি স্ব স্ব দেহ নিক্ষেপ করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমির কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! কুম্ভমধ্যে মহাত্মা বরুণের যে তেজ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা হইতে দুই তেজোময় ঋষিসত্তম উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ভগবান অগস্ত্য অগ্রে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি, 'আমি আপনকার পুত্র নহি,' বরুণদেবকে এই কথা বলিয়া কুম্ভ হইতে বহির্গত হইলেন।

লক্ষ্মণ! উর্ব্বশীকে দেখিয়া পূর্ব্বেই মিত্রের তেজও স্খলিত হইয়াছিল; যে কুম্ভে বরুণ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন, ঐ কুম্ভ-মধ্যে মিত্রের তেজও তৎপূর্ব্বেই নিষিক্ত হইয়াছিল। কিছু কালের পর ইক্ষ্বাকুবংশের কুলদেবতা মিত্রাবরুণজাত মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও ঐ কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন। জন্ম হইবামাত্র, মহাতেজা ইক্ষ্বাকু সেই অনিন্দিত মহর্ষিকে এই কুলের ইষ্টসাধক পুরোহিত স্বরূপে বরণ করিলেন।

লক্ষ্মণ! অপূর্ব্বদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুনর্দ্দেহ-প্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে এই বলিলাম; এক্ষণে নিমির যেরূপ হইয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজা নিমি দেহবিহীন হইলেন দেখিয়া ঋষিগণ সকলেই তাঁহার সেই বিদেহ অবস্থাতেও তাঁহাকে যাজন করাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই বিসৃষ্ট দেহ রক্ষা করিয়া বারংবার উৎকৃষ্ট গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উহার পূজা করিতে থাকিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণ তথায় আগমন করিলেন, এবং মহর্ষিদিগের সমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিমির আত্মাকে কহিলেন, রাজর্ষে! তোমার কোথায় জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ হয়, প্রার্থনা কর।

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিমির আত্মা কহিলেন, সুরসত্তমগণ! আমি সর্ব্বভূতের চক্ষে বাস করিব। দেবগণ কহিলেন, 'তথাস্তু'; তুমি সর্ব্বভূতের চক্ষে বায়ুরূপে বিচরণ করিবে; দেহী সকল তোমার জন্যই চক্ষুর বিশ্রামার্থ বারংবার নিমেষ নিক্ষেপ করিবে। এই কথা কহিয়া দেবগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ঋষিগণও মহাত্মা নিমির পুত্রোৎপাদনার্থ মন্ত্র ও হোম সহকারে তাঁহার দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন। তখন তাহা হইতে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মথন হইতে জন্ম হইল বলিয়া তাঁহার নাম "মিথি" এবং জনন হেতু আর এক নাম "জনক" হইল। মহাত্মা মহাতপা নিমি বিদেহ হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশীয় রাজগণ সকলেই "বিদেহ" নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

লক্ষ্মণ! মহাবীর্য্য বিদেহরাজ প্রথম জনক মিথির এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার নামানুসারেই মিথিলার নাম হইয়াছে।

সৌম্য! রাজর্ষির শাপে বিপ্রর্ষির এবং বিপ্রর্ষির শাপে রাজর্ষির যেরূপে পুনরুৎপত্তি হইয়াছিল, আমি তোমায় তাহা এই বিস্তার পূর্ব্বক বলিলাম।

ষষ্টিতম সর্গ।

যযাতি-শাপ।

অমিতবিক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, পরবীরনিহন্তা লক্ষ্মণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজশার্দ্দূল! পুরাকালে রাজর্ষি নিমি ও মহর্ষি বশিষ্ঠের অতি অদ্ভুত কাণ্ডই হইয়াছিল। যাহা হউক, নিমি মহাবীর ক্ষত্রিয় ছিলেন; বিশেষত তৎকালে তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তথাপি মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই কেন?

দীপ্ততেজা মহাবীর ভ্রাতা লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, সর্ব্বরঞ্জন রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, সৌমিত্রে! ক্রোধ নিবারণ করা অতীব দুঃসাধ্য; যাহা হউক, রাজা যযাতি সত্ত্বগুণানুগত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক যেরূপে ক্রোধ নিবারণ করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর।

নহুষের পুত্র যযাতি নামে এক প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। সৌম্য! তাঁহার দুই মহিষী ছিলেন। তাঁহাদিগের ন্যায় রূপবতী মহিলা ভূমণ্ডলে আর কেহই ছিল না। মহিষীদ্বয়ের মধ্যে বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা রাজার সমাদরভাগিনী ও প্রেয়সী ছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষী শুক্রাচার্য্যের তনয়া সুমধ্যমা দেবযানী ভূপতির প্রণয়ভাগিনী হইতে পারেন নাই। শর্ম্মিষ্ঠা স্বতেজপ্রথিত দেবপুত্র-সঙ্কাশ পুরুকে ও দেবযানী যদুকে প্রসব করিয়াছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি প্রণয় নিবন্ধন রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরুকেই ভাল বাসিতেন। তাহাতে দুঃখিত হইয়া যদু নিজ জননীকে কহিলেন, মাত! ভৃগুবংশে অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনাকে এতাদৃশ অপমান ও দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে! অতএব আসুন, আমরা উভয়ে একসঙ্গে হুতাশনে প্রবেশ করি; রাজা দৈত্যনন্দিনীর সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাকুন। অথবা, যদি আপনি সহ্য করিতে পারেন, করুন; কিন্তু আমাকে অগ্নি-প্রবেশে অনুমতি করুন। ক্ষমা করিতে হয়, আপনি করুন; আমি কখনই করিব না; আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পুত্র কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলে, দেবযানী অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র ভার্গব দেবযানীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দুহিতাকে তাদৃশ অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রহৃষ্ট ও অচেতনপ্রায় দেখিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, একি!

অনন্তর সুসংক্রুদ্ধ দেবযানী প্রদীপ্ততেজা পিতাকে কহিলেন, পিত! আমি অগ্নি বা জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইব, অথবা সুতীক্ষ্ণ গরল ভক্ষণ করিব; দ্বিজসত্তম! আপনি আমাকে অনুমতি করুন; আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অপমানিত হইয়া আমি অতীব দুঃখিত হইয়াছি। দেখুন, বৃক্ষের দুরবস্থা করিলে, বৃক্ষজাত ফলপুষ্পাদিরও দুরবস্থা হইয়া থাকে। আর পিত! রাজা আমার অবমাননা ও আমাকে অনাদর করিয়া আপনারও অবমাননা ও পরম পরিভব করিতেছেন!

দেবযানীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শুক্রাচার্য্য ক্রোধপরিপূর্ণ হইয়া নহুষনন্দন যযাতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, নহুষতনয়! তুমি আমার দুহিতাকে অনাদর করিতেছ, এই অপরাধে তুমি জরায় জীর্ণ হইয়া শিথিলাঙ্গ হও।

মহাযশা বিপ্রর্ষি শুক্রাচার্য্য, রাজা যযাতিকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান পূর্ব্বক নিজ কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

পুরুর রাজ্যাভিষেক।

শুক্রাচার্য্য ক্রোধভরে অভিসম্পাত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নহুষনন্দন যযাতি

নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং পরম জরা-গ্রস্ত হইয়া যদুকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর। আমি তোমাতে দুর্ব্বার জরা সংক্রামিত করিয়া যথেচ্ছ বিষয়সুখ উপভোগ করিব। নরর্ষভ! আমি এখনও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব যথেচ্ছ বিষয়সুখ উপভোগ করিয়া, অবশেষে জরা পুনর্গ্রহণ করিব। কিন্তু যদু পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, রাজন! আপনকার প্রিয়পুত্র পুরুই জরা গ্রহণ করিবে। পার্থিবসত্তম! আপনি আমাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব আপনি যাহাদিগের সহিত ভোগসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহারাই জরা গ্রহণ করুক।

পুত্র যদুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাতেজা নরনাথ যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি দুরাত্মা রাক্ষসকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছি! কারণ তুমি এমনই অজ্ঞান যে, আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে না! যাহা হউক, তুমি আজ্ঞাবহ পুত্র হইয়াও আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে না, এই জন্য তুমি নিদারুণ যাতুধান রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে। দুর্ম্মতে! তোমার বংশ চন্দ্রবংশের মধ্যে অপকৃষ্ট হইবে; আর তোমার বংশ দুরাচারী হইয়া অধিককাল স্থায়ীও হইবে না।

রাজর্ষি যযাতি যদুকে এইরূপ বলিয়া অবশেষে পুরুকে কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর। নহুষনন্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরু কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত! আমি আপনকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইলাম—ধন্য হইলাম।

ধর্ম্মাত্মা নহুষনন্দন রাজর্ষি যযাতি পুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, এবং পুরুতে জরা সংক্রামণ পূর্ব্বক শাপমুক্ত ও পুনর্ব্বার তরুণ হইয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলেন। এইরূপে বহুকাল গত হইলে রাজর্ষি যযাতি পুরুকে কহিলেন, পুত্র! এক্ষণে আমাকে ন্যস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিয়া তুমি স্বকর্ত্তব্য সাধন কর। ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার নিকট ন্যাসস্বরূপে জরা রক্ষা করিয়াছিলাম, অতএব এক্ষণে উহা পুনর্গ্রহণ করিতেছি; তুমি অন্যথা করিও না। বৎস! তুমি পিতৃভক্তি বশত আমার বাক্য রক্ষা করিয়াছ; অতএব তুমিই চিরন্তন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইবে।

লক্ষ্মণ! রাজর্ষি যযাতি এইরূপ কহিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন ধর্ম্মবিৎ পুরু অনুত্তম প্রতিষ্ঠান-নগরে পুরন্দরের ন্যায় রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে মহাবীর্য্য যদু সহস্র সহস্র যাতুধান উৎপাদন করিয়া স্বীয় বংশ বিস্তার ও ক্রৌঞ্চবর নামক নগরে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ! রাজর্ষি যযাতি শুক্রাচার্য্য-প্রদত্ত অভিসম্পাত ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে এইরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি সেরূপ করিতে পারেন নাই।

সৌম্য! আমি তোমাকে সর্ব্বকার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ এই আখ্যান বলিলাম। এই

নিদর্শনেই আমাকে চলিতে হইবে; তাহা হইলে আমার কোন দোষই হইবে না।

শশি-নিভানন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, ইতিমধ্যে আকাশে তারকাজাল বিরল হইয়া আসিল এবং দিক সকল অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া যেন কুসুমরাগ-রঞ্জিত বসনে অবগুণ্ঠিতা হইল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

সারমেয়-বাক্য।

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই নাতিশীতোষ্ণ বাসন্তিক রজনী অতিবাহিত হইল। অনন্তর বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ককুৎস্থনন্দন রাজীবলোচন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ধর্ম্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ, পৌরগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, ঋষি কাশ্যপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী এবং অপরাপর ধর্ম্মপাঠকগণের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজসিংহ রামচন্দ্রের সভা নীতিজ্ঞ জনগণে ও সচ্চরিত্র রাজগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র, যম বা বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন! তুমি সভা হইতে বহির্গত হইয়া আবেদনকারীদিগকে আহ্বান কর।

লঘুবিক্রম লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বারদেশে আগমন করিয়া স্বয়ং কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথায় কেহই বলিল না যে, আমার আবেদন আছে। বস্তুত রামরাজ্যে ঈতি বা ব্যাধিভয় ছিল না। বসুমতী সর্ব্বৌষধি সমন্বিত হইয়া সুপক্ক শস্য উৎপাদন করিতেন। শৈশব, যৌবন বা মধ্যম বয়সে কেহই কালকবলে পতিত হইত না। সকলেই ধর্ম্মানুসারে শাসিত হইত; সুতরাং কেহই কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। অতএব রামরাজ্যে কাহারও রাজদ্বারে কোন আবেদন করিবার কারণ ছিলনা। সুতরাং লক্ষ্মণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অর্থী কেহই উপস্থিত নাই। তখন রামচন্দ্র মনোমধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া অনুসন্ধান কর, কেহ কার্য্যার্থী আছে কি না। দণ্ডনীতি যথাযথ বিহিত হইলে, কোথাও অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকে না; সেই জন্যই প্রজাবর্গ রাজভয়ে আপনারাই আপনাদিগকে পরস্পর রক্ষা করিতেছে। মহাবাহো! আমার নীতিই আমার বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষা করিতেছে সত্য, তথাপি সৌমিত্রে! তুমি অতি তৎপর হইয়া প্রজাপালনে 'নিযুক্ত থাকিবে।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, এক কুক্কুর দ্বারদেশে দুই পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তিনি উপস্থিত হইবামাত্র ঐ কুক্কুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বারং-

বার উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর্য্য লক্ষ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারমেয়! তোমার আবেদন কি, বিশ্বস্ত মানসে ব্যক্ত কর।

সারমেয় লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তর করিল, মহাবাহো! আমার ইচ্ছা, আমি সর্ব্বভূত-শরণ্য, সর্ব্বভয়ে অভয়দাতা, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রেরই নিকট আমার বক্তব্য নিবেদন করিব।

সারমেয়ের বাক্য শুনিয়া, লক্ষ্মণ সংবাদদানার্থ শুভ রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে ঐ কথা বিজ্ঞাপন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কহিলেন, সারমেয়! যদি তোমার কোন বক্তব্য থাকে ত রাজসমীপে আগমন করিয়াই ব্যক্ত কর।

সারমেয়, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিল, সৌমিত্রে! কুক্কুরযোনি সর্ব্বযোনির অধম; কুক্কুর দেবালয়, রাজভবন ও ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহে। অতএব আমি রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারিব না। সত্যবাদী, রণপটু, সর্ব্বভূতের হিতসাধননিরত রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; তিনি ষড়্গুণপ্রয়োগের স্থল সকল বিলক্ষণ অবগত আছেন; এবং তিনি নীতিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বরঞ্জক। তিনি চন্দ্র, যম, ধর্ম্ম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণের স্বরূপ। অতএব সৌমিত্রে! আপনি অগ্রে সেই প্রজাপাল রামচন্দ্রকে বিশেষ নিবেদন করুন; তাঁহার আদেশ ব্যতীত ভবনমধ্যে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হয় না।

তখন মহাভাগ লক্ষ্মণ করুণা নিবন্ধন রাজভবনে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, বিভো! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। মহাবাহো কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আপনকার আদেশক্রমে আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যে আবেদনকারীর সংবাদ দিয়াছি, সে এক কুক্কুর, আবেদনার্থ আপনকার দ্বারে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! যে কেহই হউক না, সে যখন কার্য্যার্থ আগমন করিয়াছে, তখন তাহাকে সত্বর আনয়ন কর।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সারমেয়-ব্রাহ্মণ-সংবাদ।

রামচন্দ্র কুক্কুরকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, সারমেয়! তোমার কি বক্তব্য আছে স্বচ্ছন্দে বল, কোন ভয় করিও না।

অনন্তর ভগ্নমস্তক কুক্কুর তত্রোপবিষ্ট রাজাকে দর্শন করিয়া কহিল, রাজন! রাজাই প্রজার কর্ত্তা এবং রাজাই প্রজার বিনাশক। প্রজাবর্গ নিদ্রিত হইলে, রাজা জাগ্রত থাকেন। রাজাই প্রজাপালক, এবং রাজাই সুনীতি দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা করেন। রাজা পালন না করিলে প্রজা অবিলম্বেই নাশ পায়। ফলত রাজাই কর্ত্তা, গোপ্তা ও সর্ব্ব জগতের পিতা। রাজা কাল ও যুগ; এবং রাজাই সর্ব্বজগৎ।

ধারণ হইতে ধর্ম্মের নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম সচরাচর ত্রৈলোক্য ও প্রজাবর্গ ধারণ করিয়া আছে। শত্রুদিগকে ধারণ (নিবারণ) করিয়াও ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন করিতেছে। অতএব ধারণই ধর্ম্মনামে নির্নীত হইয়াছে। রামচন্দ্র! প্রজা-পালনে ইহ পর উভয় কালেই পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে। আমার বিবেচনা হয়, ধর্ম্ম দ্বারা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই। রাজন! দান, দয়া, সাধুপূজা ও ব্যবহারে সরলতা ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং পরকালেও ফলপ্রদ। সুব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ; সাধুচরিত ধর্ম্মও আপনকার অবিদিত নাই। আপনি নিখিল ধর্ম্মের পরম নিধান ও সর্ব্বগুণের সাগর স্বরূপ। রাজন! আমি অজ্ঞান বশতই আপনাকে এই সকল কথা কহিলাম। রাজ-সত্তম! এক্ষণে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই-বেন না।

রামচন্দ্র সারমেয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, সারমেয়! এক্ষণে আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে সত্বর বল, বিলম্ব করিও না।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুক্কুর কহিল, মহারাজ! সর্ব্বভয়-নিবারক রাজা ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মানুসারেই প্রজা পালন করেন, এবং ধর্ম্ম দ্বারাই অন্যের শরণ্য হইয়া থাকেন; আপনি এই কথা স্মরণ রাখিয়া, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাঘব! সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই নগরে বাস করেন; তিনি অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন, আমি কোন অপরাধই করি নাই।

রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বার-পালকে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বারপাল সেই সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-বিশারদ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ তত্রোপবিষ্ট মহাদ্যুতি রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, অনঘ রামচন্দ্র! আমাকে আপনকার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে বলুন।

ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-চন্দ্র কহিলেন, ভো ব্রাহ্মণ! আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন। এ আপন-কার কি অপকার করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে দণ্ডাঘাত করিয়াছেন? ক্রোধ প্রাণ-হর শত্রু; ক্রোধ মিত্রমুখ রিপু; এবং ক্রোধ মহাতীক্ষ্ণ অসি। ফলত ক্রোধ সর্ব্বস্ব নাশ করে। যে কিছু তপস্যা, যাগ ও দান করা যায়, ক্রোধ সে সমস্তই দগ্ধ করে; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল দুষ্ট অশ্বের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, ধৈর্য্য সহকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংক্ষেপ করিয়া, সুসারথির ন্যায় উহাদিগকে দমন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য মন, বাক্য, কর্ম্ম ও চক্ষু দ্বারা আচার ব্যবহার করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি এই সকলের দ্বারা লোকের হিতাচরণ করেন, কেহই তাঁহার দ্বেষ করে না, এবং তাঁহাকে কোন পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। আত্মা দুরনুষ্ঠিত হইলে যেরূপ অপকার করে, সুতীক্ষ্ণ অসি, পদাহত সর্প বা সুসংক্রুদ্ধ শত্রুও

সেরূপ করিতে পারে না। সুশিক্ষিত হইলেই যে প্রকৃতি ভাল হইবে, তাহা বলা যায় না; আর প্রকৃতি গোপন করিলেও, প্রকৃতি স্পষ্ট প্রকটিত হইয়া পড়ে।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাজরাজেন্দ্র! আমি ক্রোধে অভিভূত হইয়াই ইহাকে প্রহার করিয়াছি। ভিক্ষার কালাতিক্রম পূর্ব্বক ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আমি দেখিতে পাইলাম, এই কুক্কুর পথ রোধ করিয়া আছে। আমি বারংবার 'যা, যা!' বলিলাম; কিন্তু এই সারমেয়, অবহেলা পূর্ব্বক ঈষৎ অপসৃত হইয়া পথপ্রান্তেই বিষমভাগে অবস্থিতি করিল। আমি একে ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম, তাহাতে আবার এই কুক্কুরের তাদৃশ আচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়াছিলাম। রাঘব! আমি অপরাধ করিয়াছি; আপনি আমার দণ্ডবিধান করুন। রাজেন্দ্র! আপনি দণ্ড করিলে, আর আমার নরকের ভয় থাকিবে না।

অনন্তর রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য? ইহাঁর কিরূপ দণ্ড করা যায়? অপরাধের যথোপযুক্ত দণ্ড হইলেই প্রজা রক্ষিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজধর্ম্মবিশারদ বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অঙ্গিরস ও কুৎসাদি ঋষিগণ, প্রধান প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ এবং সচিব ও পৌরগণ সকলেই একবাক্য হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! ব্রাহ্মণের দণ্ডাঘাত বিধান নাই।

অনন্তর রাজধর্ম্মবিৎ মুনিগণ সকলেই পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাঘব! রাজাই সকলের শাসনকর্ত্তা; বিশেষত আপনি ত্রিলোকের শাসনকর্ত্তা, সাক্ষাৎ সনাতন দেব বিষ্ণু। অতএব আপনি নিজেই ইহাঁর উপযুক্ত দণ্ড নির্ণয় করুন।

সকলে এইরূপ কহিলে, কুক্কুর কহিল, রাজন! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং আমার অভিলষিত সাধন করা যদি আপনকার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। মহারাজ! 'তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে' বলিয়া আপনি আমাকে বরদানের অঙ্গীকারও করিয়াছেন। অতএব আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি এই ব্রাহ্মণকে কালঞ্জরের কুলপতিপদ প্রদান করুন।

রামচন্দ্র কুক্কুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে অভিষেক করিলেন। ব্রাহ্মণ এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া গজস্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, মহাদ্যুতে! আপনি ত ইহার দণ্ড করিলেন না, পুরস্কারই করিলেন!

মন্ত্রীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, তোমরা কার্য্যকারণের তত্ত্বজ্ঞ নহ; এই কুক্কুরই কারণ জানে। এই কথা

বলিয়া রামচন্দ্র নিজেই কুকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সারমেয় কহিল, রাজন! পূর্ব্বে আমিও সেই কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম। আমি অগ্রে সকলকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ অবশিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতাম; দেব ও দ্বিজাতি পূজা এবং দাস ও দাসী সম্বন্ধে যে সকল ব্যয় আবশ্যক, সমস্ত যথোচিত বিভাগ করিতাম; এবং সৎকার্য্যেই আসক্ত ছিলাম। আমি দেবদ্রব্য সম্যক রক্ষা করিতাম, এবং বিনীত, সুশীল ও সর্ব্বভূতের হিত-সাধনে নিরত ছিলাম। রাঘব! তথাপি আমি এই ঘোর অধম-গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ! এই ধর্ম্মত্যাগী, অহিতরত, ক্রুর, নৃশংস, অজ্ঞান, পাপাচারী, অধার্ম্মিক, ক্রোধান্বিত ব্রাহ্মণকেও এইরূপ হইতে হইবে। মহারাজ! কুলপতির কার্য্য ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত-পুরুষকে নরকে পাতিত করে; অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির কার্য্য করিবে না। যে ব্যক্তিকে পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবের সহিত নরকে পাতিত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই দেবতা গো এবং ব্রাহ্মণের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব এবং স্ত্রীধন ও বালকধন একবার দান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করে, সে সর্ব্ব অভীষ্টের সহিত নাশ পায়। রাঘব! যে নরাধম ব্রাহ্মণের বা দেবতার দ্রব্য হরণ করে, সে সদ্য বীচিনামক ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং তদনন্তর ক্রমশ এক নরক হইতে আর এক নরকে পতিত হইতে থাকে।

সারমেয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মহাতেজা সারমেয়ও যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল। সে কুকুরজাতি-মাত্রে দূষিত হইয়াছিল; কিন্তু বাস্তবিক জাতিস্মর ও মনস্বী ছিল। সেই মহাভাগ সারমেয় অবশেষে বারাণসীতে যাইয়া প্রায়োপবেশন করিল।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

গৃধ্রোলূক-সংবাদ।

অযোধ্যার সন্নিহিত নানা-পাদপ-শোভিত নানা-নদ-নদী-সমাচ্ছন্ন অনেক-কোকিল-কূজিত সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকীর্ণ নানা-বিহঙ্গম-সমাবৃত মনোরম পর্ব্বত-কাননে এক বৃদ্ধ উলূক বহু-কাল হইতে বাস করিত। এই সময় এক দুষ্টাত্মা গৃধ্র, উলূকের বাসস্থানকে আমার বাসস্থান বলিয়া, তাহার সহিত কলহ আরম্ভ করিল।

অনন্তর উলূক ও গৃধ্র উভয়েই কহিল, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সর্ব্ব লোকের রাজা; অতএব চল, আমরা তাঁহারই শরণাগত হইয়া নিষ্পত্তি করি, এই বাসস্থান কাহার। এই-রূপ স্থির করিয়া উভয়েই ক্রোধ ও অমর্ষ ভরে কলহ করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

অনন্তর গৃধ্র নরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, মহাত্মাতে! আমি বোধ

করি, আপনি যাবদীয় সুরাসুরের প্রধান, এবং বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য হইতেও অধিক; আপনি নিখিল লোকের পরাবরজ্ঞ; আপনি চন্দ্রের সমান কান্তিমান এবং সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য; আপনি গৌরবে হিমাচল, গাম্ভীর্য্যে সাগর, ক্ষমায় ধরণী ও বেগে অনিলের সমান; আপনি লোকপালের সমকক্ষ এবং গুরু, সত্ত্ব-সম্পন্ন ও কীর্ত্তিমান; আপনি অমর্ষণস্বভাব, দুর্জ্জয়, জেতা ও সর্ব্বাস্ত্রবিধির পারদর্শী। নরনাথ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। রাজন রামচন্দ্র! আমি পূর্ব্বে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে এই উলূক স্বীয় বাহুবীর্য্য দ্বারা উহা কাড়িয়া লইতেছে; আপনি এই বিপদ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন।

গৃধ্র এইরূপ কহিলে, উলূক কহিল, রামচন্দ্র! রাজা চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও যমের অংশে উৎপন্ন হয়েন; তাঁহাতে মানুষের অংশও কিঞ্চিৎ থাকে। আপনকার ত কথাই নাই; আপনি সর্ব্বময় দ্বিতীয় দেব নারায়ণ। রাজন! সৌম্যতাগুণ আপনাতে সম্যক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তদ্দ্বারা আপনি সকলকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকেন; সেই হেতু আপনি চন্দ্রের অংশজ। প্রজানাথ! ক্রোধ, দণ্ড ও দান বিষয়ে আপনি ইন্দ্রের সমান; আপনি ইন্দ্রেরই ন্যায় পাপভয় দূর করিয়া থাকেন; এবং আপনি ইন্দ্রেরই সদৃশ দাতা, হর্ত্তা ও রক্ষিতা; অতএব আপনি ইন্দ্রের অংশজ। মহারাজ! আপনি সাক্ষাৎ পাবকের ন্যায় তেজস্বী ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য; এবং আপনি পাপীদিগকে অতি তীক্ষ্ণরূপে তাপিত করিতেছেন; এইজন্য ভাস্করের অংশ আপনাতে বর্ত্তমান। রাজসত্তম! আপনি সাক্ষাৎ ধনেশ্বর কুবেরের সদৃশ, অথবা তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ; ধনদের ন্যায় রাজলক্ষ্মীও আপনাতে নিত্য বিরাজ করিতেছে; আপনকার ভাণ্ডারও কুবেরের ন্যায় পরিপূর্ণ; অতএব আপনি আমাদিগের কুবের। মহারাজ! আপনি চরাচর সর্ব্বভূতকেই সমান দেখিয়া থাকেন; শত্রুমিত্র উভয়ের প্রতিই আপনকার দৃষ্টি সমান; ব্যবহার-বিধানানুসারে আপনি নিয়ত ধর্ম্ম পূর্ব্বকই শাসন করিতেছেন; এবং আপনি যাহার প্রতি রুষ্ট হয়েন, মৃত্যু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এই জন্যই আপনাকে যমের অংশ বলা যায়। নৃপসত্তম! আপনাতে যে মানুষের অংশ আছে, তাহাতেই আপনি সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল হইয়াছেন। অনঘ! অনাথ দুর্ব্বলের রাজাই বল। ধর্ম্মাত্মন! আপনি অন্ধের চক্ষু ও অগতির গতি; আপনি মাদৃশ তির্য্যক জাতিরও রক্ষাকর্ত্তা; অতএব ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। এই গৃধ্র বলপূর্ব্বক আমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছে, এবং আমাকে পীড়া দিতেছে। নরপুঙ্গব! আপনি দেবতা ও মানুষ উভয়েরই শাসনকর্ত্তা; অতএব, আপনি এই অত্যাচারের প্রতিকার করুন।

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়া স্বয়ং সচিবদিগকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত,

বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র, এই কয়েকজন রামচন্দ্রের মন্ত্রী; ইহাঁরাই রাজা দশরথেরও মন্ত্রী ছিলেন। নরনাথ রামচন্দ্র এই সকল নীতি-সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, লজ্জাশীল, সৎ-কুল-সম্ভূত, নয়মন্ত্র-সুনিপুণ মহাত্মা মন্ত্রী-দিগকে লইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক কলহ-স্থানে গমন করিলেন, এবং পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গৃধ্র ও উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃধ্র! কত বৎসর তুমি এই ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছ? উলূক! তুমিই বা কত কাল করিয়াছ? যদি মনে থাকে, আমাকে যথার্থ করিয়া বল।

গৃধ্র এই কথা শুনিয়া রাঘবকে কহিল, লোকনাথ! যৎকালে মনুষ্যজাতি উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে এই বসুমতী ব্যাপ্ত করে, আমি সেই অবধিই এই আলয়ে বাস করি-তেছি। উলূক কহিল, রাজন! এই পৃথিবী যখন প্রথম পাদপে পরিশোভিত হয়, তদবধি আমি এই আলয়ে বাস করিয়া আসিতেছি।

রামচন্দ্র এইরূপ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, অমাত্যগণ! যে সভায় বৃদ্ধ ব্যক্তি না থাকেন, সে সভাই নহে; যাঁহারা ধর্ম্ম-কথা না কহেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নহেন; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, সে ধর্ম্মই নহে; যে সত্যে ছল থাকে, সে সত্যই নহে; আর যে সকল সভ্য সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া কোন কথাই না কহেন, তাঁহারা সহস্র বারুণ-পাশ দ্বারা আপনাদিগকে বন্ধন করেন; পূর্ণ সংবৎ-সরান্তে তাঁহাদিগের এক এক পাশ মোচন হয়; অতএব, জানিলে সাহস পূর্ব্বক ঝটিতি সত্য কথাই কহিবে।

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহামতে! উলূকের কথাই সত্য বোধ হইতেছে; গৃধ্র সত্য বলিতেছে না। মহারাজ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ; কারণ, রাজাই পরম গতি; রাজাই প্রজার মূল; এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। রাজা যে সকল অপরাধীর দণ্ড করেন, তাহাদিগের আর নরক হয় না; তাহারা যমের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ধার্ম্মিক পুরুষের ন্যায় সদ্গতি লাভ করে।

রামচন্দ্র সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর্গ! পুরাণে যেরূপ কথিত আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়-সময়ে প্রথমত চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডল সহিত আকাশ, এবং পর্ব্বত-কানন-সহিতা পৃথিবী, অধিক কি, সলিলার্ণব-সম্ভূত সচরাচর ত্রৈলোক্য একাকার হইয়া দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় নিশ্চল ও স্তম্ভিত হইল। অনন্তর পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত আবার বিষ্ণুর কুক্ষি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বভূতময় মহা-তেজা বিষ্ণু পৃথিবীকে নিগৃহীত করিয়া সলিলার্ণবে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেক সম্বৎসর নিদ্রিত রহিলেন।

নারায়ণ সৃষ্টিস্রোত রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মাও তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুর নাভি হইতে স্বর্ণ সুবর্ণ পদ্ম বহির্গত হইলে মহাপ্রভু ব্রহ্মাও তৎসঙ্গে বহির্গত হইয়া

যোগাবলম্বন পূর্ব্বক পৃথিবী, বায়ু এবং বৃক্ষ সহিত পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়া ক্রমে মনুষ্য সরীসৃপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ জীববর্গ সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীর্য্য ঘোররূপী সুদুর্দ্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হইল। প্রজাপতিকে দেখিয়াই ঐ দানবদ্বয় মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভু বিকট চীৎকার করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর হরি চক্রপ্রহারে ঐ দুই দানবকে সংহার করিলেন। উহাদিগের মেদ দ্বারা পৃথিবী সর্ব্বত্র প্লাবিত হইল। তখন লোকপালক হরি পৃথিবীকে পুনঃশোধন করিলেন। পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইলে বিবিধ পাদপ, সমস্ত ওষধি ও নানা প্রকার শস্য সকল উৎপন্ন হইয়া উহাকে আচ্ছন্ন করিল। মেদে ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি পৃথিবীর "মেদিনী" নাম হইয়াছে। যাহা হউক, সদস্যগণ! আমিও এই জন্যই স্থির করিতেছি যে, এই বাসস্থান গৃধ্রের নহে, ইহা উলূকেরই। অতএব. পরগৃহ-অপহরণ-কর্ত্তা এই গৃধ্রের দণ্ড করা কর্ত্তব্য। এই পাপাত্মা পরের উপর উৎপাত করিতেছে; সুতরাং এ অতীব দুর্দ্দান্ত।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র বিশেষ বিজ্ঞাপনার্থ অন্তরীক্ষে দৈববাণী হইল যে, রাম! তুমি আর এই গৃধ্রকে বিনাশ করিও না; এ ইতিপূর্ব্বেই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আছে। এই লোকনাথ নরেশ্বরকে মহর্ষি গৌতম দগ্ধ করিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মদত্ত নামে সত্যব্রত শুদ্ধাচার শূর নরপতি ছিলেন। একদা মহর্ষি গৌতম আহার যাচ্ঞার্থ ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষ ইহাঁর ভবনে আহার করিলেন। এই সময় রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বয়ংই মহর্ষিকে যথোপযুক্ত পাদ্যার্ঘ্য প্রদান এবং তাঁহার আহারের জন্য বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কিন্তু দৈবক্রমে এক দিন ঋষির আহারে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ঋষি নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন; কহিলেন, রাজন! তুমি গৃধ্র হও। রাজা কহিলেন, মহর্ষে! এরূপ অভিসম্পাত করিবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি না জানিয়া অপরাধী হইয়াছি। মহাভাগ মহাব্রত! আমার শাপ মোচন করুন।

তখন মহর্ষি গৌতম রাজার সেই পাপ অজ্ঞানকৃত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, রাজন! ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে মহাযশা মহাভাগ রাজীবলোচন এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন; নরশ্রেষ্ঠ! তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে।

এইরূপ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন; অমনি নরপতি গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য-গন্ধানুলিপ্ত দিব্য-পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামচন্দ্র! "সাধু! সাধু!" বিভো! আমি আপনকার প্রসাদে

ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম! আজি আপনি আমার শাপ বিমোচন করিলেন!

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

ঋষি-সমাগম।

অনন্তর দ্বারপাল আসিয়া নরনাথ রামচন্দ্রকে নিবেদন করিল, রাজেন্দ্র! যমুনাতীরবাসী তপঃপরায়ণ মহর্ষিবৃন্দ, ভৃগুবংশোৎপন্ন মহামুনি চ্যবনকে অগ্রে করিয়া রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বারপালকে কহিলেন, প্রতীহার! চ্যবন প্রভৃতি মহাত্মা মহর্ষিদিগকে সত্বর আনয়ন কর।

তখন দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সমাগত তাপসদিগকে রাজভবনে প্রবেশ করাইল। তাপসবৃন্দ যথাবিধানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র রাজলক্ষ্মী ও নিজ তেজোদ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইতেছেন। তখন তাঁহারা কলসে করিয়া যে বিবিধ তীর্থের পবিত্র জল, এবং ফলমূল আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত রামচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাতেজা রামচন্দ্র প্রীতিসহকারে তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া তপস্বীদিগকে কহিলেন, তপোধনগণ! এই আসন সকল রহিয়াছে, আপনারা যথোপযুক্ত রূপে উপবেশন করুন। রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই কুশবিস্তৃত কাঞ্চনময় রুচিরকান্তি আসনে উপবেশন করিলেন।

মহাভাগ তাপসগণ সকলেই উপবেশন করিলেন দেখিয়া পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, তপোধনগণ! আপনাদিগের আগমনের কারণ কি? আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আমি সর্ব্ববিষয়েই তপঃসিদ্ধ মহর্ষিদিগের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সমগ্র রাজ্য ও এই হৃদিস্থিত জীবন, আমার এ সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত।

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যমুনাতীরবাসী মহাত্মা মহর্ষিবৃন্দ সকলেই উচ্চস্বরে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন, এবং পরম পুলকিত হইয়া কহিলেন, নরব্যাঘ্র! ভূমণ্ডলে আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এরূপ বাক্য বলিতে পারেন না। রাজন! অনেক মহাবল রাজা হইয়াছিলেন; পরন্তু আমাদিগের কার্য্য হয় ত গুরুতর হইবে ভাবিয়া, কেহই অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই। আপনি কিন্তু কার্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়াই কেবল ব্রাহ্মণের গৌরব নিবন্ধন অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতএব আপনি যে আমাদিগের কার্য্য সাধন করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহই নাই। রাজন! আপনি আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

লবণোৎপত্তি।

মহর্ষিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র কহিলেন, আপনাদিগের কার্য্য কি, ব্যক্ত করুন। আপনাদিগের ভয় অবশ্যই বিদূরিত হইবে।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, ভার্গব চ্যবন কহিলেন, নরনাথ! যে জন্য আমাদিগের ও আমাদিগের সমস্ত প্রদেশের ভয় হইয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। রাম! সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর নপ্তা মধু নামে এক মহাসুর প্রাদুর্ভূত হয়। সে ব্রাহ্মণ-হিতকারী, বদান্য ও সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিল; সুতরাং উহার সহিত সুরগণের পরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মধুকে তাদৃশ বীর্য্য-সম্পন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ দেখিয়া দেবদেব মহাত্মা রুদ্রদেব উহার তাদৃশ সদ্‌গুণের সমাদর করিয়া উহাকে এক অদ্ভুত বর দান করিয়াছিলেন। তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ শূল হইতে এক মহাবীর্য্য মহাবল-সম্পন্ন শূল উৎপাদন পূর্ব্বক উহা তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন; এবং কহিয়াছিলেন, মধো! আমি তোমার এই অতুল ধর্ম্ম-প্রবণতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে এই বিঘ্নবিনাশক শুভদায়ক শূল প্রদান করিতেছি। তুমি যতদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ না করিবে, এই শূল ততদিন তোমার নিকট থাকিবে; কিন্তু অন্যথা হইলেই লোপ পাইবে। যে ব্যক্তি সাহসী হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এই শূল তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া তোমারই হস্তে পুনরাগমন করিবে।

রাম! এই প্রকারে মহাশূল লাভ করিয়া মহাসুর মধু সহাস্য বদনে প্রণতি পূর্ব্বক মহাদেবকে কহিল, ভগবন! আপনি সকল বরই প্রদান করিতে পারেন, আপনকার প্রসাদে এই অনুত্তম শূল যেন পরম্পরাক্রমে আমার বংশেই অবস্থিতি করে।

অসুর এইরূপ কহিলে, সর্ব্বভূতপতি মহাদেব প্রবোধবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, মধো! তাহা হইতে পারে না। তবে তোমার প্রার্থনা বিফল না হয়, এই জন্য আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের নিকটেও থাকিবে। যতক্ষণ শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে সুরাসুর প্রভৃতি সর্ব্বভূতেরই অবধ্য হইবে।

রাম! অসুরশ্রেষ্ঠ মধু এইরূপ অদ্ভুত বর লাভ করিয়া এক সুপ্রভ বাসভবন নির্ম্মাণ করাইল। রাজন! বিশ্রবার অপত্য রাবণের ভগিনী কুম্ভীনসী নামে রাক্ষসী মধুর পত্নী ছিল। তাহার গর্ভজাত পুত্র মহাবীর্য্য দারুণ-স্বভাব লবণ বাল্যকাল হইতেই দুষ্টাত্মা এবং পাপকার্য্যেই অনুরক্ত হইল। লবণকে তাদৃশ দুর্ব্বিনীত দেখিয়া মধু নিতান্ত দুঃখিত ও শোকান্বিত হইল, কিন্তু তাহাকে কিছুই বলিল না। অনন্তর সে পুত্রকে ঐ শূল প্রদান ও বরলাভ-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া মর্ত্তলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। স্বভাবত দুরাত্মা লবণ, শূল লাভ পূর্ব্বক

সমধিক তেজস্বী হইয়া সর্ব্বলোক, বিশেষত তপস্বীদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল।

রাম! লবণের এতাদৃশ প্রভাব, এবং শূলও তথাবিধ। কাকুৎস্থ! এই সমস্ত শুনিয়া, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর; তুমিই আমাদিগের পরম গতি। রাম! ইতি পূর্ব্বেও তাপসগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া অনেক বার অনেক রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে অভয়দান করিতে সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে আমরা শ্রবণ করিলাম যে, তুমি রাবণকে জ্ঞাতি ও পুত্রগণের সহিত বিনাশ করিয়াছ; অতএব আমরা পৃথিবীমধ্যে তোমাকেই আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছি; ইহ জগতে আমাদিগের আর কেহই ত্রাণকর্ত্তা নাই।

রাম! যে কারণে আমাদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিলাম; আমাদিগের ভয় নিবারণ করিতে তোমার ক্ষমতাও আছে; অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন-নিয়োগ।

মুনিগণ এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাপসবৃন্দ! লবণ কোথায় বাস ও কিরূপ আহার করে? এবং তাহার আচরণই বা কিরূপ?

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে কহিলেন, রাম! মহাবল লবণ সকল জীবকেই ভক্ষণ করে; বিশেষত তপস্বীদিগকে আহার করিতে সে অত্যন্ত ভাল বাসে; রৌদ্রতাই তাহার স্বাভাবিক আচরণ; এবং সে মধুবনে বাস করে। সে প্রতিদিন বহুসহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী ও মানুষ বিনাশ করিয়া দিবাভোজন করিয়া থাকে; রাত্রিকালেও আবার বহুতর বিবিধ প্রাণী সংহার করিয়া, প্রলয়কালীন ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় গ্রাস করে।

রামচন্দ্র তপস্বীদিগের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষিবৃন্দ! আমি সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিব; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র উগ্রতেজা তপস্বীদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমীপোপবিষ্ট ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, মহাবীরগণ! তোমাদিগের মধ্যে লবণকে কে বিনাশ করিবে? তাহাকে কাহার অংশে ফেলিয়া দিব? মহাবাহু ভরতের, না মহাত্মা শত্রুঘ্নের অংশে পাতিত করিব?

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, আর্য্য! আমিই তাহাকে বিনাশ করিব; আপনি তাহাকে আমার অংশেই পাতিত করুন।

ধৈর্য্য ও শৌর্য্য গুণ সম্পন্ন লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন, ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নময় আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন; এবং নরনাথ রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমাদিগের মধ্যম ভ্রাতা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্যক সম্পাদন করিয়া কৃতকর্ম্মা

হইয়াছেন। পূর্ব্বে আর্য্য যখন অযোধ্যা শূন্য করিয়া গমন করিয়াছিলেন, ইনি তখন সন্তাপিত-হৃদয়ে আর্য্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাত্মা ভরত বহুতর দুঃখভোগ করিয়াছেন; ফলমূল ভোজন ও জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে কষ্টকর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহন করিয়াছেন। অতএব আর্য্য! আমি আজ্ঞাবাহক ভৃত্য থাকিতে তাঁহার পুনর্ব্বার কষ্টস্বীকার করা উচিত হয় না।

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন, কাকুৎস্থ! তাহাই হউক, তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি তোমাকে মধুর সুন্দর নগরীতে ও রাজ্যে অভিষেক করিব। মহাবাহো! যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে তুমি তথায় এক নগরী স্থাপন করিবে। তুমি শূর ও কৃতবিদ্য; সুতরাং নগরী স্থাপনে সম্যক সমর্থ। অতএব তুমি যমুনার তীরে মধুভুক্ত প্রদেশে সুন্দর নগর ও সমৃদ্ধ জনপদ স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি কোন রাজবংশ উৎপাদন করিয়া রাজ্য ও নগরী স্থাপন না করেন, তিনি নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অতএব শত্রুঘ্ন! যদি আমার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, তুমি মধুপুত্র পাপচেতা লবণকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর। মহাবীর! তুমি আমার কথায় উত্তর করিও না। কোন বিবেচনা না করিয়াই অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অনুজদিগের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। কাকুৎস্থ! আমি বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তোমার শুভ অভিষেক সম্পাদন করাইব; তুমি তাহাতে স্বীকৃত হও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

শত্রুঘ্নাভিষেক।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন ঈষৎ অবাঙ্‌মুখে ধীরে ধীরে কহিলেন, নরেশ্বর! ভূমণ্ডলে আপনি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছেন। আর্য্য! জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কি করিয়া অভিষিক্ত হইতে পারে! অথচ আপনকার আদেশও আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। মহাবাহো! আমি নিজেও আপনকার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। রাজন! আমি না জানিয়া আপনকার কথায় যে উত্তর করিয়াছি, আমার সেই ঘোর অনার্য্য দুর্ব্বাক্য আমার মর্ম্মচ্ছেদন করিতেছে! যশস্বিন! আপনি আমার সেই দুর্ব্বাক্য-জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। জ্যেষ্ঠের আদেশবাক্যে উত্তর করা মাদৃশ ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে ইহ পর উভয় লোকেই অধর্ম্ম ও নিন্দা হইয়া থাকে। আর মহাবাহো! আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাও দুঃসাধ্য। অতএব কাকুৎস্থ! আমি আপনকার আদেশে আর উত্তর করিব না। পরন্তপ! আমাকে যেন আবার দ্বিতীয় অপরাধ নিবন্ধন দণ্ডভোগ করিতে না হয়।

নরনাথ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই প্রতিপালন করিব। কিন্তু কাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে রাজ্যাভিষেকে স্বীকৃত হইয়া আমি যে অধর্ম্ম করিলাম, আপনিই তাহার প্রতিকার করুন।

মহাত্মা শুর শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণ ও ভরতকে কহিলেন, তোমরা সত্বর হইয়া অভিষেক-সামগ্রী সকল আনয়ন করিতে আদেশ কর। আমি অদ্যই পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব। তোমরা পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, ঋত্বিকগণ এবং মন্ত্রীদিগকেও সত্বর আনয়ন কর।

রামচন্দ্রের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ, পুরোহিতের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ সমস্ত অভিষেক-সামগ্রীর আয়োজন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা শত্রুঘ্নের সুমহান অভিষেক-মহোৎসব আরম্ভ হইল। তাহাতে ভ্রাতৃগণ এবং পৌরবর্গ সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন। পুরাকালে পুরন্দর প্রভৃতি অমরবৃন্দ যেরূপ কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রও সেইরূপ সমাদর পূর্ব্বক কনিষ্ঠ শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিলে, পুরবাসিবর্গ এবং নানাশাস্ত্রসুনিপুণ ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরমানন্দিত হইলেন; কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ রাজান্তঃপুরে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিলেন; এবং যমুনাতীরবাসী মহাত্মা মহর্ষিবৃন্দ সকলেই মনে করিলেন, যেন লবণ নিহতই হইয়াছে।

অনন্তর রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, মহাবীর! এই দিব্য শর অব্যর্থ। পরপুরঞ্জয় বিজয়িপ্রবর! তুমি এই শর দ্বারা লবণকে সংহার করিতে পারিবে। পুরাকালে জগৎ যখন একার্ণব ছিল, মহাত্মা দেবদেব স্বয়ম্ভু অজিত তখন এই বাণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই জন্য এই দিব্য শর সর্ব্বভূতেরই অধৃষ্য হইয়াছে। মহাবীর! দুষ্টাত্মা মধু ও কৈটভ বিরোধী হইলে, অজিত ক্রোধে অভিভূত হইয়াছিলেন; এবং নির্ব্বিঘ্নে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে এই শর দ্বারা ঐ দুই দৈত্যকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ প্রজাবর্গের ভোগার্থ লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন! পাছে ভূতগণের সুমহান ত্রাস জন্মে, এই জন্য আমি রাবণ-বিনাশার্থ এই শর পরিত্যাগ করি নাই। রঘুবর! তুমি এই শর দ্বারাই তাপস-শত্রু লবণকে সমরে সংহার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। তাহাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তুমি অল্পে অল্পে তথায় দেবনগরী-সদৃশী এক নগরী স্থাপন করিবে।

নবষষ্টিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন-শরপ্রদান।

পরবীরঘাতী বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে শর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,

শত্রুঘ্ন! মহাত্মা ত্র্যম্বক শত্রুবিনাশার্থ লবণের পিতাকে যে দিব্যাস্ত্র শূল প্রদান করিয়াছিলেন, লবণ বারংবার পূজা করিয়া ঐ শূল গৃহে রাখিয়া বহির্গত হয়, এবং আহারার্থ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাকে। যখন কোন শত্রু আসিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তখন সে ঐ শূল লইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করে। অতএব তুমি যখন দেখিবে যে, লবণ আহার সংগ্রহ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, তখন সে পুরীমধ্যে প্রবেশ না করিতে করিতে তুমি পূর্ব্বেই অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুরীর দ্বার অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহা হইলেই সে আর শূল প্রাপ্ত হইবে না; তুমি সেই সময় তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে। এইরূপ করিলেই তুমি তাহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। অন্যথা, কোন প্রকারেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। মহাবীর! নিশ্চয় জানিবে, এইরূপ করিলেই সে বিনষ্ট হইবে। শত্রুঘ্ন! যে প্রকারে সেই শূলের প্রতীকার করা যাইবে, আমি তোমাকে তাহা এই কহিলাম। জানিবে, শ্রীমান শিতিকণ্ঠের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন করা সর্ব্বথা দুঃসাধ্য।

সপ্ততিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন-প্রস্থান।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পুনঃপুন এইরূপ আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! চারি সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও এক শত উৎকৃষ্ট হস্তী, এবং বিবিধ-পণ্য-পরিশোভিত আপণ-বীথি ও নট-নর্ত্তকগণ তোমার অনুগমন করুক। শত্রুঘ্ন! তুমি নিযুত পরিমাণে সুবর্ণ-মুদ্রা, প্রযুত পরিমাণে রৌপ্য-মুদ্রা এবং পর্য্যাপ্ত বল-বাহন গ্রহণ পূর্ব্বক যাত্রা কর। মহাবীর! তুমি সম্যক ভরণ-পোষণ করিয়া সৈন্যদিগকে হৃষ্টপুষ্ট ও নির্দ্দোষ, এবং যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়া বশীভূত করিবে। রাঘব! অনুজীবিবর্গ সন্তুষ্ট না থাকিলে, কেবল স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয়-স্বজন কোন কার্য্যকারকই হয় না; সুতরাং কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। অতএব তুমি অগ্রেই হৃষ্টপুষ্ট-জনসমূহে সমাকীর্ণা মহতী সেনা প্রস্থাপন করিয়া পশ্চাৎ একাকী ধনুঃশর-হস্তে মধুপুত্র লবণের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা কর। রাঘব! তুমি যে যুদ্ধার্থী হইয়া গমন করিতেছ, লবণ যাহাতে তাহা জানিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে। অন্যথা, তুমি কোন প্রকারেই লবণকে বিনাশ করিতে পারিবে না। লবণ যে শত্রুকে অগ্রে দেখিতে পাইবে, সে নিশ্চয়ই তাহার বধ্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সৌম্য! গ্রীষ্মান্তে যখন বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময় লবণকে বিনাশ করিবে, কারণ, উহাই লবণ-বধের উপযুক্ত কাল। তোমার সৈনিকসমূহ এখনই এই সমস্ত মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক। তাহা হইলেই ইহারা গ্রীষ্মাবসান-সময়ে জাহ্নবী পার হইতে পারিবে। শত্রুঘ্ন! অনন্তর তুমি যাইয়া ঐ

নদীতীরেই সেনা স্থাপন করিয়া কেবল শরাসন-সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে যুদ্ধযাত্রা করিবে।

মহাবল শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের এই এই বাস-স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট হইল, তোমরা আমার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া এই সকল স্থানেই সাবধানে অবস্থিতি করিবে। ভৃত্য, বল ও বাহনগণ সমভিব্যাহারে তোমরা এই সকল মহাভাগ মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া অদ্যই যাত্রা কর। প্রতাপ প্রকাশ করিয়া কোন স্থানে কোন রূপ অত্যাচার করিবে না। যুদ্ধযাত্রা-কালীন সৈনিকদিগের অত্যাচারে রাজারও দোষ স্পর্শে।

মহাবল শত্রুঘ্ন এইরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রস্থাপন করিয়া প্রথমত কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিলেন। পশ্চাৎ ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে রামচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন; রামচন্দ্রও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন; তাঁহারাও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। মহাপ্রতাপ মহাবল শত্রুঘ্ন অবশেষে পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

অনন্তর রঘুবংশ-বিবর্দ্ধন মহাবীর শত্রুঘ্ন প্রবর-গজেন্দ্রবাজী-সমূহ-সঙ্কুলা মহতী সেনা অগ্রে প্রস্থাপন করিয়া নরনাথ রামচন্দ্রের নিকট এক মাস অতিবাহন পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং যাত্রা করিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

সৌদাসোপাখ্যান।

মহাবল শত্রুঘ্ন অগ্রে সেনা প্রস্থাপন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং সত্বরগমনে সপ্ত দিবসে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামতি রঘুনন্দন লক্ষ্মণানুজ ত্রিরাত্র পথে অতিবাহন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই মহাত্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আজি আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করি; আমি গুরু-কার্য্যানুরোধে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রভাতে আমি বরুণ-রক্ষিত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব।

মহাতেজা মুনিপুঙ্গব বিভু বাল্মীকি শত্রুঘ্নের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! তোমার আগমনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই, সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে আসন ও পাদ্যার্ঘ প্রদান করিতেছি, তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ কর।

তখন ককুৎস্থনন্দন শত্রুঘ্ন সেই পূজা গ্রহণ করিলেন, এবং ভোজনার্থ ফলমূল প্রাপ্ত হইয়া ভোজন পূর্ব্বক পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ভোজন করিয়া

মহাবাহু শত্রুঘ্ন মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আশ্রম-সন্নিধানে ঐ কাহার যজ্ঞ-বিভূতি দৃষ্ট হইতেছে?

শত্রুঘ্নের বাক্য শুনিয়া মহর্ষি বাল্মীকি কহিলেন, শত্রুঘ্ন! পুরাকালে এই স্থানে যাঁহার জন্য এই যজ্ঞভূমি বিরচিত হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।

সৌম্য! সুদাস নামে এক ধর্ম্মশীল নরপতি ছিলেন; তিনি তোমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পুত্র রাজা মিত্রসহ। মহাভাগ মিত্রসহ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, যজ্বা, দানবীর, প্রশান্তপ্রকৃতি, প্রজাপালন-নিরত, সত্ত্ববান ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। সৌদাস (সুদাসপুত্র) বাল্যকাল হইতেই মৃগয়া করিতেন। এক দিন তিনি মৃগয়ার্থ বনমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুই শার্দ্দূলরূপী ভয়ঙ্কর মহাবল রাক্ষস সহস্র সহস্র মৃগ ভক্ষণ করিতেছে, অথচ পরিতৃপ্ত হইতেছে না। রাজা সৌদাস এইরূপ সেই দুই রাক্ষসকে দেখিয়া, এবং তাহারা কানন মৃগশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া, অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া শরাঘাতে একজনকে বিনাশ করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস এইরূপে ঐ দুই রাক্ষসের একজনকে সংহার করিয়া ক্রোধশূন্য ও প্রকৃতিস্থ হইয়া অনিমিষলোচনে ঐ নিহত নিশাচরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সখাকে নিহত দেখিয়া সহচর রাক্ষস অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল, এবং সৌদাসকে কহিল, তুমি বিনাপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলে; অতএব আমিও প্রতিশোধ লইবার জন্য তোমার অপকার-চেষ্টা করিব। রাক্ষস এই কথা কহিয়া ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর ধীমান রাজা মিত্রসহ কালক্রমে এই আশ্রমের সন্নিধানে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ আরম্ভ করিলেন; বশিষ্ঠ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার ঐ যজ্ঞ সর্ব্বকামসমন্বিত ও পরমসমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দেবযজ্ঞের সমান হইয়া উঠিল।

অনন্তর যজ্ঞের অবসান-সময়ে সেই রাক্ষস পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন! এক্ষণে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তুমি আমাকে ভোজনার্থ সত্বর সামিষ অন্ন প্রদান কর, কোন বিচার করিও না।

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সৌদাস রন্ধন-নিপুণ পাচকদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর গুরুকে ঘৃতপক্ক সামিষ অন্ন ভোজনার্থ প্রদান কর; ভোজন করিয়া যেন তিনি পরিতোষ লাভ করেন।

রাজার আজ্ঞাক্রমে পাচকগণ সম্ভ্রান্তচিত্তে স্বকার্য্য-সাধনার্থ গমন করিল। অনন্তর ঐ রাক্ষসই আবার পাচকের বেশ ধারণ করিয়া মানুষমাংস রন্ধন পূর্ব্বক রাজার নিকট আনিয়া দিল, এবং কহিল, মহারাজ! এই ঘৃতপক্ক সুস্বাদু সামিষ অন্ন আনয়ন করিয়াছি। তখন নরশ্রেষ্ঠ সৌদাস মহিষী মদয়ন্তীর সমভিব্যাহারে ঐ অন্ন বশিষ্ঠকে ভোজন করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ সেই মাংসকে

অভক্ষ্য মানুষ-মাংস জানিতে পারিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, রাজন! তুমি আমাকে মানুষমাংস ভোজন করাইবার অভিপ্রায় করিয়াছ, অতএব ইহাই তোমার আহার হইবে, সন্দেহ নাই। তখন রাজা মহিষী-সমভিব্যাহারে বারবার প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষস যেরূপ বলিয়াছিল, বশিষ্ঠকে অবিকল সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। রাজা রাক্ষসের জন্য অপরাধী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, রাজন! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা অন্যথা করা অসাধ্য। তবে তোমাকে এক বর প্রদান করিতেছি; দ্বাদশ বৎসরান্তে তোমার শাপের অবসান হইবে; আর আমার প্রসাদে অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মরণ থাকিবে না।

অনন্তর সৌদাসও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করিবার অভিপ্রায়ে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন। অমনি মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের উপর ভগবান বশিষ্ঠ ঋষির সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা আছে; অতএব এই দেবস্বরূপ পুরোহিতকে অভিসম্পাত করা আপনকার উচিত হইতেছে না। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজা সৌদাস তেজোবল-সমন্বিত ঐ জল নিজ পাদমূলেই নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাঁহার পাদদ্বয় "কল্মাষ" অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইল। সেই অবধি সুমহাবল নরপতি সৌদাস ভূমণ্ডলে কল্মাষপাদ নামে প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছেন।

যাহা হউক, নরপতি কল্মাষপাদ শাপাবসানে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন! তুমি এই যে আশ্রমসন্নিহিত যজ্ঞ-ভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা সেই রাজসিংহেরই যজ্ঞায়তন।

মহাত্মা শত্রুঘ্ন রাজাধিরাজ সৌদাসের এই সুদারুণ ইতিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদন পূর্ব্বক পর্ণশালামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কুশ-লব-জন্ম।

যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পর্ণশালায় প্রবিষ্ট হইলেন, সেই রাত্রিতেই জানকী দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। অর্দ্ধরাত্রিসময়ে মুনিদারকগণ বাল্মীকিকে সীতার শুভপ্রসবরূপ প্রিয়সংবাদ দান করিল; কহিল, ভগবন! সেই রামপত্নী দুই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন; আপনি যত্নসহকারে তাহাদিগের ভূত-বিনাশিনী রক্ষা বিধান করুন।

মুনিদারকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি বিস্মিত হইলেন, এবং যথাবিধি বালকদ্বয়ের ভূতবিনাশিনী রক্ষা বিধান করিলেন। মহর্ষি শিশুদ্বয়ের জন্য রক্ষা-সাধন কুশমুষ্টি ও লবণ প্রদান করিয়া কহিলেন, শিশুদ্বয়ের মধ্যে যেটি অগ্রজ, বৃদ্ধা তাপসীরা তাহাকে এই মন্ত্রপূত কুশদ্বারা নির্ম্মার্জ্জন করিবে; এই জন্য তাহার নামও কুশ হইবে।

আর যেটি অবরজ, তাহাকে এই লবণ দ্বারা নির্ম্মার্জ্জন করিবে, তন্নিমিত্ত তাহার নামও লব হইবে। এইরূপে দুই যমজ কুমার সংকৃত কুশ-লব নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইবে।

অনন্তর নিষ্পাপা তাপসী সকল মহর্ষির হস্ত হইতে সেই রক্ষাসামগ্রী গ্রহণ করিয়া শিশুদ্বয়ের যথাবিধি রক্ষা-বিধান করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রক্ষা-বিধান হইতে থাকিল; বারংবার, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল; এবং তাপস ও তাপসী গণ রামচন্দ্রের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সীতার সুপ্রসব লইয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ণশালায় অবস্থিত শত্রুঘ্নও অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে এই প্রিয় সংবাদ ও প্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, পরম সৌভাগ্য! পরম সৌভাগ্য! তিনি এই প্রকার পরমানন্দে সেই শ্রাবণের খর্ব্ব নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি বিদায় দান করিলে, মহাবীর্য্য শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন। তিনি পথে সর্ব্বসমেত সপ্ত রাত্রি অতিবাহন করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন।

সেই স্থানে ঋষিগণের মধ্যে বাসস্থান গ্রহণ পূর্ব্বক সুমহাযশা শত্রুঘ্ন ভার্গব-প্রমুখ মহর্ষিদিগের সহিত বিবিধ কথা-বার্ত্তায় রাত্রি যাপন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

মান্ধাতার উপাখ্যান

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন মধুরবচনে লবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, ভগবন! আমি লবণের বলাবল ও শূলের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহামুনে! এপর্য্যন্ত এই দিব্য শূল দ্বারা কোন্ কোন্ মহাবীরই বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন?

মহাত্মা রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজা মহর্ষি ভার্গব কহিলেন, রাঘব! পাপাত্মা লবণ যে কত শত নৃশংস কার্য্য করিয়াছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্বন্ধে সে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছে, আমি কেবল তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে অযোধ্যায় যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতা নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল রাজা ছিলেন। সেই মহীপতি সমগ্র মেদিনীমণ্ডল বশীভূত করিয়া, দেবলোক জয় করিবার উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে মহেন্দ্রের এবং সমস্ত অমরবৃন্দের মহাভয় হইল। অতএব নিখিল-দেবগণ-সহিত পুরন্দর, মান্ধাতাকে নিজ আসনের ও স্বর্গরাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করিতে প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মান্ধাতা নিজের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখন পাকশাসন রাজার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিত

এখনও সমগ্র মর্ত্তলোকই শাসন করিতে পার নাই! মর্ত্তলোক বশীভূত না করিয়া দেবলোকের রাজত্বে অভিলাষ করা তোমার উপযুক্ত হয় না। মহাবীর! যদি তুমি সমগ্র মর্ত্তলোক বশীভূত করিতে, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে ভৃত্য বল ও বাহন সমভিব্যাহারে স্বর্গের রাজত্ব করিতে।

মহেন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহীপতি মান্ধাতা কহিলেন, শক্র! আমার শাসন পৃথিবীতলে কোন্ স্থানে প্রতিহত হইয়াছে? তখন সহস্রলোচন তাঁহাকে কহিলেন, রাজন! মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস আছে; সে তোমার শাসন গ্রাহ্য করে না।

ইন্দ্রের নিকট এইরূপ ঘোর অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন; কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি লজ্জা নিবন্ধন ঈষৎ অধোবদনে দেবরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ইহলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং অমর্ষান্বিত হইয়া মধু-পুত্রকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত ভৃত্য বল ও বাহন সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

মধুপুরে উপস্থিত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অপরাজিত মহীপতি মান্ধাতা যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যাইয়া মধুপুত্র লবণকে বিস্তর কটু-কাটব্য বলিল। তাহা শুনিয়া লবণ তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

এদিকে দূতের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, সর্ব্বাস্ত্র-বিক্রান্ত মান্ধাতা ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া স্বয়ং রাক্ষসের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

তখন লবণ উচ্চহাস্য করিয়া মহীপতি মান্ধাতাকে সদলে সংহার করিবার নিমিত্ত দারুণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিল। ঐ শূল তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত হইয়া ভৃত্য বল ও বাহনের সহিত মান্ধাতাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার লবণের হস্তে আগমন করিল। শত্রুঘ্ন! সেই সুমহাপরাক্রান্ত রাজা এইরূপে ভৃত্য বল ও বাহনের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিলেন। রাজন! শূলের প্রভাব ঈদৃশ অপ্রমেয় ও অদ্ভুত। কিন্তু তুমি যে কল্য প্রভাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে সন্দেহই নাই; কারণ, সেই মহাবীর যদি অস্ত্র গ্রহণ করিতে না পায়, তাহা হইলে তোমার বিজয় সুনিশ্চিত। তুমি এই দুষ্কর কার্য্য করিতে পারিলেই সর্ব্বলোকের মঙ্গল হয়।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

লবণাক্ষেপ।

বিজয়াকাঙ্ক্ষী মহাত্মা শত্রুঘ্ন এই কথা শ্রবণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতেই রজনী শেষ হইল।

অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে মহাবীর রাক্ষস লবণ আহারচেষ্টায় পুরী হইতে বহির্গত হইল। এই সময় মহাবীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া, শরাসন-হস্তে মধুপুরের দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দিবা দ্বিপ্রহর-সময়ে সেই ক্রূর-কর্ম্মা নিশাচর বহুসহস্র প্রাণীর ভারবহন করিয়া আগমন করিল, এবং শত্রুঘ্নকে শরাসন হস্তে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া কহিল, তুই ইহা দ্বারা কি করিবি! নরাধম! তোর মত ঈদৃশ ধনুর্দ্ধারী সহস্র সহস্র পুরুষকে আমি ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি। তুইও উত্তম সময়েই উপস্থিত হইয়াছিস্! দুর্ম্মতে! অদ্য আমার এই আহার-সামগ্রী পর্য্যাপ্ত হয় নাই; কি আশ্চর্য্য, তুইও আজি আপনিই আসিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলি!

লবণ এইরূপ বলিয়া বারংবার উচ্চহাস্য করিতে থাকিলে, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন শত্রুঘ্ন রোষে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্ন রোষে পরিপূর্ণ হইলে, তাঁহার নেত্রযুগল হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সকল বহির্গত হইতে লাগিল। এই ভাবে মহাবীর শত্রুঘ্ন সেই নরখাদক রাক্ষসকে কহিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; তুই আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রদান কর্। আমি রাজা দশরথের পুত্র এবং ধীমান রামচন্দ্রের ভ্রাতা; আমার নাম শত্রুঘ্ন। দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোর বিনাশ-কামনায় আগমন করিয়াছি। আজি তুই আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রদান কর্; আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছি। তুই সকল প্রাণীরই শত্রু; আজি তুই জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন করিতে পারিবি না।

নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে, রাক্ষস উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, দুর্ম্মতে! আজি তুই আমার সৌভাগ্যক্রমেই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিস্! মহাবল দশগ্রীব আমার মাতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা। দুর্ব্বুদ্ধে পুরুষাধম! রাম এক স্ত্রীর জন্য তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে! আমি অবজ্ঞা করিয়া এতদিন রাবণের কুলক্ষয় সহ্য করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু প্রতিশোধ না লওয়াতে আমার অন্তঃকরণ নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। কি ভূত, কি ভবিষ্য, নরাধম ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সকলকেই আমি তৃণের ন্যায় পরাজয় করিয়া রাখিয়াছি। তোদিগকেও আমার পরাজয় করাই হইয়াছে। যাহা হউক, দুর্ম্মতে! পরাজিত হইয়াও যখন তুই আবার যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছিস্, তখন আমি তোর বাসনা চরিতার্থ করিব; ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্, অস্ত্র লইয়া আসি।

তখন শত্রুঘ্ন কহিলেন, রাক্ষস! তুই জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন করিতে পারিবি না। শত্রুর দর্শন পাইলে, কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণ কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। যে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিবশত শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সে সেই মন্দবুদ্ধি নিবন্ধনই নিহত হইয়া থাকে; অতএব লোকে সেই ব্যক্তিই নরাধম। আমি যেরূপ বলিলাম, শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমি আনতপর্ব্ব শর দ্বারা এখনই তোকে বিনাশ করিব।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

লবণ-বধ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর লবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং 'থাক, থাক!' বলিয়া হস্তে হস্ত ও দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক রঘুশার্দ্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল।

ভীমবিক্রম দেবশত্রু লবণের স্পর্দ্ধা-বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন কহিলেন, রাক্ষসাধম! তুই যখন অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়াছিলি, তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন নাই। আজি তুই আমার বাণ দ্বারা নিহত হইয়া যমসদনে গমন কর্। দেবগণ যেমন রাবণকে নিহত দর্শন করিয়াছিলেন, আজি ঋষিগণও সেইরূপ দর্শন করুন, পাপাত্মা লবণ রণস্থলে মদীয় শরে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছে। নিশাচর! আজি তুই আমার বাণে নির্দ্দগ্ধ হইয়া পতিত হইলে, নগর ও জনপদ সকলের মঙ্গল হইবে। সূর্য্যকিরণ যেমন পদ্মগর্ভে প্রবেশ করে, আজি বজ্রমুখ সায়কও তেমনি আমার শরাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক লবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, এবং এক প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু মহাবীর শত্রুঘ্ন উহাকে শতধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া রাক্ষস পুনর্ব্বার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া শত্রুঘ্নের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। মহাতেজা শত্রুঘ্নও আপতিত বহুতর বৃক্ষের প্রত্যেকটিকে তিন তিন প্রদীপ্ত সায়ক দ্বারা সপ্তধা ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃক্ষবর্ষণ নিবারণ করিয়া বীর্য্যসম্পন্ন শত্রুঘ্ন রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে বাণবর্ষণ করিলেন; কিন্তু রাক্ষস তাহাতে বিচলিত হইল না।

অনন্তর মহাবীর্য্য লবণ আর এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকোপরি ভীষণ আঘাত করিল; তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। শূর শত্রুঘ্ন এইরূপে পতিত হইলে ঋষি ও সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তারস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দুরাত্মা রাক্ষস নিশ্চয় করিল, শত্রুঘ্ন নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। দৈব তাহার বুদ্ধিশক্তি লোপ করিয়াছিলেন; অতএব সে অবসর পাইয়াও পুরমধ্যে প্রবেশ ও শূল গ্রহণ করিল না; আহারার্থ সংগৃহীত পশুসম্ভারই পুনর্ব্বার আহরণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তমধ্যেই চেতনালাভ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া পুরদ্বার অবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন; তদ্দর্শনে পরমর্ষিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল শত্রুঘ্ন সমরে অপরাজিত, মহাবীর নরেন্দ্র ও দানবেন্দ্রদিগেরও ভয়ঙ্কর, বজ্রমুখ, বজ্রবেগ, অমোঘ, দিব্য শর গ্রহণ করিলেন; শর, তেজে দশদিক সমুদ্-

ভাসিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পশ্চাৎ ঐ শর শরাসনে যোজিত হইবামাত্র আকাশে মহোল্কা সকল প্রজ্বলিত হইতে থাকিল, এবং সশব্দে বজ্রপাত হইতে লাগিল। যুগান্তকালীন সমুত্থিত প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায় সেই শর দর্শন করিয়া প্রাণীমাত্রই পরম ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণ সহিত নিখিল জগৎ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া দেবদেব বরপ্রদ প্রপিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেব! এ কি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল! পিতামহ! ঈদৃশ ব্যাপার আমরা ত কখনও দর্শন বা শ্রবণও করি নাই!

তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মধুর বচনে কহিলেন, স্বর্গবাসিগণ! শ্রবণ কর। শত্রুঘ্ন যুদ্ধে লবণ-বধের নিমিত্ত শর গ্রহণ করিয়াছেন; তোমরা সকলে উহারই তেজে বিমূঢ় হইয়াছ। লোক-কর্ত্তা মহাত্মা দেবদেব বিষ্ণুর তেজোময় শর এইরূপই ভয়ঙ্কর; উহার নিমিত্তই তোমাদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। পুরাকালে মহাত্মা বিষ্ণু মধু ও কৈটভ নামক রাক্ষসদ্বয়ের বিনাশার্থ এই মহাশর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাই সেই বিষ্ণুর তেজোময় অদ্বিতীয় শর। অতএব তোমরা যাইয়া দর্শন কর, রামানুজ মহাবীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন, রাক্ষস-প্রধান লবণকে এখনই বিনাশ করিবেন।

দেবদেব পিতামহের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবাদি সকলেই, লবণ ও শত্রুঘ্ন যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিলেন। সকল প্রাণীই দেখিতে লাগিল, শত্রুঘ্ন-করধৃত সেই সূর্য্য-সঙ্কাশ দিব্য শর যেন প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়াছে।

অনন্তর আকাশমণ্ডল দেবগণে আচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন উচ্চশব্দে সিংহনাদ করিয়া পুনর্ব্বার লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাত্মা শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার আহ্বান করিবামাত্র লবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ সমীপবর্ত্তী হইল। অমনি মহাবল শত্রুঘ্ন অত্যুত্তম শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বক্ষঃস্থলে সেই মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন। দেব-পূজিত সেই বাণ তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শত্রুঘ্নের হস্তেই ফিরিয়া আসিল। নিশাচর লবণ শত্রুঘ্ন-শরে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। লবণ যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র সেই সুমহৎ দিব্য শূলও সর্ব্বভূতের সমক্ষেই পুনর্ব্বার দেবদেব রুদ্রের নিকট চলিয়া গেল।

অনন্তর সিদ্ধ, অপ্সর, ঋষি ও দেবগণ মহাবীর শত্রুঘ্নের সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, দাশরথে! আজি পরমসৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি বিজয়ী হইলে! পরমসৌভাগ্য যে, আজি সর্ব্বলোক প্রফুল্ল হইল!

তিমির নাশ করিয়া সহস্ররশ্মি সূর্য্য যেমন প্রকাশ পাইয়া থাকেন, একমাত্র বাণ দ্বারা ত্রিলোক-শত্রু লবণকে সংহার করিয়া

সমুদ্যত-শরাসন-হস্ত রঘুপ্রবীর শত্রুঘ্নও সেই-রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

মথুরা-নিবেশ।

নিশাচর লবণ নিহত হইলে, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি অমরবৃন্দ সকলেই সমবেত হইয়া সুমধুর বচনে শত্রুতাপন শত্রুঘ্নকে কহিলেন, মহাবীর! আজি পরমসৌভাগ্য যে, তুমি বিজয়ী হইলে; পরমসৌভাগ্য যে, তুমি আজি এই রাক্ষসকে সংহার করিলে! নরশার্দ্দুল! আমরা পরমসন্তুষ্ট হইয়াছি! আমরা তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছিলাম। রাঘব! আমরা সকলেই বরদ; আমাদিগের দর্শন কখনই ব্যর্থ হয় না; অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর।

মহাতেজা শূর শত্রুঘ্ন দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, অমরবৃন্দ! পূর্ব্বে মধু এই সুরম্যপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল; আমার ইচ্ছা, সত্বর ইহাতে উপনিবেশ স্থাপিত হয়; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর।

তখন সুপ্রসন্ন দেবগণ কহিলেন, "তথাস্তু!" এই নগরী উপনিবিষ্ট হইয়া মথুরানামে বিখ্যাত এবং স্বর্গের সুরনগরীর সদৃশ সর্ব্বলোকের পূজিত হইবে। এই কথা কহিয়া দেবগণ শতশত-বিমান-প্রভায় নভস্তল সমুদ্ভাসিত করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ প্রস্থান করিলে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন, যে সেনা যমুনাতীরে স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সেনা আনয়ন করাইলেন। শত্রুঘ্নের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেনাগণ সত্বর আগমন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন ঐ শ্রাবণ মাসেই উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ বৎসরে দেবনগরী-সদৃশী অপূর্ব্বনগরী স্থাপন করিলেন। শূর সেনাগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল বলিয়া, এই রাজ্য সেই অবধি শূরসেন নামে বিখ্যাত হইল। রাজ্যমধ্যে ক্ষেত্র সকল প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল; পর্জ্জন্যদেব যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং শত্রুঘ্নের ভুজবলে পরিপালিত হইয়া প্রজাবর্গ নীরোগ ও বীরপুরুষ হইল। নগরী যমুনার তীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাইতে লাগিল। লবণ যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শত্রুঘ্ন উহাকেই সুধাধবলিত করিয়া সুশোভিত করিলেন। তিনি নগরীর স্থানে স্থানে বিবিধ-পণ্য-পরিপূরিত বিপণি স্থাপন, বহুবিধ-বৃক্ষরাজি-বিরাজিত উপবন পত্তন, নানাবিধ-বিলাস-বিভব-বিলসিত বিহার-ভূমি নির্ম্মাণ এবং সুপ্রশস্ত-সোপানশ্রেণী-সমলঙ্কৃত সুনির্ম্মল-স্বচ্ছ-সলিল-সমন্বিত দীর্ঘিকা সকল খনন করাইলেন।

দেবনগরী-সদৃশী মথুরানগরী এইরূপে বিবিধ পণ্য দ্বারা পরিশোভিত এবং অপরাপর দেবসঙ্কাশ পুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইল দেখিয়া, রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন পরমপরিতুষ্ট ও মহা আনন্দিত হইলেন।

এইরূপে মথুরাপুরী স্থাপিত করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আজি দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, আমি রামচন্দ্রের চরণযুগল দর্শন করি নাই; অতএব এই সুদীর্ঘ কালের পর এক্ষণে আমি আর্য্য রামচন্দ্রের পাদপদ্ম নিরীক্ষণ করিব।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

গীত-শ্রবণ।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে শত্রুকর্ষণ শত্রুঘ্ন স্বল্পমাত্র বল-বাহন সমভিব্যাহারে অযোধ্যা গমনে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রধান প্রধান অনুগামী সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্যদিগকে বিদায় করিয়া একশতমাত্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথারোহণে যাত্রা করিলেন।

মহাযশা রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সংহৃষ্টচিত্তে কতিপয় দিবস গমন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দন পূর্ব্বক আবাস গ্রহণ করিলেন। বাল্মীকি যথাবিধানে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতির আতিথ্য-বিধান পূর্ব্বক নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথান্তরে মহর্ষি বাল্মীকি লবণ-বধ উপলক্ষে মধুর বাক্যে মহাত্মা শত্রুঘ্নের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি লবণকে বিনাশ করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্যই করিয়াছ! দুরাত্মা লবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকানেক মহাবল নরপতি সবলবাহনে বিনষ্ট হইয়াছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কিন্তু অবলীলাক্রমেই সেই পাপাত্মাকে বিনাশ করিয়াছ! তোমার তেজে জগতের মহাভয় বিনিবারিত হইয়াছে। ঘোরতর রাবণ-বধ অনেক যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে সাধিত হইয়াছে; তুমি কিন্তু এই সুদুষ্কর কার্য্য অনায়াসেই সম্পাদন করিয়াছ। লবণ নিহত হওয়াতে সমস্ত দেবতা ও নিখিল প্রাণিবর্গের পরমপ্রীতি জন্মিয়াছে; এবং সর্ব্বজগতের প্রিয়কার্য্য সাধিত হইয়াছে। অনঘ! যুদ্ধ যেরূপে হইয়াছিল, আমি বাসবের সভায় মহর্ষিদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতে তাঁহারা সকলেও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন; আমিও তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব শত্রুঘ্ন! আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব; স্নেহের পরমপ্রথাই এই।

মহাযশা মহামুনি বাল্মীকি এইরূপ বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহার ও তদীয় সেনার আতিথ্য-সৎকার করিলেন।

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন আহারাদি সমাপন করিয়া রামচরিত-সংক্রান্ত বিধিবিহিত বিবিধ অনুত্তম সুমধুর সংগীত শুনিতে পাইলেন। পদ্যময় বাক্য সকল যেরূপে গ্রথিত হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সেইরূপেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুরুষশার্দ্দূল শত্রুঘ্ন বিচেতনপ্রায় হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্ষণকাল বিচেতনের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া

তিনি পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। গীত-শ্রবণ-কালে তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি গীয়মান বিষয় সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের যে সকল অনুচর ছিল, তাহারাও সঙ্গীত-সম্পত্তি শ্রবণ করিয়া করুণ-রসে ব্যাকুল হইয়া পড়িল; এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! এ কি! আমরা কোথায় রহিয়াছি! এ কি কোন মায়া, না স্বপ্ন! আমরা আজি যে অনুত্তম সুমধুর আশ্চর্য্য সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছি, পৃথিবীর অন্য কোন আশ্রমেই আর কখনও এরূপ শ্রবণ করি নাই।

এইরূপে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনুজীবিবর্গ সকলেই শত্রুঘ্নকে কহিল, নর-সিংহ! আপনি কেন এই বিষয় ঋষিসত্তম বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন না!

শত্রুঘ্ন কৌতূহল-সমাবিষ্ট সৈনিকদিগকে কহিলেন, এরূপ বিষয়ে এ প্রকার জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। মহর্ষি বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে ঈদৃশ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু কৌতূহলবশত সে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এইরূপ বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন পূর্ব্বক শয়নার্থ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন-গমন।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না; তিনি এক মনে অনুত্তম রামচরিত-গীতিই চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং তন্ত্রীলয়-সমন্বিত সুমধুর শব্দ শুনিয়াই রাত্রি যাপন করিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন মহাত্মা শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিসত্তম বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন! আমি রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি; এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলেই অনুচরবর্গ সমভি-ব্যাহারে যাত্রা করি।

শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে মহামুনি বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দান করিলেন। নরপতি শত্রুঘ্নও সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া রামদর্শনার্থ সমুৎসুকচিত্তে রথারোহণে ত্বরা পূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিলেন; এবং পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রনিভানন মহাদ্যুতি রামচন্দ্র দেবগণমধ্যে সহস্রলোচনের ন্যায় মন্ত্রি-গণমধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন তিনি সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা সমস্তই সম্পাদন করিয়াছি। সেই পাপাত্মা লবণ

নিহত এবং নগরীও স্থাপিত হইয়াছে। প্রভো! আমিও দ্বাদশ বর্ষ তথায় অতিবাহিত করিয়াছি, অতএব আর আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। বাগ্মিপ্রবর কাকুৎস্থ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বৎস যেমন মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, আমিও তেমনি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না!

শত্রুঘ্ন এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বীর! বিষণ্ণ হইও না; ক্ষত্রিয়দিগের আচরণ এরূপ নহে। রঘুনন্দন! রাজগণ প্রবাস-নিবন্ধন বিষণ্ণ হয়েন না। অতএব তুমি রাজবৃত্ত স্মরণ রাখিয়া স্বীয় রাজ্য প্রতিপালন কর। মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আগমন করিবে। আমিও স্বয়ং সময়ে সময়ে তোমার নিকট গমন করিব। তুমি যেমন আমাকে ভালবাস, আমিও তেমনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু রাজ্য প্রতিপালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব কাকুৎস্থ! তুমি পঞ্চরাত্রি আমার নিকট অযোধ্যায় অবস্থিতি কর; তদনন্তর ভৃত্য বল ও বাহন সমভিব্যাহারে নিজ নগরী গমন করিবে।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্ম্ম-সঙ্গত সদ্বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন কাতর-বচনে উত্তর করিলেন, আর্য্য! আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

অনন্তর পঞ্চরাত্রিমাত্র অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়া মহাধনুর্দ্ধর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের আদেশ প্রতিপালনার্থ যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রকে এবং ভরত ও লক্ষ্মণকে প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিয়া সমস্ত মাতৃগণকে প্রণাম ও আমন্ত্রণ করিলেন; এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি নানারত্ন-বিভূষিত মহারথে আরোহণ করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ভরত বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সহগামী হইলেন। এইরূপে মহাবীর শত্রুঘ্ন মধুপুরী যাত্রা করিলেন।

ঊনাশীতিতম সর্গ।

ব্রাহ্মণ-পরিদেবন।

শত্রুঘ্নকে মধুপুরে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক অনুজত্রয়ের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকালের পর জনপদবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বালকপুত্রের শবদেহ লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহাক্ষর-সম্বলিত বিবিধ বাক্যে বারংবার 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, না জানি, আমি পূর্ব্বজন্মে কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছিলাম! পুত্র! সেই জন্যই আজি আমি তোমাকে মৃত্যুগ্রস্ত দর্শন করিতেছি! তুমি ভিন্ন আমার আর পুত্রও নাই! তুমি অপ্রাপ্তযৌবন পঞ্চমবর্ষীয় বালক! তোমার অকাল মৃত্যুতে আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি! পুত্র! তোমার শোকে তোমার জননী

ও আমি, আমরা উভয়েই অচিরকাল মধ্যেই যমসদনে গমন করিব, সন্দেহ নাই!

ইহ জন্মে আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, কি হিংসা করিয়াছি, কি কোন প্রাণীকে পীড়া দিয়াছি, তাহা ত স্মরণ হয় না! তবে কোন্ দুষ্কর্ম্ম-নিবন্ধন, আমার এই বালক পুত্র পিতৃঋণ পরিশোধ না করিয়াই অকালে যমালয়ে নীত হইল! এই রামরাজ্য ব্যতীত পূর্ব্বে অন্য কোন রাজার রাজত্বে যে ঈদৃশ ঘোরদর্শন অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই! রামের অবশ্যই কোন মহাপাতক আছে, সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তাঁহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হইতেছে। রাজার দুষ্কৃত-নিবন্ধনই প্রজা অকালে মরিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ এবং সুভিক্ষও রাজারই কর্ম্ম-বিপাকের ফল। যদি রাজা আমার এই মৃত্যুগ্রস্ত বালক পুত্রকে পুনর্জীবিত না করেন, তাহা হইলে আমি পত্নী সমভিব্যাহারে অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারেই প্রাণত্যাগ করিব। তখন রাম ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইবেন! তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হউন। রাজা দশরথের রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে রামের রাজ্যে আমাদিগের সুখের লেশমাত্রও নাই! বালকের মৃত্যু-সাধক রামকে রাজা পাইয়া এক্ষণে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের রাজ্য অরাজক হইয়াছে! রাজার দোষনিবন্ধনই প্রজা পালনাভাবে বিপদগ্রস্ত হয়, এবং রাজা দুর্ব্বৃত্ত হইলেই প্রজা অকালে মরিতে থাকে। যখন নগর ও জনপদে লোক সকল বিবিধ অন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তখনই মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়, আর রক্ষা থাকেনা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রাজার অবশ্যই কোন দোষ ঘটিয়াছে; সেই জন্যই নগর ও জনপদে এইরূপ অকাল-মৃত্যু ঘটিতেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিবিধ বাক্যে বারংবার রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া দুঃখসন্তপ্ত-চিত্তে বারবার পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ব্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে সুদুঃখিত চিত্তে সেই রাজদ্বারেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

নারদ-বাক্য।

রামচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণের তাদৃশ দুঃখশোকসমন্বিত কাতর্য্য-সম্পন্ন বিলাপ-বাক্য সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তাহাতে তিনিও স্বয়ং দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রিবর্গ, পুরোহিত, উপাধ্যায় এবং জ্ঞাতি ও পৌরদিগকে আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ, এই আটজন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রবেশ করিলেন, এবং 'বর্দ্ধিত হউন' বলিয়া, দেবকল্প রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মন্ত্রিগণ এবং পৌরবর্গও যথোচিত শিষ্টাচার করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

প্রদীপ্ততেজা সদস্যগণ সকলেই উপবেশন করিলে, রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সেই ব্রাহ্মণের রোদন ও বিলাপ বিষয় সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন কাতরচেতা রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ, ঋষিগণ সমক্ষে শুভ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! যে কারণে বালক অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকারও কর। রঘুনন্দন! পুরাকালে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্বী ছিলেন; ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই কখনও কোনরূপ তপশ্চরণ করিতেন না। এতাদৃশ তপঃপ্রদীপ্ত, অজ্ঞানাবরণ-বিরহিত, ব্রাহ্মণপ্রধান সত্যযুগে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘদর্শী ও নীরোগ হইতেন; এবং অকালেও কাহারও মৃত্যু হইত না।

তদনন্তর আত্মজ্ঞান শিথিল হওয়াতে মনুষ্যগণ যখন ক্রমে দেহকে আত্মসংশয় করিতে আরম্ভ করিল, তখন ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তি হইল। পূর্ব্বে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন, এক্ষণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরাও তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের তপশ্চরণশীল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সত্যযুগের তপস্বী ব্রাহ্মণেরা কি তপস্যা, কি বীর্য্য, উভয় পক্ষেই শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। যাহা হউক, সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই কেবল তপস্যা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান রূপে তপস্যা অবলম্বন করিলেন। সুতরাং এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যও সমান হইল। তখন ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য না দেখিয়া, তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সকলের সম্মতিক্রমে চারিবর্ণের আচার ও ধর্ম্ম-বিভাজক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এইরূপে ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম-কর্ত্তব্য বিবিধ যাগাদি ধর্ম্মের অপ্রতিহত ভাবে বহুল প্রচার হওয়াতে যুগ তাদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে, হিংসাদিরূপ চতুষ্পাদ অধর্ম্ম, পৃথিবীতলে এক পাদ ক্ষেপণ করিল। অধর্ম্ম-সংযোগে মনুষ্যগণ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আসিল। সত্যযুগে মানবগণ যে রজোমূলক কৃষ্যাদি বৃত্তিকে মলবৎ পরিত্যাগ করিতেন, ঐ সকল বৃত্তির নাম অনৃত। ত্রেতাযুগে অধর্ম্ম পৃথিবীতলে সেই অনৃতরূপ এক পাদ বিক্ষেপ করিল। অনৃতরূপ পাদক্ষেপণ করিয়া অধর্ম্ম, পূর্ব্বযুগে যে পরমায়ু অপরিমিত ছিল, তাহার পরিমাণ করিয়া আনিল।

অধর্ম্ম মহীতলে অনৃত নামক পাদবিক্ষেপ করিয়া পরমায়ু খর্ব্ব করিয়া আনিলে, প্রজাবর্গ আয়ুঃক্ষয় নিবারণার্থ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল, সুতরাং সকলেই সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া উঠিল। এই যুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরই তপস্যায় অধিকার রহিল; আর সেবা অন্যবর্ণের বৃত্তি হইল। বৈশ্য ও শূদ্র স্ববৃত্তি প্রতিপালনকেই শ্রেয়োজ্ঞান করিল। শূদ্র সকল বর্ণেরই সেবা করিতে লাগিল।

রাজসত্তম! অনন্তর ক্রমে ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের অনৃতবৃত্তি যখন সম্যক বর্দ্ধিত হইল, তখন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরাও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই সময় অধর্ম্ম পৃথিবী-তলে দ্বিতীয় পাদ বিক্ষেপ করিল এবং দ্বাপর নামক দ্বিতীয় যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে অধর্ম্ম ও অনৃত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঈদৃশ দ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি হইলে, বৈশ্যেরাও তপস্যা আশ্রয় করিল। এইরূপে তপস্যা তিন যুগে ক্রমে ক্রমে তিন বর্ণকে আশ্রয় করিল; এবং ক্রমান্বয়ে তিন বর্ণেতেই অধিষ্ঠিত রহিল। কিন্তু শূদ্র তিন যুগেও তপোধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিল না। রাজেন্দ্র! ইহার পর নীচবর্ণও সুমহা তপস্যা করিবে। কলিযুগে যে সকল শূদ্র উৎপন্ন হইবে, তাহারাও তপস্যা অবলম্বন করিবে। রাজন! বর্ত্তমান ত্রেতাযুগের কথা কি বলিব, দ্বাপরেও শূদ্র তপস্যা করিলে, মহান অমঙ্গল ঘটে।

অতএব রাজন! আপনকার রাজ্যপ্রান্তে অবশ্যই কোন দুর্ব্বুদ্ধি শূদ্র মহাতপা হইয়া সুদুশ্চর তপশ্চরণ করিতেছে; সেই জন্যই এই বালকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। যদি কোন দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি কোন রাজার রাজ্যে অধর্ম্ম-সঙ্গত বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করে, তাহা হইলে ঐ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠে; এবং ঐ রাজাও সত্বর নিরয়গামী হয়েন, সন্দেহ নাই। রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে, প্রজাবর্গের বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যকর্ম্মের ষষ্ঠভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অতএব পুরুষশার্দ্দূল! তুমি নিজের রাজ্য পরিভ্রমণ কর। তুমি যে স্থানে ঐরূপ অত্যাচার দর্শন করিবে, অমনই তাহার প্রতি-বিধান করিতে যত্নবান হইবে। নরব্যাঘ্র! তাহা হইলেই ধর্ম্মবৃদ্ধি ও বালকের পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, এবং এই মৃত বালকও পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিবে।

একাশীতিতম সর্গ।

শূদ্র-দর্শন।

নারদের তাদৃশ অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করি-লেন, এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌম্য! যাও, দ্বিজশ্রেষ্ঠকে আশ্বাস প্রদান কর, এবং বালককে বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য ও সুগন্ধি তৈল পূরিত দ্রোণী মধ্যে নিক্ষেপ কর। ফলত যাহাতে নির্দ্দোষ বালকের শরীর সুরক্ষিত থাকে, বর্ণহানি ও অঙ্গাদিবিশ্লেষ না ঘটে, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ককুৎস্থনন্দন মহাযশা রামচন্দ্র, 'আগ-মন কর' বলিয়া মনে মনে পুষ্পককে আহ্বান করিলেন। হেমভূষিত পুষ্পক রাঘবের ইঙ্গিত অবগত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল, এবং প্রণতি পূর্ব্বক কহিল, মহাবাহো! আপনি স্মরণ করিয়াছেন, এই-জন্য আমি এই উপস্থিত হইয়াছি। পুষ্পকের সুরুচির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নরনাথ রামচন্দ্র

সমুপাগত মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিলেন, এবং মহাবীর ভরত ও লক্ষ্মণের উপর রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া শরাসন, তূণীরদ্বয় এবং রুচিরকান্তি খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বিমানারোহণে পশ্চিমদিক অনুসন্ধান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন সে দিকে স্বল্পমাত্রও দুষ্কৃত দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তিনি হিমাচল-বেষ্টিত উত্তরদিকে গমন করিলেন, সে দিকেও দুষ্কর্ম্মের কোন লক্ষণই পাইলেন না। তদনন্তর শত্রু-নিবর্হণ কৌশল্যানন্দন সমস্ত পূর্ব্বদিক পরিভ্রমণ করিলেন; দেখিলেন, সর্ব্বত্র শুদ্ধাচার নিবন্ধন ঐ দিকও আদর্শতলের ন্যায় সুনির্ম্মল হইয়া আছে। তাহার পর তিনি দক্ষিণদিকে গমন করিলেন এবং ঐ দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শৈবালপর্ব্বতের পার্শ্বে এক সুবিশাল সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরের তীরে এক ভীষণ-দর্শন তপস্বী অধোমুণ্ডে লম্বমান হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে যাইয়া কহিলেন, তপস্বিন! আপনি ধন্য! আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! কিন্তু কৌতূহল বশত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আমি রাজা দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম। আপনি স্বর্গের কোন্ বস্তু কামনা করিয়া ঈদৃশ তপস্যা করিতেছেন, আমি যথার্থ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আপনকার মঙ্গল হউক। সুব্রত! আপনি কি ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শূদ্র? আমাকে সত্য করিয়া বলুন। কুল ও জাতি ব্যক্ত করিলে আপনকার সম্যক ফল হইবে।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

শম্বূক-বধ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাপস সেইরূপে অধোমুণ্ডে থাকিয়াই উত্তর করিলেন, রাম! আমি শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে সশরীরে দেবত্ব-প্রাপ্তি কামনা করিয়া আমি এই তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি। রাম! আমি মিথ্যা বলিতেছি না; দেবলোক-প্রাপ্তিই আমার উদ্দেশ্য। কাকুৎস্থ! জানিবেন, আমি শূদ্র; আমার নাম শম্বূক।

ঐ শূদ্র এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় রামচন্দ্র কোষ হইতে সুরুচিরপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাষণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। শূদ্র তাপস নিহত হইলে ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ "সাধু সাধু!" বলিয়া মুহুর্ম্মুহু রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বত্র সলিলসিক্ত দিব্য সুগন্ধি কুসুম প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ হইতে থাকিল।

অনন্তর দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! তুমি দেবতাদিগের এই কার্য্য সুচারু সম্পাদন করিলে। মহামতে! এক্ষণে তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। সৌম্য রাঘব! তোমার জন্যই এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গলোক পাইতে পারিল না।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সহস্রলোচন দেবরাজকে কহিলেন, যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বিজপুত্রকে প্রাণদান করুন। সুরসত্তমগণ! ইহাই আমার বাঞ্ছিত বর। আমার অপরাধেই সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র বালক পুত্র অকালে যমালয়ে নীত হইয়াছে। আপনারা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করুন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। দেবসত্তমগণ! আমি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তাঁহার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব; অতএব যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয়, আপনারা কৃপা করিয়া তাহাই করুন। মহাত্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে প্রতিনিবৃত্ত হও; ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র পুত্র পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আত্মীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব! যে মুহূর্ত্তে এই শূদ্র নিপাতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে। রাম! তুমি কুশলী হও; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে আমরা গমন করিব। রাজেন্দ্র! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শনে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সুমহাত্মা মহর্ষি নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর জলমধ্যে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার নিয়ম সমাপ্ত হইয়াছে; অতএব আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। রাম! তুমিও তথায় যাইয়া সেই মহামুনিকে সম্বর্দ্ধনা কর; তোমার মঙ্গল হউক।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অগস্ত্যের আভরণ-লাভ।

অনন্তর দেবগণ বহুবিস্তর-বিমান-যোগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন।

দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অগস্ত্য অতিসমাদর পূর্ব্বক সমভাবে তাঁহাদিগের সকলেরই পূজা করিলেন। তখন পূজা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহর্ষিকে সম্ভাষণ করিয়া দেবগণ সকলেই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ গমন করিলে, নরনাথ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা অগস্ত্যকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট যথোচিত আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাম! তুমি সৌভাগ্য-

ক্রমেই আগমন করিয়াছ! বিবিধ-সদ্‌গুণ-নিবন্ধন তুমি আমার অতি সমাদরের পাত্র; তুমি আমার পূজনীয় অতিথি; আমি নিয়ত তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। দেবগণও বলিতেছিলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণের জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া এই স্থানেই আগমন করিতেছ; ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রও জীবিত হইয়াছে।

যাহা হউক, রাম! তুমি অদ্যকার রাত্রি আমার আশ্রমে বাস কর; প্রভাত হইলে পুনর্ব্বার পুষ্পক-যোগে গমন করিবে।

আর রাঘব! এই সুগঠিত দিব্য আভরণ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত; দেখ, ইহা নিজ দিব্য কান্তিতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে! কাকুৎস্থ! তুমি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার প্রিয় সাধন কর। কথিত আছে, দান প্রাপ্ত হইয়া পুনর্দ্দান করিলে মহাফল লাভ হয়। নরনাথ! তুমি ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবগণেরও নিস্তার করিতে পার; অতএব আমি তোমাকেই যথাবিধানে এই আভরণ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন মহারথ মহাবুদ্ধিমান মহাতেজা রামচন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্ম অনুস্মরণ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, ভগবন! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেও আবহমানকাল নিন্দনীয় রহিয়াছে; অতএব ক্ষত্রিয় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পারে? দ্বিজেন্দ্র! প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একান্ত নিন্দনীয়; বিশেষত ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অতীব পাপজনক। অতএব আপনি কি কারণে আমাকে এরূপ আদেশ করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যক্ত করুন।

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে ব্রহ্মময় সত্যযুগে প্রজাবর্গের রাজা ছিল না; কিন্তু ইন্দ্র দেবগণের রাজা ছিলেন। অতএব প্রজাবর্গ রাজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করিল, এবং কহিল, দেব! আপনি ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিয়া দিয়াছেন; অতএব অমরপুঙ্গব! আপনি অবিলম্বে আমাদিগকেও রাজা দান করুন। আমরা তাঁহার পূজা করিয়া পাপ ক্ষালন পূর্ব্বক বিচরণ করিব। দেব! রাজা ভিন্ন আমরা বসতি করিব না, ইহা আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়।

তখন সুরেশ্বর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, লোকপালগণ! তোমরা স্ব স্ব তেজের অংশ প্রদান কর। অনন্তর লোকপালগণ সকলে স্ব স্ব তেজের অংশ প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মা ক্ষুপ করিলেন (অর্থাৎ হাই তুলিলেন); তাহা হইতে ক্ষুপ নামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ঐ ক্ষুপ রাজাতে সমভাগে লোকপালগণের অংশ যোজনা করিয়া, তাঁহাকে প্রজাবর্গের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। রাজা ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশে ভূমণ্ডল আজ্ঞানুবর্ত্তী করিলেন; বরুণের অংশে দেহ পোষণ, ও কুবেরের অংশে প্রজাদিগকে ধনদান করিতে লাগিলেন, এবং যমের অংশে পৃথিবী শাসন

দেবগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সহস্রলোচন দেবরাজকে কহিলেন, যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বিজপুত্রকে প্রাণদান করুন। সুরসত্তমগণ! ইহাই আমার বাঞ্ছিত বর। আমার অপরাধেই সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র বালক পুত্র অকালে যমালয়ে নীত হইয়াছে। আপনারা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করুন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। দেবসত্তমগণ! আমি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তাঁহার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব; অতএব যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয়, আপনারা কৃপা করিয়া তাহাই করুন। মহাত্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে প্রতিনিবৃত্ত হও; ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র পুত্র পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আত্মীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব! যে মুহূর্ত্তে এই শূদ্র নিপাতিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে। রাম! তুমি কুশলী হও; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে আমরা গমন করিব। রাজেন্দ্র! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শনে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সুমহাত্মা মহর্ষি নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর জলমধ্যে বাস করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার নিয়ম সমাপ্ত হইয়াছে; অতএব আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। রাম! তুমিও তথায় যাইয়া সেই মহামুনিকে সম্বর্দ্ধনা কর; তোমার মঙ্গল হউক।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সুবর্ণমণ্ডিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অগস্ত্যের আভরণ-লাভ।

অনন্তর দেবগণ বহুবিস্তর-বিমান-যোগে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্রও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন।

দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি অগস্ত্য অতিসমাদর পূর্ব্বক সমভাবে তাঁহাদিগের সকলেরই পূজা করিলেন। তখন পূজা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহর্ষিকে সম্ভাষণ করিয়া দেবগণ সকলেই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

দেবগণ গমন করিলে, নরনাথ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা অগস্ত্যকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট যথোচিত আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাম! তুমি সৌভাগ্য-

ক্রমেই আগমন করিয়াছ! বিবিধ-সদ্‌গুণ-নিবন্ধন তুমি আমার অতি সমাদরের পাত্র; তুমি আমার পূজনীয় অতিথি; আমি নিয়ত তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। দেবগণও বলিতেছিলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণের জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শূদ্র তাপসকে বিনাশ করিয়া এই স্থানেই আগমন করিতেছ; ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রও জীবিত হইয়াছে।

যাহা হউক, রাম! তুমি অদ্যকার রাত্রি আমার আশ্রমে বাস কর; প্রভাত হইলে পুনর্ব্বার পুষ্পক-যোগে গমন করিবে।

আর রাঘব! এই সুগঠিত দিব্য আভরণ বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত; দেখ, ইহা নিজ দিব্য কান্তিতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছে! কাকুৎস্থ! তুমি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার প্রিয় সাধন কর। কথিত আছে, দান প্রাপ্ত হইয়া পুনর্দ্দান করিলে মহাফল লাভ হয়। নরনাথ! তুমি ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ প্রভৃতি দেবগণেরও নিস্তার করিতে পার; অতএব আমি তোমাকেই যথাবিধানে এই আভরণ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন মহারথ মহাবুদ্ধিমান মহাতেজা রামচন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্ম অনুস্মরণ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, ভগবন! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেও আবহমানকাল নিন্দনীয় রহিয়াছে; অতএব ক্ষত্রিয় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পারে? দ্বিজেন্দ্র! প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একান্ত নিন্দনীয়; বিশেষত ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অতীব পাপজনক। অতএব আপনি কি কারণে আমাকে এরূপ আদেশ করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যক্ত করুন।

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে ব্রহ্মময় সত্যযুগে প্রজাবর্গের রাজা ছিল না; কিন্তু ইন্দ্র দেবগণের রাজা ছিলেন। অতএব প্রজাবর্গ রাজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করিল, এবং কহিল, দেব! আপনি ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিয়া দিয়াছেন; অতএব অমরপুঙ্গব! আপনি অবিলম্বে আমাদিগকেও রাজা দান করুন। আমরা তাঁহার পূজা করিয়া পাপ ক্ষালন পূর্ব্বক বিচরণ করিব। দেব! রাজা ভিন্ন আমরা বসতি করিব না, ইহা আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়।

তখন সুরেশ্বর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, লোকপালগণ! তোমরা স্বস্ব তেজের অংশ প্রদান কর। অনন্তর লোকপালগণ সকলে স্বস্ব তেজের অংশ প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মা ক্ষুপ করিলেন (অর্থাৎ হাই তুলিলেন); তাহা হইতে ক্ষুপ নামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ঐ ক্ষুপ রাজাতে সমভাগে লোকপালগণের অংশ যোজনা করিয়া, তাঁহাকে প্রজাবর্গের অধীশ্বর করিয়া দিলেন। রাজা ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশে ভূমণ্ডল আজ্ঞানুবর্ত্তী করিলেন; বরুণের অংশে দেহ পোষণ, ও কুবেরের অংশে প্রজাদিগকে ধনদান করিতে লাগিলেন, এবং যমের অংশে পৃথিবী শাসন

করিতে থাকিলেন। অতএব রঘুনন্দন! তোমাতে যে ইন্দ্রের অংশ আছে, তদ্রূপেই তুমি আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত এই আভরণ প্রতিগ্রহ কর।

মহাত্মা মহামুনি অগস্ত্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ঐ প্রভাপ্রদীপ্ত বিচিত্র দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। আভরণ গ্রহণ করিয়া নৃপসত্তম রামচন্দ্র মুনিসত্তম অগস্ত্যকে ঐ বস্তুর প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি কহিলেন, ব্রহ্মন! এই অতি অদ্ভুত আভরণের গঠন অতীব সুন্দর! আপনি কোথা হইতে কি প্রকারে এই আভরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ভগবন! কোন্ ব্যক্তি আপনাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন? মহামুনে! কৌতূহল বশত আমি আপনাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভগবন! আপনি বহুতর মহাশ্চর্য্যের নিধান-স্বরূপ।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্ব্ব-ত্রেতাযুগে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।

চতুরশীতিতম সর্গ।

অগস্ত্য-বাক্য।

রাম! পূর্ব্ব-ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দিকে শতযোজন-বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল; কিন্তু তথায় মৃগ বা পক্ষী কিছুই ছিল না। আমি সেই নির্জ্জন অরণ্যের এক প্রদেশে অনুত্তম তপস্যা করিতেছিলাম। এক দিন আমি ঐ অরণ্যের সমস্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিবার অভিপ্রায়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু উহাতে যে কত সুস্বাদু ফলমূল ও কত কানন ছিল, আমি তাহা নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, ঐ কাননের মধ্যে আমি হংস-কারণ্ডব-সমাকীর্ণ চক্রবাকোপশোভিত যোজন-বিস্তৃত এক সরোবর দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল; কারণ, আমি জানিতাম, ঐ বন সর্ব্বজন্তু-বিরহিত; অথচ ঐ সরোবরে নানাবিহঙ্গম দেখিতে পাইলাম।

যাহা হউক, বহুবিধ-বিহঙ্গম-সমাকীর্ণ ঐ প্রশান্ত-সলিল সরোবরের সমীপে আমি এক পবিত্র পুরাণ আশ্রমও দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাতে কোন তপস্বীই ছিলেন না। পুরুষপ্রবর! আমি সেই আশ্রমে ঐ রাত্রি যাপন করিলাম; তখন গ্রীষ্ম কাল। পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সরোবরের তীরে গমন করিলাম; এবং দেখিলাম, তীর-সমীপে বিলক্ষণ-পরিপুষ্ট অম্লান-কান্তি পরম-সুন্দর এক শব পতিত রহিয়াছে! রাঘব! তখন আমি মুহূর্ত্ত-কাল সরোবরের তীরে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ব্যাপার কি! অনন্তর আমি হংসযুক্ত মনোবেগ অদ্ভুত-দর্শন এক দিব্য বিমান দেখিতে পাইলাম। রঘুনন্দন! ঐ বিমানে আমি এক দিব্য পুরুষকেও দর্শন করিলাম। দিব্যভূষণ-বিভূষিতা সহস্র অপ্সরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে;—কেহ কেহ

বিবিধ দিব্য সঙ্গীত, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বীণা ও পণব বাদন এবং কেহ কেহ বা নৃত্য করিতেছে।

রাম! আমি ঐ স্বর্গীয় পুরুষকে দর্শন করিতেছি, এই সময় তিনি বিমান হইতে অবরোহণ করিয়া ঐ শব ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপীবর বহু মাংস যথেচ্ছ আহার করিয়া আচমনার্থ সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর যথাবিধানে আচমন সমাপন করিয়া ঐ দেবসঙ্কাশ পুরুষ যখন অনুত্তম বিমানবরে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিলেন, আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম, পুরুষপ্রবর! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। আপনি কে? আপনকার মূর্ত্তি দেবতার সদৃশ; কিন্তু আপনকার আহার অতি নিন্দনীয়। যাঁহার দেবনির্ম্মিত মূর্ত্তি এতাদৃশ কান্তিপুষ্ট, কিন্তু আহার এরূপ নিন্দনীয়, তিনি কে, আমি সম্যক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

নরেন্দ্র রামচন্দ্র! কৌতূহল বশত বিনীত বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এবং আমার প্রশ্ন সমুদায় শ্রবণ করিয়া ঐ স্বর্গীয় পুরুষ আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই উল্লেখ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শ্বেতোপাখ্যান।

রাম! আমার শুভাক্ষর-সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্বর্গবাসী পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, ব্রহ্মন! যে কারণে আমার এতাদৃশ সুখদুঃখ ভোগ হইতেছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহামুনে! এই দশা অতিক্রম করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। পুরাকালে বিদর্ভনগরে ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাবীর্য্যসম্পন্ন সুদেব নামে এক নরপতি ছিলেন। সেই মহাযশাই আমার জনক। ব্রহ্মন! তাঁহার দুই মহিষীর গর্ব্ভে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ ছিলাম। আমার নাম শ্বেত, এবং আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ছিল।

কিছু কালের পর পিতার পরলোক হইলে পৌরগণ, আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি অতি সাবধানে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন! এইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। আমিও প্রতিনিয়ত সম্যক প্রজাপালন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকিলাম।

দ্বিজোত্তম! অনন্তর আমি কোন সূত্রে আমার পরমায়ু জানিতে পারিয়া, মনোমধ্যে মৃত্যুকাল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তপোবনে গমন করিলাম; এবং এই সরোবরেরই সমীপে তপস্যা করিবার জন্য এই মৃগপক্ষিবিহীন দুর্গম বনেই প্রবিষ্ট হইলাম। মহা-

মুনে! আমি ভ্রাতা স্থরথকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া এই সরোবরের তীরে আগমন পূর্ব্বক সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলাম; এবং এই মহাবন মধ্যে তিন সহস্র সম্বৎসর তাদৃশ কঠোর তপস্যা করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু দ্বিজোত্তম! স্বর্গস্থ হইলেও ক্ষুৎপিপাসা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দান করিতে লাগিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহকে কহিলাম, ভগবন! স্বর্গলোকে ক্ষুৎপিপাসার প্রসঙ্গও নাই; কিন্তু আমার ক্ষুৎপিপাসা হইতেছে কেন? এ আমার কোন্ কার্য্যের পরিণাম? দেব পিতামহ! আমার আহারেরই বা কি হইবে, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন!

তখন পিতামহ কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমার আহার স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তুমি নিত্য তোমার নিজেরই স্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবে। কারণ, তপশ্চর্য্যা-কালীন তুমি কেবল নিজেরই শরীর পরিপোষণ করিয়াছিলে। শ্বেত! দান না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং দানের ফলও নাশ পায় না। এই জন্যই তুমি স্বর্গে আসিলেও ক্ষুৎপিপাসা তোমার অনুগমন করিতেছে। তুমি নির্জ্জন পক্ষি-বর্জ্জিত শূন্য বনমধ্যে বাস করিতে, সুতরাং তুমি কোন কিছু দান কর নাই; তথায় অতিথিও কেহ আসিত না, সুতরাং তোমার অতিথিপূজাও হয় নাই। সেই বনমধ্যে তুমি পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, ভোজ্য ও স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার করিতেও সমর্থ হও নাই। যে ব্যক্তি গৃহাগত পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি, আহার দ্বারা সুপরিপুষ্ট নিজ দেহই ভক্ষণ কর। তাহাতেই তোমার তৃপ্তি লাভ হইবে। তোমার শব-শরীর কখনই শুষ্ক হইবে না। শ্বেত! যখন দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবে। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন। অতএব মহাবাহো! তিনি যে তোমাকে ক্ষুৎপিপাসা হইতে মুক্ত করিবেন, তাহাতে আর কথা কি?

মহামুনে! আমি ভগবান দেবদেব পিতামহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ শরীর ভক্ষণ রূপ এই বীভৎস আহার করিতেছি। ব্রহ্মন! আজি বহুসহস্র বৎসর আমি এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি ইহার ক্ষয় হইতেছে না; আমারও বিলক্ষণ তৃপ্তি হইতেছে। অতএব মুনে! আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি; আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করুন। দ্বিজপুঙ্গব! আপনিই ঋষিসত্তম অগস্ত্য, সন্দেহ নাই; কারণ এই ভীষণ বনে আগমন করা অন্যের দুঃসাধ্য। বিপ্রর্ষে! আপনি তারণ করিবেন বলিয়া আমি এই দিব্য আভরণ হস্তে লইলাম, আপনি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই আভরণই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য ও ভোজ্য

স্বরূপ; আমি ইহা আপনাকে প্রদান করিতেছি। এতৎ প্রদান দ্বারা অন্নবস্ত্রাদি সমস্তই, অধিক কি, সর্ব্ব অভিলষিত ভোগ্য বস্তুই, প্রদান করা হইল। আপনি উদ্ধার বিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গবাসীর তাদৃশ ভক্তি-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এই দিব্য আভরণ প্রতিগ্রহ করিলাম। আমি দিব্য আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র সেই রাজর্ষির শবদেহ লোপ পাইল। তাহাতে রাজর্ষি হৃষ্ট ও পরমানন্দিত হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন।

রাম! সেই ইন্দ্রতুল্য পুরুষই উক্ত কারণে আমাকে এই আশ্চর্য্য-গঠন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

মধুমৎ-পুর-নিবেশ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র অগস্ত্যের এতাদৃশ অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিস্ময়বশত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! বিদর্ভরাজ শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা কি জন্য সর্ব্বসত্ত্ব-বর্জ্জিত হইয়াছিল, রাজা শ্বেতই বা তপস্যার্থ কি জন্য সেই মনুষ্য-বিহীন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

রামচন্দ্রের কৌতূহল-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী মহামুনি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পুরাকালে সত্যযুগে মহাত্মা মনু দণ্ডধর রাজা ছিলেন। অমিতপ্রভ ইক্ষ্বাকু তাঁহার মহাযশস্বী পুত্র। মনু সেই সুসম্মত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি পৃথিবীতে রাজবংশের কর্ত্তা হও। রাম! মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতার আদেশ স্বীকার করিলে, মনু পরম আনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি রাজগণের কর্ত্তা হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক প্রজাপালন করিবে; এবং অপরাধীর উপর ঐ দণ্ড নিক্ষেপ করিবে। অপরাধীর প্রতি যথাবিধি যে দণ্ড করা যায়, তাহা রাজাকে স্বর্গে লইয়া যায়। অতএব মহাবাহো! তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্নবান থাকিবে; তাহা হইলেই ইহলোকে তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবে।

মনু সুসংযতভাবে পুত্রকে এই প্রকার বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

মনু স্বর্গারোহণ করিলে, অমিতপ্রভ ধর্ম্মাত্মা ইক্ষ্বাকু ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি প্রকারে পুত্রোৎপাদন করিব? অনন্তর তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবপুত্রসদৃশ পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মূঢ় ও অকৃতবিদ্য হইল; সে অগ্রজদিগের সেবা করিতে সম্মত হইল না। পিতা ইক্ষ্বাকু সেই কুবুদ্ধি পুত্রের "দণ্ড" নাম রাখিলেন; কারণ, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত

করিলেন যে, এক সময় অবশ্যই ইহার উপর দণ্ড পতিত হইবে।

রাম! পিতা ইক্ষ্বাকু, দণ্ডের তাদৃশ ঘোর প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাহাকে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব দান করিলেন। দণ্ড সেই পর্ব্বত-প্রস্থে রাজা হইলেন। তিনি তথায় এক অনুত্তম নগর স্থাপন করিয়া তাহার "মধুমৎ" নাম রাখিলেন, এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন।

রাঘব! রাজা দণ্ড এইরূপে প্রহৃষ্ট-মানব-সমাকীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

স্বর্গে সুমহাত্মা পুরন্দর যেমন বৃহস্পতির সাহায্যে রাজত্ব করিয়া থাকেন, রাজেন্দ্র-পুত্র দণ্ডও সেইরূপ উশনা-সহকৃত হইয়া রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

অরজাভিগম।

মহর্ষি কুম্ভযোনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! মন্দবুদ্ধি দণ্ড বহু অযুত বৎসর নিষ্কণ্টক রাজত্ব ভোগ করিলেন। অনন্তর এক সময় চৈত্র-মাসে তিনি একদিন ভার্গবের মনোরম শুভ আশ্রমে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, বনের এক প্রদেশে ভার্গবের কন্যা বিচরণ করিতে-ছেন; পৃথিবীতে তাঁহার সমান রূপবতী তৎকালে আর কেহই বিদ্যমান ছিল না। দুর্ব্বুদ্ধি রাজা দণ্ড তাঁহাকে দেখিয়াই কাম-শরে পরিপীড়িত হইলেন, এবং অস্তেব্যস্তে নিকটবর্ত্তী হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুশ্রোণি! তুমি কোথা হইতে আগমন করি-য়াছ? চারুবদনে! তুমি কাহার কন্যা? সুন্দরি! আমি অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি; সেই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মোহাবিষ্ট কামাত্মা দণ্ড এইরূপ কহিলে, ভার্গবনন্দিনী অনুনয়-সহকৃত প্রিয়বাক্যে উত্তর করিলেন, রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব ভার্গবের জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমার নাম অরজা; আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। রাজেন্দ্র! আমার পিতা আপনকার গুরু, এবং আপনি সেই মহাত্মার শিষ্য। মহাযশা ভার্গব আপনকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে কি আপনকার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না? অথবা নরশ্রেষ্ঠ! যদি আমাকে আপনকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আপনি ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্যে আমার মহামতি পিতার নিকট প্রার্থনা করুন। অন্যথা, আপনকার সুবি-পুল ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে। ক্রুদ্ধ হইলে আমার পিতা ত্রৈলোক্যও দগ্ধ করিতে পারেন।

কন্যা এইরূপ কহিলে, মদনোন্মত্ত রাজা দণ্ড মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া কহিলেন, সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আর কালক্ষেপ করিও না। চারুবদনে! তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! আমি যদি তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারি,

তাহা হইলে আমার বিনাশ, অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর যদি আর কিছুও হয় ত হউক। ভীরু! আমি তোমার ভক্ত; তুমি আমাকে ভজনা কর; তোমার প্রতি আমার একান্ত আসক্তি জন্মিয়াছে।

বলবান রাজা দণ্ড এইরূপ বলিয়া বলপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা অরজাকে ধারণ করিয়া মৈথুন আরম্ভ করিলেন; অরজা অকামা ছিলেন, সুতরাং বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। রাম! দণ্ড এতাদৃশ দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়া নিজ মধুমৎ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে ভার্গবনন্দিনী ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ আশ্রমের সমীপে কাতর ও ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পিতার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজসিংহ রামচন্দ্র! রাজা দণ্ড এইরূপ দুষ্কার্য্য করিয়া যেরূপ উগ্রদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

দণ্ডোপাখ্যান।

রাম! অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যেই অমিত-প্রভ দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, তাহাতে আবার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই পাংশু-পরিব্যাপ্তা দীনা অরজাকে প্রত্যুষকালীন অরুণগ্রস্তা জ্যোৎস্নার ন্যায় হতপ্রভা নিরীক্ষণ করিয়া দিব্য চক্ষে দর্শন পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে কহিলেন, বিপরীতাচারী অকৃতাত্মা কালোপহতচেতন দণ্ডের কি ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে দেখ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি দুরাত্মা যখন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় আমার এই কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাহার ধ্বংস উপস্থিত হইয়াছে! সেই দুর্ব্বুদ্ধি ঈদৃশ ঘোরসঙ্কাশ পাপকর্ম্ম করিয়াছে; এই জন্য সে অদ্ভুত পাংশুবর্ষণে বিধ্বস্ত হইবে। পাপাচারী দুর্ব্বুদ্ধি রাজা দণ্ড সপ্তরাত্রির মধ্যেই ভৃত্য ও বল-বাহন সমভিব্যাহারে বিনষ্ট হইবে। দেবরাজ প্রচুর পাংশুবর্ষণ করিয়া সেই দুর্ম্মতির রাজ্যেরও চতুর্দ্দিকে শত যোজন পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিবেন। এই রাজ্যে স্থাবর অস্থাবর যে কোন প্রাণী আছে, তাহারাও সকলেই সত্বর পাংশু-বর্ষণে নিহত হইবে। যত দূর দণ্ডের অধিকার, তত দূরের মধ্যে চরাচর যে কোন প্রাণী আছে, সপ্তরাত্রি ধরিয়া প্রসিদ্ধ প্রলয়কালের মহাপাংশু-বর্ষণ-সদৃশ পাংশু-বর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সমস্তই নাশ পাইবে।

ক্রোধ-সন্তপ্ত দেবর্ষি ভার্গব এইরূপ বলিয়া আশ্রমবাসী ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বাস কর। উশনার আদেশমাত্র তত্রত্য অধিবাসিগণ সকলেই তথা হইতে বহির্গত হইয়া রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বসতি করিল।

মুনিদিগকে ঐ রূপ আদেশ করিয়া দেবর্ষি অবশেষে অরজাকে কহিলেন, বৎসে!

তুমি সুসমাহিত চিত্তে স্বধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এই আশ্রমেই বাস কর। এই সুরুচির-প্রভ সরোবর এক যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অরজে! তুমি রজোগুণ পরিহার পূর্ব্বক এই সরোবর উপভোগ কর; এবং কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এই এক যোজনের মধ্যে যে সকল জীবজন্তু বাস করে, তাহারা পাংশু-বর্ষণে বিনষ্ট হইবে না।

দেবর্ষি ভার্গবের এইরূপ আদেশ শুনিয়া ভার্গব-দুহিতা অরজা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পিতাকে কহিলেন, পিত! আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

নরনাথ! কন্যাকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভার্গব নিজ আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র আশ্রম গ্রহণ করিলেন। ওদিকে সপ্তরাত্রির মধ্যে দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভস্মসাৎ হইল। রাজন! বিন্ধ্য ও শৈবল শৈলের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের রাজত্ব, সেই দুরাত্মার অপরাধ নিবন্ধন এইরূপে শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। কাকুৎস্থ! সেই অবধি ঐ রাজ্য "দণ্ডকারণ্য" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আর তত্রত্য তপস্বিজন যাইয়া যে স্থানে বসতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানকেই জনস্থান কহিয়া থাকে। রাঘব! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার এই সম্যক উত্তর করিলাম। রাম! এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নরব্যাঘ্র রঘুবর! ঐ দেখ, চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া পূর্ণকুম্ভ-হস্তে তিমিরহর দিবাকরের পূজা করিতেছেন।

নরনাথ রামচন্দ্র! ঐ দেখ, সুরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া সুরুচির অস্তশৈলে আরোহণ করিয়াছেন। রঘুবর! এই সময় তুমিও সন্ধ্যাবন্দনার্থ প্রযত মনে গমন কর।

ঊননবতিতম সর্গ।

রাম-প্রত্যাগমন।

মহর্ষি অগস্ত্যের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনার্থ অপ্সরোগণ-সেবিত পুণ্যসলিল সরোবরে গমন করিলেন, এবং তথায় আচমন পূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির মনোরম আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহামুনি অগস্ত্য ভোজনার্থ তাঁহাকে বিবিধ রসায়ন ফলমূল এবং শালী প্রভৃতি পবিত্র অন্ন প্রদান করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করিয়া অতীব পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সেই রাত্রি ঐ স্থানে যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিদায় লইবার জন্য মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমন করিলেন; এবং সেই দৃঢ়ব্রত ঋষিসত্তমের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন! আমি এক্ষণে গমন করিব, অতএব আপনকার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অনুমতি করুন। ভগবানের দর্শন পাইয়া আমি

অনুগৃহীত হইয়াছি!—ধন্য হইয়াছি! আত্মার শুদ্ধি সম্পাদনার্থ আমি পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিব।

রামচন্দ্র এইরূপ অদ্ভুতসঙ্কাশ বাক্য বলিলে, মহামুনি অগস্ত্য পরম প্রীত হইয়া বাষ্পগদ্গদ-কণ্ঠে উত্তর করিলেন, রাম! তোমার এই সুন্দর-পদ-গ্রথিত শুভ বাক্য অতীব অদ্ভুত। রঘুনন্দন! তুমিই সর্ব্বভূতের পাবনকর্ত্তা! দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সকল মনুষ্য মুহূর্ত্তমাত্রও তোমাকে ভক্তিসহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বভূত শুদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তোমাকে ঘোর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা সদ্য যমদণ্ড দ্বারা নিহত হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে। নরশ্রেষ্ঠ! তুমিই সর্ব্বভূতের শোধন-সমর্থ। ইহ জগতে মনুষ্যগণ তোমার নামোচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ হয়। এক্ষণে তুমি নিরুদ্বেগে নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে গমন কর, এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাক। রাম! তুমিই জগতের গতি।

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, নরনাথ রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এইরূপে সেই মহর্ষিকে এবং অন্যান্য তপোধনদিগকেও অভিবাদন করিয়া মহাবাহু রামচন্দ্র স্বর্ণ-ভূষিত পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে, অমরগণ যেমন দেবরাজের পূজা করিয়া থাকেন, চতুর্দ্দিক হইতেই মুনিগণও তেমনি আশীর্ব্বাদন দ্বারা সেই মহাবাহুর সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। হেমভূষিত পুষ্পকোপরি প্রফুল্লমূর্ত্তি রামচন্দ্র, জলদাগমে জলদপটলোপরি চন্দ্রমার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণা অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রঘুবংশ-বিবর্দ্ধন মহাবীর মহাযশা রামচন্দ্র ব্রহ্ম-বিনির্ম্মিত বহুরত্ন-বিমণ্ডিত সুরুচির বিমানবর পুষ্পককে বিদায় প্রদান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নবতিতম সর্গ।

ভরত-বাক্য।

রামচন্দ্র কামগামী পুষ্পক বিমানকে বিদায় করিয়াই কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, লঘুবিক্রম! তুমি সত্বর লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমন-সংবাদ দান করিয়া তাঁহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণমাত্র ত্বরিতগতি প্রতীহার কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রকে তৎসংবাদ নিবেদন করিল। তখন রামচন্দ্র প্রিয়তম ভরত ও লক্ষ্মণকে দর্শন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আমি যে উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম, সেই গুরুতর দ্বিজ-কার্য্য সম্যক সাধন করিয়াছি; এক্ষণে আরও কোন যশস্কর ধর্ম্ম্য

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা আমার আত্মস্বরূপ; আমি তোমাদিগের সমভিব্যাহারে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; সনাতন ধর্ম্ম রাজসূয়েই প্রতিষ্ঠিত। শত্রু-নিবর্হণ মিত্রদেব যথাবিধি সুসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া বরুণ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ চন্দ্রমাও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বলোকে সৎকীর্ত্তি ও শাশ্বত স্থান লাভ করিয়াছেন। অতএব তোমরাও দুই জনে সুস্থিরভাবে আমার সহিত চিন্তা করিয়া যাহা মঙ্গলজনক, হিতসাধক ও উত্তরকালে সুফলদায়ক স্থির কর, আমাকে তাহাই বল।

ধীমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সাধো! আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম; অমিত্রকর্ষণ মহাবাহো! ধরণী আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; যশও আপনাতে অধিষ্ঠিত। অমরগণ যেমন প্রজাপতিকে, সমস্ত রাজগণও সেইরূপ আমাদিগেরই ন্যায় আপনাকে লোকনাথস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। মহামতে! প্রজারাও আপনাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করে। নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে প্রাণিগণের পরমগতিও আপনি। অতএব আপনকার এরূপ যজ্ঞ করা উচিত হয় না। এই যজ্ঞে সকল রাজবংশেরই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। দেখুন, যে কোন বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশ করিবেন, তিনিই কালগ্রস্তের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজ! শুনা যায়, তারকাময় সংগ্রামে মহাতেজস্বী সোমেরও জ্যোতির্গণের সহিত সুমহান যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজশার্দ্দূল! মৎস্য-কচ্ছপাদি জলচরগণের সহিত বরুণেরও মহাঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল; তাহাতে জলজন্তুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। মনুজেশ্বর! বাসবের রাজসূয়াবসানেও দেব ও অসুর মাত্রই সমুদ্যত হইয়া সর্ব্বক্ষয়কর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাঘব! রাজা হরিশ্চন্দ্রেরও রাজসূয়-যজ্ঞান্তে আড়ীবকের[১] মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর বিনাশ-শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত রাজা প্রজা, এমন কি, সমস্ত তির্য্যগ্‌জাতিরও ক্ষয় হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অতএব পুরুষশার্দ্দূল! আপনকার যখন গুণ ও বিক্রমের তুলনা নাই, তখন পৃথিবী ধ্বংস করা আপনকার কর্ত্তব্য হয় না। পৃথিবী আপনকার বশবর্ত্তীই রহিয়াছে।

ভরতের ঈদৃশ অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বভূতশ্রেষ্ঠ নরনাথ রামচন্দ্র অতুল

১ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, রাজপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তখন জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। অনন্তর তিনি ঐ নিয়ম সমাপন পূর্ব্বক জলবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিশ্বামিত্র কৃত বিবিধ দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহামুনি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে শাপ দিলেন, তুমি বক হও। শাপ অবগত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি আড়িপক্ষী হও। এইরূপে পরস্পরের অভিসম্পাতে বিশ্বামিত্র দুই সহস্র যোজন উন্নত আড়ি এবং বশিষ্ঠ তিন সহস্র নবতি যোজন উন্নত বক রূপে পরিণত হইলেন; এবং জাতবৈরতা নিবন্ধন উভয়ে নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ নিরন্তর বৃক্ষ ও পর্ব্বত পাতে সমস্ত লোক ক্ষয় হইবার উপক্রম হইল। তখন ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের স্ব স্ব পূর্ব্ব রূপ প্রদান করিলেন।

আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কৈকেয়ী-নন্দন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সুব্রত! তোমার এই বাক্যে আমি পরম প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরুষব্যাঘ্র! তুমি এই যে বাক্য বলিলে, ইহা অকপট ও ধর্ম্মসঙ্গত, এবং প্রজা-রক্ষাকর। অতএব মহাবাহো! আমি তোমার এই সুযৌক্তিক বাক্য শুনিয়া যজ্ঞোত্তম রাজসূয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। ভরত! যুক্তিসঙ্গত হইলে, বালকেরও বাক্য গ্রাহ্য করা বয়োবৃদ্ধদিগের কর্ত্তব্য। অতএব আমি প্রজাবর্গের হিতসাধনার্থ তোমার বাক্য গ্রহণ করিলাম।

একনবতিতম সর্গ।

বৃত্র-বধ-ব্যবসায়।

মহাত্মা রামচন্দ্র ও ভরত ঐরূপ বলিলে, মহাবীর লক্ষ্মণও রামচন্দ্রকে হেতুগর্ভ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, রাজন! অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ; উহা সর্ব্বযজ্ঞের প্রধান, এবং সর্ব্বপাপ-বিনাশক। অতএব অনঘ! ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আপনকার অভিরুচি হউক। শুনা যায়, পুরাকালে মহাযশা মঘবান ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পবিত্র হইয়াছিলেন। মহাবাহো! পূর্ব্বকালে যখন দেব ও অসুরে সদ্ভাব ছিল, সেই সময় বৃত্র নামে সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ এক মহাসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার শরীরের বিস্তার শতযোজন এবং দৈর্ঘ্য তিন শত যোজন। অনুরাগ নিবন্ধন সর্ব্বলোক তাহাকে স্নেহচক্ষে দর্শন করিত। সে ধর্ম্মজ্ঞ, বদান্য ও স্থিরবুদ্ধি ছিল, এবং অতি সাবধান হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্ব-সময়ে বৃক্ষসকল সর্ব্বকামপ্রদ ছিল, এবং প্রভূত সুরস ফলমূল উৎপাদন করিত। মেদিনী কর্ষিত না হইয়াও শস্য প্রসব করিতেন।

রাজন! মহাসুর বৃত্র এতাদৃশ সুসমৃদ্ধ অদ্ভুত-দর্শন ভূমণ্ডল ভোগ করিত। অনন্তর তাহার মন হইল যে, আমি অনুত্তম তপশ্চরণ করিব, কারণ তপস্যাই পরম শ্রেয়; বিষয়-সুখ মোহমাত্র।

এইরূপ স্থির করিয়া বৃত্রাসুর নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্বলোকের অধীশ্বর-পদে স্থাপন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল; তাহাতে সকল দেবতাই পরিতপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পরমতেজস্বী বাসব, বৃত্রের সেই অদ্ভুত তপস্যা দর্শন পূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন, এবং কহিলেন, দেব! বৃত্র তপস্যা করিয়া ত্রিলোক জয় করিয়াছে; আমি তাহাকে শাসন করিতে সমর্থ নহি; কারণ সে ধর্ম্মবলে বলবান হইয়া উঠিয়াছে। সুরোত্তম! এ যদি আরও তপস্যা করে, তাহা হইলে লোক যতকাল থাকিবে, ততকাল তাহাদিগকে নিয়ত ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে। সুরেশ্বর! আপনি এই পরমতেজস্বী বৃত্রকে চিরকালই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন; আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র কি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে!

বিষ্ণো! দেবগণ যে অবধি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অবধিই তাঁহারা সনাথ হইয়াছেন। অতএব সুমহাবল! আপনি দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি বৃত্রকে বিনাশ করিলে, সকল লোকই সুস্থির হইবে। বিষ্ণো! এই সমস্ত দেবগণ আপনকার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি বৃত্র-বধ-রূপ সুমহৎ কার্য্য সমাধান করিয়া ইহাঁদিগের সহায়তা করুন। আপনি নিয়তই এই মহাত্মগণের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। বৃত্রবধ অন্যের অসাধ্য; অতএব আপনিই এই অগতিদিগের গতি হউন।

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া শত্রুনিবর্হণ রামচন্দ্র, বৃত্রবধ অবশ্যই অদ্ভুত বৃত্তান্ত হইবে ভাবিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি এই ইতিহাস যথাযথ উল্লেখ কর।

সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার সেই দিব্য কথা আরম্ভ করিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

বৃত্র-বধোপাখ্যান।

রাজন! বাসব ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, পুরন্দর! আমি মহাত্মা বৃত্রের পূর্ব্বসৌহার্দ্দে বদ্ধ আছি; সেই জন্যই তাহার এই সকল কার্য্য সহ্য করিয়া আসিতেছি। ফলত আমি সেই মহাসুরকে বিনাশ করিব না। অথচ তোমাদিগের মহৎকার্য্য সাধন করাও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি তাহার বিনাশের উপায় বলিয়া দিতেছি। সুরসত্তমগণ! আমি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। তদ্দ্বারা বাসব বৃত্রকে বিনাশ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আমার এক অংশ বাসবে, দ্বিতীয় অংশ বজ্রে, আর তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে সঞ্চারিত হইবে; তাহা হইলেই বাসব বৃত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ বলিলে, দেবগণ সকলেই একবাক্যে কহিলেন, শত্রুহন! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার কখনই অন্যথা হইবে না; অবশ্যই এইরূপ হইবে, সন্দেহ নাই। আপনকার মঙ্গল হউক; আমরা বৃত্রবধের চেষ্টায় গমন করিলাম। পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা বাসবে আবিষ্ট হউন।

এই কথা বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, বৃত্রাসুর যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিল, সেই অরণ্যে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, তপশ্চরণ-প্রবৃত্ত অসুরোত্তম বৃত্র তেজোদ্বারা যেন ত্রিলোক গ্রাস করিতেছে!—যেন অম্বরতল দগ্ধ করিতেছে! এতাদৃশ অসুরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিবামাত্র দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া আমরা ইহাকে সংহার করিব! কি করিলেই বা আমাদিগের পরাজয় না হইবে!

দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেবরাজ সহস্রলোচন পুরন্দর

দুই হস্তে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া বৃত্রের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালান্তক-প্রতিম সুমহাপ্রভ প্রজ্বলিত বজ্রাস্ত্র বৃত্রের মস্তকোপরি পতিত হইলে, সর্ব্ব-জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু বৃত্রবধ অসম্ভাব্য ভাবিয়া, সত্বর লোকালোকের অন্তভাগে পলায়ন করিলেন। যাহা হউক, বৃত্র সেই বজ্রাঘাতেই তৎক্ষণাৎ নিহত হইল। পরন্তু বৃত্রবধ-জনিত পাতক ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল। ইন্দ্র পলায়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা[২] তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহার গাত্রে পতিত হইল। তাহাতে দেবরাজ দুঃখগ্রস্ত হইলেন।

বৃত্রাসুর নিহত হইলে দেবরাজ অদর্শন হইলেন দেখিয়া, দেবগণ সকলেই ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য রূপে পুনঃপুন তাঁহার পূজা করিলেন, এবং কহিলেন, দেব! আপনিই পরম গতি; আপনিই জগতের আদিম প্রভু। আপনি সর্ব্বভূতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। দেব! আপনি বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা বাসবকে দুঃখ দান করিতেছে; অতএব সুরশার্দ্দূল! আপনি তাঁহার মুক্তিবিধান করুন।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, বাসব আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ করুন; আমি তাঁহার শুদ্ধি বিধান করিব। শতক্রতু পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করিলেই পুনর্ব্বার দেবগণের ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার আর কোন ভয়ও থাকিবে না।

জগৎপ্রভু বিষ্ণু এইরূপ পীযূষ-প্রতিম বাক্যে দেবতাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। দেবগণও প্রস্থান করিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

যজ্ঞোপাখ্যান।

রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বৃত্রবধ-বৃত্তান্ত আমূলত সমস্ত উল্লেখ করিয়া, কথার শেষভাগ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, আর্য্য! দেবলোকের ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্র নিহত হইলে, পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি কুণ্ডলীকৃত নিশ্চেষ্ট ভুজঙ্গমের ন্যায় লোকালোকের অন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল।

এদিকে ইন্দ্রের অদর্শনে সর্ব্বজগৎ উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল। পৃথিবী নীরস হইয়া বিধ্বস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল; কানন সমূহও শুষ্ক হইয়া আসিল; নদী সকলের স্রোত বন্ধ হইল; নিখিল সরোবর পদ্মহীন হইয়া পড়িল; এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সর্ব্বপ্রাণীই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

---

২ ইন্দ্র ত্বষ্টা মুনির পুত্রকে সংহার করিলে, ত্বষ্টা ইন্দ্র-দমনার্থ এক পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া "স্বাহা ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব" বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই জন্য বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ।

এইরূপে সর্ব্বলোক ক্ষয় হইবার উপক্রম হইলে দেবগণ অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া, বিষ্ণুর আদেশানুযায়িক অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ভয়-বিমোহিত হইয়া দেবরাজ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উপাধ্যায় ও ঋষিগণের সহিত অমরগণ সকলেই সেই স্থানে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মহত্যা-বিমোহিত সহস্রলোচনকে দেখিতে পাইয়া, যজ্ঞারম্ভোপযুক্ত মুহূর্ত্তে তাঁহার দীক্ষা করিয়া তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন। অনন্তর, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা বাসবের সুমহান অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেবগণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, অমরবৃন্দ! আমি এক্ষণে কোথায় থাকিব, নির্দ্দেশ করুন। তখন দেবগণ হৃষ্ট হইয়া প্রীতি সহকারে কহিলেন, দুর্দ্দান্তে! তুমি আপনিই আপনাকে চারি ভাগে বিভাগ কর। দেবগণের বাক্য শুনিয়া দুর্বসা ব্রহ্ম-হত্যা আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বীয় চিরন্তন বাসস্থান প্রার্থনা করিল। সে কহিল, সুরসত্তমগণ! আমি এক অংশে বর্ষার চারিমাস স্বেচ্ছাক্রমে সলিলে বাস করিয়া অত্যাচারীর দর্প হরণ করিব। আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি, দ্বিতীয় অংশে আমি নিয়ত ভূমিতে ও বৃক্ষ সকলে বসতি করিব। আমার তৃতীয় অংশ ঋতুমতী কামিনীগণে চারি দিন অবস্থিতি করিবে; ঐ চারি দিন যে ব্যক্তি তাহাদিগের সঙ্গ করিবে, সে উহাতে লিপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি সংকল্প পূর্ব্বক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিবে, দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাকে আশ্রয় করিব।

তখন দেবগণ তাহাকে কহিলেন, তুমি আনুপূর্ব্বিক যেরূপ বলিলে, সেইরূপই হইবে। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি যথাভিলষিত স্থানে গমন কর।

এই কথা বলিয়া দেবগণ ও ধীমান পুরন্দর পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর এইরূপে পাপমুক্ত হইয়া সুস্থ হইলেন। সহস্রলোচন স্বপদস্থ হইলে সর্ব্বজগৎও পুনর্ব্বার সুস্থ হইল।

রঘুনন্দন! পুরাকালে পুরন্দর এইরূপে যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞের মান-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব; অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন।

ইন্দ্র-সমান-বিক্রম ইন্দ্র-সমান-ওজস্বী মহাত্মা নরনাথ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ মনোহর অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

ইলোপাখ্যান।

মহাতেজা বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি বিস্তার পূর্ব্বক বৃত্রবধ-বৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের

ফলের কথা যেরূপ বলিলে, সমস্তই সত্য। সৌম্য! আরো শুনা যায় যে, পুরাকালে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র, বাহ্লীক দেশের অধীশ্বর, ইল নামে এক পরমধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। সেই রাজা পর্ব্বত-বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল বশীভূত করিয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। রঘুনন্দন! প্রধান প্রধান দেবগণ, মহাবল অসুরগণ, এবং যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও কিন্নরগণ, সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিতেন। সেই মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্বলোক ভীত হইত। ফলত মহাযশা বাহ্লীরাজ জগতের সুমহাপরাক্রান্ত অধিরাজ ছিলেন; ধর্ম্ম ও বীর্য্য বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল; এবং তিনি মহা বুদ্ধিমান ছিলেন।

একদা মনোরম চৈত্র মাসে সেই মহাবাহু রাজা ইল, ভৃত্যগণ ও বলবাহন সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন; এবং গহন বনে প্রবেশ করিয়া শতসহস্র মৃগ বিনাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অযুত অযুত মৃগ পলায়ন করিয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে গমন করিল। ঐ স্থানে দুর্দ্ধর্ষ দেবদেব ত্রিলোচন সমস্ত অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া শৈলরাজ-তনয়ার সহিত বিহার করিতেছিলেন। ধূর্জ্জটি দেবীর প্রিয়সাধনার্থ তৎকালে আপনাকে এবং যাবদীয় অনুচরবর্গকেও স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত-কাননে যে কোন পুরুষ-নামধারী প্রাণী বা যে কোন পুরুষ-সংজ্ঞক বৃক্ষ ছিল, তৎকালে তৎসমস্তও স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ! এই সময় কর্দ্দমনন্দন রাজা ইল সহস্র সহস্র মৃগ সংহার করিতে করিতে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, ঐ স্থানের মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীজাতীয়; শেষে আপনাকে এবং অনুচরবর্গকেও স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত দর্শন করিয়া রাজা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং উমাপতির প্রভাবে ঐরূপ হইয়াছে জানিতে পারিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাজা ভৃত্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে দেবদেব শিতিকণ্ঠ কপর্দ্দীর শরণাগত হইলেন। তখন দেবীর সহিত সমুপবিষ্ট বরপ্রদ ত্রিশূলধারী মধুর বাক্যে প্রজাপতিনন্দন ইল রাজাকে কহিলেন, কর্দ্দমনন্দন রাজর্ষে! উত্থিত হও; তোমার পুরুষত্ব ভিন্ন আমি তোমার আর কোন্ কার্য্য সাধন করিব বল।

মহাত্মা মহাদেব এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে, স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল শোকার্ত্ত হইয়া সেই দেবদেবের নিকট অন্য কোন বরই প্রার্থনা করিলেন না। অনন্তর তিনি দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া অনন্যমানসে শৈলরাজ-সুতা মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি বরদে! আপনি লোকদিগকে সকল বরই প্রদান করিতে পারেন; অতএব শুভে! আপনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। সৌম্যে! আপনি অমোঘ-দর্শনা; আপনকার দর্শন আমার পক্ষে যেন বিফল না হয়।

তখন রুদ্র-হৃদয়বল্লভা দেবী সেই রাজর্ষির হৃদ্গতভাব অবগত হইয়া শঙ্করের সন্নিধানে শুভবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন! বরের অর্দ্ধ মহাদেব, এবং অর্দ্ধ আমি দান করিয়া থাকি; অতএব তুমি সেই অর্দ্ধবরে যতদিন পুরুষ আর যতদিন স্ত্রী থাকিতে ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর।

মহীপতি ইল, দেবীর ঈদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতীব হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন, দেবি! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন একমাস স্ত্রী ও আবার একমাস পুরুষ হই। আর আমি যখন স্ত্রী হইব, তখন জগতে তাদৃশ রূপবতী স্ত্রী যেন আর দৃষ্ট না হয়।

ইল রাজার ঈদৃশ অভীপ্সিত অবগত হইয়া, দেবী সুরুচির বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, নরেন্দ্র! 'তথাস্তু'। অধিকন্তু তুমি যখন পুরুষ হইবে, তখন তোমার পূর্ব্বপ্রাপ্ত স্ত্রীভাব স্মরণ থাকিবে না; আবার পর মাসে যখন স্ত্রী হইবে, তখনও পূর্ব্বের পুরুষভাব তোমার মনে পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! কর্দ্দমনন্দন নরপতি ইল এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে একমাস ত্রিলোক-সুন্দরী কামিনী ও আর একমাস পুরুষ হইতে লাগিলেন।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

কিম্পুরুষোৎপত্তি।

ভরত ও লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র-কথিত সেই অত্যদ্ভুত দিব্য কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা রামচন্দ্রকে সেই মহানুভব ইল রাজার সেই স্ত্রী-পুরুষ-ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, আর্য্য! সেই রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, তখন কিরূপে তাদৃশ দুর্গতি ভোগ করিতেন? আবার পুরুষত্ব লাভ করিয়াই বা তিনি কিরূপ আচরণ করিতেন?

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ কৌতূহল-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই রাজার সম্বন্ধে যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, প্রথম সেই মাসেই স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া শরৎপদ্মদলেক্ষণা লোকসুন্দরী ইলা তদীয় স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত অনুচরগণের সহিত বিবিধ পাদপ গুল্ম ও লতায় সমাকীর্ণ নানা-পুষ্পোপশোভিত ঐ কাননমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহন সমস্ত ঐ কাননের ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ কাননমধ্যেই ঐ পর্ব্বতের সমীপে নানাবিহঙ্গম-সেবিত সুন্দর-দর্শন এক পবিত্র সরোবরে উপস্থিত হইয়া, ইলা তন্মধ্যে অত্যুগ্র-তপশ্চরণ-প্রবৃত্ত যশস্কর কামগম সুদুর্দ্ধর্ষ সোমনন্দন বুধকে দেখিতে পাইলেন।

তাঁহার বয়স নবীন; স্বীয় শরীর-প্রভায় তিনি যেন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতেছিলেন। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইলা স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত অনুচরবর্গের সহিত সমস্ত জলাশয় বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইলাকে দর্শন করিয়াই বুধ কামশরে পরিপীড়িত হইয়া আর সুস্থ থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রণয়-নয়নে ইলাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন, এই কামিনী কে! দেখিতেছি, ইনি দেবকামিনী অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী! কি দেবকামিনী, কি মানবী, কি অপ্সরা, কাহারও মধ্যে আমি এই সুমধ্যমার ন্যায় রূপবতী আর দর্শন করি নাই! যদি অন্য পরিগ্রহ না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইনিই আমার অনুরূপ পত্নী।

এইরূপ সংকল্প করিয়া সোমতনয় বুধ জল হইতে স্থলে উত্থিত হইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং চারিজন কামিনীকে আহ্বান করিলেন। তাহারাও তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিলোকসুন্দরী কাহার পত্নী, কি জন্যই বা এস্থানে আগমন করিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তোমরা যথাকথা উল্লেখ কর।

বুধের এইরূপ মধুরাক্ষর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কামিনীগণ তাঁহার পূজা করিয়া সুমধুর সুস্নিগ্ধ বাক্যে উত্তর করিল, মহাভাগ! এই সুশ্রোণী আমাদিগের অধীশ্বরী; ইনি কাহারও পত্নী নহেন; ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে এই কানন-প্রান্তে বিচরণ করিতেছেন।

কামিনীচতুষ্টয়ের ঈদৃশ সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বুধ আবর্ত্তনী নাম্নী পবিত্রবিদ্যা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; এবং রাজা ইল সম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইলেন। এই সময় অন্যান্য মহিলারাও বরপ্রার্থিনী হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। তখন ধর্ম্মাত্মা সোমনন্দন মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন, কামিনীগণ! তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতপৃষ্ঠেই বিচরণ কর, এবং সত্বর এই পর্ব্বতেই উপনিবেশ স্থাপন কর। তোমরা ফলমূল আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং সকলেই কিম্পুরুষ নামক পতিও প্রাপ্ত হইবে।

সোমতনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কামিনীগণ সকলেই কিম্পুরুষী হইয়া সোমতনয়ের শাসনক্রমে ঐ পর্ব্বতের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া বসতি করিল।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

পুরূরবার উৎপত্তি।

মহাত্মা ভরত ও লক্ষ্মণ কিম্পুরুষোৎপত্তি শ্রবণ পূর্ব্বক, 'ইহা অতীব আশ্চর্য্য!' বলিয়া রামচন্দ্রকে প্রতিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাযশা ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার সেই প্রজাপতিনন্দন ইলের কথা

আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, কিম্পুরুষীগণ সকলেই প্রস্থান করিয়াছে দেখিয়া, ঋষিসত্তম বুধ সহাস্যবদনে সেই রূপবতী কামিনীকে কহিলেন, বরারোহে! আমি ভগবান চন্দ্রমার প্রিয়তম পুত্র; চারুবদনে! তুমি আমাকে প্রীতিস্নিগ্ধ নয়নে ভজনা কর।

তাদৃশ স্বজন-বিবর্জ্জিত জনমানব-শূন্য প্রদেশে মহাপ্রভ বুধের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা সুরুচির বচনে উত্তর করিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীন; আমি আপনাকে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। মহামতে সোমতনয়! এক্ষণে আপনি আমাকে আপনকার ইচ্ছামত আদেশ করুন।

ইলার ঈদৃশ সুমধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বুধ হৃষ্টচিত্তে সেই শুচিস্মিতাকে গ্রহণ করিয়া কামোপভোগার্থ গমন করিলেন। বনমধ্যে ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে ধীমান বুধের সম্বন্ধে সেই বাসন্তিক মাস ক্ষণমাত্রের ন্যায় অতিবাহিত হইল।

অনন্তর মাসের শেষ দিনে ইলা পুনর্ব্বার পূর্ণেন্দুবদন প্রজাপতিনন্দন শ্রীমান ইল হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, সলিলমধ্যে মহাত্মা বুধ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নিরালম্বনে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ইল জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন! আমি অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। মহাত্মন! আমার সেই সৈন্য সমস্ত কোথায় গমন করিল?

নষ্টসংজ্ঞ রাজর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ তাঁহাকে মধুরবচনে সান্ত্বনা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, শুভলক্ষণ রাজর্ষে! যথার্থ ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তুমি আত্মাকে সুস্থির কর; শোক করিও না। রাজন! মহতী শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমার সৈন্য-সামন্ত সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে। তুমিও বাত এবং বর্ষণ ভয়ে কাতর হইয়া এই আশ্রম-মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিলে। রাজর্ষে! এক্ষণে আশ্বস্ত হও; আর তোমার কোন ভয় বা চিন্তা নাই; ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তুমি কতিপয় দিবস এই স্থানেই বসতি কর।

তখন মহাযশা রাজা ইল, বুধের তাদৃশ বাক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া, অনুচরবর্গের নিধন-নিবন্ধন কাতরভাবে সমুচিত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন! অনুজীবিবর্গ নিহত হইলেও আমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ স্থানে ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারিব না। আপনি আমাকে প্রতিগমন করিতে অনুমতি করুন। আমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতিগমন না করিলে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাযশা ধর্ম্মাত্মা শশবিন্দু রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। অধিকন্তু আমি গৃহস্থিত সুখসমৃদ্ধ দারা ও ভৃত্যদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারিব না; অতএব মহাতেজস্বিন! আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

সুদুঃখার্ত্ত কর্দমনন্দন রাজা ইল এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলিলে, বুধ শুভবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাদ্যুতে কর্দমনন্দন!

তুমি পরিতাপ করিও না; ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তুমি আমার এই আশ্রমেই অবস্থিতি কর। তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাস করিলে, অবশেষে আমি তোমার মঙ্গল সাধন করিব। তখন তুমি সমুদায় অনুজীবি-বর্গের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইবে।

অক্লিষ্টকর্ম্মা ব্রহ্মবাদী বুধের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ইল তদনুসারে ঐ স্থানেই বাস করিতে মনস্থ করিলেন। ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া বুধের চিত্ততোষণ করিতে লাগিলেন; আবার পর মাসে পুরুষ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে থাকিলেন।

অনন্তর নবম মাসে চারুনিতম্বিনী ইলা, সোমনন্দন বুধের ঔরসে পুরূরবা নামক এক তেজস্বী পুত্র প্রসব করিলেন; এবং প্রসব-মাত্রই চন্দ্রপ্রভ ঐ মহাবল পুত্রকে বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর ইলা পুন-র্ব্বার পুরুষ হইলে মহাজ্ঞানী বুধও বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যালাপ দ্বারা তাঁহার চিত্ত-তোষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

ইলার পুরুষত্ব-লাভ।

রামচন্দ্র পুরূরবার ঈদৃশ অত্যদ্ভুত জন্ম-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলে, লক্ষ্মণ ও ভরত পুন-র্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ইল সংবৎসরকাল সোমনন্দন বুধের সহবাস করিয়া অবশেষে কি করিয়াছিলেন? আর্য্য! আপনি অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন।

ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র পুনর্ব্বার কর্দ্দমনন্দনের অত্যাশ্চর্য্য কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, মহাশূর রাজা ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে সুমহাবীর্য্য মহাযশা বুধ, স্বীয় মিত্র পরমোদার সংবর্ত্ত, ভৃগুবংশীয় চ্যবন, অরিষ্ট-নেমি, কাশ্যপনন্দন প্রমোদ এবং দুর্ব্বাসা, এই সমস্ত মহামুনিদিগকে আনয়ন করাই-লেন। ইহাঁরা সমবেত হইলে, তত্ত্বদর্শী বাক্যবিশারদ বুধ সকলকেই ধৈর্য্যনিরত চিত্তে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুহৃদ্‌গণ! এই মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা ইল কর্দ্দমের পুত্র; ইহাঁর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তোমরা সকলেই তাহা অবগত আছ। এক্ষণে তোমরা ইহাঁর শ্রেয়োবিধান কর।

বুধ মুনিদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এই সময় প্রজাপতি কর্দ্দম মহাত্মা দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে উপস্থিত হই-লেন। পুলহ, ক্রতু, বষট্‌কার এবং মহাতেজা ওঁকারও তথায় আগমন করিলেন। অন-ন্তর সকলেই পরস্পর-সমাগমে পরম আন-ন্দিত হইয়া বাহ্লীকপতি রাজা ইলের হিত-সাধন-কামনায় পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অবশেষে প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রসম্বন্ধে পরমহিতকর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ! যাহাতে এই রাজার মঙ্গল হইবে, আমি

বলিতেছি, তোমরা সকলেই শ্রবণ কর। দেখ, বৃষভবাহন মহাদেব ভিন্ন এ বিষয়ে আর গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছে না; অতএব আইস, আমরা মহাযজ্ঞ দ্বারা সেই দেবদেবেরই আরাধনা করি। অশ্বমেধ সর্ব্ব যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং উহা সেই দেবদেবেরও প্রিয়তম; অতএব দ্বিজসত্তমগণ! আইস, আমরা সেই দুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞই আরম্ভ করি।

কর্দ্দমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মুনিগণেরই একমত হইল যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা দেবদেব রুদ্রের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর মহামুনি সংবর্ত্তের অধীনে সমবেত মহর্ষিগণ সকলেই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। তখন বুধের আশ্রমসমীপে মরুত্ত-যজ্ঞের ন্যায় রাজা ইলেরও সুমহান যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবদেব উমাপতি পরমসন্তুষ্ট হইয়া রাজা ইলের সমক্ষেই অতীব প্রীতিসহকারে সমস্ত দ্বিজসত্তমদিগকে কহিলেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! আমি এই অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে এই বাহ্লীকপতির কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বল।

দেবদেব বৃষভধ্বজ এইরূপ কহিলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, দেবদেব! ইলা পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করুন। তখন তুষ্টচিত্ত সুমহাতেজা আশুতোষ ইলাকে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং মহাদেবও অন্তর্হিত হইলে, দীর্ঘদর্শী মহর্ষিগণও যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহাযশা রাজা ইল বাহ্লীক দেশ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠান নামক এক যশস্কর নগর স্থাপন করিলেন। রাজর্ষি শশবিন্দু বাহ্লীক দেশের রাজা হইলেন; আর প্রজাপতিনন্দন ইল প্রতিষ্ঠান নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে রাজা ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন। ইলনন্দন পুরূরবা প্রতিষ্ঠান নগরের রাজা হইলেন।

নরশ্রেষ্ঠ ভরত-লক্ষ্মণ! অশ্বমেধের ঈদৃশ প্রভাব! পুরাকালে বাহ্লীকপতি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

অশ্বমেধারম্ভ।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র অমিততেজা ভ্রাতৃদ্বয়কে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি যজ্ঞকর্ম্ম-বিশারদ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ ও অন্যান্য বিপ্রপ্রবরদিগের সহিত বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব উন্মুক্ত করিব। অতএব তুমি সত্বর এই সকল মহাভাগদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর।

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ ত্বরিতপদে ঐ সমস্ত বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট আনয়ন করিলেন। তখন মহামতি মহাত্মা রামচন্দ্র সেই দ্বিজসত্তমদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া পাদাভিবন্দন পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে অশ্বমেধযজ্ঞারম্ভের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও সকলেই একমত হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া তদ্বিষয়ে অভিমতি প্রকাশ করিলেন।

তখন সেই দ্বিজসত্তমদিগের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! তুমি মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর। দূত যাইয়া সেই মহাবাহু বানরাধিপতিকে বলিবে যে, আপনি সহস্র সহস্র বানরগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞমহোৎসব দর্শনাদি করিবার নিমিত্ত সত্বর আগমন করুন। লক্ষ্মণ! তুমি অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, সুপাটন, গয়, গবাক্ষ, পনস, মহাবীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, সুবাহু, সূর্য্যাক্ষ, কুমুদ, সুষেণ, গন্ধমাদন, ঋষভ ও বিনত, এই সকল বানরযূথপতিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর। এতদ্ভিন্ন, আমার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্তও পণ করিয়া যে সকল বানরপ্রবীর অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তুমি তাহাদিগেরও সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আন। অধিক কি, তুমি পৃথিবীর সকল বানরকেই নিমন্ত্রণ কর। মহাবল গোলাঙ্গুলাধিপতি গবয় এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববানকেও সসৈন্যে নিমন্ত্রণ কর। সখা বিভীষণকেও বলিয়া পাঠাও যে, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ বহুতর কামগামী রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে আগমন কর। লক্ষ্মণ! পৃথিবীতে আমার হিতৈষী যে সমস্ত রাজা আছেন, তাঁহারাও সকলেই অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হউন। অপরাপর রাজ্যেও যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, সৌমিত্রে! তুমি তাঁহাদিগকেও অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কর। মহামতে! তুমি সমস্ত দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি, এবং সিদ্ধ ও সপ্তর্ষিদিগকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আন। শিষ্য সহিত যাবদীয় ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর।

এদিকে গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্যে সুপ্রশস্ত যজ্ঞবাট বিনির্ম্মিত হউক; ঐ তপোবনই অতি পবিত্র স্থান। যজ্ঞবাট নির্ম্মাণার্থ শত শত সহস্র সহস্র বলবান হৃষ্টপুষ্ট গৃহকর্ম্ম-নিপুণ শিল্পীদিগকে আজ্ঞা করা হউক। মহাবীর! অযুতভার তিল ও মুদ্গ, দশকোটি সুবর্ণ মুদ্রা, শতকোটি রৌপ্য মুদ্রা, এবং অসংখ্য পরিমাণে মাষাদি শস্যসম্ভার অগ্রেই ঐ স্থানে নীত হউক। মহর্ষি বশিষ্ঠ যে যে সামগ্রীর আদেশ করেন, সমস্ত আয়োজন করিতে আজ্ঞা করা হউক। এই সমস্ত লইয়া ভরত ত্বরিতপদে অগ্রেই তথায় গমন করুন। পথিমধ্যে বিপণিস্থাপনার্থ বণিকগণ এখনই গমন করুক। সমস্ত নট, নর্ত্তক, বালবৃদ্ধ পৌরজন ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রেই প্রেরণ করা হউক। ভৃত্যবর্গ এবং কার্য্যকুশল সুনিপুণ শিল্পিগণও এখনই প্রস্থান করুক। আর আমার মাতৃগণ, সমস্ত অন্তঃপুর-কুমারিকাগণ

ও যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষার্থ আমার কাঞ্চনময়ী পত্নী, ভরত এই সকলকে লইয়া সত্বর গমন করুন।

নবনবতিতম সর্গ।

যজ্ঞসমৃদ্ধি-বর্ণন।

নরনাথ রামচন্দ্র এইরূপ ব্যবস্থা বিধান পূর্ব্বক সত্বর ভরতকে প্রস্থাপন করিয়া কৃষ্ণসার-সমবর্ণ সুলক্ষণ-সংযুক্ত অশ্ব উন্মোচন করিয়া দিলেন; এবং ঋত্বিকদিগের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া এক মাসের মধ্যেই নৈমিষ-কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় পরমাদ্ভুত যজ্ঞবাট দর্শন করিয়া কাকুৎস্থ অতুল আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কহিলেন, অতি সুন্দর হইয়াছে।

যাহা হউক, রামচন্দ্র নৈমিষ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে রাজগণ একে একে স্ব স্ব রাজ্য হইতে ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। নরনাথ রামচন্দ্র তাঁহাদিগের যথাবিধি প্রতিপূজা করিলেন, এবং অনুচর সহিত রাজবর্গের নিবেশার্থ বাসস্থান, শয়নার্থ মহামুল্য শয্যা, বিবিধ অন্নপান, নানাপ্রকার বস্ত্র, ও অন্যান্য সমুদয় উপকরণসামগ্রী প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। মহাবল ভরত ও শত্রুঘ্ন দ্বিজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিলেন। সুগ্রীব ও অন্যান্য মহাবল বানরযূথপতিগণ অতি সাবধানে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুতর নিশাচর-সহকৃত বিভীষণ সংযতচিত্তে উগ্রতপা মহর্ষিদিগের আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নরনাথ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ ধীমান ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। 'দান কর, ভোজন কর, পান কর, লেহন কর,' এইরূপ শব্দ ভিন্ন মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্য কোনরূপ শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। কেবল দৃষ্ট হইতে লাগিল, সহস্র সহস্র বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ লেহ্যপেয়াদি আহারসামগ্রী নিরন্তর দান করিতেছে। নরনাথের সেই হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ মহাযজ্ঞে মলিনবাসা, কি দীনভাবাপন্ন, কি জীর্ণ শীর্ণ, কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। যজ্ঞস্থল-সমাগত মহর্ষিদিগের মধ্যে যাঁহারা চিরজীবী ছিলেন, যজ্ঞসমৃদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহারাও সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রজত, সুবর্ণ, রত্ন ও পরিচ্ছদ নিরন্তর প্রদত্ত হইতে লাগিল; তথাপি শেষ হইল না। ফলত, রামচন্দ্রের যেরূপ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ইন্দ্রের, কি চন্দ্রের, কি যমের, কি বরুণের, কাহারও যজ্ঞ সেরূপ হয় নাই। আজ্ঞাপেক্ষী বানর ও রাক্ষসগণ বহুতর বিবিধ পানভোজন হস্তে চতুর্দ্দিকের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতে লাগিল।

রাজসিংহ রামচন্দ্রের এইরূপ পরম ভাস্বর সুমহাযজ্ঞ পূর্ণ সংবৎসর ব্যাপিয়া সমান ভাবেই প্রবর্ত্তিত হইল, কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হইল না।

শততম সর্গ।

কুশলবানুশাসন।

সুমহাযজ্ঞ অশ্বমেধ এইরূপে আরব্ধ হইলে, মহামুনি বাল্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই দিব্যযজ্ঞ-সঙ্কাশ অদ্ভুত-দর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া ঋষিদিগের সুপবিত্র আবাসস্থানে বাস গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নরনাথ রামচন্দ্র এবং সমবেত মুনিগণ সকলেই সেই পরমাত্মজ্ঞানী মহামুনির যথাবিধি পূজা করিলেন। পূজা গ্রহণ করিয়া সুমহাতেজা মহর্ষি ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহামুনি বাল্মীকি স্বীয় শিষ্য দেবরূপী কুমারদ্বয়কে আদেশ করিলেন, তোমরা পরমপ্রফুল্লভাবে সমগ্র রামায়ণ-কাব্য গান করিতে আরম্ভ কর; ঋষিদিগের সমস্ত সুপবিত্র আবাস, ব্রাহ্মণগণের গৃহ, রথ্যা, রাজমার্গ ও পার্থিবদিগের আবাসস্থান সকলে গান করিয়া বিচরণ কর। রামচন্দ্রের যজ্ঞভবনের দ্বারে এবং সুমহতী-জনতা-স্থলে তোমরা বিশেষ করিয়া গান করিবে। তোমরা পর্ব্বত হইতে আনীত এই সুস্বাদু সুপবিত্র ফলমূল সকল ভক্ষণ পূর্ব্বক রামায়ণ গান করিতে থাক। কোথাও কখন কোন বস্তু যাচ্ঞা করিও না; শৈল-সমানীত পরমোৎকৃষ্ট এই সকল ফলমূল আহার করিয়াই তোমরা জীবন ধারণ করিতে পারিবে; তোমাদিগের বলহানিও হইবে না। মহারথ রামচন্দ্র যদি মহর্ষিগণ-সমবেত যজ্ঞ-সভায় তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তোমরা বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে গান করিবে। আমি বিবিধ পরিমাণে যে সকল সর্গ বিভাগ করিয়াছি, তোমরা প্রতিদিবস তাহার বিংশতি সর্গ গান করিবে। আমি এই সুমহৎ রামায়ণ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছি। আমি যেরূপ প্রমাণে সর্গ সকল নির্দ্দেশ করিয়াছি, তোমরা প্রতিদিবস সুমধুর স্বরে তাহার বিংশতি সর্গ গান করিবে। যতদিন লোক থাকিবে, এই কাব্যও ততদিন গীত হইবে। ইহার পর যে সকল বিচিত্র-বুদ্ধি-সম্পন্ন কবি উৎপন্ন হইবেন, আমি এই যে গীতি প্রণয়ন করিলাম, আমার পর তাঁহারা সকলেই ইহার অনুকরণ করিবেন। যে সকল ব্যক্তি এই রামায়ণ-গীতির সমাদর করিবেন; এবং যাঁহারা ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে সুখলাভ করিয়া পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমরা ধনের প্রতি অণুমাত্রও লোভ করিও না; আমরা নির্দ্ধন ও ফলমূলাহারী আশ্রমবাসী তপস্বী; আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? নরনাথ রামচন্দ্র যদি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা দুইজন কাহার পুত্র, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য। রামচন্দ্রের সমীপে প্রথমত এই সকল সুমধুর তন্ত্রী ও অপূর্ব্ব স্বর-স্থান সকল সুমধুর ভাবে মূর্চ্ছিত করিয়া

পশ্চাৎ গান করিবে। তোমরা আদি হইতেই গান আরম্ভ করিবে; নরনাথ রামচন্দ্রের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না; কারণ ধর্ম্মানুসারে রাজা সর্ব্বভূতেরই পিতা। অতএব তোমরা উভয়ে কল্য প্রভাতসময়ে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমানসে তন্ত্রীলয়-সহকারে সুমধুর গান আরম্ভ করিবে।

প্রচেতোনন্দন পরমোদারচেতা মহাযশা মহামুনি বাল্মীকি কুমারদ্বয়কে ঈদৃশ বিবিধ প্রকার আদেশ ও উপদেশ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

একাধিকশততম সর্গ।

গীত-শ্রবণ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে কুমারদ্বয় স্নান করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। পরে মহর্ষি বাল্মীকি পূর্ব্বে যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই স্থানে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালকদ্বয়ের সেই পরমাদ্ভুত-দিব্য-কথা-সংক্রান্ত, অপূর্ব্ব-স্বরজাতি-সহকৃত, স্বর-বিশেষ-সমলঙ্কৃত, সপ্তস্বর-নিবদ্ধ, তন্ত্রীলয়-সম্বলিত গীতি রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। বালকের মুখে তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তিনি কৌতূহলপরতন্ত্র হইলেন।

অনন্তর যজ্ঞ-বিরাম-সময়ে নরনাথ রামচন্দ্র মহর্ষিবর্গ, পার্থিববর্গ, সুপণ্ডিত পৌরবর্গ, স্বরলক্ষণজ্ঞ পদাক্ষর-সম্বন্ধবিৎ শব্দ-কুশল কাল-মাত্রা-বিভাগবেত্তা ব্যক্তিবর্গ, গান-শ্রবণ-সমুৎসুক অন্যান্য দ্বিজপুঙ্গবগণ, জ্যোতিষশাস্ত্র-পারদর্শী ক্রিয়া ও কল্পসূত্রবিৎ পণ্ডিতগণ, বাক্যবিৎ বিবিধ-ভাষাবিৎ ও নিগমবিৎ মনীষিগণ, নৃত্যগীত-বিশারদ জনগণ, বিবিধ পৌরাণিকগণ এবং বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে গায়ক বালকদ্বয়কে উপস্থাপিত করিলেন। সভায় সমুপবিষ্ট মহাতেজা মহর্ষি ও মহীপতিগণ এবং অপরাপর সকলেই চক্ষু দ্বারা যেন পান করিতে করিতেই কুশীলবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিলেন, এই বালকদ্বয় উভয়েই রামচন্দ্রের সদৃশ, যেন এক বিম্ব হইতে বিম্বান্তর উদ্ভূত হইয়াছে। যদি ইহারা জটাভার ধারণ ও বল্কল পরিধান না করিত, তাহা হইলে রামচন্দ্র হইতে ইহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না।

শ্রোতৃবর্গ বিস্মিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন; ইত্যবকাশে সেই দুই মুনিবালক সভাস্থলে গান আরম্ভ করিলেন। তখন শ্লোকনিবদ্ধ বিচিত্রপদসমন্বিত মহার্থ-সম্পন্ন অতিমানুষ সুমধুর রামায়ণ-গীতি আরম্ভ হইল। মুনিবালকদ্বয় দেবর্ষি নারদের উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। অনন্তর অপরাহ্ণ-সময়ে সম্পূর্ণ বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল রামচন্দ্র ভ্রাতা ভরতকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি এই দুই বালককে দশসহস্র মুদ্রিত ও অমুদ্রিত সুবর্ণ এবং তদ্ভিন্ন ইহারা অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করে, সমস্ত প্রদান কর।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কেকয়ীনন্দন ভরত বালকদ্বয়কে নরনাথের আদেশানুরূপ সুবর্ণ দান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু মহাত্মা বালকদ্বয় তাহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা কহিলেন, লোকনাথ! আমরা ধন লইয়া কি করিব? আমরা বনবাসী; বনজাত ফলমূল দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। অতএব রাজন! হিরণ্য বা সুবর্ণে আমাদিগের প্রয়োজন কি?

বালকদ্বয় এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র এবং সমবেত রাজগণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যান পূর্ব্বক সেই দুই বালককে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও পরিমাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, বৎসদ্বয়! এই কাব্যের আশ্রয় কে? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? ইহার প্রণেতা ও প্রকাশকই বা কে? এই মহাকাব্যপ্রণেতা মহর্ষি এক্ষণে কোথায় আছেন?

নরনাথ রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে, অতন্দ্রিত মুনিবালকদ্বয় উত্তর করিলেন, রাজন! আমরা উভয়ে ভগবান বাল্মীকির শিষ্য; তাঁহারই সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। মহারাজ! মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে আপনকারই চরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। আদি হইতে সর্ব্বসমেত পঞ্চ শত সর্গে ও পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকে এই কাব্য নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে উপাখ্যানের সংখ্যা এক শত। নরেন্দ্র! আপনকার জন্ম, রাজা দশরথের মৃত্যু ও সৎকার, তৎসংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠান, আপনকার দারাপকর্ষণ, ভীষণ বালিবধ, সাগরে সেতুবন্ধন, এবং কোটি কোটি রাক্ষস-সহকৃত রাবণের বিনাশ, মহর্ষি বাল্মীকি এই কাব্যে এই সমস্ত বিষয় বিন্যস্ত করিয়াছেন। মহামতে রাজন! এই কাব্য শ্রবণ করিতে যদি আপনকার মানস ও কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি যজ্ঞাবসরে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রবণ করিতে থাকুন।

মুনিদারকদ্বয় সভাস্থলে রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাল্মীকি যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবস্থানার্থ সেই স্থানে গমন করিলেন। রামচন্দ্রও, 'অহো! কি আশ্চর্য্য সঙ্গীত!' পুনঃপুন এই কথা বলিতে বলিতে মুনিগণ ও পার্থিবগণের সহিত যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

সীতা-শপথনিশ্চয়।

রামচন্দ্র মহাত্মা মুনিগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে এইরূপে বহু দিবস সেই অত্যুত্তম গীতি শ্রবণ করিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজ-মাতৃগণ গীত-শ্রবণসময়ে কাতর হইয়া বাহু উৎক্ষেপ পূর্ব্বক তারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, হনূমান, নল, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-যূথপতিগণ সেই গীত শ্রবণে অতীত বিষয় সমুদায়

যেন বর্ত্তমানের ন্যায় জাজ্বল্যমান বোধ করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ ও কৌশিক বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলেই ঐ অপূর্ব্ব গীতি শ্রবণে একমনে ধ্যানপরায়ণ হইলেন। কর্ম্মান্তর-সময়ে এইরূপে অনুদিন ঐ যশস্কর গীতি হইতে লাগিল; শুনিয়া শ্রোতৃগণ সকলেই মুহুর্ম্মুহু অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ গান হইতেই ঐ দুই মুনিবালককে সীতার পুত্র জানিতে পারিয়া রামচন্দ্র সভামধ্যে মহাত্মা শত্রুঘ্ন, বীর্য্যবান হনুমান, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ ও পরন্তপ সুষেণকে কহিলেন, তোমরা পরমোদারচেতা ঋষিসত্তম দেবকল্প মহাত্মা ভগবান বাল্মীকিকে সীতা সমভিব্যাহারে এই স্থানে আনয়ন কর। আমার ইচ্ছা, জনকনন্দিনী নিজ নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য, মহর্ষি বাল্মীকির অনুমতি লইয়া, এই সভাস্থলে পরীক্ষা প্রদান করুন। অতএব তোমরা এ বিষয়ে মহর্ষির মত ও পরীক্ষা-প্রদান-সম্বন্ধে সীতার মনোগত ভাব অবগত হইয়া, পরীক্ষাদানে সীতা সম্মত আছেন কি না, সত্বর আমাকে সংবাদ প্রদান কর। কল্য প্রভাতে এই সভামধ্যেই জনকনন্দিনী মৈথিলী নিজ সচ্চরিত্রের প্রমাণস্বরূপ পুনর্ব্বার পরীক্ষা প্রদান করুন।

রঘুনন্দন রামচন্দ্রের ঈদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সকলে সত্বর প্রচেতোনন্দন মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিলেন, এবং প্রজ্বলিত-পাবক-সঙ্কাশ সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্র-কথিত সুরুচির মৃদু বাক্য সকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুমহাতেজা মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক; রামচন্দ্র যে আদেশ করিয়াছেন, সীতা তাহাই করিবেন; কারণ, পতিই স্ত্রীজাতির সর্ব্বদেবতা।

মহর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমহাতেজা রামদূতগণ সকলেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সেই মহামুনির বাক্য নিবেদন করিলেন। তখন ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র মহামুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতীব প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন; এবং সমবেত মহর্ষিবৃন্দ ও মহীপতিদিগকে কহিলেন, সশিষ্য মুনিগণ! সানুচর নৃপতিগণ! আপনারা কল্য প্রাতে সীতার পরীক্ষা দর্শন করিবেন। অন্যান্য যে কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও উপস্থিত থাকিবেন। আমি আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি।

মহাত্মা রাঘবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ঋষিগণমধ্যে অত্যুচ্চ সাধুবাদশব্দ সমুত্থিত হইল। রাজগণও নরব্যাঘ্র রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ! এইরূপ কার্য্য আপনকার সমুচিতই বটে, সন্দেহ নাই।

শত্রুসূদন রামচন্দ্র, কল্য প্রভাতে সীতার পরীক্ষা হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত সভ্যদিগকে বিদায় দান করিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বাল্মীকি-বাক্য।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাথ রামচন্দ্র যজ্ঞবাটে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি-গণকে ও সমস্ত সভ্যগণকে আহ্বান করিলেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, সুমহাযশা দুর্ব্বাসা, মহাতেজা অগস্ত্য, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাতপা মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মবিৎ শতানন্দ, মহাতেজা ঋচীক ও অগ্নিনন্দন সুপ্রভ, এই সমস্ত ও অন্যান্য দৃঢ়ব্রত মুনিগণ, নরব্যাঘ্র রাজগণ, মহাবীর্য্য বানরগণ ও মহাবল রাক্ষসগণ সকলেই কৌতুহলী হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন। প্রধান প্রধান নাগরিকেরাও সীতার পরীক্ষা-দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইলেন।

দৃঢ়সংহত পাষাণরাশির ন্যায় মুনিগণ প্রভৃতি সকলেই একত্র সমবেত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মুনিবর বাল্মীকি অবিলম্বেই সীতাকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। রামধ্যান-পরায়ণা সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রুপূর্ণলোচনে অধোমুখে সেই মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদৃঢ়ব্রতা ব্রহ্মচারিণী জানকী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় আগমন করিতেছেন দেখিবামাত্র, প্রথমত অত্যুচ্চ সাধুবাদ-শব্দ এবং তৎপশ্চাৎ সুমহান হলহলা-শব্দ চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত হইল। শব্দপূরিত-কণ্ঠ বাষ্পাবিললোচন দর্শকবৃন্দ, কেহ কেহ 'সাধু রাম! সাধু!' আর কেহ কেহ 'সাধু সীতে! সাধু!' বলিয়া রব করিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ বা 'সাধু রাম! সাধু! সাধু সীতে! সাধু!' বলিয়া উভয়েরই প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব মহাতেজা মহর্ষি বাল্মীকি সীতা সমভিব্যাহারে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দাশরথে! এই সীতা সুব্রতা, ধর্ম্মচারিণী ও নিষ্পাপা। মহামতে! তুমি কেবল লোকাপবাদ-ভয়েই ইহাঁকে বিনা দোষে আমার আশ্রম-সমীপে বিসর্জ্জন করিয়াছিলে। যাহা হউক, রাম! ইনি এক্ষণে পরীক্ষা প্রদান করিবেন; তুমি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। আর নরনাথ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই দুই বালক জানকীর যমজ পুত্র, তোমার আত্মজ। রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমার স্মরণ হয় না যে, আমি কখনও মিথ্যা কথা কহিয়াছি; আমি বলিতেছি, ইহাঁরা তোমারই পুত্র। বৎস! আমি বহুতর সংবৎসর তপশ্চরণ করিয়াছি; আমি বলিতেছি যে, যদি সীতা দূষিতা হয়েন, তাহা হইলে আমি যেন সেই তপস্যার ফল প্রাপ্ত না হই। রাম! আমি কখনই কর্ম্ম, মন বা বাক্য দ্বারা পাপাচরণ করি নাই; যদি সীতা দূষিতা হয়েন, আমার যেন সে পুণ্যানুষ্ঠানের ফললাভ না হয়। কাকুৎস্থ! আমি সীতার শরীর ও মন বিশুদ্ধ জানিয়াই পূর্ব্বে ইহাঁকে

আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলাম। আমি বলিতেছি, ইনি শুদ্ধ-সমাচারা নির্দ্দোষা ও পতিদেবতা; কিন্তু তুমি লোকাপবাদ নিবন্ধনই ভীত হইয়াছ; সেই জন্য ইনি তোমার নিকট পরীক্ষা প্রদান করিবেন।

নরবরনন্দন! আমি দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়াই তোমাকে বলিতেছি যে, সীতার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ। তুমিও বিশুদ্ধা বলিয়া জানিয়াও কেবল লোকাপবাদ নিবন্ধন কলুষীকৃত-হৃদয়ে তোমার এই প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে।

চতুরধিকশততম সর্গ।

সীতার রসাতল-প্রবেশ।

মহর্ষি বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্ব-জগৎসমক্ষে সমবেত মহর্ষিদিগকে শুনাইয়া উত্তর করিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই। সুব্রত! আপনকার অকপট সত্য বাক্যেই আমাদিগের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এবং আমরা সন্তুষ্টও হইয়াছি। বৈদেহী পূর্ব্বেও সমস্ত সুরগণের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ ও পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমি ইহাঁকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন! সীতা সাধ্বী ও অপাপা হইলেও আমি কেবল লোকাপবাদভয়েই ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অতএব আমাকে ক্ষমা করা আপনকার কর্ত্তব্য হইতেছে। এই কুশীলব যে আমার ঔরসজাত পুত্র, আমি তাহাও জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্ব-জগৎ-সমক্ষে সীতা বিশুদ্ধা প্রতিপন্ন হইলেই আমার প্রীতি জন্মে।

রামচন্দ্রের ঈদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরসত্তমগণ পিতামহকে অগ্রে করিয়া সকলেই ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, দেবর্ষিগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, সুপর্ণগণ ও প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ, সকলেই সীতার পরীক্ষা দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর সুখস্পর্শ শুভ বায়ু দিব্য গন্ধ বহন পূর্ব্বক সেই জনতা ও সমবেত দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। সর্ব্বরাষ্ট্র-সমাগত মানবমণ্ডলী বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে সত্যযুগের ন্যায় সেই অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বলোকই সমবেত হইয়াছেন দর্শন করিয়া, কাষায়বাসিনী জনকনন্দিনী সীতা অবাঙ্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ-স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও সংকল্পনাতেও কামনা করি নাই; সেই সত্য অনুসারে দেবী বিশ্বম্ভরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি যেমন মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা রামচন্দ্রকেই প্রার্থনা করি; সেই সত্য অনুসারে দেবী বিশ্বম্ভরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি কামনা

করি নাই ; এই যেমন সত্য কথা কহিলাম; সেই সত্য অনুসারে দেবী বিশ্বম্ভরা আমাকে বিবর প্রদান করুন।

দেবী সীতা এইরূপ শপথ করিবামাত্র মহা-অদ্ভুত ব্যাপার প্রাদুর্ভূত হইল। সহসা ভূমিতল ভেদ করিয়া এক অনুত্তম দুর্নিরীক্ষ্য দিব্য সিংহাসন সমুত্থিত হইল! দিব্যশরীর অমিতপ্রভ পন্নগগণ সেই সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ সিংহাসনে সমুপবিষ্টা দেবী ধরিত্রী, 'বৎসে স্বচ্ছন্দে আগমন কর' বলিয়া, বাহুযুগল দ্বারা সীতাকে ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে তুলিয়া লইলেন। জানকী সিংহাসনে সমুপবেশন পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, আকাশ হইতে অবিরল ধারায় দিব্য পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়া জানকীকে সমাচ্ছন্ন করিল। দেবগণের মধ্যে সুমহান সাধুবাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, সীতে! তোমার চরিত্র যখন এতাদৃশ, তখন তুমিই ধন্য!

সুমহাত্মা দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া সীতার রসাতল প্রবেশ দর্শন পূর্ব্বক এইরূপ বিবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। যজ্ঞবাট-সমাগত মুনিগণ ও নরব্যাঘ্র রাজগণ সকলেই অতি বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতলে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ, মহাকায় দানবগণ এবং পাতালতলবাসী পন্নগগণ, কেহ কেহ সংহৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ; কেহ কেহ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন ; কেহ কেহ অনিমিষলোচনে রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা সীতার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

ফলত সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সমস্ত জগৎই সমাকুল, তূষ্ণীম্ভূত ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

পিতামহ-দর্শন।

বিদেহনন্দিনী জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে, ঋষিগণ ও পার্থিবগণ সকলেই যুগপৎ বিস্ময় প্রহর্ষ ও শোক নিবন্ধন উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবগণও সুমহান হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র, তাদৃশ মহদদ্ভুত ব্যাপার এবং ঋষিগণ ও পার্থিবগণের বিস্ময়ভাব দর্শন করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পাকুল-লোচনে নিতান্ত দুঃখিতভাবে কাতরচিত্তে অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সুদীর্ঘকাল রোদন করিতে করিতে সুতপ্ত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন। অবশেষে তিনি ক্রোধ ও শোকে সমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অভূতপূর্ব্ব শোকভার আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। কারণ, মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়া লক্ষ্মীরূপিণী সীতা আমার সমক্ষেই অদৃশ্যা হইলেন। সীতা আমার অসাক্ষাতে সাগরপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন; আমি

সে স্থান হইতেও তাঁহাকে পুনরানয়ন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাকে যে, রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব, তাহাতে আর বিচিত্র কি! ভগবতি বসুধে! তুমি আমার সীতাকে আমায় প্রত্যর্পণ কর। নতুবা তুমি আমার অবজ্ঞা করিলে, আমি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। দেখ, তুমি আমার শ্বশ্রূ; পূর্ব্বে মহাত্মা জনক হলধারণ পূর্ব্বক কর্ষণ করিতে করিতে তোমার গর্ত্ত হইতেই সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব আমার উপরোধ রক্ষা করা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর। তোমার দুহিতা সীতা শরৎকালীন বৃষ্টির ন্যায় আগমনমাত্রেই বিলুপ্ত হইয়াছেন! আমি বহুমানসহকারে পুনঃপুন তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি; ইহাতেও যদি তুমি আমাকে সীতা প্রদর্শন না কর, তাহা হইলে জানিব, তোমার সহিত আমার বৃথাই সম্বন্ধ। যাহা হউক, দেবি! হয় তুমি সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, না হয় আমাকেও বিবর প্রদান কর। আমি হয় পাতালে, না হয় স্বর্গলোকে সীতার সহিত বাস করিব। ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমাকে খনিত্র আনিয়া দাও, আমি সীতার জন্য পর্ব্বত ও কাননের সহিত সমগ্র মেদিনীমণ্ডল খনন করিব। হয় আজি বসুন্ধরা আমার সীতাকে তদবস্থাতেই প্রত্যর্পণ করিবেন; না হয় আজি আমি পৃথিবী ধ্বংস করিব, সমগ্র জগন্মণ্ডল জলময় হইবে।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র ক্রোধ ও শোকে সমাক্রান্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বজন্মা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, রাম!—রাম! পরিতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। মানদ! তুমি নিজেই নিজের অমিত-প্রভাব-সম্পন্ন পূর্ব্বভাব স্মরণ কর; মহাবাহো! আমি আর তোমাকে সেই অনুত্তম ভাব কি স্মরণ করাইয়া দিব! কিন্তু এই সভামধ্যে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। রাম! গীতি-নিবদ্ধ এই মহাকাব্যই তোমাকে সমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর! জন্মকাল হইতেই তুমি যে পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছ, এই মহাকাব্য হইতেই তাহা তুমি জানিতে পারিবে। তোমার সম্বন্ধে ইহার পরেও যে সকল ঘটনা ঘটিবে, মহাত্মা বাল্মীকি সে সকলও এই কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। রাম! এই আদি কাব্যের আদ্যন্ত সমস্তই তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। রাঘব! তুমি ব্যতীত আর কাহার কীর্ত্তি কাব্যে বর্ণিত হইতে পারে? অতএব পুরুষশার্দ্দূল! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। মহাবাহো রঘুনন্দন! তুমি বুদ্ধিমান। কাকুৎস্থ! তুমি এই সমস্ত ঋষিসত্তমদিগের সমভিব্যাহারে মনোযোগ পূর্ব্বক রামায়ণ কাব্যের ভবিষ্য-ভাগ শ্রবণ কর। মহাযশস্বিন! এই কাব্যের শেষভাগের নাম উত্তর। মহাতেজস্বিন! তুমি এই সমস্ত অক্ষয় মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে ঐ উত্তরভাগ শ্রবণ

কর। কাকুৎস্থ! অপর কোন ব্যক্তিই এই ভাগ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। বিশেষত এই ভাগ মহর্ষিদিগকে শ্রবণ করাণ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ করিলেন। যে সমস্ত ব্রহ্মলোক-বাসী অমিত-তেজস্বী ব্রহ্মর্ষি তথায় আগমন করিয়াছিলেন, পিতামহের অভিমতিক্রমে তাঁহারা সকলেই ভবিষ্য উত্তরভাগ শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রামচন্দ্রের পক্ষে যে ভবিষ্য ঘটনা ঘটিবে, তাহা শ্রবণ করিলে লোকে সৎকীর্ত্তি ও সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে।

এদিকে এই সময় ধরণীতল হইতে বাণী নির্গত হইল যে, রাম! তুমি শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ কর। কৃতান্তই উপস্থিত ঘটনার হেতু। তুমি বৈদেহীকে কামনা করিয়া অনর্থক সন্তাপিত হইতেছ। তাঁহার দর্শন তোমার পক্ষে এক্ষণে সুদুর্লভ হইয়াছে। তিনি ত্রিলোকেই প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তিনি যেমন মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হয়েন; এই পাতালে নাগগণও তাঁহার সেইরূপ পূজা করিয়া থাকেন। তিনি পিতৃগণের স্বধা ও স্বর্গে অমৃতভোজী দেবগণের তৃপ্তি-সাধন অমৃতস্বরূপা। শ্রীবৎস-লক্ষ্মা বিষ্ণুর দেহে তিনিই লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। তিনি স্বর্গস্থিত সিদ্ধগণের সিদ্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। রাম! তুমি আর সীতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় করিও না। যদি সীতাকে দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি কুশী-লবকেই দর্শন কর। আর পিতামহ তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে তুমি মহর্ষি-বাল্মীকি-কৃত শুভ অবিতথ রামায়ণ মহাকাব্যের ভবিষ্য উত্তরভাগের ভাবি-ঘটনা সকল শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র বসুধাতল-বিনির্গত এইরূপ শুভ বাণী শ্রবণ করিয়া পিতামহের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন! আমার সম্বন্ধে যে সকল ভাবি-ঘটনা ঘটিবে, সমবেত ব্রহ্মর্ষিগণ সেই সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; অতএব কল্য তাহাই আরম্ভ করিতে হইবে।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ নির্দ্ধারণানন্তর কুশীলবকে গ্রহণ করিয়া সমবেত জনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

রক্ষারম্ভ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাথ রামচন্দ্র মহামুনিদিগকে সভাস্থলে আহ্বান করিয়া পুত্র কুশীলবকে কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে গান করিতে আরম্ভ কর।

তখন মহাত্মা মহর্ষিগণ সকলে সমুপবিষ্ট হইলে, কুশীলব রামায়ণ-কাব্যের উত্তর নামক ভবিষ্য অংশ গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

রামচন্দ্র সেই অত্যুত্তম কাব্য-গীতি শ্রবণ করিয়া চিত্তসংযম করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই জানকীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র মৈথিলীর অদর্শনে সর্ব্বজগৎ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি শোক-নীহার-সমাচ্ছন্ন হইয়া কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, তিনি একে একে সমস্ত রাজগণ, ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসগণ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জনগণকে অপর্য্যাপ্ত ধনরত্ন প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপে সকলকে বিদায় দান পূর্ব্বক রাজীবলোচন রামচন্দ্র হৃদয়ে সীতাকে নিহিত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। উত্তরোত্তর যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তৎসমুদায়েই সীতার সেই কাঞ্চনময়ী মূর্ত্তিই দীক্ষিত হইল। রামচন্দ্র দশসহস্র বৎসরের মধ্যে অনেক অশ্বমেধ, তাহার দশগুণ বাজপেয়, অনেক বহুসুবর্ণক, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, বিপুলার্থ-সাধ্য গোমেধ, শতশত সৌত্রামণি এবং অন্যান্য বহুতর বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল যজ্ঞেই তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণাও প্রদান করিয়াছিলেন।

মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়াই সেই সুদীর্ঘকাল অতিবাহন করিলেন। নরনাথ রামচন্দ্রের প্রতি প্রজাবৃন্দের অনুরাগ প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ চিরকাল তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিল। পর্জ্জন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সর্ব্ব দিক ব্যাপিয়া সর্ব্বত্রই সুভিক্ষ হইল; নগর ও জনপদ সকল হৃষ্টপুষ্ট মানবগণে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ফলত, রামচন্দ্রের রাজ্যে অকালে কাহারও মৃত্যু হইল না; কোন প্রাণীই রোগে আক্রান্ত হইল না; অধার্ম্মিক কেহই রহিল না।

অনন্তর বহুদিনের পর রামমাতা যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্রপৌত্রগণ রাখিয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্রমে মহাভাগা কৈকেয়ী এবং তপস্বিনী সুমিত্রাও বহুবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। স্বর্গে যাইয়া তাঁহারা সকলেই মহারাজ দশরথের সহিত একত্র বাস প্রাপ্ত হইলেন, এবং বিবিধ পুণ্যলোক সকল উপভোগ করিতে থাকিলেন। নরনাথ রামচন্দ্র কোন ইতরবিশেষ না করিয়া যথাসময়ে মাতৃগণের উদ্দেশে মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দান করিতে লাগিলেন। তিনি বহু ধনরত্ন ব্যয় পূর্ব্বক পরম-দুষ্কর পিতৃযজ্ঞও সম্পাদন করিলেন।

ফলত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এইরূপে বিবিধ দুষ্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রতিনিয়তই ধর্ম্মের বৃদ্ধি সাধন করিয়া নরনাথ রামচন্দ্র দশসহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

ভরত-প্রয়াণ।

কিছু কালের পর কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ প্রীতিদান-স্বরূপ দশসহস্র অশ্ব, বিবিধ রত্ন, কম্বলাদি বস্ত্র, চীরপট্টাদি অত্যুত্তম পরিচ্ছদ ও বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণ সমভিব্যাহারে নিজ পুরোহিত অঙ্গিরোনন্দন অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। মাতুল অশ্বপতির অতি প্রিয়পাত্র গার্গ্যমুনি কেকয়রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছেন, শুনিবামাত্র ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র অনুযায়িবর্গের সহিত সত্বর এক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন; এবং ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পূজা করেন, তিনিও সেইরূপ সেই ব্রহ্মর্ষির অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে সেই মহর্ষির অর্চ্চনা করিয়া রাজীবলোচন রামচন্দ্র উপহৃত ধন-রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই মহর্ষিকে অগ্রে লইয়া স্বভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ নরনাথ রামচন্দ্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে মাতুলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন! মহাত্মা মাতুল কি বলিয়া দিয়াছেন? কি উদ্দেশেই বা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য বাক্য-বিশারদ ভগবান এইস্থানে আগমন করিয়াছেন?

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি গার্গ্য গুরুতর অভিপ্রেত কার্য্য বিস্তার পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, মহাবাহো! আপনকার মাতুল মহাত্মা যুধাজিৎ প্রীতি-সহকারে আপনাকে যাহা বলিতে বলিয়াছেন বলিতেছি, যদি অভিরুচি হয় শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র! তিনি বলিয়াছেন, 'সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে গন্ধর্ব্বদিগের এক অতি সুন্দর রাজ্য আছে; ঐ রাজ্য বহুতর বহুবিধ ফলমূলে উপশোভিত। শৈলূষের অপত্য তিন কোটি মহাবল গন্ধর্ব্ব বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐ রাজ্য রক্ষা করিতেছে। মহাবাহো! তুমি অতি যত্নসহকারে ঐ সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজয় করিয়া ঐ সুন্দর রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক উহাতে দুই নগর স্থাপন কর। তোমাভিন্ন অন্য কাহারই সে রাজ্যে গমন করিবার সাধ্য নাই। মহাবাহো! সেই রাজ্য অতি সুন্দর-দর্শন; উহা বিবিধ ফলমূলে সুশোভিত হইয়া আছে। অতএব মহামতে! ঐ রাজ্যে তুমি নগরী স্থাপন কর। তুমি স্বয়ং না যাও, এই ঋষির সহিত অন্য কাহাকেও প্রেরণ কর। আমার একান্ত অভিপ্রায়, ইহাতে তোমার অভিরুচি হউক। আমি তোমাকে কখনই অহিত বলিব না।'

মাতুলের এইরূপ সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং 'তথাস্তু' বলিয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর নরনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে হর্ষসহকারে সেই মহর্ষিকে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! এই দুই কুমার সেই দেশ জয় করিবে। ইহারা ভরতের পুত্র; ইহাদিগের নাম তক্ষ ও পুষ্কর; ইহারা মহাবীর। আমাদিগের মাতুল কর্ত্তৃক সুরক্ষিত

হইয়া ক্ষত্রধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ইহারা ঐ দেশ জয় করিবে। ভরত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে এই দুই কুমারকে অগ্রে করিয়া গন্ধর্ব্ব-পুত্রদিগকে সংহার পূর্ব্বক দুই নগর স্থাপন করিবেন। ধর্ম্মাত্মা ভরত দুই নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে দুই আত্মজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবেন।

এইরূপ বলিয়া রঘুনন্দন রামচন্দ্র শুভ-নক্ষত্রে কুমারদ্বয়ের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে ভরতকে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা ভরত পুত্রদ্বয়কে লইয়া মহর্ষি গার্গ্যকে অগ্রে করিয়া নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে বিনির্গত হইলেন। দেব-গণেরও সুদুর্দ্ধর্ষ সেই মহাবলসম্পন্ন সৈন্য ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া বহির্গত হইল। রামচন্দ্র বহুদূর পর্য্যন্ত উঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। বহুতর মাংসাশী জীব এবং সহস্র সহস্র রাক্ষস রুধির-পিপাসু হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল। বহুতর মাংস-ভক্ষক সুদারুণ ভূতগ্রাম, সহস্র সহস্র সিংহ ব্যাঘ্র ও অন্যান্য মাংসাদ পশু, ক্রব্যাদ পক্ষি-গণ, এবং অন্যান্য বিবিধ পশু-পক্ষীও গন্ধর্ব্ব-পুত্রদিগের মাংসভোজনে অভিলাষী হইয়া সেনার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণা আধিব্যাধি-বিরহিতা সেই সুমহতী সেনা অর্দ্ধমাস কাল পথিমধ্যে যাপন করিয়া অবশেষে কেকয় দেশে উপস্থিত হইল।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

গন্ধর্ব্ববিষয়-নিবেশন।

মহাত্মা ভরত সেনাপতি হইয়া সেনা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ অতীব আনন্দিত হইলেন; এবং মহতী জনতা সমভিব্যাহারে নগরী হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে পরা-মর্শ করিলেন। অবশেষে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভরত ও যুধাজিৎ উভয়ে সৈন্য ও অনুযায়ি-বর্গ সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে গন্ধর্ব্ব-নগ-রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ বর্ম্ম তূণীর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সজ্জিত হইল; এবং কাল-প্রেরিত হইয়া ভীষণ সিংহনাদ করিতে করিতে সহসা চতুর্দ্দিক হইতে যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত সেই লোমহর্ষণ মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় হইল না।

অনন্তর মহাবীর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের প্রতি সংবর্ত্ত নামক সুদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অকস্মাৎ মহাকাল-সদৃশ সংবর্ত্ত অস্ত্র দ্বারা বদ্ধ ও বিদা-রিত হইয়া মহাবীর্য্যসম্পন্ন তিন কোটি গন্ধর্ব্ব এককালে ক্ষণমধ্যেই নিহত হইল। এইরূপে ভরত নিমেষমধ্যেই যেরূপ যুদ্ধকাণ্ড প্রদর্শন

করিলেন, দেবতারাও সেরূপ যুদ্ধ কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই।

এইরূপে সেই মহাবীর গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিয়া মহাত্মা ভরত গান্ধারদেশে সুশোভন গন্ধর্ব্বরাজ্যে দুইটি সুসমৃদ্ধ অনুত্তম নগরী স্থাপন করিলেন। তক্ষ ও পুষ্কর ঐ দুই নগরীর অধিপতি হইলেন। তক্ষের নগরীর নাম তক্ষশীলা, আর পুষ্করের নগরীর নাম পুষ্করাবতী হইল। বিবিধ ধনরত্নে পরিপূরিতা, বিবিধ কাননে উপশোভিতা, ঐ উভয় নগরী যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াই বিবিধ গুণে স্ফীত হইয়া উঠিল। অকপট ব্যবহার নিবন্ধন উভয় নগরীই অতি রমণীয় হইল। সুরুচির-দর্শন অনুত্তম উপবন সকল উভয় নগরীতেই অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। উভয় নগরীতেই বিবিধ উদ্যান রোপিত হইল; এবং উভয়েতেই বিবিধ যানও সুলভ হইল। উভয়েরই মধ্যে আপণ সকল পরিপাটী রূপে বিনির্ম্মিত হইল; এবং উভয় নগরীই ক্রমে নানাপ্রকার সুন্দর-দর্শন ভবন ও অট্টালিকায় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

কেকয়ীনন্দন মহাবাহু রামানুজ ভরত পাঁচবৎসরে এইরূপ সুসমৃদ্ধ নগরীদ্বয় স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন; এবং বাসব যেমন ব্রহ্মাকে অভিবাদন করেন, তিনিও সেইরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক যাদৃশ অদ্ভুতরূপে গন্ধর্ব্বদিগের সংহার এবং যেরূপ নগরীদ্বয় স্থাপন করা হইয়াছে, সমস্তই নিবেদন করিলেন; শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন।

নবাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণ-পুত্রদ্বয়ের অভিষেক।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র ভরতের মুখে তাদৃশ অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন; ভরত এবং লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তোমার এই দুই কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ধর্ম্মবিশারদ এবং সুদৃঢ়-ধনুর্দ্ধারী; সুতরাং রাজ্য প্রাপ্ত হইবার সম্যক উপযুক্ত পাত্র। অতএব আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করিব; তুমি উত্তম দেশ নির্ণয় কর। যে দেশ অসংকীর্ণ ও অতি রমণীয়; এবং যে দেশে রাজ্য স্থাপন করিলে অন্যান্য রাজা বা কোন আশ্রম-বাসীকেই উৎপীড়ন করা না হয়, তুমি এরূপ দেশ নির্দ্ধারণ কর। কারণ তাহা হইলে, তথায় রাজ্য স্থাপন নিবন্ধন আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে না; কুমারদ্বয়ও সেই দেশে বাস করিয়া আনন্দে কাল যাপন করিবে।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন, মহাবীর! কারপথ-দেশ অতীব রমণীয়; তথায় রোগের নামমাত্রও নাই; আপনি মহাবল অঙ্গদের জন্য সেই দেশে

নগরী স্থাপন করুন। আর চন্দ্রকেতুকে মনোরম সুরুচির চন্দ্রবক্ত্র-দেশ প্রদান করুন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র ভরতের এই বাক্য গ্রহণ করিলেন; এবং অঙ্গদের জন্য কারপথ দেশে রাজ্য স্থাপন করাইলেন। অঙ্গদের জন্য স্থাপিতা সুরক্ষিতা রমণীয়া নগরী অঙ্গদীয়া নামে অভিহিত হইল। আর কুমার চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে উপনিবেশ করা হইল। চন্দ্রকেতুর নগরী চন্দ্রবক্ত্রা নামে, স্বর্গে দেবনগরীর ন্যায়, বিখ্যাত হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষ্মণ, সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র মহাবল যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কুমারদ্বয়কে অভিষেক করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিমদিকে ও চন্দ্রকেতুকে উত্তরদিকে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের, আর মহাবল ভরত চন্দ্রকেতুর সমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া-পুরীতে সংবৎসর অবস্থান পূর্ব্বক সেই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কুমার অঙ্গদকে স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। উদার-চেতা ভরতও চন্দ্রবক্ত্রা-নগরীতে একবৎসর অবস্থান পূর্ব্বক অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়া রামচন্দ্রের চরণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পরম ধার্ম্মিক ভরত ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রীতিসহকারে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু ভ্রাতৃ-স্নেহ নিবন্ধন এই সুদীর্ঘকাল তাঁহাদের পক্ষে অত্যল্প কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ধর্ম্মে ও পৌরকার্য্যে যত্নবান, সৌমনস্য-শালী, ভূমণ্ডলব্যাপি-যশোরাশি-বিভূষিত রাম লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের এইরূপে একাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইল।

ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী তপঃপ্রদীপ্ত দীপ্ততেজা নরাধিপচতুষ্টয়, এইরূপে বহুকাল বিহার পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত-হৃদয় হইয়া হুত-হুতাশন-সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন।

দশাধিকশততম সর্গ।

কালাভিগমন।

রামচন্দ্র ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন, ইত্যবসরে এক সময় সর্ব্ব-সংহারক কাল তাপস-রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে উপনীত হইলেন, এবং যশস্বী লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমি বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি; তুমি রামচন্দ্রের নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন কর। আমি তেজঃসম্পন্ন অতিবল নামক মহর্ষির দূত; আমি রাম-দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছি; তুমি ত্বরায় আমার আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন কর।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহর্ষির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিলেন, এবং তপোধনের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহামতে! আপনি রাজধর্ম্মানুসারে ইহলোক

ও পরলোক জয় করুন। ভাস্কর-সদৃশ-তেজঃসম্পন্ন এক তপস্বী, কোন মহর্ষির দূতস্বরূপ হইয়া আপনকার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, সৌমিত্রে! তুমি সেই তপস্বীকে সম্মানিত করিয়া ত্বরায় আমার নিকট আনয়ন কর। তখন লক্ষ্মণ সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তপঃপ্রভাবসমন্বিত, সেই ঋষিকে রামচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ঋষি, নরনাথ রঘুনন্দন রামচন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধন মান মর্য্যাদা কীর্ত্তি প্রভৃতিতে পরিবর্দ্ধিত হউন। তখন মহাবাহু রামচন্দ্র অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া ঋষিকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে ঋষিও কুশল প্রশ্ন করিলে, বাক্য-বিশারদ মহাযশা রামচন্দ্র, কাঞ্চনময় বিশুদ্ধ আসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, মহামুনে! আপনি ত বিনাক্লেশে এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি যে উদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত করিয়া বলুন।

রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহামুনি উত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, তাহা অতীব গোপনীয়। ঐ বাক্য অন্যের সমক্ষে বলা যাইতে পারে না; উহা অন্যের শ্রবণযোগ্যও নহে। মহারাজ! আপনি যদি সর্ব্বমুনিপ্রধান মহর্ষির বাক্য সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে, যে ব্যক্তি আমাদের বাক্য শ্রবণ করিবে, সে আপনকার নিকট বধদণ্ডের যোগ্য হইবে।

অনন্তর রামচন্দ্র, তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! তুমি দ্বারপালকে বিদায় দিয়া স্বয়ং দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাক। সৌমিত্রে! এই ঋষি ও আমি পরস্পর যে সমুদায় কথোপকথন করিব, তাহা যে ব্যক্তি দেখিবে বা শ্রবণ করিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়া মহাত্মা ঋষিকে কহিলেন, মহামুনে! আপনকার যাহা অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করুন। আপনি যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলুন। আপনকার অভিপ্রায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত লালসা হইয়াছে।

একাদশাধিকশততম সর্গ।

দুর্ব্বাসার আগমন।

ঋষি কহিলেন, মহাসত্ত্ব! আমি যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। দেব পিতামহ আমাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়াছেন। পরপুরঞ্জয়! আমি আপনকার পূর্ব্বদেহের পুত্র; মায়াগর্ভে আমার উৎপত্তি হইয়াছে; আমি প্রভাবশালী সর্ব্বসংহারক কাল।

দেবর্ষি-পূজিত ভগবান পিতামহ আপনাকে বলিয়াছেন যে, 'মহাবাহো! আপনি ত্রিলোক রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি পূর্ব্বে সমুদায় লোক সংহার পূর্ব্বক আপনকার শুভা ভার্য্যা দেবী মায়ার সহযোগে প্রথমত জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর আপনি ঐ মায়া দ্বারা জলশায়ী মহাভোগ মহানাগ অনন্তকে উৎপাদন করেন। এই সময় মধু ও কৈটভ নামক দুই মহাবল দৈত্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। এই উভয় দৈত্যের অস্থিসঞ্চয় দ্বারা ভূর্লোক ও মেদোদ্বারা এই পর্ব্বত-সমাকুলা মেদিনী হইয়াছে।'

'অনন্তর আপনকার ইচ্ছানুসারে আপনকার দিব্য নাভি-কমলে আমার উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে আপনি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি করিয়া আমার প্রতি বিশেষ-সৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। যদিও আমার প্রতি সমুদায় ভার অর্পিত হইয়াছিল, তথাপি আমি আপনকার নিকট বলিয়াছিলাম যে, জগৎপতে! আপনি জগতের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমার তেজোবর্দ্ধন করুন। দুর্দ্ধর্ষ! তখন আপনিও সর্ব্বলোক-রক্ষার নিমিত্ত নিজ নিত্য সনাতন ভাব হইতে বিষ্ণুরূপ অবলম্বন করিলেন। পরে দেবকার্য্যের নিমিত্ত আপনি কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে মহাবীর্য্য পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কার্য্য উপস্থিত হইলে এইরূপে আপনি সময়ে সময়ে সমুদায় দেবলোকের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিজয়িন! অনন্তর আপনি যখন দেখিলেন যে, প্রজাগণ এক কালে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন আপনি রাবণ-বধাভিলাষী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবতরণকালে আপনি স্বয়ং নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একাদশ সহস্র বৎসর রামরূপে মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিবেন। আপনকার অভিপ্রেত সেই সময় মর্ত্ত্যলোকে অতিবাহিত হইয়াছে। দেব! এক্ষণে আপনকার দেবলোকে অবস্থান করিবার সময় উপস্থিত। রঘুনন্দন! অথবা যদি এই মর্ত্ত্যলোকে আর অধিক কাল রাজ্যভোগ করিবার আপনকার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাই করুন।' মহাবাহো! ভগবান পিতামহ আপনাকে এই সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

জিতেন্দ্রিয়! যদি এক্ষণে দেবলোকে গমন করিতে আপনকার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দেবগণ পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুকে পাইয়া সনাথ ও শোক-সন্তাপ-পরিশূন্য হউন। দেব! আমি আপনকার মনোগত পুত্র; আমি প্রাণিগণের পূর্ণ পরমায়ু; আমি কালরূপে জগতে বিখ্যাত; অধুনা, আমি তাপসবেশে আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি।

মহানুভব রামচন্দ্র সর্ব্বসংহারক কালের মুখে পিতামহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, দেবদেব পিতামহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমারও অভিপ্রেত; অদ্য তুমি আগমন করাতে আমি যার পর নাই পরিতুষ্টও হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি যে

স্থান হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিব। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমারও সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বসংহারক! আমি দেবগণের বশবর্ত্তী; পূর্ব্বে পিতামহ আমার প্রতি যেরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমাকে ত্রিলোকের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সর্ব্বসংহারক কাল ও রামচন্দ্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা রাম-দর্শনার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি শীঘ্র রামচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও; বিলম্বে আমার কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা। প্রজ্বলিত-হুতাশন-সদৃশ মহাত্মা মহর্ষির মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন! আপনকার কি কার্য্য? কোন্ বস্তুর প্রয়োজন? কি করিতে হইবে? আমাকেই আজ্ঞা করুন। অথবা, ব্রহ্মন! মহারাজ রামচন্দ্র এক্ষণে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন।

মুনিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতেই কহিলেন, সুমিত্রানন্দন! তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমার আগমন-বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন কর। বাক্যবিশারদ! যদি তুমি আমার বাক্য অন্যথা কর, তাহা হইলে রাজ্যের প্রতি, অযোধ্যা-নগরীর প্রতি, রামচন্দ্রের প্রতি, ভরতের প্রতি, তোমার প্রতি, শত্রুঘ্নের প্রতি, অধিক কি, তোমাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের প্রতিও আমি এখনই শাপ প্রদান করিব। আমার হৃদয়ে যেরূপ ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমি আর ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহর্ষি-কথিত তাদৃশ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এক কালে সর্ব্বনাশ হওয়া অপেক্ষা একমাত্র আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। লক্ষ্মণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কালকে বিদায় দিয়া ত্বরান্বিত হৃদয়ে বহির্গমন পূর্ব্বক তেজোমণ্ডলে সমুদ্ভাসিত মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র তিনি প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহর্ষে! আপনকার কি প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন। প্রভাবশালী মহর্ষি দুর্ব্বাসা উত্তর করিলেন, রঘুনন্দন! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি তপস্যায় নিযুক্ত ছিলাম, অদ্য আমার সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইয়াছে। রঘুবংশাবতংস! আমি ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনাভিলাষী হইয়া এক্ষণে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমার ইচ্ছা এই যে, তুমি শীঘ্র যাহা আয়োজন করিয়া দিতে পার, তাহা দাও, আমি ভোজন করি।

মহর্ষির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণপ্রধান দুর্ব্বাসাকে উপস্থিতমত ভোজন-দ্রব্য আহরণ করিয়া দিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাও অমৃত-কল্প সেই অন্ন ভোজন করিয়া 'সাধু রাম সাধু!' বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

মহাপ্রাজ্ঞ দুর্ব্বাসা, প্রীতহৃদয়ে প্রতিগমন করিলে নরনাথ রামচন্দ্র, কাল-বাক্য স্মরণ করিয়া মনোদুঃখে আকুলিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক দুঃসহ দুঃখে পরিপীড়িত, অধোমুখ ও একান্ত কাতরহৃদয় হইয়া থাকিলেন, কোন কথাই বলিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহামতি রামচন্দ্র কাল-বাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুদ্ধিবলে সমুদায় নিরূপণ করিলেন, এবং 'আর থাকিতেছে না!' বলিয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণ-বিয়োগ।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় একান্ত কাতর ও অধোমুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল বদনেই কহিলেন, মহাবাহো! আমার নিমিত্ত সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন না; ভবিষ্যতে যেরূপ ঘটনা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়া আছে; কালের গতিই এইরূপ। সুব্রত! আপনি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ সত্য পালন করুন। রঘুনন্দন! যিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে না পারেন, তিনি নিরয়গামী হয়েন, সন্দেহ নাই। সুব্রত! যদি আমার প্রতি আপনকার কৃপা ও অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সত্য রক্ষা করুন।

মহামতি রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিক্ষুব্ধ-হৃদয় হইলেন, এবং তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য সমুদায় সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের সমক্ষে, তপস্বীর নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা ও দুর্ব্বাসার আগমন প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিগণ, উপাধ্যায়গণ, পৌরগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠ, সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই একবাক্যে কহিলেন, মহাবাহো মহারাজ! আপনাকে যে লক্ষ্মণ-বিরহিত হইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এরূপ দুষ্কর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থও নহে। পুরুষসিংহ! কাল অতীব বলবান! আপনি লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ প্রতিজ্ঞা পরিপালন করুন। আপনকার প্রতিজ্ঞা বিতথ হইলে, এই জগতে ধর্ম্ম এককালে লোপ হইবে। আর যদি ধর্ম্ম লোপ হয়, তাহা হইলে, দেবগণ ও ঋষিগণ সমেত স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় জগৎই বিধ্বস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুরুষশার্দ্দূল! আপনি এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করুন। মহাবাহো! আপনি যে ভ্রাতৃবৎসল, তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রকৃত-প্রস্তাবে আপনি যে কে, তাহাও আমাদের অবিদিত নাই; অনঘ! আমরা এ বিষয় আপনাকে এক্ষণে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। কাকুৎস্থ! এ বিষয়ে আপনি আমাদিগকে দোষী মনে করিবেন না; আপনি বিতথ-প্রতিজ্ঞ হইলে লক্ষ্মণকে লইয়া কি ফল হইবে! মহাবাহো! দেখুন, আপনকার পিতা দশরথ নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার নিমিত্ত আপনাকেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাস দিয়াছিলেন। কল্যাণ-চরিত কল্যাণ-নিলয় সাধুশীল মহারাজ দশরথ আপনাকে বনবাস দিয়া আপনকার শোকেই স্বর্গগমন করিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ! আপনিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞাপালনে অধ্যবসায়ারূঢ় হউন। আপনি ত্রৈলোক্যের হিত-সাধনের নিমিত্ত অসঙ্কুচিত চিত্তে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করুন।

অনন্তর রামচন্দ্র, সভামধ্যে সমবেত পুরোহিত ও সচিব প্রভৃতির তাদৃশ ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌমিত্রে! ধর্ম্মলোপ না হয়, এই জন্যই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম! সাধুগণের পক্ষে পরিত্যাগ ও প্রাণবধ উভয়ই সমান।

ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র যখন শোকব্যাকুলিত-বচনে এইরূপ কহিলেন, তখন লক্ষ্মণ অতীব ব্যাকুল-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি সরযূ-নদী-তীরে গমন পূর্ব্বক যথাবিধানে স্নান করিয়া নবদ্বার রোধ করিলেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর পরিত্যাগ করিলেন না। এই অবস্থায় তিনি অক্ষর অব্যক্ত সনাতন পরম-ব্রহ্মরূপ বাসুদেবাখ্য নিজ পদ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে লক্ষ্মণ যখন প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু ও সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়া থাকিলেন, তখন অপ্সরোগণ, দেবগণ, ঋষিগণ ও স্বয়ং দেবরাজ তাঁহার উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই সময় দেবরাজ, লক্ষ্মণকে সশরীরে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে দেবলোকে গমন করিলেন; কোন মনুষ্যই তাহা দেখিতে পাইল না।

অনন্তর দেবগণ ও মহর্ষিগণ, বিষ্ণুর চতুর্থাংশ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে পূজা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

শত্রুঘ্ন-পুত্রাভিষেক।

এইরূপে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন করিয়া দুঃখ-শোক-সমন্বিত হৃদয়ে বশিষ্ঠ, মন্ত্রিগণ ও পৌরগণকে কহিলেন, অদ্যই আমি ধর্ম্মবৎসল মহাবাহু ভরতকে এই অযোধ্যা-নগরীতে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ বনগমন করিব; আপনারা কাল-বিলম্ব না করিয়া অভিষেক-সম্ভার সমুদায় আহরণ

করুন। লক্ষ্মণ যে পথে গিয়াছেন, অদ্যই আমিও সেই পথেই গমন করিব।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই প্রকার বলিলে, সমুদায় প্রকৃত্তিগণ ভূমিতে অবনত-মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক হত-চেতনের ন্যায় হইয়া থাকিলেন। ভরতও রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শুনিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ-হৃদয় হইয়া পড়িলেন। তিনি পুনঃপুন রাজপদের নিন্দা করিয়া, পরিশেষে রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সত্য দ্বারা ও নিজ-পুণ্য-পুঞ্জোপার্জ্জিত স্বর্গলোক দ্বারা দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি ব্যতিরেকে আমার রাজ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিলাষ নাই। পরন্তপ! এই কুশ ও লবকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। মহাবীর কুশকে কোশলা-রাজ্যে এবং লবকে উত্তরা-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিউন।

রঘুনন্দন! এই সমুদায় বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিবার নিমিত্ত দূতগণ মথুরায় শত্রুঘ্নের নিকট শীঘ্র গমন করুক, এবং আমরা যে, স্বর্গে গমন করিতেছি, তাহাও তাঁহার নিকট বলুক।

অনন্তর বশিষ্ঠ, ভরতের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং সমুদায় প্রকৃতিগণকে সুদুঃখিত ও অধোমুখ দেখিয়া কহিলেন, বৎস রাম! এই দেখ, সমুদায় প্রকৃতিগণ ধরণীতলে পতিত রহিয়াছে। ইহাদের কি অভীপ্সিত, তাহা জানিয়া, ইহাদের বাসনা পূর্ণ কর; ইহাদের অপ্রিয় কার্য্য করা তোমার উচিত হইতেছে না। তখন রামচন্দ্র বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রকৃতিগণকে উত্থাপিত করিয়া সস্নেহ-বচনে কহিলেন, প্রকৃতিগণ! আমাকে কি করিতে হইবে, তোমরা বল। তখন প্রকৃতিগণ কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, রঘুবংশাবতংস! আপনি যেখানে গমন করিবেন, আমরাও আপনকার অনুবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই গমন করিব। ইহাতেই আমাদের পরমপ্রীতি হইবে, এবং ইহাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। আমাদের হৃদয়ে এইরূপ ভাব সর্ব্বদা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, আপনি যেখানেই যাউন না কেন, আমরা আপনকারই অনুগামী হইব। মহারাজ! যদি পৌরগণের প্রতি আপনকার স্নেহ থাকে, যদি আমরা আপনকার অনুগ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমরা স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপনকার অনুগামী হই; ইহাই আমাদের সৎপথ। বিজয়িন! যদি আমরা আপনকার ত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনি তপোধন-বন বা স্বর্গ, যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই আমাদের সকলকেই লইয়া চলুন।

অনন্তর রামচন্দ্র, প্রকৃতিগণের তাদৃশ স্থির-নিশ্চয় পরিজ্ঞাত হইয়া, কাল-বল স্মরণ পূর্ব্বক তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি মহাত্মা কুশ ও লবকে বহুধনরত্ন প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিবারিত করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই উভয় ভ্রাতার প্রত্যেককেই তিনি অষ্টসহস্র রথ, সহস্র মাতঙ্গ, ষষ্টিসহস্র অশ্ব ও বহুসংখ্য সৈন্য প্রদান করিলেন। এইরূপে তিনি মহাবীর কুশ ও লবকে অভিষেক পূর্ব্বক স্বস্ব

রাজ্যে প্রেরণ করিয়া মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট দূত পাঠাইলেন।

কোশলেশ্বর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত দ্রুতগামী দূতগণ ত্বরা পূর্ব্বক মথুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল; পথে একদিনও আবাস গ্রহণ করিল না। তাহারা ক্রমাগত তিন অহোরাত্র গমন পূর্ব্বক মথুরা-পুরীতে উপস্থিত হইল, এবং শত্রুঘ্নের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মণ-পরিত্যাগ, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, পৌরগণের অনুরাগ, কুশ ও লবের অভিষেক, এই সমুদায় বিষয় বর্ণন করিয়া তাহারা পরিশেষে কহিল, রঘুনন্দন! কুশ অভিষিক্ত হইয়া যে রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন, উহা বিন্ধ্যপর্ব্বত-স্থিত, অতীব রমণীয়, এবং কুশবতী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। লব যে রাজধানীতে বাস করিতেছেন, তাহা শ্রাবতী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও পরম সুন্দর-দর্শন। এক্ষণে মহারথ রামচন্দ্র ও ভরত অযোধ্যাপুরী নির্জ্জন করিয়া স্বর্গ-গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন। দূতগণ মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট এই সমুদায় নিবেদন করিয়া বিরত হইল। অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার কহিল, নরনাথ! ত্বরান্বিত হউন; আর বিলম্ব করিবেন না।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন, দূতগণের মুখে ঘোরতর কুলক্ষয় উপস্থিত অবগত হইয়া, কাঞ্চন-নামক পুরোহিত ও পৌরগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। তিনি তাহাদের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন পূর্ব্বক, ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার ভাবী লোকান্তর-গমন কীর্ত্তন করিয়া, নিজ পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি মহারথ সুবাহুকে মথুরা-নগরীতে, এবং শত্রুঘাতীকে বৈদিশ-নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনার যত সৈন্য-সামন্ত ছিল, তৎসমুদায় দুই ভাগ করিয়া ঐ দুই পুত্রকে দিলেন। এইরূপে তিনি ধন-ধান্য-সমাযুক্ত কুমারদ্বয়কে রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হৃদয়ে একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, ক্ষৌম-শুক্লবসনধারী রামচন্দ্র প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় মুনিগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি ধর্ম্মের অনুধ্যান পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, রঘুনাথ! আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনকার নিকট আগমন করিতেছি। জানিবেন, আমি আপনকার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি আমাকে প্রতিষেধ বা অন্য কোন আজ্ঞা করিবেন না। মহাবীর! আমি আপনকার একান্ত ভক্ত; আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের তাদৃশ অবিচলিত ভাব দেখিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র ও শত্রুঘ্নের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় নানা স্থান হইতে কামরূপী বানরগণ, ঋক্ষ-

রামায়ণ সমাপ্ত।

[illegible]